মনোজ মিত্র

নাটক সমগ্র

নাটকসমগ্র

মনোজ মিত্র

REFERENCE

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

PUBLIC LIBRARY
R.R.L.F. NO
NO. (R.R.R.L.F./GEN)

প্রচ্ছদপট অঙ্কন ও অলঙ্করণ
সুব্রত চৌধুরী
মুদ্রণ
[illegible] প্রেস

CSC Public Library
5301
No 15DC8

MONOJ MITRA
NATAKSAMAGRA VOL-II
A Collection of dramas by Monoj Mitra Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

ISBN 81-7293-253-7

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগত — বিষ্ণু বসু — [১]

পূর্ণাঙ্গ নাটক

সাজানো বাগান — ১

অশ্বত্থামা — ৫১

রাজদর্শন — ৮১

নেকড়ে — ১৩৭

দর্পণে শরৎশশী — ১৯৭

শিবের অসাধ্যি — ২৬১

একাঙ্ক নাটক

সন্ধ্যাতারা — ৩২১

টাপুর টুপুর — ৩৪৯

চোখে আঙুল দাদা — ৪১৫

কালবিহঙ্গ — ৩৮৩

টু-ইন-ওয়ান — ৪১১

আমি মদন বলছি — ৪৪১

প্রভাত ফিরে এসো — ৪৫৭

নাট্যপরিচিতি — ৪৮১

মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগত

মোপাসাঁর লেখা গল্পের সেই ঘোড়াটির কথা অনেকেরই মনে আছে। রোগা ক্ষুধার্ত ঘোড়াটিকে তার রাখাল বেঁধে রাখত এমন একটি খোঁটার সঙ্গে যার নাগালের একটু দূরত্বে ছিল নধর চকচকে প্রচুর ঘাস। প্রাণান্তকর গলা বাড়িয়েও ঘোড়া ঘাসের নাগাল পেত না কিছুতেই, প্রচণ্ড খিদেয় আর্তনাদ করত সে আর তাই দেখে নিষ্ঠুর উল্লাসে ফেটে পড়ত অবিবেকী রাখাল। অবশেষে না খেয়ে মারা গেল হতভাগ্য ঘোড়াটি এবং তাকে পুঁতে দেওয়া হল খোঁটাসংলগ্ন মাটিতেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, অতঃপর মৃত ঘোড়ার জৈবিক সার পেয়ে ছোট ভূখণ্ডটিতে গজাল প্রচুর ঘাস যার অভাবে মারা পড়েছিল হতভাগ্য ঘোড়াটি।

কেন এ গল্প লিখেছিলেন মোপাসাঁ? শুধু কি মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখাবার জন্য? তা হয়ত নয়। তিনি দেখাতে চাইছিলেন মানুষের সামান্য সহানুভূতি, একটুখানি ভালবাসাই বাঁচিয়ে রাখতে পারে জীবনকে। মৃত ঘোড়ার কবরের উপর গজানো অজস্র ঘাস জীবন্ত ঘোড়ার বিকল্প হতে পারে না।

মোপাসাঁ বাঁচতে দেন নি তাঁর ঘোড়াকে। মনোজ মিত্র কিন্তু বাঁচিয়ে রাখেন বাঞ্ছারামকে। বরং বলা যায়, বেঁচে থাকে বাঞ্ছারাম। তার খোঁটাকে অস্বীকার করে। এ খোঁটা বয়সের যত না, তার চাইতেও বেশি পারিপার্শ্বিকের। সে খোঁটা কখনো প্রয়াত ছকড়ি, কখনো বা জ্যান্ত নকড়ি। একটু হাত বাড়ালেই যে-জীবন্, যে-বেঁচে থাকা, তা যাতে বুড়ো বাঞ্ছারামের নাগালে না পৌঁছোয়, তার জন্য চেষ্টা চলে অবিরাম। এই বেঁচে থাকার জোর বাঞ্ছারামকে যুগিয়ে দেন নাট্যকার। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি-বশত নয়, এ বেঁচে থাকা বাঞ্ছারামের অর্জনেরই ফসল—এমন উপলব্ধি থেকে। মোপাসাঁর মত নিষ্করুণ হতে পারেন নি মনোজ, কেননা তিনি জানেন বেঁচে থাকাটা জীবনেরই প্রাপ্য, জীবনেরই রহস্য। তাকে নিয়ে পয়সার জোরে জমির লোভে ফাটকা খেলতে চাইবে বিত্তবান, এ 'অনাচার' অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকে বাঞ্ছারাম। শুধু বেঁচেই থাকে না, উত্তরপুরুষের অধিকারকেও যেন প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়।

এই যে বাঞ্ছারাম যার বেঁচে থাকাটা অথবা বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা হয়ে উঠতে পারত ট্র্যাজেডি, নিদেন ট্র্যাজি-কমেডি, তা কিন্তু হল না। হল না নাট্যকারের নিজস্ব পক্ষপাতে। নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব থাকতে নেই এমন তত্ত্ব শোনা যায়, অন্তত শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে, কিন্তু সারা পৃথিবীতে কজন নাট্যকারই বা তা থাকতে পেরেছেন? অথবা আদৌ পারেন কি, তাঁদের পক্ষপাতকে লুকোতে? পারেন না বলেই বোধহয় আমরা পেয়ে যাই মনোজ মিত্রের বাঞ্ছারামকে। বাঞ্ছারামের মতো মনোজ মিত্রও তাই জানিয়ে দেন দুনিয়ার বহু 'জিনিস মরণেও যেমন লাগে জনমেও তেমনি লাগে'। মৃত্যু ও জীবনের এ বোঝাপড়ার সংঘাতেই শেষ পর্যন্ত তৈরী হতে পারে এ সংলাপ—

'কাঁদে না দাদুভাই... কতো পাখি আছে... হ্যাঁ হ্যাঁ...ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়..হ্যাঁ হ্যাঁ... কাল সকালে দেখো...কত আমের বোল ধরেছে...মুক্তোর দানার মতো মাটির চাদর বিছিয়ে থাকে....গুন্‌গুন্ গুন্‌গুন্...মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুন্‌গুন্ করে...হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিরি ঝরে পড়ছে...জলপাই-এর পাতা বেয়ে টুপুস টুপুস করে পড়ছে....হ্যাঁ হ্যাঁ সব

তোমারে দিয়ে যাবো....তোমার জন্যই তো সাজায়ে রেখেছি গো....হ্যাঁ হ্যাঁ' [সাজানো বাগান, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]।

এ সংলাপের সঙ্গে হয়ত তুলনা দেওয়া যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের বহুল ব্যবহারে জীর্ণ সে কবিতাটি যেখানে কবি আগামী প্রজন্মের জন্য জঞ্জালমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। নাতির সদ্যোজাত ছেলেকে কোলে করে 'সেন্চুরি বুড়ো' বাঞ্ছারামের এ সংলাপে নেই কোনো ধরণের উচ্চকণ্ঠ প্রকাশ, বরং রয়েছে সংযত আবেগের অনিবার্যতা। সংলাপের এ অংশটুকুতে 'হ্যাঁ হ্যাঁ' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে পাঁচবার। শব্দটির ব্যবহারের তারতম্যে অন্তত আমাদের মনে হয় শেষ পর্যন্ত তা আর শুধুমাত্র অব্যয় হয়ে নেই। 'হ্যাঁ হ্যাঁ' যেন এক জায়মান অস্তিকে ঘোষণা করছে। অস্তি ঘোষণার এ কৌশল থেকেই বোধ করি গড়ে উঠেছে মনোজ মিত্রের নিজস্ব জগত, নতুন এক নন্দন। তার ফলেই আমাদের রসনিষ্পত্তি-সম্পর্কিত চলতি তত্ত্বগত ধারণাকে ঠিক খাপে খাপে মেলানো চলে না তাঁর নাটকের সঙ্গে। তাঁর লেখা অন্তত বেশ কিছু নাটক প্রচলিত সংজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করেই শিল্প হিসেবে সফল হয়ে ওঠে। কেননা মনোজ মিত্র জানেন, ছক কাটা তত্ত্ব নয়, নিছক আইডিয়াও নয়, জীবন তার থেকেও বড়। সে জীবনকেই তিনি প্রোথিত করতে চান নাটকের সীমিত পরিসরের মধ্যে।

২

বাংলায় মৌলিক নাটকের অভাব আছে একথা সকলেই বলেন। মনোজ মিত্রের ব্যোমকেশও কাককে বলছে, 'তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারে নাটকের কী ক্যনট্যাংকারাস অবস্থা! মৌলিক নাটক...অরিজিন্যাল প্লে...বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!...পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং' [কাকচরিত্র]। কথা কি খুব সত্যি? বোধহয় না। আমাদের এখানে যতগুলো নাটকের পত্রিকা আছে—বার্ষিক, ত্রৈমাসিক, দ্বিমাসিক মিলিয়ে গোটা আটেক তো হবেই—তাতে সব মিলিয়ে প্রতি বছর মৌলিক নাটক প্রকাশের সংখ্যা খুব কম নয়। তাছাড়া 'আজকাল' 'দেশ' শারদীয়া সংখ্যাতেও কয়েক বছর হল নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। আরো কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন ত আছেই। কাজেই মৌলিক নাটক বছরে 'দেড়খানা' পয়দা হবার কথা বলা মনোজ মিত্রের একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? অন্য সব কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার শরৎসংখ্যায় যেসব বিজ্ঞাপন বেরোয় তাতে চোখ বোলালেই দেখা যাবে মৌলিক নাটক গাদা গাদা শুধু লেখাই হচ্ছে না, সেগুলো মঞ্চস্থ হয়েও চলেছে অবিরত। তবু কেন মৌলিক নাটকের অভাবের কথা নিয়ে এত আর্তরব?

এসব নাট্যকারের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা জানিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়— তাঁদের রচনা মৌলিক হতে পারে, কিন্তু 'নাটক' হয়ে উঠছে কি? কেন হতে পারছে না সেকথা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বহু আলোচনা চলছে। এ নিয়ে বেশ কিছু বিবদমান দলই দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কী এ ধরনের বাক্যও ঘোষিত হয়েছে একাধিকবার যে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রই নাট্যরচনাবিরোধী। কিন্তু সত্যই কি তাই? তাহলে রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হলেন কেমন করে? গোড়ার যুগে প্রহসনকার মধুসূদন? কিংবা হাল আমলে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়? এবং মনোজ মিত্র? কিংবা আরো কেউ! একথা ত আর নতুন করে বলার দরকার নেই যে মঞ্চে কিছু 'চরিত্র' দাঁড় করিয়ে তাদের মুখ দিয়ে কিছু 'কথাবার্তা' বলিয়ে কিছু 'সমস্যা' ও ক্ষেত্রবিশেষে 'সমস্যার সমাধান' করে দিলেই নাট্যকারের দায়িত্ব ফুরোয় না। পুরো প্রক্রিয়াটিকে শিল্পিত করে তুলতে হয়। কিন্তু কাকে বলা হবে 'শিল্প' তাই নিয়েই ত চলতে পারে অন্তহীন বিতর্ক। 'শিল্প' বলতে কেউ প্রকাশের অনিবার্যতা, কেউ পরিমিতিবোধ, কেউ বলিষ্ঠ বক্তব্য, কেউ বা

সূক্ষ্ম জীবনবৈচিত্র্যের প্রতি পক্ষপাত দেখাবেন। কেউ ঝুঁকবেন গল্পের দিকে, আর জোর দেবেন চরিত্রের উপর। কেউ বা বলবেন এসব কিছুর সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সার্থক নাটক। কিন্তু কোনো নাটক সার্থকতায় পৌঁছোল কিনা বিচার করবেন কে ? তাঁর বিচারই বা অন্য সকলে মেনে নেবেন কেন ? মনে রাখতে হবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে লেগেছে বহু বছর।

এসব তর্ক তোলা রেখে এ বিষয়ে মনোজ মিত্র কি বলেন তার দিকে চোখ বুলোনো যাক। তাঁর অভিমত অনুযায়ী বাংলা নাটকের জোরের জায়গাটাই তার দুর্বলতা। তিনি লিখেছেন, 'ইহজীবনের জরুরি সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ করেনি। উৎপীড়ন, অনাচার, অবিচার, ভণ্ডামি চার পাশের মতো শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে নির্মমভাবে এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।...পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যে নাটকটা লেখা হয়, যতই কাঁচা আর অপটু হাতে হোক না কেন, সেই প্রতিবাদ করে, আক্রমণ করে, শত্রুকে চিনিয়ে দেয় এবং সংহার করে। কোনো শাসন তাকে রুখতে পারে নি, জরুরি অবস্থাও পারে নি।' মনোজ মিত্রের মতে, বাংলা নাটকের এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। কিন্তু এ ইতিবাচকতার পরিণাম সর্বদা যে ভাল হয়েছে তা নয়। কেননা, দায়বদ্ধতার 'এই দাবী যতো বেড়েছে, বাংলা নাটকে তত রূপের দৈন্য প্রকট হয়ে পড়েছে। নাট্যকাররা হয়ে পড়েছেন বক্তব্যকৈবল্যবাদী। মানুষকে নিয়ে সাহিত্য, সেই মানুষই নাটক থেকে হারিয়ে গেছে। আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে।....এই বক্তব্য-সর্বস্বতা, অহর্নিশি দায়িত্ব পালন বাংলা নাটককে ক্রমে ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন অস্বাভাবিক করে তুলেছে। যে বিষয়-কৌলীন্য ছিল গর্বের, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাড়ের বোঝা' [অলীক সুনাট্য রঙ্গে]। মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের এ ধরণের দায়িত্বপালনের কৃত্যকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু সতর্ক থেকেছেন যাতে তা 'ঘাড়ের বোঝা' না হয়ে ওঠে। জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের বোধি ও অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে গড়ে ওঠে নাটক। একদিকে যূথবদ্ধতা, সমাজের বিবিধ টানাপোড়েন, অন্যদিকে মানুষের অন্তর্লোকের যাবতীয় যন্ত্রণা ও জটিলতাকে স্বীকার করেই গড়ে উঠতে পারে উপযুক্ত নাট্যপরিবেশ। বরং বলা যায়, এ দু তরফের সংহত সংমিশ্রণই নাট্যকারকে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। অন্তত মনোজ মিত্র নাট্যরচনায় এ শর্তকে আবশ্যিক বলে মনে করেন।

তার ফলে প্রসঙ্গত শ্রেণীর কথাটা এসেই যায়। যে-সমাজ ও মানুষগুলো নিয়ে নাট্যকারদের নাড়াচাড়া, তাদের শ্রেণীগত অবস্থান ও দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাঁর থাকতেই হয়। অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানীদের কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচের কাছে যান্ত্রিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নয়, উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের জৈব সংযোগের সর্ত মেনে। কোনো শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকালে শ্রেণীর কথাটা অস্বীকার করতে পারেন না। 'রক্তকরবী' সম্পর্কে আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শ্রেণীর কথা সকলকে ভুলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গত শ্রেণী নিয়ে আলোচনা নিজেই এড়াতে পারেননি। শ্রেণীকে স্বীকার করেও মানুষকে রক্তমাংসের করে গড়ে তোলার তারতম্যের উপর শিল্পীর সফলতা নির্ভর করে অনেকটাই। আমাদের নাটকে বেশির ভাগ সময়ে নিরক্ত মানুষের আনাগোনা অতিরিক্ত মাত্রায় তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যই ঘটে থাকে কিনা এ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

মনোজ মিত্র আগ্রাসন চালাতে চান ঠিক এখানেই। শ্রেণীর কথা তিনি অবশ্যই ভোলেন না। কিন্তু তত্ত্বের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লোকের আলোছায়াকে অস্বীকার করেন না কখনো। 'চাকভাঙা মধু'-তে কোন্ শ্রেণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত তা অস্পষ্ট

থাকে না, অথচ মাতলা-জটা-বাদামী ও অঘোর ঘোষ-দাক্ষায়ণী তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সিতিকণ্ঠের ব্যক্তিগত দীর্ণতা তাই সাজুয্য খুঁজে পায় শরৎশশীর প্রতি সামাজিক উৎপীড়নের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে [দর্পণে শরৎশশী]। চক্র-গদা-ধ্বজা বহু চেষ্টা করেও তুষ্টু-নয়ন-ছকুকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাই বরণ করে (নৈশভোজ)। অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, এমন কী মরে গিয়ে রাজা নন্দের শরীরে ঢুকেও বেরিয়ে আসতে হয় লোভী লম্বোদরকে। বরং এ আশ্চর্য অভিজ্ঞতা স্বভাবকেও বদলে দেয় আদ্যন্ত, তার পরজীবী সুবিধাবাদী মনোভাবকে তখন সে ত্যাগ করে, বলে, 'ওরে ও অভিরাম, নামা....আমায় নামিয়ে দে! ঐ দ্যাখ্ সবাই আমার দিকে কি রকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো' [রাজদর্শন]। এই 'সবাই' কারা? নিশ্চয়ই নাটকের পাঠক বা দর্শকরা শুধু নয়, কেননা তাঁরা ত আগাগোড়া লম্বোদরকে তার স্বরূপে দেখেছেন। তবু উপসংহারে কেন এ সংলাপ? এখানেই মনে হয় মনোজ মিত্র ব্যক্তিকে উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন শ্রেণীর দ্বান্দ্বিকতায়। নাট্যকার, নাটকের চরিত্র ও সমাজের সমূহ উপলব্ধি পারস্পারিক অভিকর্ষ সৃষ্টি করে উপনীত হয়েছে এক অনিবার্য প্রত্যয়ে। ব্যক্তি বা শ্রেণীর বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩

সার্থক শিল্পীকে সমাজসচেতন হতেই হয়। কেউ কেউ সমাজবিজ্ঞান সচেতনও হয়ে থাকেন। কথাশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার উৎপল দত্তের কথা প্রসঙ্গত মনে আসবেই। মাণিক ও উৎপল দুজনেই ছিলেন সমাজবিজ্ঞান সচেতন, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। প্রকাশরীতিতে তাঁরা অবশ্যই এক ধরণের ছিলেন না। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সচেতনতা তাঁদের শ্রেণীশত্রুর প্রতি ক্ষমাহীন করে তুলেছিল। অবশ্য এখানে মাণিকের সারাজীবনের বিশ্বাসের বহুস্তরতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু যে-পর্যায়ের মাণিক মার্কসিস্ট্ সেখানে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বজগতের জৈবিক চেহারা অন্বেষণে ব্যগ্র ছিল। এ পর্যায়ে মানিক প্রধানত নিষ্করুণ। উৎপল ত প্রথম থেকেই শ্রেণীশত্রুর প্রতি কোনো ধরণের ক্ষমাকে শ্রেণীসমঝোতা বলেই বিশ্বাস করতেন। নিজেদের ক্ষেত্রে তাঁরা দুজনেই শক্তিমান।

আবার কোনো কোনো শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রেণীসমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না। তার মানে এই নয় যে তাঁরা শ্রেণীসমঝোতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা মানুষ ও সমাজের ফাঁকফোকরগুলো আবিষ্কার করতে চান স্বকীয় উপলব্ধিতে, জীবনের রহস্যময় আলোছায়ার বৈচিত্র্যে। তাই তাঁদের লেখায় প্রকাশ পায় একধরণের সহানুভূতি যা কখনো বা ক্ষমারই নামান্তর। তারাশংকর অথবা বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে তার উদাহরণ খুব কম নয়। মনোজ মিত্রকেও বোধ করি এ দ্বিতীয় ধারার লেখক বলে গ্রহণ করা যায়।

'রাজদর্শন' নাটকে লম্বোদরের কথাই ধরা যাক। মনোজ মিত্র নাটকের প্রায় আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লোকটিকে দেখিয়েছিলেন লোভী পেটুক আত্মসর্বস্ব হিসেবে। স্বার্থে ঘা পড়লে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সর্বনাশ চাইতে তার বাধে না। সাধের মালপো খাবার জন্য জমিয়ে রাখা কলার কাঁদি তার স্ত্রী ও ছেলেপেলেরা আত্মসাৎ করেছে বলে ক্ষিপ্ত লম্বোদর বলে ওঠে, 'মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে,আর আমার কপাল থেকে একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা...। [সহসা উর্ধ্ববাহু হয়ে] নির্বংশ করো....হে ভগবান নির্বংশ করো....' [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]। নিজেকেই নির্বংশ করার অভিশাপের মধ্যে যেমন রয়েছে নিষ্ঠুরতা, তেমনি একজন গরীব ব্রাহ্মণের অসহায় আর্তনাদও গোপন থাকে না। চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতায় এ ব্যালেন্স বা

ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন বলেই মনোজ মিত্রের নাটকে নতুন একটি মাত্রা যোজিত হয়। লম্বোদরের প্রতি তাই বিরাগ জন্মায় না, ঘৃণাও নয়, বরং তার অস্তিত্বের নিষ্ফল উপায়হীনতা আশ্চর্য এক সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে আনে।

'পরবাস'-এ গজমাধব অবশ্যই লম্বোদর নয়। তার স্বভাব ও অবস্থান স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করা যায় নাট্যকারের এ দ্বান্দ্বিক অভিপ্রায়। ঠিক কোন্ বিন্দুটিকে এ নাটকে বিঁধতে চান মনোজ মিত্র ? নাকি এক বাণে সপ্ততাল ? গৃহহীনতার বিড়ম্বনা, প্রৌঢ় বয়সে একা হয়ে যাবার বোধ, পড়শীদের সমবেদনা ও অনাদর, সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গ্রামে ফেলে আসা বাগ্‌দত্তা যাকে কোনোদিন আর ঘরে আনা হল না। সব মিলিয়ে এক বিষণ্ণ কৌতুক নাটকটিকে বহুমুখী করে তোলে। দর্শক বা পাঠকরা কি গজমাধবের উপর ক্ষুব্ধ হবেন, না অনুকম্পা বোধ করবেন ? বিরক্ত হবেন, না ভালবাসবেন ? যে-মন্দিরা নতুন ভাড়াটে হয়ে রতনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে এল সে কি গজমাধবের প্রথম যৌবনের ফেলে আসা 'কন্যে' ? তার ক্রমাগত চলে যাবার চেষ্টা এবং চলে না-যাওয়া গোড়ায় খানিক বিরূপতা এনে দিলেও ক্রমে একধরণের সুগভীর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন কলকাতা মহানগরীর মধ্যে বসে নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের দল বিরাগ ও ভালোবাসায় আন্দোলিত হতে থাকে, সেই সামান্য বৃত্ত থেকে যেন জীবনের গভীরতর গণ্ডীকে স্পর্শ করে করে এগ্রোতে থাকে। গজমাধবের 'ব্যর্থতা' ও 'সাফল্য' তখন এসব শব্দের অভিধানগত অর্থকে বিপর্যস্ত করে তাদের বিস্তৃত করে তোলে। ঘর থেকে গজমাধবের বারে বারে নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ যেন জীবনেরই এক রহস্যময় সংক্রমণ হয়ে দাঁড়ায়। এ নাটককে পাঠক বা দর্শক কি বলবেন ? ফার্স, না কমেডি, না ট্র্যাজেডি ? বোধহয় কোনটাই না। আমাদের জানা যাবতীয় সংজ্ঞা এ ধরনের নাটকের কাছে থমকে দাঁড়ায়।

আমাদের জানা আছে চেকভ তাঁর প্রখ্যাত নাটক চারটিকে কমেডি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এমন কী 'দ্য সীগাল'-কেও যার অন্তিমে অন্যতম প্রধান চরিত্র ত্রেপলিয়েভের আত্মহত্যা রয়েছে। এ নাটকগুলোর মধ্যে একধরনের ধূসর বিষাদ প্রায় গোড়া থেকেই চেকভ রেখে গেছেন। তার মধ্যেও 'দ্য সীগাল' একটু স্বতন্ত্র। কেননা নেপথ্যে গুলির শব্দ শুনে ডক্টর ডোর্ন ভেতরে যান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চে ফিরে এসে সকলকে খুব সাধারণ ভাবে সামান্য একটি খবর দেন যে তাঁর বাক্সে রাখা একটি কেমিকেল বিস্ফোরিত হয়েছে। তারপর চলতি গল্পগুজবের ফাঁকে ত্রিগোরিনকে একপাশে নিয়ে বলেন ইরিনা নিকোলায়েভনাকে যেন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ; কেননা 'কনস্তান্তিন গাভ্রিলিচ্ হ্যাজ শট হিমসেলফ'। এ সংলাপের পরেই নাটকে যবনিকা নেমে আসে।

এহেন ঘটনার পরও কেন নাটকটিকে 'কমেডি' বললেন চেকভ ? সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল নাটকে যা ঘটে জীবন তার থেকেও অনেক বড় এবং বহুধাব্যাপী। বিচ্ছেদ, বিষণ্ণতা, মৃত্যু প্রত্যহের ব্যাপার, প্রবাহিত জীবনের বিশাল প্রেক্ষাপটে তার অভিঘাত সাময়িক ও সামান্য। হিউ ওয়ালপোল একবার বলেছিলেন, যাঁরা চিন্তা করেন জীবন তাঁদের কাছে কমেডি, অনুভব-ঋদ্ধ মানুষের কাছে জীবন ট্র্যাজেডি। ওয়ালপোলের এ বাক্য যেন চেকভের নাটকগুলোর কাছে তার প্রচলিত দ্যুতি হারিয়ে ফেলেছে। জীবন সম্পর্কে তাঁর মৌলিক অনুভব এ ধরণের চলতি সংজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়েছে।

তার মানে এই নয় যে 'পরবাস' নাটকে রয়েছে চেকভের অনুসার। স্বাদে ও প্রকরণে তার চেহারা অবশ্যই আলাদা। তবু কথাটা বলা হল এই কারণে যে মনোজ মিত্রও 'পরবাস' এবং আরো কিছু নাটকে আমাদের জানা সংজ্ঞাগুলোকে যেন বেশ খানিকটা এলোমেলো করে

দিতে পেরেছেন। কেননা তিনিও জানেন নাটকের থেকেও জীবন অনেক বড়, তার বহুস্তরতাকে স্পর্শ করতে গেলে এভাবেই করতে হবে। তাকে আর নানা প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে ভাগ ভাগ করে দেখানো যায় না। তাই তখন বিবিধ রসপ্রতীতি বিচিত্র সহাবস্থানে বাধ্য হতে পারে।

৪

নানাধরণের নাটক লিখেছেন মনোজ। উৎকল্পনার অতিচার থেকে অন্তরঙ্গ উপলব্ধি পর্যন্ত তার বিস্তার। 'টু-ইন-ওয়ান', 'চোখে আঙুল দাদা' থেকে 'সন্ধ্যাতারা', 'শিবের অসাধ্যি' থেকে 'শোভাযাত্রা' 'অশ্বত্থামা' অবধি পরিক্রমার পথসমূহ নিতান্ত কম নয়, অপ্রশস্তও নয়। স্বর্গ-মর্ত-পাতালে তার স্বচ্ছন্দ আনাগোনা আক্ষরিকতাকে অতিক্রম করে মানুষের বিবিধ রহস্যের অন্তরঙ্গে প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই স্বর্গেই যান অথবা নরকেই নামুন মানুষ তার সঙ্গ ছাড়ে না। ছিদামদের রক্ষা করবার জন্য তাই শিবের নতুন তাণ্ডব, হাঁদুকে সংহার করবার জন্য তাঁর ব্যাকুল চেষ্টা। কিন্তু পারেন না শেষ পর্যন্ত। কেননা তিনি দেখেন বেশ কিছু দেবতা, তাঁরই নিকটজন বাঁচাতে চায় 'নরাসুরটাকে'। তাই তাঁর উপলব্ধি 'অভিশাপ, মানুষের অভিশাপ ঝরছে আমার মাথায়। হল না রে ছিদেম....ছিদেম, হল না। জোতদারদের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যি রে...শিবেরও অসাধ্যি' (শিবের অসাধ্যি, দ্বিতীয় অঙ্ক)। কিন্তু শিব বিশ্বাস করেন ছিদেমদের অন্তহীন পরাজয় পৃথিবীর শেষ কথা নয়। তিনি তাই নাটকের অন্তিমে বলেন, 'পারবি পারবি...পারলে তোরাই পারবি। কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড়! উল্টে-পাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস....পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে....(শিবের অসাধ্যি, দ্বিতীয় অঙ্ক)। 'পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে'—এমন দৃশ্য দেখার অভিলাষ ত যে-কোনো বিবেকী শিল্পীর। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এ উচ্চারণ ত রবীন্দ্রনাথেরই। এ পরম্পরা মনোজ মিত্র কখনো মেনেছেন সরল তীক্ষ্ণতায়, কখনো বা তির্যক অথচ উচ্চকিত হাসিতে। কিন্তু পদ্ধতি যাই হোক না কেন, মনোজ মিত্রের নাটক যেন বারে বারে এ কথাই ঘোষণা করে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। একটা ভালো কিছু মহৎ কিছু আমাদের ভবিতব্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এ দুর্মর বিশ্বাসে অবিচলিত থাকেন বলেই মনোজ মিত্রের হাতে দেবতার দল গোরুতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়। শুধু দেবতারা কেন, যেসব ক্ষমতাবান ধর্ম ও অর্থকে কব্জা করে মানিক-ফুল্লিদের উপর আধিপত্য চালাতে চায়, মনোজ মিত্রের উৎকল্পনা তাদের সকলকেই গোরু বানিয়ে তোলে। তাঁর হাত থেকে, এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও রেহাই মেলে না। মানুষের শেষ আশ্রয় মানুষ। মানুষের শেষ লড়াই করবে মানুষ নিজেই। তাই নারদ মানিক-ফুল্লরাকে 'রিবার্থ' দিয়ে বলে, 'যাও, মর্ত্যে আসল বাঁটুল-ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে....তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা....ওখানেই হবে।' মানিকের উল্লসিত সংলাপ, 'লেখ লেখ। জ্যান্ত শয়তানদের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে...পিথিবীরে বাঁচাতে হবে। জ্যান্ত নেকড়ের দাঁত ভাঙতে হবে।' এ উপলব্ধি ত শুধু মানিকের নয়, মনোজেরও বটে। তাই নারদের জবানীতে তাঁর ঘোষণা, 'হ্যাঁ। তোমাদের হবে নবজন্ম...নতুন বিশ্বে মানিকচাঁদ-ফুল্লরা—' (নরক গুলজার : দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য)।

মানুষের এ নবজন্মে মনোজ বিশ্বাসী। তাই ধনগোপালের প্রতি প্রবল সহানুভূতি সত্ত্বেও পারিবারিক রথ তিনি তুলে দেন সকল প্রতিবেশী সাধারণ মানুষদের হাতে। যা হারিয়ে যায়, যেতে বাধ্য, তা আগলে বসে থাকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। ধনগোপাল রথ সমাজের হাতে সমর্পণ করলেন শুধু যে পারিবারিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে তা নয়। তিনি

বুঝতে পারছিলেন ধ্বস্ত গরিমাকে অবলম্বন করে নিজস্ব বিবরে ঢুকে গেলে রেহাই মিলবে না। এ নিয়ে অতসী তাঁকে একবার অভিযোগও জানিয়েছিল, বলেছিল, 'যেখানে ঘা খাবে সেখানে যাবে না। বর্গাদার এই বলেছে, যাবো না তার কাছে...অমুক এই বলেছে যাবো না... ক্রমশ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছ। এইজন্য লোকেও আজকাল তোমাকে দেখতে পারে না' (শোভাযাত্রা ঃ প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)। ঠিক একই ধরণের কথা ধনগোপালকে বলেছিল রাজনৈতিক নেতা প্রফুল্লবাবুর চ্যালা উদয়, অবশ্যই আলাদা অর্থে ও ভিন্ন প্রেক্ষিতে, 'নিজেকে এভাবে উইথড্র করে বাঁচা যায় না' [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]। ধনগোপাল বুঝতে পারছিলেন সমাজে তাঁর 'সেন্স অব বিলংগিং' বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ যে সবটা গোড়ায় তিনি বুঝতে পারছিলেন তা নয়। সেজন্য প্রায়' মরিয়া হয়েই তিনি নদুকে আঁকড়ে ধরে নোঙর খুঁজতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-পথ যে ভুল ছিল তা বুঝতে পারলেন অনেক দাম দিয়ে। মহাকালের রথ কোনো ধরণের ভুলকে ক্ষমা করে না। তাই অনেক পিছুটান এড়িয়ে, সংস্কার কাটিয়ে পারিবারিক রথকে করলেন সর্বজনীন। নাটকের প্রায় সমাপ্তির মুখে ধনগোপাল যখন বেরিয়ে আসেন 'নানারঙের ঝলমলে এক মস্তবড় ছত্র' নিয়ে, বলেন, 'জগন্নাথ কি আজ ন্যাড়ামাথায় শোভাযাত্রায় বেরুবেন নাকি ?' তখন মেয়েরা প্রতিবাদ করে। ধনগোপাল তাদের বলেন, 'তা বললে কি চলে ? আমি আচার-বিচারের কথা বলছি নে, কিন্তু সবকিছুর একটা পরিপূর্ণতা আছে তো !' মানুষের সমাজের এ পরিপূর্ণতাই খোঁজেন মনোজ মিত্র। সে-পরিপূর্ণতা যে গড়ে ওঠে ব্যক্তি ও সমষ্টিব সমন্বয়ে, কখনো বা সমগ্রের মধ্যে সত্তাকে বিকীর্ণ করে দেবার মধ্য দিয়ে, মনোজ ত সে-সত্যকে অস্বীকার করেন না, আমাদেরও স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তাই ধনগোপাল যখন বলেন, 'তাছাড়া দ্যাখো, আমার ঘরে কতো দীনতার মধ্যে ছিল জগন্নাথ। আজ অনেক মানুষের মধ্যে সে কেমন বোধ করছে...এত আলো...এত বাদ্যি...এত ফুলমালায় তাকে কেমন মানালো...সবাই তাকে মেনে নিতে পারল কিনা...দেখব না, একবার চোখে দেখব না' [দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য], তখন নাট্যকারের উপলব্ধিও যেন পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়।

মানুষের সঙ্গে সংলগ্নতা খোঁজা, তার 'সেন্স অব বিলংগিং'-কে নতুন ভাবে আবিষ্কার করার ইচ্ছে থেকেই যেন গড়ে উঠেছিল 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'র পৃথিবী। শিকড়হীনতা ও শিকড় খোঁজার ব্যাকুলতা থেকেই যেন তার জন্ম। এ নাটকে এটা প্রধান কথা নয় যে অলকানন্দার নিজের কোনো সন্তান নেই, এবং চিকিৎসকদের অভিমত অনুযায়ী তার মা হবার সম্ভাবনাও ছিল না কখনো। পাখি বা কুকুরছানা পোষার মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পর পর দুবার দুটি মানবককে অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে আসে নি সে, যদিও রাগের মাথায় বাদল একবার এমন অভিযোগও করে ফেলেছিল। আসলে অলকানন্দা যেন একালের একজন প্রতিবাদী ব্যতিক্রম। সময়ের যাবতীয় যন্ত্রণাকে নিজের গর্ভে ধারণ করেই সে হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। অথচ এ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে নেই কোনো চমক, বীজ থেকে অঙ্কুর বিকাশের মত সাবলীল তার সঞ্চরণ।

জীবনানন্দের ভাষা ধার করে বলতে পারি আমরা, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। খসে পড়ছে প্রচলিত মূল্যবোধ, নিজের শিশুকে অক্লেশে ছেড়ে যেতে পারে এখনকার অনেক দেবাহুতি। স্বার্থপরতা ও লুব্ধতায় আক্রান্ত যুবশক্তির একটা বড় অংশ, নিজেদের দরকারে যে কোনো প্রতারণার সাহায্য নিতে বাধে না তাদের জয়দীপ অথবা শুভর মত, সেখানে 'মাদার ইমেজ' নিয়ে ক্রমে অভিব্যক্ত হতে থাকে অলকানন্দা। শুভ মানসী দুই পালিত পুত্রকন্যা কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অলকানন্দার আত্মবিকাশে। মানসী বিবাহিত জীবনের সংকট এবং শুভর অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম যেন ধ্বসিয়ে দিতে চায় তার সংসারকে। এ ঘূর্ণিতে পড়েই রজনীনাথ যেন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মত বলতে থাকেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরংত্বগস্থিমাংসং'

এবং বিচলিত অলকানন্দা শুধু শিকড় নামিয়ে চলে নিরবচ্ছিন্ন মাতৃত্বের। জননী দেন জন্ম, মাতা করেন লালন। জননী হতে পারে নি অলকানন্দা, কিন্তু সে যথার্থ মা, পৃথিবীর যাবতীয় অনিকেতী পুত্রকন্যাকে যেন নিজের নিভৃত আশ্রয়ে নিয়ে আসার জন্য সতত ব্যগ্র। ঠিক তার বিপরীতে বাদল ও পার্থকে রেখেছেন নাট্যকার, দেখাতে চেয়েছেন দুই প্রজন্মের সম্মিলিত সহযোগিতাই গড়ে তোলে বিবিধ সমস্যা থেকে নিষ্ক্রমণের মসৃণ ও অনিবার্য পথ। শিকড় চাইলেই পাওয়া যায় না, তাকে লালন করতে হয় যথার্থ যত্ন নিয়ে। এ অমোঘ সত্যটি স্বীকরণ করতে পেরেছে অলকানন্দা। তাই জীবনের প্রৌঢ় প্রহরেও আশ্রয়ের নিবিড় হাত দুটি বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে নি দেবাহুতির পরিত্যক্ত শিশুটির প্রতি। বাদলের রাগের উত্তরে সে জানায়, 'হ্যাঁ বয়েসটা আমার পশ্চিমে হেলেছে। হাতে পায়ে আর সে জোর নেই। শুভকে যেমন করে দুহাতে তুলে ধরে চাঁদ দেখাতাম, আর তা পারব না। যেমন করে লাঠি হাতে মানসীর পিছনে তেড়ে গিয়ে শাসন করেছি, তাও পারব না। (দোলনার শিশুকে) হয়ত অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব রে তোকে !....সে ভয় তো আছেই ! (বাদল ও পার্থকে) তবে তোমরা যদি একটু সাহায্য করো'... (অলকানন্দার পুত্রকন্যা ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)। আকস্মিক বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার মত মনোবল আছে, তার পিসির এ মানসিকতাকেই 'বড় কাজ' বলে অভিনন্দিত করে পার্থ। স্ত্রীর মাতৃত্বের এ মূল কথাটিকে মনে মনে জানতেন বলেই বিস্মিত হন না রজনীনাথ। বরং আন্তরিক সমর্থনই থাকে তার প্রতি। একালের অলকানন্দার পুত্রকন্যারা এভাবেই শিকড় খুঁজে পেতে পারে বলে বিশ্বাস করেন মনোজ মিত্র। তাই মানুষের প্রতি নিষ্করুণ হতে পারেন না তিনি। সকলের স্খলন পতন মহত্ত্বকে স্বীকরণ করে নিয়েই নির্মাণ করেন সমগ্রকে। ব্যক্তি ও সমূহের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন নিজের জগত, স্বকীয় নন্দন।

৫

অবশ্য তাঁর নাটকে ব্যক্তি ও সমূহের সমন্বয় একমাত্রিক নয় কখনো। তার মধ্যে থেকে যায় বিবিধ টানাপোড়েন, বিষয় ও প্রকাশের দ্বান্দ্বিকতা। তাই তিনি যেমন আনুগত্য স্বীকার করেন প্রচলিত আঙ্গিকের, তেমনি আবার গড়ে তোলেন নিজস্ব প্রকরণও। প্রসঙ্গত 'কিনু কাহারের থেটার'-কে আলোচনার পরিধিতে আনা যেতে পারে।

দীর্ঘকাল আগে মনোজ মিত্র 'কিনু কাহারের থিয়েটার' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি আমাদের বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় নিয়ে বিষণ্ণ স্মৃতিচারণ করেছিলেন। হয়ত তখনই তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল এ নাটকের বীজ। তারপর ধীরে ধীরে গ্রামীণ নাট্যকলার নির্যাসটিকে নিষ্কাশিত করে তিনি তৈরি করে তুলেছেন এক অনবদ্য ইমারত। এ প্রকরণ মনোজের আবিষ্কার, আধুনিক থিয়েটারে ঐতিহ্যের আশ্চর্য প্রয়োগ।

আমাদের গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিকসমূহের মধ্যে রয়েছে ইল্যুশন থেকে রিয়ালিটিতে অবিরাম যাওয়া আসা। বাস্তব থেকে থিয়েটারে এবং থিয়েটার থেকে বাস্তবে এ সকল নাটকে কুশীলবরা সঞ্চরণ করে অনায়াসে। তার জন্য দরকার হয় না ব্রেশটীয় রীতি নিয়ে নানাবিধ যান্ত্রিক উচ্চারণ অথবা অ্যালিয়েনেশন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার আনুগত্য। কিনু কাহার এমনই এক থিয়েটারের মালিক, জাতব্যবসা ছেড়ে সে নিজেকে নিয়োজিত করেছে থিয়েটারের সাধনায়। তার সহযোগী হল পত্নী জগদম্বা, শ্যালিকা এবং অন্যান্য অনুচরবর্গ। এ থেটারে পালা বাঁধে কিনু নিজে। কিংবা বলা যায় পালাটি গড়ে ওঠে নিজের মত করে ডাইনে বাঁয়ে বিবিধ বাস্তবের আঘাত পেয়ে পেয়ে। মুশকিল একটাই, যে-পালাই বাঁধুক না কিনু, তাতে নায়কের ঘটে মৃত্যু এবং জগদম্বা স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়ে দর্শকদের

কাছ থেকে 'কালিকশন' করে নেয়, অনায়াসে থিয়েটার থেকে বাস্তবতায় বেরিয়ে এসে। খানিকটা জগদম্বাকেই জব্দ করতেই কিনু বাঁধে নতুন পালা—'ঘণ্টাকর্ণ'। কিন্তু কখন যেন সমকাল-চিরকাল মিলে গিয়ে পালাটি হয়ে দাঁড়ায় গরিষ্ঠ মানুষদের মর্মবেদনার পাঁচালি। অপরের কৃত অপরাধের শাস্তি স্বীকার করে বাহিত হয় ঘণ্টাকর্ণ, না, কিনুর জীবন। জগদম্বাও যেন মরিয়া হয়ে তার স্বামীকে দিয়ে এ নিষ্ঠুর উপার্জন করিয়ে চলে। ক্রমে গল্পটিতে এসে ভিড় করে রাজা উজির, লাটসাহেব, পতিতা উদাসিনী, মৌনীবাবা, এমন কি একটি ছাগলও। পারস্পরিক টানাপোড়েনে পালাটি যখন পৌঁছে যায় প্যান্ডিমোনিয়ামে, তখনই খাঁটি পুলিশের আগমনে আসর যায় ভেঙে। প্রতিবারের মতই কিনুর পালা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। আবার হয়ত চলে কিনু কাহারের নতুন•পালার প্রস্তুতি, নতুন কোনো আসরে।

এ পালায় যা সবচাইতে বেশি করে নাড়া দেয়, তা হল শানিত ব্যঙ্গের সঙ্গে সমানুপাতিক ট্র্যাজিক মিশ্রণ। তার মধ্যে নাট্যকার আবার স্পর্শ করে চলেন সমাজবাস্তবতার নানান স্তর। গ্রামের সাধারণ দর্শকদের মন ভোলানোর জন্যই এ পালায় শ্বশুরের প্রথম বিয়ে হয়, মৌনীবাবা অহরহ কথা বলে এবং স্বপ্নাদ্য রামছাগলের দুধে সব রোগ সারে। এ পালায় চাকরির চরম উন্নতি বলতে বোঝায় ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণকে। যে-তরফেই যোগ দিক না কেন, মরতে তাকে হবেই—এমন দ্বান্দ্বিকে দীর্ণ হতে হয় ঘণ্টাকর্ণকে। তাকে কখনো খদ্দেরের আশায় পান মুখে দিয়ে দাঁড়াতে হয় দরজার পাশে জগদম্বার আদেশে। সংলাপ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র প্রকাশ করে চলেন এমনই উচ্চকিত ব্যঙ্গ যাব অভিঘাত যেন ফুরোতেই চায না। আইন যদি সকলের জন্য সমান হবে বেআইনকেও হতে হবে সমদর্শী—এ ধরণের বিদ্যুৎগর্ভ উচ্চারণ নাটকটিতে সংযোজন করে ভিন্নতর গভীরতা।

নেপোলিযন বলেছিলেন মহত্ত্বের সঙ্গে হাস্যকরতার বাবধান নাকি মাত্র এক পা। মনোজ মিত্র এ ব্যবধান নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গীব অনন্যতার স্বাক্ষর যেমন আছে 'কেনারাম বেচারাম', 'কিনু কাহারের থেটার' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটকে, তেমনি বেশ কিছু একাঙ্কতেও। প্রকরণের উপর তার নিঃসপত্ন দখল আছে বলেই 'সন্ধ্যাতারা' পৌঁছুতে পারে 'দম্পতি'তে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'রাখাল কড়াই' থেকে নির্মিত হয 'তেঁতুলগাছ'। 'টাপুর টুপুর'-এ মফঃস্বলী মরালীর যাবতীয় চপলতা লহমায় বদলে গিয়ে প্রতিষ্ঠা দেয় এক সমর্থ ব্যক্তিত্বের। মাত্র একুশ দিন আগে সাত পাকে বাঁধা পড়া কেষ্ট ও মরালীর আর্থিক অক্ষমতাকে নিয়ে ফাঁদে ফেলবার ইচ্ছে যখন বেণীকে প্রায় বিজয়ী করে তুলেছে, তখনই মরালী তার সমস্ত গ্রাম্যতা ও চটুলতা ঝেড়ে নিশ্চিত দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ায। কেষ্ট মবালীকে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে—

বেণী ঃ [হাসিতে ফেটে পড়ে] আহা চললে কোথায ! ও লাটের বাবা ! এখন ল্যাজ গুটিয়ে ভাগো যে ! ধর্ ধর্ ধর্—

মরালী ঃ [অপমানে জ্বলে উঠে ঝট করে কেষ্টদুলালের মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায়]—না !

কেষ্ট ঃ মরালী !

[মরালী আঁচল খুলে দুখানা দশটাকার ভিজে নোট বার করে]

মরালী ঃ [বেণীকে] ভেবেছ কি মাগনা খেতে ঢুকেছি তোমাদের দোকানে ? এই যে টাকা—

কেষ্ট ঃ টাকা !

মরালী ঃ ফুলশয্যার ছাতা দেখেছো, ছেঁড়া জুতো দেখেছো, এবার টাকা দ্যাখো—টাকা—হাত দিয়ে দ্যাখো গরম !

কেষ্ট ঃ মরালী।

মরালী ঃ নাও নাও টাকা! আনো খাবার! ফাসকেলাস হয় যেন।

[হতভম্ব বেণীর নাকের ডগায় ছুঁড়ে দেয়]

কেষ্ট ঃ ফুলশয্যের সেই টাকা!

মরালী ঃ হ্যাঁ! বে'র রাতে বলেছিলে না, সংসারে তুমি আমার মান বজায় রাখবে, আমি তোমার মান বজায় রাখবো—মাত্তর সোমে-সোমে একুশদিনে সব ভুলে যাবো! না গো, না—না—(টাপুর টুপুর)।

মানুষের নির্মমতা ও হৃদয়হীনতা, বিশেষ করে, গরীবদের নিয়ে মজা করবার প্রবণতাকে এভাবেই আক্রমণ করেন মনোজ মিত্র। 'টাপুর টুপুর'-এরই যেন বিস্তার ঘটে 'পাখি' নামের ছোট একাঙ্কটিতে। এখানেও সামান্য 'হারিকেন' বিক্রেতা নীতীশের বিবাহবার্ষিকীকে যখন বিধ্বস্ত করতে চায় 'কুকুরওয়ালা' ননী, প্রায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে নীতীশের স্ত্রী শ্যামা। যে-শ্যামা নাটকের শুরুতে নীতীশের অবিমৃষ্যকারিতা নিয়ে বিরক্ত ছিল, ননীর অপমানকর চিঠি পড়ে সেই শ্যামাই অদ্ভুত মমতায় স্বামীকে বলে ঃ

শ্যামা ঃ (অদ্ভুত চাপা গলায়) কেন যাও, কেন যাও ঐ বড়লোক বন্ধুদের কাছে, যারা শুধু আমাদের গরিব বলে করুণা করে! কেন, কেন যাও?

নীতীশ ঃ শ্যামা...

শ্যামা ঃ (বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি জ্বালাচ্ছে) নাই বা এলো ওরা...নাইবা জ্বলল আলো...বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেন হবে...সাতুই ফাল্গুন...আমাদের একটা দিন! বলো...ওরা কে আমাদের অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে? ওরা আমাদের কেউ না গো...কেউ না...(শ্যামা ও নীতীশ মোমবাতির আলোয় মুখোমুখি তাকায়)। [পাখি]

শ্যামার জ্বালানো মোমবাতি তখন আর শুধু মঞ্চকেই আলোকিত করে না, মানুষকেও পৌঁছে দেয় এক প্রত্যয়ের পৃথিবীতে। শ্রদ্ধা করুণা ভালোবাসা প্রভৃতি শব্দগুলো তখন যেন শরীরী হয়ে ওঠে এবং জন্ম দেয় বিবিধ সম্ভাবনার। এ সাধ্য ও সম্ভাবনারই সমন্বয়ই হল মনোজ মিত্রের নাটক।

এভাবেই উল্লেখিত হতে পারে, একাঙ্কসহ তাঁর আরো কিছু নাটক। বলা যায় তাঁর প্রথম রচনা 'মৃত্যুর চোখে জল' নামের একাঙ্কটির কথা যেখানে জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষে উৎপন্ন হয়েছে বিবিধ বাসনার স্ফুলিঙ্গ। আলোচনার বৃত্তে আসতে পারে 'চোখে আঙুল দাদা', 'প্রভাত ফিরে এসো' অথবা 'কালবিহঙ্গ', বিষয় ও প্রকরণে যাদের প্রতিটি স্বতন্ত্র। উচ্চকিত হাসি, প্রখর ব্যঙ্গ, বিষণ্ণ বেদনার বিমিশ্র প্রকাশ দর্শক-পাঠকদের নানাভাবে বিচলিত করে। তাঁর উৎকল্পনা প্রায় চূড়োয় পৌঁছোয় 'টু-ইন-ওয়ান' অথবা 'চোখে আঙুল দাদা'-য়। স্থান কাল পাত্রের প্রচলিত লজিককে পরোয়া না করে প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব লজিক, তার নন্দনেও প্লুত হন পাঠক ও দর্শক। 'আমি মদন বলছি' যেন ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' মেনে রচিত একটি 'ভান' যেখানে একটিমাত্র চরিত্র নানা হাস্যকর পরিস্থিতির নাটকীয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিচিত্রতার স্বাদ দেয়। তবে যে-ধরনের নাটকই লিখুন মনোজ মিত্র তাঁর বিশ্বাসের জগত বিচলিত হয় না কখনো। নানা সংশয়, ক্ষোভ, পরাজয়কে তিনি পেরিয়ে যান প্রত্যয় নিয়ে, ঘোষণা করেন, 'মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে' (কালবিহঙ্গ)।

মনোজ মিত্রের নাটকসমূহ এ আস্তিক্যেরই অনুবাদ।

বিষ্ণু বসু

নাটকসমগ্র

সাজানো বাগান

উৎসর্গ

শ্রীঅরণ্য ঘোষাল
শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্য

চরিত্রলিপি

প্রেতাত্মা ৺ছকড়ি দত্ত	নকড়ি দত্ত
বাঞ্ছারাম কাপালি	গুপি
মোক্তার	গোবিন্দ ডাক্তার
হোঁৎকা-কোঁৎকা	চোর
গণৎকার	পুরোহিত
একজন গ্রামবাসী	শববাহক যুবকেরা
পদ্ম	নকড়ি-গিন্নি

সাজানো বাগান

প্রযোজনা ঃ সুন্দরম্

নির্দেশনা ঃ মনোজ মিত্র॥ আবহ ঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত॥ রূপসজ্জা পরিকল্পনা ঃ অনন্ত দাস॥ রূপসজ্জা ঃ অজয় ঘোষ॥ আলো ঃ অমল রায়॥ মঞ্চ ঃ অজয় দত্তগুপ্ত॥ শব্দপ্রক্ষেপণ ঃ বিশ্বজিত প্রসাদ / সৌমেন ঠাকুর॥

অভিনয়ে

ছকড়ি দত্ত	ঃ	দুলার ঘোষ / দুলাল লাহিড়ী / রতন মুখোপাধ্যায়
নকড়ি দত্ত	ঃ	মানব চন্দ্র
বাঞ্ছারাম	ঃ	মনোজ মিত্র
গুপি	ঃ	অরণ্য ঘোষাল / প্রণব সেন / শুভ্র মজুমদার / দীপক দাস
মোক্তার	ঃ	শক্তি ঘোষাল / শ্যামল সেনগুপ্ত
গোবিন্দ ডাক্তার	ঃ	শংকর প্রসাদ
হোঁৎকা-কোঁৎকা	ঃ	স্বপন রায় / লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / দীপক দাস
চোর	ঃ	শ্যামল সেনগুপ্ত / অসিত মুখোপাধ্যায়
গণৎকার	ঃ	জয়ন্ত দত্ত
পুরোহিত	ঃ	রণধীর দাশগুপ্ত / লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / অধীর বসু
গ্রামবাসী	ঃ	সমুদ্র গুপ্ত
পদ্ম	ঃ	শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী / তনুশ্রী ঘোষাল / অমিতা রায় / জয়তি ঘোষ / শর্মিলা মৈত্র
গিন্নি	ঃ	শান্তা সেনগুপ্তা / বুলা সেনগুপ্তা / অর্পিতা মজুমদার / মায়া রায় / চিত্রা সেন
শববাহক যুবকেরা	ঃ	অজয় দত্তগুপ্ত, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য, অধীর বসু, প্রণব সেন, সৌমেন রায়চৌধুরি, মনিরুল মোল্লা, গৌরাঙ্গ ব্রহ্ম

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। পিঠের দিকে একটা ফলের বাগান নিয়ে বৃদ্ধ চাষী বাঞ্ছারাম কাপালির মাটির চালা ও উঠোন মঞ্চের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। নেপথ্যের বাগানের দু-একটা সবুজপাতাভরা ডাল উপুড় হয়ে পড়েছে বাঞ্ছারামের ঘরের চালে। বাগানের রাস্তার মুখে একটা কাকতাড়ু। সন্ধ্যের একটু আগে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোছায়া অলৌকিক নকশা কেটেছে বাঞ্ছারামের উঠোনে। ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরের ওপর কাঁথাঢাকা একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। মঞ্চ ফাঁকা। বাগান থেকে একটি ভৌতিক কান্না ভেসে আসছে। একটু পরে পরলোকগত জমিদার ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো বাগানের পথে। তার কোমর ভেঙে গেছে।]

ছকড়ি ॥ উহু! উহু! উহু! ...উহুহু.... ! কী পড়াটাই পড়লুমরে ....ঐ আমড়া গাছের ডাল ভেঙে। উহু... উহু... উহুহু! ...মগডালে বসে একটু পা দোলাচ্ছিলাম... নিব্বুংশের ব্যাটা আমড়াগাছ... মড়্-মড়্ মড়্ মড়াং... মুখ থুবড়ে চিৎপটাং! উহুহু... ! ওরে দাদারে দাদা, এ মাজা আর সোজা হবে না রে! উহুহু... (থেমে) আর কাকেই বা দোষ দেবোরে দাদা ...শালা আম্মো আর জায়গা পাইনি... চড়েছি কিনা গাছের ডালে! তি—রি—শ বছর... লং থা—র—টি ইয়ারস্... শীত গ্রীষ্মি বর্ষা একভাবে ডালে বসে আছি! ...কী করব, বাগানখানার মায়া যে কাটাতে পারি না! (ইনিয়ে বিনিয়ে গান ধরে) বাগান দিল না বঁধু... দাগান দিল যে শুধু... আমি বড় ব্যাডলাকী... (থেমে, জমিদারি গাম্ভীর্যে) জমিদার ছ্যাকড়া দত্ত... জীবদ্দশায় যার যে জমিটার দিকে নজর দিয়েছে... হালুম! কোঁ-ও-ৎ... ! কোঁৎ করে গিলে ফেলেছে! ...সব গিলেছি... পারিনি শুধু ওইটা... ঐ ফলের বাগানটা! (মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে) নিজের বুদ্ধির দোষে আর হয়ে ওঠেনি। কী মনে হ'লো... ভাবলাম মুখ্যু চাষাটা মনের সুখে ফলের চারা লাগাচ্ছে লাগাক... আম জাম কাঁঠাল লিচুর কলম বসিয়ে বাগানখানা সাজাচ্ছে সাজাক... হাতের পাঁচ... একেবারে সাজানো বাগানখানা নেবো! ... হ্যা হ্যা... খাবো... খাবো... ফলবতী হ'লে খাবো— (প্রেতাত্মার মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ে) ফলও ধরলো... ফলভারে ডালগুলো দশমেসে পোয়াতির মতো ভেঙে ভেঙে পড়ে... খাবো... খাবো... পাকুক... পাকুক... পক্ক হোক... রসালো হোক... খোসার নিচে ক্ষীর বাঁধুক! যেই মুখ্যুটা খেতে যাবে, চোঁ-ও-ও করে আগেই মেরে দেবো!... পাকলো... ফলেও পাক ধরলো... এদিকে

ভাইরে ভাই আমারো পাক ধরলো... আর ফলের বোঁটা খসার আগেই আমার বোঁটাই খসে গেলরে! উ হু হু!

[প্রেতাত্মা ৺ছকড়ি দত্ত ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভৌতিক কান্না বাঞ্ছার উঠোনে বাগানে পাক খেয়ে ঘোরে। এই সময় বাগান থেকে একটি চোর বেরিয়ে এলো। ঘাড়ে এক কাঁদি কলা। একটি পাকা কলা সে খাচ্ছে। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে দ্রুতপায়ে সে বেরিয়ে গেল। প্রেতাত্মা অবশ্য তার চোখে অদৃশ্য। ৺ছকড়ি প্রবল বেগে নাক টানছে, উঠোনের বাতাসে গন্ধ শুঁকছে।]

ঐঁতো ঐঁতো... পেঁকেছে পেঁকেছে!

[প্রচণ্ড নাক টানতে টানতে বাগানের দিকে চেয়ে খনা গলায়।]

কী পেঁকেছে! কী পেঁকেছে!... ও বাঁবা ও বাঁবা— কী চমৎকাঁর— কী চমৎকাঁর! যাঁই... যাঁই... দেঁখিগে... পাঁকাকলা শুঁকিগে...]

[ভাঙা কোমরে লাফাতে লাফাতে ৺ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাগানে ঢুকে গেল। আলোটা এবার স্বাভাবিক হ'লো। বাইরে থেকে গুপি ঢুকলো। হাতে একটা বায়নার কাগজ, পকেটে কলম। গুপি দাওয়ার ওপর কাঁথাঢাকা স্তূপটাকে নাড়া দিতে দিতে—]

গুপি ॥ দা-মশাই—ও দা-মশাই—

[স্তূপটা নড়ছে। ভেতরে গোঁ গোঁ শব্দ।]

দা-মশাই...

[কাঁথা সরিয়ে কচ্ছপের মতো মুখ বার করলো বাঞ্ছা কাপালি। লোলচর্ম বৃদ্ধ। ফকফকে সাদা একরাশ গোঁপ দাড়ি চুলের মধ্যে তার কোটরে বসা চোখ দুটো ভীত। বাঞ্ছারাম অশক্ত মুমূর্ষু। উঠেও দাঁড়াতে পারে না। চলাফেরার সময় মাটিতে বসে বসে, ঘষে ঘষেই চলাফেরা করতে হয় তাকে।]

বাঞ্ছা ॥ গুপে, ও গুপে... আজ আবার দেখিচি!

গুপি ॥ আবার দেখেছো! সেই ভূত!

বাঞ্ছা ॥ (ভীতচোখে উঠোনের চারদিকে তাকাতে তাকাতে) হুঁ! নম্বা নম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমারে মুখ খ্যাঁচাচ্ছে!

গুপি ॥ হুঁ! যতো রাগ দেখি তোমার 'পরে! ...কার ভূত চিনতে পারলে দা-মশাই?

বাঞ্ছা ॥ কো-ও-ন হারামজাদার। বাগানডার 'পরে নোভ ছিলো তো, এখন মরার পরে ভর করেছে! (বাগানের দিকে চেয়ে) ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেবো! বাপোৎ! আমার নেবুগাছে চড়ে পোঁদপাকামি হচ্ছে!

গুপি ॥ খিস্তি দিয়ে লাভ হবে না। খিস্তি শুনে ভূতেরা মজা পায়, আরো জাঁকিয়ে বসে!

বাঞ্ছা ॥ (গুপিকে জড়িয়ে ধরে) না-না, ও শালা ভূত আমার সব্বোস্ব গেরাস

করবে বলে বসেছে ! তুই আমারে ছেড়ে দে গুপে ! শালারে আজ মেরে পাটলাশ করে দেবো !

গুপি ॥ ভূতেরে আর লাশ বানানো যায় না গো ! তার চেয়ে যা বলি শোনো দা-মশাই, বাগানটা তুমি ঝেড়ে দাও।

বাঞ্ছা ॥ অঁ ? ঝে—ড়ে !

গুপি ॥ তবে ? ও শালা ভূত যখন পেছনে লেগেছে... এট্রা কিছু অঘটন ঘটাবেই ! যতো শিগ্‌গির পারা যায় ঝেড়ে দিতে হবে। ভূতে-পাওয়া মাল হাতে রাখতে আছে !

বাঞ্ছা ॥ সারা জনম নক্ত জল করে বানালাম, আজ ভূতের ভয়ে দাঁত ক্যালায়ে ছেড়ে দেবো ! আমি ভোগ করবো না ?

গুপি ॥ আর কতো ভোগ হবে, অ্যাঁ ? নাইনটি ফাইভ পেরিয়ে ইস্‌কুলের লাস্‌ট পিরিওডের কেলাস করছ ! কখন হেডমাস্টার ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে ঢং, ফুটে হয়ে যাবে ওঁ। তার চেয়ে ঝেড়েঝুড়ে মালকড়ি দাও, বিজিনেস করি।

বাঞ্ছা ॥ কীসির বিজিনিস ?

গুপি ॥ কতো রকম। খ্যাঁচ-খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ-খ্যাঁচ... চুল ছাঁটার সেলুন... ঘর্‌ঘর ঘর্‌ঘর্ দর্জির দোকান... কিংবা চোঁ-ও-ও... ভাটিখানা খোলা যায় !

বাঞ্ছা ॥ মাটি ছেড়ে ভাটিখানা।

গুপি ॥ লাভ কতো ! জল বেচবো, আর জলের মতো টাকা আসবে। দ্যাও, এটায় টিপ মেরে দ্যাও ! পুরো সাত হাজারে রফা হয়েছে।

বাঞ্ছা ॥ আয়, কাছে আয় ! (গুপি বায়নাপত্র নিয়ে বাঞ্ছার কাছে যায়, বাঞ্ছা গুপির কান টেনে ধরে) হারামজাদা ! আমার কানন বেচে তুই ভাটিখানা মারাবি ?

গুপি ॥ ধ্যাৎ ! (কান ছাড়িয়ে) এ মুখ্য বুড়োটারে কেডা বোঝাবে ! কানন কি তোমার সঙ্গে যাবে ? চোরচোট্টায় ফাঁক করে দিচ্ছে ! ও কানন সাজিয়ে রেখে লাভটা কি হচ্ছে ? না খেয়ে মরছে... অসুখের চিকিচ্ছে হচ্ছে না...

বাঞ্ছা ॥ তাতে তোমার কী চড়চড় করছে ? (যে হাতে কান ধরেছিল, সেই হাত শুঁকতে শুঁকতে) কাপ্তিন হয়েছে ! কানের গোড়ায় পাব্‌ডার মেখে কাপ্তিন হয়েছে ! শালা সব ক্ষ্যায় করবে বলে এঁটুলির মতো গুটিগুটি এসে বসেছে গো !

গুপি ॥ এঁটুলি মানে ? আমি তোমার একমাত্তর নাতি !

বাঞ্ছা ॥ নাতি ! নাতি না তুমি কাঁঠালের ভুঁতি। তালের আঁটি ! তুমি পোজাপতি হয়েছো !

গুপি ॥ প্রজাপতি মানে ! আমি তোমার ছোটোমেয়ের ছেলে !

বাঞ্ছা ॥ (খিঁচিয়ে) উঁঃ। ছোটোমেয়ের ছেলে.....ওরে আমার ছোটোমেয়ের ছেলেরে ! (থেমে, গুপির আপাদমস্তক দেখতে দেখতে) তোর বাপ নরেন্দর ?

গুপি ॥ হ্যাঁ !

বাঞ্ছা ॥ নরেন্দর কী করে তোর বাপ হবে ? নরেন্দর তো আমার বড়জামাই !

গুপি ॥ (অবাক হয়ে) নরেন্দর কী করে তোমার বড়জামাই হবে ?

বাঞ্ছা ॥ হবে না ? পাঁচ জামাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে নম্বা জামাই... সেই তো বড়জামাই !

গুপি ॥ ধুস্ শালা ! লম্বা জামাই বলেই বড়জামাই হবে ! ছোটোজামাই... আমার বাপ !

বাঞ্ছা ॥ (ভাল করে নিরীক্ষণ করে) তোর বাপ অন্য !

গুপি ॥ ধ্যাৎ ! ছমাস আগে আমি আমার বাপের ছেরাদ্দ করে এলাম... আর আমি জানিনে...

বাঞ্ছা ॥ ও ছেরাদ্দ বল্লে চলবে না মণি, তুমি তোমার বাপেরে ডেকে এনে দেখাও, তুমি নরেন্দরের না হরেন্দরের ছেলে ! না হ'লে তুমি চলে যাও... ব্যাগ্যাতা করি.. যাও, চলে যাও...

গুপি ॥ দ্যাখো, ওসব ড্রিবলিং করে লাভ হবে না ! চুপকি মেরে আমাকে কাটাতে পারবে না। ওসব কানামাছি খেলা দেখাওগে অন্য লোকেরে। আমি যখন এসে গেছি... বাগান নেবোই !

বাঞ্ছা ॥ হুঁ ! বাগান নেবো ! বাগান তোমার জয়নগরের মোয়া !

গুপি ॥ আরে বেচবো বলে অলরেডি এক জায়গা থেকে বায়নার টাকা খেয়ে বসে আছি, বুঝলে ?

বাঞ্ছা ॥ অ্যাঁ ! কী করেছিস। অ্যাই গুপে, তুই আমার বাগান দেখিয়ে টাকা খেয়েছিস্ !

গুপি ॥ এখন মাল না ছাড়লে পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার ! দ্যাও... টিপ দ্যাও...

বাঞ্ছা ॥ শালা বলে কী। (গুপিকে জড়িয়ে) কী করলি অ গুপে, আমার গলা টিপে ধরলিরে...

গুপি ॥ গাড্ডায় পড়ে গেছি দা-মশাই ...পিলিজ, আর না করো না...

[বাঞ্ছার আঙুল টেনে কলমের কালি মাখাচ্ছে।]

বাঞ্ছা ॥ (ছটফট করতে করতে) ছুরি মারলো রে... অ গুপে, তুই যে বুকে ছুরি মারলিরে (জোরে) ছুরি... ছুরি...

[বাঞ্ছা ছুরি ছুরি বলে চিৎকার করে। ওর চিৎকার শুনে বাইরের রাস্তা থেকে নকড়ি দত্ত ও মোক্তার ছুটে আসে। মধ্যবয়সী নকড়ি গাঁয়ের মাথা, হৃষ্টপুষ্ট জমিদার-তনয়। দরিদ্র মুসলমান মোক্তারটি তার সহচর। মোক্তারের পরনে ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া কালো কোট, মাথায় ছেঁড়া টুপি। তারা ঐ ছুরি শব্দটাই শুনেছে।]

নকড়ি ও মোক্তার ॥ ছুরি ! ছুরি ! কার ছুরি ! কই ছুরি ! কে মারলে !

বাঞ্ছা ॥ (গুপিকে দেখিয়ে) ঐ শালা...

নকড়ি ও মোক্তার ॥ অ্যাঁ ! সে কী ! কী সর্বনাশ ! ছুরি কেন... ছুরি কেন... ছুরি বার করো.., ছুরি বার করো !

গুপি ॥ (হকচকিয়ে) খচ্চর বুড়ো ! একদম ফালতু চেঁচাচ্ছে !

বাঞ্ছা ॥ এই শালা ! তুই আমার সম্পত্তি বায়না দিয়ে টাকা খেয়েছিস না !

নকড়ি ও মোক্তার ॥ অ্যাঁ !

বাঞ্ছা ॥ এই দেখুন জোর করে টিপ মারিয়ে নিচ্ছে !

নকড়ি ॥ এ তো জালিয়াতি !

মোক্তার ॥ জালিয়াতি ! জালিয়াতি ! এই রকম বুড়ো মানুষেরে জালিয়াতি করে...

[বাঞ্ছা ওদের দেখে ভরসা পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে ।]

নকড়ি ॥ একটা নিরীহ শান্ত কচি খোকার মতো বুড়োরে বলাৎকার করে... মোক্তার !

মোক্তার ॥ খাঁটি কথা ! এ ফলের বাগান হ'লো গে জিলার মধ্যে সব্বোশ্রেষ্ঠ ! দশজনে এর নাম করে ! গাঁর একখানা প্রেসটাইজ ! না, এ আমরা নষ্ট হতে দিতে পারিনে নকুড়দা...

বাঞ্ছা ॥ ভাটিখানা খুলবে !

মোক্তার ॥ তোবা ! তোবা !

বাঞ্ছা ॥ সাত হাজারে নফা মেরেছে !

নকড়ি ॥ কোন্ শালা, কোন্ শালা দর দিয়েছে সাত হাজার ? এই বারো বিঘে তেরো ছটাক বাগানের দাম সাত হাজার ? এর দাম চোদ্দ হাজার !

মোক্তার ॥ আটাশ হাজার !

নকড়ি ॥ ছাপ্পান্ন হাজার !

মোক্তার ॥ এ মাটির মর্ম কী !

[বাঞ্ছারাম নকড়ির পা জড়িয়ে কেঁদে ওঠে ।]

নকড়ি ॥ পারবে না, পারবে না, নকড়ি দত্তের গায়ে এতটুকু মাংস থাকতে, বাঞ্ছা কাপালির বাগানে কেঁউ হাত দিতে পারবে না !

বাঞ্ছা ॥ (গুপিকে উদ্দেশ করে) নাঙামুলো... গোঁপখেজুরে... মানকচু...

নকড়ি ॥ বাজে নাতি... ওর চালচলন ...ড্রেসট্রেস সব বাজে... লুজ ক্যারেকটার !

বাঞ্ছা ॥ বাগান নিবি ! খা, এই কাঁচকলা খা ! ...কোন্ মেয়ের ছেলে কিচ্ছু ঠিক নেই ! বেরো শালা ! বেরো...

গুপি ॥ যাচ্ছি ! মরে গেলেও আর জল দিতে আসবো না। (গুপি ছুটে ঘরে ঢুকে ব্যাগ জামাকাপড় ট্রানজিস্টার নিয়ে আসে ।) যক্ষিবুড়ো ! কদ্দিন আগলাবা ? ঐ সাজানো বাগান তোমার শ্মশান করে ছেড়ে দেবো ! আমার নামও গুপি !

[গুপি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো ।]

মোক্তার ॥ আরে যাও, যাও ! তুমি তো তুমি, কেউ পারলো না !

নকড়ি ॥ (বাঞ্ছাকে) মরে গেলেও আর ঢুকতে দেবে না !

মোক্তার ॥ ওঃ সারাজীবন এই লোকটা কী করে সব সম্পত্তি রক্ষে করেছে নকুড়দা !

নকড়ি ॥ লাঠি ! লাঠি ! লাঠির জোরে ! আমার বাবা লাঠি পাঠিয়েছে, সেই লাঠি সব ফেরত পাঠিয়েছে... এই, এই সেই বাঞ্ছারাম। বনবন করে লাঠি

ঘোরাতো। কিছুতে বাবাকে এদিকে ভিড়তে দেয়নি। আমার বাবা তো ছিল জমিদার! আর জমিদার মানেই তো বুনো ওল!

মোক্তার ॥ হায় হায়! আজ কিনা হাতি হাবড়ে পড়েছে!

বাঞ্ছা ॥ আর লাঠি চাগাতে পারিনে গো! এধারে ভূত... ওধারে পুত, আমারে সমানে গুঁতো মারছে গো। ...কী করে নক্ষে করবো কত্তা।

[বাঞ্ছারাম হাহাকার করে।]

নকড়ি ॥ ভয় নেই... কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

মোক্তার ॥ কেঁদো না চাচা... নকুড়দা যখন এসে দাঁড়িয়েছেন, এসব তোমার রক্ষে হয়ে যাবে।

নকড়ি ॥ হ্যাঁ, আজ থেকে এ সম্পত্তির সব ভার আমি নিলাম। তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ সব আমার। আরে, বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো না?

[কৃতজ্ঞতায় বাঞ্ছা নকড়ির পা জড়িয়ে কাঁদে।]

শোনো, প্রতিমাসে পয়লা তারিখে দুখানা করে বড় পাত্তি দেবো... যতদিন জীবিত আছো মাসে মাসে দু'শো করে দিয়ে যাবো।

মোক্তার ॥ বাহ বাহ্।

নকড়ি ॥ আমার শুধু একটা কণ্ডিশন। তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান-টাগান সব আমার হবে...

[বাঞ্ছারাম আঁতকে ওঠে। তীরবেঁধা হরিণের মতো দ্রুতবেগে সরে পড়তে যায়।]

মোক্তার ॥ চাচা... চাচা...

[মোক্তার গিয়ে বাঞ্ছারামকে ধরে।]

নকড়ি ॥ শোনো, শোনো, তোমার জীবদ্দশায় আমি এদিকে ফিরেও তাকাবো না। কিন্তু তুমি চোখ বুঁজলে...

[বাঞ্ছা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে থাকে। সে রাজি নয়।]

মোক্তার ॥ দুনো সুবিধে চাচা, তোমার দুনো সুবিধে। যদ্দিন বেঁচে আছো তোমার সম্পত্তি তোমারই রইল, আবার মাসোহারাও পেলে। গাছেরও খেলে, তলারও কুড়ুলে। চলো চাচা... কোর্টে নিয়ে যাই, একটা চুক্তিপত্তর হয়ে যাক্...

[বাঞ্ছা ছটফট করে ঘাড় নাড়ে।]

নকড়ি ॥ পয়লা তারিখে জোড়াপাত্তি।

মোক্তার ॥ দুধ খাবে...

নকড়ি ॥ ঘি খাবে...

মোক্তার ॥ এই যে শীতে ছেঁড়াকাঁথা...

নকড়ি ॥ এরপর কাশ্মিরী শাল চাপিয়ে ঘুরবে বাঞ্ছা।

বাঞ্ছা ॥ (হঠাৎ চিৎকার করে) শালা বড্ড নোভ!

নকড়ি ও মোক্তার ॥ অ্যাঁ?

বাঞ্ছা ॥ ...আমার গো, আমার ! একখানা শালের 'পরে বড্ড ঝোঁক আমার ! ঐ ছোটো জামাইরে বলেছিনু, ও নরেন্দর, আমারে এট্টা শাল কিনে দাও না !...কিন্তু শাল কি আর আমার হবে কত্তা ?

মোক্তার ও নকড়ি ॥ কেন ? কেন ? কেন হবে না ?

বাঞ্ছা ॥ ওগো হাঁটুতে আর বল নেই— বুকের খাঁচায় দম পাইনে— মরণের ঘন্টা শুনতি পাই... যদি এই অমাবস্যেতে আমি চিরতরে শুয়ে পড়ি...

[বাঞ্ছা জিব বার করে তার আসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত করে দেয়।]

নকড়ি ॥ অমাবস্যে ! হ্যা হ্যা হ্যা... মোক্তার, কী বলে ?

মোক্তার ॥ হ্যা হ্যা হ্যা...

বাঞ্ছা ॥ বাঁচবো না... আমি আর বাঁচবো না...

মোক্তার ॥ পাগল না মাথা খারাপ ! তুমি মরবা !

বাঞ্ছা ॥ নাগো বাঁচবো না...

মোক্তার ॥ (নৃশংস ছলনায়) হ্যা হ্যা হ্যা... কী শরীল !

নকড়ি ॥ কী স্বাস্থ্য !

বাঞ্ছা ॥ না... না...

মোক্তার ॥ কী খাঁচা !

বাঞ্ছা ॥ না গো না...

নকড়ি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হাড় !

মোক্তার ॥ কী পাঞ্জা !

[ওদের ভরসায় বুড়ো বাঞ্ছার জীর্ণ বুক দুলে ওঠে লোভে আশায়।]

বাঞ্ছা ॥ বাঁচবো... আমি বাঁচবো ?

মোক্তার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বহুকাল বাঁচবে, আর মাস-মাস অনেক কিস্তি খাবে ! শালা দশখানা শালের টাকা ঘরে বসে তুলে নেবে !

বাঞ্ছা ॥ (দুচোখ চক্‌চক্ করে) বাঁচবো, আমি অতোকাল বাঁচবো ?

নকড়ি ॥ বাঁচো—বাঁচো— আমি তো দিতেই চাই, বেঁচে থেকে যত পারো তুলে নাও ! হ্যা হ্যা হ্যা...

[মোক্তার আর হাসি চাপতে পারে না। মুমূর্ষু বুড়োর অসম্ভব লালসা দেখে মোক্তার একটু দূরে সরে গিয়ে পেট চেপে হাসতে থাকে। নকড়িও মুখ ঘুরিয়ে হাসে। শুধু বোকা বাঞ্ছারাম প্রবল বাসনায় বিড়বিড় করে।]

বাঞ্ছা ॥ বাঁচবো... আমি বাঁচবো...

[আলো নিভে আসে। মোক্তার ও নকড়ির হাসির খেই ধরে অন্তরালে প্রেতাত্মা হাসে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[নকড়ির বাড়ি। প্রাচীন জমিদার বাড়ির বৈঠকখানা। মধ্যরাত। প্রেতাত্মা ৺ছকড়ি দু'হাত তুলে বিকটভাবে হাসছে।]

ছকড়ি ॥ পেয়ে গেছি! বাগান পেয়ে গেছি! নকড়ো... আমার সুপুত্তুর, বাপের মুখ রেখেছে! হাঃ হাঃ হাঃ! চুক্তি হয়ে গেছে। আমি যা পারি নি, তুই তা পারলি। ধন্যি! ধন্যি নকড়ো! হাঃ হাঃ হাঃ! কী টোপটা ছাড়লো! মাস-মাস দুশো! ক'মাস নেবে? বড় জোর দু'মাস! ঐ ঘাটের মড়া শ্মশান কাঠ... তার মধ্যেই লোপাট! হাঃ হাঃ হাঃ! (বাঞ্ছারামের উদ্দেশে) শাঁল গাঁয়ে দিঁবি? গঁড়গড়ায় তাঁমুক খাঁবি? (গান ধরে) চাষার মনে কত আশা— চিলেকোঠায় বাঁধবে বাসা! বোঝে না বোঝে না বোকা চাষা— সবটাই ভুলেভরা গুলে ঠাসা! (গান থামিয়ে) গুখেগোর ব্যাটা চাষার আশা দ্যাখো! যা, শকুনের পেটে যা... শেয়ালের পেটে যা ব্যাটা! হাঃ হাঃ হাঃ! (ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে) নকড়ো... নকড়ো... আঁয়... আঁয়... হাঁমি খাঁই! শুঁয়োরের বাঁচ্চা আঁমার... আঁয় হাঁমি খাঁই...

[কল্পিত নকড়িকে জড়িয়ে]

হাঁমি! হাঁমি! হাঁমি! মঁরা বাঁপের হাঁমি খাঁ! হাঁমি হাঁমি। ...বাপ মরে গিয়ে নেগেটিভ হয়ে গেছে... তুই আমার পজিটিভ বাচ্চা। হামি! হামি! হামি! (থেমে) যাই—যাই—যাই— দেখিগে, বাঞ্ছা বুড়ো মরলো কিনা দেখিগে!

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। ঝিমধরা দুপুর। বাগানে বাঞ্ছারামের গোরু তাড়ানোর হাঁক শোনা যাচ্ছে : হেঃ হেঃ হেঃ ভুর্‌র্ ভুর্‌র্! বাঞ্ছারাম বসে বসে মাটিতে দেহটা ঘষটাতে ঘষটাতে বাগান থেকে বেরিয়ে উঠোনে আসছে আর নড়বড়ে হাতে লাঠি উঁচিয়ে বার বার পিছন ফিরে হাঁক পাড়ছে—]

বাঞ্ছা ॥ হেঃ হেঃ ভুর্‌র্ ভুর্‌র্! ...কার গোরু? সব গাছপালা তচনচ করে দিলেরে! হেঃ হেঃ! (বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে) কেডা যাও? গোরুটারে এট্টু তাড়ায়ে দিয়ে যাও না— (কেউ সাড়া দেয় না। বাগানের দিকে চেয়ে) হেঃ হেঃ ভুর্‌র্... ভুর্‌র্...

[ঝিমধরা দুপুরে ঘুঘু ডাকে। বুড়ো বাঞ্ছা নড়বড়ে মাথাটা দোলায়, চোখের জল ফেলে।]

তরমুজের চারাগুলো পুঁতেছিনু... কেমন নধর তাগড়াই হ'লো... এতখানি-খানি কচি কচি পাতা বেরোলো... বেঁচে থাকলে চোত-বোশেখে এত্তো বড় বড় ফল দিতো... ফলের ভেতর জল দিতো....

[শুকনো জিব চাটে বুড়ো। তেষ্টায় বুক ফাটছে। বাইরে পথের দিকে তাকিয়ে—]

... এট্টু জল দিয়ে যাও না...

[কেউ এল না। বুড়ো দাওয়ার নিচে কলসিটায় জল খুঁজলো। এক ফোঁটাও পেল না।]

বাঞ্ছা ॥ ...এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে মানুষেরও ছাতি ফাটে... গাছেরও ফাটে! এট্টু জল দিয়ে যাও না...

[বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে দাওয়ায় উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। আর নড়াচড়া করে না। স্তব্ধ দুপুর। ঘুঘু ডাকে।... বুড়ো মৃতের মত পড়ে থাকে। ছাতা মাথায় নকড়ি দত্ত ও মোক্তার এলো। বুড়োটাকে অমন মাটির ওপর বিশ্রীভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঘেন্নায় নাক কোঁচকালো, দুজনেই ওয়াক করে থুথু ফেললো। তারপর বাগানটিকে লোভাতুর চোখে চাটলো। পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে নকড়ি মোক্তারের হাতে দিলো। মোক্তার তা থেকে একটা দশ টাকার নোট গোপনে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।]

মোক্তার ॥ (নকড়িকে) কত দিলেন? একশো নব্বুই?

[নকড়ি আর একটা দশ টাকার নোট মোক্তারের হাতে দিয়ে ডিবে খুলে পান খাচ্ছে।]

মোক্তার ॥ (টাকার তাড়া গুনতে গুনতে বাঞ্ছার উদ্দেশে) চাচা... ও চাচা, পয়লা তারিখ! কিস্তির টাকা নেবা না? (গোপনে আরো একটা নোট সরিয়ে নকড়ির দিকে হাত বাড়ায়।) দ্যান—

নকড়ি ॥ কী?

মোক্তার ॥ আর একটা লাগবে!

নকড়ি ॥ (পান চিবুতে চিবুতে) একটা মারো... দুটো মেরো না! (মোক্তার ধরা পড়ে পকেটের টাকা বের করে।) হয়েছে মন্দ না! মরারও নাম নেই... কিস্তিও থামে না... বাগানও আসে না! তিন মাসে ছ'শো টাকা বেরিয়ে গেল!

মোক্তার ॥ দ্যাখবেন এটাই হবে শেষ কিস্তি। চাচা... ও চাচা...

[বাঞ্ছারাম হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে।]

টিপ দাও! কিস্তি নাও!

[বাঞ্ছারামের আঙুলে কালি মাখিয়ে টিপছাপ নিচ্ছে।]

বাঞ্ছা ॥ (নকড়িকে দেখে ডুকরে ওঠে) কত্তা!

নকড়ি ॥ বলো...

বাঞ্ছা ॥ বড্ড জ্বর বেড়েছে গো।

নকড়ি ॥ জ্বর তো বেড়েই চলেছে... কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না।

বাঞ্ছা ॥ আমি কীরকম ফুলে পড়েছি গো!

নকড়ি ॥ ওই ফোলাই তো ঝোলাচ্ছে! ফোলার পরেও মানুষ যে কী করে বাঁচে!

মোক্তার ॥ জী, চাষার জান তো! ভদ্দরলোকের বাড়ি, ফুললো আর মললো!

[বাঞ্ছাকে কিস্তির টাকা দিলো।]

ঞ্ছা ॥ আর বোধায় আমারে বাঁচাতে পারলেন না কত্তা....

নকড়ি ॥ আর বোধহয় কেন? এতো কষ্ট পেয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ বাঞ্ছা?

বাঞ্ছা ॥ সেকী! আপুনি যে বলেছিলেন, আমারে ভরণপোষণ লালনপালন করায়ে বাঁচায়ে রাখবেন!

মোক্তার ॥ যখন বলা হয়েছিলো, সে পরিস্থিতি এখন পালটে গেছে।

বাঞ্ছা ॥ কিন্তুক না বাঁচলে আমি শাল গায়ে দেবো কী করে?

নকড়ি ॥ ঐ। এক শাল ধরে বসে আছে!

বাঞ্ছা ॥ আমার যে বড্ড নোভ গো।

নকড়ি ॥ তোমারও যেমন... আমারও তেমনি ঐ বাগানখানার 'পরে। ...এখন তুমি যদি বছরখানেক বেঁচে থেকে আমার টাকায় শাল গায়ে দাও, সেটা আমার ভালো লাগে?

ঞ্ছা ॥ (অবাক হয়ে) লাগে না?

নকড়ি ॥ তুমিই বলো, লাগে? কামড় মেরেছি, গিলতে পারছিনে... এ অবস্থা ভালো লাগে?

ঞ্ছা ॥ না, না... তা'লে তো আমার এখন মরাই উচিত। ...কিন্তু এসব ছেড়ে কী করে যাবো গো...

[নকড়ির পা ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।]

নকড়ি ॥ চোপ্। বাজে বুড়ো। কী রকম লুজ ক্যারেকটারের মতো কথা বলছে দ্যাখো!

মোক্তার ॥ কী করে মরবে নকুড়দা, আজকাল দুধ খাচ্ছে।

নকড়ি ॥ আমার টাকায়... আমার টাকায়। আমার টাকায় দুধ গিলে গিলে আমারই সামনে বেঁচে থাকছে।

মোক্তার ॥ ছাগলের দুধ! আয়ু বাড়ে!

নকড়ি ॥ চোপ্! ছাগলের দুধ তো ছাগলের পেটে থাকে... ছাগল বাঁচে কদিন! [মোক্তার নকড়ির ছাতাটা খাড়া করে তার হাতলে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।]

নকড়ি ॥ (মোক্তারকে) কী অসভ্যের মতো পেছনে গোঁজা মেরে দাঁড়াও! (বাঞ্ছার কাছে আসে, মাথায় হাত বুলায়।) ভাই বাঞ্ছা, একটা পরিষ্কার কথা দাও দিকি, তুমি কবে মরবে?

বাঞ্ছা ॥ অ্যাঁ ?

মোক্তার ॥ এই যে গড়িমসি করছ চাচা, এই করতে করতে তোমার আগে যদি নকুড়দাই মারা যায়...

নকড়ি ॥ চো-ও-প্ !

মোক্তার ॥ আল্লা না করুন, যদি আপনার কিছু হয়, তাহলে তো চুক্তিটাই বাতিল হয়ে যাবে !

নকড়ি ॥ তাহলে বুঝছ, বাঞ্ছা ভাই, আমার মুখ চেয়ে তোমারই এখন আগে মরা উচিত।

বাঞ্ছা ॥ (নকড়ির যুক্তিতে সায় দেয়) হ্যাঁ !

নকড়ি ॥ তো তাই যদি বোঝ, তবে এসব দুধমুত বাজে বলকারক জিনিস খাচ্ছো কেন ? টাকা দিচ্ছি ঘুগ্‌নি খাও !

মোক্তার ॥ তেলেভাজা ফুলুরি খাও।

নকড়ি ॥ ডালডার লুচি খাও।

মোক্তার ॥ চোলাই খাও !

নকড়ি ॥ হ্যাঁ, ছেলেবেলায় দুধ তো অনেক খেয়েছো, এখন এই পঁচানব্বুই বছরে চোলাই-টোলাই ধরো।

বাঞ্ছা ॥ (শুকনো জিব চাটতে চাটতে) এট্টু জল দ্যাও না...

মোক্তার ও নকড়ি ॥ (বিরস মুখে) আবার জল !

[মোক্তার ও নকড়ি জল দিলো না। বাঞ্ছা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠোনে শুয়ে পড়লো। নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে গণৎকার ঢোকে।]

গণৎকার ॥ (আদুরে গলায়) মামা... মামা... মামা... মামা ডেকেছেন...

নকড়ি ॥ এই যে হৃদয়চরণ, এসো !

গণৎকার ॥ (আদরে বিগলিত হয়ে নকড়িকে প্রণাম করে) ভালো আছেন তো মামা ? (মোক্তারকে) ভালো তো ভাই ?

নকড়ি ॥ হ্যাঁরে শুনলাম, কোত্থেকে নাকি গণনাটননা শিখে এসেছিস ?

গণৎকার ॥ কালীঘাটের জ্যোতিষসাগরের কাছে মামা ! হস্তরেখা, কোষ্ঠী বিচার, তার সঙ্গে নিউমারালোজি...

নকড়ি ॥ সেটা কী জিনিস ?

গণৎকার ॥ আছে মামা আছে ! এক থেকে দুশো উনপঞ্চাশের মধ্যে একটা নম্বর বলবেন মামা......কারেক্ট ফোরকাস্ট করে দেবো ! পার সিটিং আমার পাঁচ টাকা !

নকড়ি ॥ আচ্ছা সেটা পরে হবে, আগে দ্যাখ তো আয়ুটা কত ?

গণৎকার ॥ আয়ু ? (নকড়ির হাত টেনে ধরে।) আসুন...

নকড়ি ॥ আরে আমার না, ওর...

গণৎকার ॥ (বাঞ্ছাকে দেখে) বাঞ্ছা বুড়ো ! এখনো বেঁচে আছে ! (বাঞ্ছার হাত টেনে) দেখি— দেখি— মুঠোটা খোলো। মামা... মামা ! আঙুলগুলো যে একেবারে কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁকে গিয়ে করতল ঢেকে ফেলেছে !

নকড়ি ॥ ব্যাঁকা ল্যাজ সোজা করে দ্যাখ...

[গণৎকার আতসকাঁচ চোখে দিয়ে বাঞ্ছার হস্তরেখা দেখছে।]

নকড়ি ॥ (মোক্তারকে) একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, বুঝলে?

মোক্তার ॥ জী। ঠিক-ঠিক দিনটা জানতে পারলে কাজের সুবিধে...

গণৎকার ॥ মামা!

নকড়ি ॥ বলো।

গণৎকার ॥ সিংহরাশি!

নকড়ি ॥ সিংহ! হ্যা—হ্যা—জানে! মনে হচ্ছে জানে!

গণৎকার ॥ (আরো উৎসাহে) মামা! ও মামা!

নকড়ি ॥ বলো...

গণৎকার ॥ রাক্ষসগণ...

মোক্তার ॥ রাক্ষস— হ্যা হ্যা হ্যা—

নকড়ি ॥ অ্যাই শোন্, জনগণমন ছেড়ে আসলটা বল্, আয়ু কতো?

গণৎকার ॥ অনেক... প্রচুর আয়ু.... লম্বা আয়ুরেখা...

নকড়ি ॥ যা, ওঠ, বাড়ি যা—

গণৎকার ॥ আজ্ঞে তাই তো! ফুঁড়ে উঠেছে! বেস্পোতির দশা...

মোক্তার ॥ উঠে পড়ো... উঠে পড়ো...

[মোক্তার গণৎকারের হাত ধরে টেনে তুলছে।]

গণৎকার ॥ (ঘাবড়ে) কী হ'লো মামা।

নকড়ি ॥ খুব হয়েছে! যা—বাড়ি যা—বৌয়ের হাত দেখগে!

[নকড়ি ও মোক্তার গণৎকারকে বাইরে ঠেলে।]

গণৎকার ॥ কী আশ্চর্য! যে বাড়ি যাই... আয়ু বেশি বললে সবাই খুশি হয়— আমি তো তাই বানিয়ে বানিয়ে বলি...

নকড়ি ॥ বানিয়ে বানিয়ে বলো! বাজে গণৎকার! তোর কাঁচটাচ কালীঘাট টালিঘাট সব বাজে... লুজ ক্যারেকটার! যা—

গণৎকার ॥ আচ্ছা মামা, একবার নিউমারালোজিতে দেখি—

নকড়ি ॥ নিউমারালোজি না তোর পকেটমারালোজি। বেরো!

গণৎকার ॥ কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

[মোক্তার গণৎকারকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে সাইকেলের হর্ন।]

নকড়ি ॥ (বাইরে তাকিয়ে) গোবিন্দ... গোবিন্দ...

[মোক্তার এবার গোবিন্দ ডাক্তারকে টানতে টানতে নিয়ে এল।]

গোবিন্দ ॥ (ঘাবড়ে) আঃ টানছো কেন? আমি তো এখানেই আসছি!

নকড়ি ॥ ও! এখানেই আসছিলে!

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ! এই তো শহর থেকে বাঞ্ছাদার রক্তপেচ্ছাপ সব পরীক্ষা করিয়ে আনলাম। এই যে ব্লাড-রিপোর্ট!

নকড়ি ॥ (রিপোর্টের কাগজ নিয়ে) ব্লাড কী বলছে?

গোবিন্দ ॥ একদম নষ্ট ! পেচ্ছাপ ধরুন !

নকড়ি ॥ চোপ্ !

গোবিন্দ ॥ (কাগজ দেখিয়ে) পেচ্ছাপ আরো খারাপ ! দুটো কিডনিই গেছে !

নকড়ি ॥ কিডনি কি দুটো থাকে ?

গোবিন্দ ॥ জানেন না ? এই তো আপনারো রয়েছে !

[গোবিন্দ নকড়ির পেট দু'পাশ থেকে টিপে ধরে।]

নকড়ি ॥ (সুড়সুড়িতে হাসতে হাসতে) চোপ্ ! চোপ্ ! সব খারাপ... চার মাস ধরেই শোনাচ্ছে কিডনি নেই, পেচ্ছাপ নেই... (বাঞ্ছাকে দেখিয়ে) তা ওটা কী ধুকপুক করছে, অ্যাঁ ?

গোবিন্দ ॥ (ঘাবড়ে) বুঝতে পারছি না...

নকড়ি ॥ বুঝবে কী ? বাজে ডাকতার... তোর নলফল সব বাজে... লুজ ক্যারেকটার !

মোক্তার ॥ যাও, ভালো করে দ্যাখো...

গোবিন্দ ॥ (শায়িত বাঞ্ছার নাড়ি টিপে) একী !

নকড়ি ॥ (চমকে) কী রে !

গোবিন্দ ॥ আরে শালা !

নকড়ি ॥ কী রে শালা ! কী হ'লো বল্ না...

গোবিন্দ ॥ কই ?

নকড়ি ॥ কী কই ? অ্যাই গোবিন্দ !

গোবিন্দ ॥ নাড়ি ! নাড়ি কই ?

মোক্তার ও নকড়ি ॥ নেই !

গোবিন্দ ॥ (কনুই-এর কাছে নাড়ি পেয়ে) আছে ! আছে ! আছে !

মোক্তার ও নকড়ি ॥ (বিমর্ষ হয়ে) আছে !

গোবিন্দ ॥ (সহসা নাড়ি হারিয়ে) কই ?

মোক্তার ও নকড়ি ॥ নেই ?

গোবিন্দ ॥ (আবার নাড়ি খুঁজে পেয়ে) আছে ! আছে ! আছে !

মোক্তার ও নকড়ি ॥ আছে ?

গোবিন্দ ॥ (আবার নাড়ি হারিয়ে) কই ?

নকড়ি ॥ (উত্তেজনায় নিজের বুক ডলতে ডলতে) আমার রগে ! শালা নাড়ি খুঁজছে না কৈমাছ ধরছে ? আর এই হয়েছে আজকালকার ডাক্তার কোবরেজ ! মানুষ বাঁচবে কিনা তাও বলতে পারে না, মানুষ মরবে কিনা তারও গ্যারাণ্টি দেয় না !

[নকড়ি বেরিয়ে গেল। গোবিন্দ ওষুধ দেবে বলে ব্যাগ খুলছে। মোক্তার টুক করে ডাক্তারের ওষুধের ব্যাগ তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

গোবিন্দ ॥ (হকচকিয়ে মোক্তারের পিছু ছুটতে ছুটতে) মোক্তার... মোক্তার...

[আলো, নেভে]

প্রথম অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। বিকেল বেলা। শেষ সূর্যের সোনালি আলো বাগানের গাছপালায়। গুপি ঢুকল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন জুতো। কাঁধে একটা নতুন সুটকেস।]

গুপি ॥ (মহা ফুর্তিতে গান গাইতে গাইতে ঢুকছে) লাজে রাঙা হ'লো কনে বৌ গো.... মালা বদল হবে এ রাতে... (বাঞ্ছার ঘরে উঁকি দিয়ে) দা-মশাই... ও দা-মশাই! ওঃ বুড়োরে আজ চমকে দেব।

[লাল শাড়ি পরা একগলা ঘোমটা টানা গুপির বউ পদ্মরাণী ঢুকল। পদ্মর হাতে একটা নতুন তালপাতার পাখা।]

গুপি ॥ (ছুটে গিয়ে পদ্মর হাত ধরে) লাজে রাঙা হ'লো কনে বৌ গো... মালা বদল হবে এ রাতে...। শালা, কমখানি পথ! নৌকা... টেরেন... গোরুর গাড়ি! দেখি পা-দুটো একটু উঁচু কর তো— স্যানডেলটা... (পদ্মের পা থেকে স্যানডেলটা খুলে নিয়ে) এঃ, কত আলতা পরেছো গো। দুখানা স্যানডেলই মাখামাখি। (স্যানডেল নিয়ে সোহাগ করে) লাজে রাঙা হলো কনে বৌ গো... মালা বদল হবে এ রাতে...! তারপর? সারাটা রাস্তা তো ফিচ্ কাঁদুনি! বলে, তোমার ঘরদোর নেই... বিয়ে করে বৌ রাখার জায়গা নেই। কি? এবার একটু ভরসা হ'লো তো! (পদ্মর মুখের কাছে মুখ নিয়ে) ও আমার পদ্মরাণী, নয়ন মেলে দ্যাখো...

পদ্ম ॥ (ঝনঝন করে ওঠে) এ আবার কোথায় আনলে?

গুপি ॥ কোথায় আনলাম! সে সব কথা পরে হবে! আগে চিঁড়ে ভিজিয়ে দই দিয়ে মাখো! শরীরটা একেবারে গরম হয়ে উঠেছে!

পদ্ম ॥ (মুখঝামটা দিয়ে) আবার একটা কার না কার বাড়িতে এনে তুললো রে!

গুপি ॥ কার বাড়ি মানে! আমার বাড়ি! আমার আপন মায়ের আপন বাপের বাড়ি!

পদ্ম ॥ হ্যাঁ, সবই তো তোমার আপন! নিয়ে গিয়েছিলে না আপন পিসির বাড়ি। পিসি তো দ্যাখা মাত্তর দুদ্দুর করে তাড়িয়ে দিল!

গুপি ॥ আরে সেটা একটু দূরের আপন ছিল। ও পিসি আমার এখানে থাকতে এলে আমিও দূর দূর করে তাড়াবো!

পদ্ম ॥ তারপর তো নিয়ে গেলে আপন জ্যাঠার বাড়ি। জ্যাঠা তো পেন্নামই নিলে না!

গুপি ॥ জ্যাঠা না পাঁঠা! পাঁঠা বলেই তো তোমার মত রাঙা টুকটুকে বউমার পেন্নাম নিলে না! ঠিক আছে... আমার নামও গুপি! আসুক না জ্যাঠা আমাদের পেন্নাম করতে... আমরাও নেব না!

পদ্ম ॥ কেউ নেই! আসলে তোমার কেউ নেই! জ্যাঠাও নেই ...জেঠিও নেই!

লোকের বাড়ি থেকে থেকে বেড়াও। এবারে আমারে নিয়ে গেছ বলে কেউ দাঁড়াতেও দেয়নি। একটা বউসমেত বেকার মানুষ কে পুষবে।

[রাগে দুঃখে অভিমানে পদ্ম কাঁদে।]

গুপি আরে দূর! আমি কি লোকের বাড়ি থাকতে গেছি? আত্মীয়দের একটু টেস্ট করতে গিয়েছিলুম, বুঝলে?

পদ্ম ॥ উঁ টেস্ট্ করতে! (সক্রোধে গুপিকে পাখা উঁচিয়ে তাড়া করে) আমার বাবারে ভাঁওতা মেরেছে। ভাটিখানায় মদ খাইয়ে বুঝিয়েছে খুব বড়লোক! ফোরটুয়েন্টি কোথাকার! ...বিয়ের পর একবার এবাড়ি একবার ওবাড়ি ছুটিয়ে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে।...ফুলশয্যের জায়গাটা পর্যন্ত পাইনি।

গুপি ॥ আজই ফুলশয্যে হবে!

পদ্ম ॥ হ্যাঁ, হবে।

[পদ্ম তেড়ে ছুটে যায়।]

গুপি ॥ এই। এই। (সভয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে রুখে দাঁড়ায়।) ঠিক আছে ঠিক আছে... অতো অসুবিধে হয় তো বাপের কাছেই ফিরে যাও...

পদ্ম ॥ তাই যাবো।

গুপি ॥ তাই যাও। মরছিলে তো পুরুলিসি হয়ে! ভাগ্যিস আমি বিয়ে করেছিলুম!

পদ্ম ॥ উঁ। উনি বিয়ে করেছিলেন বলে আমার পুরুলিসি সেরে গেছে। যাবো চলে।

গুপি ॥ যাও যাও! হুঁঃ। আমার ভাবনা। আমার আপন মামার বাড়ি। মামারা কেউ জন্মায়নি। সব আমার... বাগান... পুকুর....গাছপালা...

[বাগান শুনে পদ্মর মনটা কেমন করে।]

পদ্ম ॥ (নরম গলায়) বাগান...?

গুপি ॥ (ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়) তবে? বাগান...গাছ...পুকুর সব...

পদ্ম ॥ (আনন্দে) সব তোমার আপন?

গুপি ॥ মাইরি বলছি... তোমার শাঁখা ছুঁয়ে বলছি... তোমার আঁচল ছুঁয়ে বলছি... আচ্ছা, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি...

পদ্ম ॥ (গুপিকে ঢিপ করে পেন্নাম করে) সত্যি। সব তোমার!

গুপি ॥ বললাম তো।

পদ্ম ॥ (গুপির হাত ধরে চারদিকে চেয়ে) বাঃ!

গুপি ॥ (সেও যেন এসব আজ নতুন দেখছে) বাঃ!

পদ্ম ॥ কী সুন্দর! বাঃ!

গুপি ॥ কী সুন্দর! বাঃ!

পদ্ম ॥ (নিঃশ্বাস নিয়ে) আঃ... কী পরিষ্কার বাতাস!

গুপি ॥ কী পরিষ্কার বাতাস! সব অসুখ সেরে যাবে!

পদ্ম ॥ আমার বাবার কিচ্ছু ছিল না। বাগানও না... পুকুরও না...

গুপি ॥ কী করে থাকবে? তোমার বাবা— আমার পূজনীয় শ্বশুরমশাই— দিনরাত

তো ভাটিখানায় পড়ে থাকেন ! সেইখানেই আমার সাথে আলাপ ! ...আর আমার শাশুড়ি ঠাকরুণ... হাফ-ডজন মেয়ে নিয়ে কারখানার লাইনে পড়ে থাকেন ! দেখে কী যে কষ্ট হ'লো আমার !

পদ্ম ॥ তুমি আমারে ঠকাচ্ছ না তো ! লোকে বলে তুমি ফোরটুয়েন্টি ! বলো, তুমি তা না !

গুপি ॥ (পদ্মর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে) তাই ছিলাম ! মিছে কথা বলে না লোকে...আগে আমি তাই ছিলাম। উড়নচণ্ডী করে, কাপ্তেনি করে সব ঘুচিয়েছি ! সংসারে মনমতি ছিল না আমার। কিন্তু পদ্মরাণীরে পাবার পর, গুপি জায়গা জমি চিনছে, মাটির মর্ম বুঝতে পারছে !

[ওরা দেখেনি, ইতিমধ্যে বুড়ো বাঞ্ছা ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। ঠোঙা থেকে একমনে গুজিয়া খাচ্ছে। হঠাৎ তার গলাটা গুড়গুড় করতে ওরা দেখতে পায়।]

গুপি ॥ (পদ্মকে) যাও পেন্নাম করো !

[পদ্ম নতুন বৌয়ের লজ্জা নিয়ে এগিয়ে বাঞ্ছার পায়ে হাত দিতে বুড়ো হাউমাউ করে ওঠে।]

-বাঞ্ছা ॥ আঁ-অ্যা-অ্যা ! ধ্যেৎ ! ধ্যেৎ ! ধ্যেৎ ! পায়ে ঘা... তার 'পরে মারলে খোঁচা !

[হতচকিত পদ্ম ছুটে গিয়ে গুপিকে জড়িয়ে ধরে।]

বাঞ্ছা ॥ (পদ্মের দিকে তাকিয়ে) এই নাঙাকাপড় ! তুই কেডা রে ?

গুপি ॥ (একগাল হেসে বাঞ্ছার কাছে গিয়ে) দা-মশাই...

বাঞ্ছা ॥ তুমি আবার কেডা ? শালা ভূত-ভূত মনে হচ্ছে !

গুপি ॥ গুপি গো ...আমি তোমার গুপি !

বাঞ্ছা ॥ টুপি ! আমারে টুপি পরালো কেডা ?

গুপি ॥ আরে টুপি না, গুপি...গুপে ! তোমার ছোটমেয়ের ছেলে !

বাঞ্ছা ॥ ছোটমেয়ে ! তার আবার ছেলে হবে কোত্থেকে ? সে তো মরে গেছে !

গুপি ॥ আরে মরার পরে হতে যাবো কেন— আমারে রেখেই তো মরেছিল !

বাঞ্ছা ॥ তা কোন্ জামাই-এর ছেলে তুমি ? বড়জামাই না মেজোজামাই ?

গুপি ॥ দূর শালা ! শুনছে ছোটমেয়ের ছেলে, বড়জামাই-এর ছেলে হব কী করে ? (পদ্মকে) কথা শোন !

পদ্ম ॥ (গম্ভীর মুখে) তোমার না আপন দা-মশাই !

গুপি ॥ কে বুঝবে বলো !

পদ্ম ॥ এত আপন যে চিনতেই পারছে না !

গুপি ॥ তাই দ্যাখো ! এমন রাগ ধরিয়ে দেয় না !

পদ্ম ॥ (হঠাৎ গুপির পাঞ্জাবির টান [illegible] বলো !

গুপি ॥ অ্যাই.... অ্যাই...

পদ্ম ॥ (সুটকেস তুলে নিয়ে) ফের [illegible]কি করলে ! ফের ঠকালে [illegible]ফোরটুয়েন্টি ! চলো আজ তোমারে..

5301
No
11 Th-Finance Commission-Fund.

[পদ্ম গুপিকে টানছে। গুপি পেছনে হটতে হটতে হঠাৎ চেঁচায়।]

গুপি ॥ ভাটিখানা খুলবো! এই বুড়ো! বাগানটা লিখে দিবি? ভাটিখানা খুলবো!

বাঞ্ছা ॥ (চমকে) কেডারে শালা? গুপে নাকি?

গুপি ॥ হ্যাঁগো!

[পদ্মর হাত ছাড়িয়ে গুপি ঝাঁপিয়ে এসে বুড়োর সামনে বসে।]

বাঞ্ছা ॥ (কেঁদে) অ গুপে! গুপে! আমারে ফেলে কোথায় গিয়েছিলি? এই ভাবি আর বুঝি মরার আগে গুপের সাথে দেখা হ'লো না রে। পরানডা আমার গুপে-গুপে গুপে-গুপে করে—

গুপি ॥ (পদ্মকে) কী? বিশ্বাস হ'লো! দা-মশাই, নাতবৌরে ডাকো!

বাঞ্ছা ॥ কার নাতবৌ? তোর না আমার? (থেমে) বে করেছিস! না ভাগায়ে এনেছিস? (পদ্মর দিকে চেয়ে হাততালি দেয়) ফাস্‌কেলাস! ফাস্‌কেলাস বৌ হয়েছে তোর গুপে! আয়... আয়... কাছে আয়! কেমন কচি নাউডগার মত বৌ এনেছে আমার শালা! (গুপির গালে লম্বা চুমু খেয়ে, পদ্মকে) দে, তোর গালটা দে... (পদ্মর গলা জড়িয়ে, মুখে একটা গুজিয়া ঢুকিয়ে) নে, তুই গুজিয়া খা!

গুপি ॥ দা-মশাই, তুমি আমারে ক্ষমা করো!

বাঞ্ছা ॥ কেনরে গুপে—

গুপি ॥ আমি তোমার সাথে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিলুম বলে। দা-মশাই তোমার কথাই ঠিক। মাটি হ'লো মা—মা অন্নোপূন্নো। এরে আমরা নষ্ট করব না। আমি আর পদ্ম দুজনে তোমার বাগানে খাটবো... আরো বড় করবো...

[বাঞ্ছা আস্তে আস্তে বালিশের নিচে থেকে দলিল বার করে গুপির সামনে বাড়িয়ে ধরে।]

বাঞ্ছা ॥ (গম্ভীর গলায়) আর কারে বড় করবি! এসব তো আর আমার হাতে নেই!

গুপি ॥ (চমকে) নেই!

বাঞ্ছা ॥ সব কত্তামশায়ের নামে লিখে দিয়েছি। আমি মরে গেলে, সব তার হবে।

গুপি ॥ (দলিলটা হাতে নিয়ে দেখে) এই বুড়ো! কী সব্বোনাশ করে রেখেচো?

বাঞ্ছা ॥ (রেগে) করব না! কবে তোমার সুমতি হবে—বগলে বৌ নিয়ে ফেরবা—সেই ভরসায় বসে থাকি! কত্তা কথা দিয়েচে—আমার নামে ফলক বসাবে—লেখা থাকবে বাঞ্ছারামের বাগান! যা, গুজিয়া খাইয়া ভাগিয়া যা—

পদ্ম ॥ (গুপিকে) কী বলছে? আমাদের কিচ্ছু নেই?

গুপি ॥ খচ্চর বুড়ো! মুখ্যু চাষা! এক মাত্তর নাতির জন্যে কচুপাতাটাও রাখেনি! পদ্ম, আমাদের একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছে!

[গুপির চোখ ফেটে জল আসে। পদ্ম কেঁদে ফেলে। একটু আগে বাগানের মধ্যে থেকে চোর পুঁটলি কাঁধে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ওদের কান্না দেখে সেও ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।]

বাঞ্ছা ॥ শ্যাল ডাকে কোথায় রে !

চোর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) শুধু কি তোমাদের ডুবিয়েছে ? আমারে ডোবায়নি ? জ্ঞানাবধি এই বাগানের কলাটা-মূলোটা গেঁড়িয়ে খাই ! হাঁড়িতে চাল নেই... তো চলে এলাম... এককাঁদি কলা গেঁড়িয়ে বেচে দিলাম ! কী সুখের ব্যবস্থা ছিল ! নকড়োর হাতে চলে গেলে আর কি গ্যাঁড়াতে পারবো ?

গুপি ॥ পদ্ম, ইনি হচ্ছেন এ গাঁয়ের নামকরা ছিঁচকে চোর !

[অন্যমনস্ক পদ্ম চোরকে নমস্কার করে।]

চোর ॥ (প্রতি নমস্কার করে) আর কি নাম রাখতে পারবো ? নকড়োর হাতে চলে গেলে, কাঁটাতারের বেড়া খাটাবে... মালী বসাবে... চৌকিদার বসাবে ! বড়লোকের মাল গেঁড়ানো আমার মত গেঁড়ে চোরের কম্মো ! (বাঞ্ছাকে) কেন লিখে দিলে ? দিলে যদি আমার সাথে একবার কন্‌সাল করলে না কেন ?

বাঞ্ছা ॥ দূর শালা ! তুমি আমার মাল গ্যাঁড়াবা... আর আমি তোমার সাথে কনসাল করব।

চোর ॥ কেন করবা না ? জন্মাবধি গেঁড়াচ্ছি ! ও বাগানে আমারও 'নাইট' রয়েছে না ? (পদ্মকে) আচ্ছা আপুনি বলো বৌমা—যে বাড়িতে ভাড়াটে বাস করে, সে বাড়ি কি বেচা যায় ?

পদ্ম ॥ না ! তা যাবে কি করে ?

চোর ॥ আমিও তো এ বাগানের ভাড়াটে !

বাঞ্ছা ॥ (চোরের পুঁটলি চেপে ধরে) তোর পোঁটলায় কীরে ?

চোর ॥ (ধরা পড়ে বিব্রত মুখে) চারটে নারকেল !

বাঞ্ছা ॥ ওরে শালা। আমি এখানে বসে... আর আমার নারকেল পেড়ে আনলো।

চোর ॥ পাড়ার সময় ধরতে পারোনি, এখন ধরার নাইট নেই !

বাঞ্ছা ॥ পেছনে দুই নাথি মেরে তোমার নাইট আমি টাইট করে দেবো শালা !

চোর ॥ কেন কেড়ে নেচ্ছ ? আর কদিনই বা গ্যাঁড়াতে পারবো ! ছেড়ে দ্যাও, (পুঁটুলিটি কেড়ে নিয়ে) ছেলেমেয়েরা হাঁ করে বসে রয়েছে—কখন তাদের বাপ মাল গেঁড়িয়ে ফিরবে ! ...কী লাভ হ'লো, অ্যাঁ, আমাদের সবার ভাত মেরে কী লাভ হ'লো ?

গুপি ॥ (পদ্মকে) আর বসে কি হবে ? চলো !

পদ্ম ॥ কোথায় যাবো ?

গুপি ॥ চলো, তোমার বাপের কাছে রেখে আসি !

পদ্ম ॥ ফের সেই খোঁয়াড়ে !

গুপি ॥ তা এখানে থাকবে কোথায় ? কখন ফুট্ করে ফুটে যাবে —আর নকড়ো দত্ত এসে জুতো মেরে আমার পাঞ্জাবির সুতো বার করে দেবে !

পদ্ম ॥ মরার আগে তো পারবে না ! ততোদিন থাকবো ! যতদিন পারি বুড়োরে বাঁচিয়ে রাখবো !

গুপি ও চোর ॥ অ্যাঁ!

পদ্ম ॥ হ্যাঁ! এমন গাছপালা... ফাঁকা উঠোন... দীঘির জল... বাতাস... এ ছেড়ে আমি যাবোই না! দা-মশাই—

বাঞ্ছা ॥ সব তো বুঝলাম মনি! কিন্তু আমার পক্ষে বাঁচা তো আর সম্ভব না!

পদ্ম ॥ দা-মশাই. আমরা তোমারে ছাড়বো না!

[পদ্ম সজল চোখে বুড়োর পায়ে মাথা রাখে।]

বাঞ্ছা ॥ তোমরা না ছাড়লে কী হবে... সে তো আমারে ছেড়ে দেবে না! বোঝো না, একটু নাভের আশায় নোকটা মাসকিস্তির ফিকির করেছে! এরপরে আমি যদি ছ-মাস এক বছর বেঁচে যাই.... তো তার নোকসান হবে না? না-না, আমার পক্ষে বাঁচাটা, তার পক্ষে ঘোরতর অলেয্য হবে!

পদ্ম ॥ তিনটে মাস... দা-মশাই, আর তিনটে মাস!

বাঞ্ছা ॥ তিন মাস! না না, সে শুনবে না!

চোর ॥ তিনটে তো মাত্তর মাস! ওরাও এট্টু গুছিয়ে নিতে পারে, আমিও এট্টু গেঁড়িয়ে নিতে পারি!

বাঞ্ছা ॥ দর শালা! তুমি আমার মাল গেঁড়াবা বলে আমারেই খাড়া করে রাখবা! যা শালা, আমি আজই মরব!

[বাঞ্ছা দাওয়া থেকে উঠোনে নামে।]

এই দ্যাখ্ আমি শেষ গুজিয়া খাচ্ছিলাম! ঐ দ্যাখ্ গাছে দড়ি খাটানো রয়েছে! গলায় দেব কি শালা ঝুলব! এই চললাম মরতে!

[বাঞ্ছা বাগানে ঢুকতে যায়। গুপি ও চোর পথ আগলায়।]

গুপি ও চোর ॥ হেই বুড়ো!

বাঞ্ছা ॥ না না. আমি তারে কথা দিইচি মরবো, তো মরবো!

[বাঞ্ছা এগোয়, চোর তাকে টেনে ধরে।]

গুপি ॥ (ধমকে) দা-মশাই!

বাঞ্ছা ॥ (ভ্যাবাচাকা খেয়ে) ওরে না-না. বসে বসে আমি তার টাকা খাবো, আমার এট্টা চক্ষুলজ্জা নেই!

[বাঞ্ছা আবার এগোয়।]

চোর ॥ বুড়ো... হেই বুড়ো...

গুপি ॥ দা-মশাই!

[গুপি ও চোর বুড়োকে টেনে নিয়ে আসে।]

বাঞ্ছা ॥ এ কী মুশকিলে পড়লাম!

[বাঞ্ছা হাঁপায়, কাশে। পদ্ম এতক্ষণ তাদের মালপত্তর ঘরে ঢোকাচ্ছিল। এবার জলের ঘটি এনে বাঞ্ছার মাথায় জলের থাব্ড়া দেয়।]

এ শালার বগলে বৌ... ও শালার বগলে ন্যারকেল... দুই গুয়োরব্যাটায় মিলে এ সাঁন্‌ঝেবেলা আমারে কী দোটানায় ফেলল রে!

[পদ্ম বাঞ্ছার হাতে জল ঢেলে দেয়। তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর

ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্‌চক্‌ করে জল খায়। ধীরে ধীরে আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

[নকড়ির বাড়ি। নকড়ির ছেলে হোঁৎকা বৈঠকঘরে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে আর হাতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। নেপথ্যে নকড়ির গিন্নির গলা শোনা গেল।]

গিন্নি ॥ ও হোঁৎকা... হোঁৎকা...
[গিন্নি এল। মোটাসোটা সুখী মহিলা। গায়ে একরাশ গহনা। গালে একরাশ পান।]

গিন্নি ॥ ওমা! খাবার দিয়েছি, খেলিনে! (হোঁৎকা গেলাসে এক চুমুক দেয়।) ঢক ঢক করে খালিপেটে জল খাসনি বাবা, ও হোঁৎকা ....রাগ করিসনি! আমি তো বলছি, হবে!

হোঁৎকা ॥ (রাগে) হ্যাঁ, হবে!
[গেলাসে চুমুক দেয়।]

গিন্নি ॥ হবে! হবে! তোর ব্যবস্থাই হচ্ছে!

হোঁৎকা ॥ যাও, যাও, বাড়ি আসা থেকে শুনছি, হবে হবে!

গিন্নি ॥ তা কী করব বল? আমি তো লেগেই রয়েছি!

হোঁৎকা ॥ কী রকম লেগেই রয়েছ, মাত্তর লাখখানেক টাকা বার করতে পারছ না!

গিন্নি ॥ তা আর কী করে লাগবো? দুটি বেলা সমানে খোঁচাচ্ছি —ওগো হোঁৎকা-কোঁৎকা তোমার যমজ ছেলে! জোড়া সন্তানের মনে আঘাত দিতে নেই!

হোঁৎকা ॥ কী বলছে গো মা?

গিন্নি ॥ বলছে, এখন ব্যস্ত আছি। সামনে একটা মাছের ভেড়ি লিজ নেব। টাকা-টাকা করো না। ...তাও-বলি, ও লোকের কি আর মাথার ঠিক আছে...

হোঁৎকা ॥ থাকবে কী করে? সারাক্ষণ এর জমি, ওর পুকুর, তার ভেড়ি... তোমার ও লোকটা একটা ভ্যাম্পায়ার!

গিন্নি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারো তাই মনে হয়, তোদের বাবা সাক্ষেৎ ভ্যাম্পায়ার!

হোঁৎকা ॥ রক্তচোষা!

গিন্নি ॥ ওমা! কী কথার কী মানে! ...মামলা মোকদ্দমা পুকুর বাগান নিয়ে থাকে বেশ করে! ও লোক আছে ও লোকের আনন্দে! হাগলা-পাগলা লোকটাকে সবাই মিলে দুষছে রে! ভ্যাম্পায়ার... এম্পায়ার! ...যে যেদিক দিয়ে পারে লোকটাকে দুয়ে নিচ্ছে রে।

হোঁৎকা ॥ হ্যাঁ নিচ্ছি ! নিচ্ছি কি নষ্ট করব বলে ? এক লাখে এক কোটি উঠে আসবে তা জানো !

গিন্নি ॥ তা আসবে না ? সিনেমা করলে তোমার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া হবে ! তোর বংশে কেউ ও লাইনে যায়নি !

হোঁৎকা ॥ জানি জানি ! ছ্যাকড়া দত্ত লাঠি ঘোরাত... আর নকড়ো দত্ত প্যাঁচ ঘোরাচ্ছে ! ....কলকাতায় যেতে বলো ! দেখে আসতে বলো... আজকাল সব জোতদারের ছেলেরাই ফিলিমে টাকা ঢালছে ! বংশের কালচারাল সাইড বলে তো কিছু রাখলে না !

গিন্নি ॥ কী চারাল ?

হোঁৎকা ॥ থাক্ !... প্রোডিউসার... তোমার ছেলে ফিল্ম প্রোডিউসার হবে মা ! বিন্তিদিকে কথা দিয়ে এসেছি, সাতদিনের মধ্যে ওয়ান লাখ নিয়ে যাচ্ছি...

গিন্নি ॥ বিন্তি ! বিন্তি কে রে ? বল্ না ! অ হোঁৎকা... বিন্তি কে ?

হোঁৎকা ॥ (হাতের সিনেমা পত্রিকায় একটা ছবি দেখিয়ে) এটা তোমার ও লোকেরে দেখিয়ো !

গিন্নি ॥ ওমা ! কী সুন্দর মুক্তোর দুল ! (নিজের দুল দেখে।) কী সুন্দর বাউটি জোড়া ! (নিজের বালার সঙ্গে তুলনা করে।) কতো ওজন হবে রে ? হ্যাঁরে, সব সোনা ?

হোঁৎকা ॥ ধ্যাৎ ! সব সোনা ! ছবিতেও সোনা মাপছে ? হিরোইন—হিরোইন ! টপ্ খাচ্ছে বাজারে ! এক নম্বর স্টার ! বিন্তিদি তোমার ছেলে বলতে অজ্ঞান ! শিঘ্রি এখানে আসবে দেখো—

গিন্নি ॥ তা আসবেই তো... আসবেই তো ! আসবে না ? মাগী গাদা গাদা টাকা দেখছে পকেটে !

হোঁৎকা ॥ সাট্ আপ্ ! অশিক্ষিত ! আনকালচার্ড ! পল্লীগ্রামে থেকে থেকে গোল্লায় গেছে ! বিন্তিদি এলে তুমি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে !

গিন্নি ॥ দ্যাখ হোঁৎকা...

হোঁৎকা ॥ বার বার হোঁৎকা-হোঁৎকা করবে না ! শিশির বলতে পারো না ?

গিন্নি ॥ না পারিনে। যে পারে তার কাছে যাও। উচ্ছুনে গেছে !

[নকড়ি বাইরে থেকে ঢুকছে।]

এই যে, তোমার ছেলে উচ্ছুনে গেছে !

নকড়ি ॥ আহা, হ'লো কী ? থামো না !

গিন্নি ॥ কেন ! কেন ! তুমি জীবিত থাকতে মুখপোড়া বলে কি না কোথাকার খুন্তিদি আসবে, বাপের বাড়ি যাও !

হোঁৎকা ॥ খুন্তি ! আমি তোমাকে খুন্তি বললাম ?

গিন্নি ॥ আমার কোঁৎকা তো এরকম না ! কেমন মস্তান হয়েছে... কেমন হাতের গুলি ফুলিয়েছে ! কানে দুল হাতে চেম্বার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! দেখলে মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়— [গিন্নি ফোঁপাচ্ছে]

নকড়ি ॥ আহা চুপ করো না... ও হোঁৎকা, বল্ না...

হোঁৎকা ॥ কেঁদো না... কেঁদো না...

নকড়ি ॥ (নরম গলায়) কেঁদো না... কেঁদো না.....

হোঁৎকা ॥ (রুষ্ট গলায়) কেঁদো না... কেঁদো না...

নকড়ি ॥ (আরও ভালবাসা ঢেলে) কেঁদো না... কেঁদো না...

হোঁৎকা ॥ (আরো রুষ্ট) কেঁদো না...

নকড়ি ॥ (গিন্নির মাথায় হাত দিয়ে মধুমাখা গলায়) কেঁদো না গো...

হোঁৎকা ॥ (দেখে) ধ্যাৎ। তোমাদের এসব ছ্যাবলামো আমার ভালো লাগছে না। আমার টাকা দাও...চলে যাই।

নকড়ি ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) বাপ ঠাকুরদারে ছ্যাবলা বলো না বাবা। করেছে বলেই তো আজ পোঁটলা বেঁধে নিয়ে যেতে পারছ। গ্র্যাণ্ডো হোটেলে ঢালতে পারছ। আর টাকা তোমার এখন হবেও না।

হোঁৎকা ॥ হোয়াট।

নকড়ি ॥ হ্যাঁ। বাগানটা হাতে না আসা পর্যন্ত কোনোদিকে নজর দিতে পারব না।

হোঁৎকা ॥ ছোটলোক। আনকালচার্ড।

[হোঁৎকা রেগে বেরিয়ে গেল।]

নকড়ি ॥ (রেগে) বাজে ছেলে। ওর ওই ধুতি পাঞ্জাবি সোনার বোতামটোতাম সব বাজে। লুজ ক্যারেক্টার। (হোঁৎকার রেখে যাওয়া গেলাসটা তুলে) এটা কে ব্যবহার করেছে?

গিন্নি ॥ ওই মুখপোড়া জল খাচ্ছিল।

নকড়ি ॥ এটা জল। (গিন্নির নাকে ধরতেই গিন্নি ওয়াক করে ওঠে।) বাপের মাল মা'র সামনে বসে খেয়ে গেল। দেশের কী শিক্ষাব্যবস্থা। (গিন্নি কাঁদছে) কেঁদো না কেঁদো না... কেঁদে আর কী করবে? ব্যাড লাক, নইলে তোমার আমার মিলনে তো ওই রকম বাজে ছেলে হবার কথা না...

গিন্নি ॥ ওগো...

নকড়ি ॥ কীগো...

গিন্নি ॥ বুড়োটা কবে মরবে গো?

নকড়ি ॥ সামনের পুণ্যিমেতে।

গিন্নি ॥ (কপালে হাত ঠেকিয়ে) তা'লে তো আর বেশি দেরি নেই গো....

নকড়ি ॥ হ্যাঁ, ভেতরে রেজিসট্যান্স পাওয়ার বলতে তো কিচ্ছু নেই।

গিন্নি ॥ রেটিসজ্যানস পাওয়ার। ...রেটিসজ্যানস পাওয়ার। ...সেটা কী গো।

নকড়ি ॥ ওই তোমার যে জিনিসটা বেশি আছে।

গিন্নি ॥ ওমা। আমার আবার কী বেশি গো।

[গিন্নি নকড়ির গায়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ঠেলা দেয়।]

নকড়ি ॥ গায়ে পড়ো না... আমার আবার কম আছে।

গিন্নি ॥ ওগো, কাল আমি স্বপ্নে দেখি কি, বুড়োটা মরে গেছে।

নকড়ি ॥ ভালো স্বপ্ন ! দেখে যাও, স্বপ্নেও কাজ হয় !

গিন্নি ॥ আর তোমার বাবা... শ্বশুরমশাই... খুব হাসছেন ! ওমা ! আমার দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্ খিল্‌খিল্ করে...

নকড়ি ॥ হাসবেই তো ! ও সম্পত্তি পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়, পুরো দুটি পুরুষের টাটানি স্তব্ধ হওয়া।

গিন্নি ॥ হ'তো গো হ'তো ! অ্যাদ্দিনে হ'তো ! হ'তে দিল না তো ঐ পদ্মরাণী ! বুড়ো তো ওর সোনার ডিম পাড়া হাঁস গো !

নকড়ি ॥ আমার টাকা ! আমার টাকা খেয়ে খেয়ে পক্ক ডালিমটি হচ্ছে !

গিন্নি ॥ মরণ আর কি, নজর পড়েছে ! ছেলে খুন্তি, বাপ ইস্তিমিস্তি !

নকড়ি ॥ তোমার সাথে একটু প্রাণ খুলে কথা বলার উপায় নেই !

গিন্নি ॥ থাক্। (পদ্মকে উদ্দেশ করে) মর মর লক্ষ্মীছাড়ি ! মুখপুড়ি ! এতো খাচ্ছিস তবু পেট ভরে না ? আবার আমার এ লোকটার দিকে নজর দিয়েছিস ! খবরদার। (নকড়িকে) খবরদার ! ওমুখো তুমি যাবে না ! চাইনে বাগান ! কোর্টে গিয়ে চুক্তি কাটিয়ে ফেলো !

নকড়ি ॥ থাম তো। আটশো টাকা বেরিয়ে গেল, এখন চুক্তি কাটিয়ে ফেলো ! ...বাজে বউ ! সিঁদুর-টিঁদুর ঘোমটা-টোমটা সব বাজে, লুজ ক্যারেকটার !

গিন্নি ॥ ওমা ! ও মাগো।

[গিন্নি ডুকরে উঠে ভেতরে চলে যায়। ভেতর থেকে মস্তান কোঁৎকা গজরাতে গজরাতে ঢোকে। হোঁৎকা ও কোঁৎকা নকড়ির যমজ ছেলে। একরকম দেখতে। শুধু বেশের হেরফের। একই অভিনেতা উভয় চরিত্রে অভিনয় করবে।]

কোঁৎকা ॥ বাবা ! বাবা ! সে তুমি নাকি হোঁৎকাকে প্রোডিউসার বানাচ্ছো ! ...সে হোঁৎকার বেলায় তো মাল বেশ মজুত থাকে। ...আর কোঁৎকা যে আড়াই মাস ধরে ঘাঁই মারছে, সেটা কিছু না ? পাঁচশো দিন বলছি, গ্রামে যুবপার্টি তৈরী হচ্ছে... গাঁয়ের ভূত ভবিষ্যৎ হ্যাপা হুজ্জুতি সামলাবে ! চাঁদা ছাড়ো.... চাঁদা ছাড়ো... কানেই নিচ্ছ না ! কী হলো, তুলসীমাচা হয়ে বসে রইলে যে, ছাড়ো....

নকড়ি ॥ বাপ্পা মরে গেলেই দেবো !

কোঁৎকা ॥ সে কি ভেবেছ বলো দিকি ! যুবসম্প্রদায় কি শকুন ? ভালচার ? কখন কোন্ শালা মরবে তার জন্যে আকাশে চক্কর মারবে ? সে আমি আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছি বাবা— সাতদিনের মধ্যে ডিমান্ড ফুলফিল না করলে, 'বাবা তারকনাথ' বানিয়ে ছেড়ে দেবো !

[হোঁৎকার গেলাসটায় চুমুক দিতে দিতে কোঁৎকা বেরিয়ে গেল।]

নকড়ি ॥ ও ছেলে কালচারাল সাইড দেখছে... আর এ ছেলে পলিটিক্যাল সাইড দেখছে ! ...যমজ লুজ ক্যারেকটার !

[বাইরে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ।]

গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! (জনৈক ছুটে আসে) তুই না শালা, ডাক্তার গোবিন্দ ! (লোকটা ছুটে বেরিয়ে যায়।)
ওফ্ ! গাঁয়ে মোট কটা গোবিন্দ জুটেছে বলো দিকি !

[গোবিন্দ ডাক্তার ছুটতে ছুটতে ঢোকে।]

গোবিন্দ ॥ পেছনে ডাকলেন তো ?

নকড়ি ॥ কেন, কোন্ ইয়ের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে ! দিনরাত ট্যাং ট্যাং...

গোবিন্দ ॥ বড্ড ব্যস্ত দাদা, কল্-এ যাচ্ছি !

নকড়ি ॥ বোস্ বোস্... কথা আছে !

গোবিন্দ ॥ পরে শুনবো দাদা ! ওদিকে বাঞ্ছা কাপালির অবস্থা খুব খারাপ !

নকড়ি ॥ (চমকে) কার ?

গোবিন্দ ॥ বুকে কাশ বেঁধে দম আটকে...

নকড়ি ॥ বাঞ্ছারাম !

গোবিন্দ ॥ গুপি অনেকক্ষণ খবর দিয়ে গেছে ! দেখি গিয়ে কী হ'লো—

নকড়ি ॥ (আনন্দে উত্তেজনায় চিৎকার করে) ওগো...

গিন্নি ॥ (ভেতর থেকে) কী গো ?

নকড়ি ॥ শোনো গো....

গিন্নি ॥ (ভেতর থেকে) কেন গো ?

নকড়ি ॥ শেষ যাত্রার জন্যে তৈরী হও গো !

গিন্নি ॥ (আঁতকে) ও মাগো ! (ঢুকেই নকড়ির বুক ডলতে ডলতে) ও হোঁৎকা-কোঁৎকা ! শিগগির আয়। কতবার বলেছি, ওগো, নিজের শরীরের দিকে তাকাও ! তোমার যে হার্টের অসুখ ! ও গোবিন্দ, দ্যাখ না বাবা !

গোবিন্দ ॥ ও কাকে কী করছেন বৌদি, কাশ আটকেছে বাঞ্ছারামের !

গিন্নি ॥ তাই বলো !

নকড়ি ॥ এতোক্ষণে গেল !

গোবিন্দ ॥ আসি দাদা।

নকড়ি ॥ চোপ্ ! তুই শালা বললি পেচ্ছাপে অ্যালুমিনিয়ম ! তোর কথামত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি ! এখন তুই যাচ্ছিস রোগী বাঁচাতে !

গোবিন্দ ॥ যাবো না ?

নকড়ি ॥ (গোবিন্দের হাত ধরে টেনে বসিয়ে) সেটা তোমায় বলে দিতে হবে ? এটা কী, অ্যাঁ ?

গিন্নি ॥ (বাইরের দরজায় কান পেতে) চুপ ! চুপ ! কান্না না ?

গোবিন্দ ॥ কান্না !

গিন্নি ॥ কান্না উঠেছে গো। ওদিকে বুঝি গেল !

গোবিন্দ ॥ গেল ?

[গোবিন্দ লাফিয়ে ওঠে।]

নকড়ি ॥ (গোবিন্দকে টেনে বসিয়ে) ক্যাঁ-ক্যাঁ শুনলে কি ?

গিন্নি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, পষ্ট শুনলাম....

নকড়ি ॥ এই আমার পেটে! ও বেলা ভালো হজম হয়নি! (জামা তুলে, গোবিন্দকে) দ্যাখ তো!

গোবিন্দ ॥ ছেড়ে দিন দাদা, একবার দেখে আসি!

নকড়ি ॥ কেন রে? আমার রোগটা রোগ না? আমি কল্ দিচ্ছি, আমায় দেখা যায় না? মাপ, আমার প্রেসার মাপ...

গোবিন্দ ॥ কিচ্ছু হয়নি আপনার, কেন আমাকে খামোকা আটকে রাখছেন?

গিন্নি ॥ কত টাকা.....কত টাকা দেবে তোকে ঐ চাষার পো! পাঁচ টাকা? দশ টাকা? আমরা তোকে এগারো টাকা দিচ্ছি!

গোবিন্দ ॥ মাত্র এক টাকার জন্যে একটা মানুষ মারবো!

নকড়ি ॥ (গোবিন্দর গাল টিপে) ওরে শালা আমার ডাক্তার রে! বিবেক খচখচ করে রে! মারে না? মারে না? তোমার গুরুভাইরা কলকাতার হাসপাতালে মানুষ মারে না?

[আগে পদ্ম, পেছনে খানিকটা দূরে গুপি এসে দাঁড়ায়।]

গিন্নি ॥ ওমা, পদ্ম যে! ও কে? গুপি না! ও কী, মুখচোখ ছুল্‌ছল্ করছে কেন? তোদের দাদামশাই বুঝি গেল?

পদ্ম ॥ এখনো যায়নি!

গিন্নি ॥ আর কতক্ষণ?

পদ্ম ॥ (গোবিন্দকে দেখিয়ে) উনি জানেন! (গোবিন্দ মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে) আর গিয়ে কী হবে?

[গোবিন্দ বেরিয়ে গেল।]

আমাদের টাকাটা দেবেন?

গিন্নি ॥ টাকা!

পদ্ম ॥ কিস্তির!

গিন্নি ॥ কিস্তি!

পদ্ম ॥ আজ মাসপয়লা... গেল মাসের কিস্তি!

গিন্নি ॥ একেবারে পয়লা তারিখে এলি?

পদ্ম ॥ সেই রকমই তো লেখা আছে...

গিন্নি ॥ লেখা আছে বলেই রাত-বিরেতে বৌমানুষ হেঁটে আসতে হবে! কাল নিস্... যা!

গুপি ॥ সেই ভালো! চলো গো চলো, কাল...

পদ্ম ॥ না!

গিন্নি ॥ একটা রাত্তির সবুর সইছে না?

পদ্ম ॥ কী করে সয়! দা-মশাইয়ের যদি রাত না কাটে, কাল সকালে তো দেবেন না!

গিন্নি ॥ না... তা দেব না!

পদ্ম ॥ কাজেই থাকতে থাকতে দিন !

গিন্নি ॥ ওমা ! এ মেয়ে যে উকিলের জ্যাঠা গো !

গুপি ॥ আজ্ঞে উকিল পদ্ম খুব দেখেছে ! উকিলরাই তো ওর বাপেরে ভাটিখানায় বসিয়েছে !

নকড়ি ॥ চোপ্ ! কিস্তিবন্দী হয়েছে বাঞ্ছারাম কাপালির সঙ্গে ! তোরা কোথাকার কে !

গুপি ॥ আপন ছোটমেয়ের ছেলে ! (পদ্মকে দেখিয়ে) ম্যারেড ওয়াইফ্ !

নকড়ি ॥ চোপ্ !

গুপি ॥ সাইকেল ! আজ্ঞে কিস্তির টাকায় সাইকেল কিনবো কিনা...

নকড়ি ॥ সাইকেল ?

গুপি ॥ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে না, গুড় ! গুড়ের ব্যবসা করব তো ! পরিকল্পনা করেছি... নাগরিগুলো সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে....

নকড়ি ॥ চো-ও-প ! শালা, ব্যাঙ্ক পেয়েছিস আমাকে ? আমি টাকা যোগাবো আর সেই টাকায় তোরা শালা পাঁচশালা পরিকল্পনা মারাবি !

গুপি ॥ (চোর-চোর মুখে) আমি কিচ্ছু জানিনে... আজ্ঞে আমি আপনার সামনে আসতেও চাইনি... (পদ্মকে দেখিয়ে) ওই আমায় টেনে এনেছে !...চলো.... বাড়ি চলো... দেবে না !

পদ্ম ॥ কেন দেবে না ? বুড়োটার সব্বোস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়ে...

গিন্নি ॥ ঝাঁটা মেরে তোমার মুখ ভাঙবো ! এ লোক ফাঁকি দেবার লোক ?

পদ্ম ॥ দেননি ! দেননি যদি, তবে সাত হাজার টাকার সম্পত্তি হারিয়ে... মাত্তর দু'শো টাকার জন্যে... আজ আপনার দোরে এসে হাত পাতছি কেন ?

গুপি ॥ কী হচ্ছে কী। মুখে-মুখে চোপা ! ছিঃ ছিঃ ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে পদ্ম !

পদ্ম ॥ তুমি চুপ করো। এই তো সে দলিল ! কোথাও লেখা নেই, কিস্তি নিতে হলে বুড়োরে আসতে হবে !

নকড়ি ॥ আলবৎ আসতে হবে ! প্রত্যেকবার আমার সামনে এসে প্রমাণ করতে হবে, সে জীবিত।

গিন্নি ॥ আচ্ছা, বুড়োটা মরে যায়নি তো ?

নকড়ি ॥ অ্যাঁ।

গিন্নি ॥ হ্যাঁ ! মরে গেছে ! (গুপি ও পদ্মর চোখে ত্রাস) হ্যাঁ হ্যাঁ, মড়াটা চেপে রেখে দুটোয় মিলে শেষবার কিস্তি হাতাতে এসেছে গো ! তুমি এখনো বুঝতে পারলে না গো ?

গুপি ও পদ্ম ॥ (সভয়ে) না না...

নকড়ি ও গিন্নি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...

গিন্নি ॥ ওমা কী কাণ্ড ! জানাজানি হবার আগে মড়াটাকে লুকিয়ে রেখে এসেছে !

নকড়ি ॥ শালা এসেছ টাকা মারতে !... ঠিক ঠিক ! ফোরটুয়েন্টি ! পুলিশে দেব তোকে !

[গুপি ছুটে বেরিয়ে যায়।]

হাঃ হাঃ হাঃ! ওই দ্যাখো পালাচ্ছে... পালাচ্ছে... হাঃ হাঃ...

গিন্নি ॥ মরে গেছে! মরে গেছে।

নকড়ি ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...

[লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ো বাঞ্ছারাম ঢোকে। সেই বসে-বসে-চলা বাঞ্ছারাম এখন মাটি ছেড়ে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন 'দ' অক্ষরের মতো। মাথায় একটা মাঙ্কি ক্যাপ, হাতে লাল দস্তানা। যেন অপ্রাকৃত জীব। গুপি তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে ফিরে এলো।]

বাঞ্ছা ॥ কত্তা।

নকড়ি ॥ (ভীষণ চমকে) কে!

বাঞ্ছা ॥ বাঞ্ছা... আমি বাঞ্ছা কাপালি..

নকড়ি ॥ (স্তব্ধতার পরে) তুমি যে কাশ আটকে...

বাঞ্ছা ॥ মরে যাচ্ছিলাম... জিব বেরিয়ে পড়েছিল...এই বৌটা তেল ডলে দিতে হঠাৎ ফুড়ুৎ করে কাশের দলাটা...এট্টা চড়ুই পাখির মতো... ভাবি বুঝি মোর পরাণবায়ু ছিটকে গেল!

নকড়ি ॥ আবার উঠে দাঁড়িয়েছ?

বাঞ্ছা ॥ আপুনার দয়ায় আজ্ঞে। আজকাল দুটো ভালোমন্দ খেতে পাচ্ছি... আর কী অতো সহজে দম যায়। মিছে কথা বলব না বাবু, বাগানটা আপনারে নিখে দিয়ে এই বড় মোর নাভ হয়েছে... এট্টুস আরামে আছি....এই টুপিটা আর এই দস্তানাজোড়া কিনেছি... নইলে যা ঠাণ্ডা পড়েছে, আমারে আর মস্তানি করে উঠে আসতে হ'তো না। (দস্তানা পরা দু'হাত নকড়ির মুখের সামনে বাড়িয়ে)— টাকাটা দেবেন কত্তা! (কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ।) হে হে, কী অনাচার। কী অনাচার। চেরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন— নোকে দিয়েছে— আপুনারা নিয়েছেন— আজ আপুনারা দেবেন— আমরা নেবো। (নকড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে।) ভাববেন না বাবু, ধরণী এ অনাচার বেশিদিন সইবে না— মরণের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি— আর এট্টা মাস— এট্টা মাস দ্যান কত্তা।

[বাঞ্ছার প্রসারিত হাতের দিকে নকড়ি বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে আছে। বাঞ্ছা দু'হাত পেতে আছে। তাকে ধরে আছে পদ্ম ও গুপি। সবাই চিত্রার্পিত। সহসা নৈঃশব্দ ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছায়া-ছায়া আঁধারে প্রেতাত্মা •ছকড়ি আবির্ভূত হয়। •ছকড়িকে উন্মাদের মত চাবুক আছড়াতে দেখা যায়।]

•ছকড়ি ॥ না-না—না! শুনিসনে... শুনিসনে নকড়ো! মার... মেরে দে! ওরে ও চাষাবেটার ন্যাচারাল ডেথ্ হবে না! ...খতম কর। খতম কর! খতম! খতম! খতম!

[পর্দা নামে]

বিরতি

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[বাঙ্গার বাড়ি। সকালবেলা। বাগানে দু-একটা পাখি ডাকছে। বাঙ্গার ঘরদোরের সেই ছন্নছাড়া অবস্থা আর নেই। পদ্মর হাতের ছোঁয়ায় ঝকঝক করছে। দাওয়ার নিচে ছোট একটা বুনো গাছে ফুল ফুটেছে। উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চ। পদ্ম তুলসী গাছে জল দিয়ে প্রণাম করছে। গুপি চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।]

গুপি ॥ (মহানন্দে) শালা ! মাইক বসিয়ে ষষ্ঠীপুজো লাগাবো—ম্যাগ্‌পাইপ বাজিয়ে মুখে-ভাত দেব—ভাত দিয়েই সংসার থেকে রিটায়ার—

পদ্ম ॥ আহাহা—কতো আমার সংসার করনেওয়ালা রে ! সারাজীবন খেলে তো ফোরটুয়েন্টি করে !

গুপি ॥ ব্যস্ ব্যস্ ! ফোরটুয়েন্টি করতে গেলেও গা ঘামাতে হয়। এবার সে ফোরটুয়েন্টি থেকেও রিটায়ার করব ! (পদ্মর থুতনি ধরে গেয়ে ওঠে) মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে— (বাগানের দিকে চেয়ে) দা-মশাই ! ও দা-মশাই ! ...ওফ্ ! বুড়োর কী ভাগ্যি ! ফোর্‌টিন পুরুষের মুখ দেখে যাচ্ছে !

পদ্ম ॥ চেঁচিয়ো না তো—পাড়া মাৎ করে দিলে রে !

গুপি ॥ (পদ্মর কানের কাছে মুখ নিয়ে) কোন্ মাসে ?

পদ্ম ॥ পোষ ! পোষ ! ...উঃ, কী শীতটা যে পড়বে না তখন !

গুপি ॥ খুব সাবধানে চলবে ! হাঁটাচলা একদম বন্ধ ! কলসি কাঁখে নিয়ে জল বওয়া, একদম ইষ্টপ ! পা সিলিপ্ করতে পারে এমন জায়গায় মোট্টে পা দেবে না ! হরলিক রয়েছে—সমানে চালিয়ে যাও—

পদ্ম ॥ (গুপির কথায় হাসছিল। এবার গম্ভীর হয়ে) খুব তো বড়মানষি দেখানো হচ্ছে ! সে সময় যে এত্তোকাঁড়ি খরচা, সে ভাবনা আছে ?

গুপি ॥ আরে আছে আছে ! কাঁচা সোয়ামী ঠাউরেছ ? মাস গেলে দুশো টাকার পেনশান্‌টা রয়েছে না ? পঁচিশটে করে আলাদা তুলে যাবো—যথাকালে তোমারে বড় হাসপাতালের বড় কেবিনে বসিয়ে, আমি ব্যোম্-ব্যোম্—ব্যোম্-ব্যোম্...
[লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঙ্গা কাপালি বাগান থেকে বেরিয়ে আসে। হাতে একটা মোচা। বাঙ্গার শরীর বেশ কিছুটা ভালো। অনেকটা সোজা হয়ে হাঁটাচলা করতে পারে।]

বাঙ্গা ॥ বৌ ! ও বৌ ! এই নে, মোচাটা ধর...

গুপি ॥ (বাঙ্গার হাত ধরে গেয়ে ওঠে) মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে— আজ নেমেছে চাঁদ—

বাঙ্গা ॥ এ বল্‌গা হরিণটা এরকম ন্যাজ তুলে নাফাচ্ছে কেন রে, অ বৌ !

গুপি ॥ অ্যাদ্দিনে আমার এট্টা হিল্লে হ'লো দা-মশাই—

বাঙ্গা ॥ হয়েছে ! যাক দাদা, তোমার এট্টা হিল্লে হ'লে তো আমি কেটে পড়তে

পারি। এ পুরনো হাঁপ তো আর ধরে রাখা যায় না।

গুপি ॥ সামনের পোষমাসে তোমার ঘরে চাঁদ আসছে গো দা-মশাই।

বাঞ্ছা ॥ (অবাক হয়ে) বাহা বাহা। চাঁ-দ।

গুপি ॥ তোমার একটা ছোট্ট ভাই গো।

[বাঞ্ছার মুখ শুকিয়ে যায়। হঠাৎ বুক চেপে আর্তনাদ করে ওঠে।]

গুপি ও পদ্ম ॥ দা-মশাই—দা-মশাই—

বাঞ্ছা ॥ (সামলে) হারামজাদা বেআক্কেলে—এই খবর দিতে তুমি আমারে ডাকলে।

গুপি ॥ বা। এরকম এট্টা গুড নিউস...

বাঞ্ছা ॥ দর শালা নাঙামুলো। পোষ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো যে এই ঘর তোমাদের হেপাজতে থাকবে, আর চাঁদ কোলে নিয়ে তোমরা হামা খাবা।

গুপি থাকবা না?

বাঞ্ছা ॥ আবার থাকব? চার মাস... চার মাস তোমাদের টাইম দিয়েছিলাম—চারমাসের মধ্যে এট্টা কাজকম্মো জুটুয়ে তোমরা তোমাদের মতো চলে যাবা আমি আমার মতো চলে যাবো। তো কাজের মধ্যে তোমরা এই কাজ করলে। বসে বসে পরের টাকা খেলে—বাগানের নিমগাছের হাওয়া খেলে—আর করার মধ্যে এই কম্মো?

[পদ্ম মুখে আঁচল দিয়ে ঘরে চলে যায়।]

গুপি ॥ (বাঞ্ছার পায়ে পড়ে) ছ-টা মাস—আর ছ-টা মাস টাইম দাও দা-মশাই—

বাঞ্ছা ॥ আবার ছ মাস।

গুপি ॥ পোষ। পোষ মাসের পরে আর একদিনও বলব না।

বাঞ্ছা ॥ দর শালা, তোমার পোষ মাস আমার যে সাড়ে সব্বোনাশ ....ঝাড়ে আছোলা বাঁশ। বেইজ্জতের শেষ হয়ে যাচ্ছি—এই মরি এই মরি— আজ মরি না কাল মরি -বার বার নোকটার কাছে আমার কথার খেলাপ হচ্ছে—আর নোকটা এইরকম নোগা হয়ে যাচ্ছে। নজ্জায় তার দিকে আমি চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে। হারামজাদা ছেলে, মানষের মিত্যু নিয়ে তুমি ছেলেখেলা পেয়েছে। আর একদণ্ড না—এক তিলার্ধ সময় দেবো না আজ—

গুপি ॥ (প্রচণ্ড রেগে) বাপ দেবে। তোমার বাপ দেবে। বোঝো না, এই অসময়ে তুমি চোখ ওল্টালে, পদ্ম কী গাড্ডায় পড়বে। গাছতলায় বসা ছাড়া তার কোন উপায় থাকবে?

বাঞ্ছা ॥ ঐ গাছতলাতেই তোমাদের চাঁদ নামবে—ঝড়ে জলে পুণ্যিমের চাঁদ, রিকেট হয়ে—অমাবস্যের চাঁদ হয়ে—ট্যাঁ ট্যাঁ-অ্যাঁ...

[ওষুধের শিশি আর হরলিকসের গেলাস নিয়ে পদ্ম ঢোকে।]

পদ্ম ॥ (সজোরে) চুপ চুপ। ফের অলুক্ষুণে কথা বলেছ কি মুখ সেলাই করে দেবো তোমার—

গুপি ॥ এঁঃ। বড্ড বাড় বেড়েছে।

পদ্ম ॥ বলতে হয় নিজের নাতিরে বলো...

গুপি ॥ হ্যাঁ, আমারে বলো !

পদ্ম ॥ আমার সন্তানেরে বলেছ কি—

গুপি ॥ একেবারে গলা টিপে দেবো।

[গুপি বাঞ্ছার গলা টিপতে এগোয়, পদ্ম চমকে বাধা দেয়।]

পদ্ম ॥ এই না !

গুপি ॥ (সামলে) ঠিক আছে ! বুঝেছি !

পদ্ম ॥ (বাঞ্ছার হাতে গেলাস দিয়ে) খাও !

গুপি ॥ হরলিক ! ওগো হরলিকটা তোমার জন্যে !

পদ্ম ॥ আমার লাগবে না। যার লাগবে সে খাক ! (ওষুধ খাওয়াচ্ছে) হাঁ করো !

গুপি ॥ ওগো, তোমার ওষুধ !

পদ্ম ॥ বললুম আমার লাগবে না ! (বাঞ্ছাকে) কই, বড় করে হাঁ করো...

গুপি ॥ পদ্ম শোনো—

পদ্ম ॥ যাও তো, তুমি সরে যাও—

[পদ্ম বাঞ্ছার মুখে ওষুধ ঢালতে যায়।]

গুপি ॥ হিতে বিপরীত হয়ে যাবে পদ্ম, তোমার ওষুধ—ওর কাছে পয়জন !

[পদ্ম ওষুধ ঢালা বন্ধ করে। চোর ঢোকে। বাইরে থেকে। কোঁচড়ে দুটো ডিম।]

চোর ॥ (বাঞ্ছার হাতে দু'টো ডিম দিয়ে) তবে এ দুটো খাও ! মুরগির ডিম ! তাকত বাড়ে ! তোমারে আমরা চাঙ্গা করে তোলবো বুড়ো ! ক্রেমে ধনুকের মতো বেঁকেছো—এবার তীরের মতো সোজা করে দাঁড় করাবো।

বাঞ্ছা ॥ এক মুরগির ডিম চুরি করে আরেক মুরগিরে খাওয়াচ্ছে !

গুপি ॥ চুপ ! বেশি কথা বলেছ কি, মুগুর মেরে তোমার মাথা ভাঙবো !

[গুপি তেড়ে যায়।]

চোর ও পদ্ম ॥ (গুপির দু'হাত দু'দিক থেকে টেনে ধরে) না !

গুপি ॥ ঠিক আছে, বুঝেছি।

[গুপি ভেতরে চলে যায়।]

চোর ॥ নকড়ো দত্ত ভেবেছে কী ! এতো সহজে তার জয় হবে ! (বক দেখায়।) বগা ! বগা ! বগা !

পদ্ম ॥ (বাঞ্ছার গায়ে হাত বুলিয়ে) খুব সাবধানে থাকবে। পোষ পর্যন্ত হাঁটাচলা একদম বন্দ—পা সিলিপ্ করতে পারে, এমনখানে মোট্রে পা দেবে না—কলসি কাঁখে নিয়ে জল বওয়া—

[থেমে, লম্বা জিব কেটে পদ্ম ভেতরে ছুটে পালায়। চোর এদিক ওদিক চেয়ে, লোকজন না দেখে চুপিচুপি বাগানে ঢুকতে যায়।]

বাঞ্ছা ॥ (চেঁচায়) গুপে, ফের গেঁড়াতে যাচ্ছে রে !

চোর ॥ হেই চুপ্ !

বাঞ্ছা ॥ শালা, গেরস্তেরই গেঁড়াবে, আর গেরস্তেরেই চুপ করতে বলবে ! একজোড়া

ডিম খাইয়ে তুমি আমার মুখ বন্দ করবে!

চোর ॥ চুপ্‌! তিনদিন ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হয়নি! ঝেড়ে, বেচে খাওয়াবো!

[চোর বাঞ্ছার ঘাড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়।]

বাঞ্ছা ॥ তো আমার কাছে চা, দিচ্ছি!

চোর ॥ কেন, হাত থাকতে ভিক্ষে করতে যাবো কেন? জয় মা কালী—

[চোর বাগানে যাচ্ছে।]

বাঞ্ছা ॥ চোর! চোর!

চোর ॥ চুপ! তোমার চুরি করছি! একদিন যে সব খাবে, তার কিছু কমিয়ে রাখছি! জয় মা কালী!

[চোর বাগানে ঢুকে যায়। কোলের 'পরে হরলিক্‌স ডিম নিয়ে বাঞ্ছা হতভম্বের মত বসে থাকে।]

বাঞ্ছা ॥ বসিয়ে রেখে মারছে রে—বসিয়ে রেখে মারছে!

[নকড়ি ও মস্তান কোঁৎকা ঢোকে।]

নকড়ি ॥ (বাঞ্ছার হাতে হরলিকস ডিম দেখে) এ কী!

বাঞ্ছা ॥ (কেঁদে ওঠে) কত্তা!

নকড়ি ॥ খাচ্ছো?

বাঞ্ছা ॥ কোন্‌ বেজন্মা খায়। আমি কিছু খাচ্ছিনে—সব ওই শালারা খাওয়াচ্ছে!

নকড়ি ॥ তুমি কি কচিখোকা, খাওয়ালেই খেতে হবে!

বাঞ্ছা ॥ ঘেন্নার পরমায়ু! যতো চোর ছ্যাঁচোড়ের জন্যে এই পরমায়ু ধোপার গাধার মতো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে গো—

নকড়ি ॥ তোমায় আমি একজন ভালো লোক বলে জানতাম বাঞ্ছা—

বাঞ্ছা ॥ (আকাশের দিকে হরলিকসের গেলাস তুলে) পোভু ন্যাও—এই ভাইটামিন যেন আমার শেষ ভাইটামিন হয় পোভু—

[বাঞ্ছা গেলাসে মুখ দিতে যায়, কোঁৎকা চাপড় মেরে গেলাসটা ফেলে দেয়।]

কোঁৎকা ॥ (বাঞ্ছার ঘরের দিকে চেয়ে) কে বে? বাড়িতে এসব শক্তিবর্ধনের ভীড় করছে কে? যে লোকটা নিজেই টেঁশে যেতে চায় তাকে টাঁশতে দিচ্ছে না কে?

নকড়ি ॥ তাড়া... তাড়া কোঁৎকা.. চুলের মুঠি ধরে তাড়া...

কোঁৎকা ॥ সে একটা ঘাটের মড়াকে জীইয়ে রেখে, দেশের শান্তি তথা আমার বাপের শান্তি—দেশের আইন তথা আমার বাপের আইন—ভাঙছে কে এবং কারা?

নকড়ি ॥ আমার ছেলে যুব করছে, আর আমারই বুকে নেত্য হচ্ছে!

কোঁৎকা ॥ এই সব বাড়ি বাগান, সব আমার বাপের! যে শালা এখেনে বাসা বাঁধবে—তার টেংরি হস্‌কে দেব!—শালা, আমার বাপ লোকের তা মেরে খেয়েছে ছাড়া, আমার বাপের তা কোনো শালা খেতে পারেনি!

বাঞ্ছা ॥ সত্যি কথা!

কোঁৎকা ॥ গুপে, আবে গুপে...

[গুপি চোরামুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কোঁৎকা তার চাকুটা গুপির পেটে চেপে ধরে।]

বাঞ্ছা ॥ মারুন মারুন! এই দাঁড়কাকটা যদ্দিন থাকবে, আমার মিত্যু হবে না... হবে না... হবে না! বলে কি না পোষ পর্যন্ত বাঁচো!

গুপি ॥ জষ্টি! জষ্টি!

বাঞ্ছা ॥ ওরে তুই যে এই বল্লি পোষে হবে?

গুপি ॥ হবে তো! হলেই তো কচিকাঁচা নিয়ে বেরুনো যাবে না!—পদ্ম বলছে—হাত পা মুণ্ডুটুণ্ডু শক্ত না হলে বেরুতে পারবে না!

কোঁৎকা ॥ কার মুণ্ডু বে?

নকড়ি ॥ ও, আরো একটা ওয়ারিশ আসছে!

বাঞ্ছা ॥ (গুপিকে) হারামজাদা... বাপের কী ছেলে হয়েছ! কথার মোটে ঠিক রাখতে শেখোনি! একবার পোষ—একবার জষ্টি! আমারে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি সুরু করেছো! (নকড়িকে) ওর কথাও থাক, আপনার কথাও থাক, আমারে ফাগুন পর্যন্ত টাইম দেবেন কত্তা?

নকড়ি ॥ কোঁৎকা!

কোঁৎকা ॥ শালা! কাকের বাসায় কোকিলের ডিম! ... চল্ বে, যুব অফিসে চল, তোর বিচার হবে!

নকড়ি ॥ ছেড়ে দে! আমি ওকে পল্লীউন্নয়ন সমিতিতে নিয়ে যাচ্ছি!

কোঁৎকা ॥ ছাড়ো তো! তোমাদের ওসব সুড্ডাদের সমিতি দিয়ে এসব হবে না! যুব-কেস যুবয় যাবে! (ঘরে উঁকি দিয়ে পদ্মকে ডাকে) এই যে শুনছো—পদ্ম...

নকড়ি ॥ (গুপিকে দেখিয়ে) আচ্ছা তুই একে নিয়ে যা, আমি (ঘর দেখিয়ে) ওকে নিয়ে যাই—

কোঁৎকা ॥ না না, তুমি এটাকে নিয়ে যাও—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি! (ডাকে) পদ্ম ...এদিকে এসো!

[গুপিকে নকড়ির দিকে ঠেলে দেয়।]

নকড়ি ॥ শোন্ শোন্! তুই একে নিয়ে যা না—ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—

[গুপিকে কোঁৎকার দিকে ঠেলে দেয়।]

কোঁৎকা ॥ কাটো তো! বলছি একে নিয়ে কেটে পড়ো!

[গুপিকে নকড়ির দিকে ঠেলে দেয়।]

নকড়ি ॥ বলছি তুই একে নে...

[গুপিকে কোঁৎকার দিকে ঠেলে দেয়।]

কোঁৎকা ॥ কেন ঝামেলা করছ!

বাঞ্ছা ॥ আচ্ছা, বাবার বয়েস বেশি, মেয়েমানুষটা বাবাই নিক না!

কোঁৎকা ॥ (ছুরি নিয়ে তেড়ে) আবে এই সুড্ডা, দেব ঢুকিয়ে—

[বাঞ্ছা নকড়ির পেছনে লুকায়।]

নকড়ি ॥ কেন ? ঠিকই তো বলেছে ! ও তো ঠিকই বলেছে ! লুজ ক্যারেকটার !

কোঁৎকা ॥ বাবা !

নকড়ি ॥ বাড়ির ভাত খাচ্ছো আর বাইরে এসে যুবর ফুটানি দেখাচ্ছো ! যুব ! আমি টাকা না যোগালে আর যুব মারাতে হতো না !

কোঁৎকা ॥ আমিও পেছনে এটা না ধরলে তোমায় আর পল্লী উন্নয়ন দেখাতে হতো না।

বাঞ্ছা ॥ আচ্ছা, খোকার বয়েস কম, বায়না ধরেছে যখন, মেয়েটারে না হয় ওই নিক !

নকড়ি ॥ মার্... মার্ শালাকে—

[বাঞ্ছা ছুটে বাগানে ঢুকে যায়।]

কোঁৎকা ॥ গুপে !

গুপি ॥ আজ্ঞে ?

কোঁৎকা ॥ বোস... এখানে গেঁড়ে বসে থাক—কিছুতেই নড়বি না ! জানবি যুব সার্কেল তোর আর তোর বউ-এর পেছনে আছে !

গুপি ॥ আচ্ছা !

কোঁৎকা ॥ (নকড়িকে) লুজ ক্যারেকটার আমি ! আর তুমি ধম্মোরাজের বাপ ! দেবো যেদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে !—দেখি শালা, কে এদের হাটায় !

[কোঁৎকা বেরিয়ে যায়। গুপি চুপিচুপি ঘরে সিঁধোচ্ছে, নকড়ি তার জামা টেনে ধরল।]

নকড়ি ॥ তোকে আমি পুলিসে দিতে পারি, তা জানিস—

গুপি ॥ হ্যাঁ—

নকড়ি ॥ কেন পারি জানিস ?

গুপি ॥ না—

নকড়ি ॥ দেবো ?

গুপি ॥ না !

নকড়ি ॥ তবে বুড়োরে মেরে দে।

গুপি ॥ আচ্ছা ! (চমকে) খুন !

নকড়ি ॥ না, না ! খুন কেন ? ধর্, বুড়োর এক জায়গায় যাবার কথা আছে ! যাচ্ছে না—পাঠিয়ে দিবি ! এতে অন্যায় কিছু নেই বাবা গুপি...

গুপি ॥ নেই ?

নকড়ি ॥ কীসে বাধছে ? বুড়ো তো আজ নয় কাল মরবেই—(একগোছা টাকা বাড়িয়ে) তার চেয়ে আখের ভাব ! তুই... পদ্মরাণী... পদ্মরাণীর ছেলে... কোনো ভাবনা থাকবে না ! (টাকা দিয়ে) গুপি, বাবা আমার, এই যে টাকা দিচ্ছি, এট্টা কাজ অন্তত করো !

[গুপি টাকার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।]

নকড়ি ॥ আরো দেবো, কাজটা হাসিল করতে পারলে—

গুপি ॥ (খপ করে টাকা নিয়ে) ঠিক আছে! হবে!

নকড়ি ॥ হবে?

গুপি ॥ হবে! আমার নামও গুপি!

[গুপি রহস্যময় হাসিতে নকড়ির দিকে চায়। নকড়ির চোখে আশা। আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। রাত্রি। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঞ্ছা ত্রস্তপায়ে বাইরে থেকে ঢুকলো। বার বার পেছন ফিরে ভীত চোখে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে।]

বাঞ্ছা ॥ রাম.....রাম.....রাম.....রাম!—বৌ—ও বৌ—দ্যাখ দিকিনি আমার পেছনে কেডা হাঁটে! ছম্-ছম্-ছম্-ছম্!...একবার দেখি তালগাছের মতো ঢ্যাঙা এট্টা মেয়েমানুষ.....ছমছম মল বাজায়ে চলেছে—পাশ ফিরতে দেখি শালী বেঁটে মদ্দা হয়ে গেল! সোঁ করে কানের পাশ দিয়ে শগুন উড়ে গেল! রাম রাম রাম রাম!—তোরা তো বলিস ভূত নেই!.....ভূত নেই!....ভূত নাকি আমার মাঁথার মধ্যে ঘোরে! হুঁঃ! আছেরে বৌ, ভূত আছে! কদ্দিন বলে আসছি, ঐ বাগানটা করার পর থেকেই এট্টা ভূত আমার পেছনে লেগেছে! এট্টা কালা অপছায়া আমার সবুজ লতাপাতা ফলফুলুরি ঘিরে ধরেছে!—কতো তাড়াই—ছায়াটা সরে না!—যুগ যুগ চলে যাবে.....ওই অপদেবতা পিথিবির যেখানে যতো ফসল.....সব গেরাস করবে বলে বসে থাকবে!.....কিছুতে ওরে কাটানো যাবে না রে! (থেমে, ঘরের দিকে চেয়ে) ও বৌ, ঘুমুলি নাকি? তো এ সময় ঘুম তো এট্টু হবেই! তোর বুড়ি দিদিমারও হতো!.....পাঁচ পাঁচটা মেয়ে বুড়ির...বছরে নটা মাস তো বুড়ি ঘুমিয়েই কাটাতো!

[শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে নতুন বৌটি সেজে ৺ছকড়ি দত্ত বাগানের গেটের মুখে এসে দাঁড়ালো। বাঞ্ছা ভাবলো পদ্ম]

বাগানে গিয়েছিলি বুঝি? এই নাতে একা একা ঐ বাগানে গেলি! পোয়াতি বৌ, কী অঘটন ঘটায় দেখ! আয়, কাছে আয়—

[৺ছকড়িকে ধরতে গেলে, মুখ ঘুরিয়ে কোমর দুলিয়ে সে দূরে সরে গেল।]

উঁ নাগ হয়েছে! ছুঁড়ির নাগ হয়েছে! আমি যে মরব বলেছি! ওরে না, না—তোরে ভাসায়ে কী মরতে পারি?

[ঘোমটার ফাঁকে ৺ছকড়ির চোখ বন্‌বন্‌ করে ঘোরে।]

দেখিসরে বৌ, আমি ঠিক ছেনচুড়ি পার করে দেবো। আচ্ছা, ছেনচুড়ি কী রে বৌ? লোকে আমারে বলে ছেনচুড়ি-বুড়ো!

[৺ছকড়ি দাঁত কিড়মিড় করে। হাতে পেলে সে বাঞ্ছাকে ছিঁড়ে খাবে।]

ও বৌ, ও বৌ, অমন করিস কেন? ঢের হয়েছে.....আর মান করতে হবে না হারামজাদী, কাছে আয়। আয় না, মাথাটায় এট্টু হাত বুলিয়ে দে না! দেখিস বৌ, তোর ছেলেরে কোলে নিয়ে পুকুরপাড়ে বসে আমি নোদ পোহাবো—

[৺ছকড়ি বাঞ্ছার পেছনে এসে প্রবল রাগে তার মাথায় খামচাতে থাকে। বাঞ্ছা ডুকরে ওঠে।]

ওরে বাবারে! আস্তে.....আস্তে! খামচাচ্ছিস কেন? মেরে ফেলবি নাকি শালী! উফ্! পোয়াতি মেয়েমান্‌ষের গায়ে জোর থাকে না....তোর দেখি হাতির বল হয়েছে! দে, ওই ডিমটা হাফ-বয়েল করে দে! খাই.....

[৺ছকড়ি দাওয়া থেকে ডিমটা নিয়ে যায়।]

সারা জীবন তো ভালমন্দ খাইনি কিছু। যতেক আয়...সব ঐ বাগানের পেছনে ব্যয়!—খাই, শেষ জীবনে পেয়ে যখন গেলাম, তো খেয়ে নিই.....

[প্রেতাত্মা ডিমটা ফাটিয়ে খাচ্ছে। তার ঘোমটা সরে গেছে। বাঞ্ছা সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।]

ভূত। ভূত!

[৺ছকড়ি ডিমের খোলা বাঞ্ছার দিকে ছুঁড়ে মেরে মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয় এবং পরক্ষণে শাড়িটা খুলে রেখে এসে বাঞ্ছার সামনে স্বমূর্তিতে দাঁড়ায়! এখন তার হাতে একটা গড়গড়া। লম্বা তার নল। জমিদারি কায়দায় ৺ছকড়ি নল টানে। অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় ৺ছকড়িকে বীভৎস লাগে।]

বাঞ্ছা ॥ গড়গড়া!.....কেডা! কেডা তুমি!

৺ছকড়ি ॥ (ভয়ংকর জমিদারি হাসি ছাড়ে) হাঃ হাঃ হাঃ—

বাঞ্ছা ॥ জমিদারবাবু! জমিদারবাবু!

[আর্তনাদ করে বাঞ্ছারাম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নকড়ি ও মোক্তার ঢুকল। মোক্তারের কাঁধে একটা ঝুলি।]

নকড়ি ॥ (চাপা গলায়) গুপে! গুপে!

[নকড়ি জ্ঞানহারা বাঞ্ছারে দেখে মরে গেছে ভেবে ছুটে কাছে গেল, বাঞ্ছার নাকে হাত দিয়ে দেখল নিঃশ্বাস পড়ছে।]

নকড়ি ॥ (চাপা গলায় ঘরের দিকে) গুপে! মারবিনে? গুপে!

৺ছকড়ি ॥ আবার পালিয়েছে!

[নকড়ি ও মোক্তারের চোখে প্রেতাত্মা অদৃশ্য।]

নকড়ি ॥ (মোক্তারকে) কোথায়?

মোক্তার ॥ কী কোথায়?

নকড়ি ॥ এই যে বল্লে পালিয়েছে !

মোক্তার ॥ কই, আমি তো কিছু বলিনি !

•ছকড়ি ॥ আমি বলেছি, তোর বাপ !

নকড়ি ॥ (মোক্তারকে) চোপ্ ! তুমি আমার বাপ ! বাপ বল্লে কেন ?

মোক্তার ॥ (হকচকিয়ে) আপনিই তো আমার বাপ ! আমি তো কিছু বলছিনে নকুড়দা !

•ছকড়ি ॥ শুঁয়োরের বাচ্চা, আর লোক পাসনি, গুপেরে কিনা ফিট করলি ! পুরো ছশো টাকা ড্রেনেজ হয়ে গেল !

নকড়ি ॥ (মোক্তারকে) এবারও তুমি বলোনি ?

মোক্তার ॥ (নাক টেনে) তামুকের গন্ধ ! তামুকের গন্ধ আসে কোত্থেকে ?.....কী, হচ্ছে কী নকুড়দা ! আমি তো কিছুই বলছি নে !

নকড়ি ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে, গা-টা শিরশির করছে !

[নকড়ি হাঁচে। হাঁচিটা পড়েছে •ছকড়ির গায়ে।]

•ছকড়ি ॥ এঃ ! বাপের গায়ে হেঁচে দিল !

নকড়ি ॥ (পাগলের মতো ছুটে সরে যায়। ভয়ে কাঁপে ঠকঠক করে। তারপর সামলে মূৰ্ছিত বাঞ্ছাকে দেখিয়ে) মোক্তার, ও মরবে না ?

মোক্তার ॥ সরুন, আমি শেষ করে দিচ্ছি !

নকড়ি ॥ পারবে ?

মোক্তার ॥ আমি কি আর পারবো ? (ঝুলি থেকে একটা মুখকাটা ডাব বার করে) আমার ডাব পারবে !

নকড়ি ॥ ডাব !

মোক্তার ॥ হ্যাঁ ডাব ! ডাবেই হবে !

নকড়ি ॥ কী হবে ?

মোক্তার ॥ যা হবার তাই হবে ! মুখটা ছুটানো দেখছেন—তিনবার বুড়োরে ডাকবো ! যেই উত্তর দেবে...অমনি খপ করে ডাবের মুখ চাপা দেবো ! তারপর...

নকড়ি ॥ তারপর ?

মোক্তার ॥ এই জল নিয়ে গিয়ে আঁটকুড়ো মান্‌ষেরে খাওয়াবো ! ব্যাস্ গনফট ! এর নাম নিশির ডাক !

নকড়ি ॥ এতে মরে ?

•ছকড়ি ॥ মঁরে মঁরে মঁরে ! এর নাম গুপ্তবিদ্যে !—বাণমারা....বশীকরণ.... ধুলোপড়া....ঝাড়ফুঁক....আমিও ওভাবে কতো মানুষ মেরেছি—

নকড়ি ॥ (উন্মাদের মতো সারা উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে) কে ! কে ! কে ! হ্যাঁচ্চো !

•ছকড়ি ॥ ধ্যাৎ ! বাপের গায়ে হাঁচে ! এটা কোঁথাকার ভূঁত !

[•ছকড়ি বিরক্ত হয়ে অন্তর্হিত হয়।]

মোক্তার ॥ (বাঞ্ছারামের কাছে গিয়ে শূন্যে ডাব তুলে মন্ত্র আউড়ে ভৌতিক নিশিডাক ছাড়ে) বাঞ্ছা-আ-আ—(বাঞ্ছা নীরব, নিস্তব্ধ।) বাঞ্ছা-আ-আ—

নকড়ি ॥ (উত্তেজনা আর সামলাতে পারে না। মোক্তারের হাতের ডাবটা আঁকড়ে)

দাও দাও...এট্টু খেয়েনি !

মোক্তার ॥ (নকড়িকে ঠেলে সরিয়ে) বাঞ্ছা-আ-আ—

বাঞ্ছা ॥ (মাথা তোলে) আজ্ঞে !

[বাঞ্ছা আবার মূর্ছিত হয়।]

মোক্তার ॥ (সঙ্গে সঙ্গে ডাবের মুখ চাপা দিয়ে হিংস্র হাসিতে) হয়ে গেছে ! হয়ে গেছে ! শালা ! চাষার পো. মরবিনে শালা, তোর জানের এতো জোর ! এবার কম্‌নে যাবি ? হাঃ হাঃ হাঃ.....

নকড়ি ॥ (আনন্দে উত্তেজনায়) দাও, দাও, আমার হাতে দাও—

[মোক্তারের হাত থেকে নকড়ি ডাবটা কেড়ে নেয়। দুজনে হিংস্রভাবে হাসে। হঠাৎ মোক্তারের নজরে পড়ে নকড়ি ডাবটা উল্টো করে ধরেছে। জল পড়ে যাচ্ছে।]

মোক্তার ॥ (চিৎকার করে) উল্টো ! উল্টো ! উল্টো !

[ততক্ষণে সব জল পড়ে গেছে।]

নকড়ি ॥ (ক্ষিপ্তের মতো মোক্তারকে তাড়া করে) বেরো...বেরো শালা ! কোনো কাজ পারে না—মোক্তারিও না, এটাও না !...বাজে মোক্তার...তোর কোর্ট কাছারি...নথিপত্তর...চুক্তিটুক্তি সব বাজে ! লুজ ক্যারেক্টার ! বেরো শালা ! বাজে চুক্তি করে আমায় ঝুলিয়েছে ! বেরো...

[মোক্তার ছুটে পালায়। ৺ছকড়ি আবির্ভূত হয়।]

৺ছকড়ি ॥ মার ! (ডাবটা দেখিয়ে) ওইটে ওর মাথায় মার ! (নকড়ি দু হাতে ডাব তুলে বাঞ্ছার দিকে এগোয়) ওরে হবে না...ন্যাচারাল ডেথ হবে না...বাঞ্ছা কাপালির ন্যাচারাল ডেথ হবে না ! ওর পেছনে যে মানুষ ভীড় করেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে !...এরপর ওই লাঠি ও তুলবে। !লাঠি...লাঠি...লাঠি।—ওর লাঠি আমি চিনি ! দেরি করিসনে নকড়ো, খতম কর্—খতম...খতম...

[নকড়ি ডাবটা বাঞ্ছার মাথায় মারার জন্যে তুলতেই ঘরের মধ্যে থেকে সদ্য ঘুমভাঙা পদ্ম বেরিয়ে আসে : চুল খোলা। ভূতগ্রস্ত নকড়ি আতঙ্কে ডাব ফেলে আর্তনাদ করে। ৺ছকড়িও অদৃশ্য হয়।]

নকড়ি ॥ বাঁচাও—বাঁচাও—

[নকড়ি পালায়।]

[পদ্ম অবাক হয়। শায়িত বাঞ্ছার পাশে বসে। সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পদ্মর চোখে আগুন ছোটে। নেপথ্যে ঢাক বাজে। আস্তে আস্তে আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ববর্তী দৃশ্যে ঢাকের বাজনা শুরু হয়েছিল। এখন বাজনাটা জোরে শোনা যায়। নকড়ির বাড়ি। মহাকালীর পূজো হচ্ছে। পুরুত প্রতিমার সামনে হোমাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে। পাশে গিন্নি। অপর পাশে হোঁৎকা, মদের নেশায় চুরচুর। দু-একজন প্রতিবেশী পূজো দেখছে।]

পুরুত ॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা.....ওঁ সোমায় স্বাহা....ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা !....ওঁ আং হুঁ ফট্ স্বাহা.....আং ওঁ হুঁ ফট স্বাহা ! (শান্তিজল ছেটাতে ছেটাতে) শাণ্ডিল্য গোত্রস্য নকড়ি দত্ত শতং জীবতু—শতং জীবতু। তস্য পরিবারং শতং জীবতু—শতং জীবতু ! সুখসমৃদ্ধিং ভবতু ! তস্য শত্রুনিধনং ভবতু—ভবতু !.....মা মাগো.....

গিন্নি ॥ (প্রণাম করে) মা মাগো.....

পুরুত ॥ এয়োস্ত্রী হও মা—স্বামী সোহাগিনী হও ! স্বামীর সর্বকর্মে অনুগামিনী হও মা—

[মাতাল হোঁৎকা প্রতিবেশীদের কাউকে পোড়া কলা দিল, কারো গালে চুমু খেল। তারা গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে গেল।]

গিন্নি ॥ এতো জ্বালায় জ্বলছি কেন বাবা ?

পুরুত ॥ ফেরে পড়েছ মা।.....গ্রহের ফের ! যাক্ এবার সব কেটে যাবে !

গিন্নি ॥ ও লোকের জন্যে আমার ঘুম হয় না বাবা—দিনদিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে—

পুরুত ॥ কুপিত—কুপিত ! নকুড়বাবাজীর সর্বগ্রহ কুপিত !

গিন্নি ॥ কী যে বুকের দোষ বাঁধল ! আমার কপালে যে কী আছে—

পুরুত ॥ মাকে ডাকো—ইচ্ছাময়ী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে !.....দে মা, বেঁধেছেঁদে দে, আবার সাবডিভিসনে যেতে হবে ! এস. ডি. ও.-র বাংলোয় পিতিমে বসানো রয়েছে।.....কী যে কাল পড়েছে মা, সব গভর্নমেন্ট অফিসাররাই কালীপূজো আরম্ভ করেছে।

[পুরুত লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরায়।]

গিন্নি ॥ এক বাগান নিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম বাবা—

পুরুত ॥ কিছুই হতো না—বাগানটা লেখাপড়ার আগে আমায় যদি ডাকতে ! যাক্, বেটার লেট্ দ্যান নেভার !.....সন্দেশগুলো ঢোকাও মা !... যা করে দিয়ে গেলাম না—সাতদিনের মধ্যে বাঞ্ছা কাপালির প্রাণবায়ু ছুটে যাবে—

গিন্নি ॥ মা—মাগো.....নাও মা.....বুড়োরে নাও.....

পুরুত ॥ ওয়েট অ্যান্ড সি.....কতো দুধে কত ঘি !.....বড্ড মিনিমাম আয়োজন !

গিন্নি ॥ আশীর্বাদ করে যান, দিন ঘুরুক, ডালা ভরে যেন সাজিয়ে দিতে পারি—

পুরুত ॥ দিন ঘুরলে কি আর হোমের দরকার পড়বে মা? (গিন্নির হাত থেকে থলি ও গামছা নিয়ে) একটা শাড়িও দিতে পারলে না! গামছাখানা একেবারে সেলোফিন পেপার!

[পুরুত যাবার জন্যে পা বাড়ায়।]

গিন্নি ॥ ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করে যান বাবা—

পুরুত ॥ বড্ড লেট করে দিচ্ছো! (হোঁৎকাকে) আসো বাবাজীবন......নামটা কও.....তুমি হোঁৎকা না কোঁৎকা?

গিন্নি ॥ হোঁৎকা! মাথাটা একটু নোয়া না!—ওরে কোঁৎকা.....কোথায় গেলি?

[হোঁৎকা পুরুতের মুখের সামনে হেঁচকি তোলে।]

পুরুত ॥ (নাকে চাদর টেনে) চন্নমেত্ত খেয়েছ দেখছি!

গিন্নি ॥ ওমা! পূজোর দিনটাও বাদ দিলিনে!—বল্ না, ভট্‌চায্যি মশাইকে খুলে বল্ না তোর বিন্তির কথা!

পুরুত ॥ বিন্তি! তাসের বিন্তি?

গিন্নি ॥ হরতনের বিবি! কতো বল্লাম, সিনেমা লাইনে যাসনে! খেপে খেপে টাকা নিয়ে গিয়ে ঢেলেছে আর বিন্তি—

পুরুত ॥ টুয়েন্টিনাইন খেলে কেটে পড়েছে! (হোঁৎকার হাতে ফুল দিয়ে).....কও, ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা—যা বিন্তি ফুটে যা—

গিন্নি ॥ হ্যাঁ, ফুটবে! এই দেখুন তার তসবীর বয়ে বেড়াচ্ছে—

[হোঁৎকার হাত থেকে বিন্তির ছবি নিয়ে পুরুত দেখে।]

পুরুত ॥ নায়িকা! সিনেমার প্লেয়ার! (ছবিটি হোমকুণ্ডে ঢুকিয়ে) নায়িকা অগ্নয়ে স্বাহা—

হোঁৎকা ॥ বিন্তিদি! বিন্তিদি!

পুরুত ॥ (কুণ্ড থেকে খানিকটা ছাই নিয়ে) রাখো, পকেটে রাখো একমুঠো অ্যাসেজ...মাঝে মাঝে বুকে কোরো ম্যাসেজ!

হোঁৎকা ॥ বিন্তিদি! বিন্তিদি!

[হোঁৎকা হাতের ছাই উড়িয়ে টলতে টলতে পুরুতের গালে চুমু খেয়ে ভেতরে চলে গেল।]

পুরুত ॥ অ্যাঃ! এক মগ গঙ্গাজল দাও মা—

গিন্নি ॥ ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে। ও হোঁৎকা.....

[হোঁৎকাকে অনুসরণ করে গিন্নিও ভেতরে গেল।]

[বাঞ্ছা ঢোকে। সে এখন অনেক সোজা, অনেক বলিষ্ঠ। সাজগোজ খুব। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, কাঁধে শাল, হাতে দামী ছড়ি, পায়ে জুতো।]

বাঞ্ছা ॥ কত্তামশাই আছেন নাকি.....কত্তামশাই.....

পুরুত ॥ আপনি কে?

বাঞ্ছা ॥ আজ্ঞে?

পুরুত ॥ মশায়ের নিবাস? আগে কোনদিন দেখেছি?

বাঞ্ছা ॥ (সলজ্জ হয়ে) আমারে চিনতে পারলেন না ঠাকুরমশাই? আমি বাঞ্ছা—আপনাদের বাঞ্ছারাম—

পুরুত ॥ বাঞ্ছারাম কাপালি!

বাঞ্ছা ॥ অনেকদিন তো সাক্ষেৎ হয় না—

পুরুত ॥ তুমি তো মাটিতে বসে বসে চলতে গো!

বাঞ্ছা ॥ এখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি! কী করে যে দাঁড়ালাম নিজেও ঠাওর করতে পরিনে! এখন আবার বাগানে কাজ করি। কোদাল চালাই—জল বই—গাছ পুঁতি—

পুরুত ॥ এখনও বাগান সাজাচ্ছো! গাছ পুঁতছো!' ও গাছের ফল খাবে কে?

বাঞ্ছা ॥ আজ্ঞে ফলের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান! মাটি মাটি! মাটি বলে আমারে সাজাও...নিস্কাম সাজাও।

পুরুত ॥ গায়ে এটা.....পাটের?

বাঞ্ছা ॥ আজ্ঞে না, এটা এট্টু কামনার জিনিস! সিলিকের।

পুরুত ॥ (চাদরে হাত দিয়ে) কাশ্মীরী?

বাঞ্ছা ॥ নজ্জা করে, কত্তামশায়ের টাকায় শাল গায়ে দিয়ে তাঁরই বাড়ি আসতে বড্ড নজ্জা করে! কতো কষ্ট পাবেন! কিন্তু শালের 'পরে এত্তো নোভ আমার!.....এই জুতোটা ছাব্বিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা পড়েছে—সঙ্গে এট্টু ফোস্কাও পড়েছে—আর এই ছড়িটা.....

[এর মধ্যে গিন্নি ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। বিস্ফারিত চোখে বাঞ্ছাকে দেখছে।]

বাঞ্ছা ॥ ওমা, মাগো এট্টা ছোটো বাসনা নিয়ে আসা! শোন্‌লাম পুরুনো বাসনকোসন বেচে দিচ্ছেন?—বুড়ো জমিদারবাবুর এট্টা নুপোর গড়্‌গড়া ছিল! এত্তোখানি গড়্‌গড়া, এমুনি পাকানো নল! সেই নল মোচের নিচে গুঁজে জমিদারবাবু এমুনই করে ভুড়ুক ভড়ুক তামুক টানতেন! গড়্‌গড়াটায় বড্ড নোভ আমার।—কত টাকা হলে ওটা আমারে দেবেন মা?

পুরুত ॥ ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা.....ফট্ স্বাহা.....ফট্ স্বাহা! যা....ফুটে যা.....

[পুরুত বেরিয়ে যায়।]

বাঞ্ছা ॥ আশীব্বাদ করে যান ঠাকুরমশাই, যেন ঐ গড়্‌গড়াটা ফাটায়ে ফুটতে পারি...

গিন্নি ॥ (রক্তবর্ণ চোখে) আর কতো—কতো সর্বনাশ করবি আমার স্বামী পুত্তুরের?

বাঞ্ছা ॥ (গিন্নির চোখ দেখে ভয়ে) ও মা—

গিন্নি ॥ দূর হ! দূর হ! আমার রক্ত চুষে চুষে এভাবে বেড়ে উঠবি কতোদিন?......মরতে পারিসনে—দড়ি জোটে না—আত্মহত্যে করতে পারিসনে—

[হোমের পোড়াকাঠ তুলে বাঞ্ছার দিকে ছোঁড়ে। নকড়ি এসে দাঁড়িয়েছে ভেতরের দরজায়। অসুস্থ চেহারা! গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো।

নকড়িকে দেখে গিন্নি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। হোমাগ্নির তাপ নকড়ির বুকে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে চলে গেল।]

নকড়ি ॥ বাঞ্ছা!

বাঞ্ছা ॥ একী! এ কী চেহারা হয়েছে কত্তা!

নকড়ি ॥ একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে!

বাঞ্ছা ॥ আজ্ঞে!

নকড়ি ॥ তোমার জীবন আমার মৃত্যু!

বাঞ্ছা ॥ আপুনি মরে গেলে আমার কিস্তির টাকা দেবে কেডা?

নকড়ি ॥ হ্যাঁ, তোমার আগে মরলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে! তোমার বাগান আবার তোমার হাতে ফিরে যাবে!

বাঞ্ছা ॥ অ্যাঁ? (স্বগত) আমার বাগান.....আমার হাতে ফিরে আসবে.....আমার বাগান..... ·

নকড়ি ॥ বলো, মায়ের পা ছুঁয়ে বলো.....

বাঞ্ছা ॥ মা.....মাগো.....আগে তো বুঝিনি মা, এট্টা পেরাণের এতো মূল্য!

নকড়ি ॥ বলো.....

বাঞ্ছা ॥ (প্রতিমার পা ছুঁয়ে) মা, তোমার গোড়ালি ছুঁয়ে সংকল্প করছি—আজ রাতেই আমি ছুইছাইড করবো—

নকড়ি ॥ (একটা শিশি দিয়ে) ধরো! ফলিডল আছে। খেয়ে ফেলো।

বাঞ্ছা ॥ মা.....মাগো.....(প্রতিমার পায়ে শিশি ঠেকিয়ে) এই ফলিডল উচ্ছুগ্য করে নিলাম। যেন আর ভুল না করি!.....কতোটা খাবো?

নকড়ি ॥ এই এতোটা......

বাঞ্ছা ॥ ঠিক আছে, পুরোটাই মেরে দেবো। সাবধানের তো মার নেই। কিন্তু—

নকড়ি ॥ আবার কিন্তু কী?

বাঞ্ছা ॥ বিষ খেয়ে মরলে যদি বডি কাটাছেঁড়া করা হয়?

নকড়ি ॥ হবে না.....বিষের কথা জানাজানি হবে না!

বাঞ্ছা ॥ সেইটে এট্টু দ্যাখবেন! এ বডি কাটাছেঁড়া মোট্টে সইতে পারবে না! এ বডির 'পরে বড্ড মায়া আমার।

নকড়ি ॥ আরে বাবা, কাটাকুটি হওয়া মানে তো বিষ ধরা পড়া! সেক্ষেত্রে আমার ভয় আছে না?.....মাঝরাতে খেয়ে ফেলো। ভোর না হতেই বেঁধে নিয়ে শ্মশানে বেরিয়ে পড়বো.....

বাঞ্ছা ॥ এট্টু গুজিয়া ছড়াতে ছড়াতে যাবেন.....

নকড়ি ॥ ঠিক আছে বাবা.....তোমার যখন ইচ্ছে, গুজিয়াই ছড়াবো!

বাঞ্ছা ॥ আর বাঁশে বাঁধবেন না—এট্টা বোম্বাই খাটে আমারে তোলবেন—

নকড়ি ॥ হবে, হবে! খাট-টাট সব তো কবে থেকেই যোগাড় করে রেখেছি—

বাঞ্ছা ॥ (নকড়ির পিঠে চাপড় মেরে) আপুনি বিচক্ষণ নোক!.....কেত্তন হবে তো?

নকড়ি ॥ (গম্ভীর হয়ে) কথা দিতে পারছি নে! কেত্তনআলারা সব ধান কাটতে গেছে!

বাঞ্ছা ॥ না-না-না। কেত্তন না হলে হবে না! সব তো আপনার পোঁদপাকামি না!

নকড়ি ॥ চোপ!

বাঞ্ছা ॥ তা বল্লে কী হবে! এট্টা ছুইছাইডের চুক্তি বলে কথা! এট্টু কেত্তন হবে না.....এট্টু ঘি হবে না.....

নকড়ি ॥ ঘি? আবার ঘি কেন? এটা কি মেয়ের বিয়ের দরাদরি হচ্ছে নাকি?......এই বাজারে ঘি-টা বাদ দাও না বাবা!

বাঞ্ছা ॥ না.....ঘি না হলে পারব না!

নকড়ি ॥ দূর হোক ছাই!

বাঞ্ছা ॥ বডিতে এট্টু ঘি মাখাবেন না? ও ডালডাও চলবে না, নেপসীডও চলবে না! গব্যঘেত্য দিতে হবে....আর.....

নকড়ি ॥ আর না....আর না.....

বাঞ্ছা ॥ আর এট্টা ষাঁড়!

নকড়ি ॥ ষাঁড়!

বাঞ্ছা ॥ উচ্ছুগ্যু করে দেবেন.....পেছনে দাগা মেরে আমার নামে বৃষোৎসর্গ করে ছেড়ে দেবেন.....ষাঁড়টা সারা গাঁয়ে চরে বেড়াবে.....হে হে হে এট্টা ষাঁড় চাই কত্তা! (থেমে) আর যেন এট্টা কী চাইব?

নকড়ি ॥ চোপ!

বাঞ্ছা ॥ (মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে) কী যেন লাগে.....

নকড়ি ॥ চোপ!

বাঞ্ছা ॥ মরলে আর এট্টা কী লাগে......মনেও পড়ে না.....

নকড়ি ॥ চোপ্!

[বাঞ্ছা ভাবছে, বিব্রত নকড়ি তাকে থামাবার চেষ্টা করছে—আলো নিভে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। মধ্যরাত্রি। ভৌতিক অন্ধকার। শেয়াল শকুন ডাকছে। ছকড়ি দত্ত একটা ফুলের মালা হাতে বাঞ্ছার উঠোনে নাচছে।]

ছকড়ি ॥ (গাইছে) বঁধু ধরো ধরো—মালা পরো গলে—বড়ো বেগ দিলে বঁধু—বড়ো বেগ দিলে বঁধু নয়নজলে—বঁধু ধরো ধরো—মালা পরো গলে—
(থেমে) হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্য শেষ রজনী ! মুখ্যু চাষাটা আজ ফলিডল খাবে ! ...বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে...হাঃ হাঃ হাঃ...আজ আমি মুক্ত হয়ে যাবো—স্যাটিসফ্যায়েড হয়ে চলে যাবো !...বঁধু ধরো ধরো ...মুখ্যু চাষার আত্মাটার চুলের মুঠি ধরে যে ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাবো না--ঠেঙাতে ঠেঙাতে ঠ্যাং ভেঙে দেব শালার !—শালা ! কী ঘোরানটাই ঘোরালে !...বঁধু ধরো ধরো—মালা পরো গলে !...(বাঞ্ছার ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে) ঐ...ঐ যে...বুড়োটা ফলিডলের শিশি বার করছে—খাবে, এইবার খাবে !...ছিপি খুলছে ! ছিপি খুলছে...ঐ তো...হাঁ করেছে...হাঁ-আ-আ...মুখে ঢালছে...মুখে ঢালছে...

[প্রেতাত্মা অপেক্ষা করছে কখন বাঞ্ছা বিষ খাবে। সহসা নেপথ্যে পদ্মর আর্তনাদ শোনা গেল।]

পদ্ম ॥ (ঘরের ভেতর) ও দাদু—দাদুগো—কোথায় গেলে—

[আঁধার চিরে পদ্মর চিৎকার। শকুন শেয়ালের ডাক। প্রেতের হাসি। কৃষ্ণপক্ষের রাত বিভীষিকাময়। ছকড়ি আনন্দে ধেইধেই করে খেমটা নাচে।]

ছকড়ি ॥ বঁধু ধরো ধরো—মালা পরো গলে—বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে—

[ছকড়ি নাচতে নাচতে অন্তর্হিত হ'লো।]

[নেপথ্যে হৈচৈ শোনা গেল। কোঁৎকার নেতৃত্বে গ্রামের কয়েকজন যুবক শববহনের বাঁশের খাটিয়া নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকল। সঙ্গে হ্যারিকেন। বাঞ্ছার উঠোনে যুবকেরা খাট সাজাচ্ছে। নানা কথাবার্তার মধ্যে বোঝা যায় শীতের রাতে শব বইতে হলে মাল লাগবে। নকড়োজেঠু যেন কিপটেমি না করে। যুবকরা দু-চারটে খিস্তি-খেউড় করছে। আনন্দে থৈ থৈ করতে করতে নকড়ি দত্ত ঢুকল। কোঁৎকা বেরিয়ে গেল।]

যুবকরা ॥ (নকড়িকে ঘিরে ধরে) জেঠু এসে গেছে......জেঠু এসে গেছে !

[নকড়ি ঘরের দরজায় এলো।]

নকড়ি ॥ খোলো.....খোলো.....ও পদ্মরাণী, দরজা খোলো—বাসিমড়া ভিটের ওপর রাখবো না গো ! কেঁদো না.....কেঁদো না ! বড় করে ছেরাদ্দ করবো ! (যুবকেরা সিটি দিতে দিতে নকড়িকে অভিনন্দন জানায়।) শালা গাঁ-সুদ্ধু মানষেরে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াবো ! (একটি ছেলের পেছনে থাপ্পড় মেরে) ষাঁড়ের পশ্চাতে দাগা মেরে ছেড়ে দেবো ! (যুবকরা কোমর ঘুরিয়ে টুইস্ট নাচে।) ভেবেছিলো আমি রোগে রোগে শেষ হয়ে যাবো....আর উইলটা বরবাদ হয়ে যাবে ! আর বাগানটা আবার ওদের হাতে ফিরে যাবে ! হাঃ হাঃ হাঃ। নকুড় দত্তের প্রাণ.....কচ্ছপের প্রাণ ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ঐ দ্যাখ ! ঐ দ্যাখ আমার বাগান ! (বাগানের সামনে গিয়ে হাত তুলে নাচে)। আমার

বাগান.....আমার বাগান.....

[যুবকেরা সিটি দিতে দিতে নকড়িকে উৎসাহ যোগায়।]

[হঠাৎ দরজা খুলে বাঙ্কা কাপালি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে আসে।]

নকড়ি ও সমবেত সকলে ॥ (আতঙ্কে) কে? কে?

বাঙ্কা ॥ আপুনারা এসে পড়েছেন? ও, ধারে কাছে ছিলেন বুঝি, বৌ-এর কান্না শুনেই ছুটে এসেছেন—এ হে হে হে.....

[বাঙ্কা অপ্রস্তুত হয়ে জিব কাটে।]

নকড়ি ॥ মরোনি! তুমি মরোনি!

বাঙ্কা ॥ আজ্ঞে পেরায় মরেছিনু। বোতল খুলে ফলিডল মুখে ঢালতে যাবো—হেনকালে উঠলো—

যুবকেরা ॥ উঠলো?

বাঙ্কা ॥ বেদনা উঠলো.....নাতবৌ-এর বেদনা উঠলো। কাটা কবুতরের মতো ছটফট করতে করতে বৌটা হাতের ওপর ছিটকে পড়লো।.....তারপরই হয়ে গেল—

যুবকেরা ॥ হয়ে গেল? কী হ'লো?

বাঙ্কা ॥ ছেলে হ'লো গো, ছেলে হ'লো! নাতবৌ-এর ছেলে হয়েছে। মাঝ-নাত্তিরে.....ঐ যে কান্না শুনতে পেলে....তখনি ছেলেটা হ'লো।

[একজন ছাড়া বাকি যুবকেরা বেরিয়ে যায়। বাঙ্কা গামছায় হাত মুছতে মুছতে]

হে হে হে, শালা জন্মাবার আর টাইম পেল না। আমারে মরার ফুরসুৎটাও দিলে না রে। গুপেটাও বাড়ি নেই.....এখন এই মাঝনাতে কোথায় আমি এট্টা ধাই পাই—কোথায় এট্টু মধু পাই—এট্টু দুধ পাই—

[বাঙ্কা গুটিগুটি পায়ে মড়ার জন্যে সাজানো খাটের কাছে গিয়ে ধূপের প্যাকেট দেখিয়ে]

ধূপ বুঝি?—বড্ড মশা হয়েছে গো। (ধূপের প্যাকেট নিল) অগুরু? (অগুরুর শিশি নিল। শেষে খাটে বিছানো নতুন কাপড়টাও তুলে নিল।)—এসব জিনিস মরণেও যেমন লাগে জনমেও তেমনি লাগে!

[যুবকের হাতে হ্যারিকেনটা তুলে দিয়ে বাঙ্কা সব মালপত্তর নিয়ে ঘরের দিকে এগোয়।]

এই দ্যাখ.....দ্যাখরে শালা। কী ভাগ্যি করে এয়েছিস, মালপত্তর হেঁটে তোর ঘরে এসে উঠলোরে! এক্কেরে খাটে সাজায়ে বয়ে এনেছেরে।

[হ্যারিকেন হাতে যুবকটি বেরিয়ে যায়। বাঙ্কা সব মালপত্তর ঘরে ঢুকিয়ে ঘুরতেই দেখে এক হাতে বুক চেপে নকড়ি বাগানের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। লজ্জা পেয়ে বাঙ্কা মাথা চুলকোতে চুলকোতে নকড়ির কাছে যায়।]

বাঙ্কা ॥ গেরস্তের বাড়িতে উঠোনে কেন?এমন শুভক্ষণে এয়েছেন! (নকড়ির হাত বগলে চেপে কয়েকটা হেঁচকা টানে তাকে টেনে তোলে) আসুন....দাওয়ায়

আসুন.....(থেমে) আচ্ছা না.....ঘরে তো অশুচ চলছে....আঁতুড় অশুচ ! বরঞ্চ এখেনে বসুন—

[নকড়িকে ধরে এনে নিরাভরণ মড়ার খাটে বসায়। নকড়ি বিস্ফারিত চোখে বাঞ্ছার দিকে তাকিয়ে আছে।]

বাঞ্ছা ॥ (বিড়ি টানতে টানতে) এট্টা কথা বলি কত্তা, আমি মরতে পারব না ! আজ্ঞে বাচ্চাটার 'পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে ! আমি ওরে নাড়ি কেটে ধরায় এনেছি, এখন ওরে ভাসায় যাব কী করে ? কত্তা, আমি আর মরতে পারব না ! (নকড়ি যন্ত্রণায় বুক ডলতে ডলতে খাটে শুয়ে পড়ে।) বুঝতে পারছি আপুনার জ্বালা ! কিন্তু আমি কী করব.? কতোবার তো মরতে যাই ! ওরা যে কিছুতে ছাড়ে না ! আমার গাছপালা... নাতিপুঁতি...পুঁইপোনা...সব মাথা ঝাঁকায়...বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি...তুমি আমাদের নক্ষে করেছো...তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কেডা ! (থেমে বিকৃত মুখে) থুঃ থুঃ ! ভালো লাগে না...আমারও ভালো লাগে না এইভাবে বেঁচে থাকতে...তোমার টাকা খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে ! কত্তা, চেরটাকাল আমি খেটে খেয়েছি, আজ বসে বসে এট্টা মড়া বাদুড়ের মতো তোমার রক্ত চুষে চুষে খেয়ে উঠে দাঁড়াতে—ভালো লাগে না...থুঃ থুঃ ! এ জীবন তো আমার দস্তুর না কত্তা ! লোকের পয়সা মেরে খেয়ে বাঁচা ! থুঃ ! (ফতুয়ার কোণায় মুখ মুছতে পকেটে শক্ত কী যেন হাতে ঠেকে।) তার চেয়ে এসো—তোমারও শান্তি হবে—আমারও নিস্কৃতি—

[পকেট থেকে ফলিডলের শিশিটা বার করল।]

তোমার ফলিডল—তুমিই বরং—

[কাছে গেল শায়িত নকড়ির বাঞ্ছা। এর মধ্যে নকড়ি কিন্তু মারা গেছে। ফলিডল ঢালতে হ'লো না। বাঞ্ছা তার বুকে হাত দিল, ঠাণ্ডা নিস্পন্দ। বুকে কান দিল, নিঃসাড়। এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর নবজাত শিশুর কান্না শোনা গেল।]

বাঞ্ছা ॥ (শিশিটা ফেলে দিয়ে, ঘরের দোরে গেল) কাঁদে না...কাঁদে না দাদা-ভাই...আয় রে পাখি ল্যাজ ঝোলা...আমার ভায়ের সাথে কর্ খেলা...

[ভোর হয়ে আসছে। বাঞ্ছা কাপালির বাগানে পাখি ডাকছে।]

কাঁদে না কাঁদে না...কতো পাখি আছে আমার বাগানে...হ্যাঁ হ্যাঁ..ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়....হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল সকালে দেখো...কতো আমের বোল ধরেছে.....মুক্তোর দানার মতো মাটিতে চাদর বিছিয়ে থাকে.....গুনগুন গুনগুন.....কতো মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুনগুন করে.....হ্যাঁ হ্যাঁ.....দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিশির ঝরে পড়ছে....,জলপাই-এর পাতা বেয়ে শিশির ঝরে ঝরে পড়ছে.....হ্যাঁ হ্যাঁ....সব তোমারে দিয়ে যাবো.....তোমার জন্যেই তো সাজায়ে রেখেছি গো.....হ্যাঁ হ্যাঁ.....

[ভোরের আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বাঞ্ছা কাপালির মুখে। লোলচর্ম বৃদ্ধের মুখখানি উদ্ভাসিত। ওদিকে উঠোনে মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আছে নকড়ি দত্ত। কোমরভাঙা ছকড়ি দত্ত কাঁদতে কাঁদতে সেই খাটের কাছে আবির্ভূত হ'লো। হাতে ফুলের মালাটা ! খাটে বসল। মালাটা নকড়ির গলায় পরিয়ে দিল। মৃত নকড়ি উঠে বসল। তার বাবার বুকে মাথা দিল।]

[নেপথ্যে শবানুগমনের কীর্তন চলছে।]

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

উৎসর্গ

প্রয়াত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

কৃপাচার্য

কৃতবর্মা

অশ্বত্থামা

অশ্বত্থামা

প্রযোজনা ঃ থিয়েটার ওয়ার্কশপ

নির্দেশনা ঃ বিভাস চক্রবর্তী

আলো ঃ তাপস সেন

রূপসজ্জা ঃ শক্তি সেন

মঞ্চ, আবহ ও শিল্প নির্দেশনা ঃ রঘুনাথ গোস্বামী

অভিনয় ঃ

অশ্বত্থামা — সুদীপ্ত বসু

কৃপাচার্য — অশোক মুখোপাধ্যায়

কৃতবর্মা — মনোজ মিত্র

১। গোধূলি-পর্ব

[তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। রথচূড়ার ধ্বজাটি ছিল ভাঙা এবং অবনত। প্রান্তরে রথটিকে আগলে শিলাখণ্ডের উপর বসেছিল দুই রাজপুরুষ। মধ্যবয়সী বিপুলদেহী ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণপরা ভোজরাজ কৃতবর্মা এবং দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুকেশমণ্ডিত সুপ্রবীণ আচার্য কৃপ। কৃপের বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেষ। কৃতবর্মাও নীরব নিশ্চল, ভয়ার্ত। চরাচর নিঃশব্দ।]

কৃপ॥ (নিষ্কম্পা শীতল গলায়) সব গেছে...সব গেছে। কত অক্ষৌহিণী সেনা...হস্তী অশ্ব রথ কতো শত...রথী মহারথী...বিপুল বাহিনী... নিঃশেষ। কৃতবর্মা, মহারাজ এখনো কি আশা করেন...

কৃত॥ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন..

কৃপ॥ ...এতো বড় পতনের পরেও ?

কৃত॥ মহারাজ পুনরায় সিংহাসনে বসবেন...

কৃপ॥ ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসে ভারতবর্ষ শাসন করবে! দুরন্ত বাসনা! [কিয়ৎকাল উভয়ে নিশ্চুপ। তখন দিঙ্‌মণ্ডলের আলোকে অশ্বক্ষুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি উড়ছিল...রাশি রাশি স্বর্ণচূর্ণ যেন। ক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।]

কৃত॥ (উৎকর্ণ হয়ে) ঐ। ঐ আসছে। (ক্ষুরধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসছিল) আসছে! আসছে। (কিছুদূর ছুটে গিয়ে একটি অতিকায় শিলার উপর উঠে) ঐ! ঐ তো প্রান্তরে প্রবেশ করল।...তীর! তীর! নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুটে আসছে! (দু হাত উত্তোলিত করে প্রবল আনন্দে) অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা!

কৃপ॥ অশ্বত্থামা।

কৃত॥ আসছে অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা। কাল সকালে আবার দামামা...হাঃ হাঃ...অস্ত্রে অস্ত্রে উঠবে ঝংকার...

কৃপ॥ ওঃ যুদ্ধের সাধ তোমাদের এখনো মিটল না কৃতবর্মা।

কৃত॥ (শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আর্ত স্নায়ুগুলিকে সতেজ করে)...অনন্ত সংগ্রাম! মহারাজ আমৃত্যু সংগ্রামে নেমেছেন। যতোক্ষণ এতটুকু শ্বাস...ততক্ষণ প্রয়াস! জয় চাই...চাই বিজয়মাল্য।

কৃপ॥ অষ্টাদশ দিন কুরুক্ষেত্রের পরেও তোমরা জয়ের স্বপ্ন দেখো...দেখতে পারো! পরাজয় মেনে নাও কৃতবর্মা।

কৃত॥ হাহাকার করবেন না। মহারাজের আদেশ, হাহাকার বন্ধ করে আবার শত্রুকে

আক্রমণ করো...

কৃপ ॥ কী ভাবে...কী ভাবে করবে ! আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্রে সব শেষ...বিপুল বাহিনীর একটি প্রাণীও জীবিত নেই !...আছি মাত্র আমরা তিনজন...

কৃত ॥ যথেষ্ট ! যথেষ্ট ! (অশ্বক্ষুরধ্বনি নিকটবর্তী) প্রাণশক্তি ! প্রাণশক্তি ! আহা ঘোড়া তো নয়, উদ্দাম ঝড়...চার পায়ে প্রলয় নাচন...অশ্বত্থামা...

কৃপ ॥ মাত্র তিনজনে দুর্জয় পাণ্ডবশক্তির মুখোমুখি হওয়া...কৃতবর্মা, এবার একজনও বাঁচবো না !

কৃত ॥ মহারাজের আদেশ, আতঙ্ক ছড়াবেন না ! মৃত্যুকে আমরা ডরাই না !

কৃপ ॥ আমি ডরাই ! ঐ একমাত্র ভাগিনেয় ছাড়া আমার যে আজ কেউ নেই কৃতবর্মা ! ঐ অশ্বত্থামা...

কৃত ॥ ভাগ্যবান ! তবু একজন ভাগিনেয় আছে ! কিন্তু মহারাজের ! অতো সব নামী দামী দিগ্বিজয়ী সেনাপতি...কোথায় তাঁরা...ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য...শঙ্খনাদে দশদিক কাঁপিয়ে ছুটেছেন কুরুক্ষেত্রে...একজনও ফিরলেন না... ! অশ্বত্থামা ছাড়া মহারাজ দুর্যোধনেরও আজ আর কেউ নেই !

কৃপ ॥ একা অশ্বত্থামা কী করতে পারে ?

কৃত ॥ পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিদিন হাজার সৈন্যের মুণ্ড একাই নামিয়েছে সে...হাঃ হাঃ হাঃ, মহারাজের ইচ্ছা এবার অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি...

কৃপ ॥ সে কি ! না, না, এবার ওকে নিষ্কৃতি দাও কৃতবর্মা...

কৃত ॥ মহারাজের সাধে বাধা দেবেন না...

কৃপ ॥ মহারাজকে নিরস্ত করো...

কৃত ॥ মহারাজকে নিরস্ত করা যায় না ! তিনি কখনো পরাজয় মানেননি...মানবেন না ! (অশ্বত্থামার আগমনপথে তাকিয়ে) হ্রেষা ! হ্রেষা ! ঐ তার হ্রেষা শোনা যায়...

কৃপ ॥ না, সর্বনাশ আর ঘটতে দেব না আমি...আমি অশ্বত্থামাকে নিবৃত্ত করব !

কৃত ॥ মহাত্মা কৃপ, আপনি কি চান পরাজিত মহারাজ এই বিজন প্রান্তরে আমৃত্যু নির্বাসনে থাকবেন আর আমরা তাঁর পরাজিত সেনানী প্রেতের মতো চূর্ণ রথখানি আগলে যাবো চিরকাল ! গৌরব পুনরুদ্ধার করব না ! হৃত সিংহাসন...

[ক্ষুরধ্বনি আরো নিকটে]

কৃপ ॥ (রথের মুখে এসে) সুযোধন ! সুযোধন !

কৃত ॥ (ক্ষিপ্র পায়ে কৃপের সম্মুখীন) আচার্য কৃপ !

কৃপ ॥ সুযোধন...আর যুদ্ধ নয়...

কৃত ॥ মহারাজের আজ্ঞা, অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি ! যান, অভিষেকের আয়োজন করুন !

কৃপ ॥ বৎস সুযোধন, আমি আবার বলছি...

কৃত ॥ মনে রাখবেন, মহারাজ আপনার প্রতিটি কথা শুনছেন ! অনেকক্ষণ থেকে

তিনি আপনার প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছেন ! গুরুজন বলে তিনি আপনাকে কিছু বলতে পারছেন না ! অযথা তাঁকে বাধ্যও করবেন না !

[কৃপ শিরে করাঘাত করতে করতে অন্তরালে গেল। ক্ষুরধ্বনি নিকট নেপথ্যে এসে থামল। আগন্তুক অশ্বারোহী ঢুকল। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। নইলে সে বড় সুন্দর সুঠাম তরুণ অশ্বত্থামা, রণসাজে সজ্জিত। হাতে বিশাল খড়্গ, ললাটে অত্যুজ্জ্বল মণি। অশ্বত্থামা রথের সামনে এসে বিহ্বল চোখে ভিতরে তাকিয়ে থাকে। রথের মুখটা বেশ অনেকটা কোণাকুণি ফিরানো থাকায়, ঠিক অশ্বত্থামার ঐ জায়গাটিতে না দাঁড়ালে অভ্যন্তর কখনো দেখা যায় না।]

অশ্ব ॥ (আর্তনাদে বিস্ফারিত হয়) দুর্যোধন ! মহারাজ !

কৃত ॥ সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র অধিপতি কুরুরাজ দুর্যোধন...

অশ্ব ॥ (অদ্ভুত গলায়) কোথায় তোমার স্বর্ণমুকুট...রত্নের আভরণ ! চির উন্নত ললাট ! ওরে এমন করে আমার আকাশের সূর্যটাকে ছিঁড়ে নামাল কে ?

[প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো অশ্বত্থামার কণ্ঠস্বর।]

কৃত ॥ মহারাজ আহত ! মুমূর্ষু !

অশ্ব ॥ কে ? কে তুমি ? তুমি দুর্যোধন ! মহারাজ...আমার রাজাধিরাজ ! ...(বিপুল বেগে খড়্গটা ছুঁড়ে ফেলে আকাশের দিকে হাত তুলে) হা ঈশ্বর ! আমাকে অন্ধ করে দাও !

[ভূমিতে আছড়ে পড়ে থরথর করে কাঁপে অশ্বত্থামা। কৃতবর্মা তার পিঠে হাত রাখে।]

কৃত ॥ (অল্পক্ষণ নীরবতার পর) দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আমি দ্বিপ্রহরে এখানে এসে পৌঁছাই ! কোথাও কেউ নেই...চারিদিক লণ্ডভণ্ড ! রথখানি চুরমার ! নিঝুম মধ্যাহ্ন ! চারিদিকে খুঁজি...তারপর দেখি, ঐ...ওইখানে ! মহারাজ দুর্যোধন ! রক্তে কাদায় লুটিয়ে আছেন ; যন্ত্রণায় তৃষ্ণায়...আমাকে দেখেও মাথা তুলতে পারছেন না...তখনি তোমার কাছে দূত পাঠাই অশ্বত্থামা...

অশ্ব ॥ (ধীরে ধীরে মুখ তোলে। দুচোখে তার আগুন জ্বলসাচ্ছে) আপনার দূত যখন গেল কৃতবর্মা, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে তখন তাণ্ডব !

কৃত ॥ অনুমান করেছিলাম তুমি যুদ্ধে মেতে আছো...

অশ্ব ॥ যুদ্ধ...ঘনঘোর যুদ্ধ ! (বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে) উড্ডীন খড়্গ ! দেখেছে আজ শত্রুসেনা ! কৃতবর্মা, আজো সহস্র পাণ্ডবসেনা...আর আমি...আমি একা ! আঘাতে আঘাতে ছত্রখান করে দিচ্ছি ! ওরা ছুটছে...পালাচ্ছে...মৃত্যুর ভয়ে কলরব করছে ! তুমুল কলরব ! পাখির কুলায়ে শিকারী বাজের হানা দেখেছেন কৃতবর্মা ! বাঁচাও...বাঁচাও...রক্ষা করো ! একে একে একেকটি কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিচ্ছি ! সংহার...সংহার...দেব না বাঁচতে ! (খড়্গটা জড়িয়ে গরগর হাসতে হাসতে—সহসা থেমে) এমন সময় আপনার দূত কৃতবর্মা...সর্বনাশের খবর বয়ে নিয়ে...

কৃত ॥ (দূতের মতো) পঞ্চপাণ্ডবের আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে মহারাজ দুর্যোধন

আত্মগোপন করলেন কুরুক্ষেত্রের উত্তরে তিন যোজন পথ দূরে জনশূন্য প্রান্তরের হ্রদে। শত্রুরা সেখানে পর্যন্ত ধেয়ে এসে সবলে জল থেকে টেনে তুলে প্রান্তরের এক ভয়ানক গদাযুদ্ধে...

অশ্ব ॥ (খড়্গটা নাচাতে নাচাতে) শুনতে পাইনি...প্রথমে তার কোনো কথাই কানে ঢুকছে না আমার! দারুণ ব্যস্ত তখন! ঐ মৃগপাল ধাওয়া করে ধরাশায়ী করতে! পিছন থেকে কে আমার খড়্গ টেনে ধরল...

কৃত ॥ ...মহারাজের দুই উরু চূর্ণ...দুই জানু জর্জরিত...

অশ্ব ॥ ...আমি তার কণ্ঠ চেপে বলি, কী...কী বলিসরে হতভাগা, সত্য করে বল্, কার পতন?...আরো...আরো প্রবল বেগে সে আমায় টানতে লাগল...

কৃত ॥ ছিন্ন পর্বত! প্রবল গদাঘাতে মহারথী রথ থেকে ছিটকে পড়লেন...

অশ্ব ॥ ...ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে খড়্গ! মিথ্যা শোনাস না। ওরা সব যে বেঁচে যায়!...ভগ্নদূত দুই মুঠিতে বল্গা টেনে...(দম ছেড়ে)...আমার অশ্বের মুখ ঘোরালো!...হা হা হা—(হাহাকার করে অশ্বত্থামা) কে, কে ভাবতে পারে কৃতবর্মা, যখন মহানন্দে শত্রুসেনার মুণ্ডপাত করছি, তখন মাত্র তিন যোজন দূরে...ওরা আমার মেদিনী দীর্ণ করে দিয়েছে...আমার আকাশ ভেদ করেছে।

কৃত ॥ অশ্বত্থামা, তোমার জন্যে রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ!

অশ্ব ॥ সুসংবাদ!

কৃত ॥ (অশ্বত্থামার হাতে সুরাপাত্র দিয়ে) কাল প্রাতে অশ্বত্থামা, তুমি হবে কৌরব সেনাপতি!

অশ্ব ॥ কৌরব সেনাপতি!

কৃত ॥ পঞ্চম কৌরব সেনাপতি। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য...অশ্বত্থামা! বীর অশ্বত্থামা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য! পঞ্চপাণ্ডবের বিজয়হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা...চাই পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন শির—

[গোধূলি আলোক কী অদ্ভুত রেখায় চিকচিক করছিল অশ্বত্থামার চিবুকে। পানপাত্র হাতে সে রথের সামনে নতজানু হয়।]

অশ্ব ॥ আমায় ক্ষমা করো দুর্যোধন...

কৃত ॥ ক্ষমা!

অশ্ব ॥ ক্ষমা করো দুর্যোধন!...অযোগ্য...আমি তোমার সেনাপতির অযোগ্য! দুর্যোধন, আমি তোমাকে জয়ী করতে পারব না!

কৃত ॥ কী বলছ তুমি অশ্বত্থামা! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা...

অশ্ব ॥ মহারাজ, আঠারো দিনে আঠারো হাজার মানুষ মেরেছি। তারা কেঁদেছে—ছুটেছে—বাঁচাও বাঁচাও...বাঁচতে দিইনি! অথচ যাদের মারার কথা—সেই পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু বেঁচে আছে! তারা জয়ী! মহারাজ লক্ষ্যটা ওরা ভেদ করেছে...আর আমি বীরশ্রেষ্ঠ...অলক্ষ্যে রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে...সহস্র ধারায় ঝরিয়ে ঝরিয়ে...দুর্যোধন, ক্ষমা করো!

কৃত ॥ মহারাজ! (রথের মুখে ছুটে যায়) মহারাজ! অশ্বত্থামা কী বলছে! (রথের

ভিতরে চাপা আর্তনাদ। রথটা কাঁপছে।) অশ্বত্থামা, উন্মাদ হলে তুমি! মহারাজের আদেশ...! অশ্বত্থামা!

অশ্ব ॥ অশ্বত্থামার বুক ভেঙে গেছে...এক নিদারুণ লুণ্ঠন সাঙ্গ হয়ে গেছে কৃতবর্মা! এই দীর্ঘ পথ আসতে...ওঃ দুর্যোধন, পাহাড় পর্বত শূন্য শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করতে করতে বারংবার শুনেছি প্রতিদিনের নিহত সৈনিক আমায় ব্যঙ্গ করছে, কেন আমাদের মারলে অশ্বত্থামা! দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারোনি...তবে কেন মারলে! ওঃ সারাজীবন...সারা দীর্ঘজীবন কাদের মারতে কাদের মারলাম!...আর কোনো আদেশ করো মহারাজ...

কৃত ॥ আশ্চর্য কথা! অভিষেকের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। আর শেষ মুহূর্তে তুমি...

অশ্ব ॥ যদি বলো অমৃত এনে দিতে, অশ্বত্থামা তাই এনে দেবে, সাগর মন্থন করে! মুক্তাছত্র চাই...তাই এনে দেব এই মুহূর্তে...নানা রঙের মনোহর ছত্র! এ শিলাভূমিতে তুমি কষ্ট পাও মহারাজ...প্রাসাদ গড়ে দেব এইখানে...এই দণ্ডে...তোমার অন্তিম আমি স্বর্গসুখে ভরে দেব মহারাজ, পারব না শুধু ঐ সিংহাসন...

[রথে যন্ত্রণার বিলাপ বাড়ছে]

কৃত ॥ মহারাজ। মহারাজ। শান্ত হোন।...অশ্বত্থামা, এ কী অদ্ভুত আচরণ তোমার!...তোমার আশায় মহারাজ এখনো জীবন ধরে আছেন...শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে! আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আজ মহারাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পার কেবল তুমি—আর তুমি কিনা আজ...

অশ্ব ॥ দুর্যোধন মহারাজ, তোমার পতন তুমি দেখছ না। কী বিপুল কী বিশাল! দেখলে বুঝতে অশ্বত্থামা তার নিজেরই মুমূর্ষু দেহটার দিকে চেয়ে বসে আছে...

[গালে হাত দিয়ে অধোবদনে রথের সামনে বসে থাকে।]

কৃত ॥ মহারাজ তাঁর সেনানীদের হতাশা সহ্য করতে পারেন না! পারছেন না! বীর অশ্বত্থামা, কীসের বিষাদ! ভুলে গেলে আমরা কারা? আমরা অষ্টাদশ দিনের কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা...

[একটি পৃথক আলোকবৃত্তে কৃপাচার্যকে দেখা যায়।]

কৃপ ॥ আমরা কুরুক্ষেত্রের হতাবশেষ যোদ্ধা...

কৃত ॥ মৃতদেহের পাহাড় ঠেলে ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা...

কৃপ ॥ জনারণ্য ধ্বংস করেছি আমরা...

কৃত ॥ মরুভূমি করেছি আমরা...

কৃপ ॥ তথাপি ওদের নিধন করতে পারিনি! পাঁচটি মহীরূহ আজো অবিচল! পঞ্চপাণ্ডব তথাপি জীবিত!

[কৃপ ও কৃতবর্মা দুপাশে দুই আলোকবৃত্তে মহাকালের দুই পুতুলের মত আবৃত্তি করে চলে—মধ্যখানে উপবিষ্ট অশ্বত্থামার চোখ নিমীলিত।]

কৃত ॥ আমরা রাজার বাহিনী! ব্যর্থতা মানি না! ভুলে গেলে, ওদের মারতে কতো না কৌশল করেছি আমরা! একবার...একবার কৌশলে গৃহবন্দী করে...

কৃপ ॥ কৌশলে জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছি আমরা...

কৃত ॥ জীবন্ত দাহন হবে পাণ্ডব...

কৃপ ॥ কিন্তু হয়নি ! লেলিহান অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা ! পরিত্রাতা পাঁচটি চণ্ডাল ! ওদের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা...ওরা জীবিত !

কৃত ॥ (ক্ষণেক বিরতি) এবার পাঠিয়েছি বনে...

কৃপ ॥ কৌশলে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করে...

কৃত ॥ জনপদ থেকে বিতাড়িত করে...

কৃপ ॥ প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে...

কৃত ॥ ওদের দুর্বল করে...

কৃপ ॥ পথের ভিখারী করে...

কৃত ॥ শেষ করতে চেয়েছি আমরা...

কৃপ ॥ কিন্তু হয়নি ! বন থেকেও বেরিয়ে এসেছে ওরা...চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে।

কৃত ॥ (দ্বিগুণ জোরে) আমরাও থামিনি ! ডেকেছি যুদ্ধ !

কৃপ ॥ ভারত সংগ্রাম।

কৃত ॥ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত করেছি কুরুক্ষেত্রে...

কৃপ ॥ রচনা করেছি ব্যূহ...

কৃত ॥ দুর্ভেদ্য সব বেষ্টনী...

কৃপ ॥ তথাপি প্রতিরোধ করা যায়নি। সব বেষ্টনী ভেদ করেছে ওরা !

কৃত ॥ (কণ্ঠে শেষ শক্তি ঢেলে) কিন্তু আমরা ছাড়ব কেন ? আমরা দুর্যোধনের যোদ্ধা...

কৃপ ॥ আমরা মৃতদেহের পাহাড় মাড়িয়ে...

কৃত ॥ ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা...

কৃপ ॥ ষট্‌বিংশতি সহস্র মানুষ...

কৃত ॥ নিধন করেছি আমরা...

কৃপ ॥ কৃপাণে ভল্লে তূণে তোমরে...

কৃত ॥ ভারতবর্ষ ছত্রখান করেছি আমরা...

অশ্ব ॥ (সম্মুখের পানপাত্র ঠেলে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে) অন্ধ ! অন্ধ।

কৃত ॥ অন্ধ !

অশ্ব ॥ (খড়্‌গটি হাতে তুলে) অন্ধ। অন্ধ আমরা ! (খড়্‌গটিকে উদ্দেশ করে) যতো বলি...ঐ...ঐ তো ওরা পঞ্চপাণ্ডব...ওরে তোর শত্রু...তোর আজন্মের লক্ষ্য...মার্...ছিন্ন কর ওই শির...(সবেগে সামনের প্রস্তরে খড়্‌গ ঝাঁকিয়ে নামায় ! কৃতবর্মা লাফিয়ে ওঠে ! অশ্বত্থামা দারুণ ক্লান্তিতে খড়্‌গটা তুলে নিতে নিতে...) কোথায় পাণ্ডব ? চেয়ে দেখি রক্ত মেখে ছটফট করছে আর কেউ...অন্য কেউ ! হয় পাঁচটি চণ্ডাল, নয় পাঁচটি নিষাদ !...তাদের চিনি না...জানি না ! ওরে তোরা কেন, তোরা কোথা হতে এলি ! তারা শুধু হাসে...অশ্বত্থামা, কাদের মারতে কাদের মারলে !...অন্ধ ! আমরা জীবন অন্ধ !

কৃত ॥ আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না !

অশ্ব ॥ অন্ধ ! শত্রু চিনি না ! শত্রুকে আঘাত করতে পারি না ! শেষ মুহূর্তে ভুল করি ! একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই ! (খড়্গটিকে লক্ষ্য করে) নির্বোধ ! ভয়ানক ! দুর্বহ !

[বারংবার খড়্গটি প্রস্তরে নিক্ষেপ করতে থাকে। কৃতবর্মা অন্তরালে অদৃশ্য হয়। আছড়াতে আছড়াতে অশ্বত্থামা খড়্গটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা অবোধ্য আর্তনাদ করে নিশ্চুপ হয়। কৃপ এগিয়ে আসে।]

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা...(অশ্বত্থামা অদ্ভুত চোখে কৃপের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৃপ তার মাথায় হাত রাখে।) পুত্র,...

অশ্ব ॥ আমি জানতাম তুমি নেই...তুমি নিহত !

কৃপ ॥ আমি জানতাম তুমি আছো...এখানেই তোমায় পাব !

অশ্ব ॥ তোমায় হঠাৎ দেখে আমি এমন চমকে উঠেছি...

কৃপ ॥ যেন প্রেত দেখছ !

অশ্ব ॥ বেঁচে আছো...ওঃ, মাতুল ! তুমি বেঁচে আছো !

[কৃপের আলিঙ্গনে ধরা দেয়।]

কৃপ ॥ আছি...বেঁচে আছি...এই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য হয়ে !...অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মৃতদেহ...

অশ্ব ॥ হ্যাঁ, কারো হাত আছে, পা নেই...

কৃপ ॥ কারো মুখের একটা পাশ ভক্ষণ করেছে জন্তু !

অশ্ব ॥ নিরন্তর বন হতে পিপীলিকার সারি ফেলে...

কৃপ ॥ বেরিয়ে আসছে শৃগাল কুকুর...

অশ্ব ॥ আকাশে শকুনি...কৃষ্ণকায় উল্কা...

কৃপ ॥ মহাভোজ...দেশ জুড়ে আজ মহাভোজ ! ষট্‌বিংশতি সহস্র মানুষ...

অশ্ব ॥ অকারণ...কী অকারণ রক্তপাত ! (খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে যায়।) ওঃ !

কৃপ ॥ (অশ্বত্থামার হাত চেপে) কী করছ !

অশ্ব ॥ (শীতল গলায়) ছেড়ে দাও !

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা !

অশ্ব ॥ এই পরাজিত অক্ষম দেহ আমি রাখব না ! ছেড়ে দাও !

কৃপ ॥ আত্মনাশ করবে !

অশ্ব ॥ একটা ভীষণ কর্মহীন জীবন আমাকে গ্রাস করতে আসছে ! তার পূর্বে...

কৃপ ॥ (খড়্গটি ছিনিয়ে নিয়ে) আমি বুঝেছি, রাজার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার জ্বালা তুমি সহ্য করতে পারছ না !

অশ্ব ॥ হ্যাঁ ! (দু হাতে চুল মুঠি করে ধরে) ওঃ যদি পারতাম পাণ্ডবনিধন করে দুর্যোধনের পরমায়ু বাড়াতে !...ওহোহো !

কৃপ ॥ চলো, আমরা এ প্রান্তর ছেড়ে চলে যাই...চলো পালাই...

অশ্ব ॥ পালাবো ? বলছ কী ? রাজাকে ফেলে আমরা পালাবো !

কৃপ ॥ ও মুমূর্ষু ! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দেরি নেই ! এখানে বসে কী করবে তুমি...

অশ্ব ॥ তবু পারি না...ছেড়ে যেতে পারি না ! রাজার চেয়ে বড় আত্মীয় আমার কেউ নেই...কিছু নেই...

কৃপ ॥ পলায়ন ছাড়াও এখন পথ নেই। এরা ছাড়বে না ! আবার তোমায় ঐ মারণখেলায় পাঠাবে...

অশ্ব ॥ যুদ্ধে !

কৃপ ॥ সেই মন্ত্রণাই করছে ! অশ্বত্থামা, আমি দুর্যোধনকে বাঁচাতে এখানে আসিনি ! এসেছি তোমাকে বাঁচাতে ! পুত্র, ওরা যতই বলুক, এই ভয়ংকর রক্তস্রাবী সংগ্রামে আর ঝাঁপিয়ে পড়ো না...এসো...চলে এসো...

[কৃপ অশ্বত্থামাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে !]

কৃত ॥ (দ্রুতপদে অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে রথের সামনে দাঁড়ায়।) দেখুন, দেখুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কীর্তিটা দেখুন মহারাজ ! নিজে তো কিছু করবেন না...যে কিছু করতে পারে তাকেও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ! মহারাজ, এই কুচক্রী ব্রাহ্মণের প্রভাব থেকে ওকে মুক্ত করতে না পারলে...

কৃপ ॥ কৃতবর্মা, কুচক্রী বলছ কাকে !

কৃত ॥ আপনাকে আপনাকে !...শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ নিয়ে কখনো যুদ্ধে জেতা যায় না ! আমি আপনাকে বহুবার বলেছি মহারাজ, এদের বিশ্বাস নেই !

কৃপ ॥ কৃতবর্মা, সংযত হও !

কৃত ॥ ওই, ওই দেখুন ! এতোক্ষণ মিউমিউ করছিল...এবার ভাগিনেয়কে সঙ্গে পেয়ে কী রকম বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল ! তখনি জানি, একটা গোলমাল উনি পাকাবেনই !

কৃপ ॥ কৃতবর্মা, আমি স্তম্ভিত !

কৃত ॥ স্তম্ভিত আপনি কেন ? হবো তো আমরা ! এই সমস্ত অকৃতজ্ঞ স্তম্ভ নিয়ে মহারাজ, আপনি ডুবলেন ! আজীবন মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আজ তাঁর শত্রুতা করেন ! নির্লজ্জ কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ !

অশ্ব ॥ কৃতবর্মা ! কী বললেন, আবার বলুন...

কৃত ॥ হাজার বার বলব ! সপরিবারে না খেয়ে মরছিলেন...দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ! হস্তিনার রাজবাড়িতে আশ্রয় না পেলে এতোদিন কোথায় থাকতেন সব !

[কৃপ মাথা নিচু করে।]

অশ্ব ॥ মহারাজ, তোমারই সামনে আমার পূজনীয় মাতুলকে, সর্বশ্রদ্ধেয় মানুষটিকে কৃতবর্মা ও কী বলে ?

কৃত ॥ ভুলে গেছে মহারাজ...আজ আপনার দুর্দিনে সব ভুলতে চাইছে ওরা ! (কৃপকে) আপনি...আপনার ভগ্নিপতি আচার্য দ্রোণ...ঐ অশ্বত্থামার পিতা...অনাহারে শুকিয়ে একবস্ত্রে ঐ শিশুপুত্রের হাত ধরে দাঁড়াননি কুরুরাজের দুয়ারে হাত পেতে ?...কে আশ্রয় দিয়েছিল...কে অন্ন দিয়েছিল...কে দুবেলা শাস্ত্র পাঠের সুযোগ দিয়েছিল আপনাদের !

কৃপ ॥ ভুলিনি...ভুলিনি কৃতবর্মা ! মহারাজ দুর্যোধন আমাদের অন্ন দিয়েছে...এবং অন্ন দিয়েছে...সর্বোপরি অন্ন দিয়েছে...তাছাড়া অন্ন দিয়েছে...সে ঋণ কি ভোলার ?

কৃত ॥ ও, আর খেয়ে-দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আজ বুঝি...মহারাজ, যতোকাল আপনার বিক্রম ছিল এবং ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল...এই ব্রাহ্মণ পরিবার চুপ করে বসেছিল। আর আজ দেখুন...আপনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেখুন—মুখোশ ছিঁড়ে চতুর লোভী সুযোগসন্ধানী রূপটি বেরিয়ে পড়েছে ! ওরা তো বুঝেছে দুর্যোধন শেষ হয়ে এলো ! ধূর্ত ! শঠ ! বিশ্বাসঘাতক !

অশ্ব ॥ বিশ্বাসঘাতক ! আমরা !

কৃত ॥ নয়তো কে ? আমি ! আমি মহারাজের অনুগ্রহ পেয়েছি এবং তাঁর জন্যে প্রাণপাত করতে নিজের রাজ্য ছেড়ে ছুটে এসেছি ! কে বিশ্বাসঘাতক, আমি না তুমি !

অশ্ব ॥ মূর্খকে থামাও ! মহারাজ—আমার পিতা অস্ত্রগুরু দ্রোণ তোমার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন...আমার মাতুল চিরদিন তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী...আর আমি...

কৃত ॥ এতোই যদি, তবে আজ কুরু সেনাপতিত্বে অরুচি কেন ? তাহলে কি বুঝব অশ্বত্থামা কাপুরুষ !

অশ্ব ॥ কাপুরুষ !

কৃত ॥ কাপুরুষ ! ভীত ! দ্রোণপুত্র পাণ্ডবের ভয়ে ভীত ! মৃত্যুভয়ে ভীত !

অশ্ব ॥ আমাকে উত্তেজিত করো না কৃতবর্মা !

[অশ্বত্থামা গর্জন করে কৃতবর্মার দিকে ছোটে।]

কৃপ ॥ থামো...থামো তোমরা, হোক যুদ্ধ !

কৃত ॥ হোক্ যুদ্ধ !

অশ্ব ॥ না...

কৃত ॥ অকৃতজ্ঞ ! শত্রুর চর ! এবার নিশ্চয়ই ওরা শত্রুর দলে যোগ দেবে !

অশ্ব ॥ (প্রবল মুঠিতে কৃতবর্মার কণ্ঠ চেপে ধরাশায়ী করে) কী চাও তুমি, কৃতবর্মা ?

কৃত ॥ যুদ্ধ !

অশ্ব ॥ (ঝাঁকুনি দিয়ে) কী চাও ?

কৃত ॥ যুদ্ধ !

অশ্ব ॥ যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! কী করে তোমায় বোঝাবো মূর্খ, নিরন্তর বৃথা...বৃথা হত্যা করে...ভুল...ভুল মানুষ হত্যা করে করে...আমি ক্লান্ত ! ক্লান্ত ! বলো কী চাও ?

কৃত ॥ যুদ্ধ !

অশ্ব ॥ (কৃতবর্মাকে ছেড়ে) যাও ক্ষত্রিয়রাজ, তোমার যুদ্ধসাধ মেটানো ব্রাহ্মণপুত্রের কর্ম নয় !

কৃত ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! যুদ্ধ বিনা আমাদের কোনো গতি নেই ! বিজয়ী পাণ্ডব আমাদের প্রাণদণ্ড দেবে ! অতএব যুদ্ধ ! যুদ্ধেই নিষ্কৃতি !

[দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলো। অশ্বত্থামা অভিমানী সর্পের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকে।]

অশ্ব ॥ যুদ্ধ মহারাজ, যুদ্ধ চাই তোমার ? মহারাজ, এ যুদ্ধের প্রথম দিন আমায় সেনাপতি করলে পাণ্ডবের পঞ্চমুণ্ড আজ তোমার পায়ের নিচে শোভা পেত ! কিন্তু তুমি তা করোনি !...আমায় উপেক্ষা করেছ ! আমার প্রবল বাসনা জেনেও, না জানার ভান করে তিলে তিলে দগ্ধ করেছ ! আমার তুল্য বীর ক'জন ছিল তোমার, বলো কার ছিল আমার সমান ক্ষমতা ? দুর্যোধন, এই অবেলায় সেনাপতি করে তুমি আমায় নিশ্চিত অসাফল্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছ !

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা, হোক যুদ্ধ !

অশ্ব ॥ মাতুল, তুমিও বলছ ! তুমিও ! আচ্ছা, কী বলে তুমি...

কৃপ ॥ আমি যে একজন অন্নদাস শাস্ত্রজীবী !...কোন দিন নিঃসংশয়ে প্রতিবাদ করতে পারিনি ! নীরবে গুমরে গুমরে যা বলে করে যাই ! (অল্পক্ষণ থেমে থাকে) তখন ভরা শ্রাবণের ঝরঝর বর্ষণ চলেছে ! সারাটা বেলা একমুঠো খুদ আর একটু পিটুলিগোলা ছাড়া কিছু জোটেনি ! তোমার মা তাই তোমাদের ভাইবোনদের ভাগ করে দিচ্ছেন ! আমি স্থির থাকতে পারলাম না...তোমার পিতাকে নিয়ে এলাম হস্তিনায় !...তখন ভেবেছিলাম, মহাপরোপকারী রাজা বুঝিবা দীন-দরিদ্রের বন্ধু...বুঝি সে চায় ভারতে শাস্ত্রবিধি চর্চা হয়, জ্ঞানগরিমার বিকাশ ঘটে...দু হাত বাড়িয়ে তাই আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে কাছে টেনে নিল ! মূর্খ ! মূর্খ ছিলাম ! বুঝিনি রাজার উদ্দেশ্য কখনো এমন জলের মতো স্বচ্ছ নয় ! বুঝিনি রাজা তার শক্তি সংগঠিত করতে ধীরে ধীরে বল অর্জন করছে ! সব দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে ! বুঝিনি একদিন তোমাকে আমাকে তোমার পিতাকে হাতে অস্ত্র নিয়ে তার হয়ে লড়তে হবে !

অশ্ব ॥ দুর্যোধনের অন্ন...সে কি তবে নিঃসর্ত নয় !

কৃপ ॥ রাজার অন্ন, হা পুত্র, এতো গুরুপাক...তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর বিষক্রিয়ায় চিরদিন স্তব্ধ হয়ে ছিলাম ! লজ্জায় ঘৃণায়...কতো বার ভেবেছি, এই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি...

অশ্ব ॥ পিতা !

কৃপ ॥ নিজের বাঁধন নিজে ছিঁড়তে হয় ! নইলে কেউ সহজে মুক্তি দেবে না ! সম্ভব...মুক্তি সম্ভব ! শুধু একটু কঠিন আর নির্মম হতে হবে ! অশ্বত্থামা, থাক্ দুর্যোধন, চলো আমরা যাই...

অশ্ব ॥ (জলপাত্র এনে কৃপের সামনে ধরে) অন্তিমকালে আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করব !

কৃপ ॥ (জলপান করতে গিয়ে থেমে) পুত্র, আমাদের জীবন যে আজ সব দিক দিয়ে বিপন্ন ! পাণ্ডবের চূড়ান্ত জয় হয়েছে ! ওরা ভারতের অধীশ্বর ! আজ হোক, কাল হোক ওরা আমাদের চরম শাস্তি দেবে ! আমরা শুধু আজ পরাজিত না, পলাতক ! অশ্বত্থামা, যত শীঘ্র সম্ভব এখন আমাদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে হবে ! অশ্বত্থামা, চলো আমরা ওদের কাছে যাই—

অশ্ব ॥ (চমকে) কোথায় ?

কৃপ ॥ চলো ওদের মার্জনা ভিক্ষা করি...

অশ্ব ॥ পাণ্ডবদের কৃপা !

কৃপ ॥ বাঁচতে হবে তো ! ওদের কৃপা বিনা দাঁড়াবো কোথায় ?

অশ্ব ॥ ওঃ, যে জীবন শত্রুর কৃপায় বাঁচে...

কৃপ ॥ ভুলে যেয়ো না, এখন এ ছাড়া আর গতি নেই !

অশ্ব ॥ কী বলছো তুমি ! ওদের দুয়ারে মাথা নিচু করে দাঁড়াবো ! শুধু একটু জীবন...একটু নিশ্চিত জীবনের আশায় ! (জলপানে উদ্যত কৃপের হাত থেকে পানপাত্র ছিনিয়ে নেয়।) বৃদ্ধ তুমি ! বোঝ না সে কী লজ্জা !

কৃপ ॥ ওরা তোমায় পেলে খুশী হবে ! সব অপরাধ ভুলে যাবে ' ওরা নির্দয় নয় !

অশ্ব ॥ দয়া ! দয়া ! দয়ার জন্যে আমরা যাবো...আমরা...আমরা !...ওঃ কৃতবর্মা তবে ঠিকই বলে...

কৃপ ॥ কী বলে ?

অশ্ব ॥ বলে ব্রাহ্মণ লোভী । সর্বদা নিরাপত্তা খোঁজে । ব্রাহ্মণ চতুর আর...

কৃপ ॥ এতে চাতুর্য কী ? জয়ীকে স্বীকার করে নেব...

অশ্ব ॥ আর ওদের বিজয়-উৎসবে গলা ছেড়ে বন্দনা গাইব ! তুমি আমাকে অবাক করলে !

কৃপ ॥ উৎসব ' কোথায় উৎসব । কাদের উৎসব !

অশ্ব ॥ ওদের ! ওদের ! লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বেলে আজ পাণ্ডব নিশ্চয় সিংহাসন সাজাবে !

কৃপ ॥ ওরা নিষ্ঠুর নয় । ওরা জানে কতো অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই জয়লাভ ! আনন্দ করার মতো নির্বোধ ওরা নয় ! ওদের শিবিরে আজ শোকরজনী !

অশ্ব ॥ শোকরজনী !

কৃপ ॥ আলো জ্বলবে না, বাদ্য বাজবে না, আজ এক অন্ধকার কক্ষে ওরা রাত্রি কাটাবে ।

অশ্ব ॥ সে কী ' এত বড় জয়ে তারা উৎসব করে না ।

কৃপ ॥ আমরা হলে তাই করতাম । একটা নির্বোধ উল্লাসে হত-চৈতন্য হতাম ! কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের যে এটা দীর্ঘকালের সাধনার ফল ! দুর্যোধনের হাতে নির্যাতনের দিনগুলোকে স্মরণ করে ওরা আজ নিভৃতে অশ্রুপাত করবে । ওরা জানে প্রাণের মূল্য ! চলো পুত্র, ওদের সাথে আমরাও আজ রাত্রি কাটাই, অগণিত নরহত্যার অভিশাপমুক্ত হই । ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমা করবে ! চলো পুত্র....

অশ্ব ॥ না !

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা !

অশ্ব ॥ আমি তোমায় আর কোন রাজদ্বারে ভিক্ষা করতে দেব না। কৌরব কিংবা পাণ্ডব, যে হোক্ !

কৃপ ॥ পুত্র !

অশ্ব ॥ অন্ন হোক্ জীবন হোক্..... দুয়ার হতে দুয়ারে অধিক সুখ খুঁজে কী হবে ! এসো আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচি !

কৃপ ॥ (অভিভূত স্বরে) অশ্বত্থামা !

অশ্ব ॥ স্বাধীনতা....তার চেয়ে বড় সুখ বড় নিরাপত্তা আর কীসে !....আমরা এই প্রান্তরে বাস করবো !

কৃপ ॥ এই প্রান্তরে ?

অশ্ব ॥ এই নির্জন ঊষর প্রান্তরে ! লোকালয় থেকে অনেক দূরে ! ওরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি ! আদৌ বেঁচে আছি কি না....

কৃপ ॥ এখানে কি বসবাস সম্ভব ?

অশ্ব ॥ কেন কেন কেন ? আমার সঙ্গে শিলাখণ্ডে শয়ন করতে পারবে না তুমি !

কৃপ ॥ না হয় হলো ! কিন্তু সামনে বর্ষাকাল—

অশ্ব ॥ ভেবো না, ভেবো না ! আবার শ্রাবণ নামার আগে গুল্মলতায় কুটীর বেঁধে ফেলবো ! একটা ছোট্ট পাতার ঘর....

কৃপ ॥ তারপর ?....দুরন্ত শীতে ?

অশ্ব ॥ আগুন জ্বালব শুষ্ক কদম্বের মূলে !

কৃপ ॥ আহার তৃষ্ণা ?

অশ্ব ॥ শৈলচূড়া থেকে এনে দেব দ্রাক্ষাফল। বনে বনে শিকার করব কচি হরিণ, বৃদ্ধ সজারু...

কৃপ ॥ এ বিলাসহীন জীবন তো তোমার নয় পুত্র ! কী বা বয়স তোমার ! এ জীবন বনচারী সন্ন্যাসীর....আমি কাটাতে পারি....তোমার কতো ভোগতৃষ্ণা !

অশ্ব ॥ কিছু নেই....আজ আমার কিছু নেই। ভোগতৃষ্ণা কিছু না। ঐ নীল শৈলপারে চাঁদ উঠলে, আমার কুটীরের দ্বারে....তোমার পায়ের কাছে বসে শুনব পিতা, ভূলোক দ্যুলোক নভোমণ্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা।

কৃপ ॥ বলব, বলব অশ্বত্থামা....তোকে আমি বলে যাব সব। মাটির কথা....মৃত্তিকার অণু পরমাণু ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে যাব এক আশ্চর্য আলোক.....মহাবিশ্বব্যোম-ব্যাপী মঙ্গলের আলোক ! তোকে আমি দিয়ে যাব সব !

অশ্ব ॥ ধীরে ধীরে ভুলে যাব ফেলে আসা জীবনের সব কথা ! আহার বিহার বসন ভূষণ...সব ! সব রক্ত মুছে ফেলব। নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেব দু চোখের অন্ধতা !

কৃপ ॥ পুত্র !

[অশ্বত্থামা ধীর পায়ে প্রান্তরে অদৃশ্য হয়। সন্ধ্যা হয়-হয়। কৃপ এক পাশে আহ্নিকে বসে। রথের মুখে কৃতবর্মাকে দেখা যায়, তার চোখ জ্বলছে। মুখে বিস্তৃত এক কিম্ভূত হাসি।]

কৃত ॥ সুযোগ ! দারুণ সুযোগ ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, আমিও শুনেছি ! সুবর্ণ সুযোগ ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, পারব, এবার নিশ্চয় রাজি করাতে পারব ! কৃপের মুঠি থেকে ওকে ছিনিয়ে নেব ! আপনি নিশ্চিত হোন মহারাজ, আজ রাতেই শত্রুবিনাশ ! ওঃ কী দারুণ পরিকল্পনা ! মহারাজ, মহারাজ, আচার্য কৃপ নিজেও বোধ হয় জানেন না, তাঁর কথার মধ্যে কী বিরাট সুযোগের ইংগিত ! নিজেও

জানেন না কৃপ....

[কৃতবর্মা সন্ধ্যাহ্নিকে রত কৃপের কাছে যায় ও করজোড়ে মাথা নিচু করে—]

কৃত ॥ দেব কৃপাচার্য।

[কৃপ কৃতবর্মার দিকে তাকায়।]

অজস্র অপরাধ করেছি আপনার কাছে, অধম অজ্ঞ জেনে ক্ষমা করুন আচার্য।

কৃপ ॥ আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট নই কৃতবর্মা।

কৃত ॥ বাঁচলাম। সেই থেকে কী যে অসহ্য পীড়া ভোগ করছি। মহাত্মা কৃপ, আপনি শুনে সুখী হবেন, মহারাজ তাঁর ভুল বুঝেছেন....মহারাজ তাঁর যুদ্ধলিপ্সা ত্যাগ করেছেন!

কৃপ ॥ দুর্যোধন।

কৃত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কী হবে আর যুদ্ধে? মহারাজের আয়ু তো আর বেশিক্ষণ নয়!

কৃপ ॥ কৃতবর্মা। সত্য!

কৃত ॥ অন্তিমকালে প্রতিহিংসা—না না, সুস্থ চিন্তা নয়। মহারাজ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন।

কৃপ ॥ নয়...নয়ই তো। (আসন ছেড়ে উঠে) সুযোধন, তোমার যে শুভবুদ্ধি জাগল! মহারাজ, আজ আমার আনন্দ হচ্ছে। এত বড় বিপুল ধ্বংসকাণ্ড, তবু এই যে শুভবোধ, এর তুলনায় তাও ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। না না, আর বৈরিতা নয়। প্রার্থনা করো ওরা যেন ভারত আবার নতুন করে গড়তে পারে। ধন্য। ধন্য সুযোধন। মহারাজ, আমার আশীর্বাদ নাও...মহিমান্বিত কুরুরাজ আমার আশীর্বাদ...

কৃত ॥ মহাত্মা কৃপ, একটু আগে শোকরজনীর কথা কী বলছিলেন....

কৃপ ॥ পাণ্ডব শিবিরে আজ শোকরাত্রি।

কৃত ॥ নিরালোক ঘরে পঞ্চপাণ্ডব রাত্রি কাটাবে, সত্য?

কৃপ ॥ সত্য। সত্য। পাণ্ডবশিবির আজ বিষাদমগ্ন প্রতিটি যোদ্ধা অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, খুলে ফেলছেন যুদ্ধবর্ম। এমন কি শিবিরদ্বারের রক্ষীটি পর্যন্ত আজ নিহতদের স্মরণে বিলাপরত।

কৃত ॥ বটে। বটে। শিবিরদ্বারে তবে তো আজ প্রহরা নেই। কেনই বা থাকবে। বিপক্ষ তো পরাভূত! পর্যুদস্ত। পাণ্ডবশিবির আজ নির্ভয়, নিঃশঙ্ক! তা মহাত্মা কৃপ, এত কথা আপনি কোত্থেকে..

কৃপ ॥ কোত্থেকে জানলাম? স্বচক্ষে সব দেখে এলাম। আমি যে ওদের শিবিরে গিয়েছিলাম....সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে—

কৃত ॥ সন্ধির প্রস্তাবও জানিয়ে এসেছেন। ভালো ভালো! তাহলে মোটকথা দাঁড়াল এই, ওরা আজ নিরস্ত্র হয়ে পাঁচজনে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাত্রিযাপন করবে! সারাটা শিবিরে নামবে শোকের স্তব্ধতা, দুয়ারে প্রহরী থাকবে না! পাণ্ডবশিবির আজ সম্পূর্ণ অসতর্ক!

কৃপ ॥ (চমকে) কৃতবর্মা। কী বলতে চাইছ

কৃত ॥ এক আশ্চর্য সুসংবাদ এনেছেন আচার্য ! হাঃ হাঃ হাঃ (ছুটে রথের কাছে যায়, এবং অদৃশ্য দুর্যোধনের রত্নহার নিয়ে ফিরে আসে। অশ্বত্থামা ঢুকছে।) আসুন মহাত্মা, গ্রহণ করুন !

কৃপ ॥ এ কী !

কৃত ॥ মহারাজ দুর্যোধনের পুরস্কার !

কৃপ ॥ পুরস্কার ! কেন ?

কৃত ॥ শত্রুশিবিরের গোপন বার্তা সংগ্রহ করে এনেছেন আপনি ! আর আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন সাফল্যের স্বর্ণদুয়ার !

কৃপ ॥ সাফল্য !

কৃত ॥ যদি মধ্যরাত্রে আমরা ওদের শিবিরে প্রবেশ করতে পারি...একসঙ্গে পাঁচজনকে পেয়ে যাবো ! নিরস্ত্র, অসতর্ক...

কৃপ ॥ কৃতবর্মা !

কৃত ॥ মহারাজ বুঝেছেন সম্মুখসমরে ওদের মুণ্ডচ্ছেদ অসম্ভব। এখন অভিযান নিশীথের অন্ধকারে—

কৃপ ॥ নিরস্ত্র মানুষকে তোমরা হত্যা করবে !

কৃত ॥ করব...করতে পারব, যদি এখন থেকে প্রস্তুত হই, নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে যাই—

কৃপ ॥ পাপ ! পাপ ! শোকমগ্ন মানুষ হত্যা...জঘন্য নীচতা ! সুযোধন বৎস....(কৃপ রথের দিকে অগ্রসর হয়। ভিতরে তাকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে) আঃ ! কী বীভৎস। কী পৈশাচিক মুখ ! তুমি কি মানুষ। (রথের ভিতর অদৃশ্য মহারাজের হাসি।) চক্রান্ত...হীন নীচ চক্রান্ত। পিশাচ ! পিশাচ ! অন্তিমকালে রক্ততৃষ্ণা ! (অদৃশ্য মহারাজের হুংকার) না, ভয় করি না....ও রক্তচক্ষু আর ভয় করি না তোমার ! সারাজীবন করেছি, সারাজীবন গর্দভের মতো তোমার ঋণের ভারে দুমড়ে মুচড়ে চলেছি....গর্দভ বোঝে না একটা ঝাঁকি দিলে ভারটা খসে পড়ে....আপন নির্বুদ্ধিতায় সে ভারবাহী ! রাজা, তোমার জাল ছিঁড়েছি ! আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা স্থির করেছি ! চলে এসো অশ্বত্থামা....

কৃত ॥ ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, পাণ্ডব পাঁচজন এক ঘরে। ওরা ছাড়া আর কেউ নেই ! ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, নির্ভুল লক্ষ্যভেদের সুযোগ ! অশ্বত্থামা, বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই ! ওদের মারতে অন্যকে মারার প্রশ্নই ওঠে না !

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা, আমি বুঝতে পারিনি, শোকরজনীর সংবাদ এদের কাছে এতো লোভনীয় হবে !

কৃত ॥ অশ্বত্থামা....একটি রাত্রি....জীবনে একবার আসছে—

কৃপ ॥ চলে এসো অশ্বত্থামা....

অশ্ব ॥ বেলা ডুবে যায় গোধূলি হারায়...

কৃত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগিয়ে আসে সে রাত্রি ! পরম রাত্রি !

কৃপ ॥ না না, বিকট হাঁ করে নেমে আসে এক কৃষ্ণকায় দানব...

অশ্ব ॥ আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায়....

কৃত ॥ আঁধার....আঁধার নামছে। প্রশস্ত লগ্ন...

অশ্ব ॥ শৈলচূড়ে গুল্মলতায়....

কৃপ ॥ আঁধার ঘনায় পেঁচার চোখে...

অশ্ব ॥ রাত্রি নামে নদীর কূলে...বৃক্ষশাখায়...চরাচরে..

কৃত ॥ দ্রুত। অতি দ্রুত অশ্বত্থামা....

কৃপ ॥ দ্রুত। অতি দ্রুত ঢেকে যাবে সব। একটি কালো দানবের গ্রাসের মধ্যে লুপ্ত হবে দ্যুলোক ভূলোক। দ্রুত...অতি দ্রুত...

কৃত ॥ দ্রুত...অতি দ্রুত...

অশ্ব ॥ দ্রুত। অতি দ্রুত নেমে আসে রাত্রি। এগিয়ে আসে মধ্যরাত্রি। পিতা, এ দারুণ সুযোগ।

[কৃতবর্মা হেসে ওঠে।]

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা।

অশ্ব ॥ এমন নিশ্চিত এমন অব্যর্থ সুযোগ জীবনে আর আসেনি...

কৃত ॥ আসেনি...আসবে না। এই তুমি...ওই ওরা পাঁচজন। মাঝখানে কেউ নেই।

অশ্ব ॥ কিছু নেই। শুধু ওরা....এবার শুধু ওরা...নিরস্ত্র। ধ্যানমগ্ন। কৃতবর্মা।

[ভয়ংকর হেসে কৃতবর্মাকে জড়িয়ে ধরে।]

কৃত ॥ (রথ দেখিয়ে) সর্বাগ্রে মহারাজ....

অশ্ব ॥ দুর্যোধন।

[ছুটে গিয়ে রথের মধ্যে হাত বাড়ায়। মুহূর্তের জন্য রথের অন্তরালে সে অদৃশ্য হয়।]

কৃত ॥ ওঃ। ওঃ। অপূর্ব দৃশ্য। বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা শায়িত মহারাজের কণ্ঠলগ্ন। অদ্ভুত। অপূর্ব। কেউ অশ্রু সংবরণ ‧‚রতে পারছেন না। আনন্দাশ্রু। অপূর্ব। অপূর্ব।

অশ্ব ॥ (বেরিয়ে আসে) অশ্ব প্রস্তুত করুন, হাতে সময় নেই ভোজরাজ....

কৃত ॥ এখনই।

[কৃতবর্মা দ্রুত বেরিয়ে গেল।]

অশ্ব ॥ (দ্রুতহাতে মাথায় কেশবন্ধনী জড়াতে জড়াতে) রাত্রি নামছে... গোধূলি হারিয়ে যাচ্ছে...তিনটে নদী...দুটো প্রান্তর...একটা পাহাড়...কয়েকটা শস্যক্ষেত্র পার হতে হবে...তারপর কুরুক্ষেত্র...পার হতে হবে...তারপর...

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রের আকাশে শকুনি.

অশ্ব ॥ ওরাই হবে আমার পথের নিশানা....

কৃপ ॥ নিশীথের চাঁদ ভয়ংকরী চামুণ্ডা...

অশ্ব ॥ সে আমার পথের আলো...

কৃপ ॥ এলোকেশী চাঁদ তাম্র কেশ বিছিয়ে কুরুক্ষেত্রে ক্রন্দনরত। পূর্ণোদর জন্তুরা সেখানে উদ্গার ছাড়ছে। আবার হত্যা করবে?

অশ্ব ॥ হত্যা! হত্যা।

কৃপ ॥ হত্যা করবে !

অশ্ব ॥ হত্যা ! রক্তপাত ! আমার শরীরে বিদ্যুৎ হানে ! দ্রুত অতি দ্রুত ! হত্যা আমাকে প্রলুব্ধ করে, টানে ! কী ভীষণ টানে ! (নেপথ্যে তাকিয়ে) কৃতবর্মা, আমার অশ্বের মুখ ঘোরান....

কৃপ ॥ নিজে বলেছ তুমি নরহত্যায় ক্লান্ত !

অশ্ব ॥ ও চুপ চুপ চুপ ! এমন অসত্য এমন অর্বাচীন কথা আমি কাউকে বলিনি ! হত্যা আমায় ক্লান্ত করে ? না না না ! ভুল ভুল...বলেছি ভুল হত্যা করে করে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম ! অন্ধতায় আর লক্ষ্যভ্রষ্টতায় শ্রান্ত ! হত্যা চাই...হত্যা ! একটি সঠিক নির্ভুল হত্যা ! কী শুনতে কী বুঝেছ তুমি !

কৃপ ॥ বুঝতে পারিনি তোর অন্তরের অন্তরালের ওই বিষম বাসনা....আমি ধরতে পারিনি ! ওরে শোন্ শোন্-আমার কথা শোন্....

অশ্ব ॥ (যেন একটি শরীরী বিদ্যুৎ। চোখ দুটি ক্রমশ ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল) একটা পাহাড়...কয়েকটা পতিত শস্যক্ষেত্র আর একটা শূন্য জনপদ পার হতে পারলে আমার সাফল্য ! সঠিক শিকার ! একটা রাত্রি ! রাত্রিশেষে মুছে যাবে আমার সহস্র অকীর্তি ! একটা সঠিক কর্ম ! (কৃপকে) শিবিরের মূল প্রবেশপথ থাকবে তোমার প্রহরায় ! অতি সংগোপনে সতর্কতায় দ্বার আগলাতে হবে !

কৃপ ॥ ভেবে দেখ, ভেবে দেখ অশ্বত্থামা, কী করতে চলেছ !

অশ্ব ॥ বুঝতে পারছি কী বিরাট ঝুঁকি নিয়ে আমরা যাচ্ছি ! কাজটা খুব সহজ মনে হলেও, তা নয় ! ওরা দারুণ ধূর্ত ! হিসাবে একটু ভুল হবে কি, ওরা আবার বেরিয়ে আসবে জীবিত ! তথাপি জীবিত !...কৃতবর্মা ! (কৃপকে) সময় নষ্ট করো না...শীঘ্র তৈরী হয়ে নাও।

কৃপ ॥ হা পুত্র, মাত্র কয়েক দণ্ড আগে দেখা কোথায় তোর সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মূর্তি ! শুনবি না, ভূলোক দ্যুলোকের কথা...

অশ্ব ॥ দ্যুলোক দুলছে আমার চোখে ! হাঃ হাঃ হাঃ। কৃতবর্মা....

[নেপথ্যে একাধিক যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব ঘনায়মান অন্ধকারকে ভারী করে তুলেছিল।]

কৃপ ॥ শঠ ! প্রবঞ্চক ! আমাকে প্রবঞ্চনা করলি কেন !

অশ্ব ॥ প্রবঞ্চনা !

কৃপ ॥ শান্ত জীবনের লোভ দেখিয়ে কেন তুই আমায় এমন করে...(অশ্বত্থামার হাত ধরে) ওরে আমাদের কুটীর—

অশ্ব ॥ কুটীর... ?

কৃপ ॥ ওরে পাতায় ছাওয়া ছোট ঘরখানি...

অশ্ব ॥ ওঃ চুপ চুপ চুপ ! এমন দীনতার কথা বলো না ! পাতার কুটীর কেন, আমি তোমাকে সোনার প্রাসাদে রাখব !

কৃপ ॥ ধিক ! ধিক ! দেহভারে নড়তে পারছিলে না, মৃতের মতো শুয়েছিলে !...ঠিক সেই অজগর...ভিতরে সে গর্জন করে, বাইরে নির্মল ! আর মেষ পশু সামনে

এলে...

অশ্ব ॥ সহসা যে গ্রাস করে !

কৃপ ॥ ছদ্মবেশী অজগর ! তুই কপট বৈরাগী !

অশ্ব ॥ আমি যে ক্ষত্রিয় ! পিতা, ভুলে যাও কেন, সেই দূর শৈশবে বালক অশ্বত্থামার এই ধমনীতে অশনি-সংকেত দেখে...কুরুরাজ তার কুলনাশ করে ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে বুকে এঁকে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের রক্ততৃষা, হত্যার অঙ্গীকার। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ! আমি শঠ ! প্রবঞ্চক ! অজগর ! হত্যা চাই আমার ! সাফল্য চাই !...গোধূলি শেষ হয়ে আসছে ! মহারাজের মৃত্যু রোধ করতে হবে ! পঞ্চমুণ্ড জয় করে ফিরতে হবে ! কোথায় তোমার অস্ত্র, তৈরী হয়ে নাও—

কৃপ ॥ দূর ! দূর হও তুমি !

অশ্ব ॥ তুমি ! যাবে না ?

কৃপ ॥ উচ্ছন্নে যাও !

অশ্ব ॥ তুমি না থাকলে সবই যে পণ্ড ! ওদের শিবিরের অন্ধিসন্ধি সব তোমার জানা ! তোমাকে যেতে হবে।

কৃপ ॥ ভেবেছো কি এই পাপ অভিযানে আমি তোমার সঙ্গী হব !

অশ্ব ॥ (কৃপের পদপ্রান্তে বসে) পিতা, তুমি ছাড়া এ অভিযান সফল হবে না !

কৃপ ॥ সফল হবে তুমি ! সফল ! আবার ভুল করবে তুমি ! ভুল !

অশ্ব ॥ (সহসা দারুণ শব্দে কৃপের মাথার উপর খড়্গ তোলে।) কী করবো ?

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা !

অশ্ব ॥ আবার বলো কী করবো !

কৃপ ॥ অশ্বত্থামা, আমাকে তুমি...

অশ্ব ॥ বধ করবো ! বৃদ্ধ, আর একবার ব্যর্থতার কথা উচ্চারণ করলে, আমি তোমায় বধ করবো !

[কৃপের শিরে অশ্বত্থামার খড়্গ মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে। তখন গোধূলি দ্রুত ক্ষয়ে আসছিল। কৃতবর্মা জ্বলন্ত প্রদীপ আর জলভাণ্ড নিয়ে দেখা দিল।]

কৃত ॥ আরে আরে কী করো অশ্বত্থামা ! নামাও, নামাও ! ছিঃ ছিঃ এ কী কাণ্ড ! সুপণ্ডিত শাস্ত্রজীবী আচার্য কৃপ, পূজ্যপাদ বন্দনীয় ! মহারাজ ওঁকে কোনদিনও কটু কথাটি পর্যন্ত বলেননি ! আর তুমি কিনা....না না না...মহারাজ এ কখনো সহ্য করবেন না ! (অশ্বত্থামাকে সরিয়ে) উনি চিরকাল মহারাজের অনেক কাজে বাধ সেধেছেন...তবু দেখেছো, কখনো দেখেছো মহারাজকে এতটুকু বিচলিত হতে ? মহারাজ জানেন, এঁরা মুখে যে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত এঁরা মহারাজেরই দলে ! তাই তো হস্তিনারাজের কাছে এই সব পণ্ডিত মনীষী এতো প্রিয় ! চিরকাল সভা উজ্জ্বল করেছেন। দেখবে, দেখবে, এখুনি সর্বাগ্রে ওঁর ঘোড়াটাই ছুটবে আমাদের আগে আগে ! (কৃপকে) আসুন আচার্য, মঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন !

[কৃতবর্মা রথের সামনে রাজকীয় সম্ভ্রমে করজোড়ে দাঁড়ায়।]

সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি কুরুরাজ অনুমতি দিন, আজ নিশীথ-অভিযানের সেনাপতি পদে মহাবীর অশ্বত্থামার অভিষেক হোক্...(অল্পক্ষণ নীরবতা) আচার্য কৃপ, আমি আপনাকে আহ্বান করছি।

[কৃপাচার্যের আনত মুখমণ্ডলে তখন বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়েছিল। প্রদীপের শিখা বিচিত্র রেখায় কাঁপছিল তাঁর ললাটে। ওদিকে অশ্বত্থামা অভিষেকের জন্য খড়্গ নামিয়ে নতজানু হয়ে বসেছে। শান্তশিষ্ট বালকের মতো। কৃপ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রদীপ তুলে নিল। অশ্বত্থামার মাথায় জল সিঞ্চন করে, প্রদীপে তাকে বরণ করতে লাগল।]

কৃপ ॥ (কিছুক্ষণ অস্ফুট স্বরে কী সব বলার পর....ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতিযোগ্য হল।) কুরুক্ষেত্রের নিহত মানুষদের স্মরণ করে, রাজসভার সকল শাস্ত্রজীবী আচার্যের কৃপা ভিক্ষা করে, জগতের রাজরাজেশ্বরের অগাধ মহিমা স্মরণ করে...চৈত্রমাসের চতুর্দশী সায়াহ্নে দ্রোণপুত্র বীরোত্তম অশ্বত্থামাকে আজ আমি নৈশ অভিযানের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করছি...

[কৃতবর্মার মুখে যাত্রারম্ভের শঙ্খ বেজে উঠল। প্রান্তরে সেই কম্বুরব ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গোধূলি ঢেকে রাত্রি নেমে এল দ্রুত।]

২। নিশীথ পর্ব

[তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত। দিগ্বলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুধরধ্বনি ভেসে এলো। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্য নিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের মধ্যে নিদ্রা টুটলো সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে। অক্ষম দেহভারে রথটা কাঁপছিল ঠকঠক করে। দুর্বোধ্য একটানা চিৎকার উচ্চ পর্দায় উঠে সহসা থেমে গেল। ঘোড়াগুলি নিকটে এসে থামল। সর্বাগ্রে ছুটে এলো কৃতবর্মা। পিঠে তূণ, কাঁধে ধনুর্বাণ, হাতে প্রজ্বলিত মশাল।]

কৃত ॥ (বজ্র নির্ঘোষে) জয় ! মহারাজের জয়। জয় কুরুরাজ দুর্যোধনের জয় !...কে...কে ছিনিয়ে নেবে সিংহাসন....কার সাধ্য হরণ করে রাজার মহিমা...রাজার প্রাণ। ঈশান কোণে জট পাকানো রক্ত মেঘের বেণী ছিন্নভিন্ন ! পাণ্ডব নিহত। পাণ্ডব নিহত !

[তখন অশ্বত্থামা ঢুকেছিল নীরব পায়ে। তার গায়ে গুপ্ত ঘাতকের ধূসর বস্ত্র। ললাটে উজ্জ্বল শ্রান্তির স্বেদবিন্দু। কাঁধে নরমুণ্ডের ঝুলি। হাতে রক্তমাখা খড়্গ।

সে কী করবে, সে কী বলবে, সে নিজেও বোধ করি জানত না। অবরুদ্ধ আবেগে ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছিল সে।]

অশ্ব ॥ হে নক্ষত্রপুঞ্জ, আরো উজ্জ্বল আরো ঘনবদ্ধ হয়ে তোমরা জয়ের মালা রচনা করো....বৃক্ষরাজি, তোমাদের শীতল মধুর স্পর্শ দাও...নিদ্রিত পক্ষিকূল জাগো....সমস্বরে গাও বন্দনা...জয় দুর্যোধনের জয়...

কৃত ॥ (সুরাপানে মত্ত) মহারাজ অচেতন! চেয়ে দ্যাখো, বহুবার রক্ত বমন করে করে মূর্ছা গেছেন!

অশ্ব ॥ এ কী মহারাজ, এমন সময় তুমি মূর্ছিত! না না...এ ভীষণ অন্যায়! আমি তোমায় বলে গেছি, জেগে থাকো দুর্যোধন!

কৃত ॥ ভাবতে পারেননি...ভাঙা তরী সাগর ডিঙোবে!...কে জানে হয়তো আমাদের জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে দেখেই মূর্ছা গেলেন...হাঃ হাঃ হাঃ...কখনো কোনো সেনাপতি তো জয় করে ফেরেনি...হাঃ হাঃ হাঃ...

অশ্ব ॥ দুর্যোধন! ওঠো...জাগো...দু চোখ মেলে চেয়ে দ্যাখো...

কৃত ॥ চেয়ে দ্যাখো এই বীরের স্কন্ধে...

অশ্ব ॥ স্কন্ধে আমার এই যে পেটিকা...

কৃত ॥ কুস্মান্ড আকার এই যে পেটিকা...

অশ্ব ॥ দ্যাখো মহারাজ, পেটিকা ভরে আজ আমরা কী এনেছি! ঈশ্বর, শীঘ্র তার জ্ঞান ফিরাও!

কৃত ॥ ফিরবে। ফিরবে। দুর্যোধন নবজীবন লাভ করবে! (অশ্বত্থামার হাতে পূর্ণ পানপাত্র তুলে দিয়ে) ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসবেন... ভারতবর্ষ শাসন করবেন...হাঃ হাঃ হাঃ...এক বিশাল রাজশক্তি তার অন্তিমে পৌঁচেছিল...মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনে তুমি তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলে—হাঃ হাঃ হাঃ—(অশ্বত্থামাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে) অসাধ্য সাধন করেছ! ধন্য ধন্য হে বিজয়ী বীর। সিংহের গুহায় ঢুকে কেশরীকে শৃগাল ভেবে, শৃগালকে মূষিক-জন্ম নিতে পরলোকে নিক্ষেপ করেছ...হাঃ হাঃ হাঃ....

অশ্ব ॥ ভোজরাজ, যা করেছি আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে!

কৃত ॥ না না না, আমরা কেউ না! শয়নাগারে ঢুকেছ তুমি, পেটিকা বোঝাই করে ফিরেছ তুমি! যা করবার করেছ তুমি! সব কৃতিত্ব তোমার!

অশ্ব ॥ না না না, ভোজরাজ কৃতবর্মা, আপনারাও সমান কৃতী!

কৃত ॥ কৃতী! আমিও। (আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ে) ক্ষুদ্র ভোজদেশ! ছোট সেই রাজ্যের আমি এক ছোট রাজা! অস্ত্রবিদ্যায় তোমাদের মতো ভুবনখ্যাতি আমার নেই! নগণ্য এক নরপতি! আমার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিধরের পতন ঘটেছে ভারত সংগ্রামে! জানি না কোন্ পুণ্যবলে আমি আজো বেঁচে আছি! ভাবিনি কোনোদিন আমায় দিয়ে সম্ভব হবে পান্ডব-নিধন! এ কী অঘটন...এ কী অঘটন ঘটলো! এ কী অঘটনে আমি হলাম নিমিত্তের ভাগী! কৃতিত্বের সমান অংশীদার...! অথচ অশ্বত্থামা কেমন.করে ঘটনাটা ঘটালে তাই তো জানি

না এখনো পর্যন্ত ! আমরা তো সব শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে। অন্দরে কী হল কিছুই তো জানলাম না। দূর থেকে শুধু দেখলাম প্রাঙ্গণের আলোছায়ায় তুমি ওদের কক্ষের দিকে ছুটে চলেছ...তারপর...

অশ্ব॥ তারপর ! নিথররাত্রি...পাণ্ডবশিবির শোকভারে আছে নিমগ্ন...

কৃত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...

অশ্ব॥ দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে...

কৃত॥ ঘুমায় ওরা ?

অশ্ব॥ ঘুমায় ওরা, বর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস...

কৃত॥ শিয়রে প্রদীপ...

অশ্ব॥ জ্বলে না প্রদীপ, একটিও ধূপ...শিয়রে তাদের খোলা বাতায়ন...

কৃত॥ বাহিরে জ্যোৎস্না ?

অশ্ব॥ কোমল জ্যোৎস্না লুটায় তাদের বাজুপরে আর কেশদামে...

কৃত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...

অশ্ব॥ মন্দ বাতাস বহিছে সেথা, থরথর ভাসে বনযূথিকার বাস...

কৃত॥ তারপর ?

অশ্ব॥ চাপি নিঃশ্বাস পাকড়ি খড়্গ যেমন হয়েছি একাগ্র...

কৃত॥ বলো বলো...

অশ্ব॥ ঘরের বাতাস হঠাৎ স্তব্ধ।

কৃত॥ বাহিরে ঝিল্লি ?

অশ্ব॥ বাহিরে ঝিল্লি নীরব হলো।—মিলায় জ্যোৎস্না...হারায় দৃষ্টি...কোথা গেল চলি সিক্ত যূথীর বাস...

কৃত॥ হারিয়ে গেল !

অশ্ব॥ হারায় হারায় সকলি হারায়...হঠাৎ যতো শব্দ গন্ধ—সব ডুবে যায় অতল পাতাল...হেরি চোখে শুধু পঞ্চপাণ্ডব...

কৃত॥ এক লক্ষ্য পঞ্চপাণ্ডব...

অশ্ব॥ ক্রমে পাণ্ডব সেও মুছে যায়...পরিচয় যতো সব লোপ পায়, হেরি চোখে শুধু পঞ্চশির...

কৃত॥ স্থির লক্ষ্য...

অশ্ব॥ তুলেছি খড়্গ...আমার খড়্গ...ব্যাকুল খড়্গখানি...

কৃত॥ নেমেছে খড়্গ...নামছে ওই...

অশ্ব॥ ভোজরাজ, তখন জীবন বিনা দেখি না কিছু...নিঃশ্বাসে শুধু জীবন বয়...

কৃত॥ পড়েছে খড়্গ...

অশ্ব॥ করেছি আঘাত। একে একে পাঁচ ! অঙ্ক মিলিয়ে পাঁচটি আঘাত ! ভোজরাজ, তখন জেনেছি শুধু, দিয়েছি উড়িয়ে পাঁচটি শ্বাস !

[কৃপাচার্য নিঃশব্দে ঢুকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।]

অশ্ব॥ পিতা, আমি সফল...আমি কৃতার্থ ! আজ আমি পাণ্ডবসংহার করেছি ! পিতা,

আজ আমার চিত্ত পূর্ণ...সাগরের মতো পূর্ণ...

[কৃপের হাতে পানপাত্র এগিয়ে দিয়ে]

আশীর্বাদ করো পিতা...(কৃপ পানপাত্রটি ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে। অশ্বত্থামা ক্ষণকাল নীরব থেকে গর্জে ওঠে) কৃতবর্মা!

কৃত ॥ বিজয়ী সেনাপতিকে অভিনন্দন জানাবার রীতি ভুলে গেছেন নাকি!

অশ্ব ॥ সারা পথ আমরা উল্লাস করেছি! আমি লক্ষ্য করেছি উনি একবারও আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাননি! কেন?

কৃত ॥ দেব কৃপাচার্য...আপনি শিবিরদ্বার রক্ষা করেছেন....বলতে গেলে আপনিই সাফল্যের মূলে...

কৃপ ॥ (চিৎকার করে) না! কারো সাফল্য এনে দিতে চাইনি আমি! কারো দ্বার রক্ষা করতেও যাইনি আমি...

কৃত ॥ যাইনি মানে! করে এলেন...

কৃপ ॥ ভেবেছিলাম ঐ ঘাতক শিবিরে ঢুকলে আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করব...ভীষণ আর্তনাদ...পাণ্ডবদের সতর্ক করে দেব!

[অশ্বত্থামা অস্ফুট গর্জন করে দূরে সরে যায়।]

কৃত ॥ (বিস্ফারিত চোখে) আপনার মনে এই ছিল।

কৃপ ॥ হ্যাঁ, তোমাদের মতো পাষণ্ডের কোপ থেকে ওদের জীবন রক্ষা করতেই গিয়েছিলাম তোমাদের পিছু পিছু! বুঝেছ?

কৃত ॥ সত্যিই যদি ওদের নিদ্রা ভাঙত, আমাদের কী হতো তাই তো বুঝছি না!

কৃপ ॥ (বিকট হেসে) অন্তত বেঁচে থাকতে না!

অশ্ব ॥ দেখতে ইচ্ছে করে ভোজরাজ, বৃদ্ধের অন্তর উপড়ে এনে দেখতে ইচ্ছে করে কতোখানি জটিল! ওঃ, আমার বিজয়রাত্রি বিস্বাদ করে দিলে!

কৃপ ॥ বিজয়! এর নাম বিজয়! গুপ্ত ঘাতক! অন্ধকারে নরমুণ্ড সংগ্রহ করে নিতান্ত কাপুরুষের মতো উল্লাস করো! নিশীথের সওদাগর!

অশ্ব ॥ জানো ব্রাহ্মণ, এর কী শাস্তি!

কৃপ ॥ কাকে ভয় দেখাও? কৌরব সেনাপতি, কতো শাস্তি আর দিতে পারো তুমি! আজ আমি তোমার যে হত্যালীলা দেখেছি, দেখতে হয়েছে....তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কী আছে!...বোঝাই পেটিকা কাঁধে বয়ে বেরিয়ে আসছ! রমণীরা ছুটে আসছেন! তারা আর্তনাদ করছে, ধূলায় লুটাচ্ছে! দানব! দু পায়ে তাদের মাড়িয়ে মাড়িয়ে স্ফীতকায় ঝুলিটা নিয়ে লাফিয়ে চড়েছ অশ্বপৃষ্ঠে! একবার ফিরে তাকাওনি...

অশ্ব ॥ প্রয়োজন বোধ করিনি! আমার কার্য শেষ! কেন ফিরে চাইব? ব্রাহ্মণ, আমি তোমার মতো সংশয়ী না!

কৃপ ॥ ওঃ, ভূলুণ্ঠিত রমণীর আর্তনাদ যামিনী বিদীর্ণ করল! একটা চিৎকার...দুয়ারে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে শুধু একটা চিৎকার করতে পারলাম না...

[কৃপাচার্য বুকে করাঘাত করছে।]

অশ্ব ॥ ওঃ, বৃদ্ধ আমার আত্মা ফালা-ফালা করে দিল ! কৃতবর্মা, শত্রুর নামে কেউ যেন অশ্রুপাত না করে !

কৃপ ॥ কে শত্রু !

অশ্ব ॥ কে শত্রু ! এই যাদের পঞ্চশির...

কৃপ ॥ পাণ্ডব কবে তোমার সঙ্গে কী শত্রুতা করেছে !

অশ্ব ॥ আজ এতোদিন বাদে প্রমাণ দিতে হবে, পাণ্ডব কীসে শত্রু, কেন শত্রু ! শিশুকাল থেকে জানি ওরা আমার শত্রু !

কৃপ ॥ ভুল জানো ! জনকল্যাণের মহান মন্ত্রে যারা ধর্মরাজ্য গড়তে চেয়েছে, তারা কি জ্ঞানত কারো কোনো অমঙ্গল চাইতে পারে ? বলো কার কী ক্ষতি করেছে ওরা ?

অশ্ব ॥ বাঃ বাঃ ! চায়নি ওরা দুর্যোধনের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে ?

কৃপ ॥ হ্যাঁ চেয়েছে ! ক্ষমতার সিংহাসন থেকে ওরা ঐ অধার্মিক দুর্যোধনকে নামাতে চেয়েছে ! তাও প্রথমে ওরা অস্ত্র ধরেনি ! সবিনয়ে মিষ্ট কথায় দুর্যোধনকে বোঝাতে চেয়েছে ! আজ প্রাণ দিয়ে বুঝলে কি পাণ্ডব, প্রথম দিনেই অস্ত্র ধরলে এভাবে তোমাদের মরণ হয় না !

অশ্ব ॥ রাজনিন্দা আমি শুনব না ! দুর্যোধনের শত্রু...সে কি আমার শত্রু নয়...আমাদের শত্রু নয় ?

কৃপ ॥ না...

অশ্ব ॥ না ?

কৃপ ॥ না, প্রভুর যে বৈরী, সে কি ভৃত্যেরও বৈরী হয় ! শিশুকাল থেকে ঐ রাজা তোমায় ভুল শত্রু চিনিয়েছে !

অশ্ব ॥ ওরে ওঃ ! সত্যিই যদি ওরা শত্রু না হয়, কোথায় থাকে আমার বিজয়....আমার লক্ষ্যভেদ ! সারা জীবন শত্রু ভেবে খড়্গ ঘুরিয়ে এলাম...আজ বলছে ভুল, সব ভুল ! আজ আমি তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি...আর ছেদ করার পর বলছে...(থেমে) আমি কি তবে স্বজন বধ করলাম...

কৃপ ॥ স্বজন...বন্ধু...পরমাত্মীয় ! কোনো সন্দেহ আছে ?

অশ্ব ॥ বৃদ্ধ, আমার হাতের রক্ত এখনো শুকায়নি !

কৃপ ॥ বুকে হাত রেখে বলো অশ্বত্থামা...ওদের ওপর কোনো রোষ ছিল তোমার....তোমার নিজের...কোনো ঘৃণা....কোনো বিচার...

অশ্ব ॥ ছিল ! ছিল !

কৃপ ॥ মিথ্যা কথা ! আমাদের ঘৃণা...আমাদের বিচার কোনোটাই আমাদের নয় ! সব ঐ বিকৃত-চৈতন্য রাজার...ঐ ওর বিকৃত বাসনাই চরিতার্থ করেছ তুমি...আর কিছু নয় !

অশ্ব ॥ উন্মাদ করে দেবে ! ওরে এমন করে তুমি আমায় ঘোর লাগাচ্ছ কেন ? শীঘ্র বলো, যা করেছি ঠিক করেছি...

কৃত ॥ চুপ করুন ! চুপ করুন আপনারা ! মহারাজ জেগেছেন ! পেটিকা খোলো !

মহারাজকে পঞ্চমুণ্ড দেখাও...

অশ্ব ॥ না—

[কৃতবর্মাকে রথের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে আনে।]

কৃত ॥ মহারাজ ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন...হাত বাড়িয়েছেন! দাও...

অশ্ব ॥ কী দেব! শত্রু মেরেছি, না কাকে মেরেছি, কার মুণ্ড এগিয়ে দেব!

কৃপ ॥ স্বীকার করো পক্ষ নির্বাচনে ভুল হয়েছে! এ যুদ্ধে আমরা সঠিক পক্ষ অবলম্বন করিনি....সঠিক শত্রু চিনিনি...

অশ্ব ॥ কেন চিনিনি? ওরা আমার পিতাকে বধ করেনি? আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণহত্যা করেনি ওরা?

কৃপ ॥ তোমার পিতা ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, ওরা তার শাস্তি দিয়েছে! তাকে হত্যা বলে না!

অশ্ব ॥ ওহোঃ, ওরা মারলে সেটা হত্যা নয়? কাকে...কাকে....কাকে বলে হত্যা?

কৃপ ॥ জগতের মঙ্গলকারীর রক্ত ঝরালে তবেই হত্যা! হত্যা এই!

অশ্ব ॥ জিহ্বা ছিঁড়ে নেব তোমার!

কৃপ ॥ আমাকে তুমি বধ করো....তবু যা সত্য...

অশ্ব ॥ তোমার কণ্ঠ থামবে না কিছুতে?

[অশ্বত্থামা খড়্গ তোলে।]

কৃত ॥ (বাধা দেয়) অশ্বত্থামা! কৃপ, আপনি কি কিছুতেই ভুলতে পারেন না?

কৃপ ॥ না—পারি না! তোমাদের মতো ক্ষুদ্রচেতা হীনবুদ্ধির হাতে পাণ্ডব কী করে বিনাশ হয়—এ যে আমি মেলাতে পারি না! মূষিকে পর্বত গিলে খায়!

কৃত ॥ কৃপ! আপনিও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না!

কৃপ ॥ না—পারি না! ও হো হো, এতো বড় পাপ রোধ করতে পারিনি, তার সহায়তা করে এলাম! মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অবশেষে পঞ্চমুণ্ড বয়ে বেড়ালাম! (পেটিকা দেখিয়ে) তোমরা কারা, কারা ঐ ক্ষুদ্র পেটিকায়? বনে জঙ্গলে অজ্ঞাতে সহস্র নির্যাতন উপেক্ষা করে...আপন ব্রতে যারা নিশ্চল...বার বার মেঘমুক্ত দিনমণির মতো যারা উদয় হলে...পাণ্ডব...মহান পাণ্ডব তোমরা? আমি বিশ্বাস করি না ধর্ম নেই...বিশ্বাস করি না....না...না...

[কৃপ চলে যায়।]

অশ্ব ॥ যে করবে পাণ্ডবের নামে অশ্রুপাত, চক্ষু উপড়ে নেব তার! আমি অশ্বত্থামা...দুর্যোধনের অশ্বত্থামা!...জনপদবাসী, আমি জানি কুটীরে কুটীরে তোমরা ওদের নামে দীপ জ্বালো! নিভিয়ে দাও!...আমার আদেশ! আমি জানি, বুকের নীচে লিখে রেখেছ পাণ্ডবের নাম! মুছে ফেল...নইলে ছিন্নভিন্ন করব বক্ষ! আমি ওদের বিশ্বাস করি না...নাম থেকে ওরা জন্মায়! পুনরায় জন্মায়! নিশ্চিহ্ন করবো ওদের! পাণ্ডব রমণীর গর্ভের ভ্রূণগুলিকেও আমি ছাড়ব না...উৎপাটিত করব...বিনষ্ট করব...পাণ্ডবের পুনরাগমনের সব পথ রুদ্ধ করব আমি! আমি অশ্বত্থামা...দুর্যোধনের অশ্বত্থামা....

কৃত ॥ অশ্বত্থামা, পেটিকা উন্মুক্ত করো—

অশ্ব ॥ (গভীর ক্লান্তিতে) এই চৈত্র-নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়। কী ঘোর চতুর্দশী নিশি...প্রবল বায়ু...মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো...আমি বড় একা। (থেমে) একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, শুষ্ক প্রান্তর...কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি...দু চোখে তপ্ত বালুকা...দাও মহারাজ, আলিঙ্গন দাও..মহারাজ, তুমি আমাকে ঘিরে থাকো! দূর করো যতো লজ্জা সংশয় ভয়...শক্তি দাও। (পেটিকা উন্মোচনে অগ্রসর হয়) কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি....নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই...দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই...তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ শ্মশান শকুনি। এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী। ওরে কোথা হতে আসে নীতি...কোথায় বাস করে পুণ্য। (থেমে) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত। বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, ধ্বংস নয়— এবার সৃজন। এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ সৃজনের বাসনা আমায় অস্থির করে তুলেছে। বলো মহারাজ, যতো প্রাণ নাশ করেছি আমরা, তত প্রাণ সৃজন করব আমরা। বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব! তাকে লালন করব। অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে...

[অশ্বত্থামার মুখখানি পবিত্র দেখায়।]

(পেটিকা উদ্দেশ করে) যাও বন্ধুগণ, মন্দার মালিকায় ভূষিত হয়ে স্বর্গের অক্ষয় অমরতা লাভ করো। আমরা রইলাম এই ভাঙাচোরা পৃথিবীতে...বলিষ্ঠ সমাজ...মানব সমাজ গড়তে...তোমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে...যাও বন্ধুগণ...

[বলতে বলতে অশ্বত্থামা পেটিকার মুখটি সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছিল, শান্ত চোখে তাকিয়েছিল ভিতরে। এবং তারপর কয়েক মুহূর্ত সেই একই ভাবে তাকিয়েছিল নিস্পন্দ, স্থির। একবার ভাবলেশহীন মুখ তুলে কৃতবর্মাকে দেখে নিয়ে আবার পেটিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। তারপর সত্রাস চিৎকার।]

অশ্ব ॥ কারা...ও কারা...।

কৃত ॥ কারা।

অশ্ব ॥ ও কারা...কাদের মুণ্ড।

[মশাল হাতে ছুটে আসেন কৃপ।]

কৃপ ॥ (পেটিকার ভিতরটা দেখে) পাণ্ডব নয়। শিশুর মুণ্ড।

কৃত ॥ শিশু!

কৃপ ॥ পাঁচটি শিশু...পাঁচটি শিশুর মুণ্ড! পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ সন্তানের ছিন্নশির।

কৃত ॥ সেকী!

কৃপ ॥ কী করেছিস। কী করেছিস তুই।

অশ্ব ॥ (দু হাতে চোখ ঢেকে) দেখতে পাইনি আমি...দেখতে পাইনি...

কৃত ॥ পুত্রদের দেখতে পাণ্ডবদের মতোই!

অশ্ব ॥ চিনতে পারিনি! জ্যোৎস্না...কপট জ্যোৎস্নায় সব হারিয়ে গেল!

কৃপ ॥ পিশাচ ! পিশাচ ! জগতের নিকৃষ্টতম হত্যাকারী !

অশ্ব ॥ (ক্রমাগত দুর্বোধ্য চিৎকারে) ভুল ! ভুল ! আবার ভুল করেছি আমি....কাদের মারতে কাদের মেরেছি ! অন্ধ ! অন্ধ ! আমি ভীষণ অন্ধ !

কৃপ ॥ পৃথিবী তুমি মুখ লুকাও, আজ আমি এই নরঘাতী যৌবন ধ্বংস করব !

[অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করে কৃপ অসির আঘাত করল বারংবার। অশ্বত্থামা আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ধূলায় পাথরে গড়াগড়ি খাচ্ছিল...কৃপের অসিমুখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল...একটি ভয়ার্ত শ্বাপদের মতো। এমন এময় বহুদূরে রথের শব্দ শোনা গেল।]

কৃত ॥ রথ ! রথ ! কৃপ, পাণ্ডবদের বথ !

অশ্ব ॥ (দুর্যোধনের রথের সামনে) এই দুরাচার রাজা আমাদের প্রতিপালিত করেছে...

কৃপ ॥ অন্নের সাথে বিষ মিশিয়ে...

অশ্ব ॥ স্বজনকে শত্রু বলে চিনিয়েছে...

কৃপ ॥ বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়ে দেহমজ্জা দূষিত করেছে...

অশ্ব ॥ অন্তরে বাহিরে আমার প্রবল তাণ্ডবের রাজত্ব গড়েছে...ওরে আমি যে বারংবার নিজের হৃৎপিণ্ডে শেল হানি !

কৃপ ॥ আমরা স্বপ্ন দেখেছি সুস্থ সবল মানবসমাজ...ধ্বংস করেছি ভবিষ্যৎ...মানুষের প্রজন্ম !

অশ্ব ॥ স্বপ্নগুলিকে কটাহে চাপিয়ে পিণ্ড বানিয়েছি....নে নে পিণ্ড নে রাজা, খা শিশুর রক্ত খা...

কৃত ॥ ওই ওরা আসছে...ওরা পাঁচজন...

কৃপ ॥ ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক...আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি ! যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে--অধর্মের বিনাশে !

কৃত ॥ (সভয়ে) ঐ...ঐ দেখুন...ঐ আসছে...ঐ...

কৃপ ॥ ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গাণ্ডীবধারী অর্জুন ! নাশ করবে...নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের ! মহাকালের বিচার ! মুক্তি নেই....আমাদের মুক্তি নেই....

[ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসা রথের আলো এসে পড়েছিল তিন যোদ্ধার উপর।]

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

রাজদর্শন

ডঃ রামদুলাল বসু
শ্রীমতী দীপ্তি বসু

করকমলেষু

চরিত্রলিপি

শনি	লম্বোদর ভট্ট
অভিরাম	নন্দরাজা
চন্দ্রকেতু	মহামাত্য
সেনাপতি	ভীমভল্ল
ব্যাঘ্রমল্ল	মুরলীধর
ভাঁড়ুদাস	পরিচারক
ঘোষক	
দর্শনার্থিগণ	পুরবাসিগণ
যশোমতী	কুব্জা

রাজদর্শন

প্রথম অভিনয় ঃ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চ

প্রযোজনা ঃ বহুরূপী

সঙ্গীত ঃ দীনেশচন্দ্র চন্দ্র

আলো ঃ দিলীপ ঘোষ

রূপসজ্জা ঃ শক্তি সেন

মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ঃ কুমার রায়

অভিনয়ে

শনি	॥ সুনীল সরকার
লম্বোদর ভট্ট	॥ কুমার রায়
অভিরাম	॥ সৌমিত্র বসু
নন্দরাজা	॥ অমর গাঙ্গুলী
চন্দ্রকেতু	॥ দিলীপ রায়
মহামাত্য	॥ কালীপ্রসাদ ঘোষ
সেনাপতি	॥ পার্থ গোস্বামী
ভীমভল্ল	॥ তারাপদ মুখার্জী
ব্যাঘ্রমল্ল	॥ কালী মুখার্জী
মুরলীধর	॥ রমেন সান্যাল
ভাঁড়ুদাস	॥ অতুল সাহা
যশোমতী	॥ মধুমিতা মুখার্জী
কুব্জা	॥ নমিতা মজুমদার

অন্যান্য ভূমিকায়

বুলু মজুমদার ॥ সুবীর গুহ ॥ শিবাজী রায় ॥ চন্দন মজুমদার ॥ উৎপল ভট্টাচার্য ॥ গৌতম বসু ॥ প্রণব ভট্টাচার্য ॥ দেবাশিস সেন ॥ অশোক নাগ ॥ অরূপ সান্যাল ॥

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[ঘোর অন্ধকার। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে একটি ঘোরতর দেবমূর্তি ভেসে উঠল, সাক্ষাৎ মহাশনি। কোলের ওপর সাদা ঝকঝকে নৈবেদ্যর থালা, হাতে লম্বা ইক্ষুদণ্ড—ক্রুদ্ধ শনি ওপর পাটির ধবলশুভ্র দন্তপংক্তি দিয়ে কালিবর্ণ ওষ্ঠ কামড়ে, অগ্নিগোলক লোচনদুটিকে বনবন্ পাকাচ্ছে।]

শনি ইক্ষু।
নীরস তরুবর....শুষ্কং কাষ্ঠং....
একমেব কর্মং....ভাঙ্গিল রে দন্তং!
(গণ্ড চেপে) উহুঃ। উহুঃ! উহুঃ!
ইক্ষু! ইক্ষু!
থু থুঃ! থু থুঃ! থু থুঃ!
[নৈবেদ্যর থালা থেকে একটি দ্রব্য তুলে]
পুষ্পে গন্ধ নাই.....
নারিকেলে জল নাই.....
বাতাসায় পিঁপড়ে.....
দেবতার নৈবেদ্য
উচ্ছিষ্ট ছিবড়ে!
থুঃ! থুঃ! থুঃ!
উচ্ছন্নে গেছে.....উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যারাজ্য
উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যার রাজা নন্দ!
দেবদ্বিজে নাহি মন.....
অনুক্ষণ ভজিতেছে কামিনী ও কাঞ্চন!
আঠারো গণ্ডা রানীতেও চলে না
সুন্দরী দেখিলে শালা ছেড়ে কথা বলে না!
অহো....
সারিল আরেকটি বিবাহ!
(থেমে) যশোমতী....সর্বকনিষ্ঠা....অতি অতি রূপবতী.....
বাষট্টি পেরিয়ে নন্দর ঘোচে না দুর্মতি!
রাজকার্য গেছে গোল্লায়
নিঙাড়িয়া ধরিত্রীর রূপ রস গন্ধ....

নরাধম নৃপতি নন্দ....
মহানন্দে ধনাগার গড়িস পেল্লায় !
[সপাটে ইক্ষুদণ্ড মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে]
অরে অরে পাপিষ্ঠ রাজা
দিব তোরে চরম সাজা !
পড়িলে শনির দৃষ্টি
রাজ্যে তোর ঘটিবে অনাসৃষ্টি !
শোন্ শোন্রে প্রমত্ত,
প্রেয়সী তোর হইবে আসক্ত
পরপুরুষে !....হাঃ হাঃ হাঃ.....
আমি কালশনি
পশ্চাতে লাগিব যার....
মুক্তকচ্ছ করিব তার
যমের দুয়ারে পাঠাইব এখনি !
হাঃ হাঃ হাঃ

(সহসা দাঁতের যন্ত্রণায়) আঃ আঃ আঃ.....(সামলে) হো হো হো (যন্ত্রণায়) ওঃ ওঃ ওঃ (সামলে) হি হি হি (প্রবল যন্ত্রণায়) ইঃ ইঃ ইঃ....

[ক্রোধে এবং দাঁতের জ্বালায় শনি যুগপৎ বিচিত্র শব্দে হাসতে হাসতে কাঁদতে থাকেন। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়। অন্ধকার—ঘোর, নিঃশব্দ। নেপথ্যে বাজনা বেজে উঠল। ঘোষক এল।]

ঘোষক ॥ ঘোষণা...ঘোষণা...ঘোষণা... ! অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে রাজ্যেশ্বর তাঁর রোগমুক্তিকল্পে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করবেন। অমিত বৈভব নৃপতি নন্দ মুক্তহস্তে দেশের সদাচারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করবেন। (থেমে) মহারাজ নীরোগ হন—মহারাজ দীর্ঘজীবী হন।

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যারাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রাম। বৈশাখ মাস, ভরদুপুর। ধূ ধূ মাঠের মাঝে একটি মাত্র গাছ—পাতাঝরা, রোদে ঝলসানো। নিচে বসে আছে এক অতি দুঃস্থ ছন্নছাড়া ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ খড়্গনাসা ব্রাহ্মণের হাত পা অপুষ্টিতে লিকলিকে, পেটটি কিন্তু একটি অতিকায় ডিম্ব বিশেষ। সজারুর কাঁটার মতো কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ি, গায়ে শতছিন্ন নামাবলী। মাথায় অস্থিসার ছাতা, যার অঙ্গে এক চিলতে বস্ত্র নেই।

উলঙ্গ শিকগুলোই ব্রাহ্মণ লম্বোদর ভট্টের মাথায় ছত্রাকার হয়ে আছে। বৈশাখের সূর্য নিষ্পত্র বৃক্ষ এবং অনাবৃত ছত্রের মধ্যে দিয়ে অবারিত লক্ষ্যভেদ করেছে লম্বোদরের শিরোপরে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় লম্বোদর উদোম ছাতাটাকে মাকুর মতো ফর্‌ফর্‌ করে ঘোরাচ্ছে।]

লম্বোদর ॥ মর্‌...মর্‌...মর্‌...সোয়ামির মুখের গ্রাস কেড়ে খাস...উদরে আগুন জ্বলবে তোর...রাক্কুসী পেট ফুলে মরবি...এই বলে দিলুম...তেরাত্তির কাটবে না...আঁটকুড়ীর বিটি আমায় মালপোটা খেতে দিলে না র‍্যা! (থেমে) কতকাল খাইনি র‍্যা...ফুলকো ফুলকো মালপো..গালে দেব, ভ-অ-ত করে ছেতরে যাবে...টাগরাখানি জাপটে ধরে লত্‌পত্‌ লত্‌পত্‌ করবে...মহাপ্রাণ সেই অঘ্রাণ মাস থেকে আনচান করছে...বিটি আমার বাড়া মালপোয় ছাই দিলে র‍্যা...(রাগে দুঃখে লম্বোদরের চোখ ফেটে জল পড়ে) এই ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা মত্তোমান কলা...

[গাঁয়ের কামার অভিরাম...লোহাপেটা বলিষ্ঠ যুবক...সকৌতুকে লম্বোদরের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। অভিরামের হাতে একটা নতুন গড়া বঁটি। লম্বোদর ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনা ভূমিকায় বলে চলে—]

পুরো একটি কাঁদি মত্তোমান...কতো আশা করে জুটিয়ে আনলুম অ্যাঁ..ঘরের আড়াটিতে ঝুলিয়ে রেখেছি, কবে কলাটি পাকবে...ঘিটি চালটি গুড়টি জুটিয়ে মালপোটি খাবো! নিত্যি একবার করে কলাটি দেখি, আর মালপোটি কল্পনা করি! আজ গলা চুলকোতে গিয়ে দেখি, ওরে শালা, আড়াটি ফাঁকা...কাঁদিটি নেই!

অভিরাম ॥ (হাসি চেপে) যাঃ! উড়ে গেছে!

লম্বোদর ॥ পেটে গেছে। নিজে গিলেছে, পুঁইপোনা'দের দিয়ে গিলিয়েছে!.....মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটি একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা....! (সহসা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে) নির্বংশ করো...হে ভগবান আমায় নির্বংশ করো...

অভিরাম ॥ এ-হে-হে-হে নিজের বংশ নিজে নাশ করে গো! এই জন্যে বলেছে, ল্যাজে পা পড়লে ষাঁড়ে আর বামুনে কোনো ভেদাভেদ থাকে না! পরিত্যজ্যং পরিত্যজ্যং....নমো নমো পরিত্যজ্যং.....

[অভিরাম নিজের কাজে চলে যাচ্ছে। লম্বোদর রোদেপোড়া গাছটার গায়ে মাথা কুটছে।]

লম্বোদর ॥ নির্বংশ করো...করো....করো...বৌ বাচ্চা ধাড়িপোনা সব তুলে নাও.....নাও.....নাও.....নাও.....

অভিরাম ॥ (ঘুরে, ধমকে ওঠে) চুপ! চুপোও! দুকুরবেলা শাপমুণ্যি কচ্চে! খেয়েছে কলা, বেশ করেছে! না খেয়ে খাবেটা কী! ভাত দেবার ক্ষ্যামতা

নাই.....শাপ দেবার গোঁসাই। এ্যা! বলি পুঁইপোনাগুলো কি মা আমার বাপের ঘর থেকে আঁচলে বেঁধে এনেছিল তোমার ঘরে।

[লম্বোদর গাছের গা থেকে মাথা ঘোরায়। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে যাচ্ছে।]

লম্বোদর ॥ কে র‍্যা...অভিরাম না?

অভিরাম ॥ এতোক্ষণ কোন জগতে ছিলেন।

লম্বোদর ॥ যাক্কলা, তোকেই তো খুঁজছি। সেই কখন থেকে তোকে ধরব বলে তাক করে বসে রয়েছি...

অভিরাম ॥ (গম্ভীর হয়ে) তা'লে বসেই থাকো।

লম্বোদর ॥ (অভিরামের হাত ধরে) হে হে হে হে....

অভিরাম ॥ ও যতোই গায়ে হাত বোলাও, আর হে হে করো, আজ আর কানাকড়িটি পাচ্ছ না ঠাকুর। এই ঘন ঘন হাত পাতার অভ্যেসটা ছাড়ো দিকি। কেন, নিত্যি আমি তোমারে পেন্নামি দিতে যাবো কেন? কী পেয়েছ কি তুমি..

লম্বোদর ॥ (অভিরামের থুঁতনি নেড়ে) ধম্মোপুত্তুর। তুই যে আমার ধম্মোপুত্তুর র‍্যা..আমার গিন্নিরে মা বলেছিস...

অভিরাম ॥ তোমার গিন্নিরে মা বলেছি, তা বলে তোমায় তো বাপ বলিনি।

লম্বোদর ॥ বল না...অ্যাই, বাপ বল না..হ্যাঁরা বল না বাপ..

অভিরাম ॥ পরিত্যজ্যং....

[অভিরাম পিছু ঘুরে হনহন করে পা চালায়, লম্বোদর তার বঁটিখানা টেনে ধরে।]

লম্বোদর ॥ কোন শালা তোর কাছে হাত পাতে র‍্যা। শোন ব্যাটা আঁটকুড়োর পো, শোন—দিন আসছে, যেদিন লম্বোদর ভট্ট তোদের সব্বার সব দেনা সুদে আসলে গুনে দেবে।

অভিরাম ॥ সুদ লাগবে না, আসলটাই দিয়ো।

লম্বোদর ॥ তাই দেব। শুক্লা পঞ্চমীটা অবধি ধর্যি ধর। ভাগ্যিস শালা নন্দটা মত্তে বসেছে।

অভিরাম ॥ মত্তে বসেছে। কোন নন্দ গো? মোদের গোয়ালাপাড়ার নন্দ ঘোষ।

লম্বোদর ॥ আরে ধোস....নন্দ ঘোষ। (এক ঝটকায় বঁটিখানা ছিনিয়ে নিয়ে) মহারাজা নন্দ....অযোধ্যার রাজা।

অভিরাম ॥ অযোধ্যা। সে কোন গ্রাম।

লম্বোদর ॥ হ্যা হ্যা হ্যা.....অযোধ্যা কোন গ্রাম। আঁটকুড়োর ব্যাটার কথা শোনো। স্বদেশের রাজধানীর নামটাও জানে না র‍্যা.....

অভিরাম ॥ পুঁটিমাছের যে সাগরের খোঁজ লাগে না র‍্যা। দাও, বঁটি দাও....আমার হাটের বেলা গেল।

[লম্বোদর বঁটিখানা পেতে বাঁটের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে, বেশ রসিয়ে শুরু করে।]

লম্বোদর ॥ ব্যারাম.....কঠিন ব্যারাম......বুঝলি তো, আয়ুর্বেদাচার্য ভেষগাচার্য তাবড় তাবড় চিকিচ্ছক....সব পরাস্ত ! কেউ ঠাওরাতে পারছে না, কী সে ব্যাধি ! চোখের ওপর শুকিয়ে শুকিয়ে নন্দরাজা সজনেডাঁটির মতো হয়ে যাচ্ছে র‍্যা.....

অভিরাম ॥ (হঠাৎ তারস্বরে) হরিবোল....হরিবোল.....নন্দরাজা পটল তোল....

লম্বোদর ॥ অ্যাই অ্যাই....অলুক্ষুণে কথা মোটে মুখে তুলবি না.....

অভিরাম ॥ অলক্ষণ ! চালের মূল্য অগ্নি....ডালের মূল্য অগ্নি....বুঝলে গো জামদগ্নি, তোমার ঐ নন্দরাজার গন্ধখানি মোটে মিষ্টি লাগে না ! (জোরে) হরি হরি বোল....

লম্বোদর ॥ চুপ ! চুপ ! নন্দটি হরিবোল হয়ে গেলে, দানযজ্ঞিটি করবে কে, অ্যাঁ ? এতো এতো সোনাদানা....দুগ্ধবতী ষাঁড়......কে দেবে র‍্যা !

অভিরাম ॥ রাজা দানযজ্ঞি করছে !

লম্বোদর ॥ না করছে তো অযোধ্যায় যাচ্ছি কেন ! পঞ্চমীতে বেলপাতাটি রাজার মস্তকে ঠেকিয়ে আয়ুষ্কামনা করব...আর রাজা অমনি ঢেলে দেবে...এই আমাদের মতো সদাচারী দ্বিজশ্রেষ্ঠদের কোঁচড় ভরে দেবে ! আজই অযোধ্যায় যাত্রা করতে হবে !

অভিরাম ॥ যেয়ো না...কিচ্ছু পাবে না...

লম্বোদর ॥ (খিঁচিয়ে) কেন, পাবো না কেন র‍্যা, অনামুখোটা কুডাক ডাকছে র‍্যা...

অভিরাম ॥ নিজেই তো বললে, সদাচারী বামুনদের দান করবে ! তুমি তো বিয়ের লগ্নে শ্রাদ্ধের মন্তর পড়ো ! পূজোর কালে তোমার এক চোখ থাকে পিতিমের ওপর, আরেক চোখ গোঁত্তা খেয়ে পড়ে থাকে বলিদানের প্যাঁটার ওপর ! তাছাড়া তোমার দুখানা হাতে কোনো বোঝাপড়া নেই। আরতির কালে...হয় তোমার ঘণ্টা নড়ে, নয় তোমার বিল্বিপত্তর নড়ে...দুটো একযোগে নড়ে না !

লম্বোদর ॥ অ্যাই...অ্যাই...অগাধ নরকে যাবি শালা ! আমি ভট্ট বংশের কুলতিলক ! নে, পায়ের ধুলো নে ! (অভিরাম জিব কেটে লম্বোদরের পায়ে হাত দিতে লম্বোদর তার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে।) চল্, আমার সঙ্গে অযোধ্যায় চল্ বাবা...

অভিরাম ॥ আমি !

লম্বোদর ॥ নে গুছিয়ে নে....আজই যাত্রা শুভ ! পঞ্জিকায় বলছে....অগাধ ধনলাভ.....

অভিরাম ॥ লাভ হবে, ব্রাহ্মণদের হবে ! আমি কামার....আমি যাবো কি সেখানে সঙ নাচতে !

লম্বোদর ॥ পাবি....পাবি....আমার থেকে এক আনা অংশ পাবি.....রাজা আমাকে যে দান দেবে, আমি তোকে তার থেকে এক আনা অনুদান দেবো.....

অভিরাম ॥ থাক্ ! যদ্দিন এই হাত দুখানা আছে আর হাপরখানা আছে, আমার ষোলো আনাই আছে ! ভিক্ষে করতে যাবো কেন ! যাবে যাও, নিজে যাও—

লম্বোদর ॥ আরে বাবা, নিজে যাবার ক্ষ্যামতা থাকলে তোর পায়ে তেল মাখাতুম নাকি? নেহাৎ অনেক দূর পথ....ঘুর পথ....প্রায় এক পক্ষকালের পথ...বনজঙ্গল নদী পাহাড়....দুর্গম পথ...তুই না গেলে আমি কার পিঠে চেপে পার হব র‍্যা?

অভিরাম ॥ কী হ'লো, আমার পিঠে পথ পার হবে?

লম্বোদর ॥ তোর এই কোলটিতে মাথাটি দিয়ে ঘুমুবো....তুই রান্নাটি ক'রে, অন্নটি আমার মুখে ধরবি! দে বাবা, তোর কামারশালাটা আজই বেচে দে....

অভিরাম ॥ কেন, কামারশালা বেচতে হবে কেন?

লম্বোদর ॥ (রেগে) বোঝাও...এ মুখ্যুকে আর কী করে বোঝাবে বোঝাও! ওরে শালা, প্রায় এক পক্ষকালের পথ...কামারশালা না বেচলে বাপবেটার পথ-খরচা উঠবে কোত্থেকে র‍্যা...

অভিরাম ॥ দেখি, পা দুখানা দেখি! (লম্বোদর পা এগিয়ে দেয়) তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ ঠাকুর! পরিত্যজ্যং! চিরতরং পরিত্যজ্যং!

[অভিরাম বঁটি ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ রাজস্ব আদায়কারী মুরলীধর ছুটে এসে তার হাতখানা খপ করে চেপে ধরে।]

মুরলী ॥ কোথায় পালাচ্ছিস...উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর ॥ ধর্ ধর্ বাবা মুরলীধর, মুণ্ডুটা চেপে ধর্! আঁটকুড়োর ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে!

মুরলী ॥ আমায় দেখতে মোটেই ভালো লাগে না, কী বলিস...উঁ উঁ?

লম্বোদর ॥ মোটে না! এই তো বললে, ঐ মুরলীধর আসছে....একটি সুদর্শন বরাহনন্দন!

মুরলী ॥ বটে! উঁ?

অভিরাম ॥ না গো! আমি হাটে যাচ্ছি!

মুরলী ॥ চুপ!

লম্বোদর ॥ চু-উ-প!

মুরলী ॥ শালা তিলে খচ্চর হয়েছ, উঁ!...দে, রাজস্ব দে!

লম্বোদর ॥ দে—

অভিরাম ॥ কেন!

মুরলী ॥ রাজার রাজত্বে বাস করাব, কর দিবি না, উঁ?

অভিরাম ॥ এই তো ফাল্গুন মাসে দিলুম....

মুরলী ॥ সে তো গেল বাৎসরিক কর, বিশেষ করটা কে দেবে, উঁ উঁ উঁ!

লম্বোদর ॥ রাজা কি বিশেষ কর বসিয়েছে নাকি র‍্যা মুরলীধর...

মুরলী ॥ তোমাদেরই জন্যে! ভুরি ভুরি দান নেবে, আয় না হলে দানটা হবে কী করে ঠাকুর....কী করে হবে, উঁ উঁ!

লম্বোদর ॥ (আনন্দে ছাতাটা মাকুর মত ফরফরিয়ে) বটেই তো... বটেই তো... কর দে শালা!

মুরলী ॥ এসব কাজে তো রাজকোষে হাত দেওয়া যায় না, ঐ বাইরে থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে ! কী বুঝলে, উঁ !

লম্বোদর ॥ (চকচকে চোখে) বুঝেছি...বুঝেছি ! (অভিরামকে) তুই কর দিবি, সেই কর রাজার কর ঘুরে আমার করে এসে করকর করবে ! তুই থেকে রাজা...রাজা থেকে আমি ! ত্রিভুজ ! (অভিরামের বঁটি কেড়ে নিয়ে) ধর্ বাবা মুরলীধর, বঁটিকর ধর্ !

[মুরলীধরকে বঁটি দেয়।]

অভিরাম ॥ ওগো না, ওটা বেচে চাল কিনব...বঁটি দাও...

[অভিরাম মুরলীধরের দিকে ছুটতে, লম্বোদর পেছন থেকে ওকে টেনে ধরে।]

লম্বোদর ॥ ওরে ওই লোহার বঁটি সোনার বাঁট হয়ে এই হাতে ঘুরে আসবে ! চল্, অযোধ্যা চল্...

অভিরাম ॥ (লম্বোদরকে) ছেড়ে দাও... (মুরলীকে) আমার বঁটি...

মুরলী ॥ (বঁটির ধার পরীক্ষা করে) ধারালো আছে ! থাক্ ! কিন্তু এতে মিটবে না ! আর কি দিবি...উঁ উঁ উঁ ?

অভিরাম ॥ আর কি দেব, কি আছে আমার !

মুরলী ॥ কর না দিলে দশ ঘা বেতের ব্যবস্থা ! তাই খাবি, উঁ ?

[মুরলীধর অভিরামের হাত ধরে টানে।]

অভিরাম ॥ ওগো না...ছেড়ে দাও গো...

লম্বোদর ॥ (অভিরামের আর এক হাত টানে) চল্ বাছা চল, তোকে দু আনি ভাগ দেব !

অভিরাম ॥ না...

। ॥ ছেড়ে দাও ঠাকুর, বেত্রাঘাতে বাধা দিয়ো না !

লম্বোদর ॥ তুই ছেড়ে দে, যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটাস না। আয়, সিকি ভাগ দেব ! তুই রাজভোগ খাবি অভিরাম !

মুরলী ॥ আয়, পিঠের ছাল তুলে নেব !

লম্বোদর ॥ আয়, বাবা আয়...অযোধ্যা থেকে পিঠে পুঁটুলি বেঁধে ফিরবি !

মুরলী ॥ আমার পিছু পিছু আসবি কি আসবি না, উঁ উঁ উঁ ?

লম্বোদর ॥ আয়, বাবা আয়...আমার সাথে আয়...কতো ধনরত্ন...কতো মণিমুক্তো...

[মুরলীধর ও লম্বোদর অভিরামের দু হাত দুদিকে টানে। অভিরামের অবস্থা বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত লম্বোদরের দিকেই টলে পড়ে।]

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যার রাজবাড়ি। ছোট রানী যশোমতীর মহল। নীরব নিশুতি রাত্রি। ঘরের কোণে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে। তারই নৃত্যরত আলোছায়ায় দেখা যাচ্ছে ছোটরানী যশোমতী একছড়া বেলকুঁড়ির মালার মতো পালঙ্কে লুটিয়ে আছে। দাসী কুব্জা ঢুকল। পিঠে তার মস্ত বড় কুঁজ, মাথায় শনের মতো পাকা চুল, গালে একটি দাঁতও নেই, সর্বাংগে অলংকারের ছড়াছড়ি।]

কুব্জা ॥ আহা, বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে গা! ও ছোটরানী....রানীমা! আহা পথ চেয়ে বসে বসে, হতাশ মাধবীলতা শুয়ে পড়েছে গা! ও মাগো, কত সাধের করবী...ভেঙে চচ্চড়ি হয়ে গেল গা...ও ছোটরানীমা....মা গো...

[কুব্জা নরম হাতে যশোমতীর চিবুকটা ঘোরাতেই, যশোমতী ডুকরে কেঁদে উঠল।]

পোড়া কপাল আমার! কাজল ধুয়ে গেছে....কুমকুম মুছে গেছে! আর সেই পুরুষটিকেও বলি, রোজ সন্ধে থেকে রানী আমার সেজেগুজে পিত্তি পড়িয়ে বসে থাকে...টানা সাত দিনের মধ্যে তোমার পাত্তা নেই গা!

যশোমতী ॥ ওরে কুব্জা।

[কুব্জার বুকে মুখ ঢেকে কাঁদছে।]

কুব্জা ॥ (যশোমতীর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে) পুরুষমানুষেরে বিশ্বাস নেই গা। দ্যাখো গে যাও, আর কার সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বসে আছে....

যশোমতী ॥ একটু দ্যাখ না কুব্জা....এগিয়ে খিড়কি-পথটা দ্যাখ না...

কুব্জা ॥ কি করতে দেখব বাছা, সে তো রাতকানা না! অ্যাদ্দিন পাঁচিল টপকে টপকে এলো। (থেমে) নাগর এলেই তোমাদের কাছ থেকে একটা গয়না পাই...একটি সাক্ষাৎকার, একটি অলঙ্কার! সাত সাতটা দিন আমার ভাগ্যেও ট্যাঁড়া গো...

যশোমতী ॥ আর কতোকাল আমাদের এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে হবে রে কুব্জা!

কুব্জা ॥ তা কি করবে বাছা, তুমি যে এখনো সধবা! লুকিয়ে ছাড়া, দেখিয়ে প্রেম করবে কী করে মাগো!

যশোমতী ॥ আমি কি আর এ জন্মে বিধবা হতে পারব না রে কুব্জা?

কুব্জা ॥ আহা আহা, কি বুকফাটা আকৃতি, বেধবা হবার তরে কি ব্যাকুলতা! একচোখো ভগবান, দুবেলা কতো মেয়েরে বেধবা করছে...তারা হতে চাচ্ছে না...তবু করে মরছে...আর আমার রানী দুবেলা মাথা কুটছে, বেধবা করো...বেধবা করো...তার টনক নড়ে না গা...

যশোমতী ॥ আর নড়েছে! দেখিস্ করবে বিধবা...ঐ তোর মতো চুল পেকে গেলে করবে!

কুব্জা ॥ লোকসান বাছা, ষোল আনা লোকসান ! আমার বয়সে বেধবাও যা, সধবাও তাই গো, সব একাকার ! এই যে আমি...সধবা কি বেধবা, তাতে আমারই বা কি...কারই বা কি...(যশোমতীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এক গাল হেসে) তোমার হচ্ছে বেধবা হবার পক্ষে ঠিক বয়েস গা...ভরা বয়েস...

যশোমতী ॥ কী যমের অরুচি স্বামী আমার জুটেছে বল্...

কুব্জা ॥ সে আর বলতে। ঘাটের মড়া...এই মরে এই মরে...তবু মরে না। কচ্ছপের প্রাণ গো...সোয়ামি না গজকচ্ছপ।

যশোমতী ॥ দ্যাখ রাজ্যের সব চিকিৎসক মাথা নেড়ে বলে গেল, এ রোগী আর ফিরবে না...

কুব্জা ॥ রাজ্যিসুদ্ধ লোক বলছে...নন্দরাজা পটল তোল্...পটল তোল...

যশোমতী ॥ তবু কেন তুমি তুলছ না। কেন তাদের কথা শুনছ না। (হঠাৎ কেঁদে) এখনো বাঁচার চেষ্টা করছে রে। রোগশয্যায় শুয়ে গর্জন করছে !

কুব্জা ॥ লালসা গো...লালসা। ছ্যা ছ্যা। এখনো আশা, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে...চন্দন সুবাস মেখে আবার ছোটরানীর ঘরে আসবে—পিদিমের আলোয় প্রাণের পিতিমের মুখখানি দেখবে !

যশোমতী ॥ তার আগে আমি মরব। আগুনে ঝাঁপ দেব, জলে ডুব দেব—

কুব্জা ॥ একটা করো বাছা, দুটো করলে জলে আগুনে কাটাকুটি হয়ে যাবে গা।

যশোমতী ॥ আচ্ছা তোর কি মনে হয় রে কুব্জা, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে রাজার ব্যারাম ভালো হয়ে যাবে।

কুব্জা ॥ সে তো যাবেই।

যশোমতী ॥ মুখে পোকা পড়ুক তোর।

কুব্জা ॥ ব্রেহ্মোতেজে কি না হয় মা।

যশোমতী ॥ থাম থাম্ কুঁজি, তুই কেবল আমাকে ভয় দেখাস।

কুব্জা ॥ না গো ছোটরানী, ও বেহ্মোতেজ তুমি ছোটো করে দেখো না... : বাবা, ও বড় জটিল জিনিস। এই বলছি তুমি মিলিয়ে নিয়ো, হাজার হাজার দ্বিজবিপ্র ছাড়বে ফুঁ—আর নন্দরাজার সব রোগ ফুস্ ফুস্ করে উড়ে যাবে !

যশোমতী ॥ তুই বোধ হয় চাস, তাই যাক্—

কুব্জা ॥ অ্যাঁ।

যশোমতী ॥ আচ্ছা, তুই তো মহারাজের ধাই ছিলি, নারে কুব্জা।

কুব্জা ॥ মহারাজের বাপেরও ছিলুম গা। হ্যাঁ গো, দুজনেই জন্মেছে এই হাতের ওপর ! কোলে করে নাচাতুম...প্রাসাদের চূড়োয় উঠে চাঁদ দেখাতুম...

যশোমতী ॥ তুই বোধ হয় চাস্ না, নন্দরাজা মরুক...

কুব্জা ॥ ও কথা বলো না বাছা...ও কথা বলো না ! ধাই তো কি হয়েছে ? তুমি বেধবা হবে, আমারো কি কম পাওনা গা ! কতো কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি পেতুম। আমার মেয়েগুলোর অঙ্গ ভরে যেত গা। (কেঁদে ওঠে) অভাগী.... অভাগী...মাগো, দুজনে মিলেও রাজাটাকে খেতে পারলুম না গা...

[কুব্জা ও যশোমতী গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নেপথ্যে নন্দরাজার একটানা চিৎকার।]

যশোমতী ॥ ঐ শোন্, শোন্রে কুব্জা....

কুব্জা ॥ ঐ তো রাজার যন্ত্রণা বেড়েছে! শয্যাকন্টক হয়েছে গা... শয্যাকন্টক। কিন্তু গলার তেজটা যেন বেড়েছে!

যশোমতী ॥ তাই তো! ওরে কুব্জা, বাড়ল কেন?

কুব্জা ॥ কী জ্বালা....কী জ্বালা....আবার জোয়ার এলো কেন গলায়!

[দরজায় টুং টুং ঘণ্টা বাজল। কুব্জা ধড়মড়িয়ে উঠল।]

কুব্জা ॥ ঐ তো। এসে গেছে! আর দেখতে হবে না! নাও, নাও, গুছিয়ে বসো! (একটা আয়না এনে ছোটরানীর হাতে দিল। ছোটরানী মুখ দেখছে।) হুঁ, তাম্বুল খাও! (মুখের মধ্যে পান ঢুকিয়ে দেয়।) চোখ দুটি ভ্রমরের মতো নাচাবে...এই যে দেখো, এমনি এমনি... (কুব্জা চোখ নাচিয়ে দেখায়) যদি মুখচন্দ্রসুধা পান করতে চায়....(ছুটে জানালায় যায়) এমনি করে দাঁড়াবে...(কুব্জা বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে দেখায়। ঘণ্টা বাজল। কুব্জা সামলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল।) যাই...(থেমে) ধাই তো কি হয়েছে, কোলে করে নাচিয়ে নাচিয়ে বড় না করলে...আজ কি তার বৌকে প্রেম করিয়ে এতো গয়না পেতুম গা--

[কুব্জা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু।]

কুব্জা ॥ (ছদ্ম বিস্ময়ে) কী সৌভাগ্য...কী সৌভাগ্য! রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু। তা অন্তঃপুরে কেন? পথ ভুলে? আপনি কি জানেন না, এখানে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠা ভার্যা...

চন্দ্রকেতু ॥ সর্!

[চন্দ্রকেতু ঘরে ঢুকতে যায়। কুব্জা দু'হাতে দরজা আটকে ধরে।]

কুব্জা ॥ না না না...আগে দাসীর পাওনা মিটিয়ে, তারপর! (হাত পেতে) এক জোড়া কণ্ঠহার না পেলে আজ দরজা ছাড়া যাবে না!

চন্দ্রকেতু ॥ (ধাক্কা দিয়ে কুব্জাকে মাটিতে ফেলে দেয়) সরে যা কুঁজি! তোর সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের সময় নেই! (দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে) এই যে যশোমতী! বাঃ, তুমি এখন তাম্বুল চর্বণ করছ! ভাল, ভাল! আর কী বা করবে তুমি!

যশোমতী ॥ কী হ'ল প্রিয় চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু ॥ সে আর তুমি শুনে কী করবে! খাও...তুমি তাম্বুল খাও...

যশোমতী ॥ ওমা, আমার কী হবে গো! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু! চোখমুখ অমন লাগছে কেন? ওরে মুখপুড়ি কুঁজি—হাঁ করে কি দেখছিস...বাতাস কর্...

[কুব্জা চন্দ্রকেতুকে বাতাস করছে। চন্দ্রকেতু গোমড়ামুখে বসে আছে। নেপথ্যে নন্দরাজার আর্ত চিৎকার।]

যশোমতী ॥ চন্দ্রকেতু...প্রিয়তম...

চন্দ্রকেতু ॥ এতোকাল জানতুম অযোধ্যার সিংহাসন আর রত্নভাণ্ডারের দাবীদার কেবল আমি...আমি একা ! নন্দরাজা চোখ বুঁজলে, সব পাবে ছোট ভাই চন্দ্রকেতু...

যশোমতী ॥ ঠিকই তো !

চন্দ্রকেতু ॥ গত সাতদিনে আমি অন্তত একশো দাবীদারের সন্ধান পেয়েছি !

যশোমতী ॥ বলো কী !

চন্দ্রকেতু ॥ এই অন্তঃপুরের মহলে মহলে নন্দরাজার যতো রানী আছে, সবার লক্ষ্য ঐ সিংহাসন আর রত্নভাণ্ডার ! যাও, যে কোনো ঘরে উঁকি দিয়ে দেখো, দেখতে পাবে ষড়যন্ত্রের মহাসভা বসেছে !

যশোমতী ॥ সে কি গো, আমরা তো জানতুম, কেবল আমরাই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি...ওরাও খাচ্ছে।

চন্দ্রকেতু ॥ অপুত্রক রাজার বড়রানী মেজরানী যে যার ভাইকে জামাইকে অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে স্থাপন করতে চায় ! রাজ্যের শ্রেষ্ঠীবর্গ পুরোহিতবর্গ প্রায় সকলেই চক্রান্তে জড়িত। জানি না রাজপুরীর দাসদাসীরা কতোখানি লিপ্ত...

যশোমতী ॥ পায়ে পায়ে শত্রু !

চন্দ্রকেতু ॥ ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। হাঁক পড়েছে বিদ্রোহের।

যশোমতী ॥ বিদ্রোহ !

চন্দ্রকেতু ॥ বৃষলের নাম শুনেছ ?

যশোমতী ॥ বৃষল ?

চন্দ্রকেতু ॥ দরিদ্র চাষীর সন্তান ! অমিত বলশালী ! ময়ূর চরিয়ে খায় তাই তার নাম মৌর্য বৃষল ! ঘোষণা করেছে, নন্দরাজার ধনাগার লুণ্ঠন করে বিলিয়ে দেবে দরিদ্র প্রজাদের মাঝে !

যশোমতী ॥ কী সর্বনাশ !

চন্দ্রকেতু ॥ অপদার্থ অক্ষম নন্দ। তারই শৈথিল্যে আজ নন্দবংশের সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে !

যশোমতী ॥ তাহলে কী করবে চন্দ্রকেতু ? এখন উপায়...

চন্দ্রকেতু ॥ উপায় একটাই ! যমালয়। যমালয়ে পাঠাব নন্দরাজাকে ! বুঝতেই পারছ, যে আগে মারতে পারবে, দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতবে সেই !

[বস্ত্রের আড়াল থেকে একটা ঝকঝকে রূপোর কৌটো বার করে।]

যশোমতী ॥ কীসের পাত্র... ?

চন্দ্রকেতু ॥ (হেসে) অমৃত...

কুব্জা ॥ বিষ !

[নেপথ্যে নন্দের রোগযন্ত্রণার চিৎকার। এই রাতে অভিশপ্ত প্রাসাদের মহলে মহলে সে আর্তনাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

চন্দ্রকেতু ॥ আমার ঐ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি চিরকাল আমার সৌভাগ্য আড়াল করে রেখেছে ! চাই রাজ্য, চাই সম্পদ, রূপবতী নারী ! চাই অযোধ্যার সিংহাসনে নন্দবংশের

অক্ষয় পরমায়ু। শুক্লা পঞ্চমীতে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে দেব না। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঢেলে দিতে হবে...

কুব্জা ॥ ভ্রাতৃহত্যা করবেন কুমার।

চন্দ্রকেতু ॥ বৈমাত্রেয় ভাই, ভাই নয়রে কুঁজি। (বস্ত্রের আড়াল থেকে রাজাজ্ঞাপত্র বার করে) দেখ রাজ-আজ্ঞা। মহারাজ নন্দ তাঁর রাজ্যপাট...ধনসম্পত্তি...প্রিয়তমা যশোমতীকে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন প্রিয়তম কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতুর হাতে।

যশোমতী ॥ জালপত্র।

চন্দ্রকেতু ॥ অবশ্যই জালপত্র। বিষটা খাইয়ে মৃত নন্দের করছাপটা তুলে নিতে হবে এই পত্রে।

যশোমতী ॥ সাতদিন ধরে তুমি অনেক কাজ করেছ চন্দ্রকেতু। কিন্তু শিয়রে সর্বদা প্রহরী...বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

চন্দ্রকেতু ॥ তাও ঠিক করেছি।

যশোমতী ॥ করেছ?

চন্দ্রকেতু ॥ কাল মধ্যরাতে, স্বপ্নে, এক ঘোরবর্ণ দেবমূর্তি... মহাশনি...আমাকে নন্দেব হত্যাকারীর সন্ধান দিয়ে গেছেন।

যশোমতী ॥ কে। কে সে।

চন্দ্রকেতু ॥ সে আছে এই অন্তঃপুরে। অশীতিপব বৃদ্ধা...তাব মাথায় শনের মতো পাকা চুল...পিঠে মস্ত কুঁজ...

কুব্জা ॥ (চমকে) কুমার।

চন্দ্রকেতু ॥ তুই পারবি। নন্দের রোগশয্যার পাশে একান্তে যাবার অনুমতি আছে কেবল তোর। তুই নন্দের ধাত্রী।

কুব্জা ॥ (চন্দ্রকেতুর পা ধরে) না না....আমাকে ছেড়ে দিন কুমার..আমি পাবব না...

চন্দ্রকেতু ॥ না কেন। অযোধ্যার রাজবাড়িতে কুঁজি দাসীরা চিরকাল এ কাজ করে এসেছে। পুরস্কার পাবি, যতো অলংকার চাস পাবি। কুঁজি, তোর কন্যাদের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেব..

কুব্জা ॥ চাই না, চাই না...(যশোমতীর পা জড়িয়ে) ওমা, আমার গয়না চাই না। আমি তাকে কী করে মারব মা...সে যে জন্মেছে এই হাতে...

চন্দ্রকেতু ॥ যা বলছি কর, নইলে তোর সন্তানদের আমি তোরই সামনে হত্যা করব।

কুব্জা ॥ রক্ষে করো মা।

যশোমতী ॥ শনি দেবতার আদেশ পালন কর কুব্জা।

[যশোমতী দ্রুতপায়ে পাশের কোনো কক্ষে গেল, চন্দ্রকেতু তাকে অনুসরণ করল।]

কুব্জা ॥ দেবতা। হে কালশনি। (আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে বিস্ফারিত গলায়) আমায় কেন বাছলে গা...আমি তোমার কাছে কী পাপ করলুম গা...

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

[রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠে ভাঁড়ুদাসের জলসত্র। গোপনে মদ্য বিক্রয়ের ব্যবসা চলে এখানে। সন্ধ্যাবেলা। দুই সৈনিক ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্লকে দেখা যাচ্ছে—অবিরাম মদ্যপান করে এখন দুটো বড়োসড়ো কোলাব্যাঙের মতো ঝিম ধরে বসে আছে।]

ভীমভল্ল ॥ ব্যাঘ্রমল্ল...ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ বলো ভাই ভীমভল্ল...

ভীমভল্ল ॥ একটা সাংঘাতিক খবর দেব তোমায়...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ দেবে...আমায় দেবে...সত্যি দেবে? উফ্, তুমি আমায় কতো কী দাও ভাই ভীমভল্ল, আমি তোমায় কিচ্ছু দিতে পারিনে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস, ভাই ভীমভল্লকে আমার নামে দু-ভাঁড় লালজল দিয়ে যাও...

ভীমভল্ল ॥ ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি তো?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ সে কী ভাই ভীমভল্ল, আমায় বিশ্বাস করবে না। (কাঁদো কাঁদো গলায়) আমি তোমার বৌয়ের মতো...তুমিও আমার বৌয়ের মতো...দাম্পত্যজীবনে ভাঙন ধরিয়ো না ভাই ভীমভল্ল...(কান বাড়িয়ে) বলে ফেলো...

ভীমভল্ল ॥ (ব্যাঘ্রমল্লের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) যাঃ, ভুলে গেলুম!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ কী ভুলে গেলে ভাই...

ভীমভল্ল ॥ কী ভুললুম, তাই তো ভুলে যাচ্ছি! কী বলছিলুম আমি?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (পানপাত্রটি ভীমভল্লের মাথায় উপুড় করে) ঠাণ্ডা তেল মাখো....স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস! ব্যাটা কোথায় পালালো! (ভীমভল্লের মাথায় মদ থাবড়াতে থাবড়াতে) যা পরিশ্রম যাচ্ছে, মাথার কী দোষ! বাব্বাঃ। কাল শুক্লা পঞ্চমীটা কাটলে বাঁচি। রাজধানীর ভীড় দেখছ? দেশে যে এত বামুন ছিল, জানা ছিল না ভাই। মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে...

ভীমভল্ল ॥ (লাফিয়ে) পড়েছে...মনে পড়েছে...যে কথাটা বলছিলুম...ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, সবাই বামুন না!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ অ্যাঁ।

ভীমভল্ল ॥ হ্যাঁ, অন্তত দশজনের দেখা পেয়েছি...চণ্ডাল!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ বলো কি!

ভীমমল্ল ॥ হ্যাঁ ভাই, পাওনা-থোওনার লোভে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুনের দলে ভিড়েছে! ইয়া লম্বা পৈতে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ ইয়া লম্বা!...চুপচাপ থাকো! নিতে দাও দান! তারপর ঘ্যাঁক্ করে ধরব! অর্ধেক সোনাদানা আদায় করে ছাড়ব! চলো তো, চণ্ডালগুলোর মুখ চিনিয়ে দেবে...

ভীমভল্ল ॥ চলো! তোরাও খাবি...আমরাও খাবো!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল পানপাত্র দুটো নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ুদাস ধৈর্য হারিয়ে পাশের ঘর থেকে আত্মপ্রকাশ করল।]

ভাঁড়ু ॥ পাত্তর দুটো রেখে যান...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ এতোক্ষণ কোথায় বৌ সেজে নুকিয়ে ছিলে চাঁদ ভাঁড়ুদাস?

ভাঁড়ু ॥ মালও খাবেন, পাত্তরও নিয়ে যাবেন, মূল্যও দেবেন না...

ভীমভল্ল ॥ মূল্য! আমাদের কাছে মালের মূল্য চাইছে ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (জড়িত গলায় সুর করে) জানিস না মোরা নন্দরাজার সেনা...

ভীমভল্ল ॥ (সুরে) খুশি মতন দোকানপাটে দিয়ে থাকি হানা...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ লুটেপুটে খেয়ে থাকি দুগ্ধ ননী ছানা...

ভীমভল্ল ॥ দামের কড়ি চাইবি যদি...বর্শা মেরে চক্ষুদুটি করে দেব কানা...

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল ভাঁড়ুদাসের বুকে বর্শা তুলেছে। লম্বোদর ভট্টকে কাঁধে নিয়ে অভিরাম ঢুকল। কাঁধে বসে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে লম্বোদর। বগলে উলঙ্গ ছাতা, কাঁধে পুঁটলি। অভিরামের অবস্থা বিপর্যস্ত। টলছে, হাঁপাচ্ছে।]

অভিরাম ॥ এক কোষ জল পাওয়া যাবে গো...এক কোষ জল...(সকলে অভিরামের দিকে ঘোরে) ছাতি ফেটে যাচ্ছে...একটু জল...

ভীমভল্ল ॥ (অভিরামের মুখের কাছে গিয়ে) ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

অভিরাম ॥ (কাঁধের ওপর লম্বোদরকে দেখিয়ে) আমি না, উনি—!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (চোখ কচলে) তোমরা ক'জন বাবা!

অভিরাম ॥ (দুটি আঙুল দেখিয়ে) নিচে একজন...ঘাড়ে একজন। ও ঠাকুর, নামো—

ভাঁড়ু ॥ কতক্ষণ বইছো?

অভিরাম ॥ চোদ্দদিন আজ্ঞে! সেই গাঁ থেকে শুরু হয়েছে...

ভাঁড়ু ॥ একটানা!

অভিরাম ॥ টানা! খালি প্রাতকৃত্য করতে নামেন! ফলাহার করতে জাগেন! খেয়েদেয়ে পুষ্ট হয়ে দু হাঁটু দিয়ে গুঁতো ঝাড়েন, চল্ অযোধ্যায় চল্। ও ঠাকুর, আমরা অযোধ্যায় এসে পড়েছি গো!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ ভাই ভীমভল্ল, দেখছ এর পৈতেও ইয়া লম্বা...!

ভীমভল্ল ॥ হুঁ! (নিদ্রিত লম্বোদরকে বর্শার টোকা দিয়ে) অ্যাই হুট্ হুট্...নাম্ নাম্...এই ব্যাটা চণ্ডাল...

[খোঁচা খেয়ে লম্বোদর দু হাঁটু দিয়ে অভিরামের পাঁজরে গুঁতো দেয়।]

অভিরাম ॥ ওরে বাবারে...পাঁজরা ঝাঁঝরা করে দিল রে...

[অভিরাম বসে পড়ে। লম্বোদরের ঘুম ভাঙে। চারদিক দেখেশুনে বেশ সপ্রতিভভাবে কাঁধ ছেড়ে নামে। হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।]

ভীমভল্ল ॥ পিঠে চেপেছিস কেন, মানুষ হয়ে মানুষের পিঠে...

লম্বোদর ॥ হাঁটতে পারি না বাপু! পায়ে ব্যথা! বগলে ফোঁড়া হয়েছে কিনা—

ভীমভল্ল ॥ তবে ছেড়ে দিলুম ! (সহসা খেয়াল হয়) ফোঁড়া হ'লো বগলে, ব্যথা হলো পায়ে ? ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (বর্শা তুলে) দে, অর্থদণ্ড দে !

লম্বোদর ॥ এর জন্যে দণ্ডও দিতে হবে ! দে, দণ্ডটা দিয়ে দে অভিরাম...

অভিরাম ॥ বাঃ, তুমি চাপলে কাঁধে, দণ্ড দেব আমি !

লম্বোদর ॥ তা আমি কোথায় পাব র‍্যা ! খালি-ট্যাঁকের মানুষ। জানিস না, তোর ওপর দেহ ফেলে আসছি ! ধরো বাপু, ওকেই ধরো। পুঁজি-পাটা ওর কাছে ! কামারশালা আর হাপর বেচে আসছে !

অভিরাম ॥ আমি বেচেছি, না তুমি আমায় বেচিয়ে ছেড়েছো।

লম্বোদর ॥ বেঁচে গেছিস শালা ! আমি পরামর্শ না দিলে ঐ কামারশালা আর হাপর মুরলীধরের গভ্যে যেতো...

অভিরাম ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) সারা পথ আমার ঘাড় ভেঙে দই চিঁড়ে আর খরমুজা খেতে খেতে আসছে ! আমায় বলেছে, দানের অর্ধেক ভাগ দেবে...তুমি যদি না দিয়েছ ঠাকুর...

লম্বোদর ॥ অর্ধেক হবে না, সিকি পাবি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, দু আনাও পাবি না...

অভিরাম ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) এর মধ্যে দু'আনা বলছে, খানিক পরে এক আনা বলবে...

ভীমভল্ল ॥ চুপ চুপ। সব চুপ ! (লম্বোদরকে) কাল যাতে তুমি সর্বাগ্রে মহারাজের দর্শন পাও...বড়সড় দান পাও...আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো...

লম্বোদর ॥ পারবে বাবারা, করে দিতে পারবে ?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ কেন পারব না ? আমরা হলুম মহারাজের দেহরক্ষী ! ডাইনে বাঁয়ে থাকি ! প্রচুর পাইয়ে দেব..

ভীমভল্ল ॥ কিন্তু যা পাবে তার অর্ধেক আমাদের ছাড়তে হবে ! রাজী ?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ হ্যাঁ, আমরা সবাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছি...

ভীমভল্ল ॥ যদি রাজী না হও, গরিবের পাঁজরে হাঁট চালানোর জন্যে কারাগারে নিয়ে যাবো। চল্...

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল অভিরামকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।]

অভিরাম ॥ (চিৎকার করে) আমি গুঁতো মারিনি...আমি গুঁতো খেয়েছি ! ও ঠাকুর, আমারে কারাগারে নিয়ে যায় গো...

লম্বোদর ॥ (তড়াক করে লাফিয়ে উঠে) তবে র‍্যা ! আমি লম্বোদর ভট্ট দ্বিজকুলরতন...ধম্মোপুত্তুরে মোর করিস পীড়ন ? ছিন্ন করি উপবীত দিব অভিশাপ...উর্ধ্ববাহু হয়ে করিবি বাপ বাপ—(উলঙ্গ ছাতা বারংবার খোলে আর বন্ধ করে) দূর হ ! আঁটকুড়োর ব্যাটারা—দূর হ !

[অদ্ভুত সেই ছাতার আস্ফালনে ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে পালায়।]

ভাঁড়ু ॥ বেশ করেছেন—উত্তম করেছেন ! উফ্, এই গুয়োরব্যাটা সৈনিকদের জ্বালায় ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে যাবে ! নিন, সেবা করুন প্রভু—

[ভাঁড়ু এক ঘটি পানীয় দেয়।]

লম্বোদর ॥ (তৃপ্তিতে ঘটিটা মুখে তুলতে গিয়ে থামে) কী র‍্যা?

ভাঁড়ু ॥ আজ্ঞে বিশুদ্ধ সরযূবারি।

লম্বোদর ॥ কেন, শুঁড়িখানায় সরযূবারি খাবো কেন?

ভাঁড়ু ॥ (জিভ কেটে) ভুল করছেন....শুঁড়িখানা না, এটা জলসত্র।

লম্বোদর ॥ জলসত্র।

ভাঁড়ু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লান্ত পথিকদের এখানে বিনামূল্যে বারি বিতরণ করা হয়। ভাঁড়ুদাসের জলসত্র।

লম্বোদর ॥ কী বলে র‍্যা, মালের গন্ধ ভুরভুর কঁরছে।

ভাঁড়ু ॥ আজ্ঞে না, বারি—

লম্বোদর ॥ (ছাতা উঁচিয়ে) মারব ছাতার বাড়ি। (বগলে টান পড়ে) ফোঁড়াটা টাটাচ্ছে বলে ছেড়ে দিলুম।....ঐ সৈনিকরা জল খেয়ে টলমল করছিল।

ভাঁড়ু ॥ আজ্ঞে প্রকাশ্যে জলসত্র। তবে গোপনে মদ বিক্রয় করি।

লম্বোদর ॥ পথে এসো। তা বাবা ভাঁড়ুদাস, গোপন ব্যবসাটি কদ্দিন চালানো হচ্ছে?

ভাঁড়ু ॥ আজ্ঞে তা বহু পুরুষ হয়ে গেল। সেই রামচন্দ্রের আমল থেকে—

লম্বোদর ॥ বলে কী র‍্যা, রামরাজ্যে গোপনে মাল চলত।

ভাঁড়ু ॥ গোড়ায় চলত না। রামচন্দর লঙ্কা থেকে ফেরার পর চলত। হনুমানদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

লম্বোদর ॥ যা, সরযূজলের ঘটিটা ভাল করে ধুয়ে মেজে একঘটি লালজলের ব্যবস্থা কর।

ভাঁড়ু ॥ দ্বিজবর, মাল খাবেন?

লম্বোদর ॥ প্রকাশ্যে খাবো না, গোপনে খাবো। যা—নিয়ে আয়...

ভাঁড়ু ॥ (গম্ভীর মুখে) মূল্য—

লম্বোদর ॥ এই যে শুনলুম বিনামূল্যে—

ভাঁড়ু ॥ বিনামূল্যে সরযূজল, নেশার জল এক ঘটি এক কড়ি। সারাদিনে ঢের লোকসান গেছে। কড়ি বার করে রাখুন।

[ভাঁড়ু ঘটি নিয়ে অন্দরে চলে যায়।]

লম্বোদর ॥ (অভিরামকে) বার কর্—

অভিরাম ॥ নেই।

লম্বোদর ॥ কী হয়েছে?

অভিরাম ॥ (খিঁচিয়ে) সব খেয়ে শেষ করেছ।

লম্বোদর ॥ একদম চালাকি করবে না অভিরাম। ভেবেছ কতোয় হাপর বেচেছো....আর আমি কত খেয়েছি—তার আমি হিসাব রাখিনি! ভেবেছ তোমার কড়িতে খাচ্ছি বলে, খরচের ওপর দৃষ্টি রাখিনি? এখনো একটা কড়ি আছে তোমার কাছে—থাকার কথা।

অভিরাম ॥ বাড়ি নিয়ে যাবো।

লম্বোদর ॥ শোনো, আঁটকুড়োর ব্যাটার বায়না শোনো...হচ্ছে শকট বোঝাই করে দানসামগ্রী নিয়ে যাবার পরিকল্পনা...ব্যাঙের পুঁজি সামলাচ্ছে র‍্যা।

অভিরাম ॥ দানসামগ্রী চাইনে...আমি আবার হাপর চালাবো...

লম্বোদর ॥ কোথায় পাবে হাপর। সবই তো ভোগে গেছে...

অভিরাম ॥ কিনব।

লম্বোদর ॥ কী দিয়ে?...ওই এক কড়ি দিয়ে। কলাপোড়া খেলে যা। খালি হাতে দেশে ফিরবি কি, মুরলীধরের বেত খাবি। তাকে ফাঁকি দিয়ে বেচেবুচে চলে এলি, গুঁতোর নাম বাবাজীবন। হ্যা হ্যা হ্যা, আর কোন পথ নেই...রাজার দান ছাড়া এখন আর কোন বিদ্যে নেই....

[অভিরাম কাঁদছে।]

ছাড়, দোনামোনা ছাড়। আয়, গরিব জীবনের শেষ দিনটাকে বড়লোকের মতো বিদেয় করি...হ্যা হ্যা হ্যা...

[ভাঁড়ুদাস পূর্ণ ঘটি নিয়ে ঢুকছে। লম্বোদর দু হাত বাড়ায়।]

আয়. .আয়...বাবা ভাঁড়ুদাস, শতং জীবতু...

[ভাঁড়ুদাস ঘটি দিয়ে অভিরামের কাছ থেকে কড়িটা নিয়ে চলে গেল, লম্বোদর ঘটিতে চুমুক দিল।]

আঃ, ক্লান্তির অবসান। নিরসন...অপনোদন...আঃ...

[ঢকঢক কয়েক চুমুক খেয়ে নেশায় ঢুলুঢুলু হয়ে]

অভিরাম, এ আমি কী করছি।

অভিরাম ॥ মাল খাচ্ছো।

লম্বোদর ॥ (আর এক চুমুক দিয়ে) ছিঃ, এ আমি কী করছি...

অভিরাম ॥ ফুর্তি করছ।

লম্বোদর ॥ (আবো খেয়ে) ছিঃ। আমার পুত্রকন্যা ভার্যা কোথায় কোন ভাঙা ঘরে বসে...খুদকুঁড়ো খাচ্ছে কি খাচ্ছে না...আর আমি রাজধানীতে বসে মাল খাচ্ছি। ছিঃ।

অভিরাম ॥ ছি ছি করছো, খেয়েও তো যাচ্ছো।

লম্বোদর ॥ ছিঃ। আমার হাতে পড়ে তোর মা এক বেলাও সুখী হয়নি র‍্যা। ছিঃ।...(চুমুক দিয়ে) কাল অযোধ্যা ঝেঁটিয়ে কেনাকাটি করব। তোর মা'র জন্যে লালপেড়ে বস্তর, পেতলের কলস...লক্ষ্মীর পট...মালপো ভাজার চাটু...যা পাবো সব কিনব...তবে সবার আগে শালা আমার এই ন্যাংটো ছাতাটার লজ্জা নিবারণ করব।...ছিঃ। এ ছাতা খায়, না মাথায় দেয়... ছিঃ।

অভিরাম ॥ (কোষ পেতে) একটু পেসাদ দেবে?

লম্বোদর ॥ ছিঃ। বাপের সামনে মাল খাবি।

অভিরাম ॥ আমি তোমায় বাপ বলিনি...

লম্বোদর ॥ বল্, একবার বল, তাহলে দেব...একটা বার আমায় বাপ বলে ডাক

বাবা...(অভিরাম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। লম্বোদরের চোখ ছলছল করে) বলবি না, অভিরাম, বলবি না ? তোর জন্যে আমি সুখের মুখ দেখতে চলেছি...তুই আমার জন্যে এতো করলি....আর একটু বাপ বলবি না !

[অভিরামের মুখের সামনে পাত্রটা বার বার এগিয়ে দেয়, পিছিয়ে আনে।]

বল্ বাপ...বল্...বল্ বাপ...বললেই দেব...বল্

অভিরাম ॥ (সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে। অস্ফুট গলায়) বাপ !

লম্বোদর ॥ নে খা...

[লম্বোদর ঘটিটা নিজের পেছনে নিয়ে নিজের আড়ালে কাৎ করে, অভিরাম কোষ পেতে খেতে থাকে।]

অভিরাম ॥ (খেতে খেতে) ও ঠাকুরবাবা, তুমি আমার সাতজন্মের বাপ গো ! তোমার কৃপায় রাজধানীর দর্শন পেলুম গো ! তুমি আমায় বড়লোক হতে শেখালে গো...

লম্বোদর ॥ ঐ হাপর চালিয়ে বঁটি-কুড়ুল গড়ে বড়লোক হওয়া যায় না রে বাপ...খেটে বড়লোক কেউ হতে পারে না...বড়লোক হতে গেলে ভিক্ষে করতেই হয় রে...রাজদ্বারে ভিক্ষে করতেই হবে...যে যতো বেশি ভিক্ষে করবে, সে তত বড়লোক হবে !

অভিরাম ॥ (নেশায় অস্থির হয়ে) ও বাপ..ও আমার বাপ...তুমি যদি আমারে দানের ভাগ নাই দাও...তাতেও আমার দুঃখু হবে না গো ! আমি বুঝব, বুঝব...আমি আমারই মতো একটা গরিব মানুষেরে কাঁধে বয়ে ঐশ্বর্য্যির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছি গো...

লম্বোদর ॥ বাপের জন্যে এক ঢোক ফেলে রাখিস বাপ...ছিঃ !

অভিরাম ॥ তুমি শুধু আমার ধম্মোমায়েরে রানী করো বাপ...আমার নিজের মা নেই...আমার ঐ একটা মা...দুখিনী মা...

[সহসা নেপথ্যে অযোধ্যার রাজপথে তুমুল কোলাহল শোনা গেল। ঝাঁক ঝাঁক অশ্বারোহী সৈন্যের গমনাগমনে চতুর্ধার তোলপাড় হয়ে উঠল। সন্ধ্যার আকাশে জ্বলন্ত মশাল ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে লাগল। ভাঁড়ুদাস অন্দর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।]

ভাঁড়ু ॥ কী হ'ল...কী হ'ল...(বাইরে তাকিয়ে) কী ব্যাপার..রাজপথে নারীপুরুষের ভীড় ! ছুটছে কেন সব ! আরে আরে, পথের আলো নিভিয়ে দেয় যে ! ও কী, সেনাপতি মশায়ের পিছনে সৈন্যবাহিনী ছুটছে ! হ'লটা কী ! (থেমে) সেনাপতি মশাই যে এদিকেই আসছেন...

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ভদ্রশালের প্রবেশ।]

সেনাপতি ॥ নেভাও...নেভাও...আলো নেভাও ভাঁড়ুদাস...বন্ধ করো জলসত্র ! অযোধ্যার ইন্দ্রপতন ঘটেছে !

ভাঁড়ু ॥ কী হয়েছে প্রভু ?

সেনাপতি ॥ রাজাধিরাজ মহারাজ নন্দ পরলোকগমন করেছেন !

ভাঁড়ু ॥ অ্যাঁ, মহারাজ নেই !

সেনাপতি ॥ হায় হায়...মাত্র একটি রাত্রি পরেই শুক্লা পঞ্চমী ! পরমারাধ্য শুক্লা পঞ্চমী ! হায়রে অনাথিনী অযোধ্যা ! অযোধ্যার ঘরে ঘরে শোকপালন ! সপ্তাহব্যাপী বন্ধ থাকবে সব ! চলো চলো...

[ভাঁড়ুদাসকে টেনে নিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে গেল। কেউ-ই ওরা খেয়াল করল না, জলসত্রের এক কোণে ঘনায়মান অন্ধকারে মদের ঘটি হাতে দুটি মানুষ ভূতের মতো বসে রইল। ক্রমে নেপথ্যের কোলাহল থেমে এল। লম্বোদর ভীষণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।]

লম্বোদর ॥ ওরে অভিরাম, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল রে...

অভিরাম ॥ (নেশার ঘোরে) কী হয়েছে বাপ...কাঁদছো কেন, ও বাপ...

লম্বোদর ॥ ওরে মহারাজ চলে গেছে, আমরা কী নিয়ে দেশে ফিরব র‍্যা..

অভিরাম ॥ আমরা সোনাদানা পাবো না ?

লম্বোদর ॥ ও মহারাজ, আমাদের ডুবিয়ে তুমি কোথায় গেলে গো..

অভিরাম ॥ (ইনিয়ে বিনিয়ে শুরু করে) ঘর বেচে...হাপর বেচে..

লম্বোদর ॥ শেষ কড়িটাও মদ গিলে...

অভিরাম ॥ ফতুর হয়ে...ভিখিরি হয়ে...

লম্বোদর ॥ আমরা যে তোমার ভিক্ষের তরে বসে আছি গো...

অভিরাম ॥ ও বাপ, রাজা বেঁচেও মারে, মরেও মারে...রাজারে কোনো বিশ্বাস নেইরে... ! (থেমে, প্রচণ্ড রোষে) তোমার তরে আমার সব গেল ! তোমার তরে !

লম্বোদর ॥ রক্ষে করো...হে ভগবান, রক্ষে করো...

[লম্বোদর ও অভিরাম সদ্য গলাকাটা পাঁঠার মতো মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করছে। শনিঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল।]

শনি ॥ বল্ বল্ লম্বোদর বল্ ‹রাসরি—
কীবা হেতু ভূমিতলে যাস গড়াগড়ি !

[লম্বোদর ও অভিরাম বিহ্বল চোখে ধড়ফড় করে উঠে বসে।]

শনি ॥ কী দেখিস অমন করে অবোধলোচন...
ভাবিতেছিস কেন হয় দেবদরশন !
না করিস পূজা তুই, নাই বিন্দু ভকতি
তবু কেন ভালোবাসি তোরে, দেবাঃ ন জানন্তি !
(থেমে) কী চাস !

লম্বোদর ॥ নন্দরাজার জীবন !

শনি ॥ হবে না। আমিই তো জাল বিস্তার করে তাকে মারলুম, এখন আবার আমি তাকে বাঁচাবো ! অসম্ভব !

লম্বোদর ॥ এক বেলার জন্যে...দানধ্যান করে মরুক !

শনি ॥ না না, একবার জলের মাছ ডাঙায় তুলেছি, আর জলে ছাড়ি !

অভিরাম ॥ গরিব মানুষেরে দয়া করো ভগবান !

শনি ॥ মহা জ্বালা ! নন্দ মরলে কেউ যে এমন যাঁতাকালে পড়বে, আগে অনুমান করতে পারিনি...(থেমে) তোরা খুব গরিব ? (লম্বোদর ও অভিরাম মাথা নাড়ে) আমারো অবস্থা তদ্রূপ। পিপীলিকা আক্রান্ত বাতাসা ছাড়া কিছু নেই যে তোদের দেব ! আচ্ছা দাঁড়া, তোদের একজনকে রাজা করে দিচ্ছি !

লম্বোদর ॥ রাজা !

শনি ॥ রাজা ! ব্যাটা নন্দের দেহটার এখনো সৎকার হয়নি ! সুবিধে আছে ! তোরা কেউ একজন যদি এক্ষুনি মরিস, প্রাণটা আমি ওর দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারি। নন্দকেও বাঁচাতে হ'ল না...আবার গরিব একজন রাজদেহে ঢুকে রাজাও হ'ল ! সর্বকুল রক্ষা পেল। এক গরিব রাজা হলে, আরেক গরিবকে নিশ্চয় দেখবে ! (থেমে) ভেবে দ্যাখ্ অভিরাম, ভাব লম্বোদর... মরিবি কে দু'জনার, চটপট মর। (থেমে) চমৎকার গন্ধ ! ভাব...আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি।

[ভাঁড়ুদাসের অন্দরে শনির প্রস্থান।]

লম্বোদর ॥ নে, তাহলে তৈরি হয়ে নে অভিরাম ! যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। শুনলি তো, নন্দের দেহ সৎকার হয়ে গেলেই কপালে অষ্টরম্ভা ! দেখি, তোর গলার মাপটা দেখি...হুঁ....(গামছায় মাপ মতো ফাঁস দিয়ে) ওই আড়াটা পোক্ত আছে... যা উঠে পড় ! কলার কাঁদির মতো ঝুলে পড়।

অভিরাম ॥ (রুদ্ধশ্বাসে জড়িত গলায়) ঠাকুরবাবা, তুমি আমায় গলায় দড়ি দিতে বলছ !

লম্বোদর ॥ আহা এধারে গলায় দড়ি দিবি, ওধারে রাজা নন্দ হয়ে বেঁচে উঠবি। কাল ভোরেই তোর কাছে যাচ্ছি, বেশি করে দিবি, বুঝলি...দুটো শকট ভরতি করে দিবি ! শুধু কাল কেন, প্রত্যেক হপ্তায় আমি রাজসভায় তোর দর্শনে যাবো। তুই শুধু দিয়ে যাবি ! হ্যা হ্যা...উফ্ ভাবা যায়, আমার গাঁয়ের ছেলে...আমারই ধম্মোছেলে কিনা অযোধ্যার রাজা ! ওঠ্... উঠে পড়...

অভিরাম ॥ তুমি আমায় মরতে বলছ বাবা--

লম্বোদর ॥ (অভিরামকে ঠেলতে ঠেলতে) ওরে বাবা মরে বাঁচবি ! ছিলি কামার—হবি রাজা। গিয়ে বঁটি, আসছে তলোয়ার। উঠে যা...উঠে যা...আজ দিন ভাল ! পঞ্জিকা লিখেছে, মৃত্যু অস্তি...দোষ নাস্তি।

অভিরাম ॥ সব্বোস্বহারা করে এবার প্রাণটাও নাস্তি করে দেবে বাবা...

লম্বোদর ॥ ওরে শোন্—

অভিরাম ॥ (গর্জন করে ওঠে) না। এ দেহ ছেড়ে আমি নন্দরাজার গলাপচা দেহে ঢুকে বাঁচব না ! না !

[টলমল পায়ে শনির আবির্ভাব।]

শনি ॥ কলহ না...অভিরাম কলহ করো না ! আমি বলছি শোনো ! তোমায় চিরকাল নন্দের দেহে থাকতে হবে না ! চাইলেই নিজদেহে ফিরে আসতে পারবে !...হ্যাঁ, কাল সকালেই লম্বোদরকে যথেষ্ট দানধ্যান করেই, মরে চলে এসো !

নাহি কোন ভয়...
মোর বরে তব দেহ রহিবে অক্ষয়...
(থেমে) মর্...ঢুকিয়ে দিয়ে যাই...

[শনি ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।]

লম্বোদর ॥ শুনলি তো, আবার স্বস্থানে ফিরতে পারবি। শকট বোঝাই করে বাপবেটায় বাড়ির পথ ধরব। (ফাঁসটা দোলাতে দোলাতে) আয়...আয়..

অভিরাম ॥ তুমি পরো..

লম্বোদর ॥ আয় না বাবা, গলায় পর...

অভিরাম ॥ তুমি পরো...

লম্বোদর ॥ কেন অমন করছিস...আয়...

অভিরাম ॥ তুমি পরো...

[দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে দোদুল্যমান ফাঁসটার ওপর পড়েছে। শনি সাগ্রহে ওদের লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে শোকবিহ্বল বাজনা। পর্দার সামনে ঘোষকের আবির্ভাব। কয়েক মুহূর্ত পরে গভীর শোকাচ্ছন্ন ঘোষক-কণ্ঠে শোনা গেল।]

ঘোষক ॥ অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দর অন্তিম যাত্রা সমাসন্ন। (থেমে) এতোক্ষণ শবাধারে মাল্যদান করলেন প্রতিবেশী রাজ্যের রাজন্যবর্গ। মাল্যদান করলেন রাজ্যের অমাত্যবর্গ...সেনাধিনায়কবৃন্দ, শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠী এবং আরো আরো গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান। (থেমে) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্পার্ঘ দিলেন রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু...অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে নবোদিত সূর্য। (থেমে) এক্ষণে আসছেন শোকসন্তপ্তা রাণীমাতাগণ। উপস্থিত সকলকে অনুরোধ, আপনারা অন্তঃপুরবাসিনীদের শেষ প্রণাম জানাতে দিন। আপনারা কক্ষত্যাগ করুন—কক্ষত্যাগ করুন—

[পর্দা সরে গেল। শূন্য কক্ষে নন্দরাজার শবাধারটি রাশি রাশি পুষ্পস্তবকে ঢাকা। মরদেহ আড়ালে পড়ে গেছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, রাণীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অল্প পরে কুব্জা ঢুকল। বিস্রস্ত বেশ... শোকার্ত দাসীকে উন্মাদিনীর মতো লাগছে।]

কুব্জা ॥ আসছে না...কেউ আসছে না। রাণীরা ব্যস্ত...তোমার রত্নভাণ্ডারের চাবি খুঁজছে। তোমার কেউ নেই রাজা.। তুমি ভাবতে সব আছে। কিচ্ছু ছিল

না ! রাজ্য না...প্রজা না...রানী না...ভাই না...ধাই না,...সেই তোমাকে মারল রাজা ! (শবাধার জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ওঠে) জন্মেছিলে এই কুব্জার হাতে মধু খেয়ে, মরলে কুব্জারই হাতে বিষ খেয়ে ! (থেমে) আমি না মারলেও তোমাকে মারার লোকের অভাব ছিল না !...নিজের কর্মে নিজে মরেছ !...তবু আমি তোমাকে মারতে চাইনি বাবা...চাইনি...চাইনি ! (থেমে) চন্দ্রকেতু যে আমার পেটের সন্তানদের মারবে বলে ভয় দেখাল ! (থেমে) লোকে বলে রাজবাড়িতে আমার মতো কুচ্ছিত কুঁজি দাসীদের রাখা হয় রাজবাড়ির জঞ্জাল ঘাঁটার জন্যে... ! আমরা কুঁজি...আমরা কুচ্ছিত...আমরা ডাইনি...রাজবাড়ির পোষা ডাইনি...পোষা ডাইনি...

[কুব্জা শবাধারে মাথা কুটছে। এই সময় দেখা যায় শবাধারের ওপর থেকে ফুলের তোড়াগুলো খসে খসে পড়ছে। মৃত নন্দরাজা দু'হাতে ফুলের বোঝা ঠেলে ঠেলে সটান উঠে বসল। বিমূঢ় কুব্জা শোকটোক ভুলে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে. উঠল।]

কুব্জা ॥ ম-ম-ড়া...ম-ম-ড়া ! ও বাবা গো, কে কোথায় আছো গা...মড়া হাসছে গা...

[কুব্জা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে তার ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে—]

কুব্জা ॥ (নেপথ্যে) ম-ড়া ! ম-ড়া !

[নন্দরাজা সদ্যোজাত গোবৎসের মতো ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। চন্দ্রকেতু ছুটে এল।]

চন্দ্রকেতু ॥ (চিৎকার করে) ভূত ! ভূত ! (তরবারি তুলে) শো...শুয়ে পড়...ভয় দেখাস না বলছি...গলা কেটে ফেলব...দেখবি তুই... !

[নন্দরাজা বোকা-বোকা মুখ করে চোখ পিটপিট করছে। নেপথ্যে কোলাহল বাড়ছে। বৃদ্ধ মহামাত্য শাকতাল, সেনাপতি ভদ্রশাল, দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়।]

চন্দ্রকেতু ॥ (উন্মাদের মতো) তুমি মরে গেছ, তুমি মরে গেছ দাদা....এই দ্যাখো, মরে যাবার সময় সব আমায় লিখে দিয়ে গেছ...(মহামাত্যকে) এই দেখুন, দেখুন আপনারা...(নন্দকে) যাও, চিতায় গিয়ে উঠে বসো...

[বারকয় ফিঁৎফিঁৎ করে নাক ঝাড়ে মহামাত্য। সব কথাতেই তার সামান্য নাকিসুর থাকে।]

মহামাত্য ॥ রাজন, আপনি জীবিত না মৃত ?

চন্দ্রকেতু ॥ ও কি বলবে, আমি বলছি, মরে কাঠ ! হাঁ করে কি দেখছেন সব, যান, পুড়িয়ে ফেলুন...

[মহামাত্য ইতিমধ্যে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে নন্দরাজার নাড়ি টিপে ধরেছে।]

সেনাপতি ॥ কী...কী দেখছেন মহামাত্য !

মহামাত্য ॥ মন্দং মন্দং বহতি বহতি...ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা...(থেমে) পূর্ণ মাত্রায় জীবিত !

চন্দ্রকেতু ॥ অসম্ভব !...বললেই হবে...ওকে যা খাওয়ানো হয়েছে...তাতে কেউ বাঁচে না...বাঁচতে পারে না !...কুঁজি ! কুঁজিটা কোথায়, কুঁজি...

[চন্দ্রকেতু ছুটে বেরিয়ে যায়।]

সকলে ॥ জয়...মহারাজের জয়...

মহামাত্য ॥ কী সৌভাগ্য ! কী আনন্দ ! (শবাধার থেকে একটি পুষ্পস্তবক তুলে নিয়ে, শবাধারেই উপবিষ্ট নন্দের হাতে দিয়ে) রাজন, আপনার নবজীবন লাভে মহামাত্য শাকতালের অভিনন্দন !

[দেখাদেখি সেনাপতিও একটি স্তবক তুলে মহারাজের হাতে দিল।]

সেনাপতি ॥ সেনাপতি ভদ্রশালের শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্য...

[উপস্থিত সকলেই শবাধারের ফুল তুলে মহারাজের হাতে দিতে লাগল। নেপথ্যে শোক-বাজনা বন্ধ হয়ে আগমনী বাজছে। নন্দরাজা আর সামলাতে পারল না। ভ্যাক করে কেঁদে উঠল।]

নন্দরাজা ॥ এ কোথায় এলুম র‍্যা...এ আমায় কোথায় পাঠালি র‍্যা...অভিরাম...

সকলে ॥ মহারাজ...মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ ওরে অভিরাম র‍্যা...

সকলে ॥ অভিরাম ! অভিরাম কে ?

নন্দরাজা ॥ কামার...অভিরাম কামার ! আমার ধম্মোপুত্তুর...

মহামাত্য ॥ আজ্ঞে ?

নন্দরাজা ॥ ও কামার...বাপ আমার...শিগগিরি আমায় নিয়ে যা র‍্যা...এরা আমায় তলোয়ার দিয়ে কাটবে বলছে র‍্যা...

সেনাপতি ॥ কেউ কাটতে পারবে না...সেনাপতি ভদ্রশাল যতোক্ষণ জীবিত...

[সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে।]

নন্দরাজা ॥ (সভয়ে) ওরে বাবারে, কথায় কথায় এরা তরবারি নাচায় র‍্যা...(থেমে) আমি বাড়ি যাবো...

মহামাত্য ॥ (নাকিসুরে) রাজন, একী বিচিত্র আচরণ !

নন্দরাজা ॥ (হাত জোড় করে) ছেড়ে দাও বাবারা, আমার ভুল হয়ে গেছে...এই কান মুলছি ! এই চলে যাচ্ছি...

[নন্দরাজা দরজার দিকে ছোটে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরে।]

সকলে ॥ মহারাজ...মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ ওরে আমায় বন্দী করেছে র‍্যা...(তারস্বরে) ওরে কামার র‍্যা...

[সবাই মিলে পাঁজাকোলা করে নন্দরাজাকে শবাধারেই শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখে। ফুলের বোঝার মধ্যে নন্দরাজার দেহ ডুবে যায়। শুধু দামাল শিশুর মতো তার হাত আর পা শূন্যে দাপাদাপি করছে।]

নন্দরাজা ॥ ও কামার...আঁটকুড়োর ব্যাটা...শিগগির আয়...আয়...

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[মধ্যরাত্রি। রাজবাড়ির ঘণ্টায় প্রহর ধ্বনিত হচ্ছে। নন্দরাজা ঘুমুচ্ছে। ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল মস্তবড় পাখা দুলিয়ে বাতাস করে চলেছে। একজন নন্দের মাথায়, একজন পায়ে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (চাপা গলায়) ভাই ভীমভল্ল...

ভীমভল্ল ॥ বলো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ভাই, কানে কানে?

ভীমভল্ল ॥ এর জন্যে আবার অনুমতি লাগবে? (ঘাড়টা বাঁকিয়ে কানটা বাড়িয়ে) এ কান তো তোমারই কান ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

[ব্যাঘ্রমল্ল পাখা বন্ধ করে পা টিপে টিপে ভীমভল্লের দিকে অগ্রসর হয়। নন্দরাজার পা দুটি নড়ে ওঠে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ হবে না! হাওয়া বন্ধ করলেই পায়ের দিকটা জেগে যাচ্ছে! শুনে যাও...

[ব্যাঘ্রমল্ল বাতাস শুরু করে। ভীমভল্ল পাখা বন্ধ করে ব্যাঘ্রমল্লের দিকে এগুতে নন্দরাজার মাথাটি নড়ে ওঠে।]

ভীমভল্ল ॥ নাঃ, মাথার দিকটাও জেগে যাচ্ছে!

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল পুরোদমে বাতাস করে চলেছে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আগে কিন্তু এ রকম হতো না...পা মাথা এ রকম পৃথক পৃথক জাগত না...

ভীমভল্ল ॥ অভ্যেস-টব্যেস কি রকম পালটে গেছে, না?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ খাওয়া কি রকম বেড়ে গেছে দেখেছ। সকালে মালপো খেলেন পুরো তিন গামলা—দুপুরে প্যাঁড়াই উড়িয়ে দিলেন ঝাড়া তিন কড়াই। আর ভাত! থালার ওপর বাড়া এই খাড়া শিবলিঙ্গ...

ভীমভল্ল ॥ আয়ুর্বেদাচার্য মশাই সন্দ করছেন, মস্তিষ্কবিকৃতি।

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ সেটা কি পেটের রোগ?

ভীমভল্ল ॥ অ্যাঁ! হ্যা হ্যা হ্যা...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ তা কেন নয় বলো ভাই! আজ পাঁচদিন ধরে খালি খাচ্ছে আর খাচ্ছে! আর এমন করে খাচ্ছে, যেন কেউ ভাত কেড়ে নেবে! কেন বলো তো ভাই ভীমভল্ল, দেশের সব ভাতই তো রাজার ভাত...তাহলে এতো হাঁকপাঁক করে খাওয়া কেন?

ভীমভল্ল ॥ (একটু পরে) খাক্! কদ্দিনই বা খাবে! শিগগিরই তো মরবে!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ সে কি ভাই ভীমভল্ল...আবার মরবে কি...এই তো কেবল মরে বেঁচে উঠল...

ভীমভল্ল ॥ ন্যাকা সাজো কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল? ভেবেছ কি চন্দ্রকেতু এতো সহজে হাত গুটিয়ে নেবে! একবার বিষ খাওয়াতে গিয়ে পারেনি...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ কথাটা তবে সত্যি!

ভীমভল্ল ॥ সত্যি না হলে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে হতভাগী কুব্জার ছেলেপুলেদের মুণ্ড ওড়ায় চন্দ্রকেতু !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ নাকি ? চন্দ্রকেতু কুব্জার মেয়েদের মেরেছে ? কেন ?

ভীমভল্ল ॥ তার ধারণা, কুঁজিটা ইচ্ছে করে বিষে জল মিশিয়েছিল !...ছাড়বে না ! কুঁজিকে ছাড়েনি, রাজাকেও ছাড়বে না। (নন্দকে দেখিয়ে) সুযোগ পেলেই ঘ্যাচ্...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (থেমে) তা বলে দু-দুবার মরবে। দেহরক্ষী হিসেবে আমাদের তবে কী রইল ভাই ভীমভল্ল। কী করতে আমরা এখানে বর্তমান রয়েছি।

[নন্দরাজ উঠে বসে।]

নন্দরাজা ॥ আছে ?

ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আজ্ঞে কী আছে প্রভু ?

নন্দরাজা ॥ কলা–

ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ॥ কলা।

নন্দরাজা ॥ এই যে বললি, মত্তোমান রয়েছে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আজ্ঞে মর্তমান নেই প্রভু, আমরা দু'জনে বর্তমান রয়েছি।

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল হাওয়া করছে।]

নন্দরাজা ॥ (একটু পরে) রাত কতো হলো র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ চৌর্য-যাম প্রভু।

নন্দরাজা ॥ কী যাম...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ চৌর্য। এই প্রহরে চৌর্যকর্ম করলে সাফল্য অনিবার্য।

নন্দরাজা ॥ (ত্রস্ত চোখে চার দিকে তাকিয়ে) যদি না পড়ে ধরা !...একটা কাজ করতে পারবি ?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ প্রাণ দেব প্রভু...

নন্দরাজা ॥ না না, প্রাণ দিস না। প্রাণ দিলে কাজটা করবি কি করে ? সিঁদ কাটতে পারবি ?

ভীমভল্ল ॥ আজ্ঞে ?

নন্দরাজা ॥ সিঁদ। সিঁদ। ওই যে, চোরে যা কাটে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ ও সিঁদ। মোটামুটি পারি।

নন্দরাজা ॥ যা, ধনাগারে চলে যা। সিঁদ কেটে ঢুকে পড়গে। ধনরত্ন যতটা পারিস, এই চাদরে বেঁধে নিয়ে আসবি, বুঝলি...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আপনারই ধনরত্ন...আপনিই চুরি করবেন। প্রভু, সবই তো আপনার...

নন্দরাজা ॥ তুমি ভাবছ সব আমার...আমি ভাবছি আজ আছি, কাল নাই...যতোটা পারি গুছিয়ে নিয়ে যাই। (থেমে) তবে কার জন্যেই বা গোছাচ্ছি...পাঁচদিন হয়ে গেল...সে আঁটকুড়োর ব্যাটার টিকি দেখা গেল না ! ব্যাটার কথায় ম'রে...এখন রাম ঝোলা ঝুলে আছি র‍্যা...

[ভীমভল্লদের দিকে চোখ পড়তে সামলে নেয়।]

অ্যাই...তোদের যে ভাঁড়ুদাসের জলসত্রে কামারের খোঁজ নিতে বলেছিলুম...

ভীমভল্ল ॥ কামার সেখানে নেই প্রভু। ভাঁড়ুদাস তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে...

নন্দরাজা ॥ অ্যাঁ!

ভীমভল্ল ॥ হ্যাঁ প্রভু, একটা ব্রাহ্মণের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আড়ায় লটকে দিয়ে সটকে পড়ার তাল করছিল, তাই ভাঁড়ুদাস ওর কাঁধে মড়াটাকে চাপিয়ে পশ্চাতে পদাঘাত করে দূর করে দিয়েছে!

নন্দরাজা ॥ মড়া কাঁধে! কোথায় গেছে?

ভীমভল্ল ॥ বলতে পারবো না প্রভু, আমরা অনেক খুঁজেছি...বোধ হয় মনের দুঃখে বনে চলে গেছে...

নন্দরাজা ॥ (ডুকরে ওঠে) অ্যাই কলা খেয়েছে র‍্যা...আমার মড়াটার কী দশা হ'ল র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ আজ্ঞে!

নন্দরাজা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) এই বিদেশে কাঁধে মড়া দেখলেই, লোকে ধরে ঠ্যাঙাবে! ঠ্যাঙানি খেলে অভিরাম মরে যাবে...আমার মড়াটাকে তখন শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে র‍্যা...তখন আমার কী হবে র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ (ব্যাঘ্রমল্লকে ইংগিত করে) মস্তিস্কবিকৃতি!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল সভয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

নন্দরাজা ॥ অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটারা, সত্যি খুঁজেছিলি, না জলসত্রে বসে মাল টানছিলি...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আমরা মাল খাই না প্রভু!

নন্দরাজা ॥ না, বিনামূল্যে সরযূবারি খাও!

ভীমভল্ল ॥ আমরা মাল খাই না প্রভু.....

নন্দরাজা ॥ (পাখা কেড়ে নিয়ে, সেটাকে উঁচিয়ে) মারব ছাতার বাড়ি! মাল টেনে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অর্ধেক দান দাবী করছিল কে র‍্যা! ছাতার তাড়া খেয়েছিল কারা?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (প্রতিরোধ ভেঙে যায়) প্রভু, আপনি কি করে জানলেন?

নন্দরাজা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আমিই সেই ব্রাহ্মণ! (ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল হতচকিত) হ্যাঁরে, আমি মরে গিয়ে তোদের রাজার মধ্যে ঢুকেছি সোনাদানা নিয়ে যাব বলে! (অসহায় ভাবে) বাবারা, তোদের কাছে বললুম, তোরা ছাড়া আমার কেউ নেই! অভিরাম আর মড়াটা উদ্ধার করে দে বাবারা, আমি আমার মড়ার মধ্যে ঢুকে যাই...

ভীমভল্ল ॥ আপনি সেই ছাতা-বামুন!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (রাজার পাগড়ি এনে) পাগড়িটা ধারণ করুন তো!

নন্দরাজা ॥ পাগড়ি মাথায় রাখতে পারি না র‍্যা—

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (পাগড়ি পরিয়ে) ভীমভল্ল! ঢকঢক করছে!

ভীমভল্ল ॥ সেকি! মহারাজের মাথায় পাগড়ি এঁটে বসার কথা!

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ গোঁপে বেড়াল, পাগড়িতে রাজা! ইনি মহারাজা নন! কিন্তু একথা ছড়িয়ে

পড়লে অযোধ্যাবাসীরা যে এঁকে চাঁদা তুলে ছাতু বানাবে ভাই ভীমভল্ল !

ভীমভল্ল ॥ ছড়িয়ে ঠিকই পড়বে, কদ্দিন আর লুকিয়ে কাটাবেন ! আমরাই কদ্দিন বা চেপে রাখব ! লোকজন এমনিতেই নানা সন্দ করছে !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আর চন্দ্রকেতু যদি জানতে পারেন !

নন্দরাজা ॥ রক্ষে কর্ বাবারা, কামার আসা পর্যন্ত ঠেকা ! কথা দিচ্ছি, সোনাদানা যা নিয়ে যাবো, অর্ধেক তোদের দেব !

ভীমভল্ল ॥ তবে লাগা যাক্ ভাই ব্যাঘ্রমল্ল !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ লাগো ভাই ভীমভল্ল...

ভীমভল্ল ॥ (পণ্ডিতি চালে) রাজকার্য তো কিছুই আসে না...

নন্দরাজা ॥ (কাঁচুমাঁচু মুখে) না র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ শিখিয়ে দিচ্ছি। ক'দিনের কাজ চালাবার মতো বুঝিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ প্রথমে পাগড়িটা ধারণ করুন ! (মাথায় পরিয়ে) নিন মাথা ঘোরান....জোরে ঝাঁকান...এপাশে ওপাশে...হাঁটুন...জোরে হাঁটুন...না, পাগড়ি নড়বে না...ঘাড় ঘোরান...

নন্দরাজা ॥ পাগড়ি সুড়সুড়ি দিচ্ছে র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ র‍্যা বলবেন না, রে বলুন...

নন্দরাজা ॥ রে আসে না র‍্যা...

ভীমভল্ল ॥ আসাতে হবে। রাজা আর ডাকাত অবিরাম হাঁক পাড়ে হা রে রে রে... ! হাঁকুন, হা রে রে রে...

নন্দরাজা ॥ (সর্বশক্তি দিয়ে) হা রে রে রে...

ভীমভল্ল ॥ পাগড়ি কাঁপবে না।

নন্দরাজা ॥ (এক হাতে পাগড়ি চেপে, আর এক হাতে গুলি ফুলিয়ে) হা রে রে রে...হা রে রে রে...

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ঢুকল।]

সেনাপতি ॥ মহারাজ, মহা দুঃসংবাদ।

নন্দরাজা ॥ (সেনাপতির নাকের ডগায়) হা রে রে রে !

সেনাপতি ॥ (পিছিয়ে) মহারাজ, গোদাবরী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ! (নন্দরাজার পা কেঁপে উঠল) তীব্রবেগে রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসছে !

নন্দরাজা ॥ হা রে রে রে....গোদাবরীর শিরচ্ছেদ করো...

সেনাপতি ॥ আজ্ঞে শিরচ্ছেদ কী করে সম্ভব...মহারাজ, গোদাবরী !

নন্দরাজা ॥ যে বরীই হোক্, নন্দরাজার কাছে বৈরিতার ক্ষমা নাই.....

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্লের দিকে তাকায় নন্দরাজা। তারা চোখের ইশারায় চালিয়ে যেতে বলে।]

সেনাপতি ॥ ও মহারাজ, বন্যা আসছে...

নন্দরাজা ॥ বন্যা !...ও নদী গোদাবরী ! চিন্তার কথা !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (চাপা গলায়) পাগড়ি !

নন্দরাজা ॥ (তাড়াতাড়ি পাগড়ি সামলে) নানা দিকেই শিরঃপীড়া...

সেনাপতি ॥শান্ত গোদাবরী আজ ভয়ঙ্করী ! ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে...শস্যক্ষেত্র ভেসে যাচ্ছে...প্রজাদের দুর্দশার অন্ত নাই...এখনি সেনাবাহিনী নিয়ে উদ্ধারকার্যে নামতে হবে ! শীঘ্র রাজকোষ থেকে অর্থ মঞ্জুর করুন মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ (বিরস মুখে) কী দরকার !

সেনাপতি ॥সে কি মহারাজ...এতোবড় উদ্ধারকার্য বিপুল ব্যয়বহুল...

নন্দরাজা ॥ আমি ব্যয়ের মধ্যে যাবো না !

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল খুশি হয়ে সম্মতি জানায়, সেনাপতির দৃষ্টির আড়ালে ।]

সেনাপতি ॥কিন্তু মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ দুদিনের জন্য এসেছি...কবে আছি কবে নাই...আমি কেন ব্যয়ের পথে যাই ?

সেনাপতি ॥দেশের রক্ষাকর্তার মুখে একী কথা শুনি ?

নন্দরাজা ॥ (সেনাপতির গলার ওপর গলা তুলে) এখন থেকে এই শুনবে ! প্রজাদের উদ্ধার করব, এমন কোনো কথা দিয়েছি ! যাও প্রচার করে দাও আমার অযোধ্যারাজ্যে...নন্দরাজার নীতি একটাই...যা পারি গুছিয়ে যাই !

সেনাপতি ॥কী আশ্চর্য ! মহারাজ প্লাবিত গোদাবরী...

নন্দরাজ ॥ ধুত্তোরি গোদাবরী ! যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওল্টাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে, বুঝেছ... । আজও ধরে...হাজার হাজার বছর পরেও ধরবে !

ভীমভল্ল ॥ পা-গড়ি !

নন্দরাজা ॥ (পাগড়ি সামলে) এতো সব প্রতিবেশী দেশ রয়েছে, একটায় ঢুকে পড়ে কিছু মালকড়ি গুছিয়ে আনতে পারো না ? ভালো মণিমুক্তা কোন্ দেশে মেলে র‍্যা...রে ?

ভীমভল্ল ॥ দাক্ষিণাত্যে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ মন্দিরগাত্রে বড় বড় রত্ন খচিত !

নন্দরাজা ॥ খচিত ? তবে তো আক্রমণ করা উচিত ! সেনাপতি ভদ্রশাল, অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাও...

সেনাপতি ॥ও মহারাজ, দাক্ষিণাত্যের রাজা আপনার বেয়াই...

নন্দরাজা ॥ রাজনীতিতে জামাই বেয়াই...নেই কোন রেহাই...তিন দিনের মধ্যে খচিত রত্ন উন্মোচিত করে আনা চাই-ই চাই ! (থেমে) আমার বেশি সময় নাই....

সেনাপতি ॥মহারাজ, আপনি তো মৃত্যুর আগে এমন ছিলেন না !

[নন্দরাজার পা পিছলে গেল, পাগড়ি হেলে গেল। কোনরকমে সামলে—]

নন্দরাজা ॥ চারিত্রিক অসংগতি লাগছে, তাই না ?

[সেনাপতি ঘাড় নাড়ে।]

শূল চেনো...ওই যে এদিকে চালিয়ে, ওদিক দিয়ে বার করে দেয় ! তোমার

পশ্চাতেও তাই যাবে। আঁটকুড়োর ব্যাটা, একই ফুল দিয়ে মড়ার খাট সাজাও...স্বাগতমও জানাও...নন্দরাজার ধনরাশি বাড়াতে পারো না? যাও। হা রে রে রে...

[সেনাপতি সভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। নন্দরাজা বুক চেপে চোখ উল্টে বসে পড়ে।]

বাবারে.....বুক টিপটিপ করছে রে...সেনাপতিটা কী রকম কটমট চোখে তাকাচ্ছিল...প্রাণের ভয়ে খালি তড়পে গেলুম...ওকি আমায় ধরে ফেলল র‍্যা...রে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ না না, পারেনি...মোটামুটি ভালোই চালিয়ে গেছেন...কী ভাই ভীমভল্ল?

ভীমভল্ল ॥ কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রত্নের ভাগটা কী হিসাবে হবে ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (নন্দরাজাকে) বারো আনা আমাদের...চার আনা আপনার...

নন্দরাজা ॥ কেন?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আচ্ছা দশ আনা, ছ আনা।

নন্দরাজা কেন?

কেন কেন করছে কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল?

ব্যাঘ্রমল্ল যা দেব, তাই নিতে হবে।

(চিৎকার করে) কেন? দেহরক্ষী দশ আনা.....রাজা ছ-আনা। কেন? চিংড়িমাছের দরাদরি হচ্ছে। রাজার পদমর্যাদা নেই?

ভীমভল্ল পাগড়ি হড়হড় করছে, পদমর্যাদা। আগে মস্তকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক...

নন্দরাজা আমি দাক্ষিণাত্য অভিযান স্থগিত রাখব।

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ অ্যাই মশাই, বেশি হেরিতেরি করলে...

নন্দরাজা ॥ কী করবি। মারবি? মার। কী ভয় দেখাচ্ছিস রে। কাঁচকলা। মরে ফের ঢুকে যাবো আমার জায়গায়। এধারে মরব...ওধারে বাঁচব। হ্যা হ্যা হ্যা...চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না।....আমি মরে গেলে এক আনাও পাবি না। কই মার্...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আগে বামুনের মড়াটাকে পুড়িয়ে তারপর তোমায় মারব.....

ভীমভল্ল ॥ তখন আর এধার ওধার করতে হবে না। হ্যা হ্যা হ্যা...চলো তো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, মড়াটাকে খুঁজি...

নন্দরাজা ॥ (পাংশুমুখে) আমার ঘাট হয়েছে। তোরা যা দিবি, তাই নেব। না দিলেও কিছু বলব না।

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ পথে এসো চাঁদ। আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না। তুমি তো আজ রাজা হয়েছো...আমরা কতো রাজা নিয়ে ঘর করলুম!

ভীমভল্ল ॥ আমাদের কি বুদ্ধি ভাই ব্যাঘ্রমল্ল।

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ চলো, বুদ্ধির গোড়ায় একটু লালজল ঢেলে আসি! (নন্দরাজার হাতে পাখা ধরিয়ে) বাকি রাতটা নিজের বাতাস নিজে খাও।

(নিজের পাখাটাও ধরিয়ে) একটায় মাথায়...একটায় পায়ে...হ্যা হ্যা হ্যা...

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল কোমর জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা ॥ (অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে) একজোড়া চামচিকে কিনা ভয় দেখাচ্ছে! ঘেন্না ধরে গেল এ রাজত্বে...

[নেপথ্যে ঢং ঢং করে একটানা ঘণ্টা বেজে ওঠে। বিপদের সঙ্কেত। লোকজনের কোলাহল। মহামাত্য ঢোকে।]

মহামাত্য ॥ রাজন, তস্কর ধরা পড়েছে!

নন্দরাজা ॥ তা আমি কি করব!

মহামাত্য ॥ দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান করুন রাজন!

নন্দরাজা ॥ আমি কিছুই করতে পারব না! যাও! ঘুমুবো!

মহামাত্য ॥ তবে কি জানব রাজন, অযোধ্যা থেকে দস্যুতস্করের দণ্ডদান উঠে গেল!

নন্দরাজা ॥ গেল! দুদিনের জন্যে আছি, আমি কেন দণ্ড দিয়ে বদনাম কুড়োতে যাই? জনপ্রিয়তা নিয়ে চলে যেতে চাই...

মহামাত্য ॥ রাজন, তস্কর আপনার ধনাগারের চার পাশে ঘুরঘুর করছিল!

নন্দরাজা ॥ ধনাগার!

মহামাত্য ॥ অভিপ্রায় লুণ্ঠন!

নন্দরাজা ॥ লুণ্ঠন! আমার ধনাগার লুণ্ঠন! কোথায় তস্কর!

[মহামাত্য সজোরে হাততালি দিল। এক ভীষণদর্শন প্রহরী হাত-পা-মুখ বাঁধা অভিরামকে কুমড়োর মতো নন্দরাজার সামনে গড়িয়ে দেয়।]

নন্দরাজা ॥ আর জায়গা পাসনি...হা রে রে রে তস্কর...যে ধনাগারে এখনো পড়েনি মোর পায়ের চিহ্ন, সেখানে গেলি তুইরে বাটপাড়!

[অভিরাম মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে। নন্দরাজা লাফাচ্ছে।]

শূল! শূলদণ্ড দেব তোরে...

মহামাত্য ॥ ধরা পড়ার পর থেকেই শুধু ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করছে রাজন....

নন্দরাজা ॥ কোনো বাবাই আর তোকে বাঁচাতে...(চমকে) কী বাবা...?

মহামাত্য ॥ ঠাকুরবাবা রাজন! তস্কর বড়ই পিতৃভক্ত—

[নন্দরাজা ঝপ করে অভিরামের সামনে উবু হয়ে বসে, মুখের বাঁধন খুলে দেয়। চিবুকখানি উঁচুতে তুলে ধরে, অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। অভিরামের সারা মুখে প্রহারের চিহ্ন। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না।]

অভিরাম ॥ (মুদ্রিত চোখে অস্ফুট স্বরে) ঠাকুরবাবা...ঠাকুরবাবা...

মহামাত্য ॥ শূল কি প্রস্তুত করাব রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)...অমন করে কি দেখছেন রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)...আমি কি নিদ্রায় যেতে পারি রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)...শুভরাত্রি রাজন...

[মহামাত্য ও প্রহরী চলে গেল।]

নন্দরাজা ॥ (অদ্ভুত চাপা স্বরে) অভিরাম...

অভিরাম ॥ ঠাকুরবাবা! (চোখ মেলে) আমার ঠাকুরবাবা কোথায়...

নন্দরাজা ॥ চিনতে পারছিস না ! ওরে তোর ঠাকুরবাবার চেহারা পালটে গেছে... ! অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটা...

অভিরাম ॥ তুমি ! তুমি ঠাকুরবাবা...

[অভিরাম কেঁদে ওঠে]

নন্দরাজা ॥ অভিরাম...

[নন্দরাজার বুকে মাথা রেখে ফোঁপায় অভিরাম।]

নন্দরাজা ॥ এতো দেরি করলি কেন ?

অভিরাম ॥ কেউ যে আমারে তোমার দর্শনে ঢুকতে দেয় না গো...আমি যে গরিব মানুষ !....প্রাসাদের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম...প্রহরীরা আমায় ধরে কী মার মারল গো—

নন্দরাজা ॥ আমার দেহটা কোথায় রে ?

অভিরাম ॥ জঙ্গলে...গাছের মাথায়...

নন্দরাজা ॥ কেমন আছে, আমার দেহ ?

অভিরাম ॥ (চোখের জল মুছতে মুছতে) ভালো আছে বাবা...

নন্দরাজা ॥ গাছে তুললি ! আমি পড়ে যাবো না তো রে !

অভিরাম ॥ বেঁধে রেখেছি, মোটা দড়ি দিয়ে...

নন্দরাজা ॥ ইস ! কত ব্যথা লাগছে আমার ! হ্যাঁরে, আমার বগলের ফোঁড়াটা ফেটে গেছে ?

অভিরাম ॥ জীবন না থাকলে ফোঁড়া তো ফাটবে না বাবা...

নন্দরাজা ॥ হুঁ ! আচ্ছা আমার চোখ দুটো কেমন আছে রে...গলে যায়নি তো ?

অভিরাম ॥ তুলসীপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি ! শুধু নাকের আগাটা একটু বসে গেছে...

নন্দরাজা ॥ আহা ! আমার মরা-মুখখানা এতো দেখতে ইচ্ছে করছে আমার ! (থেমে, হঠাৎ) আমার ছাতা কেমন আছে রে...আমার ছাতা...

অভিরাম ॥ সব আছে ! শুধু তুমি সেখানে নেই.

নন্দরাজা ॥ আমি এখানে আছি ! আমার রাজবাড়ি আছে...প্রমোদকানন আছে. .রন্ধনশালা আছে...অশ্বশালা আছে....সত্যি আমার কী যে আছে, আর কী যে নেই...তার কোনো হিসেব নেই...হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ঐ ঐ শোন্, ঘোড়া ডাকছে...রাজার ঘোড়া...ও রাজাকে ছাড়া আর কাউকে পিঠে ধরে রাখে না ! ঝাড়া মেরে ফেলে দেয় ! শুনবি কী নাম ওর...ধূম্রকেশর..ধূম্রকেশর ! বাবা আমি কোনদিন চড়ব না...

অভিরাম ॥ কদিনে কতো জেনে গেছ বাবা...

নন্দরাজা ॥ মটকা মেরে পড়ে থাকি, এরা যা-যা বলে সব শুনি ! জানিস রাজকার্যও শুরু করেছি !

অভিরাম ॥ তুমি রাজকার্য করছ !

নন্দরাজা ॥ তবে ? অমনি অমনি ? ঐ নন্দটা যতো কেলোর কীর্তি করে রেখে গেছে, সব সামাল দিতে হচ্ছে !

অভিরাম ॥ আর সামলাতে হবে না, চলো ফিরে চলো....

নন্দরাজা ॥ এখন ?

অভিরাম ॥ সেই রকমই তো কথা। ঝুলে পড়ো...তার আগে যা দেবার দাও...। পুঁটলি কই ?

নন্দরাজা ॥ মরেছে। এখনো তো কিছু বাঁধাছাদা করতে পারিনি।

অভিরাম ॥ এখনো করোনি।

নন্দরাজা ॥ বেপোট জায়গা, হুট বলতে ফুট পারা যায় ?

অভিরাম ॥ (কেঁদে ফেলে) একেবারে ডোবালে। কদ্দিন মড়ি চৌকি দেব ? কবে দেশে ফিরব। সেদিকে যে সব গেল...

নন্দরাজা ॥ অস্থির হোস নে বাপ.. সব হয়ে যাবে। ক-টা দিন ধৈর্যি ধর। মোটা পুঁটলি বেঁধে ফেলব। দেহরক্ষী দুটোর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।...যাবাব আগে ব্যাটাদের কর্মচ্যুত করে যাব।

অভিরাম ॥ ঢের হয়েছে। সেই থেকে পেটে এক কণা দানা পড়েনি। ছেড়ে দাও সোনাদানা। চলো, বাড়ি চলো...

রাজা ॥ খালি হাতে। তবে এতো কাণ্ড করলুম কেন র‍্যা। দিন চারেক চেপে-চুপে থাক না বাবা।

অভিরাম ॥ চারদিনের মধ্যে হবে তো।

নন্দরাজা ॥ বড়োজোর পাঁচদিন। আরে বাবা, শাস্ত্রে বলেছে বিনা কষ্টং না মেলে কেষ্টং...। কী খাবি বল। কতো সুখাদ্য...হ্যা হ্যা হ্যা...খুব খাচ্ছি....দ্যাখ পেট টিপে দ্যাখ...

অভিরাম ॥ (নন্দরাজার জামা টেনে) এই তো। বাবা কতো মণিমুক্তো। ঝলমল ঝলমল করছে। চলো জামাটা নিয়ে ভেগে পড়ি...

নন্দরাজা ॥ শকুন যতই ওপরে উঠুক, দৃষ্টি সেই ভাগাড়ে। জামা নিবি কিরে শালা। উঁচু কর, নজরটা উঁচু কর। ইয়া বড় বড় রত্ন আসছে...

অভিরাম ॥ রত্ন।

নন্দরাজা ॥ তবে ? তুই কি ভাবছিস আমি এখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি। তলে তলে কাজ গুছোচ্ছি। তোর জন্যে সুদূর দাক্ষিণাত্যে রত্ন আনতে পাঠিয়েছি...

[এক মহিলা-স্বভাবের পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ॥(শরীরে নারীসুলভ হিল্লোল তুলে) দেবী যশোমতী দরশন মাঙছেন প্রভু...

নন্দরাজা ॥ বলো যাচ্ছি।

[কোমর দোলাতে দোলাতে পরিচারক চলে গেল।]

নন্দরাজা ॥ তোর ছোট মা। মানে এ পক্ষের মা। কদিন ধরেই খুব ডাকাডাকি করছে।...হ্যা হ্যা হ্যা...কেয়াঝোপ...ঐ কেয়াঝোপের আড়াল থেকে এমনি এমনি হাত নাড়ছিল। এতো লজ্জা করছিল।.....যাই বকে দিয়ে আসি।...(দু-পা এগিয়ে, ফিরে) দ্যাখ তো, পাগড়ি ঠিক আছে ? কেমন দেখাচ্ছে রে ! (আবার এগিয়ে, ফিরে) চরিত্তির ভালো না। চন্দ্রকেতুর

সঙ্গে ঢলাঢলি আছে। রাজবাড়িতে এসব অবিশ্যি জলভাত!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ॥ দেবী উতলা হয়ে পড়েছেন.....

নন্দরাজা ॥ বলো, হাঁটতে আরম্ভ করেছি!

[পরিচারক চলে গেল।]

নন্দরাজা ॥ তুই তাহলে যা, দিন পাঁচেক পরেই আসিস....

অভিরাম ॥ না।

নন্দরাজা ॥ অ্যাঁ।

অভিরাম ॥ একদিনও না, এক বেলাও তোমায় এখানে রাখব না!

[অভিরাম গামছায় ফাঁস বাঁধছে।]

নন্দরাজা ॥ ও কী রে, ফাঁস বাঁধিস কেন? অ্যাই অভিরাম!

অভিরাম ॥ (ফাঁস দুলিয়ে) পরো...

নন্দরাজা ॥ আজ পঞ্জিকায় মৃত্যু নাস্তি!

অভিরাম ॥ যমরাজ পাঁজি দেখে আসে না!

নন্দরাজা ॥ (হাত দিয়ে ফাঁসটা সরিয়ে) এতো গোঁয়ার্তুমি কেন রে? পাঁচ ছটা দিন দেরি করলে হয়টা কী...

অভিরাম ॥ (চিৎকার করে) গোবরজল খাওয়াবো। ছোটমা ধরেছো! পরের বৌ নিয়ে...মাকে দিয়ে ঝাঁটা খাওয়াবো...

নন্দরাজা ॥ খবরদার...বামনিকে কোনো কথা বলবি না। আঁটকুড়োর বিটি, আমায় মালপোটা খেতে দিলে না। এখন খা, উপোস করে মর্! একটু ভাল খাচ্ছি-দাচ্ছি...অমনি সব চোখ টাটাচ্ছে! পরশ্রীকাতর! দে, ফাঁস দে, শালা একটানেই মারবি কিন্তু...(অভিরাম ফাঁস তুলতেই) এই কড়ে-আঙলা গর্তে মুন্ডু ঢোকে! যাঃ, কাল বড় করে ফাঁস তৈরি করে আসিস!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ॥ দেবী মূর্ছা যাবেন কিনা জিগ্যেস করছেন!

নন্দরাজা ॥ অনুমতি দিলুম! যা, বেরো! হা রে রে রে...

[পরিচারক ছুটে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা ॥ (ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে) কচি নাবালিকা ছোটরানীটি...কদিন আগে বৈধব্যের যাতনাটি পেয়েছে...এক্ষুনি আবার মরলে দু-দুটিবার ধাক্কা পাবে না!....মায়া নেই...ব্যাটা কামার...কাজ তো পাঁঠাবলি...পাঁঠাটি না মারতে পারলে হাতের সুখটি হবে কেন!

[ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে]

মার টান.....

[অভিরাম টান দিতে উদ্যত হয়।]

নন্দরাজা ॥ আজ না...

অভিরাম ॥ আজ!

নন্দরাজা ॥ আজ না...

অভিরাম ॥ আজ !

নন্দরাজা ॥ (যূপকাষ্ঠের বলির পাঁঠার মতো) আজ না...আজ না.

[আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[নন্দরাজার রাজসভা। শূন্য সভাগৃহে ঘোষক ঢুকে দর্শক সাধারণের উদ্দেশে ঘোষণা করছে।]

ঘোষক ॥ আনন্দ-সন্দেশ। আনন্দ-সন্দেশ। অমিত-বৈভব পুতচরিত্র মহাপরাক্রমশালী অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দ সভাগৃহে আসছেন।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি]

আজই প্রথম...পুনর্জীবন লাভের পরে এই প্রথম মহারাজ জনসমক্ষে দর্শন দিয়ে তাঁর কৃপাপ্রার্থীদের ধন্য করবেন। উপস্থিত সকলকে জানানো হ'চ্ছে...ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন...সারিবদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করুন...একে একে রাজদর্শন করে ধন্য হোন।

[বিপুল বাদ্যধ্বনির মধ্যে মহারাজ দ্বারপথে দেখা দিল। দুপাশে দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল। ছত্রধারী রাজছত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল সিংহাসনের পেছনে। মহামাত্য এল।]

মহামাত্য ॥ সুস্বাগতম্ ! সুস্বাগতম্ রাজন ! সিংহাসন আলোকিত করুন...

[পূর্বাপেক্ষ অনেক ধাতস্থ ও সপ্রতিভ নন্দরাজা সিংহাসনে বসল।]

অহো..অহো...কতকাল পরে অযোধ্যার নভোমণ্ডলে আবার ভাতিছে পূর্ণচন্দ্র ! বিধুমুখের সুধাকিরণ ছড়িয়ে দিন রাজন...আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিন...

নন্দরাজা ॥ মোটা করো...

মহামাত্য ॥ আজ্ঞে ?

নন্দরাজা ॥ গদিটা আরেকটু মোটা করো। যথেষ্ট আরাম হচ্ছে না কেন ? কেঠো আসনে বসতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি ?

মহামাত্য ॥ যথা আজ্ঞা রাজন। (নেপথ্যের উদ্দেশে হাততালি দিয়ে) গদি মোটা !

নন্দরাজা ॥ প্রার্থীদের ডাকা হোক্...

মহামাত্য ॥ একে একে...একে একে...

[১ম দর্শনার্থী ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।]

নন্দরাজা ॥ হয়েছে। অতি ভক্তি ভালো লক্ষণ না...

দর্শনার্থী ১ ॥ আমার একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ।

নন্দরাজা ॥ ব্যক্ত করো...

দর্শনার্থী ১ ॥ আমার কর্মহীন জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্যে একটি কর্ম চাই মহারাজ।

নন্দরাজা ॥ তুমি কার লোক?

দর্শনার্থী ১ ॥ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ॥ নিজের লোক ছাড়া আমি কাউকে কর্ম দেব না। আগে বলো তুমি কার লোক...আমার, না বিরোধীপক্ষ চন্দ্রকেতুর?

দর্শনার্থী ১ ॥ আজ্ঞে বংশপরম্পরায় আমি রাজভক্ত, রাজানুরক্ত...

নন্দরাজা ॥ আমড়াগাছিতে দেখছি যথেষ্ট পোক্ত। স্পষ্ট করে বলো...যদি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে আমার বিরোধ বাধে, তুমি কি আমার পশ্চাতে দাঁড়াবে?

দর্শনার্থী ১ ॥ আজ্ঞে, যথাকালে যথাস্থানে পাবেন—

নন্দরাজা ॥ তবে জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ম পাবে।

দর্শনার্থী ১ ॥ আজ্ঞে কী কর্ম মহারাজ। পুত্রটি আমার হাবাগোবা। সব রকম কর্ম পারবে না মহারাজ।

নন্দরাজা ॥ কোনরকম কর্মেরই দরকার নেই। নিজের লোক হলে কোনরকম যোগ্যতার দরকার নেই। মাসান্তে মনে করে বেতনটি নিয়ে যেও বৎস। (হাঁক পাড়ে) দ্বিতীয়.....

[১ম দর্শনার্থী যায়। ২য় দর্শনার্থী ঢোকে।]

দর্শনার্থী ২ ॥ মহারাজ, একটি দীঘি...

নন্দরাজা ॥ দীঘি।

দর্শনার্থী ২ ॥ আমার বাহাত্তরটি ঘোড়া। পানীয় জলের অভাব। আমার গৃহের কাছাকাছি একটি দীঘি চাই মহারাজ। আমি আপনারই লোক।

নন্দরাজা ॥ তবে তোমার উঠোনেই দীঘি ফুটিয়ে দেওয়া হবে...

দর্শনার্থী ২ ॥ মহারাজ অপার করুণাময়..

নন্দরাজা ॥ তবে তোমায় কিছু ছাড়তে হবে।

দর্শনার্থী ২ ॥ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ॥ রাজানুগ্রহ নিতে গেলে কিছু ব্যয় করতে হয়, জান না?

দর্শনার্থী ২ ॥ আজ্ঞে না তো—

নন্দরাজা ॥ না তো? তোমার ঘোড়া জল খাবে, রাজা জলপানি পাবে না?

দর্শনার্থী ২ ॥ মহারাজ উৎকোচ নেবেন?

নন্দরাজা ॥ উৎকোচ।

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ (নন্দরাজার কানের কাছে) ত্রাণভাণ্ডার।

নন্দরাজা ॥ আমার ত্রাণভাণ্ডারে দান করবে।

দর্শনার্থী ২ ॥ ত্রাণভাণ্ডার। কার ত্রাণে নরপতি।

নন্দরাজা ॥ আমারই ত্রাণে অশ্বপতি। যদি কোনদিন রাজ্য হারিয়ে দুর্গতিতে পড়ি, তাহলে ঐ ত্রাণভাণ্ডার আমায় ত্রাণ করবে ! কলার কাঁদি বোঝো ? আড়ায় ঝুলিয়ে রাখে.....একটি একটি করে খায়। আমিও ত্রাণভাণ্ডারটিকে ঝুলিয়ে রেখে খাবো ! তৃতীয়....

[২য় দর্শনার্থী চলে যায়।]

নন্দরাজা ॥ মহামাত্য.....

মহামাত্য ॥ রাজন.....

নন্দরাজা ॥ ছাতায় কি ফুটো আছে ?

মহামাত্য ॥ আজ্ঞে ?

নন্দরাজা ॥ একটুখানি ছায়ার যেন তারতম্য ঘটছে.....ঘাড়ের কাছে.....

[মহামাত্য ছুটে গিয়ে রাজার মাথার ছাতাটি দেখে]

মহামাত্য ॥ রাজন ঠিকই ধরেছেন। অতি ক্ষুদ্র সূচাগ্রের মতো ছিদ্র...

নন্দরাজা ॥ তবে ? আমার কাছে চালাকি। তাও ছাতার ব্যাপারে...

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল হাসি গিলল। ৩য় দর্শনার্থী ঢুকল।]

নন্দরাজা ॥ তোমার কি চাই ? না, না, আমি কাউকে কিছু দিতে পারব না। সকাল থেকে ঢের দিয়েছি।

দর্শনার্থী ৩ ॥ আমি কিছু চাইতে আসিনি মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ ও, তুমি বুঝি উপঢৌকন দিতে এসেছ ? দাও দাও...

দর্শনার্থী ৩ ॥ দেবার মতো আমাদের কি আছে মহারাজ !

নন্দরাজা ॥ ও, দেবেও না, নেবেও না...তবে বুঝি শ্রীমুখ দর্শনে এলে ? নাও দর্শন কর...

দর্শনার্থী ৩ ॥ না, শুধু দর্শন করার মতো অফুরন্ত সময় তো নেই মহারাজ।

নন্দরাজা ॥ এও না সেও না...তবে এলে কেন ?

দর্শনার্থী ৩ ॥ আজ্ঞে একটি কথা বলতে ! বৃষল আসছে !

নন্দরাজা ॥ বৃষল ! কে বৃষল !

দর্শনার্থী ৩ ॥ বিদ্রোহী বৃষল ! আপনার মুণ্ডপাত করবে !

নন্দরাজা ॥ ব্যাঘ্রমল্ল ! ভীমভল্ল !

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ভীমগর্জনে ছুটে গিয়ে দর্শনার্থীকে ঘাড় ধরে বার করে নিয়ে যায়। মহিলাস্বভাবের পরিচারকটি ঢোকে।]

পরিচারক ॥ দেবী মূর্ছিত হয়েছেন প্রভু।

নন্দরাজা ॥ হয়েছেন। তবে সভা ভঙ্গ ! আজকের মত ইতি ! যাও, চলে যাও সব।

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ঢোকে।]

নন্দরাজা ॥ তোমরাও যাও—হা রে রে রে...

[সকলে চলে যায়।]

কিন্তু লোকটা কি বলে গেল ! বৃষল ! তাহলে কটা শত্রু দাঁড়ালো আমার ! চন্দ্রকেতু, বৃষল...... ! বাসাংসি জীর্ণানি না কি বলে.....আমি সেই জীর্ণবাস

ছেড়ে এই কণ্টকাকীর্ণ মুকুট পরলুম ! না, আর না, ঢের হয়েছে ! আজ অভিরাম এলেই চলে যাব।

[যশোমতী ঢোকে]

যশোমতী ॥ কোথা যাবে প্রাণনাথ..

নন্দরাজা ॥ এই যে শুনলুম তুমি মূর্ছিত !

যশোমতী ॥ না হলে কি সভাভঙ্গ হ'ত প্রিয়তম ! (মহারাজার গলা জড়িয়ে) আমি তোমায় রাজকার্য করতে দেব না গো—

নন্দরাজা ॥ আমারো ইচ্ছা নাইগো...কবে আছি কবে নাই..

যশোমতী ॥ কেন বারংবার ও কথা বল প্রিয়তম ! একবার হারিয়ে ফিরে পেয়েছি...বাহুডোরে বেঁধে রাখব তোমায় !

নন্দরাজা ॥ কতক্ষণ রাখবে ! জীবন যে আমার ফুটো পাত্রে সিন্নি ঘোঁটার মত !

যশোমতী ॥ সিন্নি ! সিন্নি কি প্রাণেশ্বর ?

নন্দরাজা ॥ বামুনেরা যা খায় প্রাণেশ্বরী। পাত্রের মধ্যে চালকলা দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে। তা পাত্রেই যদি ফুটো থাকে...এদিকে ঘুঁটতে ঘুঁটতে ওদিকে সব বেরিয়ে যায় ! আমার জীবনটাও তাই। এদিকে ঘুঁটছি...ওদিকে গলে যাচ্ছে...

যশোমতী ॥ দেব না গো, আর তোমায় গলে যেতে দেব না...ওগো তোমার পায়ে মাথা দিয়ে যেন চির সধবা হয়ে আমি চলে যেতে পারি.....

[চন্দ্রকেতু ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।]

চন্দ্রকেতু ॥ মরি মরি মরি।

[যশোমতী চমকে সরে যায়।]

যশোমতী ॥ লজ্জা করে না তোমার চন্দ্রকেতু, এইভাবে হুটপাট করে ঢুকতে। বিশেষ করে আমি যখন তোমার দাদার কাছে রয়েছি—

চন্দ্রকেতু ॥ মহাসতী...মহাসতী রানী যশোমতী...মরি মরি মরি...

যশোমতী ॥ চন্দ্রকেতু, ভুলে যেয়ো না....আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠা ভার্যা ! তুমি আমার দেবর !

চন্দ্রকেতু ॥ দেবর ! যাক্, এতোদিনে মনে পড়ল—

যশোমতী ॥ জানো, জানো প্রিয়তম...এই কাপুরুষ লম্পট দুরাচার..তুমি যখন রোগশয্যায় ছিলে, নিত্য রাতে আমার গবাক্ষে উঁকিঝুঁকি দিত। আমি কত বলতুম, অমন করে অবলা নারীর হৃদয় তোলপাড় কোর না ঠাকুরপো !

চন্দ্রকেতু ॥ ধন্য নারী, ধন্য তোমার অশ্রুবারি। নিজের পিঠ বাঁচাতে কেমন বোকা-সোকা খুকিটি সাজছ ! কিন্তু তার আর দরকার হবে না। কারণ অযোধ্যার সিংহাসনে যে বসে আছে, সে তোমার স্বামী নন্দরাজা নয় !

যশোমতী ॥ কি, তুমি মহারাজকেও অস্বীকার করছ !

চন্দ্রকেতু ॥ মহারাজ ! হাঃ হাঃ হাঃ..(নন্দরাজার কাছে গিয়ে) কেমন আছেন মহারাজ নন্দ ! (নন্দরাজা ঘাবড়ে ঘাড় নেড়ে জানায়, ভাল) রাতে ভাল নিদ্রা হয়েছে ? (নন্দরাজা ঘাড় নাড়ে) যতদূর সম্ভব রানীদের এড়িয়ে চলবে। রমণীরা

কিন্তু স্বামীদের ছোটখাটো পরিবর্তন চট করে ধরে ফেলতে পারে। (নন্দরাজা বেগতিক বুঝে পালাতে যায়—চন্দ্রকেতু খপ করে চেপে ধরে) কে তুই?

নন্দরাজা ॥ তোর দাদা!

চন্দ্রকেতু ॥ (ঝাঁকুনি দিতে দিতে) দাদা, তুই দাদা—

নন্দরাজা ॥ বল্...দাদা বল...দাদা।

চন্দ্রকেতু ॥ চুপ!

নন্দরাজা ॥ বল্ না...দাদা বল। একবার বল্ ভাই...

চন্দ্রকেতু ॥ তুই লম্বোদর ভট্ট!

নন্দরাজা ॥ পাগলামি করছিস কেতু। আমি তোর দাদা।

চন্দ্রকেতু ॥ চুপ! আমার দাদা নন্দ মহানন্দে স্বর্গে বসে হাওয়া গিলছে। তার মৃতদেহে প্রবেশ করেছিস তুই। লোভী, নিষ্কর্মা পেটুক ব্রাহ্মণ লম্বোদর—

যশোমতী ॥ মা গো।

[মহামাত্য ঢোকে]

চন্দ্রকেতু ॥ তুই জাল-নন্দ।

মহামাত্য ॥ জাল-নন্দ।

চন্দ্রকেতু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ..যে গ্রাম্য যুবক প্রতিদিন ওর কাছে আসে...অভিরাম..তাকে অনুসরণ করে আমি সব জেনেছি। ধনরত্নের লোভে নন্দের দেহে ঢুকেছে লম্বোদরের আত্মা। বড় মজা পেয়েছিস, না? রাজ্যপাট, ধনরত্ন, সুন্দরী যশোমতীর প্রেম..

যশোমতী ॥ মাগো! আমার কি হবে গো...

[যশোমতী চলে যায়।]

চন্দ্রকেতু ॥ তুই কি স্বেচ্ছায় যাবি, না তোকে মেরে স্বস্থানে পাঠাব?

নন্দরাজা ॥ হা রে রে রে...

[নন্দরাজা ছুটে ভেতরে পালায়।]

চন্দ্রকেতু ॥ তবে রে...কোথায় পালাবি! কোথায় পালাবি তুই পিশাচ!

[চন্দ্রকেতু অগ্রসর হয়।]

মহামাত্য ॥ থামুন কুমার।

চন্দ্রকেতু ॥ আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

মহামাত্য ॥ অবিশ্বাসের কোন কথাই উঠছে না...আমিও ব্যাপারটা জানি!

চন্দ্রকেতু ॥ আপনিও জানেন!

মহামাত্য ॥ আপনি কি মনে করেন অযোধ্যার মহামাত্য এক কাছাখোলা বিদূষক! চোখ, কান এবং ঘ্রাণশক্তি আমার অত্যন্ত প্রখর কুমার!

চন্দ্রকেতু ॥ সব জেনেও এখনো চুপ করে বসে আছেন!

মহামাত্য ॥ সেইটেই যে সবদিক থেকে শ্রেয় কুমার চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু ॥ শ্রেয়! আমার বংশের মুখে কালি দিচ্ছে একটা পিশাচ! এক্ষুণি মেরে তাড়ান!

মহামাত্য ॥ অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে কুমার। এই জাল-নন্দকেই আসল মহারাজ বলে মেনে নিন।

চন্দ্রকেতু ॥ আপনার ভীমরতি ধরেছে।

মহামাত্য ॥ কুমার। আপনি নিতান্তই অস্থিরমতি। সব দিক বিবেচনা করে আমি এই পরামর্শই দেব কুমার—ওই জাল-নন্দকে বুঝতে দেওয়া চলবে না আমরা তাকে ধরে ফেলেছি।

চন্দ্রকেতু ॥ মহামাত্য, একটা পিশাচ হবে দেশের রাজা—

মহামাত্য ॥ কতো রাজাই তো পিশাচ হয়, একটা পিশাচ রাজা হলে কি এসে যায়। দেশের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন। বৃষলের লোকবল বাড়ছে প্রতিদিন। এমতাবস্থায় যদি রটে যায়, রাজা আমাদের জাল রাজা...ধক্ করে জ্বলবে দাবানল। নন্দবংশের সিংহাসন চলে যাবে বিদ্রোহীদের কবলে। ভেবে দেখুন আপনারা, তার চেয়ে কি উচিত হবে না...ওই পিশাচের পশ্চাতে শক্তি যোগানো। পিশাচের কাঁধে ধনুক রেখে বিদ্রোহীদের ধ্বংস কবা? সিংহাসনের বড় শত্রু কে কুমার? পিশাচ না বৃষল?

চন্দ্রকেতু ॥ বৃষল।

মহামাত্য ॥ তবে পিশাচটাকে দিয়ে আগে বৃষলের সংহার করুন। তারপর ভূত তাড়াতে কতক্ষণ?

চন্দ্রকেতু ॥ আমায় ক্ষমা করবেন মহামাত্য। উত্তেজনায় কত কটুকথা বলেছি...

মহামাত্য ॥ আমিও উত্তেজনায় সব শুনতে পাইনি...ভুলে যান। সর্বাগ্রে লম্বোদর ভট্টের মড়াটির সন্ধান করুন।

চন্দ্রকেতু ॥ লম্বোদরের মড়া।

মহামাত্য ॥ ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে বিদ্রোহ দমনের আগে দুষ্ট আত্মা স্বস্থানে প্রস্থান করতে না পারে।

চন্দ্রকেতু ॥ কোথায় সেটা।

মহামাত্য ॥ এরপর যেদিন কামার আসবে, গোপনে তাকে অনুসরণ করুন। ওই মড়াটাকে হস্তগত করলেই হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব পিশাচকে। আর হ্যাঁ, সর্বাগ্রে ওকে সন্তুষ্ট করুন, ও ভয় পেয়েছে, নির্ভয় করুন...যাতে ও আমাদের ফেলে না পালায়।

চন্দ্রকেতু ॥ কি ভাবে সন্তুষ্ট করব পিশাচকে।

মহামাত্য ॥ তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে। আজ পূর্ণিমানিশি। ছোটরানীকে সঙ্গে দিয়ে ওকে কেয়াকুঞ্জে অভিসারে পাঠিয়ে দিন।

[যশোমতী ঢোকে]

যশোমতী ॥ না, কক্ষণো না। কী বলছেন আপনি।

মহামাত্য ॥ এছাড়া উপায় নাই রানীমাতা।

যশোমতী ॥ না, না—একটা পিশাচ.....

মহামাত্য ॥ মেনে নিন। রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছাড়া বাঁধতে হয়।

যশোমতী ॥ আমার বমি আসছে। চন্দ্রকেতু, প্রিয়তম...
চন্দ্রকেতু ॥ ওই জাল-নন্দকেই প্রেম নিবেদন করো যশোমতী।
যশোমতী ॥ চন্দ্রকেতু !...আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

[যশোমতী চলে যায়।]

মহামাত্য ॥ কুমার, এরপর সব দায়িত্ব আপনার। ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান। আপনি ওঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে মেনে নিন। আলিঙ্গন করুন।

[দুজনে চলে যায়, কুব্জা ঢোকে। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।]

কুব্জা ॥ গাঁটছড়া। গাঁটছড়া !...রাজত্বের এমনই মহিমে গো, এমনই মহিমে। সেই পিশাচের সঙ্গেই যদি ঘর বাঁধবি তোরা...কুঁজির মেয়েগুলোকে এমন করে মারলি কেন? কেন তার বুকখানা খালি করে দিলি। কর্, কত রাজত্ব করবি কর্। মনে রাখিস, যে কুঁজি রাজাকে একবার মারতে পেরেছে, সে দশবার মারতে পারে। (মেঝেতে লাথি মারতে মারতে) রাজবাড়ি চুরমার করে দিতে পারে, চুরমার.....চুরমার.....

[অভিরাম ঢুকছে। কুব্জা তার দিকে তাকাতে—অভিরাম ভয়ে জড়সড়।]

অভিরাম ॥ মহারাজ......আমি মহারাজের কাছে যাব.....
কুব্জা ॥ (হঠাৎ হেসে উঠে) পাবি না.....আর পাবি না......গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। পালা। পালা।

[কুব্জার তাড়া খেয়ে অভিরাম সিংহাসনের আড়ালে লুকোয়। আনন্দে ফুলতে ফুলতে নন্দরাজা ঢোকে।]

নন্দরাজা ॥ দাদা...দাদা বলেছে চন্দ্রকেতু। ভ্রাতা বলে আমাকে প্রণাম করেছে। আমাকে আলিঙ্গন করেছে। ধূম্রকেশর...ধূম্রকেশর। ধূম্রকেশর আমায় দেখে হর্ষধ্বনি করেছে। ধূম্রকেশর আমাকে মেনে নিয়েছে। ভয় নেই...আর ভয় নেই। এই রাজ্যপাট, সিংহাসন এখন আমার...সত্যি আমার...সব আমার...

[কুব্জা হাসে]

কুব্জা ॥ সবাই মেনে নিলেও, কুঁজি মানবে না...কুঁজি নকল রাজা মানবে না...

[কুব্জা চলে যায়।]

নন্দরাজা ॥ দূর হ কুঁজি। আর আমি নকল রাজা নই। এখন আমি মহারাজ নন্দ।
অভিরাম ॥ ঠাকুরবাবা।

[অভিরাম বেরিয়ে আসে।]

নন্দরাজা ॥ তুই। এখানে কি চাই?
অভিরাম ॥ তোমারে নিতে এলাম।
নন্দরাজা ॥ তোকে এখানে ঢুকতে দিল কে?
অভিরাম ॥ কেউ কি দেয়? যুদ্ধ করে ঢুকলাম। এক ব্যাটা প্রহরীর মুখ বেঁধে থামের গায়ে লটকে এসেছি...
নন্দরাজা ॥ তোর তো সাহস কম নয়। নিজের লোক বলে অনেক সয়েছি। কিন্তু আজ তুই আমার প্রহরীকে—

অভিরাম ॥ (হেসে) প্রহরী তোমার !

নন্দরাজা ॥ না, তোর বাপের !

অভিরাম ॥ আমার বাপের হলে তো তোমারই হত ! (হেসে) যাকগে, কদিন ধরে তো রোজ ঘোরাচ্ছ ! আজ না কাল...আজ না কাল...তোমার পুঁটলি আর বাঁধা হয় না !

নন্দরাজা ॥ মনে থাকে না !

অভিরাম ॥ আজও বাঁধোনি ! আরে আমি আগানে-বাগানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, সেদিকে খেয়াল নেই ! রোজই মনে থাকে না ! বলি, দেশে যাবো কবে ?

নন্দরাজা ॥ তুই চলে যা...আমার যেতে দেরী হবে।

অভিরাম ॥ কী হয়েছে !

নন্দরাজা ॥ এই পাদুকা জোড়া নিয়ে যা...হীরামুক্তা মাণিক্য খচিত...তোর সাতপুরুষ চলে যাবে...

অভিরাম ॥ তুমি কবে যাবে ?

নন্দরাজা ॥ বলতে পারছি না।

অভিরাম ॥ কদ্দিন তোমার মড়া চৌকি দেব ?

নন্দরাজা ॥ কে বলেছে, চৌকি দিতে ! যা—ওটার মুখাগ্নি করে দিগে যা...

অভিরাম ॥ মুখে আগুন জ্বেলে দেব।

নন্দরাজা ॥ আচ্ছা ঠিক আছে, সে দায়িত্বও তোকে দিচ্ছি না। তুই ওটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে সরযূতে ভাসিয়ে দিগে যা—

অভিরাম ॥ তারপর ?

নন্দরাজা ॥ তারপর আবার কি ? লম্বোদর ভেসে চলে গেল !

অভিরাম ॥ (বিস্ফারিত গলায়) তুমি তাহলে আর কোনদিনও ফিরবে না ঠাকুরবাবা !

নন্দরাজা ॥ আর ফেরা যায় ? তুই বল, এরপরে আর কুঁড়েঘরে ঢোকা যায়.....না ঐ আধমরা বামুন লম্বোদর ভট্ট হয়ে আর বাঁচা যায় ? তুই পাগল না গোদাবরী !

অভিরাম ॥ তোমার মনে এই ছিল ঠাকুরবাবা !

নন্দরাজা ॥ ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করিস কেন রে ! মহারাজ বলতে পারিস না !

অভিরাম ॥ মহারাজ ! তোমারে যত দেখি, তল পাইনে গো....

নন্দরাজা ॥ আচ্ছা তুই আমার মড়া আমার কাছে দিয়ে যা.....

অভিরাম ॥ পাবে না !

নন্দরাজা ॥ কেন কেন ! আমার মৃতদেহ আমি সৎকার করব, এতে তোর আপত্তির কি আছে !

অভিরাম ॥ পাবে না !

নন্দরাজা ॥ কোথায় রেখেছিস আমার মড়া, চল্ আমায় দেখিয়ে দিবি.....

অভিরাম ॥ তুমি বড় চালাক, না ? ওই মড়াটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে, তোমার ফেরার জায়গাটা লুপ্ত হয়ে যায় যে ! আর কোনদিন ফিরতে হয় না !.....তাই

না? পাবে না!

নন্দরাজা ॥ অভিরাম!

অভিরাম ॥ মড়া শনির বরে অক্ষয়। মহারাজ, লম্বোদর ভট্টের ধম্মোপুত্তুর ঐ মড়া পাহারা দিয়ে রাখবে, যেদিন তুমি এখানে মরবে, সেদিন আবার তোমাকে ফিরতে হবে...

নন্দরাজা ॥ শয়তান! তোর এত স্পর্ধা! জানিস রাজদ্রোহের শাস্তি!

অভিরাম ॥ জানি জানি মহারাজ, কাঙালের জীবন...কাঙালের মাকে আর তোমার ভালো লাগে না!...ফিরিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই! নইলে যে লোকে বলবে, অভিরাম তার ধম্মোবাপেরে কাঁধে বয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেল...অভিরাম পিতৃহত্যে করে গেল...

[অভিরাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা ॥ ধর..ধর্..ওকে ধর্...(থেমে) মড়া। মড়াটা আমার চাই। (বিশাল গলায়) ভীমভল্ল...ব্যাঘ্রমল্ল...

[নন্দরাজার ভীষণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাঁপছে অযোধ্যার রাজপুরী। মুহূর্তের জন্যে আলো নেভে। অন্ধকারে ট্যাঁড়ার শব্দ ও ঘোষণা...]

ঘোষক ॥ ধড় চাই....লম্বোদর ভট্টের ধড়'

[অন্ধকারে একপাল ঘোড়া-ছোটার শব্দ। আলো জ্বলে। নন্দরাজা উন্মত্ত পায়ে বিচরণ করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভীমভল্ল ঢোকে।]

নন্দরাজা ॥ কী সংবাদ? মড়া কই...আমার মড়া—

ভীমভল্ল ॥ পাইনি মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ অপদার্থ। দিনের পর দিন যাচ্ছে.....একটা মড়া বন্দী করতে পারলি না...একটা মড়া...

ভীমভল্ল ॥ মড়া কাঁধে নিয়ে কামার ছুটছে। বন জংগল নদী ডিঙিয়ে কামার ছুটছে...

নন্দরাজা ॥ ধর...ওকে ধর্...

ভীমভল্ল ॥ পারা যাচ্ছে না...দুরন্ত বেগে ছুটছে কামার...সাপের মত আঁকাবাঁকা। আমাদের ঘোড়া দিশেহারা হয়ে পড়ছে...

নন্দরাজা ॥ পুরস্কার...বিরাট পুরস্কার...ঘোষণা কর্ আমার অযোধ্যা রাজ্যে...যে আনতে পারবে লম্বোদরের মৃতদেহ...

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ঘোষণা শোনা গেল:]

ঘোষক ॥ পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...

[ঝাঁক ঝাঁক অশ্বক্ষুর দাপিয়ে চলেছে। নন্দরাজা প্রবল উত্তেজনায় ঘুরপাক খাচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেনাপতি ভদ্রশাল ঢুকল।]

নন্দরাজা ॥ কই, ধড় কই?

সেনাপতি ॥(অমায়িক বদনে) আজ্ঞে কার ধড়?

নন্দরাজা ॥ তোমার শ্বশুরের!

সেনাপতি ॥ আমি অকৃতদার !

নন্দরাজা ॥ চোপ্ ! দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা লোক একটা ধড় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে...সেনাপতি হয়েছ ঘোড়ার লাজ আঁচড়াতে !

সেনাপতি ॥ ল্যাজামাথা...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...

নন্দরাজা ॥ পারবে, অন্ধকূপে নিক্ষেপ করলে সবই বুঝতে পারবে...

সেনাপতি ॥ আমি এখানে ছিলুম না, এইমাত্র দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে ফিরছি !

নন্দরাজা ॥ (খেয়াল হয়) ও দাক্ষিণাত্য ! হ্যাঁ হ্যাঁ, দাক্ষিণাত্যের রত্ন ! কই কই, আমার রত্ন কই ? মন্দিরগাত্রের রত্ন..

সেনাপতি ॥ (খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা সরে গিয়ে) আমাকে দেখেও কিছু বুঝতে পারছেন না মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ পা ভেঙে ফিরেছ ?

সেনাপতি ॥ আমি তো তবু ফিরেছি, বাহিনীর আর একজনও ফেরেনি ।

নন্দরাজা ॥ মর্কট । অতোবড় বাহিনী আমার ধ্বংস করে এলি !

সেনাপতি ॥ আমি কোথায় ধ্বংস করলুম, যা করার করলেন তো আপনার দাক্ষিণাত্যের বেয়াইমশাই । গোটা বাহিনীর মাথা কামিয়ে মন্দিরের পাণ্ডা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন ।

নন্দরাজা ॥ দূর ! দূর হয়ে যা ! যা, মড়া বন্দী করে আন...

সেনাপতি ॥ যা অবস্থা মড়া ছাড়া জ্যান্ত মানুষ বন্দী করতে পারব না...কিন্তু কার মড়া সেটা বলুন..

নন্দরাজা ॥ আমার মড়া । যার পাস তার নিয়ে আয় ! মড়া চাই আমার, মড়া.....
[সেনাপতি এক বিরাট হাঁক পেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল ।]
রত্ন...আমার দাক্ষিণাত্যের রত্ন...ওহোহোহো, দাক্ষিণাত্যে ভরাডুবি...

[ব্যাঘ্রমল্ল ঢোকে]

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ মহারাজ...

নন্দরাজা ॥ কই, কামার কই ?

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ মগধ নগরীর পথ ধরেছে !

নন্দরাজা ॥ আগুন জ্বালাও ! নিজেরা ধরতে না পারো আগুন জ্বালাও । আগুন তাকে ধরে নেবে !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আগুন জ্বলছে । গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে...পুড়ছে শস্যক্ষেত্র ! সন্দেহজনক ঘরবাড়ি দেখলেই আগুন লাগাচ্ছেন চন্দ্রকেতু...

নন্দরাজা ॥ (চমকে) চন্দ্রকেতু !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ চন্দ্রকেতুও কামারের পিছনে ছুটছেন ।

নন্দরাজা ॥ কেন চন্দ্রকেতু কেন ছোটে ! তাকে তো আমি নির্দেশ দিইনি..

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ আজ্ঞে চন্দ্রকেতুর অভিসন্ধি অন্য রকম । মড়াটাকে হস্তগত করে, তিনি আপনাকে বশীভূত করে রাখতে চান !

নন্দরাজা ॥ বশীভূত....আমাকে কে বশ মানায় ! আমি রাজা, মহারাজা ! এই দ্যাখ্

আমার শিরস্ত্রাণ ! মাপে মাপে লেগে গেছে। পড়ে না..হাঃ হাঃ হাঃ...আমি ঘুরছি ফিরছি...পাগড়ি নড়ে না ! হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ব্যাঘ্রমল্ল !

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ বলুন..

নন্দরাজা ॥ ধূম্রকেশর ! ধূম্রকেশরকে সাজাও ! আমি যাবো আমার মৃতদেহের সন্ধানে...

ব্যাঘ্রমল্ল ॥ ধূম্রকেশর জাল প্রভুকে পিঠে রাখবে না।

নন্দরাজা ॥ (ব্যাঘ্রমল্লকে পদাঘাত করে) মূর্খ, আমি আর জাল নই ! আমি মহারাজ নন্দ ! হাঃ হাঃ হাঃ। ধূম্রকেশর। ধূম্রকেশর !

[নন্দরাজা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অশ্বশালার দিকে ছুটল।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ। আলোকবৃত্তে শনির মুখ।]

শনি পাপিষ্ঠ বজ্জাত
নন্দ মোর ভেঙেছিল একটি দাঁত।
আর এই নব-নন্দ বদের ধাড়ি...
শূন্য করি দিলা মোর সম্পূর্ণ মাড়ি।
(থেমে) প্লাবিতা গোদাবরী
ডাকিয়া আনিল মহামারী...
গ্রাম নগরী যায় ছারখার
দিবসে গৃধিনী নাচে উল্লাসে অপার।
অরে রে লম্বোদর...
তাড়িয়া ফিরিস তুই আপনার ধড়।
(থেমে) একবেলার জন্যে গেলি...
গেলি তো রয়ে গেলি।
পাগড়ির এমনই মাহাত্ম্য !
জানিলাম সত্য..
দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা..
পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা !
(থেমে) বৃষল ! বিদ্রোহী বৃষল !
ভাঙো রাজদণ্ড কুশাসন লোভ...

হতাশা বঞ্চনা ঘুচাও শোকতাপ ক্ষোভ
আমি ব্যর্থকাম...
ত্যজিয়া দেবতার মান তোমায় স্মরিলাম !
বৃষল ! বৃষল ! দরিদ্রের সন্তান তুমি..
শত্রু দারিদ্র্যের..
ধ্বংস করো অযোধ্যাপুরী
ধ্বংস করো এই হতশ্রী দরিদ্র রাজপুরী...
বৃষল...বৃষল...

[নেপথ্যে রাজবাড়ির পাগলা-ঘণ্টি বেজে ওঠে, শনির মুখের আলোকবৃত্তটি অগ্নিবলয়ের রূপ ধারণ করে।]

শনি ॥ ধ্বংস করো ! ধ্বংস করো ! হাঃ হাঃ হাঃ...

[শনির অন্তর্ধান। মঞ্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে। রাজপ্রাসাদের কোন অংশে আগুন লেগেছে। নেপথ্যে রাজপুরবাসীদের কোলাহল। ভীতসন্ত্রস্ত দাসদাসী পরিচারকেরা আর্ত চিৎকারে ছুটোছুটি করছে।]

পুরবাসী ১ ॥ আগুন !...আগুন ! বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেছে ! আগুন জ্বেলেছে--পালাও.. পালাও...

[২য় পুরবাসী ঢুকল।]

পুরবাসী ২ ॥ লুণ্ঠন ! লুণ্ঠন হয়ে গেল নন্দরাজার ধনদৌলত !...উফ কতো পুরুষের ঐশ্বর্য ! গেল...সব গেল !

[৩য় পুরবাসী ঢোকে।]

পুরবাসী ৩ ॥ বৃষল ! বৃষল আসছে ! বৃষল—

[মহামাত্য চিৎকার করতে করতে ঢুকল।]

মহামাত্য ॥ রণং দেহি...রণং দেহি...কোথায় পালাচ্ছ সব...রণং দেহি...

পুরবাসী ৩ ॥ দিচ্ছি, দিচ্ছি—যারা পালিয়ে গেছে, তাদের ধরে আনতে যাচ্ছি...(অন্যদের) পালাও...

[পুরবাসীরা ছুটে চলে যায়।]

মহামাত্য ॥ রণং দেহি...রণং দেহি...

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভদ্রশাল ঢোকে।]

সেনাপতি ॥ষাঁড়ের মতো চেঁচাবেন না....

মহামাত্য ॥ সেনাপতি ভদ্রশাল ! রণং দেহি.....

সেনাপতি ॥একদম গলা তুলবেন না ! চুপচাপ খিড়্‌কির পথ ধরুন...

মহামাত্য ॥ কী বলছ তুমি ভদ্রশাল ! খিড়্‌কির পথ ধরবে তো অস্ত্র ধরবে কে ?

সেনাপতি ॥খোঁড়া পায়ে অস্ত্র ধরা সম্ভব নয় মশাই !...আমার সঙ্গে আসবেন, না গেঁজিয়ে সময় নষ্ট করবেন !

মহামাত্য ॥ কাপুরুষ ! ইঁদুরের মতো ডুবন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করছ ! যাও, যাও সবাই.... আমি আছি নন্দবংশের রক্ষক !...রে রে রে বিদ্রোহী, আত্মসমর্পণ কর্...

সেনাপতি ॥ দূর মশাই, ওরা আত্মসমর্পণ করবে কি! ওরা তো জিতছে....

মহামাত্য ॥ যে জেতে তাকেই তো আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিতে হয়! হারলে তো বন্দী করতুম!...আত্মসমর্পণ কর্, আত্মসমর্পণ কর্...

সেনাপতি ॥ আসুন তো...

[সেনাপতি বকের মতো লাফিয়ে গিয়ে মহামাত্যের কাঁধে ভর দেয়।]

মহামাত্য ॥ একী! একী করছ ভদ্রশাল!

সেনাপতি ॥ এক পায়ে পালাব কি করে মশাই? আপনার পা এখন আমার পা! চলুন...

মহামাত্য ॥ ছাড়ো...আমাকে ছাড়ো...আমি পালাবো না...রাজন...রাজন...

[সেনাপতি কিছুতে ছাড়ল না। মহামাত্যের কাঁধে ভর দিয়ে বকের মতো বেরিয়ে গেল।আগুনের তেজ আরো বেড়েছে। চতুর্ধার রক্তাপ্লুত। কোলাহল চরমে উঠল। রাশি রাশি সোনালি চুলের গুচ্ছ নাচাতে নাচাতে নন্দরাজা দাপাতে দাপাতে ঢুকল।]

নন্দরাজা ॥ ঐশ্বর্য! আমার ঐশ্চর্য চলে যায়! আমার হীরা মুক্তা মণি! নীলকান্ত মণি....পদ্মরাগ মণি...বৈদূর্য মণি জ্বলছে! ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর! ওরে কে আছিস, আমার ধূম্রকেশরকে সাজিয়ে দে! ও আমার ভাগ্যবান বাহন...চিরদিন ওর কপালে জয়তিলক!...আয় তো রে ধূম্রকেশর, দেখি পারি কি না ঐশ্বর্য বাঁচাতে...

[এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

ওকি! ওকি! আগুন ঘিরে ধরেছে! আমার ধূম্রকেশরকে আগুন গিলতে আসছে!.....বাঁচা.....ওরে কে আছিস তোরা.....ধূম্রকেশরকে বাঁচা.....আয় আয় ধূম্রকেশর বেরিয়ে আয়রে, দে লাফ....আয় আয়....(সহসা ডুকরে *ওঠে*) আহাহা, পারবে না.....ধ্ম্রকেশর আর পারবে না....কোনোদিন পারবে না....ধূম্রকেশর জ্বলছে! (নন্দরাজা উন্মাদের মত চিৎকার করে) কে বাঁচাবে...আর কে বাঁচাবে আমায়...ব্যাঘ্রমল্ল...ভীমভল্ল..সব কি চলে গেছে! একা...আমি একা...চারদিকে আগুন...আমি... আমি একা রাজা নন্দ...শত্রুর মুখে একা!..তবে কি ওরা এই দিনটার জন্যে আমাকে মেনে নিয়েছিল....জাল-নন্দ জেনেও মেনে নিয়েছিল শুধু এই আজকের জন্যে!...আমি কি ওদের ঠকালাম...না ওরা আমাকে... (মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে উঁচু কোথাও লাফিয়ে *উঠে*।) আমি জাল-রাজা...আমাকে ছেড়ে দে তোরা...আমি নকল-রাজা...ওরে অভিরাম...কোথায় তুই... আমায় নিয়ে যা.. অভিরাম, বাপ আমার, আমি আটকে গেছি রে...

[সহসা এক বিকট হাসি শুনে নন্দরাজা ঘুরে দেখে, এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কুব্জা। ডাকনীর মত খলখল করে হাসছে।]

কুব্জা ॥ চাকা যে উল্টো দিকে ঘুরল রাজা!

নন্দরাজা ॥ কুব্জা! কুব্জা! তুই এখনো আছিস!

কুব্জা ॥ আমি আর কোথায় যাবো! ডাকিনীরা তো কোথাও ঠাঁই পায় না...রাজবাড়ির আনাচ-কানাচ ছাড়া...

নন্দরাজা ॥ কুব্জা! একবার আমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিবি...আমি যে গুপ্তপথ চিনি না!

কুব্জা ॥ সে কি গো, ঢুকতেই জানো, বেরুতে জানো না...

নন্দরাজা ॥ ওরে বাঁচা...আমায় বাঁচা..

কুব্জা ॥ তোমার কেন মরতে ভয় গো! এধারে মরলে...ওধারে বাঁচবে...

নন্দরাজা ॥ ওরে না..ওরে না...তার কোনো ঠিক নেই! যদি ওদিকে আমার মড়াটা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। যদি অভিরাম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে থাকে...যদি চন্দ্রকেতুর হাতে মড়াটা পড়ে গিয়ে থাকে...

কুব্জা ॥ (হেসে) ওহোহো, তাও তো বটে! তবে তো এধারে মরলে একেবারেই মরবে!

নন্দরাজা ॥ হাসিস না রে কুঁজি...হাসিস না! আমি যে আমারই দেহের পিছনে আমারই সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছি!

কুব্জা ॥ নিজের পায়ের তলার মাটি, নিজে কেড়ে নিয়েছ.....

নন্দরাজা ॥ রত্ন দেব, মুক্তা দেব, এই অলংকার সব দেব তোকে...দরজাটা দেখিয়ে দে...

কুব্জা ॥ দরজা তো খোলাই আছে..

নন্দরাজা ॥ কই? কই?

কুব্জা ॥ এই যে...(কাপড়ের নিচ থেকে ছুরি বার করে) যমের দরজা!

নন্দরাজা ॥ না—না—

[কুব্জা হাসতে হাসতে এগোয়। নন্দরাজা হাঁকপাঁক করে উঁচু কোনো জায়গায় উঠছে।]

নন্দরাজা ॥ মারিস না...মারিস না...মারিস না মা-

কুব্জা ॥ মা?

নন্দরাজা ॥ মা! মা! আমি এ বাড়িতে ঢুকে প্রথম তোর মুখ দেখি! তুই আমার মা...

কুব্জা ॥ কেন ঢুকেছিলি...কেন ঢুকেছিলি পিশাচ...তুই না ঢুকলে মরা রাজা বাঁচত না...আমার সন্তানরাও চন্দ্রকেতুর হাতে মরত না..কেন এলি! কেন এলি রে তুই!

নন্দরাজা ॥ মা...মা...

কুব্জা ॥ (বিকট স্বরে হেসে) মা! জন্মেছিলি মায়ের মুখ দেখে...মরবিও মায়ের মুখ দেখতে দেখতে.....

[কুব্জা ছুরি তুলে নন্দরাজার দিকে ছোটে। নন্দরাজা পালাবার জন্যে ছুটছে। আগুনের হল্কা এসে তার মুখে পড়ে।]

নন্দরাজা ॥ অভিরাম...বাপ আমার..আমার দেহটা ধরে রাখিস..ধরে রাখিস.....

[আলো নেভে]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

[অভিরামদের গ্রামের সেই গাছতলা। রাত্রিবেলা। আপাদমস্তক ঢাকা লম্বোদর ভট্টের মৃতদেহ নিয়ে বসে আছে অভিরাম। শূন্য প্রান্তরে শিয়াল কুকুর ডাকছে।]

অভিরাম ॥ (মৃতদেহকে) না, আর না...আর তোমারে বইতে পারব না। অনেক করেছি তোমার জন্যে...বনে জংগলে জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে দৌড়েছি...মরতে মরতেও তোমারে বয়েছি...বইতে বইতে শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। সর্বস্বান্ত হয়েছি। ঘেন্না..ঘেন্না ছাড়া তোমার 'পরে আজ আমার কোন টান নেই ঠাকুর।...ঘেন্না। এই মড়াটারে আমার ঘেন্না। এ আমাদের কেউ না...ধনদৌলত রাজ্য পেয়ে আমাদের ভুলে গেছে...দেশ গাঁ জ্বালাচ্ছে...ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে...মুখ্যু আমি বেদম মুখ্যু...তাই বয়ে বেড়ালাম...তোমারে ফিরিয়ে আনার জন্যে বয়ে বেড়ালাম। থুঃ। থুঃ। থাকো...থাকো পড়ে এখানে...খাক...শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাক্....নাঃ, আমার একটুও কষ্ট হবে না...মোটে না...(অভিরাম একমুখে হনহন করে হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) মা। মা কি বেঁচে আছে এখনো? যদি থাকে তবে তো ছুটে আসবে। বলবে অভিরাম, কী আনলি অযোধ্যাপুরী থেকে। কী করে বলব তারে...মাগো, বাবার আত্মাটারে ফেলে রেখে...বাসি মড়া এনেছি তোর জন্যে। (অভিরামের চোখে জল দেখা দেয়) ওমা আমার ধম্মোবাপের প্রাণপাখি আজ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বাজপাখি হয়ে গেছেরে। ভুলে গেছে...সে তোরে ভুলে গেছে..সে ছেলেমেয়ে সব ভুলেছে...নিজেরেও ভুলে গেছে...শত্তুর...সে আমাদের শত্তুর।....কাঁদিসনে মা, ঘেন্না কর—বুক ভরে ঘেন্না কর মা। শাপ দে, অভিশাপ দে—মরুক, নন্দরাজা চিরতরে মরুক্...

[অভিরামের সামনে এসে দাঁড়ায় মুরলীধর।]

মুরলী ॥ এইবার? উঁ উঁ উঁ, এইবার কি হবে.....

অভিরাম ॥ মুরলীধর।

মুরলী ॥ রাতারাতি কোথায় সটকে পড়া হয়েছিল, উঁ উঁ, রাজকর ফাঁকি দিয়ে পার পাবি ভেবেছিস, উঁ?

অভিরাম ॥ আমি কারো কর ধারি না.....কারো ধার ধারি না।

মুরলী ॥ ওরে ব্যাটা কামার, তোমার বিদ্রোহ হচ্ছে, হুঁ-উঁ।

অভিরাম ॥ বিদ্রোহ করলে তোর ঠাঁয় করতে যাবো কেনরে মুরলীধর—করব তোর বাপ, ঐ নন্দরাজার বিরুদ্ধে। তুই তো চুনোপুঁটিরে মুরলীধর....

মুরলী ॥ বটেরে কামারের পো..

[ধাক্কা দিয়ে অভিরামকে মাটিতে ফেলে দেয়।]

রাজার বিরুদ্ধে কথা!

[মুরলী বেত্ তোলে]

অভিরাম ॥ (ভয়ানক গলায়) মুরলীধর।

মুরলী ॥ ব্যাটা তুই যেদিন গাঁ ছেড়ে পালালি, সেইদিনই রাজদ্রোহের সূচনা। তোর সঙ্গে ওদের যোগ আছে..

[মুরলীধরের বেত সপ সপ্ করে পড়ে]

অভিরাম ॥ খুব যে হাত চলে দেখি তোর নন্দরাজার পো। (মুরলীধরের বেত কেড়ে নিয়ে গলা চেপে ধরে) জানিস নে, স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

মুরলী ॥ (সরু গলায়) বিদ্রোহী। বিদ্রোহী।

অভিরাম হ্যাঁ, আমি বিদ্রোহী। আরো শুনবি, মুগুর মেরে তোর রাজার মুণ্ডুখানা ভাজা ভাজা করে দেব। আরো শুনবি, এই দেশ আমার...আরো শুনবি... গেলুম...মরে গেলুম...

অভিরাম ॥ না...তোরে মারব না। তোরে আমি কর দেব। নিবি? আয়..মস্ত কর...আয় নিয়ে যা...(মুরলীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় মৃতদেহের কাছে) তোল...তোল্...ঢাকাটা তোল।

[মুরলী মৃতদেহের গা থেকে কাপড় তোলে]

কী?

মুরলী ॥ মড়া।

অভিরাম কার।

মুরলী ॥ (আবার ঢাকা তুলে দেখে) লম্বোদর।

অভিরাম যা, চন্দ্রকেতুর সৈন্যদের কাছে বেচে দিগে যা। অনেক দাম পাবি। তোর চৌদ্দ পুরুষ চলে যাবে।

মুরলী ॥ (চোখ চকচক করছে) পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...পঞ্চ সহস্র...

অভিরাম ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাবি, সোজা নিয়ে যাবি, দাঁড়াবি না, পিছু ফিরে চাইবি না...টান শালা টান, এই তোর শাস্তি...জীবনভর নন্দরাজার কর আদায়ের শাস্তি..

[অভিরাম দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।]

মুরলী (শিয়ালের মতো মড়াটাকে দেখতে দেখতে) না, পচেনি। (নাক টেনে) উঁ উঁ উঁ...না, গন্ধও নেই। একেবারে টাটকা মড়া...টাটকা পুরস্কার....পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

[ঝপ করে লম্বোদরের পা ধরে পিছু ফিরে গুণ টানার মতো টানতে থাকে।]

ওরে বাবারে, এ যে পেল্লায় ভারী। বাবা লম্বোদর, উদর পূর্ণ করেই মরেছ বাবা...উপোসে মরলে কষ্ট একটু কম হত যে বাবা...(টানতে টানতে) ওরে বাবা, একতিল নড়ে না যে। শালার মড়ার যখন এতো ওজন...পুরস্কার না জানি কতো ওজনদার হবে। (দম বন্ধ করে টানছে) উঁ উঁ উঁ...উঁ উঁ উঁ...

[পরিষ্কার দেখা গেল লম্বোদরের আর একখানা পা শূন্যে লাফিয়ে উঠে চড়াৎ করে পড়ল মুরলীর পিঠে।]

মুরলী ॥ (না ফিরে) যাচ্ছি যাচ্ছি...নিয়ে যাচ্ছি...উঁ উঁ উঁ...চল্ চল্...মড়া চল্...

[আবার মৃতদেহের লাথি পড়ল।]

দাঁড়া! টানছি রে বাবা!

[মুরলী যে পা ধরে টানছিল তিড়িং করে সেটা সরে গেল। মুরলী ঘুরে দেখে লম্বোদরের মৃতদেহ উঠে বসেছে।]

মুরলী ॥ (চোখ কপালে ওঠে) কে রে!

[লম্বোদরের দেহ এখনো আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। ভূতের মতোই লাগছে।]

লম্বোদর ॥ ব্যাঘ্রমল্ল! ভীমভল্ল!

মুরলী ॥ ওরে বাবাগো...

[মুরলী মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে]

লম্বোদর ॥ (লাফিয়ে উঠে) ধূম্রকেশর। ধূম্রকেশর। ধর্ ধর্ ধর্... শয়তানীরে ধর্..

মুরলী ॥ (পরিত্রাহি চিৎকার করে) আমি কিছু জানি না...আমি কিছু জানি না...

লম্বোদর ॥ কোথায় পালাবি, কোথায় পালাবি তুই রাক্ষসী কুব্জা...

[লম্বোদর ছুটে গিয়ে মুরলীধরের চুলের মুঠি ধরে।]

মুরলী ॥ উরি উরি উরি! মেরে ফেলল! বাঁচাও....

লম্বোদর ॥ কে বাঁচাবে, কে বাঁচাবে তোরে শয়তানী। হাঃ হাঃ হাঃ! নন্দরাজার মুঠি থেকে নিস্কৃতি নেই! মারবি, আমার বুকে ছুরি মারবি! উলঙ্গ করে রাজপথে ঘোরাবো...শূলদণ্ড দেব তোরে পাপিষ্ঠা নারী...

মুরলী ॥ আমি নারী না, আমি পুরুষ। আমায় চিনতে পারছ না, ও লম্বোদর ঠাকুর...

লম্বোদর ॥ লম্বোদর! কোথায় সে লম্বোদরের ধড়!

মুরলী ॥ এই তো লম্বোদর! তুমিই তো লম্বোদর...ও ঠাকুর...

লম্বোদর ॥ (মুরলীর চুলের মুঠি ছেড়ে মুখের চাদর সরায়, চোখ কচলায়। চোখের তুলসীপাতা খসে পড়ে) আমি! আমি লম্বোদর! অ্যাঁ! (নিজের শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বগলের ফোঁড়াটায় টান পড়ে) আঃ আঃ আঃ..ফোঁড়া! এই তো আমার ফোঁড়া! ফোঁড়া এসে গেছে...আঃ আঃ..

মুরলী ॥ কোথায় ব্যাটা কামার! আমার সঙ্গে রসিকতা! দাঁড়া, সৈন্যদের ডাকছি....ব্যাটা তোর ঠ্যাটামি কি করে ভাঙতে হয়...

[মুরলী বেরিয়ে যায়।]

লম্বোদর ॥ (হেসে) ওরে অভিরামের পিছে ছুটে কি করবি! তোদের রাজা নন্দরাজা মরে গেছে! রাজা হয়েছে বৃষল! পারিস তো তার হাত থেকে নিজেদের বাঁচা!...হ্যা হা হ্যা...কাঁচকলা, এই কাঁচকলা করলি রে কুঁজি...ঐ দ্যাখ জায়গার জিনিস জায়গায় চলে এসেছি! এই তো...এই তো আমার গাছতলা...কিন্তু আমার পুকুরঘাট কই...আমার কলাবাগান...যবের ক্ষেত...আমার কুঁড়েঘরখানা কই...ও গিন্নি...বেঁচে আছে তো আমার বৌটা...আমার ছেলেপুলে...ও গিন্নি...আঃ আঃ আঃ...এতো শিয়াল শকুন ডাকে কেন?

তবে কি তারা কেউ বেঁচে নেই! এ কোন্ শ্মশানে ফিরে এলুম র‍্যা! (ডুকরে ডুকরে কাঁদে) লোভ! লোভ! আমার লোভ! লোভের শাস্তি!...কেন মরতে অযোধ্যায় গিয়েছিলুম!...পেট! পেট! এই পেটের জন্যে সবাইকে মারলুম! ওরে অভিরাম, তোর কথা না শুনে...(অভিরাম ঢুকছে) সেও কি আমায় ছাড়ল! ওরে অভিরাম, তুই চলে গেলে আমি কার ভরসায় বাঁচব...ওরে আমার ধম্মোপুত্তুর...কতো কষ্ট দিলুম তোরে..

[অলক্ষ্যে অভিরাম এসে দাঁড়িয়েছে।]

অভিরাম ॥ ঠাকুরবাবা—

লম্বোদর ॥ অভিরাম!

অভিরাম ॥ ফিরেছ, বাপ, তুমি ফিরেছ!

[অভিরাম ছুটে আসে। লম্বোদর তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে।]

লম্বোদর ॥ ও বাবা, তুই আমার দেহটা রেখেছিলি, তাই ফিরে আসতে পারলুম! এই দ্যাখ তুই যা চেয়েছিলি, তাই হ'লো! হ্যাঁরে, তোর মা আছে তো? (অভিরাম চুপ) কি করে এ পোড়ামুখ নিয়ে দাঁড়াবো তার সামনে! আমি যে খালি হাতে ফিরে এলুম! হ্যাঁরে, আমার ঘরদোর

অভিরাম ॥ নেই..পুড়ে গেছে...নন্দরাজা তোমার দেহ খুঁজতে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে!

লম্বোদর ॥ নিজের আশ্রয় নিজে ধ্বংস করলুম! শেষে গাছতলায় আমার ঠাঁই হ'লো রে!

[অন্ধকার কেটে প্রভাতের আলো ফুটছে। পত্রহীন গাছটায় দেখা যায় সবুজ পাতার মেলা।]

অভিরাম ॥ কেন কাঁদছ বাপ, কেন কাঁদো? দুখানা হাত রয়েছে! আবার ঘর গড়বে! হাত দুখানা তো ভিক্ষে করার তরে পাওনি বাপ, পেয়েছ চালনা করার জন্যে.....তাই করবে! নিজের ঐশ্বর্যি নিজে গড়বে!

লম্বোদর ॥ ভিক্ষে করে কিছু আনতে পারিনি!

অভিরাম ॥ আনা যায় না...যা তোমার না, তা কোনোদিন ধরা যায় না! কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও!...ও ঠাকুরবাবা, চেয়ে দ্যাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে...কেমন ঝুপসি হয়েছে...ফল আসছে গো..শিগগিরই ফল আসছে..

লম্বোদর ॥ শেকড়..শেকড়ের মাহাত্মিরে বাপ, শেকড় থাকলে সব হয়...

অভিরাম ॥ তোমারও হবে!

লম্বোদর ॥ কি করে হবে! আমার শেকড় নেই! চিরকাল তোদের কাঁধে চেপে ঘুরেছি...আমি যে উড়ুক্কু!...আমার সব গেল!

অভিরাম ॥ (হেসে) কে বললে সব গেছে! সব আছে! এই তো তোমার গামছা আছে...এই যে ছাতাও আছে...(উদোম ছাতাটা মেলে ধরে) সেই মালপোও আছে গো...

লম্বোদর ॥ মালপো।

অভিরাম ॥ হ্যাঁগো, আমরা রাজদর্শন করে ফিরব তো...তাই মা পদ্মপাতায় মালপো ভেজে রেখেছে....

লম্বোদর ॥ আছে..তোর মা আছে।

অভিরাম ॥ আমার মা কি মরে। চলো, চলো, বড্ড খিদে পেয়েছে...

[লম্বোদর লজ্জিত মুখ নিচু করে আছে।]

আহা লজ্জার কি আছে, চলো..(লম্বোদর উঠছে না) ও বুঝেছি বুঝেছি। বগলে আবার ফোঁড়াটা এসে গেছে তো...তাই পায়ে ব্যথাটাও হাজির হয়েছে। তা সেটা বললেই হয়....

[অভিরাম লম্বোদরকে কাঁধে নিযে বাড়ির পথ ধরল। অভিরামের কাঁধে ছাতা-মাথায় লম্বোদর চলেছে। উলঙ্গ শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বারে বারে পিছু ফিরে সে মুচকি হাসছে।]

লম্বোদর ॥ (সহসা গম্ভীর হয়ে) ওরে ও অভিরাম, নামা.....আমায় নামিয়ে দে। ঐ দ্যাখ সবাই আমার দিকে কিরকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।

[কাঁধ থেকে নেমে অভিরামের হাত ধরে লম্বোদর বাড়ির দিকে চলেছে। মাথায় সেই ছাতা।]

—ঃ যবনিকা ঃ—

নেকড়ে

উৎসর্গ

প্রয়াত বন্ধু দীপক শর্মাচার্য

চরিত্রলিপি

কংসারি ঠাকুর	শশাঙ্ক
গোঁসাই	আক্রাম
হুক্কা	হাবা
খগো	মোঙলা বাগ্‌দী
হামিদ	পালান
যোগিন্দর	ঘনশ্যাম
ফেনী	নীহারি
সুখী	

নেকড়ে

প্রযোজনা ঃ ঋতায়ন

আলো ও আবহ-সঙ্গীত ঃ পার্থপ্রতিম চৌধুরী

মঞ্চ ঃ অজয় দত্তগুপ্ত

রূপসজ্জা ঃ অনন্ত দাস

নির্দেশনা ঃ মনোজ মিত্র

অভিনয়ে

কংসারি	॥ অধিপ বিশ্বাস	শশাঙ্ক	॥ দুলাল ঘোষ
গোঁসাই	॥ মানব চন্দ্র	আক্রাম	॥ প্রশান্ত বর্মন
হুক্কা	॥ মনোজ মিত্র	হাবা	॥ তপন দাস
খগো	॥ অশোক চক্রবর্তী	মোঙলা	॥ আশিস দিকপতি
হামিদ	॥ নতুন সংযোজিত	পালান	॥ ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য
যোগিন্দর	॥ শ্যামল সেনগুপ্ত	ঘনশ্যাম	॥ নতুন সংযোজিত
নীহারি	॥ চিত্রিতা মণ্ডল	সুখী	॥ মমতা চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন অভিনয়ে আরো যাঁরা অভিনয় করেছেন ঃ

শান্তা সেনগুপ্তা, নিতাই ঘোষ, দীপক শর্মাচার্য, প্রভাত রায়, গোবিন্দ শীল, অজয় দত্তগুপ্ত, অনিল সরকার, প্রমোদ বয়াল।

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[কুঠিবাড়ির দরদালান। এক পাশে মস্ত গোলাকার খিলান, ওই পথ বহির্মহলে পৌঁচেছে। বিপরীত পাশে অন্দরমহলের দরজা। মাঝখানের দেয়ালে বাঁশের জাফরি। জাফরির ভেতর দিয়ে অদূরে খামারের দু-একটি ধানের গোলার মাথা দেখা যায়। খামার থেকে সোজাসুজি ঘরে ঢুকতে একটা দরজা রয়েছে জাফরির গায়ে। দালানে একটা নিচু তক্তাপোষ, টেবিল চেয়ার।

মধ্যরাত্রি। একটি দপদপে লণ্ঠনের আলো কংসারি ঠাকুরের কুঠিঘরে আলোছায়ার ডোরা কেটেছে। খিলানের মাথায় টাঙানো মস্ত বাইসনের মুণ্ডের ওপর অলৌকিক সে ছায়া দুলছে। পর্দা উঠছে নেপথ্যে কংসারির খামার-বাড়িতে প্রচণ্ড হৈ চৈ গোলমালের মধ্যে। অন্দর থেকে কংসারি ঢুকল দ্রুত পায়ে। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, কপালে স্থির গভীর বলিরেখা, চোখ মুখ ঈষৎ স্ফীত। পেশীবহুল দেহ, তামাটে রঙের দাড়ি। চোখদুটো তীব্র, তীক্ষ্ণ।]

কংসারি ॥ (খামারের উদ্দেশে) আক্রাম...আক্রাম...

আক্রাম ॥ (নেপথ্যে) আছি ছোটবাবু...

কংসারি ॥ কী হলো? কিছু দেখতে পাও?

আক্রাম ॥ (নেপথ্যে) না ছোটবাবু!

[হৈ চৈ ছাপিয়ে আক্রামের কণ্ঠ ভেসে এল।]

কংসারি ॥ ভাল করে খোঁজো...(একটু থেমে) আক্রাম। যেন পালিয়ে না যায়... অতো গোলমাল করছে কেন সব? মশাল জ্বেলে নাও...

আক্রাম ॥ (নেপথ্যে) হেইয়ো। চেল্লাবিনে...খবরদার চেল্লাবিনে...(নেপথ্যে গোলমাল থামে) মশাল ধরা রে...

[কংসারি ছয় ব্যাটারির টর্চটা ঘরের চারদিকে ঘোরাচ্ছে, হঠাৎ টর্চের আলো পড়ল তক্তাপোষের নিচে লুকিয়ে থাকা গোঁসাইয়ের মুখে।]

কংসারি ॥ কে! কে!

গোঁসাই ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

কংসারি ॥ গোঁসাই!

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।...রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ! বন্দুকটা হাতে নিন ছোটবাবু..বন্দুকটা!

কংসারি ॥ জানতাম তুমি ভীতু—তা বলে নেংটি ইঁদুর! একেবারে গর্তে ঢুকেছো!

গোঁসাই ॥ বন্দুকটা ধরুন ছোটবাবু, আপনার হাতে বন্দুকটা থাকলে আমার বুক ফুলে ওঠে। কতোবার আপনার সঙ্গে শিকারে পর্যন্ত গেছি না?

কংসারি ॥ দেখছি মালা তুলসীর জোরেই প্রতিবার ফিরে এসেছো ! বেরিয়ে এসো।

গোঁসাই ॥ (বেরিয়ে আসছে) একটু আগে যখন আপনার চিৎকারটা শুনলাম...উঃ !

কংসারি ॥ আমি কি আর্তনাদ করেছিলাম !

গোঁসাই ॥ আমি বিশ বছরে কোনদিন ওরকম গলা শুনিনি আপনার ! মনে হলো ঘরের কড়িবরগা দেয়াল সব থত্থর করে ভেঙে পড়ছে ! কেন, আপনার কি জ্ঞান ছিল না ?

কংসারি ॥ না—

গোঁসাই ॥ অ্যাঁ ? রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ...কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা...

[খামারে মশাল জ্বলে উঠল। তার ছটা কংসারির মুখে পড়ল।]

কংসারি ॥ আজ আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি গোঁসাই...উঃ, এখনো যেন আমার হৃৎকম্প...

গোঁসাই ॥ হৃৎকম্প ! আপনার হৃৎকম্প ! (জোরে) হরে রাম হরে কৃষ্ণ...কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে... !

কংসারি ॥ দ্যাখো...বুকে হাত রেখে দ্যাখো...একটা ভয়...একটা আতঙ্ক...একটা বিভীষিকা...যেন ঝড় তুলছে ! (নেপথ্যের উদ্দেশে) আক্রাম... ! চারদিক ঘুরে দ্যাখো...লাঠি হাতে রেখো...

গোঁসাই ॥ কী দেখে ভয় পেলেন ছোটবাবু ? কোথায় দেখলেন ?...কখন দেখলেন...ছোটবাবু...

কংসারি ॥ (আস্তে আস্তে) কী দেখলাম !...কখন...কোথায়...(থেমে) তুমি ধান বেচা টাকা দিয়ে গেলে, আমি বিছানায় বসে গুনছি...আর বাণ্ডিল বাঁধছি...ঘড়িতে এগারোটা বাজলো...খোলা জানলা দিয়ে দেখি আকাশে সোনার থালার মতো চাঁদ...দেখতে দেখতে চোখ জড়িয়ে এল...তন্দ্রা মতো...তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ মনে হলো...

[ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকল শশাঙ্ক।]

শশাঙ্ক ॥ কাকা...কাকা...কি হয়েছে...কাকা....ব্যাপার কী !

কংসারি ॥ ....তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো একটা ঘন কালো মেঘ ছুটে এসে যেন চাঁদটাকে আড়াল করে সামনে দাঁড়ালো...চোখ মেলে তাকাতেই যা দেখলাম...

গোঁসাই ॥ কী ?

কংসারি ॥ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিশাল দৈত্য যেন...তার দুটো লোমশ হাত এগিয়ে আসছে আমার গলার দিকে...ভক ভক করছে দুর্গন্ধ...আর আমার চোখের ওপর তার দুটো জ্বলন্ত চোখ.....দুটো গনগনে আগুনের গোলা...আমি...আমি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠেছি—

শশাঙ্ক ॥ স্বপ্ন !

কংসারি ॥ আমি কখনো ভয়ের স্বপ্ন দেখি না শশাঙ্ক !

শশাঙ্ক ॥ আহা তাই যদি না হবে...তোমার শোয়ার ঘরে ঢুকলো কোন্ ফাঁক দিয়ে...দরজা নিশ্চয়ই বন্দ ছিল ?

গোঁসাই ॥ ছোটবাবু আজকাল দরজা বন্দ করে টাকা গোনেন !

শশাঙ্ক ॥ তবে ? তাছাড়া অতোবড় প্রাণী—তোমার চিৎকারে পালিয়েই বা যাবে কোথায় ?

গোঁসাই ॥ কোথায় পালাবে ! বাছাধনকে খামারের বাইরে পা বাড়াতে হয়নি। ছোটবাবুর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে খামারের জনমজুররা হৈ হৈ করে উঠেছে...ঐ খামারেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে শালা !

কংসারি ॥ (খামারের উদ্দেশে) যেমন করে হোক ধরতে হবে...যেমন করে হোক...আক্রাম !

শশাঙ্ক ॥ ওখানে মশাল হাতে ছুটোছুটি করছে...ওরা কারা ?

গোঁসাই ॥ ওদের কথাই তো বলছি। দ্বীপের চাষা-ভুষো। ফসলের মরশুমে ওরা দিনরাত খামারেই পড়ে থাকে। জনমজুর খাটে...

শশাঙ্ক ॥ ওরা কেউ তাকে দেখতে পায়নি !

গোঁসাই ॥ না—

শশাঙ্ক ॥ আশ্চর্য !

কংসারি ॥ দুদিনের জন্য কাকাকে দেখতে এসে এতোটা দেখবে ভাবতে পারোনি, না ?

শশাঙ্ক ॥ কি করে ভাববো ? তুমি তো চিরকাল বলে আসছো, তোমার এ দ্বীপ ঠাণ্ডা, শান্ত...পৃথিবী উল্টে গেলেও তোমার এখানে তার ছায়াটি পড়বে না...দৈত্যদানোর কথা জানাওনি তো কখনো !

কংসারি ॥ আমিও জানতাম না !...মাত্র ক'মাস আগেও এরকম নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা পৃথিবীতে দুটো ছিল না...মানুষও বড় নিরীহ ! চড় মারলে, ঘুরে চড় মারে না !

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে চড় মারবে কে ? এ দ্বীপে মানুষ কই ? আছে তো ঐ হাড়-জিরজিরে নেংটিপরা যতো চাঁড়াল পোদ জেলে। আক্রামের লাঠির একখানা ঘায়ে একবার ত্রিশজন ধরাশায়ী হয়েছিল... !...ওসব কিছু না...সবই তো ঠিক চলছিল...হঠাৎ এই মাস কয় হলো...

শশাঙ্ক ॥ হঠাৎ কী হলো ?

কংসারি ॥ টেলিগ্রাম পেয়ে কী ভেবেছিলে ?

শশাঙ্ক ॥ অবাকই হয়েছিলাম ! কোনদিন তুমি চিঠিও লেখো না, সেই তুমি টেলিগ্রাম করছো, বড় বিপদ...পাওয়া মাত্র চলে আসার জন্যে। এই যে বিশ বছর তুমি এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছো, কতোদিন জানতে চেয়েছি, বলোনি। কতোবার তোমার রাজত্বে আসতে চেয়েছি...তাও দাওনি...

কংসারি ॥ এতোদিনের মধ্যে এই মাস কয়েক রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না...ঘুমুতে পারি না...শেষ পর্যন্ত আর না পেরে তোমায় ডেকে এনেছি—

শশাঙ্ক ॥ কাকা, তোমাকে অমন লাগছে কেন ?

কংসারি ॥ শশাঙ্ক, এই যে ঘটনাটা আজ ঘটলো...গত ছ'মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে নানা চেহারায় এটা ঘটেছে...শুধু এতো স্পষ্ট আর কাছে কোনদিন না...(থেমে) তুমি আসার পরেই—এতোটা বাড়াবাড়ি... !

শশাঙ্ক ॥ আমার আসার সঙ্গে বাড়াবাড়ি ! মানে ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না কাকা। গত ক'মাস ধরে কী এমন ঘটছে, যার জন্যে এমন ভেঙে পড়েছো !

কংসারি ॥ বলছি, সব বলব ! তোমার মনে আছে গোঁসাই...প্রথম দিনটা ! সন্ধ্যে হয়-হয়, মাঠ থেকে ফিরছি...বাঁক ঘুরতে মনে হলো...ছায়ার মতো কে যেন অনেকক্ষণ ধরে আমার পেছন পেছন আসছে...

শশাঙ্ক ॥ কে ? সেও কী এই রকম দৈত্য !

কংসারি ॥ দেখতে পেলাম না ! মনে হচ্ছে কে যেন গায়ে গায়ে আসছে, যতবার ফিরে তাকাই কাউকে দেখি না।

গোঁসাই ॥ আমরা শুনে ভাবলাম, ভূত-টুত...

কংসারি ॥ ভূত ! আর যার পেছনেই হাঁটুক, তুমি জানো গোঁসাই, আমার ধারে কাছে কোনদিন ঘেঁষেনি...ঘেঁষবে না...

শশাঙ্ক ॥ অদ্ভুত তো ! তারপর ?

[একটা তৈলাক্ত লাঠি হাতে আক্রাম ঢুকছে। কেউ তাকে দেখেনি।]

কংসারি ॥ কিছুদিন পরে আবার ওই কাণ্ড...ঐ পিছু পিছু পায়ে পায়ে কে যেন ঘুরছে—

শশাঙ্ক ॥ এবারো কিছু দেখলে না ?

কংসারি ॥ (মাথা নাড়তে নাড়তে) পরের ঘটনাটা আরেক মাত্রা চড়ানো ! ভোর বেলা রোজ মাঠে যাই...একদিন দেখি আমারই পথের ওপর টাটকা রক্ত ছড়ানো...

শশাঙ্ক ॥ রক্ত !

গোঁসাই ॥ রক্তের ছড়া সোজা চলে গেছে দক্ষিণমুখো...

কংসারি ॥ এই দ্বীপের দক্ষিণে একটা জংগল আছে। লোকে বলে নোনাবিলের জংগল...সেই জংগল পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে রক্তমাখা নাড়িভুঁড়ি...

শশাঙ্ক ॥ কার রক্ত।

কংসারি ॥ কুকুরের। আমারই একজোড়া বুলডগের একটার। বুলডগটাকে কাগজের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে আমার পথের ওপর !

শশাঙ্ক ॥ যেন তোমাকে দেখাবে বলে !

কংসারি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ শশাঙ্ক !...কে যেন আমায় টার্গেট করেছে। মাঠে ঘাটে পথে...যখন তখন...ঐ অনুভূতি...পেছনে ছায়ার মতো কে যেন হাঁটছে...কে যেন আমার দিকে চেয়ে আছে...কে যেন আমাকে ধ্বংস করার জন্যে তাক খুঁজছে ! ক্রমশ আমার কাছে এগিয়ে আসছে !

গোঁসাই ॥ কিন্তু অদৃশ্য !

কংসারি ॥ অদৃশ্য ! অদৃশ্য ! একরাত্রে আমি আঁতকে উঠেছি...দেয়ালে ঐ বাইসনের চোখদুটো জ্বলছে...

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ ! রাধাকৃষ্ণ !

শশাঙ্ক ॥ এ যে দারুণ রহস্য কাকা !

কংসারি ॥ রহস্যের জালটা আজ ছিঁড়তে হবে আমাদের ! আজই ! আক্রাম !

আক্রাম ॥ আছি ছোটবাবু !

সকলে ॥ (চমকে ঘোরে) কে ?

গোঁসাই ॥ কিরে আক্রাম—

আক্রাম ॥ নাঃ ! ভোঁ ভাঁ, কোথাও কিছু নেই গোঁসাইবাবু...

কংসারি ॥ হতে পারে না, নিশ্চয়ই আছে...আমি দেখেছি খামারে লাফ দিয়ে পড়তে !

আক্রাম ॥ খুঁজতে কিছু বাকি রাখিনি ছোটবাবু...শয়তানটা ছায়ার সাথে মিশে গেছে !

শশাঙ্ক ॥ এতদিন ধরে ব্যাপারটা ঘটছে...অথচ কি তা জানা যাচ্ছে না !

গোঁসাই ॥ উদ্ধার কর্ আক্রাম...ছোটবাবুর ভালমন্দ কিছু হলে আমরাও কি নিস্তার পাবো ?

আক্রাম ॥ বুঝি তো গোঁসাইবাবু, দানোটাকে আর ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না...কিন্তু খালি লাঠি বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কি করি ! শয়তানটা যে সামনে আসে না !

শশাঙ্ক ॥ ওঠো তো কাকা, তোমার বন্দুকটা নাও ! চলো সারা দ্বীপ আজ আমরা তোলপাড় করে ফেলব, কোথায় লুকিয়ে থাকবে ?

কংসারি ॥ যাবে তুমি শশাঙ্ক ?

শশাঙ্ক ॥ বাঃ, যাবো না ? তার প্রকাণ্ড দেহ আর আগুনের গোলার মতো চোখদুটো দেখব না ! সেটা দত্যি, না দানো,...কী সেটা জানবো না !

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ ! বলছিলাম রাতে ঘা না দিয়ে কাল সকালে একেবারে লোক লস্কর নিয়ে...

শশাঙ্ক ॥ না, না, আজই...

কংসারি ॥ (গা ঝাড়া দিয়ে উঠে) হ্যাঁ, আজ রাতই তার শেষ রাত...

আক্রাম ॥ (শশাঙ্ককে) অনেকদিন শিকারে যাওয়া হয় না দাদাবাবু, আজ জবর শিকারখানা মিলেছে। যদি কপালে থাকে দাদাবাবু, কাল সকালে দেখে নেবেন ওই দেয়ালে আর একটা মাথা টাঙানো...

কংসারি ॥ চলো...

আক্রাম ॥ হেঁও, ছোটবাবু শিকারে যায় রে...

চাষীরা ॥ (নেপথ্যে) হেঁও...

আক্রাম ॥ ঢোল মশাল গোছায়ে নে রে...

চাষীরা ॥ (নেপথ্যে) হেঁও...

[খামারের পথে ছুটতে ছুটতে ঢুকলো দুই চাষী। বুড়ো খগো ও মোঙলা বাগ্‌দী]

খগো ও মোঙলা ॥ ছোটবাবু...ছোটবাবু...

আক্রাম ॥ হেঁরে বুড়ো, শয়তানটার হদিশ মিলেছে ?

খগো ॥ হঁ, মিলেছে !

সকলে ॥ মিলেছে !

আক্রাম ॥ (গর্জন করে ওঠে) এই দুহাতে শয়তানটার দুখানা চোয়াল আজ আমি

ফেঁড়ে ফেলবো দাদাবাবু।

খগো ॥ দাঁড়াও...আগে শোনো বেত্তান্তটা—

গোঁসাই ॥ বল্ বল্ খগো...মোঙলা...

মোঙলা ॥ যে শয়তানটা তোমার পিছু লিয়েছে ছোটবাবু, সেইটা আসলে...

কংসারি ॥ কী ?

খগো ॥ সেইটা আসলে...

কংসারি ॥ কে।

মোঙলা ॥ নীহারির ছেলে।

কংসারি ॥ কে।

শশাঙ্ক ॥ কার ছেলে ?

গোঁসাই ॥ মারবো এক থাপ্পড়। নীহারির ছেলে। আকাশ থেকে পড়লো।

আক্রাম ॥ ভেবে কথা বল মোঙলা, নীহারির কোন ছেলে নেই...

খগো ॥ হঁ হঁ, তা নেই বটে, কিন্তুক...

গোঁসাই ॥ কিন্তুক তোর মাথা। বেরো...

খগো ॥ কিন্তুক এ সেই ছেলেটা ছোটবাবু।

কংসারি ॥ (দারুণ স্বরে) কে !

খগো ॥ সেই ছেলেটা। সে-ই ছেলেটা।

আক্রাম ॥ হেই খগো।

[আক্রাম খগোর মাথায় লাঠি তোলে]

শশাঙ্ক ॥ থামো। কে নীহারি। একবার বলছো তার ছেলে নেই, আবার বলছো সেই ছেলেটা...

খগো ॥ হঁ হঁ, শুনতি গোলমাল বাঁধে, কিন্তুক বল মোঙলা, সে-ই ছেলেটাই তো একটা গোলমেলে কাণ্ড।

মোঙলা ॥ সেই দানো...সেই শয়তান তোমার পিছু ধরেছে ছোটবাবু...

শশাঙ্ক ॥ এরা কি বলছে কাকা—(কংসারি চুপ) কাকা। গোঁসাইবাবু, তাহলে আপনাদের নীহারি না কে, তার একটা ছেলে আছে, আর সে-ই এ কাণ্ডটা করছে—

[গোঁসাই আস্তে আস্তে চলে গেল]

আক্রাম ॥ সমঝে কথা বল্ তোরা খগো, কবেই তার দফারফা হয়ে গেছে। সে ছেলে জগতে নেই—

মোঙলা ॥ আছে কি না শুধোও গে গোঁসাইবাবুরে—

[বাইরে দূরে একটা বাজনা বাজে, তারের যন্ত্রে।]

খগো ॥ ওই..ওই আপুনি শুন ছোটবাবু..

শশাঙ্ক ॥ বাজনা..

খগো ॥ বাজনা...বাজনা...

কংসারি ॥ মাঝে মাঝে ওটা কে বাজায় রে ?

খগো ॥ নীহারি।

কংসারি ॥ নীহারি !

খগো ॥ আপুনি ভেবে দ্যাখো ছোটবাবু, যেদিন ঐ বাজনাটা বাজে—সেদিনই শয়তানঁটা তোমার পাছু লয়। মায়ের ডাকে ছেলেটা সাড়া দেয়। তাই লয় কী?

শশাঙ্ক ॥ কাকা! এরা সব কী বলছে! কাকা!

[কংসারি ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল।]

আক্রাম ॥ ছোটবাবু...

শশাঙ্ক ॥ নাঃ, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে! নীহারির ছেলে, না হয় সে বেঁচেই আছে, কিন্তু কাকার পেছনে ঘুরবে কেন? তাছাড়া কাকা যা বলল, তাতে তো তাকে মানুষ বলে মনে হ'লো না! তাহলে ব্যাপারটা কী। আর যদি মানুষই হয়, এমন আড়ালে আড়ালে মিছিমিছি ঘুরে তার লাভ!

খগো ॥ মিছি লয়, মিছি লয়, ছোটবাবুর ওপর তার রাগ আছে গো!

শশাঙ্ক ॥ রাগ? কাকার ওপর? কেন? কি হ'লো, চুপ করে গেলে যে? আরে তোমরা অমন ভয় পাচ্ছ কেন? ও কি কাঁপছ কেন? বলো...

মোঙলা ॥ ছোটবাবু তারে খুন করে সাবাড় করে ফেলতি চেয়েছিল...

আক্রাম ॥ চুপ! চুপো শালা!

শশাঙ্ক ॥ আঃ ওকে বলতে দাও...

আক্রাম ॥ আপনারে তা বলা যাবে না দাদাবাবু...

শশাঙ্ক ॥ বলা যাবে না? কেন?

আক্রাম ॥ ছোটবাবুর মানা।

শশাঙ্ক ॥ আচ্ছা সে আমি বুঝব। শোনো খগো, নীহারির ছেলেটাকে তোমরা আমার কাছে ধরে আনতে পারো?

খগো ॥ আঁই, তারে ধরবে কেডা, তারে চোখে দেখেছে কেডা?

শশাঙ্ক ॥ সে কি! কেউ তাকে চোখেই দ্যাখোনি?

খগো ॥ জন্মের পর মাত্তর দশটা দিন তারে দেখা গিয়েছিল...তাও সাহস করে কেউ তার দিকে তাকাতি পারেনি, হঁ! তারপর আর কেউ তারে এ দ্বীপে দ্যাখেনি—হঁ! সে আজ কদ্দিন আগের কথা! তুই বল্ মোঙলা—

আক্রাম ॥ বুড়োটা পাগল হয়ে গেছে, ওর কথায় কান দেবেন না দাদাবাবু।

শশাঙ্ক ॥ চুপ করো! (খগোকে) দশদিনের একটা বাচ্চাকে কাকা মারতেই বা চাইলো কেন, দশদিন পরে সে গেল কোথায়...তারপর এতদিন পরে হঠাৎ কোত্থেকেই বা...

আক্রাম ॥ দাদাবাবু, আপনার শোনা বারণ! খগো, তুই ভাগ্ এখান থেকে—

শশাঙ্ক ॥ (রেগে) কেন? আমারই বা শোনা বারণ কেন, সব আগে সেটা আমাকে জানতে হবে।

খগো ॥ আসো, মোর সাথে আসো...আমি তোমারে সব বলব! হঁ হঁ শয়তান ছেলেটার দৃষ্টি পড়েছে এই দ্বীপে! আসো দাদাবাবু...হঁ, আমি সব

জানি...নীহারি আর তার ছেলের কথা—

শশাঙ্ক ॥ চলো !

আক্রাম ॥ কোথায় যান দাদাবাবু, আপনার বাইরে যাওয়া বারণ। ছোটবাবু রাগ করবেন !

শশাঙ্ক ॥ করলে আমার ওপর করবে ! তোমার কোনো চিন্তা নেই আক্রাম। (খগোদের) চলো—
[শশাঙ্ক মোণ্ডলা খগো বেরিয়ে গেল। গোঁসাই এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল, ছুটে বেরিয়ে এল।]

গোঁসাই ॥ (আক্রামকে) ওরে শিগগির যা...হারামজাদা চাষাদের মুখ বাঁধ ! যা, যা আক্রাম—দাদাবাবু যেন শুনতে না পায়।

আক্রাম ॥ ঐ বুড়ো খগোটা একটা ন্যাকা—হারামি ! শালার মুণ্ডু চুরোবো আজ...
[আক্রাম চলে যায়। ভেতরে দরজায় একটা বাতিহাতে কংসারি এসে দাঁড়ায়। গোঁসাই আঁতকে ওঠে।]

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ !

কংসারি ॥ ছেলেটা বেঁচে আছে !

গোঁসাই ॥ রাধা রাধা...কৃষ্ণ কৃষ্ণ !

কংসারি ॥ (থেমে) ছেলেটাকে তুমি মারোনি ?

গোঁসাই ॥ হ্যাঁ, সে তো...সে দিনই গলা টিপে...

কংসারি ॥ মিথ্যেকথা !

গোঁসাই ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা...

কংসারি ॥ ছেলেটার কথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চট্ করে গা-ঢাকা দিলে কেন ? আমার কথার জবাব দাও !

গোঁসাই ॥ মারিনি ছোটবাবু—

কংসারি ॥ গোঁসাই !

গোঁসাই ॥ মারতে গিয়েও পারিনি ! তার গলা টিপতে গিয়েও পারিনি ছোটবাবু...

কংসারি ॥ কি করেছিলে তাকে ?

গোঁসাই ॥ ওই দক্ষিণের বিলে ফেলে এসেছিলাম...

কংসারি ॥ দক্ষিণের বিলে !

গোঁসাই ॥ আমি না মারলেও, নির্ঘাত সেই রাতেই বাচ্চাটা শ্যাল-কুকুরের পেটে গেছে...

কংসারি ॥ আর শ্যাল-কুকুরও যদি তাকে না মেরে ছেড়ে দেয়...তবে সে তো আমার পিছু নেবেই...যেমন আজ নিয়েছে !...আমারই ক্ষতি করবে...যেমন আজ করতে চাইছে ! গোঁসাই, আমার কুকুরের সেই সর্বনাশা রক্তের ছড়া কিন্তু গিয়েছিল ও দক্ষিণবিলমুখো !

গোঁসাই ॥ ছোটবাবু !

কংসারি ॥ সেই ভয়ংকর বীভৎস মাংসপিণ্ডটাকে আমি মেরে পুঁতে রেখে আসতে

বলেছিলাম ! কেন মারোনি !

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ ! ছেলেটা কি তবে বেঁচে আছে !

কংসারি ॥ আছে ! আজ আমার মনে হচ্ছে—আমার সর্বনাশ করতে জংগল ফুঁড়ে সে বেরিয়ে এসেছে !

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে জংগলে নিয়ে গিয়ে কাপড়টা সরিয়ে গলাটা টিপতে যাবো...সর্বাঙ্গ থথর করে উঠলো আমার..সাঁঝের আকাশটা তখন লাল...সেই আলোয়...উঃ অমন কুচ্ছিত কদাকার চেহারা কোন মানুষের পেটে জন্ম নেয়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ! আমি তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম ছোটবাবু !

কংসারি ॥ কী ভুল যে তুমি করেছ গোঁসাই ! জানতে, ও ছেলে বেঁচে থাকলে আমায় শেষ করবে...

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ ! ব্যাপারটা এদ্দূর গড়িয়ে গেল...

[বাইরে গণ্ডগোল]

কংসারি ॥ শশাঙ্ক ! কোথায়...শশাঙ্ক কোথায় ?
(জানালায়, ক্রুদ্ধ স্বরে) শশাঙ্ক...ওখানে কী করছ ? ভেতরে এসো ! (ঘুরে) যাও গোঁসাই, নীহারিকে ডেকে আনো...

গোঁসাই ॥ নীহারিকে ?

কংসারি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নীহারিকে...

গোঁসাই ॥ ডাকলে কি আসবে সে !

কংসারি ॥ যাও ধরে নিয়ে এসো ! শিগগির যাও ! দেরি করলে সর্বনাশ হবে !...শশাঙ্ক ! শশাঙ্ক !

[শশাঙ্ক ঢুকছে]

শশাঙ্ক ॥ বুঝলে কাকা...

কংসারি ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

শশাঙ্ক ॥ (হকচকিয়ে) খামারে...

কংসারি ॥ কেন গিয়েছিলে... ? আমাকে না বলে তুমি কোথাও যাবে না ! কারও কথা শুনবে না। যাও গোঁসাই...যা বললাম...নিয়ে এসো ওকে...

[গোঁসাই চলে গেল।]

শশাঙ্ক ॥ মনে হচ্ছে, আমার কাছে কিছু গোপন করা হচ্ছে !

কংসারি ॥ হুঁ, তার প্রয়োজন আছে।

শশাঙ্ক ॥ বুঝতে পারছি না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা ভূতুড়ে রহস্য...

কংসারি ॥ তুমি কি ভাবছ, তুমি এ রহস্যের বাইরে ! মনে রেখো—তুমি আসার পরেই এতোটা বাড়াবাড়ি। তুমি এ দ্বীপে পা দেবার পরেই ও আজ আমাকে সরাসরি আক্রমণ করল !

শশাঙ্ক ॥ কিন্তু কেন ? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক এসবের ! কালই আমি চলে যাবো !

কংসারি ॥ সেকি !

শশাঙ্ক ॥ হ্যাঁ, আমার এসব ভাল লাগছে না কাকা!

কংসারি ॥ (গম্ভীর গলায়) অতো শিগ্‌গির কি তোমায় ছাড়তে পারবো। তোমাকে যে আমার খুব দরকার শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক ॥ কাকা, আবার তোমার হেঁয়ালি।

কংসারি ॥ হেঁয়ালি। তা বটে। (হেসে) জানো শশাঙ্ক, এই দ্বীপে যতো জায়গা জমি দেখলে, সবই আমার...গোটা দ্বীপটাই আমার।

শশাঙ্ক ॥ গোটা দ্বীপ।

কংসারি ॥ হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু হেঁয়ালি নয়...সবই আমার...তুমি আমায় বলতে পারো দ্বীপের রাজা।

[কংসারি বন্দুকের বাঁটটা উঁচু করে দেখায়।]

শশাঙ্ক ॥ কী ও? বাঁটটা সোনার?

কংসারি ॥ এটাও হেঁয়ালি নয়...

শশাঙ্ক ॥ কাকা।

কংসারি ॥ আরো দেখবে?

শশাঙ্ক ॥ সোনা।

কংসারি ॥ এই ঘরের নিচে একটা আণ্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার আছে। চোরা কুঠরির সিন্দুকটা খুলে দেখবে...কানায় কানায় সোনা। সেটাও হেঁয়ালি না।

শশাঙ্ক ॥ কাকা। এতো সব তুমি...

কংসারি ॥ কি করে করলুম। শশাঙ্ক, তোমার মতো বয়েসে আমি এই বাদা অঞ্চলে আসি। কয়েকটা নদী ডিঙিয়ে তবে এই দ্বীপ। দ্বীপের মানুষ যারা তারা ঐ ওরা...মাছ ধরে...পশু পাখি মেরে খায়। আর এক ধরনের বুনো জ্বরে পটাপট মারা যায়।—শশাঙ্ক, এই দ্বীপে পা দিয়ে আমি এক বিরাট ঐশ্বর্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখলুম।...ধীরে ধীরে ঐ ক্ষেতের পর ক্ষেত দখল করে নিলুম...বন জঙ্গল সাফ করে চাষ আবাদ শুরু করে দিলুম...মাঠের পর মাঠে দেখলে আজ সোনালি ফসল।

শশাঙ্ক ॥ কেমন করে দখল করে নিলে সব কাকা।

কংসারি ॥ দখল যেমন করে করতে হয়। বিষয়ী বুদ্ধি আর লাঠির জোরে।...ঐ গোঁসাই আর আক্রাম...মাত্র ঐ দুটো লোক সঙ্গে এনেছিলাম...(হাসে) স্বপ্ন আমার ফলতে বেশিদিন লাগল না—

[আলোয় ছায়ায় কংসারিকে ভয়ঙ্কর দেখায়]

তাই বলছিলাম, এসব ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে শশাঙ্ক...

শশাঙ্ক ॥ তার মানে।

কংসারি ॥ কুবেরের ঐশ্বর্য নিয়ে বসে আছি...আর তো তোমায় ছাড়তে পারবো না বাবা। এসব তোমার।

শশাঙ্ক ॥ তুমি কি ভেবেছ বলো তো, শহরের কাজকর্ম ফেলে আমি তোমার মতো জংলা দ্বীপে পড়ে থাকব।

কংসারি ॥ থাকবে ! (জোরে হেসে) স্বর্গের প্রজা হবার চেয়ে নরকের রাজা হওয়া ঢের ভাল !

শশাঙ্ক ॥ রাতটা পোহালেই পালাব।

কংসারি ॥ এখানে এসে আর ফেরা যায় না। (শশাঙ্কর বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে) পালাতে গেলে মরবে ! তোমাকে ডেকে এনেছি, এই ঐশ্বর্য তোমার হাতে তুলে দেবো বলে।

[দ্রুত পায়ে গোঁসাই ঢোকে]

গোঁসাই ॥ ছোটবাবু...ছোটবাবু...আসছে...

কংসারি ॥ (বন্দুক নামিয়ে) যাও, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো...সারাদিন ধকল গেছে...মাথা গরম। সরবত ঢাকা আছে...খেয়ে নিও...ভালো ঘুম হবে। যাও...

[বিভ্রান্ত শশাঙ্ক মাথা নিচু করে চলে গেল। ভেতরের দরজা বন্ধ করে দিল কংসারি।]

গোঁসাই ॥ সব শুনেটুনে আমার যে দম বন্দ হয়ে আসছে ছোটবাবু...

কংসারি ॥ কেন ?

গোঁসাই ॥ যতো শুনছি ততো ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, ততো ভয় হচ্ছে। ছোটবাবু, অ্যাদ্দিন যে ছেলেটা বেঁচে রইলো, তবু একবারও কারো নজরে পড়লো না ! স্রেফ নিঃশব্দে এত ভয়ংকর হয়ে গেল যে বাঘা বুলডগ একাই মারলো ! মনে হচ্ছে ঐ হারামজাদী গুণিনের বৌটাই যতো নষ্টের গোড়া ! ছেড়ে দেবেন না ছোটবাবু.....আসছে !

[মাঝ-বয়সী চাষী-বৌ নীহারি ঢুকল। হাতে তারবাঁধা একটা পেয়ারা কাঠের বাজনা। গোঁসাই বেরিয়ে গেল।]

কংসারি ॥ (মিহি গলায়) আয় আয় আয়...তোর জন্যে জেগে আছি...কি করছিলি রে তুই ? চারিদিকে হৈ চৈ...ভয়ে সিঁটিযে আছে সব...তুই কি করছিলি ! তোর ভয় নেই ?

নীহারি ॥ (ঠাণ্ডা গলায়) না।

কংসারি ॥ তুই কী যেন একটা বাজাচ্ছিলি, না ?

নীহারি ॥ (যন্ত্রটা দেখায়) এই যে.....

কংসারি ॥ রোজ রাতে এটা বাজাস কেন ?...বললি না, রোজ রাতে এই অদ্ভুত বাজনাটা কেন বাজাস ? এটা কী বাজনা ? এটা কি মন্ত্রঃপূত ? বাজালে জংগলের শয়তান জেগে ওঠে ? (থেমে) তোর বর সেই গুণিনটা দু মাইল দূরের মানুষের পায়ে মন্ত্র পড়ে বাণ মারতে পারতো নীহারি !

নীহারি ॥ একবার তোমার পায়েও তাক করেছিল...

কংসারি ॥ তোর বরকে মেরে আক্রাম সেযাত্রা আমায় বাঁচায়...

নীহারি ॥ তুমি যে গুণিনেরও গুণিন ছোটবাবু...

কংসারি ॥ (নরম গলায়) নীহার, তুই যে আমায় গুণ করেছিস রে নীহার ! জীবনটা

আমি তোকে নিয়ে এই দ্বীপে কাটিয়ে দিলুম...তোর জন্যে আমি বিয়ে করিনি নীহার...আর তুই শেষ পর্যন্ত এই করলি!

নীহারি ॥ কী?

কংসারি ॥ জানিস নে...

নীহারি ॥ না, আমি কিছু জানিনে...

কংসারি ॥ (নীহারির হাত ধরে) কিন্তু আমি যে একটা কথা জানি রে।—ঠিক যেদিন তুই এই বাজনাটা বাজাস...ঐ শয়তানটা বেরোয়। তোর সেই ছেলেটা!

নীহারি ॥ (হেসে) অ্যাদ্দিনে ধরতে পেরেছ?

কংসারি ॥ ছেলেটাকে তুই কি কৌশলে বাঁচালি হতভাগী?

নীহারি ॥ বলিনি.....বলিনি তোমারে ছোটবাবু, ও ছেলে মরার জন্যে জন্মায়নি!

কংসারি ॥ নীহারি!

নীহারি ॥ গোঁসাই যেদিন শ্যালের মতো বাছারে আমার মুখে তুলে নে ছুটে গেল ওই জংগলের দিকে...সেদিন যা বলেছিলাম...আছে, মনে আছে তোমার?

[আলোটা ভিন্ন রকম হয়। সেদিনের মতো। অতীতের দৃশ্য।]

নীহারি ॥ শোন ছোটবাবু, এ ছেলে তোমার আমার। এই তোমার বিষয়-সম্পত্তি বাড়িঘর টাকাকড়ির মালিক হবে...

কংসারি ॥ তোর আশা বড় কম নয় নীহারি।

নীহারি ॥ কেন, রাজার ছেলে রাজাই হবে। না কেন? এর শরীরে রাজার রক্ত! তোমার রক্ত!

কংসারি ॥ ব্যস্ ব্যস্। রাজারা রক্ত পর্যন্ত দিতে পারে, সিংহাসন দিতে পারে না! দ্বীপের আর সব চাষাভূষোর মতোই থাকবে ও। তার বেশি নয়—

নীহারি ॥ আমার ছেলে রাজা হবে!

কংসারি ॥ পাগলামি করিসনে নীহারি!

নীহারি ॥ হবে, হবে, হবে। রাজারে মেরে রাজা হবে! ওর শরীলে বাপ খুনের চিহ্ন দেখা যায়! চেয়ে দ্যাখো...

[কংসারি নীচু হয়ে ছেলেটাকে যেন দেখছে।]

কংসারি ॥ ও কীসের চিহ্ন!...(আর্তনাদ করে) ও কী! ও কী!

নীহারি ॥ (হেসে) বুঝতে পারবে না, আর বুঝতে পারবে না ছোটবাবু...সে তোমার সব কেড়ে নেবে...

কংসারি ॥ (দেখতে দেখতে) মানুষ না জানোয়ার। এ মানুষ না জানোয়ার!

[কংসারি দু হাতে কল্পিত ছেলেটার গলা টিপতে যায়।]

নীহারি (হেসে) পারবে না! ছোটবাবু, ওরে মারতে পারবে না!

কংসারি পারব না! আমি পারব না।

নীহারি না, তোমার মরণ ওর হাতে...

কংসারি আঃ! (পাগলের মতো) সরা সরা আমার সামনে থেকে। আক্রাম....গোঁসাই এটাকে মেরে ফেল্! কিল দ্য বিস্ট!

[আলো পূর্ববৎ। অতীত দৃশ্য সরে যায়।]

নীহারি ॥ মারতে তুমি তারে পারোনি! তোমার সাকরেদরাও পারেনি!

কংসারি ॥ এবার সে মরবে! আমার হাতে মরবে...

নীহারি ॥ (হেসে ওঠে) সে কি আর মানুষ আছে ছোটবাবু...যে তোমারে ডোরাবে!

কংসারি ॥ কী?

নীহারি ॥ জংগল তারে মানুষ করেছে, কিন্তু মানুষ করেনি...

কংসারি ॥ কী বলছিস তুই?

নীহারি ॥ শোন্‌বা? ভয় পাবা না?

কংসারি ॥ নীহারি!

নীহারি ॥ তোমার হুকুমে ছেলেটারে গোঁসাই জংগলে ফেলে রেখে ছুট্টে পালাল। আমি দূর থেকে জায়গাটা চিনে রাখলাম। রাত হতে...এট্টু এট্টু জ্যোছনা ফুটতে...আমি তার সন্ধানে ফের নোনাবিলে গেলাম...(থেমে) গিয়ে দেখি...

কংসারি ॥ কী? কী দেখলি!

নীহারি ॥ ভয় পাচ্ছো!

কংসারি ॥ বল্...

নীহারি ॥ দেখি আমার ছেলের পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে একটা নেকড়ে!

কংসারি ॥ কী?

নীহারি ॥ হ্যাঁগো, এই এতোখানি একটা ধাড়ী নেকড়ে কোত্থেকে এসে জুটেছে! আমার হয়ে তারে দুধ খাওয়াচ্ছে!

কংসারি ॥ না...না..চুপ কর্!

নীহারি ॥ আমি দ্যাখলাম, স্বচক্ষি দ্যাখলাম! পুত্তুর আমার বাঘের বাচ্চা হয়ে গেছে!...ওকি ছোটবাবু, তোমার মুখখানা যে....

[কংসারির ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নীহারি হেসে ওঠে।]

কংসারি ॥ গোঁসাই...গোঁসাই...

[গোঁসাই ঢোকে।]

গোঁসাই ॥ ছোটবাবু...

কংসারি ॥ কী, কী বলছে ও গোঁসাই! ছেলেটা নাকি নেকড়ে হয়ে গেছে!

গোঁসাই ॥ অ্যাঁ! রাধাকৃষ্ণ!

নীহারি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর শরীরে সেই চিহ্ন ছিল। মানুষ হয়ে বাঁচবে না! নরখাদক হয়ে জেগে উঠবে!

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

কংসারি ॥ দুয়োরানীর পেট থেকে বেরিয়েছিল এক শাঁখ! সেই শাঁখ ভেদ করে রাতের বেলা কি বেরোয়....

নীহারি ॥ নরখাদক! নেকড়ে!... (হেসে ওঠে) বাঘের কোলে আমার পুত্তুর বেড়ে উঠেছে! খাটবে...আমার কথা খাটবে...সে তোমার সম্পত্তি কামড়ে ছিঁড়ে নেবে!

গোঁসাই ॥ দ্বীপে এতো মেয়ে থাকতে যেদিন আপনি গুণিনের বৌটাকে ধরলেন...সেদিনই জানি ছোটবাবু আগুন নিয়ে খেলা!

কংসারি ॥ আগুন না হলে আগুন শান্ত হয় না...যাও, ভাগো!

[গোঁসাই বেরিয়ে গেলো]

কী পেলে...কী পেলে নেকড়েটা আমায় ছাড়বে...

নীহারি ॥ তোমার যা আছে সব!

কংসারি ॥ তোকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো—

নীহারি ॥ তোমার কুকুরের আগে সে কিন্তু ছুটে আসবে! এই বাজনাটা যদি বাজাই—

কংসারি ॥ বাজা—বাজা তোর বাজনা! কতো বাজনা...কতো মন্ত্রতন্ত্র আছে তোর! তোকে আজ আমি গুলি করে মারবো!

[কংসারি বন্দুক তুলতেই নীহারির হাতে বাজনাটা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কোলাহল লাফিয়ে ওঠে। কংসারি থমকে যায়। যোগিন্দর ও মোঙলা খামারের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে জাফরির পেছনে এলো।]

চাষীরা ॥ ছোটবাবু...ছোটবাবু...সব্বোনাশ হয়ে গেছে ছোটবাবু...

কংসারি ॥ কী, কী হয়েছে?

চাষীরা ॥ নেকড়েটা আমাদের...

কংসারি ॥ নেকড়ে!

মোঙলা ॥ আমাদের আক্রামরে..

কংসারি ॥ আক্রাম!

যোগিন্দর ॥ আমাদের আক্রামরে মুখে তুলে নে ছুটে গেছে...

কংসারি ॥ আক্রামকে...

যোগিন্দর ॥ ছুটে গেছে...দক্ষিণের ঐ নোনাবিলমুখো...

কংসারি ॥ আক্রাম! আক্রাম!

মোঙলা ॥ থাবা মেরে তারে ফেলে দিয়ে ঘাড় কামড়ে পিঠের 'পরে তুলে নিয়ে তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো জানোয়ারটা।

কংসারি ॥ নেকড়ে!

চাষীরা ॥ হ্যাঁ ছোটবাবু, পেল্লায় এট্টা নেকড়ে!

[ঝড়ের বেগে হাতের যন্ত্রটা বাজাচ্ছে নীহারি।]

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য পূর্ববৎ। কয়েক দিন পরের একটি সকাল। নেপথ্যে খামারে এখুনি দিনের কাজ শুরু হবে। ছোট একটা উৎসবও আছে আজ। দূরে মেয়েদের গলায় গানের

মহড়া চলেছে। গোঁসাই হাঁকডাক করতে করতে ঢোকে। তার পরনে কোরা ধুতি, কপালে সিঁদুরের টিপ।]

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ ! রাধাকৃষ্ণ !...(খামারের দিকে তাকিয়ে) ওরে দাঁড়িয়ে থাকিসনে...হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিসনে। না-না করেও বেলা কম হলো না....

[ঘরের রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে ফুল সিঁদুর দিয়ে, চাবির তোড়া নিয়ে খামারের দরজায় গিয়ে—]

ওরে ও মেয়েরা ! তোরা যে ঝনক ঝনক ডানাকাটা পরী হয়ে ঘুরছিস... (খলখল করে হাসে) ধামা কুলোয় সিঁদুর লেপে নে ! খালি ফাঁকিবাজি ....খালি ফাঁকিবাজি ! এ বছর নাচ বাঁধিসনি...নবান্নের নাচ...একটু ঘুরে ফিরে দ্যাখা না !...হ্যা হ্যা হ্যা...ওটা কে রে ! আন্নাকালী না কি রে ? বেশ ডবকাটি হয়েছিস তো ! নাচ...নাচ...সুখী কই রে ! তারে দেখিনে কেন ? রাধাকৃষ্ণ ! রাধাকৃষ্ণ !

[গোঁসাই খামারে বেরিয়ে গেল। হুক্কা—কংসারির খাস চাকর দু'জনের প্রাতঃরাশ নিয়ে ঢুকল। মুড়ি, নারকোল, বড়বাটিতে গুড় !—মাদুর বিছানো তক্তাপোষে সেগুলো গুছিয়ে রাখল....একটা নারকোলের টুকরোয় গুড় মাখিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে মুখে দিতে যাবে...বাইরে থেকে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল সুখী। সুগঠিত চেহারার চাষীর মেয়ে।]

সুখী ॥ (হুক্কার পেছনে) হুক্কা !

হুক্কা ॥ (চমকে লাফিয়ে) আঁই বাপ !

সুখী ॥ (হেসে) ওরে আমার মদ্দ রে...

[সুখী আচমকা হুক্কার হাত থেকে নারকোলের টুকরোটা কামড়ে তুলে নিয়ে খচমচ চিবোয়। হুক্কার আঙুলে বুঝি কামড় লেগেছে।]

হুক্কা ॥ (যন্ত্রণায়) ইঃ, এমন আচমকা কামড় মারিস না...

সুখী ॥ ওই তোমার শাস্তি, হুঁ ! বাবুর বাড়ির কাজ পেয়ে তোমার খুব পায়াভারি হয়েছে, তাই না ? (আঙুলে গুড় তুলে মুখে দিয়ে) রেতে খামারে আসিসনে কেন, পুণ্যিমে চলে গেল !

হুক্কা ॥ আঁই, মাসে তোর ক'বার করে পুণ্যিমে আসে রে !

সুখী ॥ (আঙুল চাটতে চাটতে) মিছে না, তোর বুক ছুঁয়ে বলি, মিছে না...

হুক্কা ॥ উঁ ! গুড়মাখা হাতে গা ছুঁসনে ! পুণ্যিমের বড় চাঁদ উঠেছিল !

সুখী ॥ চাঁদ উঠেছিল ধামার মতো ! তোর জন্যি ছটফট করে মরলাম। জানিস রে হুক্কা, প্রত্যেক পুণ্যিমেতে চাঁদটা যেন আরো আরো বড় হচ্ছে !

হুক্কা ॥ সারাটা রাত ক্যাঁথার তলে কাটছে...হুটহাট পুণ্যিমে আসছে যাচ্ছে, শালা নেকড়ের বাচ্চা আমার পুণ্যিমে একাদশীর তেরোটা বাজালো রে ! রাত হতে বুকের ভেতর এমন ধড়াস ধড়াস সুরু হয় !

গোঁসাই ॥ (নেপথ্যে) সুখী...সুখী কোথায় গেলি রে ?

হুক্কা ॥ নে, তোর পুণ্যিস্রের বাবু ডাক পেড়েছে!

সুখী ॥ (জোরে) যাই!...উঃ এই বুড়ো গোঁসাইটা একেরে জ্বালায়ে মারলে! রোজই দেখছে, অথচ রোজই দেখা হলে বলবে তুই যেন আরো ডবকা হয়েছিস!

হুক্কা ॥ তোর চাঁদ যদি পত্তি পুণ্যিমেতে বড় হয়, তার চাঁদই বা হবে না কেন? (হুক্কা একমুঠো মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে) তা'লে বুড়ো গোঁসাই এবার তোর পেছনে ভালোমতই লেগেছে!

সুখী ॥ ভালোমতই! তবে রেতের কালে ঝামেলি করে না...সেও তোর মতো ঘর ছাড়ে না...

হুক্কা ॥ যাক্, নেকড়েটা অন্তত এট্টা উবগার করেছে। রাতটা আটকে দেছে। তা তত্ত-তালাশ সব এখন দিনের বেলাই চালাচ্ছে বল্!

সুখী ॥ তা মুখে বলতি নেই...দেয় অনেক কিছু...কাপড় টাকা ধামা ধামা ধান!...সেবার যে বক্‌নাটা দিয়েছিল...

হুক্কা ॥ (গম্ভীর গলায়) সেটা এখনো বাছুর, না মা হয়েছে?

সুখী ॥ ও হুক্কা, তুই জানিসনে? ভাদ্দরে পালান ছাড়ার পর এখন তো দুধ দেয়...আঠার মতো ঘন...কী মিষ্টি...

হুক্কা ॥ ওই বুড়োটারে একদিন অ্যায়সা মিষ্টিঝাড় দেব না।...ফের যদি ওর দেওয়া জিনিস নিয়েছিস তুই সুখী...

সুখী ॥ (হেসে) বেশ, নেব না। তাহলে তুই দে...তোর যদি মুরোদ থাকে!

হুক্কা ॥ বল্....কী নিবি? গোঁসাইয়ের চেয়ে আমার পাওয়ারও কিছু কম না। সে গোমস্তা আমি চাকর! আর ঘরের মধ্যে বলতি গেলি আমিই বাবু! ধর, আমি যা হুকুম করি, ছোটবাবু তাই করে! খেতে এসো—আসছে...শুতে যাও—যাচ্ছে! ওই আবার খাবার দিইছি...এক্ষুনি খেতে আসবে! বল্ কী চাই?

সুখী ॥ ওই ডোরাকাটা পেন্টুলুনটা!...দিবি?

হুক্কা ॥ আঁই, ওটা চেয়ে বসলি! ওটা যে নতুন দাদাবাবু রেতে পরে শোয়!

সুখী ॥ দে না হুক্কা! পা দুটো ছিঁড়ে দুটো বালিশের খোল বানাবো!

হুক্কা ॥ পা ছিঁড়ে পাশবালিশ? আচ্ছা গোছনদার মেয়েমানুষ দেখি!

সুখী ॥ ওঃ তুই যেন আমার কত্তবড় যোগানদার!...জানিস হুক্কা, কতো জমেছে?

হুক্কা ॥ শুনি?

সুখী ॥ পাঁচকুড়ি পাঁচপান্ন!

হুক্কা ॥ আঁই শালা! দশকুড়ি তো হয়ে এল!

সুখী ॥ হয়ে গেলেই বে-থা...ঘর সংসার!...নেব হুক্কা...মন বলছে ওটা নিই...

হুক্কা ॥ (ঠোঁট কামড়ে) তা'লে আমিও এট্টা জিনিস চেয়ে বসি...

সুখী ॥ তোর আবার কী চাই? ইস্, যার বিয়ের জন্যে গোছাই...

হুক্কা ॥ জিনিসটা কি তাও বলতি হবে?

সুখী ॥ (বুঝে) বলিস কি? এই না! চারদিকে ঝমঝমে রোদ্দুর...মানুষের নজর...

হুক্কা ॥ না, ও পেন্টুলুন নিতি গেলি সোজা একখানা দিতি হবে...ফাঁকা কথা! ফেলো কড়ি মাখো তেল, হুঁ!

সুখী ॥ বাব্বাঃ, এট্টা জিনিস দিতি গেলি তুই এমন আবদার করিস না! যেন বিয়েটা আমার একারই হবে, তোর হবে না! ...গোঁসাইও এমন করে না!

হুক্কা ॥ গোঁসাই মহাজন, তার সব পাইকেরি কেনাবেচা...আমি হলুম গে খুচরোর কারবারী—(গাল দেখিয়ে) এই ঠাঁয় একখানা খুচরো ছাড়ো!

[একটু আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঝপ করে হুক্কা সুখীর মুখের কাছে গাল পাতে।...দরজায় গোঁসাই।]

গোঁসাই ॥ অ্যাই মেয়ে! খুঁজে খুঁজে হেদিয়ে মরছি...ফালুক-ফুলুক তুই এখানে! ঐটুকু আব্‌ডালে তোরা দু'জনে কী করিস?

সুখী ॥ (সহসা খোঁড়াতে খোঁড়াতে) পায়ে একখানা আঙুল-পরিমাণ বাবলা কাঁটা ফুটে আছে গো, কি টাটান টাটাচ্ছে...তাই না হুক্কারে সাধি...

গোঁসাই ॥ উঃ, বাঘের কাছে এলি তুই পায়ের কাঁটা ছাড়াতে! ওটা তো একটা বাঘ! তুই মেয়ে সারসপক্ষী। (হুক্কাকে) কাঁটা ফুটেছে এর প্পায়, তুই গাল মুছিস কেন রে। (সুখীকে) কই, পা-খানা তোল্ দেখি...(হুক্কাকে) তুই সরে যা...

সুখী ॥ ঢুকে গেছে...আস্তআস্তি ভেতরে চালান হয়ে গেছে...মাইরি গোঁসাইবাবু, আর টাটায় না!

[সুখী বেরোতে যাচ্ছে]

গোঁসাই ॥ না রে মেয়ে, আর খামারে যেতে হবে না...কাম খতম!

সুখী ॥ জবাব দিলে গোঁসাইবাবু?

গোঁসাই ॥ না রে না। আজ থেকে তুইও মেয়ে, হুক্কার মতো ঘরের কাজে লাগবি।

সুখী ॥ ছোটবাবুর কাজ!

গোঁসাই ॥ উঁহু, নতুন দাদাবাবুর...(সুখী আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফায়।) কিরে, শুনে যে একেবারে পা খোঁড়ানো ভুলে গেলি মেয়ে...

সুখী ॥ (হুক্কাকে) তুই ছোটবাবুর লোক, আমিও নতুন দাদাবাবুর! অবিশ্যি তোর পাওয়ারটাই বেশি!

[কংসারি ও শশাঙ্ক ঢুকছে]

কংসারি ॥ গোঁসাই, ওদিকের খবর কি? উৎসবের আয়োজন কদ্দূর!

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে আমার এদিকের গোছগাছ সব শেষ।...গাড়ি এসে গেলেই আপনি দাঁড়িয়ে থেকে...

শশাঙ্ক ॥ কিসের গাড়ি গোঁসাইবাবু?

গোঁসাই ॥ সোনার!

শশাঙ্ক ॥ সোনা!

গোঁসাই ॥ পঞ্চাশখানা গাড়ি ভর্তি সোনার ধান আসছে। আজ একটা শুভদিন...আনন্দের

দিন...ফি বছর এদিনটায় আমরা একটা ছোটখাটো উচ্ছব করে থাকি...

কংসারি ॥ (ভারী কণ্ঠস্বর) আজ বছরের প্রথম থান আসছে!...যার লাঠি আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে, সে আজ আর নেই! আক্রাম নেই!

[মুহূর্তকাল সকলে মৌন]

কংসারি ॥ (সুখীকে দেখিয়ে) কি, একে রাখলে নাকি?

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! (সুখীকে)...খবরদার! নতুন দাদাবাবুর যেন কোন অসুবিধে না হয়—(সুখী শশাঙ্ককে প্রণাম করে) দাদাবাবুকে খুশি করতে পারলে বকশিশ পাবি! যা, অন্দরে যা...

[হুক্কা এবার পায়জামা ধরতে গেলে সুঁখী খপ করে সেটা টেনে নিয়ে অন্দরে চলে যায়। অপ্রস্তুত হুক্কাও তাকে অনুসরণ করে।]

গোঁসাই ॥ (কংসারির কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ পরিয়ে, শশাঙ্ককে) একখানা কোরাধুতি রেখেছি আপনার ঘরে..ওটা পরে থাকবেন...গাড়ি এসে গেলে ডেকে নিয়ে যাবো...আজ নতুন বস্তর পরতে হয়—

[গোঁসাই চলে যায়। শশাঙ্ক এক দৃষ্টিতে দেয়ালে টাঙানো বাইসনের মুখের দিকে চেয়ে আছে।]

কংসারি ॥ কী দেখছ! ...ওটা আমার শেষ শিকার...

শশাঙ্ক ॥ মস্ত বড়...

কংসারি ॥ হুঁ, তা হাত দশেক তো বটেই...

শশাঙ্ক ॥ ওরে বাবা!

কংসারি ॥ বাবু খুব বেগ দিয়েছিল, বুঝলে!...একটা জারুল গাছের নিচে শুয়েছিল। প্রথম গুলিতে নড়েচড়ে বসলো...যেন গায়ে একটা মাছি বসেছে...দ্বিতীয়টায় হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো...আর ঠিক তৃতীয়টায় আচমকা বিদ্যুতের মতো ঝাঁপ!

শশাঙ্ক ॥ আমার একবার তোমার সঙ্গে শিকারে যাওয়ার ইচ্ছে...

কংসারি ॥ একবার কেন, অনেকবারই যাবে...

শশাঙ্ক ॥ তোমার মতলবটা কি বলো তো কাকা? সত্যি, আর কতোদিন আমায় আটকে রাখবে!

কংসারি ॥ বলেছি তো, পেছনের কথা ভুলে যাও শশাঙ্ক, গত জীবন মুছে ফেল, তুমি এখানেই থাকবে....

শশাঙ্ক ॥ কাকা!

কংসারি ॥ হ্যাঁ, আমার বিষয়-সম্পত্তি...টাকাকড়ি...সোনাদানা...আমার যা কিছু আছে...সব তুমি ভোগ করবে!

শশাঙ্ক ॥ কাকা! তুমি কি সব ঠিক করেই আমায় ডেকে এনেছো!

কংসারি ॥ পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারো?...শুধু সিন্দুকেই যা সোনা আছে...

শশাঙ্ক ॥ এসব...সব তুমি আমাকে দেবে!

কংসারি ॥ তুমি ছাড়া আর কাকে দেব? ঐ চাড়াল পোদ নমঃশূদ্রের নাতিপুতিদের?

কক্ষনো না। (চাবির গোছা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে) আমার সম্পত্তি আমি ঠাকুরবাড়ির ছেলের হাতে তুলে দেব...সেই আমার উত্তরাধিকারী! এছাড়া আজ আর কিছু জানি না! মাত্র ক'দিন আগে বুকের একদিকের পাঁজর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল!...আক্রাম নেই। ভাবতে পারছি না আমি! নাও শশাঙ্ক, সব নাও, এই অতুল ঐশ্বর্য সব নাও...সব নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করো!

শশাঙ্ক ॥ ভাবতে পারছি না...কাকা, সব আমার?

কংসারি ॥ সব, সব তোমার! শুধু একটা কথা তোমায় দিতে হবে শশাঙ্ক, এই যক্ষের ধন সামলাতে হবে। শশাঙ্ক, কেউ যেন ছিনিয়ে না নিয়ে যেতে পারে...

শশাঙ্ক ॥ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! কে? কাকা, তুমি আজগুবি আশঙ্কা করছ!

কংসারি ॥ না, আজগুবি নয়।...আমার এই নির্বাসিত বুনো জীবনটা আজ আমি তোমার সামনে মেলে ধরছি। তাহলে সব বুঝতে পারবে!...জানো শশাঙ্ক, এই দ্বীপে তিনটি জিনিস নিয়ে আমি এতোদিন ডুবে আছি। এক হচ্ছে মদ...কলসী কলসী ঐ পচাই তাড়ি....দিনরাত আমি গলায় ঢালি...দুই হচ্ছে...

[কংসারি তার জামা তুলে তার গলায় বুকে বাজুতে একরাশ মাদুলি তাবিজ ঝুলতে দেখায়।]

শশাঙ্ক ॥ ওরে বাবা, এ তো মাদুলি তাবিজের জংগল!

কংসারি ॥ হ্যাঁ, এই জংগলে গা ঢেকে রেখেছি। এরাই আমার রক্ষক। যতো হিংস্র জানোয়ারের হাত থেকে এরাই আমায় বাঁচায়...

শশাঙ্ক ॥ তিন নম্বরটা...

কংসারি ॥ ওই নীহারি! একটা ঘরের বৌ! ওকে আমি ঘর থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম! তোমার মতো বয়েসে ওই ছিল আমার...আমার নেশা! আদিম ভয়ংকর নেশা! একদিন জানা গেল নীহারি সন্তানসম্ভবা...

শশাঙ্ক ॥ কাকা!

কংসারি ॥ এই মেয়েগুলোকে আমি আজও বুঝে উঠতে পারলুম না! চিরকালের ঠাণ্ডা নীহারি সেদিন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো...আসন্নপ্রসবা মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন....হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো নীহারি, ছোটবাবু আমার যদি ছেলে হয় সে-ই হবে তোমার উত্তরাধিকারী!

শশাঙ্ক ॥ উত্তরাধিকারী!

কংসারি ॥ আমি দেখলুম গোড়াতেই ওর আশা নির্মূল করা দরকার। গর্ভ নষ্ট করতে তাই খাইয়ে দিলুম বিষাক্ত বুনো পাতার রস! কিন্তু—

শশাঙ্ক ॥ কিন্তু...

কংসারি ॥ কিন্তু কয়েকদিন বাদে শুনলুম, নীহারির একটা ছেলেই হয়েছে! আর ছেলেটা বেঁচেও রয়েছে! মানে, বিষে কোন কাজ হ'লো না! আমি কেমন দমে গেলুম! দিন দশেক পরে একদিন মাঠ থেকে ফিরে দেখি...এই ঘরে...

শশাঙ্ক ॥ কী ?

কংসারি ॥ বলা যায় না, ওখানে ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে আমি সেদিন কী দেখেছিলুম শশাঙ্ক !...এই এতোখানি কুচকুচে একটা কালো জানোয়ার ! ওখানে পড়ে আছে...তখন সন্ধ্যে হয়-হয়, ওইটুকু বাচ্চার সারাদেহে এই এতোখানি লম্বা লম্বা চুল !

শশাঙ্ক ॥ বলো কী ?

কংসারি ॥ তার হাতের তালু আর জিবটা লাল টকটক করছে !

শশাঙ্ক ॥ স্ট্রেন্‌জ !

কংসারি ॥ ভেরি স্ট্রেন্‌জ ! মানুষের সন্তান যে ওরকম হয়...ওরকম বীভৎস...

শশাঙ্ক ॥ আচ্ছা কাকা, ছেলেটা গর্ভে থাকতে তুমি ওর মাকে যে বিষাক্ত বুনো পাতার রস খাইয়েছিলে, তার জন্যেও ছেলেটা ওরকম হতে পারে...

কংসারি ॥ আমিও তাই ভাবলুম। যাহোক তখুনি আমি ওটাকে সরিয়ে ফেলতে বলি ! ওর মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে গোঁসাই চলে গেল জংগলে, ফেলে দিয়ে এলো নোনাবিলে...(থেমে) সেই ছেলেটাই আজ আমার পিছু নিয়েছে শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক ॥ তাহলে বেঁচেই আছে সে !

কংসারি ॥ আছে, কিন্তু মানুষ হয়ে নেই !

শশাঙ্ক ॥ মানে ?

কংসারি ॥ ছেলেটা তারপর...তারপর নেকড়ে হয়ে যায় !

শশাঙ্ক ॥ অ্যাঁ ?

কংসারি ॥ হ্যাঁ, নেকড়ে। নেকড়ের ডেরায় সে নাকি বেড়ে উঠেছে—

শশাঙ্ক ॥ মানুষ কখনো নেকড়ে হয় ?

কংসারি ॥ হয়—কেন হবে না ? অজ্ঞান শিশু যদি দেখে একটা জানোয়ার তাকে খাওয়াচ্ছে...পেটের নিচে রেখে শীতগ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে...নিশ্চয় সে ঐ জানোয়ারটার স্বভাব চেহারাই পাবে—তাই পেয়েছে।

শশাঙ্ক ॥ নেকড়ে ! মানে কি রকম নেকড়ে ! আমরা যে রকম জানি ?

কংসারি ॥ হ্যাঁ, মুখ চোখ দাঁত নখ হাত পা হাঁটা চলা স্বভাব সব। ক্রমে ক্রমে সবই পাবে সে। ব্রেনটা থাকবে শুধু মানুষের !

শশাঙ্ক ॥ মানে জানোয়ারের মধ্যে মানুষের ব্রেন !

কংসারি ॥ দুর্ধর্ষ ! জন্তুর শক্তি আর মানুষের বুদ্ধি। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ প্রাণী....শক্তিতে, বুদ্ধিতে ! নীহারি সেদিন আমাকে কি বললো জানো ? আমি নাকি কোনদিন নেকড়েটাকে ধরতে পারবো না !...ওরে তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন, সে তো কংসারি ঠাকুরের রক্তের ফসল !

শশাঙ্ক ॥ বুঝেছি, নীহারি আজ মজা দেখছে !

কংসারি ॥ ওঃ, ঐ গুণিনের বৌ ! আমায় মারবে বলে শয়তানি করে এমনি একটা বাচ্চা বিয়ালো ! ওই একটা শূদ্রাণীর কাছে হার মানবো আমি ! আমাকে

চ্যালেঞ্জ করে গেল ! ভেবেছে কি ও ! আমার সর্বনাশ হবে, আর ও বাজনা বাজাবে ! বাজনা !

[কংসারি ঘরের কোণে তেল সিঁদুর মাখানো মস্ত পাথরটা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ। গোঁসাই ঢোকে।]

শশাঙ্ক ॥ কাকা !

গোঁসাই ॥ চুপ। ডাকবেন না !

শশাঙ্ক ॥ ব্যাপারটা কী? ওটা কী? পাথরটা—

গোঁসাই ॥ সে বহুদিন আগে ছোটবাবু ঐ পাথরটা জংগলে কুড়িয়ে পান। সেই থেকে উনি দেবতা হয়ে এই ঘরে আছেন। শিকারে বেরুবার সময় ওটা ছুঁলে ছোটবাবুর শরীরে দানবের শক্তি ভর করে। যত বড় বাঘ ভাল্লুক হোক, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবেন।

কংসারি ॥ (হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে রক্তবর্ণ চোখ মেলে) হুক্কা, বাঘাকে বার কর...

গোঁসাই ॥ শিকারে যাবেন নাকি?

কংসারি ॥ দক্ষিণের বিলে।

গোঁসাই ॥ হঠাৎ? আজ্ঞে বলছিলাম, এদিকে নবান্ন উৎসবে...

কংসারি ॥ আমার জায়গায় শশাঙ্ক থাকবে।

[কংসারি ভেতরে চলে গেল।]

গোঁসাই ॥ এ কি ! আপনি তো এখনো তৈরী হননি দেখছি ! সুখী...ওরে সুখী...

[সুখী ঢোকে]

দাদাবাবুর চানের যোগাড় কর। তেলসিঁদুর মাখিয়ে রেডি করে দে। অ্যাই, অ্যাই, একটা ফর্সা কাপড় পরে আসতে পারিসনি।

সুখী ॥ কাল আসবো। তুমি যে কুঁচবন্ন কাপড়খানা দিয়েছিলে, সেইটা পরে আসবো, অ্যাঁ?

গোঁসাই ॥ চোপ্। (অপ্রস্তুত হয়ে সুখীকে থামতে ইশারা করে) কাজটাজ পারবি তো?

সুখী ॥ কেন না পারবো। দুবেলা হাত পা টেপা তো ! টিপে দেব ! তোমায় যেমন দিই?

গোঁসাই ॥ চোপ্।

সুখী ॥ তবে কি পেটে হাত বুলাতে হবে? তোমায় যেমন...

গোঁসাই ॥ চোপ্ !

সুখী ॥ ও, কানে পালক-নাড়া খাবেন বুঝি দাদাবাবু? ফর্র্ ফর্র্...লাল পালক ঘুরায়ে কানে সুড়সুড়ো দেব?

গোঁসাই ॥ চোপ্ !

সুখী ॥ চোপ চোপ করো কেন গো ! জানেন দাদাবাবু, আমার হাতের পালক-নাড়া না খেলে ওঁর ঘুমই আসে না !

শশাঙ্ক ॥ কী বলছে? সত্যি নাকি গোঁসাইবাবু?

গোঁসাই ॥ (লজ্জায় মাথা নিচু করে) রাধাকৃষ্ণ ! রাধাকৃষ্ণ !

শশাঙ্ক ॥ ওসব কাজ আর ওকে দিয়ে করাবেন না! (গোঁসাই ঘাড় নাড়ে) শোনো, তোমাকে ওসব কিছু করতে হবে না, শুধু আমার জিনিসগুলো একটু গুছিয়ে রাখবে। আর আমি একটু চা খাই বেশি...

সুখী ॥ আচ্ছা! আমি উনুন থেকে কেটলি নাবাবোই না! আপনি কি শিগ্‌গির চলে যাবেন দাদাবাবু—

শশাঙ্ক ॥ গেলে ভালো, নাকি না-গেলে?

গোঁসাই ॥ গেলেই ভালো, মানে—ভালোয় ভালোয় গেলেই ভালো—

সুখী ॥ ইস্! নাগো দাদাবাবু, না গেলেই তো ভালো! হে মা-কালী! দাদাবাবু যেন কোনোদিন না যায়!

শশাঙ্ক ॥ এক্ষুনি যাবো না। তোমাদের জায়গাটা আমার একটু একটু করে ভালো লাগছে!

[শশাঙ্ক ভেতরে গেল]

গোঁসাই ॥ (খপ করে সুখীর চুলের মুঠি ধরে) অ্যাই! বলে দিলি কেন! আমি কুঁচবর্ণ শাড়ি দিয়েছি, পেটে সুড়সুড়ি খাই...মুখে কালি দিলি কেন ছুঁড়ি? ফট্টিবাজি শিখেছিস বড়?

[হুক্কা ঢোকে]

হুক্কা ॥ কিরকম ব্যাম্বুখানা খেলে গোঁসাইবাবু—

গোঁসাই ॥ চোপ্! যত তোদের ইয়ে করি, তত তোদের ইয়ে—

হুক্কা ॥ শিগ্‌গির ওর চুল ছাড়ো! না হলে দাদাবাবু তোমার ইয়ে করবে—

গোঁসাই ॥ চোপ্!

[গোঁসাই চুল ছেড়ে দেয়]

সুখী ও হুক্কা ॥ (একসঙ্গে হেসে ওঠে) বগা! বগা!

[সুখী ও হুক্কা গোঁসাইকে বক দেখিয়ে হাত ধরাধরি করে ভেতরে ছুটে পালায়।]

গোঁসাই ॥ আমার জন্যে ঘরের কাজ পেলি, এখন আমারেই বক দেখাস! দাঁড়া তুই শালী...

[কাঁদতে কাঁদতে রুগ্ন চাষী পালান ঢোকে]

পালান ॥ গোঁসাইবাবু...ও গোঁসাইবাবু...

গোঁসাই ॥ চোপ্ হারামজাদা! এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিস। যা বলার বলে দিয়েছি—

পালান ॥ না খেয়ে মরে যাবো গো—

গোঁসাই ॥ যা যা, নয়ন হতে পানি খসিয়ে কিছু হবে না! বলেছি তো, জমিটা আমাদের পাকাপাকি করে দে!

পালান ॥ (ডুকরে ওঠে) গোঁসাইবাবু!

গোঁসাই ॥ গেল বছর পেটে জল বেঁধে মরতে বসেছিলি! ছোটবাবু দু'শো টাকা ধার দিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন! এখন শোধ না দিতে পারিস...জমিটা ভজিয়ে দে! বড় ফলন্ত জমিটা তোর পালান...

পালান ॥ নিয়ো না, ওই ভুঁইটুকুন কেড়ে নিয়ো না গো ! সেবারে প্যাটে জল বেঁধে মরছিনু, এবারে যে প্যাটে নুড়ো জ্বেলে মরবো গো !

গোঁসাই ॥ আচ্ছা বেশ, তোর তিন মাসের খোরাকি দিয়ে দিচ্ছি ! জমিটা দে !

পালান ॥ তিন মাসের পর কী হবে ?

গোঁসাই ॥ আসছে জন্মে কী হবে....বল্ তাও তোর জানা দরকার ! কথা বাড়াস নে, অনেক কাজ আছে ! এখনো শোন্, পরে কিন্তু তিন মাসও পাবিনে...জমিও পাবিনে !

পালান ॥ গোঁসাইবাবু !

গোঁসাই ॥ শালা জমি রেখে করবিটা কি ? চাষ করবি ? কী দিয়ে ? হালবলদ আছে, বীজধান আছে ? তবে তবে ? জমি কি ম্যাডেল বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াবি ?

[সহসা দূরে ঠুনঠুন ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।]

গোঁসাই ॥ ঐ...ঐ যে সব এসে পড়ল ! ওরে ও মেয়েরা, মাথায় কুলো নে....উলু দে...কোথায় গেলিরে সব ?

[শশাঙ্ক ঢোকে, তার পরনে নতুন কোরা ধুতি। কপালে টুকটুক করছে সিঁদুরের টিপ।]

গোঁসাই ॥ ঐ শুনুন...

শশাঙ্ক ॥ বাঃ ! ঘণ্টার শব্দটা বেশ মিষ্টি।

গোঁসাই ॥ আসছে ! আসছে !

শশাঙ্ক ॥ (জাফরির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) ওরে বাবা, কত গাড়ি।

গোঁসাই ॥ দেখুন...দেখুন...পঞ্চাশখানা গাড়ি সোনার পাহাড় বুকে করে বাঁক ঘুরছে !

শশাঙ্ক ॥ মোষের গলায় ঘণ্টাগুলো কী সুন্দর বাজছে—

পালান ॥ নবান্নের দিনে আমার জমিটা কেড়ে নিয়ো না গোঁসাইবাবু !

গোঁসাই ॥ চুপ ! একশো ঘণ্টা একযোগে বাজছে দেখুন...পঞ্চাশজোড়া মোষের গলায় ! ওরে ও মেয়েরা...গান ধর্...গান ধর্। গেট খুলে দে রে হাবা...দাঁড়া, আমি যাচ্ছি...

শশাঙ্ক ॥ আমাকে কি করতে হবে এখন ?

গোঁসাই ॥ কি করতে হবে মানে ? উচ্ছব....মহোচ্ছব...রাজসূয় যজ্ঞ ! যজ্ঞে ঘি ঢালবেন তো আপনিই ! আপনাকে নিয়েই তো সব ! আসুন...

[শশাঙ্কর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গোঁসাই।]

পালান ॥ (কেঁদে) গোঁসাইবাবু !

গোঁসাই ॥ পেছনে ডাকল শালা। পেছন ছাড় ! রাধাকৃষ্ণ ! (পালান ওদের সামনে এলো) সামনে দাঁড়াল শালা ! সামনে ছাড় ! (পালান পেছনে গেল) পেছন ছাড়...সামনে ছাড়...

[খামারে চাষী মেয়েদের গলায় নবান্নের গান। গোঁসাই, শশাঙ্ক ও পালান বেরিয়ে গেল। সুখী ও হুক্কা ঢোকে।]

সুখী ॥ (ট্যাঁক থেকে একটা সিগারেট কেস বার করে) হুক্কা দ্যাখ্‌...

হুক্কা ॥ কার রে ?

সুখী ॥ বে'র রেতে তোরে এইটে আমি দেব হুক্কা...

হুক্কা ॥ আঁই শালা !

সুখী ॥ সেই রেতে তুই সিল্কির জামাটা গায়ে চাপায়ে খেজুর গাছের নিচে বাবু হয়ে বসে...

হুক্কা ॥ আঁই শালা...অন্ধকারে দু'জনে ডুবে আছি...শুধু তুই আর আমি...অমাবস্যের আঁধারে আর সব ঢেকে গেছে...শুধু আমাদের জন্যি মাথার 'পরে একখানা চাঁদেরে ছেড়ে রেখেছে...

সুখী ॥ আর তখন তুই এই সোনার কৌটো খুলে এট্টা এট্টা বিড়ি বার করে ফুকুর-ফুকুর টানছিস।

[কেসটা হুক্কাকে দেয়।]

হুক্কা ॥ সিরকেট বল্‌ ! (কৌটোটা দেখে) সুখী, এটা কার জানিস ? এইভাবে মালপত্তর ঝাঁপলি মরে যাবি তুই !

সুখী ॥ বে'র আগে আমারে মারে কোন্‌ শালা ?

[শশাঙ্ক ফিরে এল।]

শশাঙ্ক ॥ এই যে...কি যেন নামটা তোমার ? সুখী ?

সুখী ॥ হ্যাঁ দাদাবাবু, গণৎকারে বলেছে, আমার কপালে নাকি বিস্তর সুখ ! তাই...

শশাঙ্ক ॥ আমার সিগারেট-কেসটা দেখেছো সুখী !

সুখী ॥ সে কি ! সেটা পাওয়া যাচ্ছে না দাদাবাবু ?

শশাঙ্ক ॥ কোথায় ফেললাম বলো তো ?

সুখী ॥ (হুক্কাকে) হ্যাঁরে হুক্কা, দেখেছিস দাদাবাবুর বিড়ির বাক্স—থুড়ি সিরকেট ! (হুক্কা ঘাবড়ে যায়) দ্যাখো, হাঁ করে থাকে ! বুদ্ধু ভূতুম। দাদাবাবু, মা-কালীর থানে পাঁচসিকে পয়সা মানত করুন, ঠিক মিলে যাবে...

শশাঙ্ক ॥ মা-কালী আমার সিগারেট বাক্স খুঁজে দেবে !

সুখী ॥ আমার খুব কথা শোনে। মোটা মোটা চোখ। এতোবড় জিব্‌ !...চট করে টাকাটা দিন...মানতটা করে আসি...পাঁচসিকে...

শশাঙ্ক ॥ (হেসে) পাঁচসিকের কমে হবে না ?

সুখী ॥ ও মা-কালী, বলে কি ? ওর কমে হয় না ! মা কালীর খাটুনি নেই বুঝি ? তবে আর এট্টু বেশি মানলে হাতে হাতে মিলে যায়...

[গোঁসাই ঢুকছে।]

গোঁসাই ॥ পেয়েছেন ? ও সিগারেট বাক্স দেখুন, ঘরের লোকেই নিয়েছে। (সুখী ও হুক্কাকে) আয় তোদের সার্চ করব !

[সুখী ও হুক্কা ছুটে পালায়]

গোঁসাই ॥ (শশাঙ্ককে) চলুন গাড়ি ঢুকছে ! পরে খোঁজা যাবে। প্রথম ধানের আঁটিটা নিজ হাতে গাড়ি থেকে নামাবেন আপনি ! আপনার এখন অনেক কাজ...

[এতক্ষণে বাড়তে বাড়তে ঘণ্টার শব্দে চতুর্দিক ঝমঝম করছে]

শশাঙ্ক ॥ (খামারের দিকে তাকিয়ে) দারুণ...দারুণ সুন্দর...সারা দ্বীপটা নতুন সাজে সেজেছে! যেন বনের দেশের পরী!

[শশাঙ্ক ও গোঁসাই বেরুতে যাবে, ওদের সামনে এসে দাঁড়ায় নীহারি।]

নীহারি ॥ কই গো, তোমাদের ছেলে কই গো!

গোঁসাই ॥ তুই?

নীহারি ॥ এই বুঝি সেই নতুন ছেলে! বাঃ, বেশ রাঙাবরণ, নীলনয়ন! আমারটার মতো কুচ্ছিত নয় গো! তাই না গোঁসাই—

গোঁসাই ॥ রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

নীহারি ॥ (হেসে) কী পেট করেছিনু গোঁসাই, ধরতে পেটে ধরলাম কিনা একটা...নাঃ, এইরকম সোনার চাঁদ ছেলে না হলে কি রাজা মানায়! আহাহা, মোর পেটে যদি তুমি হতে গো!

গোঁসাই ॥ কী হচ্ছে! যা যা, বাড়ি যা!

নীহারি ॥ এই তো আমার বাড়ি! এ বাড়িতে একদিন এই পাগলিটার খুব খাতির ছিল গো, বুঝলে...কি বলে ডাকি তোমারে—সম্পর্কে ছেলে হও...বুঝলে গো রাঙাপুত্তুর—

গোঁসাই ॥ তোর সাহস দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে নীহারি—

নীহারি ॥ তুমি থামো তো! হচ্ছে মায়ে-পোয়ে কথা, তুমি নাক গলাও কেন? তা ও মোর রাঙাপুত্তুর, কাকার ঐশ্বয্যি নিতে এলে বুঝি? কাজটা কি ভালো করলে বাছা! পারবে তো, শেষ পর্যন্ত ধর্যি ধরতে? ভয় পেয়ে পালাবে না তো বাছা!

শশাঙ্ক ॥ পাগলিটাকে তাড়ান!

নীহারি ॥ পাগলি! আমি পা...(হেসে) আমার ক্ষ্যাপা ছেলে আমারে বলে পাগলি!

গোঁসাই ॥ নীহারি!

নীহারি ॥ তবে সেই ভালো রাঙা ছেলে, দেখা যাক, কে নেয় ঐশ্বয্যি! ধলা রাজকুমার, না এই পাগলির কালাপুত্তুর...

[হঠাৎ বোঝা যায় গাড়ির ঘণ্টা থেমে গেছে।]

শশাঙ্ক ॥ কী হ'লো! ঘণ্টা কই! চুপচাপ কেন?

গোঁসাই ॥ তাই তো! গাড়ি তো ঢুকছে না!

শশাঙ্ক ॥ অনেকক্ষণ থেমে গেছে!

গোঁসাই ॥ ওরে ঘণ্টা কোথায় গেল...গাড়ির কি হ'লো, দাঁড়িয়ে পড়লো কেন সব?

[দ্রুত হাব্য ঢোকে। হাবা আক্রামের জায়গা নিয়েছে। বিকট চেহারা। তারপর কথা বলতে পারে না। গোঁঙায় এবং যে কোন কথা বলার সময় অদ্ভুত উত্তেজনায় শরীরে ঝাঁকুনি দেয়।]

গোঁসাই ॥ কি হয়েছে! অ্যাঁ? (হাবা শরীর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গোঁঙায়) আটকেছে! গাড়ির পথ আটকেছে! ধানের গাড়ি বেঁধে রেখেছে!

শশাঙ্ক ॥ কারা ?

গোঁসাই ॥ চাষার পাল !

শশাঙ্ক ॥ কেন ? গাড়ি বাঁধল কেন ?

[হাবা নানা ইঙ্গিত করে]

গোঁসাই ॥ ভুখা ! ভুখা ! বুঝলেন, খোরাকির ধান চায় !

নীহারি ॥ যজ্ঞিবাড়িতে কুত্তারা ঘেউ ঘেউ করছে গো !

শশাঙ্ক ॥ সরিয়ে দিতে বলুন...

গোঁসাই ॥ (হাবাকে) যা হাটা শালাদের ! (হাবা জানাল, সরবে না) অ্যাঁ, গাড়ি ঘিরে রেখেছে !

শশাঙ্ক ॥ মানে ঘেরাও !

গোঁসাই ॥ যতো হারামজাদার বংশ ! সকালবেলা একখানা ক্ষুর দিয়ে মাথা চেঁচে দিলে, দুপুরবেলা তেল মাখতে গিয়ে টের পাস তোরা...এতোকাল তাই দেখেছি ! আর আজ দাবী আদায় হচ্ছে ! খামারে ঢোকার মুখে গাড়ি বাঁধলি !

শশাঙ্ক ॥ মেরে তাড়ান...মেরে তাড়ান...

গোঁসাই ॥ (হাবাকে) চল্—

[গোঁসাই ও হাবা বেরিয়ে গেল। বাইরে হৈ-চৈ।]

নীহারি ॥ না—রাঙা ছেলের তেজ আছে !

শশাঙ্ক ॥ তুমি যদি দ্বীপ ছেড়ে আজই না পালাও, গুলি করে মারবো !

নীহারি ॥ (একটু চুপ করে থেকে, হেসে ওঠে) আমি একটা জানোয়ারের মা রে খোকা। অন্ধকারে একজোড়া থাবা তোমার পাওনা মিটিয়ে দেবে তক্ষুণি ! তোমার চোদ্দপুরুষও রক্ষে করতে পারবে না বাছা...

[নীহারি চলে গেল। শশাঙ্ক রাগে ফুঁসছে। সুখী ঢুকলো।]

শশাঙ্ক ॥ কাকা কোথায় ?

সুখী ॥ ছোটবাবু শিকারে যাবার পোশাক পরছেন।

[শশাঙ্ক ভেতরে চলে গেল]

হুক্কা ॥ (নেপথ্যে) আ তু তু—লেঃ ! লেঃ !

সুখী ॥ হুক্কা....হুক্কা—

[হুক্কা ঢোকে। গলায় কুকুরের বেল্ট বকলস—কানা-উঁচু থালায় কুকুরের খাবার মাংস।]

হুক্কা ॥ কিরে ? যা কাজ করগে যা....আমার টাইম নেই...

সুখী ॥ দাঁড়া না...

হুক্কা ॥ আঁই, বুলুডগটারে এখন ক্ষেপাতে হবে না ? ছোটবাবু শিকারে বেরোবে বলে ! (হুক্কা চলে যাচ্ছে) আঃ লেঃ লেঃ...

সুখী ॥ ওতে কী রে ?

হুক্কা ॥ মাংস !

সুখী ॥ মা-কালী, কুকুরে-খাওয়া ?

হুক্কা ॥ আঁই, ভাল মাংস! এটা দেখায়ে বাঘারে ক্ষেপাতে হবে, ছুঁতে দেয়া যাবে না—খালি চোখের সামনে নাচাতে হবে। বাঘাও ক্ষেপে যাবে!

সুখী ॥ ছোটবাবু শিকারে চলে গেলে মাংসটা দুজনে মিলে খাওয়া যাবে বল...

হুক্কা ॥ তা যাবে না! বাঘা ফিরে এসে খাবে না? একাই চেটে-পুটে সেঁটে নেবে। আঃ তু-তু...

সুখী ॥ হুক্কা! এই দ্যাখ্...

হুক্কা ॥ আঁই শালা! ওটা আবার কী ঝাড়লি?

সুখী ॥ কী সোন্দর, তেলসা ঝকমকে—এটা বেচলে এককুড়ি টাকা পাবো—

হুক্কা ॥ দূর শালা, ওটা যে জিবচাঁচা!

সুখী ॥ অ্যামা!

হুক্কা ॥ অন্যলোকের জিবচাঁচা যোগাড় করেছে, বে'র গোছান গোছাচ্ছে!

সুখী ॥ জিবচাঁচা! হ্যাক্—থুঃ!

হুক্কা ॥ এই করে দশকুড়ি ট্যাকাও জমেছে...বেও আর হয়েছে! লে! লে! তু—

সুখী ॥ হবে মা মানে? দাঁড়া, ইবার বড় মাল ঝাড়বো! (জিবছোলাটা নাকের কাছে ধরে) ম্যাগো! ভাবলাম সোনার!

[হুক্কা ও সুখী চলে গেল। গোঁসাইয়ের পেছনে কয়েকজন চাষী ঢুকল। যোগিন্দর, হামিদ, মোঙলা ও বুড়ো খগো।]

হামিদ ॥ সব ফসল খামারে ঢোকাচ্ছ, আমরা খাবো কি?

খগো ॥ মাঠগুলো ন্যাড়া খা-খা হয়ে গেছে! খাবো কি?

গোঁসাই ॥ খাবো কী! ফি-বছর শুভ দিনটায় তোদের পেটের চিন্তে উথলে ওঠে, না? দ্যাখ হামিদ—

হামিদ ॥ বছরের খোরাকি দাও—ছেড়ে দিচ্ছি গাড়ি!

গোঁসাই ॥ কি বলবো, আক্রাম নেই! থাকলে ঠেঙিয়ে লাশ বানাতাম। এখনো বলছি, গাড়ি ছাড়তে বল্! গায়ের জোর ফলাসনে, যা—নতুন দাদাবাবুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে নে—

মোঙলা ॥ কেন, ভিক্ষে কেন? হকের জিনিস নেবো, ভিক্ষে কিসের!

গোঁসাই ॥ হকের জিনিস! ধান চাল সব তোর নাকি! হারামজাদার বাচ্চারা, কা... গাড়ি আটকাস!

হামিদ ॥ এককালে তো সব মোদেরই ছিল।

গোঁসাই ॥ কবে কার কি ছিল...সেই হিসেবে দুনিয়া চলবে!

মোঙলা ॥ দশ-বিশ ট্যাকায় সারা দ্বীপখানা যে তোমরা কেড়ে নিয়ে...

যোগিন্দর ॥ ভিটে বাড়িখানাও চষে ফেলেছো! বনে জংগলে রাত কাটাই! জানোয়ারের মতো—

হামিদ ॥ আজ যে তোমরা ধান চালান দ্যাও, কাঠ চালান দ্যাও, মধু চালান দ্যাও, তামাক পাতার ব্যাওসা করো—

সকলে ॥ কাদের তা?

হামিদ ॥ ফাঁকিঝুঁকি দিয়ে সব কেড়ে নে ভিখিরি করেছো ! সব গোলায় ঢোকাচ্ছো !

গোঁসাই ॥ এ যে জলে ভাসে শিলা ! শালা, কবে এতো বাড় বেড়েছে তোদের ?

মোড়লা ॥ একটু না বাড়লি বাঁচব কি করে গোঁসাইবাবু—

হামিদ ॥ একটা বিহিত না করলি—গাড়ি আজ ছাড়ি কেমন করে বলো...

[শিকারীর পোশাকে তৈরি হয়ে কংসারি বেরিয়ে এসেছে। পেছনে শশাঙ্ক।]

কংসারি ॥ ছাড়বি না ?

গোঁসাই ॥ ছোটবাবু...ছোটবাবু, শুয়োরের বাচ্চারা বলে কিনা...

কংসারি ॥ কী বলে ?

গোঁসাই ॥ সব নাকি ওই শালাদের চোদ্দপুরুষের ! পথের ওপর যতো আণ্ডাবাচ্চাদের শুইয়ে রেখেছে ! গাড়ি আনতে গেলে কম করে দশগণ্ডা শিশুহত্যা হবে !

কংসারি ॥ আমি কিন্তু একটু আগে পাথর-দেবতার ধ্যান করেছি ! (ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ থমথম করছে) আমার চাবুক ! (গোঁসাই চাবুক দেয়। চাবুক চালিয়ে) কুত্তার দল ! আমার ধানের গাড়ি আটকাবি...

[চাষীদের আর্তনাদ। হুকা ও সুখী ঢুকল। হুকা একটা চেনে কুকুরটাকে টানছে। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না।]

চাষীরা ॥ (ডুকরে) ছোটবাবু...ছোটবাবু আমাদের বাঁচতি দেবা না তুমি !

[সুখী আতঙ্কিত চোখে দেখছে। নেপথ্যে কুকুরটা ডাকছে। নীহারি ঢুকে দাঁড়িয়েছে।]

কংসারি ॥ চাব্‌কে তোদের পিঠের চামড়া....

[চাষীরা আর্তনাদ করে একে একে লুটিয়ে পড়ছে।]

গোঁসাই ॥ যতো বড় মুখ নয়, ততো বড় কথা ! শুয়ার-কি-বাচ্চা ! গাধা-কি-বাচ্চা ! তোদের বাপের ধান ! মার্ মার্ মার্ শালাদের...আক্রাম নেই বলে হাতির পাঁচটা ল্যাজ দেখেছে ! মার্ শালাদের....

[গোঁসাই লাথি মারছে। লোকগুলো রক্তাক্ত শরীরে চিৎ হয়ে পড়েছে।]

কংসারি ॥ যাও, গাড়ি চালিয়ে দাও শশাঙ্ক।—যদি সরে না যায় সোজা ওদের বুকের ওপর দিয়ে...

শশাঙ্ক ॥ কাকা !

কংসারি ॥ হ্যাঁ, এসময় যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সামনে পড়ে....তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতেও আমার আটকাবে না শশাঙ্ক...

গোঁসাই ॥ গাড়ি চালা...গড়গড়িয়ে চালা। (শশাঙ্ককে) চলুন...

[শশাঙ্ক অগ্রসর হয়। সামনে নীহারি। শশাঙ্ক থমকে দাঁড়ায়। নীহারির চোখে আগুন ঝলসাচ্ছে। মাথায় এলো চুল।]

কংসারি ॥ (নীহারির সর্পতুল্য দীর্ঘ কেশদামের সামনে এসে সহসা চাবুক ছুঁড়ে ফেলে চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে ওঠে) শিকারে যাওয়ার সময় কেউ যেন আমার সামনে না পড়ে ! না, কেউ না !

[নেপথ্যে সেই একশো ঘণ্টা আবার বেজে ওঠে।]

[দৃশ্য একই। বিকাল বেলা। শশাঙ্ক সুখীর ছবি তুলছে। সুখী রঙিন শাড়ি পরে খুশিতে ডগমগ করছে। হাতে একটা লাল টকটকে ফুল। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছে।]

সুখী ॥ (ঠিক ছবি ওঠার মুহূর্তে নড়ে ওঠে) ইঃ !

শশাঙ্ক ॥ আঃ ! নড়ে না...

সুখী ॥ (রোমাঞ্চিত হয়ে) হিঃ মা-কালী...

শশাঙ্ক ॥ বলছি না, ছটফট করো না...রেডি বললে একেবারে নড়বে না, কেমন !...রেডি !

সুখী ॥ (চুপ করেই ছিল, হঠাৎ) দাদাবাবু !

শশাঙ্ক ॥ এবার কিন্তু মার খাবে !

সুখী ॥ না...বলছি, এতোখানি দূরে আছি, আমারে কি ঝাপসা লাগে !

শশাঙ্ক ॥ ঝাপসা না...তুমি ঝিলমিল করছ...

[সুখীর হাত থেকে ফুলটা তুলে তার খোঁপায় গুঁজে দেয়।]

সুখী ॥ (বিষম লজ্জায়) মা-কালী !

শশাঙ্ক ॥ চুপটি করে দাঁড়াও ! লক্ষ্মী মেয়ে ! বাইরে আলো কমে আসছে...দ্যাখো ছায়া নামলে কিন্তু আর হবে না ! আমার দিকে তাকাও, তাকাও...

সুখী ॥ উঁ, লজ্জা লাগে না বুঝি !

শশাঙ্ক ॥ (সুখীর নাকটা ধরে নেড়ে) যারা ছবি তোলে তাদের কাছে কোন লজ্জা করতে নেই—একদম লজ্জা না ! যা বলব, তাই করবে ! রেডি !

[শশাঙ্ক ছবি তুলতে যাবে...]

সুখী ॥ ইঃ !

শশাঙ্ক ॥ আবার !

সুখী ॥ মাছি গো !

শশাঙ্ক ॥ চালাকি হচ্ছে ! খুব দুষ্টু হয়েছো...কদিনেই দেখছি খুব দুষ্টু—

সুখী ॥ সত্যি গো ! নাকের ডগায় ! পা ঠোকে ! হি মা-কালী, কালা মাছিটা আর জায়গা পায়নি !

শশাঙ্ক ॥ (সুখীর নাক নেড়ে) তোমার নাকটা সবারই পছন্দ !

[শশাঙ্ক সুখীকে জানালার কাছে নিয়ে যায়।]

শশাঙ্ক ॥ দাঁড়াও এখানে—ঠিক এই ভাবে—তোমার গা এতো শক্ত কেন ? কোমর ভাঙো...আরো ভাঙো...আরেকটু...শক্ত হচ্ছো কেন...

[সুখী প্রায় তার সর্বস্ব শশাঙ্কের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে কোমর ভেঙে দাঁড়াচ্ছে। শশাঙ্ক ওর মাথায় নিজের টুপিটা পরিয়ে দিয়েছে। হুকা ঢুকল।]

সুখী ॥ (হুকাকে দেখে তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়) মা-কালী !

শশাঙ্ক ॥ কী হ'লো!

সুখী ॥ (হুক্কার দিকে তাকিয়ে, হুক্কাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কোমর অনেকখানি ভেঙে) কিছু না...

শশাঙ্ক ॥ (হুক্কাকে) এখানে কি চাই রে?

হুক্কা ॥ কানাবাবু ডাকছেন!

শশাঙ্ক ॥ কানাবাবু? কানাবাবু কে?

হুক্কা ॥ ঐ যে কলকেতা থেকে এয়েছেন..

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু! কানাবাবু বলছিস কেন! ইড্ডিয়েট—ভদ্রভাবে কথা বলতে পারিস না!

হুক্কা ॥ (নিচু স্বরে) খানারে কানা বলব না!

শশাঙ্ক ॥ অ্যাই, ওরকম চাপা গলায় কথা বলবি না! যা বলবি পরিষ্কার বলবি! (নিজের মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা হুক্কাকে দিয়ে) এটা ওর মুখে লাগিয়ে দে!

[সুখী কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে]

হুক্কা ॥ (শশাঙ্কের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে সুখীর মুখের সামনে সিগারেট নিয়ে গিয়ে) তুই এটা খাবি! (সুখী হাঁ করে) খাবি!

সুখী ॥ শিগগির দে! ফটোক তুলতে দেরি হবে! দে—

হুক্কা ॥ খা! (সুখীর গালে সিগারেট দিল।) খা, বিষম খেয়ে মর! (সুখী চোখ টেপে) হারামি শালা!

[শশাঙ্ক হামাগুড়ি দিয়ে বসে ক্যামেরায় লুক-থ্রু করে চিৎকার করে উঠল।]

শশাঙ্ক ॥ (হুক্কাকে) এই! ওখানে দাঁত বার করছিস কেন! ইডিয়েট! হ্যাট!

সুখী ॥ হ্যাট!

হুক্কা ॥ (সরে যায়, তার চোখ ফেটে জল আসে, হাত মুঠো করে চাপা গলায় সুখীকে উদ্দেশ করে ফোঁস ফোঁস করে) শালা! এমন ঝাড় দেবো না...একা পাই তোমারে একবার!

শশাঙ্ক ॥ রেডি...সুখীরানী...রেডি! একেবারে নড়বে না...দুলবে না...

[ঘনশ্যাম পোদ্দার, সোনার বেনে, কালো মোটা, একচোখ কানা, কালো চশমা-পরা, পান চিবুতে চিবুতে ঢোকে।]

ঘন ॥ (পিকভরা গলায় গাইছে)
...দিসনে আজি দোল! আহা—আহা—
...বাগিচায় বুলবুলি তুই
ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল্...
শশাঙ্কবাবু, দেখছি খুবই ব্যস্ত...

শশাঙ্ক ॥ আসুন আসুন ঘনশ্যামবাবু—ঘুম হ'লো? তারপর! আমাদের আইল্যান্ড কেমন লাগছে!

ঘন ॥ গোল্ডেন...গোল্ডেন আইল্যান্ড মশাই, স্বর্ণদ্বীপ—স্বর্ণলঙ্কা! যে দিকে তাকাও,

সোনা সোনা ! সিন্দুকে পাকা সোনাটি ভরে রেখে (সুখীকে দেখিয়ে) কাঁচা সোনাটি নিয়ে খেলা করছেন—দিসনে আজি দোল...

শশাঙ্ক ॥ পোদ্দার মশায়ের অবশ্য সোনা চেনার চোখ আছে...

ঘন ॥ তা আছে ! সোনার বেনে মশাই, সাতপুরুষের কারবার ! তাও তো দেখুন, মাত্তর একটা চোখ আমার—কিন্তু কাঁচা সোনা দেখলেই মনটা টগবগিয়ে ওঠে। (সুখীর দিকে তাকিয়ে) বাগিচায় বুলবুলি তুই...

সুখী ॥ উঃ, মা-কালী !

হুক্কা ॥ আঁই শালা, আহ্লাদে পেত্থম খুলতি নেগেছে ! মারবো...

সুখী ॥ দেখি দাদাবাবু ঘড়িটা ! (শশাঙ্কর হাত টেনে ঘড়ি দেখে, হুক্কাকে) অ্যাই, অ্যাতো বেজে গেছে—এখন দাদাবাবুদের জলখাবার দিলিনে? আতা কোথাকার ! যা চা বানিয়ে আন...

হুক্কা ॥ (ফোঁস ফোঁস করে) অডার মারে...

সুখী ॥ খালি ফাঁকিবাজ ! যে দিকটা না দেখব ! চল্ চল্ আমার সঙ্গে...

হুক্কা ॥ (গজগজ করতে করতে) একবার একা পাই...তোমারে শালী...

[হুক্কার পেছনে সুখী চলে গেল।]

ঘন ॥ (পিকভরা গলায়) গিন্নি ! গিন্নি সোনা ! গিনি সোনা ! শাঁসে জলে একবারে গ্রীণ কোকোনাট...

শশাঙ্ক ॥ এবার কাজের কথাটি বললে হত না ঘনশ্যামবাবু !

ঘন ॥ অঁ ? হ্যাঁ, হ্যাঁ....মালের কথা বলছেন তো ! বলুন মাল দেখাচ্ছেন কখন ?

শশাঙ্ক ॥ আজ রাতেই ! কাকা ফিরে এলেই...

ঘন ॥ পাকা মাল !

শশাঙ্ক ॥ পাকা ! এখনকার বাজার দর অনুযায়ী...

ঘন ॥ অঁ ? দামদস্তুর পরে হবে স্যার...আগে দেখি মাল ! বলছেন সিন্দুক ভরতি সোনর বাট ! তা হ্যাঁ মশাই, এতো সোনা কাকা জমিয়েছেন ?

শশাঙ্ক ॥ নেশা ! নেশার মতো কাকা জমিয়ে গেছে ! প্রায় বিশ বছর...

ঘন ॥ অঁ ? সব এই দ্বীপ থেকে...

শশাঙ্ক ॥ এই দ্বীপ ! চাষবাস ! ধান কাঠ মাছ তামাক...

ঘন ॥ তোফা দ্বীপটা হাতিয়েছেন মশাই ! বাদাবনে নিশ্চিন্তি কারবার ! মশাই, শহরে তো দুটো পয়সা কামাতে হিমসিম খেয়ে গেলাম ! খুনোখুনি, পার্টিবাজি, ধুতিপরা কাতলার ঘাঁই ! দিন গেলে উড়ো চিঠি, এতো টাকা না দিলে ঘাড় থেকে মাথাটি কমিয়ে দেব ! এধারে সেসব নেই...পাকা মাল কাঁচা মাল...দু'হাত দিয়ে লুটেপুটে খাও...শালা ইচ্ছেমতো খাও—কেউ বলার নেই—নাকি বলুন, অঁ ?

[বাইরের দরজায় কংসারি। শিকার থেকে ফিরছে। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। গামবুটে কাদা। পিঠে বন্দুক, শূন্য জলের পাত্র। হাতে কুকুরের চেন। নেপথ্যে কুকুরের ডাক। কংসারি একটু যেন কুঁজো।]

শশাঙ্ক ॥ কাকা !

ঘন ॥ কাকাবাবু শিকার করে ফিরলেন ! তা কই, শিকারটা কই ? অঁ ?

[কংসারি বিরক্ত মুখে ঘনশ্যামের দিকে একবার তাকাল।]

শশাঙ্ক ॥ কোনো সন্ধান পেলে ? (কংসারি নীরবে মাথা নাড়ল) আমি ভেবেছিলাম শিকারটা সারতে তোমার বেশিদিন লাগবে না !

কংসারি ॥ (রক্তবর্ণ চোখে) লাক চাই, লাক !

শশাঙ্ক ॥ রোজই বলছো লাক ! দিনের পর দিন খামোখা জংগলে ঘুরে বেড়াও...

কংসারি ॥ টোটালি লাকলেস ! একটার পর একটা দিন...

ঘন ॥ আমিও লাকলেস ! ভাবলাম একটু দেখে যাবো...ফিরে গিয়ে গপ্পো করা যাবে, মানুষ-কাম-নেকড়ে শিকার দেখে এয়েছি ! গুড়েবালি !

কংসারি ॥ (শশাঙ্ককে) সারাটা জংগল আমি টুঁড়ে ফেলেছি ! কোথাও নেই !

ঘন ॥ তাহলে আমি এলাম বলে কি সটকে পড়ল !

কংসারি ॥ (ক্রুদ্ধ গলায়) আমি কি ঘুঘুপাখি শিকার করতে যাই মশাই, আপনার পায়ের শব্দে উড়ে যাবে !

ঘন ॥ কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু—আমি আপনার ঐ মানুষ-কাম-নেকড়ে বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, সোফা-কাম-বেড হয়—তা'বলে মানুষ-কাম-নেকড়ে !

কংসারি ॥ (চিৎকার করে) মশাই, আপনার কি ধারণা, আমরা সবাই বোকা ! মনে রাখবেন, ওরই হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমার এতোদিনের সঞ্চয়—এক সিন্দুক সোনা আপনার কাছে বেচে দিচ্ছি !

শশাঙ্ক ॥ কাকা, ঘনশ্যামবাবু তাড়াতাড়ি লেনদেন মিটিয়ে ফেলতে চান !

কংসারি ॥ আমিও চাই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব—উনি সোনা নিয়ে দ্বীপ ছাড়ুন ! তাতে সবার মঙ্গল ! মালটা নিয়ে সাবধানে যাবেন !

ঘন ॥ সে আপনাকে ভাবতে হবে না কাকাবাবু, সাতপুরুষ জুয়েলারি ! ডোন্ট ওয়ারি ! আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে কতো চোরাই মাল কাস্টমসের নাকের ডগায় সমুদ্দুর পার করে দিল ঘনশ্যাম পোদ্দার, আর এ তো একটা মানুষ-কাম-নেকড়ে ! ছুঃ !...বগল বাজাতে বাজাতে পগার পার...

[কংসারিকে দেখা গেল পাথরটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। শশাঙ্ক ইংগিতে ঘনশ্যামকে চুপ করতে বলল।]

ঘন ॥ কী হ'লো !

শশাঙ্ক ॥ চুপ !

ঘন ॥ কারবারটা কি !

শশাঙ্ক ॥ কথা বলবেন না ! যান, ভেতরে যান...

ঘন ॥ ধ্যান করছেন নাকি ?

শশাঙ্ক ॥ আঃ...যান না...

ঘন ॥ আপনি ঘাবড়াবেন না কাকাবাবু, মাল যখন আমি নিচ্ছি, পার করার দায়িত্ব আমার ! (যেতে যেতে) আজব কারবার !

[ঘনশ্যাম ভেতরে চলে যায়। কংসারি পাথর ছাড়ে।]

কংসারি ॥ লোকটা মরবে!

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যাম!

কংসারি ॥ কেউ ওকে ঠেকাতে পারবে না! নির্ঘাৎ মরবে!

শশাঙ্ক ॥ বলছো, ওর ভয় আছে!

কংসারি ॥ সোনা নিয়ে নির্বিঘ্নে দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব!

শশাঙ্ক ॥ কিন্তু লোকটা খুব শক্ত!

কংসারি ॥ যতোই শক্ত হোক্! (থেমে) ভুলে যাচ্ছো কেন—ও নিয়ে যাবে সোনা! ওয়েল্থ! আখের রস! এখানে তার জন্যে পড়ে থাকবে ছিবড়ে! মনে নেই, তুমি আসার পরে ভাগীদারের ভয়ে সে একবার বেরিয়েছিল! এবার দেখবে সোনা বেরিয়ে যাচ্ছে! দারুণ ভয়ে...ফাঁকি পড়ার ভয়ে...সে ছুটে আসবে শশাঙ্ক...আসবেই...

শশাঙ্ক ॥ কিন্তু সোনা পাচারের ব্যাপারটা তো গোপন রয়েছে--

কংসারি ॥ এ দ্বীপে তার অজানা বুঝি কিছুই থাকে না। আজ নোনাবিলে আমি যা দেখেছি—

শশাঙ্ক ॥ কী?

কংসারি ॥ ধাঁধা...

শশাঙ্ক ॥ ধাঁধা...।

কংসারি ॥ মস্ত ধাঁধা....আমি দেখলাম শশাঙ্ক...(নেপথ্যে নীহারির বাজনা) নীহারি না? আজ আবার বাজনা!

[কংসারি প্রস্থানোদ্যত]

শশাঙ্ক ॥ কাকা, নোনাবিলে কী দেখলে বলে যাও...

কংসারি ॥ উঁ? হ্যাঁ, এক মস্ত ধাঁধার মধ্যে পড়েছি! নোনাবিলে শিকারে গিয়ে আজ...দেখলাম একরাশ হাড়!

শশাঙ্ক ॥ হাড়?

কংসারি ॥ একটা গাছের নীচে স্তূপীকৃত হাড় আর একটা মাথার খুলি! নরমুণ্ড! বলতে পার কার?

শশাঙ্ক ॥ আক্রাম!

কংসারি ॥ যেন আমাকে দেখাবার জন্যেই কেউ সাজিয়ে রেখেছে! শশাঙ্ক, চারধারে শুধু মানুষের পা!

শশাঙ্ক ॥ মানুষের পা!

কংসারি ॥ নেকড়ে-মানুষের পায়ের ছাপ, অবিকল আমাদের মতোই হতে পারে!

শশাঙ্ক ॥ নেকড়ের পা! মানুষের পা!

কংসারি ॥ দ্যাট ইজ্ দ্য মোস্ট পাজলিং পার্ট অফ দ্য স্টোরি! এ গল্পের এই হ'লো সবচেয়ে বড় ধাঁধা! নেকড়ের পা—মানুষের পা! এই সব মানুষ-নেকড়েরা দিনের মধ্যে অনেকটা সময় মানুষের মতোই থাকে, অবিকল মানুষ! বোঝাই

যায় না! কোন্‌টা সত্যিকার মানুষের, আর কোন্‌টা মানুষ-নেকড়ের পা...

শশাঙ্ক ॥ ঐ পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে গেলে না কেন?

কংসারি ॥ যতো দূরে যাই...শুধু ওই...মানুষের পা...মানুষের পা...শেষ দেখাটা হ'লো না! বেলা কমে এলো, বাঘারও ঘরে ফেরার টান! ঝুঁকি নিলাম না। কাল সকালে ওই ছাপ ধরে ধরে এগোবো...ওই পা! পায়ের ছাপ দেখি কতো দূরে টেনে নিয়ে যায়...কতো দূরে...

[বলতে বলতে কংসারি ঠাকুর ভেতরের দিকে চলল। শশাঙ্ক তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলো। থেমে গেলো নীহারির বাজনা।

খামারের দিক থেকে হামিদ মোঙলা যোগিন্দর ধামা বস্তা পিঠে নিয়ে গোঁসাই-এর পিছু ঢুকলো।]

গোঁসাই ॥ আবার...আজ আবার বাজনা বাজালো গুণিনের বৌ! রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়! হ্যাঁরে তোরা কি রাতে খামারে থাকবি?

যোগিন্দর ॥ নাগো, ঘরে যাবো! ভয়টা যেন খামচে ধরছে!

গোঁসাই ॥ কাল সব সকাল সকাল্‌ আসবি। এবার ধান ঝাড়াই এগুচ্ছে না! উঃ, এখনো বুকের মধ্যে ব্যাঙ লাফাচ্ছে!

[গোঁসাই ভেতরে চলে গেলো।]

হামিদ ॥ (চারদিকে চেয়ে) তা'হলে সিন্দুক ফাঁকা হচ্ছে!

যোগি ॥ সব সোনা পার করে নে যাবে ঐ কানা লোকটা!

হামিদ ॥ শকুন এসে পড়েছে, সোনার বেনে! চোখের সামনে দে গড়্‌গড়্‌ করে গাড়ি বেরুয়ে যাবে!

যোগি ॥ বিশ বছর ধরে যা জমিয়েছে...তাল তাল সোনা...

মোঙলা ॥ কার? কার সোনা! কার জমি! কার ফসল!

হামিদ ॥ আস্তে মোঙলা! যেমন করে হোক্‌ ঠেকাতে হবে! আটকে রাখতে হবে সোনা! লাঠি ধরতে পারবি?

মোঙলা ॥ ধরো! এসপার-ওসপার একটা হয়ে যাক্‌! সোনা ওপারে নিয়ে যেতে দেব না!

[নীহারি ঢুকছে]

নীহারি ॥ মুরোদ কতো!

যোগি ॥ নীহারি!

নীহারি ॥ লাঠি ধরব, লাঠি!....তাদের পিঠে বন্দুক আছে, বন্দুক!

মোঙলা ॥ বন্দুক দেখায়ে চিরকাল সব্বস্ব লুটে নে যাবে—! এবার রুখে না দাঁড়ালে—

নীহারি ॥ মনে নেই চাবুকের কথা! গেলে ধানের গাড়ি বাঁধতে! পারলে? বুকের ওপর দে ঢুকলো না সে গাড়ি? (যোগিন্দরের পিঠের কাপড় তুলে) এখনো পিঠের ঘা শোকায় নি, আবার বলে রুখে দাঁড়াবো...

যোগি ॥ তা'লে আর কি, বসে বসে আঙুল কামড়াই? সব যে চলে যাচ্ছে নীহারি...

নীহারি ॥ আমার কথামতো চলো, কানাকড়িও পারবে না সরাতে।

মোঙলা ॥ তোমার কথায় চলে হচ্ছে কী ? দুদিন অন্তর আঁধারে ঝাঁপ পাড়ছি, তাতেই বা লাভ কি ?

নীহারি ॥ হচ্ছে না ! লোকটার অন্তরে যে ভয় ঢুকেছে। দ্যাখো না ? দিনরাত্তির ভয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড ! রাবণরাজা দিন দিন কুঁজো মেরে যাচ্ছে, দেখতে পাও না !

মোঙলা ॥ কিন্তু একেবারে নিকেশ হবে কবে ?

নীহারি ॥ হবে, আস্তে হবে ! একজোড়া বুলডগের এট্টা গেছে, লেঠেল সর্দার আক্রাম গেছে, আস্তে কাবু হতে হতে, ধাপে ধাপে শেষ হয়ে যাবে রে !

হামিদ ॥ কিন্তু হকের সম্পত্তি, তাই উদ্ধার করতে আঁধারে গা-ঢাকা দে শয়তানি করা কেন ? সামনাসামনি লড়ব ! সিন্দুক লুঠ করব !

নীহারি ॥ হামিদ, এখনি সামনে লড়তে গেলে...যেটুকুন যা কাজ হয়েছে তাও যাবে ! আরো শক্তি নিয়ে সে রুখে দাঁড়াবে ! লুঠতরাজ করতে গিয়ে ওর চোখ খুলে দিয়ো না যোগিন্দরদা ! গোলা খেয়ে মরবে সব !

মোঙলা ॥ সে তবু বুঝব মার খেয়ে মরিনি, মারতে গিয়ে মরেছি !

নীহারি ॥ তাতে মরণই হবে, আর কিছু হবে না। দশখানা শকুনে মিলে দ্বীপখানা চুষে খাবে। শোন্ তোরা শোন্, আমি তার সাথে ঘর করেছি, আমি তারে চিনি। রাবণরাজা অসুর। সামনাসামনি নিকেশ করা যাবে না। আঁধারে কাজ হাসিল করতে হবে হামিদভাই।

যোগি ॥ শোন্ শোন্, নীহারি যা বলে শোন্...

নীহারি ॥ এট্টু এট্টু করে ওর মাথাটা গোলমাল করে দাও। বন্দুকটা হাতাও। মারো শেষ ঘা !...আজ রেতে ফের ঝাঁপ !

হামিদ ॥ আজ !

নীহারি ॥ মারণখেলা ! পাঁচজন ঠিক থাকো ! এখন ঘরে যাও, সন্ধ্যে হতে এক ফাঁকে খামারে ঢুকে পড়ে...

যোগি ॥ জায়গামতো ঘাঁটি মেরে বসা !

নীহারি ॥ তারপর...

মোঙলা ॥ (হঠাৎ ভেতরে তাকিয়ে চাপা গলায়) চুপ ! লোক আসে !

নীহারি ॥ রাবণরাজা, দেখি তুমি জেতো না আমরা জিতি।

[মুহূর্তে সকলে খামারে নেমে গেলো। হুক্কা ঢুকলো।]

হুক্কা ॥ শালার মেয়েছেলে জাতটাই এই ! আগে দিবারাত্তির হুক্কা হুক্কা ! তোরে না দেখলি মন টাটায়...চোখ ঝাপসা হয়....আর এখন ?...নাথি ! নাথি ! এই জন্যে বেন্দাবনের মোহন্ত গুরু বলে—মেয়েমান্ষেরে নাথির ওপর রাখো !

[ঝাঁটা হাতে সুখী ঢোকে]

সুখী ॥ এই, এখানে কী হচ্ছে ! বলি এখানে কী হচ্ছে ! কী করতে বললাম রে তোরে...অ্যাই, কানে যাচ্ছে—

হুক্কা ॥ বাড়ির গিন্নিমার মতো কথা বলছে যে!

সুখী ॥ তাই তো!

হুক্কা ॥ তাই তো! তুই আমার গিন্নিমা?

সুখী ॥ (সদর্পে) তাই তো! এবাড়ি এখন আমার হাতের মুঠোয়! আমার হুকুমে চলবে!

হুক্কা ॥ তুই ঘরের কাজ ছাড়বি কি না? আমার ইচ্ছে না, তুই ঘরের কাজ করিস!

সুখী ॥ যা বে যা! জমানা পাল্টে গেছে! আগে আমরা খামারে কাজ করতাম, আর তুই ঘরে বসে বাবুগিরি ফলাতিস! এবারে আয়। বেশি ফটফটাবি কি, তোরেই ডিসমিস করে দেব।

হুক্কা ॥ কী? আমারে কিসমিস করবি! টুঁটি ছিঁড়ে নেব তোর!

সুখী ॥ দে, হাত দে গায়ে! এ-গায়ের এখন কতো দাম, জানিস! দাদাবাবু আমারে গয়না কিনে দেবে, সাজ কিনে দেবে, মোটর চড়াবে...মা-কালী! দাদাবাবু আমারে চোখেচোখে হারায় গো!

[সুখী ভেতরে গেলো]

হুক্কা ॥ গলায় দড়ি দেব...তবু মেয়েমানষের ন্যাং খেয়ে বাঁচবো না! মরে ভূত হয়ে যতো মেয়েমানষের ঘাড় ভাঙবো!

[সুখী ফের ঢোকে]

সুখী ॥ (কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে) ধয়..ধয়...মা-কালী ধয়! মনের বাঞ্ছা মিটায়ো মা! রাঙাদাদাবাবুরে যেন পাই গো! মাগো, তোমারে পাকাপাকা আতা আর গাব খাওয়াবো মা!

হুক্কা ॥ সুখু...

সুখী ॥ সুখু কিরে! দিদিমণি বলে ডাকবি। সুখু বললে দাদাবাবু রাগ করবে!

[সুখী ভেতরে গেলো]

হুক্কা ॥ আঁই শালা! নেকড়েটা আমারে কেন খায় না?...দাঁড়া, তোরে কি করে বাগ মানাতি হয়—তোর বাপেরে ডাকছি—তার সঙ্গে তেরিমেরি করতে হবে না! এইটা জানবি, বাপের চাপে এই পায়ে পড়ে তোরে আমার প্রেম ভিক্ষে করতে হবে, তার দেরি নেই!

[হুক্কা ছুটে বেরিয়ে গেলো। কংসারি ও গোঁসাই ঢুকলো।]

গোঁসাই ॥ (হাত কচলাতে কচলাতে) বলছিলাম ছোটবাবু, সব যখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে...এবার আমারটা যদি পাই...

কংসারি ॥ তোমারটা মানে?

গোঁসাই ॥ আজ্ঞে আমার অংশটা!

কংসারি ॥ তোমার কীসের অংশ!

গোঁসাই ॥ বলেছিলেন, সিন্দুকের সোনার এক আনা অংশ আমার...

কংসারি ॥ আমার সোনার একখানা অংশ তোমার!

গোঁসাই ॥ আপনি সেইরকম বলেছিলেন!

কংসারি ॥ কি জানি কখন কী বলেছিলাম ! যদি বলেও থাকি, আর কিছু করা যাবে না ! কেননা সোনা আর আমার নয় ! সবই শশাঙ্কর !

গোঁসাই ॥ আপনি মালিক !

কংসারি ॥ উঁহু, উঁহু, মালিক শশাঙ্ক ! সব এখন তার !

গোঁসাই ॥ আপনি দিতে চাইলে সে কি আর না বলতে পারে !

কংসারি ॥ আমিই বা কেন দিতে চাইব ! সব যখন তার ! শশাঙ্কই বা কি ভাববে !

গোঁসাই ॥ (পাগলের মতো) কে শশাঙ্ক ! বার বার শশাঙ্ক দেখাচ্ছেন ! কোত্থেকে উড়ে এসে সে সব নিয়ে যাবে ? আর আমরা যে এতকাল আপনার সঙ্গে সঙ্গে—

কংসারি ॥ (গর্জে ওঠে) গোঁসাই !

গোঁসাই ॥ রোদে জলে গোলা গোলা ধান আগলালাম....আমরা কেউ না !

কংসারি ॥ তার জন্যে খেয়েছ, পরেছ, যথেষ্ট আরাম করেছ, করছ ! আবার সোনা কেন ?

গোঁসাই ॥ তাই বলুন...তবে আপনারই দেবার ইচ্ছে নেই ! খাটাবার সময় খাটিয়ে নিলেন...দেবার বেলায় শশাঙ্ক দেখাচ্ছেন ! ঠিক সময়ে ভাইপোকে হাজির করালেন ! নিজের পরিবারের মধ্যেই সব রেখে দিলেন ! বাঃ বাঃ...

কংসারি ॥ বাঃ বাঃ গোঁসাই, তোমার গলায় তো বেশ জোর ! তোমার এ রুদ্রমূর্তি কোনোদিন দেখিনি তো !

[শশাঙ্ক ও ঘনশ্যাম ঢুকলো। সঙ্গে জ্বলন্ত বাতি হাতে নিয়ে হাবা।]

শশাঙ্ক ॥ কী, কী হ'লো কাকা ?

কংসারি ॥ (গোঁসাইকে) প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলুম গোঁসাই ! আর কোনদিন যদি দেখেছি (থেমে) এ দ্বীপে কেউ তোমায় খুঁজে পাবে না সেদিন ! যাও...

[গোঁসাই মাথা নিচু করে চলে গেলো।]

কংসারি ॥ (হাবাকে) চল্, চোরাকুঠুরিতে যাবো—

শশাঙ্ক ॥ সিন্দুক খুলবে ?

কংসারি ॥ (চাবি দেখিয়ে) সাতটা ক্লক আর তিনটে অ্যান্টিক্লক পাক লাগালে, সিন্দুকের তালা খুলে যাবে। এসো শশাঙ্ক, তোমার জিনিস তোমাকে বুঝিয়ে দিই...

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু...

ঘন ॥ অঁ ? আমি রেডি—চলুন চলুন...

[বাতি নিয়ে হাবা চললো গুপ্তধনের কুঠুরির দিকে। পিছনে কংসারি শশাঙ্ক ঘনশ্যাম। ফাঁকা ঘর। বাইরে থেকে সুখীর বাবা ফেনী ঢুকলো। ফেনী লোকটা গাঁজাখোর। চোখ দুটো লাল। নেশায় চুরচুর। গলায় গাঁজার কলকের মালা দুলছে। পরনে লাল তেনি। মাথার চুলে চূড়ো বাঁধা। সঙ্গে আছে হুক্কা।]

ফেনী ॥ সুখীরে...

হুক্কা ॥ আমি বাইরে আছি—

ফেনী ॥ গ্যাঁজার পয়সা দিয়ে যা জামাই...

হুক্কা ॥ ধরো...

ফেনী ॥ (পা দেখিয়ে) রাখ...

হুক্কা ॥ (ফেনীর পায়ের ওপর পয়সা রেখে) গ্যাঁজা ভাঙ হাড়িয়া পচাই...সব খরচা যোগাবো তোমারে...বাবা ভোলানাথের মত মাথায় জল ঢালবো তোমার...শুধু তোমার মেয়েটার মতি ঘোরাও...

ফেনী ॥ (বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ে) সুখীরে...

হুক্কা ॥ রাজি করাতে পারবে তো ফেনী, মেয়ে আমার গলায় মালা দেবে তো ?

ফেনী ॥ যদি বলি প্যাঁটার ল্যাজে মালা দিতে হবে...তো তাই দিতে হবে ! মুই তার বাপ ! যদি বলি কচ্ছপের শুঁড়ে মালা দিতে হবে, তো তাই দিতে হবে ! সুখীরে...

হুক্কা ॥ অ্যাদ্দিন আমার সাথে সোহাগ করে, এখন বড় গাছে নাও বাঁধছে—এইটা কি সতী সাবিত্রীর কাজ ! এইটা কি তোমার মতো বাপের মেয়ের কাজ ! বলো তুমি...

ফেনী ॥ হারামজাদীর চুলের মুঠি ধরে তোর সাথে সাত পাক ঘোরাবো জামাই, তুই দ্যাখ না কি করি ! সাধে কি মেয়ের বে দেবার আগেই তোর সঙ্গে জামাই সম্পর্ক পাতিয়েছি ! সুখীরে...

হুক্কা ॥ ওরে না পেলি, আমি আর হেথায় থাকবো না ফেনী ! বৈরাগী হয়ে তীথে তীথে ঘুরে বেড়াবো !

[হুক্কা ফেনীর হাঁটু জড়িয়ে কাঁদছে, ফেনী থরথর করে কাঁপছে।]

ফেনী ॥ না না, তুই বেন্দাবনে গেলে আমার চলবে কী করে ? সুখীরে...

[সুখী ছুটে আসে। ওদের দেখে থমকে দাঁড়ায়।]

ফেনী ॥ মালা দে...

সুখী ॥ কী হয়েছে ?

ফেনী ॥ যে আমার পা ধরে আছে, তার কণ্ঠে মালা দে...

সুখী ॥ ওরে আমার কেডা রে !

ফেনী ॥ মুই তোর বাপ !

সুখী ॥ বাপ না অভিশাপ !

ফেনী ॥ মেরে খুলে দেব খাপ ! আমার অডার ! মালা দে...

সুখী ॥ উঁ ! ভাত দেবার মুরোদ নেই, অডার করার কে রে !

ফেনী ॥ মুই তোর গভরমেন্টো !

সুখী ॥ কী হয়েছে ?

ফেনী ॥ গভরমেন্টো ভাত দেয় না.....অডার দেয়, মুই-ও ভাত দিইনে অডার দিই ! দে, গ্যাঁদাফুলের মালা দে !

[ফেনী সবিক্রমে সুখীর দিকে এগুতে চায়, হুক্কা আরো জোরে তার হাঁটু দুটো বুকে জড়িয়ে ধরে।]

হুক্কা ॥ কী করো...কী করো ফেনী...মেরো না...মেরো না...বরং ওর বদলে তুমি আমারে মারো—

ফেনী ॥ লাও ঠ্যালা! ও দেবে না তোরে মালা...ওরে না মেরে তোরে মারবো! এই কারণে গাঁ্যাজা খাওয়ালি?

সুখী ॥ (হুক্কাকে) আস্পর্ধা! ব্যাঙে আসে চাঁদ ধরতে!

হুক্কা ॥ সে জানি—সে জানি রে সুখী, তুই এখন চাঁদের দেশে ঘুরে বেড়াস...চাঁদের সোহাগে ডগোমগো...দেমাকে পা দু'খানা ভারী হয়েছে তোর—

সুখী ॥ হয়েছে, খুব ভারী! আরো শোন্, ইচ্ছে করলে এ পা দু'খানা তোরে দিয়ে টেপাতেও পারি, বুঝলি তো?

[সুখী চলে গেলো]

ফেনী ॥ দে জামাই, গাঁ্যাজার পয়সা দে—

হুক্কা ॥ দূর শালা! কিছু তো করতে পারলে না...উল্টে দিলে আরো বিগড়ে!

ফেনী ॥ যে কথা সেই কাজ। জামাই তোরে করব বলেছি, করবই! দাঁড়া, আর এক কলকে গাঁ্যাজা টেনে আসি। তারপর বিটির ঘাড় ধরে...

হুক্কা ॥ মেয়ে তো চলে গেল!

ফেনী ॥ যাক শালা, কটা যাবে? মেয়ে কি আমার একটা? সুখীর সাথে হলো না, নেকীর সাথে হবে—

হুক্কা ॥ ধ্যাৎ! নেকীর তো বয়েস মাত্তর তিন।

ফেনী ॥ তিন বলেই তো নেকী তোরে সুখীর মতো ফাঁকি দিতে পারবে না। দে, পয়সা দে—নেকী না হ'লে ঢেঁকি তো থাকছেই—

হুক্কা ॥ ঢেঁকি। ঢেঁকি বলে তোমার কোনো মেয়ে নেই।

ফেনী ॥ নেই, হবে। জামাই তোরে ক.ত হবেই। বল্ কারে চাস...ঢেঁকি...নেকী... খেঁকি...টুকটুকি...দে পয়সা দে...

হুক্কা ॥ ছাড়ো...ছাড়ো...আমি বেন্দাবনে তীথে যাবো...

[হুক্কাকে টেনে ধরেছে ফেনী। হুক্কা ছাড়িয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে। টানাটানি চলছে। আলো নিভে যায়।

ঝুপসি অন্ধকার। দূরে দূরে শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যায়। জাফরিকাটা চাঁদের আলোয় একটা নেকড়েকে দেখা গেলো ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে। এদিক ওদিক থেকে নীহারির পাশে জড়ো হ'লো নীহারি, মোঙলা, পালানরা। কারো মুখে কালো কাপড় বাঁধা, কারো গায়ে এত লতাপাতা যে তাকে একটা চলমান গাছ বলে ভ্রম হচ্ছে। নেকড়ের ছদ্মবেশে হামিদ।]

নীহারি ॥ পাতালের ঘরে রয়েছে সব—সোনা মাপাচ্ছে—

জনেক ॥ আরো কতোক্ষণ? রাতভোর মাপ চলবে?

নীহারি ॥ সাত রাজার ধন মানিক। রাত ভোর হবার আগে ঐ কানা বেনেটার জান নিতে হবে!

মোঙলা ॥ হাঁ! না হ'লে রাত পোহালে ও সোনা নিয়ে পালাবে!

নীহারি ॥ কিন্তু সাবধান। কেউ যেন বুঝতে না পারে মান্‌ষের কাজ!

হামিদ ॥ হাঁ হাঁ, ওই আক্রাম সদ্দারের বেলা যেমন হলো...

নীহারি ॥ রাবণরাজা কিন্তু সন্দ করতে শুরু করেছে। নোনাবিলে মানুষের পা দেখে খানিক আন্দাজ করেছে। সাবধান। আধমরা হয়ে না বাঁচে...

[হামিদের হাতে বাঘের থাবা দেখা গেলো।]

হামিদ ॥ আসল থাবা।

নীহারি ॥ সোজা দখিন বিলের জঙ্গলে।

মোঙলা ॥ দু'জন মোতায়েন আছে, ঘাড়ে নে ছোটকে।

নীহারি ॥ পথে রক্ত না পড়ে।

হামিদ ॥ (থাবা পরা দু হাত তুলে) তুমি সঙ্কেত দিলেই নেকড়ে ঘাড়ে ঝাঁপাবে!

নীহারি ॥ সঙ্কেত পাবে! (থেমে) যেই মাত্তর আমার বাজনা বেজে উঠবে...

[পালান এতক্ষণ শুনতে শুনতে হঠাৎ ভয়ে আঁ...আঁ করে ওঠে।]

সকলে ॥ হেই। চুপ।

[পালান চাপা গোঙাচ্ছে, কিছু বলতে যাচ্ছে, মুখে কাপড় বাঁধা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না।]

মোঙলা ॥ পালান। কী করিস। সাড় পাবে।

পালান ॥ (ওর মুখের কাপড় খুলে) মুই পারবো না।

[জাফরির ওপাশে যোগিন্দর ছুটে আসে]

যোগিন্দর ॥ কি হ'লো?

পালান ॥ মোরে ছেড়ে দে তোরা। মুই খুন করতে পারবো না।

মোঙলা ॥ হেই।

[পালানের মুখ চেপে ধরে]

পালান ॥ মোর ভয় করে...মুই ঘর যাবো...

নীহারি ॥ (মোঙলাকে) যখন দলে কারে ঢোকাস, আগে দেখে নিসনে শক্ত লোক কিনা। যারে তারে ধরে এনে দল ভারী করিস.....

যোগি ॥ কি করে বোঝবো। পালান কাঁদতে লাগলো, বললে রাবণরাজারে খুন করবো, তখনই তো ওরে দলে টানলাম...ও যে কার্যকালে এইরকমটা করবে—

পালান ॥ মোরে ছেড়ে দে তোরা—

[পালান ছুটতে যায়।]

নীহারি ॥ না খেয়ে মরছ, গাছতলায় রাত কাটাও, তবু যে তোমার সব্বোনাশ করে তারে মারতে ভয় লাগে...মায়া লাগে...

হামিদ ॥ (পালানকে টেনে ধরে) তুমি সব কথা জেনে ফেলেছ,...এখন তো দল ছাড়া যাবে না! এই থাবাখানা তোমারই বুকে বসাব যে ভাই! সোজা দাঁড়াও!

মোঙলা ॥ যা করতে এয়েছ করো, নয় মরো...তুমি যে হাতে রক্ত লাগাবে না...শুদ্ধু

হয়ে ঘরে ফিরে সব কথা ফাঁস করে দেবা না, তার ঠিক কি...

যোগি ॥ এমন ভাবে মেরে না নিলে, ভূঁইভিটে আর ফিরে পাবিনে পালান—

হামিদ ॥ বিজলী! বিজলী! বিজলীর মতো গা ঝেড়ে ওঠো...আমরা পারি, তুমি পারো না কেন? কেন?

[হঠাৎ নেপথ্যে কারো গলাখাঁকারির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যেন বজ্রপাত হয়। মানুষগুলো দ্রুত সরে যায়। শুধু নীহারি দাঁড়িয়ে আছে। গোঁসাই ঢুকল। অন্ধকারে গজরাচ্ছে।]

গোঁসাই ॥ সোনা! সব সোনা সরিয়ে ফেলবে! আমার অংশ নেই! সব শশাঙ্ক!....কে! কে ওখানে! (দেশলাই জ্বালে) নীহারি নাকি!

নীহারি ॥ গোঁসাই নাকি!

গোঁসাই ॥ এতো রাতে এখানে কী করিস?

নীহারি ॥ তুমি বা মাঝরাতে কী বকবক করো?

গোঁসাই ॥ আমি তো দ্বীপ ছেড়ে চললাম রে নীহারি...

নীহারি ॥ সে কি! তুমি দ্বীপ ছেড়ে যাচ্ছ?

গোঁসাই ॥ আর কিসের আশায় থাকব! সব তো চলে যাচ্ছে। তাল তাল সোনা! এক আনা অংশও পাবো না!

নীহারি ॥ ইস্!

গোঁসাই ॥ ...জীবনপাত করে গাড়ি গাড়ি ধান ঢোকালাম তোর গোলায়, কার্তিকশাল, ধুলোবীজ, জ্ঞাতিশাল....ধানের পাহাড়...দোমোটে ফসল তুলেছি...নিজের মনে করে রক্ষে করেছি—আর আজ আমায় ঠেকাস—

নীহারি ॥ ভূষি। (হেসে) তোমার কপালে ভূষি! ছোটবাবু শেষে তোমারেও ফাঁকি দিল।

গোঁসাই ॥ হারামজাদা জাল গুটোচ্ছে! ভাইপোর দোহাই পাড়ে! শিখণ্ডী দাঁড় করিয়েছে। উড়ে এলো চিল, জুড়ে নিল বিল! বেজন্মার বাচ্চা!

নীহারি ॥ সত্যি কথা। তুমি না থাকলে সাধ্য ছিল না, এতো ধনদৌলত জমানোর—

গোঁসাই ॥ গুষ্টিনাশ করবো ওর! বুক ফেঁড়ে দেব! (থেমে) নে নীহারি, আমারেও তোর দলে নে।

নীহারি ॥ (চমকে) দল!

গোঁসাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আয় সবাই মিলে ওর বুক চিরে—

নীহারি ॥ নেশা করেছ নাকি? আমার আবার দল কি!

গোঁসাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর দল! আমার কাছে আর ঢাকিস নে, সব জানি।

নীহারি ॥ কী...কী জানো!

গোঁসাই ॥ সব...সব...! নেকড়ের খেলাটা কারা চালায় জানিরে জানি! চমকাস কেন? আঁধারে গা মিশিয়ে সব শুনলাম....! থাবাটা কার হাতে, আজ তাও দেখলাম!

নীহারি ॥ জেনে যখন ফেলেছ, সাবধান! কাকপক্ষী যেন টের না পায় গোঁসাই!

গোঁসাই ॥ নীহার ! আয়...দুজনে মিলে দলটা সাজাই....চালনা করি ! কংসারি ঠাকুরের পাঁজরা ভেঙে ফেলি !

নীহারি ॥ দল আমি একাই চালাতে পারি গোঁসাই...একাই পারি...

গোঁসাই ॥ পারবিনে, পারবিনে ! কংসারি দারুণ শিকারী...ওই, ওই দ্যাখ অতো বড় বড় জন্তু জানোয়ার কেউ রেহাই পায়নি তার কাছে ! একা সামলাতে পারবিনে ! আজ হোক কাল হোক ধরে সে ফেলবেই ! আমার সঙ্গে হাত মেলা ! কংসারির লাশ ফেলে দেবো। তারপর এ দ্বীপ আমাদের ! তোর আমার ! আধাআধি...গোটা দ্বীপ আধাআধি বেঁটে নেব, তুই আর আমি...

নীহারি ॥ সত্যি বলো, গোঁসাই, তুমি আর আমি ভাগ করে নেব সব ঐশ্বর্যি... !

গোঁসাই ॥ ভাগেরও দরকার নেই। তুই আমি কি আলাদা ? দুয়ে মিলে এক ! তোকে আমি রানী করে রাখব নীহার !

নীহারি ॥ সেদিন কি হবে গো, তুমি রাজা...আমি রানী ! (গোঁসাই নীহারির হাত ধরে। হাত ছাড়িয়ে) ছ্যাঁচড়া চোর। আজ বাবুর কাছে ঠাঁই না পেয়ে এলে পিরীত ফলাতে।

গোঁসাই ॥ নীহারি !

নীহারি ॥ মানুষগুলোরে চিৎ করে ফেলে লাথি ঝাড়ো, দেনার দায়ে বেঁধে...মুখের ভাত ফেলে দে...পেতলখানা পর্যন্ত কেড়ে আনো ! ভুলে গেছি ? প্রেমচন্দর। দ্বীপ ভাগ করতে আসো। দ্বীপ তোমার বাপের—

গোঁসাই ॥ তাহলে নিবিনে ! তোরাও আমারে নিবিনে ! (নীহারিকে লাথি মেরে) ওরে ছেনাল মাগী, চোদ্দবার পেট ফেলে ছোটবাবুর সঙ্গে গড়াগড়ি খেয়ে আজ বড় মানুষের দুঃখুতে পেরেম উথলে ওঠে ! তোর কীর্তি সব আমি ফাঁস করে দেব—

নীহারি ॥ ....হাঁড়িমারা শ্যাল...জানের মায়া থাকে তো ভাগ্, ভাগ্ এই দ্বীপ ছেড়ে !

গোঁসাই ॥ শয়তানী তোর আজ শেষ ! (নীহারিকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে) বড় দেমাক তোর, তাই না ?...রূপের দেমাক...উঁ ? আমারে মনে ধরে না ?

[গোঁসাই জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়ে নীহারির দিকে এগোয়। এক হাতে ওর কাপড় টানে। নীহারি পড়ে-যাওয়া বাজনাটা কোনোরকমে টেনে নিয়ে হঠাৎ বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে ঘর অন্ধকার হয়। অন্ধকার ঘরে ধস্তাধস্তি চলে। গোঁসাইয়ের বিকট আর্তনাদ শোনা যায়। তারপর স্তব্ধতা নেমে আসে, শ্বাসরোধী। একটু পরে বাইরের পথে কয়েকজনের পদশব্দ ও কথা শোনা গেলো। কে যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে। ঢুকল কংসারি। তার হাতে একটি লণ্ঠন। পেছনে হাবা। আলোয় দেখা গেলো ঘরে নীহারি বা গোঁসাই কেউ নেই। তবে ঘরখানা লণ্ডভণ্ড। জাফরিটা ভাঙা। আর গোঁসাইয়ের রক্তমাখা কাপড়খানা জাফরির গায়ে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে লুটোচ্ছে। নির্বাক কংসারি কাপড়ের কাছে গেলো, কাপড়টা তুলে ধরল। বাইরে তাকাল। সে কি দেখল, এই দ্বীপের দূর দিগন্তে ভয়ংকর

নেকড়ের শব্দহীন উল্লাস বিজলীর মতো আকাশপথে চমকাচ্ছে।]

কংসারি ॥ (বুকফাটা গলায়) গোঁসাই.....

[হামিদ ও যোগিন্দর ছুটে এলো।]

হামিদ ও যোগিন্দর ॥ (ভীত স্বরে) নেকড়ে ! ছোটবাবু আবার নেকড়ে ! এবার গোঁসাইরে নিয়ে গেছে...হুই নোনাবিলে...

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য পূর্ববৎ। পরদিন সন্ধ্যার মুখোমুখি। ঘনশ্যাম পোদ্দারকে দেখা যাচ্ছে, ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত। চুল খাড়া, চোখ রক্তবর্ণ, মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে। সুখী তাকে হাওয়া করছে। শশাঙ্ক তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ওদের মাথার ওপর ঘরের মধ্যে একটা মস্তবড় ঘণ্টা ঝুলছে।]

শশাঙ্ক ॥ ...ঘনশ্যামবাবু...ঘনশ্যামবাবু...

ঘন ॥ আমি আর থাকবো না...এক্ষুনি চলে যাবো !

শশাঙ্ক ॥ বলছি তো কাল সকালে যাবেন।

ঘন ॥ না না, আর এখানে রাত কাটাতে পারবো না মশাই !

শশাঙ্ক ॥ পাগলামি করবেন না ! সন্ধ্যেবেলা এখন অতো টাকার মাল নিয়ে যাবেন কোথায় !

ঘন ॥ মাল আমি নেব না !

শশাঙ্ক ॥ নেবেন না মানে ! মাপজোপ প্যাকিং পর্যন্ত হয়ে রয়েছে...নেব না ?

ঘন ॥ ও সোনা আমি হজম করতে পারবো না। ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাবো !

[ঘনশ্যাম লাফিয়ে দাঁড়ায়, শশাঙ্ক টেনে ধরে।]

শশাঙ্ক ॥ প্লীজ ঘনশ্যামবাবু !

ঘন ॥ না না ! মালটা শুধু নেব বলতেই একটা মানুষ খেয়েছে, পাচারের সময় আমায় খাবে মশাই ! উঃ ! এই ঘরের মধ্যে থেকে লোকটাকে তুলে নিয়ে গেলো ! অঁ ?

শশাঙ্ক ॥ ফরগেট দ্যাট্ ! গোঁসাইবাবুর মতো বেঘোরে প্রাণ আর যেতে দেব না ! জানোয়ারটার পথ বুঝেছি ! ওই, ওই দেখুন ঘণ্টা ! সারা বাড়ি জাল দিয়ে ঘেরা...জালে টান পড়েছে কি, ঘণ্টা বেজে উঠবে।

ঘন ॥ ঘণ্টায় ঘণ্টা হবে ! সত্যি যদি মানুষ-কাম-নেকড়ে অ্যাটাক করে, ঘণ্টা সামলাবো, না জীবনের শেষ ঘণ্টা ঠেকাবো, অঁ ?

শশাঙ্ক ॥ বিজনেস করতে গেলে রিস্ক নিতে হয়। ঘনশ্যামবাবু, আপনার মতো লোক এভাবে ভেঙে পড়লে...কিছু বলার নেই !

ঘন ॥ দেখুন মশাই...লাইফ রিস্ক নিয়ে থাকতে পারি, যদি দামে কিছু কমান।

শশাঙ্ক ॥ বেশ তাই হবে! দরে কমই দেবেন...বুঝতে পারছেন না কেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জ!

ঘন ॥ চ্যালেঞ্জ আছে আপনার আছে, আমার কি! আমি কেন মানুষ-কাম-নেকড়েকে চ্যালেঞ্জ করতে যাবো? বার-পিছু তিনশো টাকা ছাড়ুন!

শশাঙ্ক ॥ বেশ তিনশোই ছাড়্! দয়া করে পাগলামি বন্ধ করুন! মাথাটা ঠিক রাখতে দিন! সুখী, ওঁকে ওঁর ঘরে নিয়ে যা তো—

[ছুটতে ছুটতে হাবা ঢোকে। তার হাতে একটা খোলা ছুরি। শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে দু'কশে থুথু পাকিয়ে হাবা উত্তেজনায় গোঙাচ্ছে।]

শশাঙ্ক ॥ কি, কি হয়েছে! (হাবা পূর্ববৎ) যোগিন্দর! যোগিন্দর! ওঃ, লোকটার একটা কথা বোঝ যায় না।

ঘন ॥ যে দেশে ঘর থেকে জ্যান্ত মানুষ টেনে নিয়ে যায়—সে দেশের কিছুই বোঝা যায় না। (সুখীকে) জোরে বাতাস করো সোনা।

[খামার থেকে যোগিন্দর ছুটে আসে।]

দ্যাখো তো ওর কথা বুঝতে পারো কিনা—

[হাবা যোগিন্দরের সামনে হাত-পা নেড়ে গোঙায়।]

যোগি ॥ হুঁ বুঝেছি.....সুড়ঙ্গ দাদাবাবু!

শশাঙ্ক ॥ কী।

যোগি ॥ বলছে, একজোড়া সুড়ঙ্গ ধরা পড়েছে। মনসাতলায়...

শশাঙ্ক ॥ কিসের সুড়ঙ্গ।

[হাবা হাতে নাড়ে।]

যোগি ॥ বলছে আজ্ঞে নেকড়ের।

ঘন ॥ অঁ?

[সুখী ঘনশ্যামের মাথায় জোরে জোরে বাতাস করে।]

যোগি ॥ বলছে চা[illegible]বার দাগ। পশু-পশু গন্ধ।

ঘন ॥ অঁ? পশু-পশু গন্ধ! অঁ অঁ...

শশাঙ্ক ॥ প্লীজ ঘনশ্যামবাবু! কী বলছে, নেকড়ের সুড়ঙ্গ।

[ভেতর দরজায় কংসারি।]

কংসারি ॥ কই, আমি তো দেখিনি। (সবাই কংসারির দিকে ঘোরে) এই তো একটু আগে মনসাতলা দিয়ে এলাম, কোনো সুড়ঙ্গ দেখিনি তো!

যোগি ॥ লতাপাতা দে মুখ ঢাকা ছিল বাবু!

শশাঙ্ক ॥ গোপন বাসা!

ঘন ॥ খুঁড়ে গর্ত করে...আবার গর্তটা ঢেকে রেখেছে! এ নেকড়ে তো পি. ডব্লু. ডি-র বাবা!

কংসারি ॥ গর্তটায় ঘা দিসনি তো!

[হাবা মাথা ঝাঁকায়। নেপথ্যে কুকুরের ডাক শোনা যায়।]

কংসারি ॥ (দূরে আকাশে তাকিয়ে) সন্ধ্যের দেরি আছে! চল্ তো দেখে আসি....

[হাবা ও যোগিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে কংসারি বন্দুক হাতে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।]

ঘন ॥ বার পিছু পাঁচশো টাকা ছাড়তে হবে স্যার!

শশাঙ্ক ॥ পাঁচশো কেন? কথা হলো তিনশো...

ঘন ॥ তারপরে সুড়ঙ্গ দেখা গেছে! পাঁচশোর কমে আমি নেই!

শশাঙ্ক ॥ ওঃ..তাই হবে! যান, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন!

ঘন ॥ (ভেতরে যেতে যেতে) আমি যে কী রিস্ক নিয়ে আপনার এখানে থাকছি—কী বলব! যদি প্রাণেই না বাঁচি—এ সোনা কার ভোগে লাগবে, অঁ? দেখুন বুকের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে—(সুখীকে) আয়, আমায় একটু ধরে নিয়ে চল...

[ঘনশ্যাম ভেতরে গেলো।]

সুখী ॥ ....মা-কালী! মিন্‌সে কী ব্যাদড়া রে! ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁধোচ্ছে, ফের মালের দাম কমাচ্ছে। ভয় না—ভণিতে! আসলে....

শশাঙ্ক ॥ আসলে অ্যাকটিং...অভিনয়! শয়তান আমাদের দুর্বলতা বুঝে বুকের ওপর চেপে বসছে! ন্যাস্‌টি আগলি বীস্‌ট!

সুখী ॥ পারবে না—দাদাবাবু, তুমি পারবে না এদের সঙ্গে। সব শয়তান—চারধারে শয়তান। চলো দাদাবাবু, আমরা এখান থেকে চলে যাই—শহরে চলে যাই।

শশাঙ্ক ॥ পালিয়ে যাবো!

সুখী ॥ আমার মন বলছে, একটা সব্বোনাশ হতে চলেছে! হে মা-কালী, যদি তাই হয়...যদি তোমার কিছু হয়...

শশাঙ্ক ॥ যদি আক্রাম কি গোঁসাইবাবুর মতো দশা হয় আমার।

সুখী ॥ (শশাঙ্কর মুখ চাপা দিয়ে) ও কথা বলতে নেই!

শশাঙ্ক ॥ যাই হোক তবু এ দ্বীপ আর ছাড়তে পারব না। এই কাঁচা সবুজ দ্বীপ.....সবুজ সোনার দ্বীপ...এর নদীনালা গাছপালা সব....সব আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই দ্বীপে আমি বাঁচবো...এই দ্বীপে আমি মরব...

[সুখী আঁচল চোখে কেঁদে ফেলে।]

শশাঙ্ক ॥ সুখী....

সুখী ॥ তুমি আমার কথা শোনো দাদাবাবু, সোনাদানা রাজত্বির লোভ তুমি ছেড়ে দাও। দ্যাখো যখন এসেছিলে কী সুন্দর চেহারা ছিল তোমার—কদিনে আধখানা হয়ে গেছ। এখনো শোনো—

শশাঙ্ক ॥ তুই আমার কথা খুব ভাবিস...

সুখী ॥ তুমি বোঝো না, তোমার কোনো ক্ষেতি হলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? বাপ-মা ঘরে নেবে না, গাঁয়ের লোকও নেবে না...আমি কোথায় যাবো...দাদাবাবু, চলো আমরা দূরে কোথাও চলে যাই...

[সুখী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে চোখের জল চেপে ছুটে ভেতরে পালায়।

শশাঙ্ক সেদিকে তাকিয়ে আছে। খামার থেকে খগো পালান ও হামিদ ঢুকল। ধামা বস্তা ইত্যাদি জমা দিল।]

শশাঙ্ক ॥ এ কী! আজ এতো সকাল-সকাল ফিরে যাচ্ছ?

খগো ॥ সাঁঝের পরে আর বাহার থাকতে পারবো না বাবু...

শশাঙ্ক ॥ সাঁঝের দেরি আছে, অন্তত আধঘণ্টা...

পালান ॥ অনেকটা পথ যেতি হবে, রাস্তাঘাট ভালো না...

খগো ॥ কখন ঘাড়ের পরে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে...

শশাঙ্ক ॥ আশ্চর্য! বাদাবনের মানুষ তোমরা, বাঘে ভয় খাও!

চাষীরা ॥ হাঁ বাবু...বড্ড ভয়!

শশাঙ্ক ॥ ভয়! কেন ভয়! নরখাদক বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা মধু ভেঙেছ, কাঠ কেটেছ, আর আজ সব—আমি তো কিছুই বুঝছি না...ভয়টা যেন বেশি! যাক্, কাল কখন আসছ সব?

হামিদ ॥ কালকের কথা কাল হুজুর!

পালান ॥ আজ বেঁচে থাকলে, কালকের কথা বাবু...

[হাবা অধিকতর উত্তেজনায় গোঙাতে গোঙাতে ঢোকে। তার হাতে একটা কুকুরের চেন।]

শশাঙ্ক ॥ কী...আবার কী!

[হাবা কুকুরের চেনটা ধরে ভেঁউভেউ করে কাঁদে।]

আরে ওটা ধরে কাঁদিস কেন?

হামিদ ॥ (হাবার কথা বুঝে নিয়ে) বাঘা হুজুর!

শশাঙ্ক ॥ বাঘা!

হামিদ ॥ বাঘা মারা পড়েছে হুজুর!

শশাঙ্ক ॥ সে কি! এই তো একটু আগে ডাকছিল!

হামিদ ॥ (হাবার কথা ধরে নিয়ে) হঠাৎ লালাতে লালাতে শুয়ে পড়েছে! বাঘা আর নেই হুজুর!

খগো ॥ হায়রে হায়, ছোটবাবুর দুটো কুত্তাই গেলো!

শশাঙ্ক ॥ (হাবাকে চড় মেরে) রাস্কেল! কোথায় বাঘা! কি করে মরল! মরে যাবার খবর আনলি! (হাবা কাঁদে) ভগ্নদূত একটা! কোনোদিন ব্যাটা ভালো সংবাদ আনে না!

খগো ॥ অ হাবাদা, তার লাকটা কি ফোলা দেখলে! (হাবা ঘাড় নাড়ে) অই হয়েছে, এ লিশ্চয় আড়াবিষের কম্মো!

শশাঙ্ক ॥ বিষ!

খগো ॥ জংগলের আড়াবিষ পেটে গেছে গো! লাক ফোলবে, পেটটা জয়ঢাক হবে...জিব্বাখানা কালা আলংকাতরা মেরে যাবে—হায়রে হায়, ছোটবাবুর সাধের বুলুডগ আর নেইরে!

শশাঙ্ক ॥ চল্, বাঘাকে কবর দিতে হবে। তাড়াতাড়ি! কাকা ফিরে যেন ওর মরামুখ

দেখতে না পায়—

সকলে ॥ (যেতে যেতে) আঃ, ছোটবাবুর বুকের আর একখানা পাঁজর খসে গেলো গো—

[শশাঙ্কর পিছনে হাবা বেরিয়ে গেলো]

হামিদ ॥ কুত্তাটা গেছে...পথটা আরেকটু সাফা হলো—

খগো ॥ আজ তাহলে মোদের শেষ ঝাঁপ!

হামিদ ॥ শেষ ঝাঁপ! হয় আমরা থাকব, নয় এরা থাকবে! শেষ খেলা!

পালান ॥ শেষ খেলাটায় জিতব তো বুড়ো?

খগো ॥ এই তো মরদের বাচ্চা! প্যাটে জলবাঁধা পালান হলো বীর পালান...বহুতাচ্ছা!

হামিদ ॥ হেই! সূর্যি পলায়, আঁধার নামে!

পালান ॥ আমরা চল্লাম বুড়ো...

খগো ॥ যা, জিতে আয়...

[হামিদ ও পালান দ্রুত পায়ে চলে গেলো। হুক্কা একটা টিনের বাক্স বগলে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। বাক্সের গায়ে মোটা অক্ষরে লেখাঃ "সুখে থাকো"]

খগো ॥ হুক্কা ভাই, চললে কোথা, এই সাঁঝবেলায়?

হুক্কা ॥ তীথে...

খগো ॥ তীথে? এই কাঁচা বয়সে তীথে যাবা?

হুক্কা ॥ (সুর করে) বাবা ভোলানাথের চরণে সেবা লাগে...বাবা ভোলানাথ—

খগো ॥ তাহলে তুমি এবার ভোলানাথ ধরলে?

হুক্কা ॥ পুণ্যিপুকুরে চান করব...মাথার চুল ফেলে দেব...ন্যাড়ামাথায় গঙ্গামাটি মাখব...তারপর মালা গাঁথব....বনফুলের মালা...

খগো ॥ বাঃ বাঃ! তা মালাটা শক্ত দড়িতে গেঁথো, দরকারে গলায় দে ঝুলতেও পারবা!

হুক্কা ॥ (চোখের জল চেপে) বাবা ভোলানাথের চরণে সেবা লাগে...বাবা ভোলানাথ...

[হুক্কা ছুটে বেরিয়ে যায়।]

খগো ॥ আরে ও হুক্কা ভাই, শোনো গো শোনো.....

[খগো বেরিয়ে যায়। আঁধার নেমে এসেছে। সুখী জ্বলন্ত বাতিদান নিয়ে ঢুকছে, উল্টো দিক দিয়ে ঢুকছে কংসারি।]

কংসারি ॥ খালি...সুড়ঙ্গটাও খালি! সে নেই...সে কোথাও নেই...

[ভীত স্তব্ধ সুখীর চোখের ওপর চোখ রেখে]

অথচ আক্রাম...অথচ গোঁসাই...আমার বিশ বছরের দুই সঙ্গী চলে গেল! অথচ আজো আমার সেই অনুভব...পেছনে কে হাঁটছে...কে যেন আমায় টার্গেট করেছে...কে! কে সে!

[শশাঙ্ক ঢুকছে।]

শশাঙ্ক ॥ (রুক্ষ গলায়) কে তা তুমি ভাল করেই জানো। দেখেও তাকে তুমি দেখছ না—

কংসারি ॥ দেখতে পাচ্ছি না—অন্ধের মতো খালি হাতড়াচ্ছি—হয়রান হয়ে যাচ্ছি...অদৃশ্য শত্রুর পেছনে ঘুরে ঘুরে ফুরিয়ে যাচ্ছি শশাঙ্ক! আমার এমন হয়েছে, একবার, শুধু একবার চোখের দেখা দেখলে হয়! তার সেই ধারালো দাঁত...লোমশ রক্তবর্ণ দেহটা!...জংগল...কী নিবিড় জংগল...আমার দৃষ্টিপথ ঢেকে রেখেছে!

শশাঙ্ক ॥ নীহারিকে আমি গুলি করে মারব কাকা!

কংসারি ॥ নীহারিকে মারবে!

[সুখী ভয় পেয়ে ভেতরে যায়।]

শশাঙ্ক ॥ হ্যাঁ, সেই জানোয়ারটাকে বশ করেছে। আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে—সেই তাকে আড়াল করে রাখছে! আর সব জেনেও তুমি তাকে সহ্য করছ...প্রশ্রয় দিচ্ছ...এখনো সে আমাদের চোখের ওপর ঘুরে বেড়ায়! কাকা, এখনো কেন তুমি তাকে শেষ করতে দিচ্ছ না! একটা সামান্য বাদাবনের মেয়ের জিদের কাছে হেরে যাবে!

কংসারি ॥ লজ্জা হয় শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক ॥ ডোন্‌ট বি সেন্টিমেন্টাল! আরে শত্রু যে, সে শত্রু! তুমি বাধা দিয়ো না কাকা, ওকে শেষ করে ফেলব!

কংসারি ॥ তার আর দরকার হবে না শশাঙ্ক, একটা রাত আমায় সময় দাও। আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে নেকড়েটা আবার বেরুবে!

শশাঙ্ক ॥ তার কি ঠিক আছে?

কংসারি ॥ আছে আছে। আমি আগেভাগে বুঝতে পারি। তৈরী থাকো! তাকে আজ আমরা শেষ করব শশাঙ্ক। মনে হচ্ছে আজ সে হয়ে উঠবে দুর্বার! আমি তার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি! আজ জ্যোৎস্না রাত...নেকড়েটা আজ মরবে! কিছুক্ষণের মধ্যেই—

[হঠাৎ ঘনশ্যাম বিকট শব্দ করে ছুটে এলো। থরথর করে কাঁপছে।]

ঘন ॥ ভূত...ভূত...

শশাঙ্ক ॥ ভূত!

ঘন ॥ কাকাবাবু! আমাকে ছেড়ে দিন।

শশাঙ্ক ॥ আরে কী হ'লো বলবেন তো!

ঘন ॥ ভূত! ভূত!

[ঘনশ্যাম ধপ করে বসে পড়ে]

কংসারি ॥ (ঘনশ্যামের গায়ে হাত দিয়ে) এ কী! হাত-পা যে ঠাণ্ডা—

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু...

কংসারি ॥ (পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে) দাও, খাইয়ে দাও...

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু...ঘনশ্যামবাবু...বি স্টেডি...

ঘন ॥ ভূত !...

শশাঙ্ক ॥ হাঁ করুন তো। ব্র্যান্ডি খান !

[ঘনশ্যাম ঢকঢক করে মদ খাচ্ছে]

ঘন ॥ অঁ...অঁ...

শশাঙ্ক ॥ দূর মশাই, ভূতটা দেখছেন কোথায় !

ঘন ॥ জানালায়। এমনি এমনি করে ডালপালা দুলিয়ে দুলিয়ে একটা গাছ—হাঁটছে !

শশাঙ্ক ॥ গাছ হাঁটছে ! আপনি চোখে দেখলেন !

কংসারি ॥ ব্র্যান্ডিতে হবে না ! তাড়ি আনাও......

ঘন ॥ মাইরি বলছি কাকাবাবু...গাছ হাঁটছে ছুটছে ! পরিষ্কার দেখলাম। কাকাবাবু, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিন।

কংসারি ॥ এর মধ্যে ! সবে চলন্ত গাছ দেখেছেন—এবার ছুটন্ত নেকড়ে দেখুন—আপনার মানুষ-কাম-নেকড়ে !

ঘন ॥ (কেঁদে ফেলে) আর আমাকে ভয় দেখাবেন না কাকাবাবু—

কংসারি ॥ লোকটাকে চাঙ্গা করো শশাঙ্ক। যেমন করে হোক্ চাঙ্গা রাখো ! কাল মাল নিয়ে যাবে।

[কংসারি ভেতরে গেলো]

ঘন ॥ না না, আমার হাত পা খুলে যাচ্ছে স্যার...আমি মাল নেব না....বিনি পয়সায় দিলেও না...

শশাঙ্ক ॥ (ঘনশ্যামকে ধরে পাথরের কাছে টেনে নিয়ে যায়) টাচ্ ! টাচ্ ইট ! হাত ছোঁয়ালেই দেখবেন শরীরে দানবের শক্তি ! টাচ্ ইট্ !

[ঘনশ্যাম পাথরটা ছোঁয়। এক-চোখ-কানা চশমা সমেত তার চোয়ালটা ঝুলে পড়ে। একটা ভয়াবহ দানব। শশাঙ্ক ভয় পায়।]

ঘন ॥ (নেশায় হাঁপাতে হাঁপাতে) মেয়েমানুষ দিতে পারেন স্যার !

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু !

ঘন ॥ একটা মেয়েমানুষ দিন ! আমি ঠিক চাঙ্গা হয়ে যাবো ! ব্যবস্থা করুন !

শশাঙ্ক ॥ এসব কি বলছেন ঘনশ্যামবাবু ?

ঘন ॥ যেখান থেকে পারেন নিয়ে আসুন ! না পারেন তো আমায় ছেড়ে দিন ! আমি আপনার সোনা কিনব না !

শশাঙ্ক ॥ (স্বগত) ব্ল্যাকমেইলিং করছে ! বীস্ট !

ঘন ॥ কাকা-ভাইপোয় তো যথেষ্ট ভোগ করেছেন ! আমাদেরও একটু ছাড়ুন। অতো কি ভাবছেন মশাই, আপনার ঘরেই তো রয়েছে।

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু !

ঘন ॥ শুধু পাকা সোনায় হবে না আমার—কাঁচা চাই...কাঁচা সোনা। হ্যা হ্যা হ্যা...বাগিচায় বুলবুলি তুই...হ্যা...হ্যা...হ্যা—হবে ? ওকেই আমার চাই !

শশাঙ্ক ॥ হুঁ, হবে। (জোরে ডাকে) সুখী...

[সুখী ঢোকে।]

সুখী ॥ বড় ভয় করছে গো !

শশাঙ্ক ॥ দূর বোকা ! ভয় কিসের !

সুখী ॥ সারাটা বাড়ি জাল দিয়ে ঘেরা !

শশাঙ্ক ॥ তাতে ভয় কি !

সুখী ॥ যার জন্যে জাল...সে ছাড়া রয়েছে, বন্দী হয়ে গেছি আমরা। চলো দাদাবাবু, দ্বীপ ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাই।

শশাঙ্ক ॥ পাগলামি করিস না তো ! সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন শোন, রাত হয়েছে—তুই ঘনশ্যামবাবুকে নিয়ে ওর ঘরে যা—

সুখী ॥ (চাপা গলায়) না বাপু, ঐ লোকটার সামনে যেতে বলো না ! পাকা খচ্চর !

শশাঙ্ক ॥ আঃ, যা বলছি কর ! রাতটা ওঁর কাছে থাকবি তুই।

সুখী ॥ কী বলছো গো দাদাবাবু ?

শশাঙ্ক ॥ বুঝতে পারছিস না ? আজকের রাতটা ওঁকে খুশি করবি তুই—

[শশাঙ্ক প্রস্থানোদ্যত। সুখী ওর হাত টেনে ধরে।]

সুখী ॥ দাদাবাবু...

ঘন ॥ আয় আয় আয় ! কাঁচা সোনা আমার। বাগিচায় বুলবুলি তুই...(সুখীর দিকে টলমল পায়ে এগোয়) দুল গড়িয়ে দেব, নাকে তারাফুল, সোনার চিরুনি। (গুনগুন করে) আমার বুলবুলি...কাঁচা সোনাটি। হ্যা হ্যা হ্যা—

সুখী ॥ (পাগলের মতো) তুমি আমারে জানোয়ারের ঘরে রাত কাটাতে বলছ !

শশাঙ্ক ॥ তুই তো জানিস কি বিপদে পড়েছি আমি ! ঘনশ্যামবাবুকে খুশি করতে না পারলে....লক্ষ্মী সুখী, আমার জন্যে এটুকু করবি না তুই ?

সুখী ॥ বেনের কাছে বেচে দাও আমারে—

শশাঙ্ক ॥ টাকা দেব—অনেক টাকা—

সুখী ॥ দাদাবাবু—এই তোমার ভালোবাসা !

শশাঙ্ক ॥ ভালোবাসা। ভালোবাসা কিরে। আমি কি তোকে ভালোবাসি নাকি—

[সুখীকে ঘনশ্যামের দিকে ঠেলে দেয়]

যা—

ঘন ॥ আয়—আয়—আমি তোকে ভালোবাসব—খুব করে ভালোবাসব বুলবুলি...

শশাঙ্ক ॥ ঘনশ্যামবাবু, আর কোনো আব্দার নেই তো আপনার...

সুখী ॥ (শশাঙ্ককে) শয়তান ! কংসারি ঠাকুরের ওপর যাও তুমি ! সোনাও বেচ, মানুষও বেচ ! আমারে ভোগ করে, এখন বলো ভালোবাসো না !

[সুখী প্রস্থানোদ্যত]

ঘন ॥ পালিয়ে যাচ্ছে...ধরুন...

সুখী ॥ (একটা কাটারি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়) বেজন্মার বাচ্চা ! গায়ে হাত দিয়েছ কি, মা-কালী, এক কোপে মুন্ডু নামাবো ভুঁয়ে !...ওগো তোমরা কোথায় আছো গো...ওরে হুঙ্কারে...

[সুখী খামারের দিকে ছোটে]

ঘন ॥ চলে গেল...আমার বুলবুলি চলে গেল...আমার সওদা চলে গেল...

শশাঙ্ক ॥ ধর্ তো ওকে! ধর্...

[সুখীকে তাড়া করে শশাঙ্ক ও ঘনশ্যাম সেই জ্যোৎস্নারাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। কংসারি ঢুকল। কংসারি আরো কুঁজো...আরো ক্লান্ত। হাতে মদের বোতল। ঢক ঢক করে খানিকটা খায়।]

কংসারি ॥ এই তো রাত হয়েছে...জোছ্না ফুটেছে, জনমানব নেই...নিঝুম....এবার সে আসুক! অন্তত একবার! দরজা খোলা, সোজা চলে আসুক...কোথায় রে তুই....আয়...

[কংসারি যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।]

...ওঃ, একটা শিকার যেন আমায় হনো করে দিল...

[বন্দুকটা সরিয়ে]

...এবার আয়। (থেমে) বন্দুক রেখে দিলাম—আসবি না, তবু আসবি না! তোর সিন্ধুক ফাঁকা হয়ে যাবে কাল, এখনো চুপ করে থাকবি! এতো ভীরু তুই!

[একটু থেমে গায়ের তাবিজগুলো খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলে।]

...জঙ্গল...সারা দেহে যেন একটা ঘন জঙ্গল গজিয়ে উঠছে...চোখ-কান ঢেকে ফেলেছে...কই, এবার আয়! রক্ষেকবচ ফেলে দিয়েছি, আয়, মারতে আয় আমায়...

[হঠাৎ বাইরের দরজায় নীহারিকে দেখা গেলো। নীহারির সাজসজ্জায় আজ আগুন জ্বলছে।]

কংসারি ॥ তুই!

নীহারি ॥ হ্যাঁ...

কংসারি ॥ নীহার!

নীহারি ॥ বলো...

কংসারি ॥ (এক কোণে সরে গিয়ে) নীহার! নীহার এসেছে। সেও তবে আসবে! এখুনি আসবে! (নীহারির দিকে ঘুরে) কিরে, আজ যে এতো সাজগোজ...

নীহারি ॥ তোমার কাছে না সেজে কবে আসি!

কংসারি ॥ (ভেতরে উত্তেজনা) কালো কপালে টকটকে আগুনের গোলা! তোকে বড় ভাল লাগছে রে নীহার! বেশ লাগছে...তুই এখনো কতো ছেলেমানুষ!

নীহারি ॥ তুমি কিন্তু হঠাৎ কিরকম বুড়ো হয়ে গেলে...

কংসারি ॥ (হেসে) তোকে দেখলে এখনো রক্ত সেই আগের মতোই উদ্দাম হয়!

[নীহারি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।]

কংসারি ॥ কী হলো? হঠাৎ এসব কি?

নীহারি ॥ যদি আর দেখা না হয়...যদি রাত পোহাবার আগে—

কংসারি ॥ (চাপা উত্তেজনায়) কী? কী হবে? রাত পোহাবার আগে...তোর ছেলে

আমায় ছিঁড়ে খাবে?

নীহারি ॥ বা যদি তোমার ছেলে আমারে ফুঁড়ে মারে। আর তোমারে দেখতে পাবো না এ জন্মে...

[নীহারি টিপটিপ করে মাথা কুটছে।]

কংসারি ॥ (হেসে) তুই বুঝি শশাঙ্কর কথা শুনেছিস?

নীহারি ॥ আমাকে দেখামাত্তর গুলি করে মারবে।

কংসারি ॥ বেচারা। বেচারা বুঝতেই পারছে না, কেন দেখামাত্তর তোর দিকে ট্রিগার টিপি না। হাঃ হাঃ হাঃ...বুঝতেই পারছে না।...সত্যি নীহার, শুধু ও কেন, জগতের যে কোনো লোক আমাদের এ অবস্থায় দেখলে আঁতকে মরে যাবে।

নীহারি ॥ কেন?

কংসারি ॥ কেন? আমাদের মতো দুটো বেয়াড়া শত্তুর, যারা একে আরেক জনের বুকের রক্ত ঝরাবে বলে তাক করছে—একটু অন্যমনস্ক হলেই মুহূর্তে টুঁটি টিপে ধরবে...তারাই কিনা...(নীহারিকে টেনে নিয়ে) পরস্পরের গায়ের গন্ধ শুষে নিচ্ছে—শরীরের তাপে শরীর শুকোচ্ছে। আরাম লাগছে আমার, দারুণ আরাম।

নীহারি ॥ সে সব দিনের কথা তোমার মনে আছে ছোটবাবু?

কংসারি ॥ তোকে দেখলে মনে পড়ে। সেদিন তুই ছিলি ঠাণ্ডা ভীরু একটা কবুতর। মুঠোর মধ্যে ধরা দিয়ে তিরতির করে কাঁপতিস...আজ তুই শক্ত দামাল বেয়াড়া...

[চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে।]

....আমি এঁটে উঠতে পারিনে...ক্ষেপে যাই...কিন্তু আরাম পাই...

নীহারি ॥ মনে পড়ে ছোটবাবু....এমনি কতো চাঁদনি রাতে—

[কংসারির আঙুলগুলো নীহারির চুলের মধ্যে ঘোরে, কণ্ঠ অসংযত]

কংসারি ॥ ...কতো চাঁদনি রাতে...মাঠে ধানক্ষেতে শালচারার নিচে...দুজনে আমরা কতো রাত কাটিয়েছি...ঝোপের মধ্যে থেকে বেতফুলের গন্ধ ভেসে আসে......হোগলা বনের মধ্যে ময়াল সাপেরা সরসর করে...ভয় পেয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তুই আমায় জড়িয়ে ধরিস...রঙ্গ! রঙ্গ। কত রঙ্গই না জানতিস...

নীহারি ॥ মাঠের মধ্যে হিম পড়তো...নেহের ঝরে পড়তো ধানের শীষে...আমি ভোরবেলা ঠেলা মেরে তোমার ঘুম ভাঙাতাম....রাজাবাবু ওঠো...ওঠো....কাক ডেকেছে,রোদ উঠেছে, রাজাবাবু ঘরে চলো...

কংসারি ॥ (থেমে) তখন তোর পেটে ও এসেছে...

নীহারি ॥ হ্যাঁ, তোমার আমার ছেলে...

কংসারি ॥ (থেমে) কেন ভাবলি আমার সর্বস্ব দেব তোর ছেলেকে!

নীহারি ॥ বুঝতে পারিনি, আমারে নিয়ে শুধু খেলাই করেছ, ঐশ্বয্যির ভাগ তুমি

দেবে না!

কংসারি ॥ তুই বড্ড লোভী! এখনো ভেবে বসে আছিস, ওই ছেলে এই ঐশ্বর্য ভোগ করবে—

নীহারি ॥ (হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে) না গো না। আর তা ভাবিনে। সে যে আমার সব ভাবনার বাহার চলে গেছে গো!

কংসারি ॥ কী হয়েছে?

নীহারি ॥ মরে গেছে—বাছা আমার সব হিসেব চুকিয়ে চলে গেছে গো—

[কংসারির হাত থেকে মদের পাত্রটি পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল।]

কংসারি ॥ কে! কে মারা গেছে!

নীহারি ॥ পুত্তুর!

কংসারি ॥ নেকড়েটা!

নীহারি ॥ ওসব আধা-মানুষ আধা-জানোয়ার ভুবনে বেশিদিন থাকে না গো!

কংসারি ॥ মরে গেছে! বলিস কিরে! সে নেই!

নীহারি ॥ মিছে আর বনবাদাড়ে ঢুঁড়তে হবে না তোমারে...তোমার শত্তুর চলে গেছে!

কংসারি ॥ আর সে বেরুবে না, আমাকে তাড়া করবে না!

নীহারি ॥ ওগো বাছারে আমার এই মাত্তর মাটিতে পুঁতে রেখে আসছি!

কংসারি ॥ পাথর...বুকের ওপর থেকে পাথর নেমে গেল আমার!

নীহারি ॥ (কাঁদছে) বাছারে...আমি তোর হতভাগী মা...কদ্দিন আগলে রেখে রেখে...

[একমুঠো চুল বার করে।]

এই দ্যাখো তার মাথার চুল কেটে এনেছি....এই একটা চিহ্ন!

কংসারি ॥ এই কি তার চুল! কী ভীষণ কালো.....হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সেই দুর্গন্ধ....তন্দ্রার মাঝে এই গন্ধ পেয়েছিলাম! ওঃ, বেঁচে গেছি! নেই! সে নেই! ধানের গোলা...সোনার সিন্দুক...আমার ঐশ্বর্য...কোনো ভাগীদার নেই...ভিকট্রি! ভিকট্রি! শশাঙ্ক! ইউ আর সেভড্! ওঃ, বনে জংগলে কতো দিন আমার কীভাবে কেটেছে...নিত্য মনে হয় কে যেন ধরলো...কে যেন ধরলো! সেই বিকট, সেই ধূর্ত জানোয়ারটা আর নেই....হুর্‌রে! হুর্‌রে!

[কংসারি আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে চুলের গোছা ওড়ায়। দেখেনি নীহারি কখন বুকের নিচে থেকে বাঘের থাবাটা বার করে হাতে পরে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। কংসারি আনন্দে বেসামাল হতেই নীহারির থাবা তার চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।]

কংসারি ॥ (আর্তনাদ)

নীহারি ॥ (হেসে ওঠে) নেকড়ে! নেকড়ে!

কংসারি ॥ বন্দুক! আমার বন্দুক!

[কংসারির দু চোখে রক্তের ধারা নেমেছে, সেই অবস্থায় বন্দুকটা ধরতে ছুটেছে। ঝুলন্ত ঘণ্টা দুলে ওঠে।]

নীহারি ॥ (ছুটে গিয়ে বন্দুকটা ধরে ফেলে) মনে পড়ে, মানুষের ভুঁইভিটে কেড়ে

নিয়ে তোমার দোরের ভিখিরি করেছ, জ্যান্ত মানুষের বুকের পরে গাড়ি ছুটিয়েছ, মনে পড়ে, মনে পড়ে নতুন বরেরে আমার লাঠি মেরে ঘাড় ভেঙেছ! তোমারই কালা রক্তে এই পেটে কুচ্ছিত দানো জন্মেছিল ঠাকুর।

কংসারি ॥ সর্বনাশী শয়তানী!...তুই! তবে তুই!

নীহারি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি...আমরা...নেকড়ে টেকড়ে সব ভুয়ো, আমরা আমরা! এ দ্বীপ যাদের, তারা! এখনো বোঝনি শয়তান, আমরা ছাড়া আর কারা মারবে তোমারে! নিয়ে যা...শয়তানের হাতিয়ার নিয়ে যা...

কংসারি ॥ (যন্ত্রণায় টলতে টলতে) তোরা....তোরাই নেকড়ে! তবে তোর পেটের ঐ জানোয়ারটার গপ্পো শুধু গপ্পো!

[অন্ধ কংসারি নীহারিকে খুঁজছে।]

কই কোথায় গেলি! রাক্ষসি, কোথায় গেলি!

[নীহারি বন্দুক নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেলো। ঘণ্টা বাজছে। নেপথ্যে প্রবল কলরোল। শশাঙ্ক ঢোকে।]

শশাঙ্ক ॥ জাল ছিঁড়ে মানুষ ঢুকছে কাকা...(কংসারিকে দেখে) এ কী।

কংসারি ॥ শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক ॥ কাকা!

[কংসারিকে জড়িয়ে ধরে]

কংসারি ॥ ওরা আমার চোখ দুটো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

শশাঙ্ক ॥ নেকড়ে!

[নেপথ্যে হৈ হৈ]

কংসারি ॥ কী বোকা! কী বোকা আমরা শশাঙ্ক....চারপাশে শুধু মানুষের পা...আর আমরা খুঁজছি নেকড়ে! একবারো সন্দেহ করিনি ওই আধমরা মানুষগুলোকে।.....অন্ধ! আমরা অন্ধ!

[ঘনশ্যাম সোনার ব্যাগ নিয়ে ছুটে আসে।]

ঘনশ্যাম ॥ ওরা আসছে! ও মশাই, এ সোনা নিয়ে করি কি!

শশাঙ্ক ॥ (পিস্তল বার করে) আমার সোনা! এক বিন্দু সোনা যেন না নিতে পারে—এক বিন্দু না—

ঘনশ্যাম ॥ প্রাণ বাঁচাই, না সোনা বাঁচাই!

কংসারি ॥ পালাও...পালাও...পেছন দরজা দিয়ে পালাও...পালাও তোমরা...

[হৈ-চৈ বাড়ছে। খামারে মশালের আলো। ওরা পালাতে যায়। নীহারি ঢোকে।]

নীহারি ॥ সোনা রাখ্...

শশাঙ্ক ॥ জানোয়ারের দল! নেকড়ের দল!

নীহারি ॥ আমরা না তোরা...আমরা না তোরা নেকড়ে! রাবণরাজা, তোমার দাপটে ওরা কুচ্ছিত জন্তু হয়ে লড়েছে। মানুষ মেরেছে! শয়তান তোমার সাথে লড়তি গেলে জন্তু হওয়া ছাড়া আর পথ নেই!

[কংসারি হাতড়াতে হাতড়াতে বিকট গর্জনে নীহারির গলা খামচে ধরে।]

নীহারি ॥ যার দ্বীপ সে দখল নেবে...বিশ বছর পরে...জাল আটকে মরবি তোরা...ওপারের জানোয়ার...

[নীহারি ও কংসারি দুজনে দুজনের গলা চেপে ধরেছে। শশাঙ্ক নীহারিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।]

শশাঙ্ক ॥ ব্ল্যাক বীচ...

[নীহারি আর্তনাদ করে পড়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়, এবং দড়ি টেনে ঘণ্টাটা বাজাতে থাকে। চাষীরা ঢুকছে। কারো মুখে কালিমাখা, কারো গায়ে ডালপালা বাঁধা, কারো হাতে বাঘের থাবা, গায়ে পশুর চামড়া, মুখে লম্বা ধারালো দাঁত। পিঠে কারো তীর-ধনুক। সবার গলায় জয়োল্লাস। রক্তাক্ত নীহারি ঘণ্টাটা দোলাতে দোলাতে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঘণ্টাটা ঘুরছে, বাজছে।]

—ঃ যবনিকা ঃ—

দর্পণে

শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

চরিত্রলিপি

বিজনবিহারী	ইন্দ্রনাথ
সিতিকণ্ঠ	তর্করত্ন
চুড়োমামা	গুরুচরণ
নাটুলাল	কুঞ্জবিহারী
কালিদাস	দুকড়ি
ঘোষক	তুফান
প্রম্পটার	যুবকবৃন্দ
গ্রামবাসিবৃন্দ	মনোরমা
শরৎশশী	অভয়া

দর্পণে শরৎশশী

প্রথম অভিনয় ঃ তপন থিয়েটার, ২৬শে নভেম্বর

প্রযোজনা ঃ নিভা আর্টস

মঞ্চ ঃ খালেদ চৌধুরী

আলো ঃ তাপস সেন

যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা ঃ অলোকনাথ দে

পুরাতনী সুর ঃ দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশনা/সঙ্গীত পরিকল্পনা ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ে

বিজনবিহারী– অশোক মিত্র
সিতিকণ্ঠ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
চুড়োমামা—দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়
নাটুলাল—আশিস মুখোপাধ্যায়
কালিদাস—রমেশ মুখোপাধ্যায়
ঘোষক—সুরাজ মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রনাথ—গৌতম দে
তর্করত্ন—নির্মল ঘোষ
গুরুচরণ—আনন্দ মুখোপাধ্যায়
কুঞ্জবিহারী—সুব্রত সেনশর্মা
দুকড়ি—কৌশিক সেন
তুফান—চঞ্চল ঘোষ
প্রম্‌পটার—নীহার চক্রবর্তী

গ্রামবাসি/যুবকবৃন্দ

তমাল মুখোপাধ্যায়, তপন, গোপাল দাস, খোকন, মদনমোহন, বিধান, গৌতম, অভিজিৎ, সঞ্জয়, অজিত, খোকন, বাঁটুল, দেবাশিস, গোপাল, অমর ভট্টাচার্য্য, সরোজ রায়, সমীর ব্যানার্জী

মনোরমা—বাসবী নন্দী
শরৎশশী—লাবনী সরকার
অভয়া—ঝুমুর ভট্টাচার্য্য

প্রস্তাবনা
মনোরমার গল্প

[তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোলমুখে ফাঁদিনথ। স্থূলাঙ্গিনী, বর্ষীয়সী। চুল একটিও পাকে নাই। পাতাকাটা ঘনকালো কেশরাশি তাহার লোমচর্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। দৃশ্যচিত্রহীন বৃত্তাকার আলোকপটে দর্শকের মুখোমুখি সে, গান গাহিতেছে।]

মনোরমা॥ [গান] কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়...
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত
হেরিয়া অধিনীচিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়।

(যুক্ত করে, ভক্তি ভরে) গানখানি গিরিশচন্দ্রের। নেশানাল থিয়েটার দল ভেঙে যাচ্ছে...সাঙ্গ হ'লো শেষ রজনীর অভিনয়। গিরিশবাবুর লেখা গান...এই গান গেয়ে নাট্যশালা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ভাঙাদলের নটনটীরা। (থামিয়া) আমারো এবার বিদায় নেবার সময় হ'লো। থিয়েটারের জীবন সাঙ্গ হবে। যে কোনো দিন...(থামিয়া) তবে এ গীত কি আমার মুখে মানায়? কে আমি? গোলাপসুন্দরী না...সুকুমারী না...বিনোদিনী দাসীর নখেরও যুগ্যি না। আমি মনোরমা..জন্ম আমার পতিতাপাড়ায়, পতিতা মায়ের পেটে।....নাক ফুটিয়ে নাকছাবি পরার আগে চলে এলাম থিয়েটারে। থিয়েটারে ছোটখাটো পার্ট করা মেয়ে আমি, সামান্য নটী।

[মুহূর্তকাল মৌনী থাকে মনোরমা। মাথা ঝাঁকায়। অশ্রুবিন্দু চড়াইপাখির চঞ্চলতায় চোখের কোলে ছটফট করে। পূর্বের গানটির মধ্যাংশ গাহে]

মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি
হাসাইছে বসুমতী
আমারে কাঁদায়।

ভাগ্যকেই বা কেন দুষি? নাই বা পেয়েছি ঐশ্বর্যখ্যাতি...যা পেলাম তাই বা কজন পায়? থিয়েটারে ঢুকে পঙ্ক থেকে তো উদ্ধার পেলাম। গেলাম না শিয়াল-কুকুরের ভোগে। ঘরসংসার করেছি, সমাজ পেয়েছি...আবার কী চাই? লোকে মথুরা বেন্দাবন যায় তীর্থ করতে, আমার তীর্থ থিয়েটার...থিয়েটার আমার ধাই-মা। (মুহূর্ত পরে)

আজ আমার একটাই বাসনা—ঐ পঙ্ক থেকে যতো মেয়েকে পারি টেনে আনি থিয়েটারে। আমার মায়ের আশ্রয়ে এনে দাঁড় করাই। (নীরবতা) সেদিন একটা মেয়েকে দেখলাম। মাঝরাত। শো ভাঙার পর ফিরছি আমার ভালুকপাড়ার বাসায়। বিডন স্ট্রীটের মোড়ে দেখি ডাগর-ডোগর মেয়েটা...ভয়-থমথম মুখখানা...চঞ্চল দুটো চোখ...উপুড়-ধাপুড় করে রাস্তা পেরোচ্ছে। সঙ্গের পুরুষটা কে? গ্যাসবাতির নিচে আসতে দেখি—কে? ও যে নাটুলাল! বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। চিনি...নাটু শয়তানটা আমার খুব চেনা। বুঝতে দেরি হ'লো না, মেয়েটাকে নাটুলাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। শিকার...মেয়েটা ওর নতুন শিকার! কোচোয়ানকে বলি, গাড়ি থামাও। বললাম তো, কিন্তু করবোটা কী, মেয়েটাকে বাঁচাই কীভাবে! আমার ক্ষমতা কী ঐ শয়তানের মুঠো থেকে মেয়েটাকে কেড়ে আনি! কেড়ে নিয়ে রাখব কোথায়! দিশা পাই না...হঠাৎ মনে পড়ল পাঁচক্ষীরের কথা। পাঁচক্ষীরে জমিদার বাড়ি থিয়েটার হবে। আমার সেখানে যাবার কথা। যদি মেয়েটাকে নিয়ে পাঁচক্ষীরে সরে পড়া যায়...

[মনোরমার কণ্ঠ বাহিয়া আঁধার নামিয়া আসিল। মুহূর্ত না কাটিতে পুনর্বার আলোকবৃত্তটি ফিরিলে ঐ স্থলে সিতিকণ্ঠকে দেখা গেল। তাহার মূর্তি দুঃস্থ মলিন, শতজীর্ণ কম্বলে ঢাকা। চুল-দাড়ির অরণ্যে কোটরগত চক্ষুদ্বয় জ্বলিতেছে।]

সিতিকণ্ঠর গল্প

সিতিকণ্ঠ ॥ এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল
কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি?

(থামিয়া একটি শব আগলে বসে আছি। আমার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। আজো পচেনি, গলেনি। দিন মাস ঋতু পার হ'লো কতো, দেহটার উষ্ণতা কমে না। চোখের তারা ম্লান হয় না। সুঘ্রাণ হারায় না।...এমন সুবাসিত প্রস্ফুটিত মৃত নিয়ে কে কবে ঘর করেছে?...নির্জন অন্ধকারে আমরা—আমি আর সরোজিনী। কেউ কোথাও নেই। আত্মীয় না, বন্ধু না। না মানুষের সমাজ। ক্ষৌরকার আমার কাছে আসে না, রজক আসে না। দোকানী আমার কাছে সওদা বেচে না। যে দ্যাখে সেই দূরদূর করে। (নীরবতা, অস্থিরতা) সরোজিনী, আর কতোকাল তোমায় নিয়ে কাটাবো?

ছাড়ো, আমার গলা ছাড়ো। কতকাল রঙ মাখিনি, মঞ্চে উঠিনি, দর্শকের সামনে দাঁড়াইনি। থিয়েটার না করে আর যে পারি না। ছেড়ে দাও সরোজিনী। ঐ শোনো বাঁশি বেজেছে...পাঁচক্ষীরায় আবার থিয়েটাবের বাঁশি বেজেছে। সরোজিনী, আর আমায় মিথ্যে মায়ায় বেঁধে রেখো না।

[ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া]

ওই উষা—ও ও ছায়া
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা এ সকলই।
হেরি আজ নিবিড় আঁধার
আমি কার, কে আছে আমার
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?

[আলো নিবিল। সিতিকণ্ঠ অন্তর্হিত হইল। এবার মঞ্চে ঘোষকের আবির্ভাব।]

ঘোষক ॥ এ কাহিনী প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার নাট্যের কাহিনী। কলিকাতা হইতে বহুদূরে কপোতাক্ষতীরে পাঁচক্ষীরার জমিদার বাটিতে সেবার মহা শোরগোল। কোজাগরী পূর্ণিমায় থিয়েটার হইবে। নাটক—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নীলদর্পণ। মফঃস্বল পাঁচক্ষীরার সখের থিয়েটারে সেই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনয় করিবে নারী। আরো একটি কারণে সেবারের আকর্ষণ তুঙ্গে। কলিকাতা হইতে স্বয়ং নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঁচক্ষীরায় আসিতেছেন ঐ অভিনয় দর্শন করিতে।..প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার এ কাহিনী সত্যাসত্যের বাহিরে থিয়েটারের এক রূপকথা।

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[জমিদার বিজনবিহারী চৌধুরী বড়ই দুশ্চিন্তায়। বৈঠকখানায় আরামকেদারায় তামাকু সেবনে নিমগ্ন। তর্করত্ন বকবক করিতে করিতে আসেন।]

তর্করত্ন ॥ থ্যাটার! সাক্ষাৎ নরকের দ্বার! যে করে—যে দ্যাখে—উভয়ের নরকগমন। মায়াবিনী—কুহকিনী—লাম্পট্য আর ব্যভিচারের গর্ভধারিণী। ধরবে যাকে, তার ঘাড় মুটকে ছেড়ে দেবে। বাবু, পাঁচক্ষীরেয় আবার সেই থ্যাটার হচ্ছে বাবু...

[বিজনের ইঙ্গিতে বসে]

সরোজিনী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। মূলে ঐ থ্যাটার। ঐ নোটো সিতিকণ্ঠ...সখের দলে নায়ক সাজতে সাজতে এমনই তার বিভ্রম

জন্মালো...ব্রাহ্মণ ঘরের বালবিধবাকেও ভাবল তার বিলাসিনী নায়িকা। পুকুরপাড়ে মেয়েটাকে ধরে...বাবু, লজ্জায় সেই রাতেই আমার মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে...

বিজন ॥ তারপর তিন বছর সব তো বন্দ করেই রেখেছিলাম তর্করত্নমশাই। সখের দল ভেঙেও দিয়েছিলাম। সিতিকণ্ঠকে গাঁ থেকে তাড়িয়েও দিয়েছি। সব ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎ যে এভাবে আবার জোট বাঁধবে.....

তর্করত্ন ॥ আপনার পুত্র ইন্দ্রনাথই নাটের গুরু।

বিজন ॥ শুধু পুত্র কেন বলছেন? শ্যালক, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, শ্যালিকাপুত্র...চৌধুরীবাড়ির সবাই...জ্ঞাতিগুষ্ঠি আত্মীয় কুটুম সবাই...

তর্করত্ন ॥ কলকাতা থেকে নটী ভাড়া করে আনা হচ্ছে, শুনেছেন?

[বিজন ঘাড় নাড়ে]

নটীমাত্রই পতিতা—

[বিজন নীরবে তামাকু সেবন করে]

এখনো চুপ করে আছেন বাবু?

বিজন ॥ হুঁ, কী করা যায়...

তর্করত্ন ॥ এই যদি হয়, দেশের জমিদারই যদি বলেন, কী করা যায়, কার ভরসায় দারাপুত্র নিয়ে পাঁচক্ষীরেয় বসবাস করি! অনুমতি দিন, টোল তুলে নিয়ে বিদেয় হই বাবু।

[পণ্ডিত উদ্বেলিত। সেরেস্তার সরকার কালিদাস অদূরে রক্ষিত তাহার ডেস্কের সম্মুখে আসিয়া বসে।]

বিজন ॥ (কালিদাসকে) ইন্দ্রকে কলকাতায় আইন পড়তে পাঠিয়েছিলাম... ভেবেছিলাম, থিয়েটারের ভূতটা ঘাড় থেকে নামবে। যা দেখছি, কড়াই-এর কইমাছ উনুনে রেখেছিলাম কালিদাস। কলেজ-টলেজ তো চুলোয় গেছে...শুনতে পাচ্ছি দিনরাত নাকি সেখানে থিয়েটার পাড়ায় পড়ে থাকে।

কালিদাস ॥ আজ্ঞে কলকাতার থিয়েটারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই ইন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁরা বলেন, থিয়েটারে ইন্দ্রনাথ একদিন নাম করবে।

বিজন ॥ কেন বলেন জানি না, ওর মধ্যে তাঁরা কী দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। আমি দেখছি ছেলে আমার কলকাতার জলবাতাসে একটি পাক্কা কাপ্তেন হয়ে উঠেছে। গুচ্ছের পয়সা ওড়াচ্ছে থিয়েটার মহলে। এখন সেখান থেকে কোমর বেঁধে পাঁচক্ষীরেয় থিয়েটার আমদানি করছে!

তর্করত্ন ॥ আপনি ইন্দ্রনাথকে অবিলম্বে নিষেধ করুন বাবু।

বিজন ॥ মুশকিল কি হয়েছে জানেন তর্করত্নমশাই, আমাকে আগাম কিচ্ছু না জানিয়ে সে গিরিশবাবুর মতো মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। তিনি আসছেন। এখন থিয়েটার বন্দ করে আমি তাঁর মতো ব্যক্তিকে অসম্মান করি কি করে?

তর্করত্ন ॥ তা বলে গিরিশবাবুকে সামনে রেখে গাঁয়ে নটী আমদানি করা হবে?

বিজন ॥ ঠিক তাই...সামনে রেখে...

তর্করত্ন ॥ দেশটা যে গোল্লায় যাবে বাবু।

বিজন ॥ আমি একমত।

তর্করত্ন ॥ তবু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেবেন না?

বিজন ॥ বঙ্গের কৃতী সন্তানদের-অবমাননা করার স্পর্ধা যে আমার নেই তর্করত্নমশাই। থিয়েটার আমি পছন্দ করি না ঠিক। কিন্তু পছন্দ না করলেও, দেশবিখ্যাত নট নাট্যকারকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না। ওটাই আমার দোষ, বে-লাইনের বড় মানুষকে আমি বড় বলে মানি।

[এক গোছা পত্র হাতে বিজনবিহারীর শ্যালক ঢোকে, সর্বজনে যে চুড়োমামা নামে পরিচিত।]

চুড়ো ॥ দুর্ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে চৌধুরীমশাই?

বিজন ॥ দুর্ঘটনা!

চুড়ো ॥ ঘটেনি? যাক! আপনার ফ্রেন্ড মুখখানা যেমন চিচিঙ্গের মতো বাঁকিয়ে বসে আছেন...ভাবলুম কী না কী হ'লো। (ইঙ্গিতটা তর্করত্নের প্রতি।) কালিদাসবাবু, আপনার কলমটা দিন তো।...এই ইনভাইটেশন লেটারগুলোয় আপনাকে দস্তখত করতে হবে চৌধুরীমশাই।

বিজন ॥ ও। আমি কাকে কেন ইনভাইট করছি জানতে পারি কি?

চুড়ো ॥ নিশ্চয়ই। পাঁচক্ষীরের থিয়েটারে এবার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। সদর থেকে কালেক্টর গিক সাহেবকেও আমরা আনার চেষ্টা করছি। কাজেই আপনাকেই পত্রগুলিতে...

তর্করত্ন ॥ মাচায় উঠে নাচবেন আপনারা, বাবু কেন দস্তখত করবেন? বাবু, থ্যাটারে আপনাকে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে।

চুড়ো ॥ বাবু না জড়ালে আমরাই নিমন্ত্রণ করে সাহেবকে পাঁচক্ষীরে আনব। তাতে কি আপনার ফ্রেন্ড জমিদারবাবুর মান বাড়বে? পুঁথিখানা দেখি।

[তর্করত্নের কোলের পুঁথিখানা টানিয়া বিজনের হাঁটুর উপর রাখে চুড়ো...পুঁথির উপরে পত্রগুলি]

নিন এটার ওপর রেখে সই করুন।

বিজন ॥ যদ্দূর স্মরণে আছে একটি বনেদি জমিদার বংশেই আমার বিবাহ হয়েছিল। আর আমার স্বর্গত শ্বশুরমশায়ের বিষয়-আশয়ও আমার চেয়ে ঢের বেশি।

চুড়ো ॥ স্মৃতিশক্তি আপনার ভালই আছে। কিন্তু ঠিক কি বলতে চান বলুন তো...?

বিজন ॥ বলতে চাই সেই বিষয়-আশয় না দেখে আমার ধেড়ে শ্যালকটি শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ল কেন?

চুড়ো ॥ যেহেতু মানুষের মাথায় শিঙ না রাখাই ভালো। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি না ভেঙে তাতে তেল মাখাতে চান, মাখান। সই তবে করবেন না?

বিজন ॥ চুড়ো, থিয়েটার বন্ধ করো। তোমার ভাগ্নেকে থামাও। চিরকাল শখের থিয়েটার করলে চলবে না।

চুড়ো ॥ কে বললে সখের থিয়েটার! ইন্দ্র খুব শিগ্গির কলকাতায় একটা নাট্যশালা খুলতে চলেছে।
বিজন ॥ কলকাতায় নাট্যশালা!
তর্করত্ন ॥ কী সর্বনাশ।
কালিদাস। আজ্ঞে কলকাতায় খুললে আমাদের আপত্তির কি আছে?
বিজন ॥ ভেবে কথা বলো কালিদাস। একটা নাট্যশালা চালানো মানে একশোটা হাতি পোষা। টাকা যোগাবে কে?
চুড়ো ॥ কেন আমার ভগ্নীপতি! যদ্দুর জানি তিনি জমিদার।
বিজন ॥ রসিকতা থাক্! তুমি ইন্দ্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।
চুড়ো ॥ এখন তার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। গিরিশচন্দ্র পাঁচক্ষীরে এসে পৌঁছুলে তাঁর সামনেই সব কথা হবে।
[পুঁথিখানি তর্করত্নকে ফিরত দিয়া]
তর্করত্নমশাই, আপনার আর কাজ নেই? সক্কালবেলাতেই থিয়েটারের পিছনে লেগে গেছেন!
[চুড়ো চলিয়া যায়।]
তর্করত্ন ॥ ইন্দ্রনাথের মাথা খাচ্ছে তার এই মামাটি। আপনার সামনে বিপদ বাবু। এখনো ছেলেকে ফেরাতে না পারলে...
বিজন ॥ বিপদ তো বটেই, বঙ্গদেশে পাঁচক্ষীরের জমিদার এমন কিছু তালেবর না। ছোট্ট জমিদারী...ঘটি ডোবে না। নালা দিয়ে অবিরত জল বেরুতে থাকলে তালপুকুরও মাঠ হয়ে যায়। একেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি একটি পয়লা নম্বরের উড়নচণ্ডী—
তর্করত্ন ॥ তা আর বলতে। কুঞ্জবিহারীবাবু চেয়ারে বসলে অ্যাদ্দিন সব লাটে উঠে যেত। সময় থাকতে লাগাম হাতে তুলে নিয়েছিলেন বলেই—
বিজন ॥ ছেলেটিও যাচ্ছে জ্যাঠার পথে। আমার ভয় কি জানো কালিদাস, গিরিশবাবুর সামনেই না এরা নাট্যশালা তৈরির টাকা চেয়ে বসে!
তর্করত্ন ॥ বসবে, এ সুযোগ এরা ছাড়বে না। তাই চাইবে—
বিজন ॥ যদি চায়, এবং গিরিশবাবুও যদি সমর্থন করেন, আমি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করব কী করে? বড় মানুষের কথা তো ঠেলতে পারব না। অথচ আমি জানি, গাঁয়ের টাকা পুঁটলি বেঁধে কলকাতায় পাচার করে বঙ্গদেশের কত জমিদার ফতুর হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে! নাঃ ...ছেলেটি এবার আমাকে এমন প্যাঁচে ফেলেছে! (থামিয়া) গিরিশবাবু আসছেন কবে, কালিদাস?
কালিদাস ॥ কোজাগরী পূর্ণিমার সকালে...
বিজন ॥ তোমার হাতে সেরেস্তার কাজকর্ম কিরকম?
কালিদাস ॥ কাজ বলতে বড় কাজ—সামনের কদিন দুর্গাপুজো।
বিজন ॥ দুর্গাপুজো আর কোজাগরীর মধ্যে দিন পাঁচ-ছয় সময় তো পাচ্ছো। শোনো, পুজোটা পার করে বিজয়া দশমীর সকালেই তুমি কলকাতায় যাও। আমি

একটি পত্র দেব...গিরিশবাবুর হাতে পৌঁছে দেবে।

তর্করত্ন ॥ এই তো ! এই তো হয়েছে ! আপনি গিরিশবাবুকে এখানে আসতে মানা করে দিন। উনি না এলে সর্ব সমস্যার সমাধান। থ্যাটার বন্দ করার আর তো কোনো বাধা থাকছে না।

বিজন ॥ থাকছে না। তুমি চট করে পত্রের একটা মুসাবিদা করে ফেলো দিকি।

কালিদাস ॥ আজ্ঞে কী মর্মে লিখব ?

[কাগজ টানিয়া প্রস্তুত হয়।]

বিজন ॥ লিখবে...যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদম—মহাশয়, আমার পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আপনি আমার পাঁচক্ষীরায় পদার্পণ করিবেন জানিয়া কী পরিমাণ হর্ষ ও গর্ব অনুভব করিতেছি, এ অধম ভূস্বামী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আদিগন্ত বঙ্গভূমি আজ আপনার দিব্যজ্যোতি-নাট্যপ্রতিভাকিরণে উদ্ভাসিত। আমার পাঁচক্ষীরা—বঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তে নিতান্ত ক্ষুদ্র অবহেলিত এক গণ্ডগ্রাম। রাস্তাঘাট দুর্দশাগ্রস্ত কর্দমাক্ত। পানীয় জলের বড়ই অভাব।

কালিদাস ॥ (লিখিতে লিখিতে থামে) লিখব ?

বিজন ॥ হুঁ। মশকের উপদ্রব ভয়াবহ।

কালিদাস ॥ তাও লিখব ?

বিজন ॥ লিখবে লিখবে।...মহাশয় ১৮৯৯ সনের বেঙ্গল গেজেটে দেখিয়া থাকিবেন, গত বর্ষায় কলেরা মহামারীর প্রকোপে আমাদের সাব ডিভিশনে নয়শত তিনজনের অকাল তিরোধান ঘটিয়াছে। তাহার মধ্যে এক পাঁচক্ষীরাতেই দেড়শত। এই সর্বৈব দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যেও আমরা কিন্তু আপনার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছি। ইতি গুণমুগ্ধ—

[তর্করত্ন তাহার শিখা মার্জনায় ব্যাপৃত ছিল। শেষাংশ কর্ণগোচর হইতেই সে রে-রে করিয়া উঠিল।]

তর্করত্ন ॥ আরেরে করছেন কী ? আপনি তো তাঁকে আমন্ত্রণই জানাচ্ছেন !

বিজন ॥ (মুচকি হাসিয়া) তিনি মহাকবি, কী বলতে চাইছি তিনি ঠিকই বুঝবেন তর্করত্ন মশাই। কী বলো হে কালিদাস !

কালিদাস ॥ (হাসিয়া) নিশ্চয়ই বুঝবেন।

বিজন ॥ তুমি তো বুঝবে। তোমার নামটিও যে আদি মহাকবির নাম।

[বিজন ও কালিদাস হাসে। আলো নির্বিলে আর একবার মঞ্চের কোণে ঘোষকের আবির্ভাব হয়।]

ঘোষক ॥ অতএব বিজয়াদশমীর প্রত্যূষে জমিদার বিজনবিহারীর পত্র বহিয়া একখানি নৌকা যাত্রা করিল কলিকাতা অভিমুখে...অপর দিকে, ঐ দশমীতেই কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে আর একখানি নৌকা ভাসিল পাঁচক্ষীরার উদ্দেশে। নৌকায় যাত্রী তিনজন—এক পুরুষ ও দুই নারী।

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য
বাগানবাড়ির জলপরী

[কপোতাক্ষ-কূলে পাঁচক্ষীরা জমিদারের সুরম্য বাগানবাড়ি। মঞ্চের তিনভাগ জুড়িয়া একতলা বাড়ির প্রধান কক্ষটি। বাকি ভাগে বিশাল বাগানের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কক্ষ ও বাগান মিলিয়া সমগ্র দৃশ্যটি—মিলিত ভাবেই নাটকের মূল ঘটনাস্থল। বাগানে ফোয়ারা, ফুলগাছ এবং অপরূপ একটি জলপরীর মর্মরমূর্তি। আশ্বিনের বৈকাল। বোঁচকাবুঁচকি বহিয়া শ্রান্ত মনোরমা আসিয়া মূর্তির পাদদেশে বেদীর উপর বসে। পশ্চাতে ঢোকে নাটুলাল ও শরৎশশী। নাটুলালের এক হস্তে শরৎশশীর বাহু, অন্যটিতে ছোট তোরঙ্গ। তাহার বাবরি চুল, ধনুকবাঁকা গোঁপ, তৈলমাখার বাটিসদৃশ দুই গালের দুই গর্ত—তৎসহ পোশাক-আশাকই বলিয়া দিতেছে, প্রবৃত্তি তাহার সুবিধার নয়।]

নাটুলাল ॥ (মনোরমাকে) তোমার এই পাঁচক্ষীরের বাবুরা কি রকম ভদ্দরলোক বলো তো দিদিভাই ?

[শরৎশশীকে বেদীর উপর বসাইয়া নিজে বসিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। মনোরমা হইতে দূরে।]

কলকাতায় তো খুব একচোট গাবিয়েছিলে, বাবুর বাড়ির থেটার...হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে, যত্নআত্যি আদর-আপ্যায়নের একেবারে ছররা বয়ে যাবে। হুঁ ! দেখলুম তো টিকটিকির ন্যাজনাড়া।

মনোরমা ॥ (গম্ভীর মুখে) ইন্দ্রভাই বাড়ি নেই তাই।...এতক্ষণ হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত।

নাটুলাল ॥ আরে ইন্দ্রবাবু না থাক, যারা আছে তারাই বা কি করল ? সিংদরজায় বকের মতো দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। একবার বসতে বলবে না ? উল্টে ঐ ধুমসি ঝি-বেটি নাগাড়ে গঙ্গাজল ছুঁড়তে লাগল মুখের ওপর। ছ্যাঃ।

মনোরমা ॥ (গম্ভীর) গঙ্গাজলে গোবরও ছিল।

নাটুলাল ॥ অ্যাঁ !

মনোরমা ॥ বেশি বকো না। আমরা থিয়েটারের মেয়েরা ওতে কিছু মনে করিনে। বারো জায়গায় গাওনা গেয়ে বেড়াই—ভদ্দর সমাজ আমাদের ঐ সবই করে।

নাটুলাল ॥ সে তুমি যাই বলো, আমার কিন্তু একটু লেগেছে। ইন্দ্রবাবুর বাপটিকে দেখলে ? মুখখানা বেগুনপোড়া করে আঙুল উঁচিয়ে বাগান দেখিয়ে দিলে। আরে বাড়িতে অতিথ এলে গেরস্ত কবে ঘরে না বসিয়ে বাগানে বসায়, অ্যাঁ ?

মনোরমা ॥ (উষ্ণস্বরে) যেখানে বসতে বলেছেন, বসো। ভারি একেবারে লম্বাচওড়া মানওয়ালা মানুষ তুমি !

নাটুলাল ॥ (থতমত খাইয়া) আরে আমি কি আমার জন্যে বলছি ? আমাদের দুজনের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের পরিচয়ই এখনো কেউ জানে না। কিন্তু তুমি

তো কলকাতার মোটামুটি একজন নামজাদা আর্টিস্ট। আর রীতিমত ইন্দ্রবাবুর বায়না নিয়ে প্লে করতে এসেছ।

মনোরমা ॥ (ধমক দেয়) থামো বাপু থামো।...খাসা বাগানখানা, নারে শশী ? দেখছিস কত রকমের গাছপালায় সাজানো...আর কত বড় ! আর ঝিলটা ? তরতর করছে জল, তিরতির করছে পদ্মপাতা। আমার তো খুব নাইতে ইচ্ছে করছে।

নাটুলাল ॥ যাই বলো, তোমার এই থিয়েটারের মধ্যে আমাদের দুজনকে তুমি না জড়ালেই পারতে দিদিভাই—

মনোরমা ॥ (তিক্তস্বরে) দরকার আমার ওকে। তুমি ল্যাংবোট হয়ে না জুটলেই পারতে !

নাটুলাল ॥ এ কীরে মাইরি ! ট্যারা-বাঁকা কথা বলছ ! তুমি আমার ওকে নেবে, আমি ওর বডিগার্ড হয়ে আসব না ? বেশ তো মাইরি ! (শরৎশশীকে) দ্যাখো না—

মনোরমা ॥ (শরৎশশীকে) আয়, আমার কাছে আয়—

[শরৎশশী মনোরমার নিকটে আসে। নিজের গায়ের চাদর দিয়া শরৎশশীর গলা ঢাকে মনোরমা।]

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। দুগগা বিসর্জনের পরেই কিরকম হুপ করে ঠাণ্ডা নেমে আসে, দেখেছিস। আশ্বিনের হিম. গলা বসে যায়। ভালো করে জড়িয়ে নে। অ্যাক্টিং-এ গলাটাই আসল—

নাটুলাল ॥ অ্যাক্টিং...অ্যাক্টো করবে শরৎশশী। হি হি হি...পারবি তো শশীবালা, থুড়ি শরৎ...

[ফুলতোলা রুমালের কোণাটি পাকাইয়া নাকে দিয়া হাঁচে নাটুলাল।]

মনোরমা ॥ অলক্ষুণের মতো হেঁচো না ·ˈটু।...ওকি, মুখখানা অমন করিস যে ! ও শশী, অসোয়াস্তি লাগছে ?

নাটুলাল ॥ খিদে পেয়েছে গো, খিদে !

[শরৎশশী মাথা ঝাঁকায়। নাটুলাল ধমক দেয়।]

অ্যাই, না বলছিস কেন রে ! ঝাড়া দুদিন নৌকোয় বসে কলা আর মুড়কি খেয়ে গঙ্গা ইছেমতী ভৈরব কপোতাক্ষী চারটে গাঙ পেরুলি...পাবে না ? ওর ধাত আমি বুঝিগো ! যেই পেটে খিদে আসবে, অমনি মুখখানা কেষ্টপক্ষের চাঁদের মতো ধাঁই ধাঁই করে ফ্যাকাসে থাকবে। (বিব্রত কণ্ঠে) দ্যাখো দিদিভাই, গাল দুটো কিরকম ঢুকে গেছে !

[মনোরমা ও শরৎশশীর মাঝখানে বসিবার চেষ্টা করে নাটুলাল।]

মনোরমা ॥ যাও, ওদিকে যাও, মেয়েদের গায়ে পড়ো কেন ?

নাটুলাল ॥ মাইরি ! কী কুক্ষণে যে সে রাতে বিডন স্ট্রীটে আমাদের সাক্ষেৎ হয়েছিল দিদিভাই...

[বাগানের পথে ভৃত্য দুকড়ি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল।]

দুকড়ি ॥ আসেন আসেন...আপনেরা এই বাগানবাড়িতে থাকবেন। দ্যাখেন দিকিনি,

কতক্ষণ বাইরে বসতে হ'লো! আরে আমারে যদি কেউ একবার বলে, কখন ঘর খুলে দিই। এখুনি ঐ অভয়াদিদিমণির কাছে শুনি—

[দুকড়ি বাগানবাড়ির তালা খোলো]

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই ফিরেছে?

দুকড়ি ॥ উঁহু, দেরি হবে, কনসার্ট পার্টি নিয়ে হাঙ্গাম বেধেছে তো! দ্যাখেন, তারা বায়না ধরল, এখন বলে থেটারে বাজাতে পারবে না। কোজাগরী রাতে অন্য কাজ আছে। খেপেমেপে ছুটে গেছেন দাদাবাবু। ব্যাটাদের কপালে আজ ঠেঙানি আছে।...(মনোরমার মালপত্র কাঁধে তোলে) আসেন, দাদাবাবু না থাক, আমি তো আছি। কলকাতার প্লেয়ারদের দেখাশোনার ভার আমারে দিয়েছেন দাদাবাবু। আজ্ঞে দুকড়ি আপনাদের সেবায় আছে—

[দুকড়ির পিছনে মনোরমা শরৎশশী নাটুলাল সুসজ্জিত কক্ষে ঢুকিল।]

কলকেতা হতে তো পাঁচজন প্লেয়ারের আসার কথা মা!

মনোরমা ॥ আর মেয়েরা সব থিয়েটারের আগের রাতে আসবে।

দুকড়ি ॥ সবারই তো তাই কথা।

মনোরমা ॥ আমরা দিন চারেক আগে এসে তোমাদের বিপদে ফেললাম, না?

দুকড়ি ॥ না না, ভালো করেছেন মা। হেঁ হেঁ, মেয়ে-প্লেয়ার আগে কখনো দেখিনি...বেশিদিন সেবা করা যাবে।...নেন, এখানা ছাড়াও ঘর আছে তিনখানা...(পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা দেখায়) তিনজনে মিলে আরাম করে তিন ঘরে থাকেন। এখানে বাবুদের র‍্যার্সাল বসে। দ্যাখেন সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছি...

নাটুলাল ॥ আয়রে...বিশ্রাম করে নিই...

[নাটুলাল শরৎশশীর বাহু ধরিয়া টানে। মনোরমা তাহার আর এক বাহু চাপিয়া ধরে।]

মনোরমা ॥ দ্যাখ শশী, ইন্দ্রভাই আমাদের জন্যে ইন্দ্রপুরী সাজিয়ে রেখেছে।

[অগত্যা নাটুলাল তোরঙ্গসহ একাই ভিতরে গেল।]

দুকড়ি ॥ এ বাড়ি বাগান সব আমাদের বড় জ্যাঠাবাবুর তৈরি। বড় মাইডিয়ার মানুষ বড় জ্যাঠামশাই। হেঁ হেঁ, আর কী খরুচে...টাকা যেন হাতের তেলোর ময়লা। ঐ যে জলপরী...জ্যাঠামশাই বিলেত হতে আনা করিয়েছেন। হেঁ হেঁ...হ্যাঁ মা, আপনে কীসের পার্ট নেবেন, রাজরানীর?

মনোরমা ॥ নাগো বাপু, শয়তানীর!

দুকড়ি ॥ অ্যাঁ!

মনোরমা ॥ হ্যাঁ বাবা দুকড়ি, তোমাদের এখানে যে প্লেখানা হবে— তাতে রাজারানী নেই। আছে চাষাভুষো সাহেবসুবো আর একটা শয়তানী!...শয়তানী পদীময়রানি!...আমি।

দুকড়ি তা শয়তানী আপনারে খুব ভালো মানাবে মা।

[মনোরমা হাসিয়া উঠিল]

হেঁ হেঁ, মুখ ফসকে গেছে...মাপ করে দ্যান মা...

মনোরমা ॥ এই দ্যাখো, কেন? তুমি তো ঠিকই বলেছ বাছা। যদ্দিন প্লে করছি, দেখছি—তোমাদের মতো মানুষ আলটপকা যেটা বলে, সেটাই বড় সত্যি। (অন্যমনস্ক ভাবে) শয়তানিতে আমার সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল!

দুকড়ি ॥ (শরৎশশীকে ইঙ্গিত করিয়া) দিদিমণি কিসের পার্ট?

মনোরমা ॥ বলো তো...

দুকড়ি ॥ (বিজ্ঞের মতো) সবচেয়ে দুঃখের পার্টটা। তাই না মা?

মনোরমা ॥ ঠিক! আবার ঠিক!

দুকড়ি ॥ এবার থেটার দেখতে যা ভিড় হবে না। লোকেরে আর ধরে রাখা যাবে না মা...

[নাটুলাল হাতমুখ মুছিতে মুছিতে কক্ষে ফিরিল]

নাটুলাল ॥ তাই বুঝি?

দুকড়ি ॥ দ্যাখবেন! তল্লাটের কেউ তো কখনো মেয়ের পেলে দ্যাখেনি...হেঁ হেঁ, কনসার্ট বেজে উঠলে দ্যাখবেন সাগর উথলে পড়ছে।

নাটুলাল ॥ সাগর উথলে পড়ছে? হ্যা হ্যা হ্যা...শুনলি শরৎশশী! (হাসিয়া গান ধরে) রাধারে দেখিয়া হরষিত হিয়া বাঁধিয়া রাখিতে নারি...

মনোরমা ॥ (নাটুলালকে) থাম তো। আয়রে শশী, চান করে ফিটফাট হয়ে নিবি।

[বিহ্বল শরৎশশীকে নিয়ে মনোরমা ভিতরে যায়।]

নাটুলাল ॥ বাবা দুকড়ি...

দুকড়ি ॥ আজ্ঞে...

নাটুলাল ॥ এধারে বুঝি গোঁপ-কামানো মেয়ের চল?

দুকড়ি ॥ আজ্ঞে বাবুরাই অ্যাদ্দিন শাড়ি ব্লাউস পরে কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে...হেঁ হেঁ, কী বলব আপনারে বাবু...

নাটুলাল ॥ নাটুদাদা।

দুকড়ি ॥ কী বলব নাটুদাদা, পেলে ভাঙবার আগেই ওদিকে আকাশে শুকতারাও ফুটে বেরোয়, এদিকে ঘোমটার নিচে বাবুদের গোঁপদাড়ির গোঁজও ঠেলে ওঠে...হেঁ হেঁ...

[নাটুলাল রঙ্গ পাইয়া মহাখুশি]

নাটুলাল ॥ ঘোমটার নিচে গোঁপদাড়ি...হ্যা হ্যা...বেড়ে বলেছ, বসো চাঁদ দুকড়ি...কাছে বসো...

[দুকড়ির গলা জড়াইয়া কৌচে বসে নাটুলাল]

দুকড়ি ॥ (উৎসাহিত হইয়া) বড় জ্যাঠামশাই তা দেখে কী বলেন জানেন, নাটুদাদা?

নাটুলাল ॥ কী বলেন?

দুকড়ি ॥ কাকের গায়ে চুন মাখিয়ে কাকাতুয়া বানানো যায় না।

নাটুলাল ॥ মাল সরেস আছে গো! (দুকড়ির থুতনি নাড়িয়া) কাকাতুয়া! যে কদিন আছি, তুই ফ্রেন্ড...দোস্ত...ইয়ার...আমার কাকাতুয়া!

দুকড়ি ॥ (অধিকতর উৎসাহে) একটা কথা বলব নাটুদাদা!

নাটুলাল ॥ বল না।

দুকড়ি ॥ এই দিদিমণিরে নিয়ে দ্যাখবেন পাঁচক্ষীরেয় ছেঁড়াকুটি পড়ে যাবে।

[রঙ্গ থামিল। নাটুলালের চোখে চতুর গাম্ভীর্য নাচিয়া উঠিল]

নাটুলাল ॥ পাঁচক্ষীরের বাসিন্দেদের বুঝি একটু খাই-খাই রোগ আছে?

দুকড়ি ॥ দ্যাখবেন। বলে দিলাম। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে।

নাটুলাল ॥ মেয়েটারে তোর মনে ধরেছে?

দুকড়ি ॥ খুউব!

নাটুলাল ॥ একটু ভাবসাব করবি নাকি?

দুকড়ি ॥ (ঠিক বুঝিল না) কী ভাব?

নাটুলাল ॥ এই একটু রংতামাশা করলি...ঘুরলি ফিরলি...ফাঁকা বাগান...ঝোপঝাড়ের আড়ালে বুকের মধ্যে চেপে ধরলি...বল, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দুকড়ি ॥ (চক্ষু মোটা হয়) যাঃ। কী বলেন আপনে নাটুদাদা?

নাটুলাল ॥ আচ্ছা তুই না চাস, বাবুর বাড়িতে তেমন কেউ নেই, উঁ? ফুর্তিফার্তা ভালবাসে, করতে চায়? দ্যাখ না, কোজাগরী অবধি তো আছি। ব্যবস্থা করে দেব দুকড়ি। আরে আমার হাতের জিনিস। তোরও কিছু হয়, আমারো কিছু হয়।

দুকড়ি ॥ আপনে তো ভারি অসভ্য লোক! ছিঃ।

[দুকড়ি উঠিয়া পড়ে]

নাটুলাল ॥ (কুৎসিত ভাবে হাসিয়া) হাঁদাবোঁদা নদের কানাই। যাক্‌গে, অ্যাই, জলটল খাওয়াবি না?

দুকড়ি ॥ আনি...

নাটুলাল ॥ শুনে যা, কী জল?

[নাটুলাল অঙ্গভঙ্গি করে]

দুকড়ি ॥ নেশা!

নাটুলাল ॥ ব্যবস্থা কর ভাই। মাল যেটুকু এনেছিলুম, নৌকোয় উড়ে গেছে। তোদের এখানে, তুই ভরসা।

দুকড়ি ॥ বাবুরা কেউ ওসব ছোঁয় না। বাড়িতে অন্নোপুন্নোর মন্দির রয়েছে।

নাটুলাল ॥ (কৃত্রিম রাগে) দূর সম্বন্ধীর পো! তে-মহলা অট্টালিকার সবাই তোর অন্নপূর্ণা ধরে রয়েছে! কেউ না কেউ অমৃতপূর্ণাও ধরেছেন। যা না, অমের্ত যোগাড় করে আন দুকড়ি।

[দুকড়িকে জড়াইয়া]

শরীরটা আঁকুপাঁকু করছেরে...উঁ-উঁ-উঁ—

দুকড়ি ॥ ছাড়েন! ছাড়েন! ইস্! কাতুকুতু দেন কেন? যাঃ! এ কী অসভ্য রে! ছিঃ!

[দুকড়ি মুক্ত হইয়া ছুটিয়া পালায়। নাটুলাল হাসিতে হাসিতে কৌচের উপর

গড়ায়। আড়মোড়া ভাঙে। পিঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে তাহার আলস্য খসায়। শরৎশশী ত্রস্ত পায়ে ঢোকে।]

শরৎশশী ॥ মো্রে কলকাতায় নে চলেন !...শোনেন...শোনেন কী কই...শোনেন না...

নাটুলাল ॥ হুঁ, বল্...

শরৎশশী ॥ মুই হেথায় থাকব না ! ওঠেন শিগগির...মোর ডর লাগে !

নাটুলাল ॥ কেন, কী হ'লো ?

শরৎশশী ॥ বাপরে, কী বড়লোকের ঘর। বড় বড় পালং, হেই মোটা সব গদি, দেয়ালভরা মেমসাহেবের ছবি...হি বাপ, তালগাছের পারা ঢ্যাঙা আর্শি...সব্বোশ্ব গিলে খায়...মোর মাথা ঘোরে...কই ওঠেন...

নাটুলাল ॥ হ্যা হ্যা...আয়না গিলে খায় ! হ্যা হ্যা...বড় আয়না দেখে ভয় পেয়েছে ! হ্যা হ্যা...বড় আয়নায় গতরটা আরো বড় লেগেছে, না ?

শরৎশশী ॥ হাসেন যে বড় ! এক টুকরা ভাঙা কাঁচে মুখ দেখি মোরা ! খালি মুখখানা। এ যে পুরা ফুটে ওঠে...পা হতে মুণ্ডু তক্...

নাটুলাল ॥ (আদর মাখাইয়া) সে তোরই পা, তোরই মুণ্ডু। হ্যা হ্যা. নিজের রূপ দেখে ভয় পায় ! আমার নেড়ি কুত্তি ! হ্যা হ্যা...

শরৎশশী ॥ হেথায় মোরে আনলেন কেন শুনি ?

নাটুলাল ॥ থেটার করবি। হ্যা হ্যা, ঠোঁটে রঙ মাখবি, চুলে ফুল বাঁধবি...এস্‌টেজে দাঁড়িয়ে ঢঙ করবি...তোকে দেখে বাবুরা সব পাগলা হয়ে যাবে !

শরৎশশী ॥ মোর চোদ্দপুরুষে ওসব নাই। মুই পারব না।

নাটুলাল ॥ পারার ব্যাপারটা ঐ বুড়িটার ওপর ছেড়ে দে না। তোর আমার কী...আমরা ফাঁকতালে কিছু কামিয়ে নেব।

শরৎশশী ॥ না। মোরে গাঁ হতে আনলেন যখন...এই কথা ছিল নাকি ? কয়েছিলেন বে-থা করবেন। কই, তার কী বন্দোবস্ত ? আমি কিন্তু পালান দেব।

নাটুলাল ॥ হ্যা হ্যা, পাগলি ক্ষেপে গেছে দ্যাখো। গাঁইয়া ভূত, দাঁড়া বিয়ের আগে হনিমুনটা সেরে নিই, এদের ঘাড় ভেঙে। বোঝে না...! গায়ের বুনো গন্ধটা কাটিয়ে নিতে হবে না। শহরে থাকবি, পালিশ চাই না ? থেটার-মেটার করে যদি চেকনাই আসে, আসুক না।

[গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কৌচে শায়িত নাটুলাল কখন শরৎশশীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মনোরমা বেশবাস পালটাইয়াছে। হঠাৎ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ছোঁ মারিয়া শরৎশশীকে নাটুলালের বুক হইতে তুলিয়া নিল।]

মনোরমা ॥ বললাম চান করতে ! যা ! জামাকাপড় ছাড় !

শরৎশশী ॥ (বেয়াড়া ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকায়) মোর খিদে পেয়েছে !

মনোরমা ॥ কুঁজোয় জল আছে, যত পারিস খা। ভদ্রলোকের বাড়ি...খাই খাই যেন না দেখি।

[শরৎশশীকে ভিতরে পাঠাইয়া মনোরমা ঘুরিয়া দেখিল নির্বিকার নাটুলাল

শায়িত অবস্থায় পা নাচাইতেছে]

তোমায় আবার বলি নাটু, মানী জায়গায় এসেছ, কোনরকম বেচাল যেন না দেখি।

নাটুলাল ॥ তোমার চাল আর আমার চাল যে আলাদা দিদিভাই। মিলবে কী করে ?

মনোরমা ॥ তুমি কি একটা মানুষ যে তোমার চালে আমায় চলতে হবে।

নাটুলাল ॥ পাঁচক্ষীরে পা দিতেই তোমার মেজাজ দেখছি উজানে বইছে !

মনোরমা ॥ নেহাৎ মেয়ে আমার হাতে ছাড়বে না বলে তোমাকেও আনতে হ'লো। খবর্দার...কোজাগরী রাত পর্যন্ত মেয়ের গায়ে হাত দেবে না তুমি !

নাটুলাল ॥ ব্রহ্মচারী হতে বলছ। বেশ। কোজাগরীর পরেই হবে। যাকগে, ইন্দ্রবাবু এলে তুমি ওর মুজুরির চুক্তিটা কিন্তু আগে পাকা করে নেবে।

মনোরমা ॥ মুজুরি ? কীসের মুজুরি !

নাটুলাল ॥ প্লে করার।

মনোরমা ॥ হুঁ। প্লে করার। করে কিনা তারই ঠিক নেই...

নাটুলাল ॥ ঠিক নেই মানে ?

মনোরমা ॥ আগে ইন্দ্রভাই দেখুক। তার পছন্দ হয় কিনা দেখি। ও নিজেই করতে পারে কিনা...। মুজুরি ! থিয়েটারটা অতই সস্তা ! এলাম— করলাম— চলে গেলাম, গ্যাঁটে কড়ি গুঁজলাম !

নাটুলাল ॥ (উঠিয়া বসে) দাঁড়াও দাঁড়াও। বিডন স্ট্রীটে কী কথা হয়েছিল ?

মনোরমা ॥ কী হয়েছিল ?

নাটুলাল ॥ আমার যে হাত জড়িয়ে কাতরালে, ও নাটু, এক রাত্তিরের জন্যে মেয়েটাকে ধার দাও। পাঁচক্ষীরের বাবুদের একটা প্লেয়ার শর্ট পড়ছে। ইন্দ্রভাই বেপাকে পড়ে যাবে...বলোনি ? আরে...রাস্তা থেকে মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ভালুকপাড়ার বাসায় রেখে সাতদিন ট্রেনিং মারলে...এখন বলছ সবটাই অনিশ্চিত। দিদিভাই...টাকা কিন্তু চাই।

মনোরমা ॥ ওসব ভুলে যাও। প্রথম রাতে শো করে কেউ টাকা পায় না, নেয়ও না। বিনোদিনী দাসীই পায়নি। বাবুদের স্টেজে যদি উঠতে পারে, সেটাই ওর বরাত জোর।

নাটুলাল ॥ কীসের বরাত ! ও কি বিনোদিনী হবে যে মাগনায় খাটতে যাবে ? নৌকোয় বসেও বলেছ, কম করে পনেরো টাকা পাচ্ছেই, বাবুরা খুশি হলে দু-দশ বেশিও হতে পারে। গিন্নিদের দামী কাপড়চোপড়ও পাবে...এটা ওটা সেটা পাবে...দু-একটা আংটি নাকছাবিও জুটে যেতে পারে। মাল জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে এখন সব ভুজুং !

মনোরমা ॥ তুমি যখন এধার ওধার থেকে মেয়ে ধরে এনে রামবাগানে ঢোকাও, ভুজুং তুমি দাও না !

নাটুলাল ॥ সেটাই আমার কাজের দস্তুর !

মনোরমা ॥ এটাও আমার কাজের দস্তুর !

নাটুলাল ॥ দিদিভাই, আমার সময়ের দাম আছে। ঘন্টা মিনিটের দাম আছে।

মনোরমা ॥ নেই কে বলবে! রামবাগানে ঘড়ি ধরে ব্যবসা চলে।

নাটুলাল ॥ এখুনি টাকা পয়সার ফয়সালা না করলে, আমি কিন্তু মেয়ে নিয়ে চলে যাবো।

মনোরমা ॥ কলকাতা পর্যন্ত নৌকোভাড়া আছে তোমার?

নাটুলাল ॥ সে ভাবনা আমার।

মনোরমা ॥ আমারো ভাবনা নেই। ইন্দ্রভাই যদি বোঝে থিয়েটারে ওকে লাগবে, সেই পাইক বরকন্দাজ দিয়ে মেয়ে ঠেকাবে...

[নাটুলাল মরা মাছের চাহনিতে মনোরমাকে দেখে]

তারপর যদি তার কানে তুলি, তুমি কোন্ জগতের দালাল...

নাটুলাল ॥ (হাসিয়া) তুমি মাইরি একটু ক্ষেপী আছো দিদিভাই। আচ্ছা তোমার সঙ্গে কি আমার আনকোরা সম্পক্কো! দিদিভাই, না হয় আজ তুমি ভদ্দর সমাজের একজন হয়েছ...জন্মেছিলে ঐ রামবাগানে। তোমার মা মরেছে ঐ জগতে। মরণকালে মাসির মাথার কাছে তুমি ছিলে না দিদিভাই, ছিল এই নাটু।

মনোরমা ॥ মা! আমি তাকে কোন্ কালে ছেড়ে এসেছি, আর তার মরামুখ দেখতে যাবো কেন? তুমি যেমন মাকে দেখেছ, তেমনি পাওনা বুঝে নিয়ে গেছ...আমার বাসায় এসে। আমি টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে সেবার ঐ রাধু মল্লিকের কেসে তুমি জেল খেটে মরতে। এখনো মাঝে মাঝে আমার কাছেই হাত পাতো।

নাটুলাল ॥ দিদিভাই, তোমার মা আমাকে পেটের ছেলের মতো দেখতো। মাঝে মাঝে সাহায্য করো, আজ তার খোঁটা দিলে।

মনোরমা ॥ খোঁটা না দিলে তোমার মতো শেঁকুলকাঁটা যে ছাড়ানো যায় না!...খবর্দার, কোজাগরী পর্যন্ত আমার মতো আমাকে চলতে দাও।

[ভিতরের ঘরে মাঝে-মধ্যেই ভারী কিছু টানাটানির শব্দ হইতেছে। মনোরমা সেই দিকে তাকায়।]

ছাড়্ ছাড়্। ওটা তোর কী ক্ষেতি করছে? কেমন সুন্দর আয়না! ঠেলাঠেলি করিস কেন? পড়ে ভেঙে যাবে! ভয় কি? ওটা তো কাপড় পরার জন্যেই। আয় দেখি...

[মনোরমা ভিতরে গেল]

(অন্তরালে) দ্যাখ, বাঃ। নে আমি ধরছি, পর।

[মস্ত থালায় নানারকম মিষ্টান্ন। দুকড়ি হাঁক পাড়িতে পাড়িতে ঢোকে।]

দুকড়ি ॥ মাগো...জলখাবার এনেছি মা...নেন খিদে পেয়েছে খেয়ে ফেলুন...

নাটুলাল ॥ কী খাবো?

দুকড়ি ॥ কত রকম! রসগোল্লা পানতুয়া ছাঁচের সন্দেশ নিমকি...

নাটুলাল ॥ আমার জল কই, জল?

[দুকড়ি জলের ঘটি বাড়ায়]

দুস্ শালা! (বাগানে ছুঁড়িয়া দিয়া) আমার জল কই...আমার জল? তোকে যা বললাম...

দুকড়ি ॥ হবে না।

নাটুলাল ॥ হবে হবে! সূর্যি ডুবছে, না হলে থাকতে পারব না। যা শিগগির নিয়ে আয়—

[দুকড়িকে বাহিরের মুখে ঠেলিতে থাকে। মেঝেতে থালা রাখিয়া দুকড়ি বাগান ধরিয়া ছোটে]

দুকড়ি ॥ হবে না...হবে না....

[নাটুলালও ছুটিল তাহার পিছনে]

নাটুলাল ॥ হবে, হতে হবে...আলবাৎ হতে হবে...

[দুকড়ি ও নাটুলাল বাগানের পথে অদৃশ্য হয়। মনোরমা ও শরৎশশী ঢোকে। শরৎশশী চুল বাঁধিয়াছে, টিপ পরিয়াছে, শাড়িটিও রংদার। মনোরমা থালার ঢাকা সরায়। শরৎশশীর মুখ উজ্জ্বল হয়]

শরৎশশী ॥ (আঙুল উঁচাইয়া) সেটা কিগো?

মনোরমা ॥ গোপালভোগ।

শরৎশশী ॥ আর সেটা...আধখানা চাঁদের মতন...সেটা?

মনোরমা ॥ সেটা কীরে? ওটা বল্...

শরৎশশী ॥ ওটা?

মনোরমা ॥ চন্দরপুলি—

শরৎশশী ॥ (লোভাতুর শ্বাস ছাড়িয়া) এতো মিষ্টি মেঠাই মোরা বাপের কালে দেখি নাই, কানে শুনি নাই...

মনোরমা ॥ খা।

শরৎশশী ॥ (উবু হইয়া বসিয়া) দ্যাও...

মনোরমা ॥ নে না।

শরৎশশী ॥ ছোঁবো?

মনোরমা ॥ খাবি তা ছুঁবি না?

[শরৎশশী খপ করিয়া একটি খাবার তুলিয়া গালে ফেলিল]

উবু হয়ে খেতে নেই। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন। বাবু হয়ে বোস্...

[তৎক্ষণাৎ দুই জানু নামাইয়া পদ্মাসনে বসে শরৎশশী]

শরৎশশী ॥ বাবু হয়ে তবে আর একটা খাই দিদি?

[শরৎশশী আর একটা গালে ঢোকায়]

মনোরমা ॥ (হাসিয়া) খুশি আর ধরে না মেয়ের! পথে তবে অমন ভেঁচকে ছিলি কেন?

শরৎশশী ॥ আহা ক্যালা আর মুড়কিতে কারো মন ওঠে বুঝি?

[মনোরমা লক্ষ্য করে, শরৎশশী কথার ফাঁকে ফাঁকে তাহার আড়ালে এক আধটি মিঠাই চুরি করিতেছে]

মনোরমা ॥ তোর বাড়ি কোথায়? কোন্ গাঁ?

শরৎশশী ॥ দাঁড়াও। গালের মেঠাইটা গিলে নিয়ে বলি।

মনোরমা ॥ বল্। তোর বাপ কোথায়...মা কোথায়? নাম কি? করে কি? নাটুলালের সঙ্গে তোর ভাব হ'লো কোথায়...বল্? কী করে ধরল তোকে?

শরৎশশী ॥ বলব না। কোনটাই বলব না। তোমার ভাই বলতে মানা করেছেন।

মনোরমা ॥ আমাকেও!

শরৎশশী ॥ তোমারে তো আরো বেশি করে। দিদি, তোমার ভাই কী কয়েছেন জানো?

মনোরমা ॥ কী?

শরৎশশী ॥ সাবধান! বড় ননদটা একটু ক্ষেপী আছে। (হাসে)

মনোরমা ॥ আচ্ছা তোর নামটা তো বল্!

শরৎশশী ॥ ঐ যে! শরৎশশী!

মনোরমা ॥ সে তো আমার দেওয়া। তোর নামটা কী। আসল নাম?

শরৎশশী ॥ বলব? মুখে আসছে...ঠোঁটের ডগায়...বলব? না বাবা, থাক। তোমার ভাই জানলে যদি আবার ঠেঙায়...

মনোরমা ॥ ও তোকে মেরেছে?

শরৎশশী ॥ ও বাবা, যে রাতে তোমার সঙ্গে পথে দেখা হ'লো...তার খানিক আগেই এক পশলা হয়ে গেছে।

মনোরমা ॥ কেন?

শরৎশশী ॥ বলব না।...ও দিদি, তুমি একটা খাও!

[মনোরমার সম্মুখে থালা তুলিয়া ধরে, মনোরমা একটি নেয়]

মনোরমা ॥ তুই আর ওর কাছে যাসনে।

শরৎশশী ॥ সেকি গো?

মনোরমা ॥ আমার তো কেউ নেই। থাক না শশী আমার কাছে। বেশ দু বোনে থিয়েটার করে বেড়াবো।

শরৎশশী ॥ (হাসিতে দুলিয়া ওঠে) দূর, তুমি যে কী করে ভাবলে, আমারে দিয়ে ওসব হবে! আমি তো আকাঠ মুখ্যু...তোমরা কতো উঁচু!

মনোরমা ॥ ধর যদি হয়, যদি লোকে তোর সুখ্যাতি করে! শশী, সে রাতে যিনি তোর থিয়েটার দেখতে আসছেন...

শরৎশশী ॥ সেই তোমাদের গিরিশবাবু না কোন্ বাবু—

মনোরমা ॥ যদি তোকে তাঁর পছন্দ হয়ে যায়! যদি তোর মাথায় হাত রেখে বলেন, শশী তোমার হবে...তাহলে? তাহলে?

শরৎশশী ॥ তাহলেও না, কিছুতেই না! কোজাগরীর পরে তোমার ভাই মোরে নোয়া-সিঁদুর দেবেন। (হেসে) রইল তেলের কেঁড়ে চলল হরিদাসী...

মনোরমা ॥ (শশীর গিন্নিপনায় হাসে) আচ্ছা। দেখা যাবে। অতো সস্তা না, বুঝলি ছুঁড়ি! এর নাম থিয়েটার...কচ্ছপের কামড়! একবার সুখ্যাতি পেলে ঐ রঙকালি মাথার লোভে বার বার ফিরে আসতে হবে থিয়েটারের

দোরগোড়ায়...আসতেই হবে... !

শরৎশশী ॥ মোট্টেই না। রঙকালি কি মুই একবারো মাখিনি ভেবেছো ? তা বলে কি আবার চাইছি ?

মনোরমা ॥ (বিস্ময়ে) তুই ! তুই আগে অ্যাক্টো করেছিস ?

শরৎশশী ॥ ছোট্টবেলায়। মোদের মেহেরপুরে চড়কের সঙে হরগৌরী বেরিয়েছিল...

মনোরমা ॥ (অস্ফুট সুরে) মেহেরপুর ! বাড়ি মেহেরপুর !

শরৎশশী ॥ গৌরী সাজিয়েছিল আমারে। গান গেয়েছিলাম।

[নিমকি জাতীয় কিছু তুলিয়া নিয়া খায় আর গান জাতীয় কিছু শোনায় শরৎশশী]

ঘর করব না...করব না...
ও ভোলা তোর ঘর করব না...করব না...
রইল রে তোর গয়নাগাঁটি
আলতা সিঁদুর শেতলপাটি
বুড়োবরের কড়ে আঙুল ধরব না...ধরব না...

[উদ্যানে ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে তাহার চুড়োমামা।]

ইন্দ্রনাথ ॥ মনোরমাদি...মনোরমাদি...

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই...

[শরৎশশী ছুটিয়া ভিতরে যায়। ইন্দ্রনাথ ও চুড়ো কক্ষে আসে।]

ইন্দ্রনাথ ॥ ও মনোরমাদি ! সুইট দিদি আমার ! তুমি যে দিদি এত আগে আসবে, বলোনি তো ?

মনোরমা ॥ ভাইয়ের বাড়ি দিদি আসবে, জানান দিয়ে আসতে যাবে কেন ? শুধু নিজে আসিনি গো, সঙ্গে করে মাসতুতো বোনকেও এনেছি। খারাপ করেছি ?

চুড়ো ॥ বেশ করেছেন। এ আবার জিজ্ঞেস কর্চ্চেন !

ইন্দ্রনাথ ॥ আমার মামা। গাঁয়ের সকলের চুড়োমামা। মামা একজন ভেটারেন অ্যাকটর। নবীন মাধবের পার্ট করছে মামা—

[মনোরমা যুক্তকরে নত হয়]

চুড়ো ॥ (বিগলিত হইয়া) একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে মনোরমা। তুমি বলব, কিছু মনে করো না।

মনোরমা ॥ তাই তো বলবেন মামবাবু।

চুড়ো ॥ (আহলাদে আটখানা) আমরা মফঃস্বলের আর্টিস্ট। ফিমেলদের সঙ্গে প্রথম স্টেজে উঠব। কী গো, এক্সটেম্পো দেবে না তো ?

মনোরমা ॥ (জিব কাটিয়া) ও সব যেখানে দেবার দিই। ইন্দ্রভাই-এর শোয়ে ঐ সব ! গিরিশবাবু থাকবেন। তাঁর সামনে মুখ্যুমি চলে ?

ইন্দ্রনাথ ॥ আমাদের গাঁয়ের টিমটা এক সময় দারুণ ছিল, জানো মনোরমাদি...একটা কারণে মাঝে বছর তিনেক বন্দ থাকায় খানিকটা কমজোরি হয়ে পড়েছে...

চুড়ো ॥ একজন খুব ভালো প্লেয়ার আমাদের বসে গেছে। বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গলের

পার্ট করেছিল বটে ! আঃ ! ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে মাস্টার। পাঁচকীরের বেস্ট প্লেয়ার।

ইন্দ্রনাথ ॥ কে বেস্ট প্লেয়ার ? জাস্ট অ্যাভারেজ ! ওসব অ্যাক্টিং তোমাদের কাছেই চলে মামা। শহুরে গিয়ে দেখুক না।

মনোরমা ॥ তাঁকে আর পাওয়া যায় না ?

ইন্দ্রনাথ ॥ আরে না না, তার পক্ষে আর অ্যাক্টিং করা সম্ভব না। নষ্ট হয়ে গেছে। বেপাত্তা ! ছাড়ো, আমরা কিন্তু খারাপ করব না মনোরমাদি। টিমটাকে ভালই খাড়া করে ফেলেছি। একটা গ্রান্ড শো আশা করছি।

চুড়ো ॥ ইন্দ্র এ কদিন প্রচণ্ড খাটছে।

ইন্দ্রনাথ ॥ বলো ? দেশে কিছু করতে না পারলে কলকাতায় আমার প্রেসটিজ থাকে ?

মনোরমা ॥ কলকাতার একটা খুব খারাপ খবর আছে গো ইন্দ্রভাই...কী করে দিই তোমাকে ?

ইন্দ্রভাই ॥ কী ব্যাপার ?

মনোরমা ॥ মানে কলকাতা থেকে আমাদের যে পাঁচজনের আসার কথা...

ইন্দ্রনাথ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...বাকিরা সব ঠিক আছে তো ?

মনোরমা ॥ আর সবাই ঠিক আছে। শুধু পটলরানি ঠিক নেই। সে কিন্তু আসছে না।

চুড়ো ও ইন্দ্রনাথ ॥ সেকি।

মনোরমা ॥ হ্যাঁ—পশ্চিমে বেড়াতে গেছে।

ইন্দ্রনাথ ॥ মাই গড। পটলরানি আসবে না ! ক্ষেত্রমণির পার্ট করবে কে ?

চুড়ো ॥ নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি ভাইটাল রোল।

মনোরমা ॥ তোমার বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে গেছে।

[মনোরমা আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বার করিতে যায়]

ইন্দ্রনাথ ॥ আরে টাকা রাখো। রোলটা করাব কাকে দিয়ে।

চুড়ো ॥ গাঁ-ঘরে মেয়ে পাবো কোথায়। এরা প্রফেশানাল—প্রফেশানাল এথিক্স নেই !

মনোরমা ॥ সে সব থাকলে কি মামাবাবু, আজ আমাদের এই দশা হয় ! ফুলবাবুর সঙ্গে ভাব হয়েছে। চলে গেলি দ্বারভাঙায়...সব নিংড়ে নিয়ে ঐ বাবু যখন ছুঁড়ে ফেলে দেবে...মুখ পুড়িয়ে আসবি তো এই থিয়েটারের দরজায়।

ইন্দ্রনাথ ॥ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। কলকাতায় যাবো মামা। দেখি যদি আর কাউকে আনতে পারি।

চুড়ো ॥ যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পাঁচদিন পরে কোজাগরী। সব তচনচ হয়ে যাবে। নাঃ—বজ্রাঘাত হ'লো।

ইন্দ্রনাথ ॥ একটা সাবোটাজ চলছে ! দ্যাখো ঐ কনসার্ট পার্টি লাস্ট মোমেন্টে বেঁকে বসল।

চুড়ো ॥ বোম্বাই যাচ্ছে তোর বাবা টিপে দিয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ ॥ বাবা কালিদাসবাবুকে হঠাৎ কলকাতায় পাঠালেন। কেন, বুঝতে পারছি না।

চুড়ো ॥ চৌধুরীমশাই ডালে ডালে চলছেন। আমাদের পাতায় পাতায় চলতে হবে।

ইন্দ্রনাথ ॥ তুমি যদি খবরটা না এনে, বুদ্ধি করে একজনকে ধরে নিয়ে চলে আসতে মনোরমাদি!

মনোরমা ॥ এনেছি তো। তোমার কথা ভেবেই তো মাসতুতো বোনটিকে টেনে নিয়ে এলাম আগেভাগে—

ইন্দ্রনাথ ॥ তোমার বোন করবে! পারবে!

মনোরমা ॥ সত্যি কথা বলি, কখনো করেনি। গাঁয়ের মেয়ে। তবে সুবিধে ঐটে। গাঁয়ের ভাষাটা ভারি রপ্ত। ক্ষেত্রমণিও চাষীর মেয়ে। দীনবন্ধুবাবু চাষীর ভাষাই দিয়েছেন।

চুড়ো ॥ গাঁয়ের মেয়ে কি আর প্লে করতে পারবে মনোরমা?

মনোরমা ॥ রিহার্সালে ফেলে দেখুন মামাবাবু। করার আগে কি করে বলব, কে পারবে না পারবে! কলকাতায় আমরা যারা করি তারাই বা কোত্থেকে এসেছি? আমাদের নেত্রকালীকে তো জানো ইন্দ্রভাই। নোড়ার মতো শক্ত জিব। রা বেরোয় না। বেলবাবু পিটিয়ে পিটিয়ে সেই মেয়েকে কী টরটরে না করে ছাড়লেন। ইন্দ্রভাই, গাঁয়ের মেয়ে নিয়ে এখনো কেউ এ কাজে নামেনি। তুমি যদি করাতে পারো—সেটা হবে নতুন কাজ। কলকাতায় তোমার নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে।

[ইন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হয়]

ইন্দ্রনাথ ॥ হুঁ, দ্যাট উইল বি সামথিং! মামা চ্যালেঞ্জটা নেবো?

চুড়ো ॥ তাছাড়া উপায়ই বা কী? দ্যাখো...

ইন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু একেবারেই যে কোনদিন করেনি তাকে দিয়ে মাত্তর পাঁচদিনে—

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই, বোন আমার বড্ড গরিব। পেট ভরে খেতেও পায় না। ওকে আমি থিয়েটারেই রাখতে চাই। তুমি যদি এই সুযোগটা দাও...। আমি কিন্তু সাতদিন আমার ঘরে রেখে কিছুটা শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছি।

ইন্দ্রনাথ ॥ ডাকো দেখি।

মনোরমা ॥ শশী...ওরে শশী, আয় বোন। ওরে এ সুগোগ তোকে কে দিতো রে, আমার ইন্দ্রভাই ছাড়া?

[শরৎশশী ঢোকে—তাহাকে দেখিয়া চুড়ো নড়িয়া চড়িয়া বসিল।]

কী ভাগ্য তোর। প্রণাম কর।

[শরৎশশী ইন্দ্রনাথ ও চুড়োকে প্রণাম করে]

চুড়ো ॥ (হতচকিত) ওরে এ যে তোর জ্যাঠার বাগানের জলপরী!

প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য
নীলদর্পণের কথা

[রিহার্সালের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। বিজনবিহারী কখনো কান পাতে, কখনো অলিন্দে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। কন্যা অভয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে গলায় তাবিজ কবচ মাদুলি—চোখে আগুন।]

অভয়া ॥ মেয়েরা তো এসে গেল বাবা।

বিজন ॥ হুঁ। এসে গেল।

অভয়া ॥ একটা বুড়ি আর একটা কুঁচবরণ ছুঁড়ি।

বিজন ॥ হুঁ। তাও দেখলাম।

অভয়া ॥ ঠেকাতে তো পারলে না।

বিজন ॥ যা আমি চাইছি না...আমার বাড়ির ছেলেরা আমার চোখের সামনে সেটাই ঘটাচ্ছে। অদ্ভুত কৌশলে। কালিদাসকে কলকাতায় পাঠাতে না পাঠাতে ওরা এসে হাজির। মেয়ে দুটোকে যে পাঁচক্ষীরে থেকে বার করে দেব সে আরো অপযশ। মাঝখানে মহাকবি গিরিশচন্দ্র। কী প্যাঁচে যে ফেলল। (রিহার্সাল শুনিয়া) ওটা কার গলা?

অভয়া ॥ তোমার ছেলের।

বিজন ॥ ...ওটা। ওটা?

অভয়া ॥ রাঙাপিসির সেজো ছেলে।

বিজন ॥ কী আশ্চর্য, কারুর গলাই চিনতে পারছিনে কেন?

অভয়া ॥ পারবে না, গলা সব পাল্টে গেছে। মেয়েদের হাত ধরে পার্ট করবে তো, গলায় ঢেউ খেলছে। ওই শোনো চুড়োমামা—

বিজন ॥ শারদীয়া পুজোয় সব মাথা একত্র হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যে যেন একটা বিদ্রোহ চাপা ছিল।

অভয়া ॥ লালসা বলো লালসা। সকাল সন্ধে মা অন্নপূর্ণার পুজোর ভোগে আর রুচি নেই। এখন বেশ্যাপাড়ার মেয়েদের নিয়ে...

বিজন ॥ ও কী কথা। ছি ছি। থিয়েটারে সব মেয়েই যে ঐ নোংরা পাড়া থেকে এসেছে তা নয়। শুনলাম ভদ্রঘরের সন্তানও...

অভয়া ॥ উঁ। ভদ্রঘরের সন্তান। সোজাসুজি বলছি বাবা, তোমার ছেলেরা যা করছে, সে তুমি বোঝোগে। কিন্তু তোমার জামাইকে কেন দলে টেনেছে! তুমি ওকে বলো থিয়েটার না করে আমায় নিয়ে বাড়ি যেতে।

বিজন ॥ আমি আমার ছেলেকেই বলতে পারছি না। জামাইকে বলি কি করে। তুই বল্ না গুরুচরণকে।

অভয়া ॥ আমার কথা শুনছে কে? কাল একটু বলতে গিয়েছিলুম...এক ধমক! অশিক্ষিত-গেঁয়ো-সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, একরাশ গালাগাল শুনিয়ে দিলো।

বিজন ॥ গুরুচরণেরও থিয়েটারে নেশা ?

অভয়া ॥ মোটেই না, কস্মিনকালেও না। একদিনও ও মুখে যাত্রা থিয়েটারের নাম শুনিনি। ঐ মেয়েরা পার্ট করছে তো, তাই ভিড়েছে। মেয়ে দেখলেই লোকটা ক্ষেপে ওঠে !

বিজন ॥ আরে ছি ছি ! তোর কথাবার্তা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে অভয়া।

অভয়া ॥ কেন হয়েছে ? বিয়ের আগে তো ছিল না। তোমার জামাইয়ের রকমসকম দেখে হয়েছে। দুটো সন্তানের মা আমি...লোকটাকে জানতে আমার আর বাকি নেই। অমন মেয়েমুখো পুরুষ...যেখানে মেয়ে সেখানে হাজির ! কেন যে মেয়েরা ওকে মারে না !

বিজন ॥ অভয়া, গুরুচরণের সঙ্গে তোর কেন যে বনে না বুঝতে পারছি ! তোর এই সব ভূতুড়ে ধ্যানধারণা তার ভালো লাগবার কথা নয়। গুরুচরণ উচ্চশিক্ষিত, আধুনিকমনা। এখনো সংযত হ। নইলে সর্বনাশ হবে।

অভয়া ॥ (ফোঁপায়) তোমরা তো কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না !

বিজন ॥ না করব না। কেন তোকে বলবে না মূর্খ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ? একটার পর একটা বশীকরণের কবচ-মাদুলি ধারণ করেছিস। কোনো প্রাণী যদি শোনে তাকে বশে আনার জন্যে কবচ মাদুলির ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে, স্বাভাবিক কারণেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে...

[হন্তদন্ত তর্করত্নের প্রবেশ]

তর্করত্ন ॥ শুনেছেন কি, সদর থেকে কালেক্টর গিকসাহেব পাঁচক্ষীরে আসছেন থ্যাটার দেখতে !

বিজন ॥ শুনেছি। দেখছি। চুপ করে বসে আছি। কালিদাস না ফিরলে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছি না।

[অভয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

তর্করত্ন ॥ অভয়া মা কাঁদছে কেন !

বিজন ॥ মনে সুখ নেই। আপনারও নেই, আমারও নেই। ওরও নেই। যা—ভেতরে যা।

অভয়া ॥ এই থিয়েটার যদি আমার কোনো সর্বনাশ করে, আর কাউকে না...শুধু তোমাকে...তোমাকেই দোষ দেব বাবা।

[অভয়ার প্রস্থান]

তর্করত্ন ॥ আপনি কি নীলদর্পণ পড়েছেন ?

বিজন ॥ না। শুনেছি খুব নামকরা।

তর্করত্ন ॥ (হস্তধৃত পুস্তকখানি নাচাইয়া) একখানি ভয়াবহ রচনা।

বিজন ॥ ঐ নাকি ?

তর্করত্ন ॥ আপাদমস্তক বিদ্রোহের নাটক।

বিজন ॥ বিদ্রোহ !

তর্করত্ন ॥ নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের নীলচাষীদের বিদ্রোহ, আর সাহেবদের পাল্টা অত্যাচার—রচনার সারাৎসার !

বিজন ॥ বটে ! বটে !

তর্করত্ন ॥ একটি বলাৎকারের দৃশ্য আছে।

বিজন ॥ বলেন কি ?

তর্করত্ন ॥ নীলকুঠির সাহেব নীলচাষীর মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে রাত্রিকালে জোরপূর্বক বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি ঘটাচ্ছে !

[বলিতে বলিতে তর্করত্নের শরীর ঠকঠক কাঁপে]

বিজন ॥ রাত্রিকালে ! প্রকাশ্যে নয় তো ?

তর্করত্ন ॥ (এমন অজ্ঞ দেখে নাই জীবনে—এমনই চোখে) বাবু, ঘটনায় যা রাতের অন্ধকারে, অভিনয়ে তা তো প্রকাশ্যে ! মঞ্চের ওপর, দপদপে হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় সহস্র দর্শকের নাকের ডগায় !

বিজন ॥ সংস্কৃত নাটকে এ ধরনের ব্যাপারস্যাপার ছিল কি ?

তর্করত্ন ॥ মাথা খারাপ ! নাট্যশাস্ত্রে রক্তপাত পর্যন্ত অনুমোদন পায়নি। সে ঐতিহ্য এইসব অনাচারীরা কবেই গলা টিপে মেরে রেখেছে।

বিজন ॥ বইটা দিন তো।

তর্করত্ন ॥ (পুস্তক দিয়া) আরো কিছু তথ্য নিন। সাহেবেরা একসময় জোর করে এই নাটক বন্দ করে দিয়েছিল। যে ব্যক্তি ইংরেজিতে নীলদর্পণ অনুবাদ করেছিল, তাকে কারবাসও করতে হয়েছে। বাবু, কোজাগরীতে কালেক্টরসাহেব এরই অভিনয় দেখতে আসছেন আপনার বাড়ি। তারপর পাঁচক্ষীরের কি আর কিছু থাকবে ! গোরা পুলিস এসে পাঁচক্ষীরে আপনার চোদ্দক্ষীরে করে দেবে যে।

বিজন ॥ কিন্তু চুড়োর ভার্সান অনুযায়ী—নাটকখানা যে গিরিশচন্দ্র নির্বাচন করে দিয়েছেন।

তর্করত্ন ॥ (অধৈর্য হইয়া) ওফ ! আপনি ওই গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিটিকে ছাড়ুন তো। তিনি তো নির্বাচন করে দিয়ে খালাস। মরতে মরব আমরা।

বিজন ॥ না-না...আপনি বোধহয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনটা ধরতে পারছেন না তর্করত্ন মশাই।

তর্করত্ন ॥ ধরতে পারছি না !

বিজন ॥ হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন, সেসব বিশ-পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। নীলকুঠি এখন বন্দ হয়ে গেছে। গভর্ণমেণ্টের এখন পলিসিই হয়েছে নীলকুঠির সাহেবদের বেইজ্জত করা। সাধারণকে বোঝানো, ঐ কুঠিয়ালরাই পশু ছিল। ওদের ক্রিয়াকর্মে গভর্ণমেণ্টের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। কালেক্টর দেখবেন হাততালি দেবে। যাকগে...এ সব রাজনৈতিক চাল আপনার অবশ্য ধরতে পারার কথা নয়। তা নয়...ভাবনা আমার সেসব নিয়ে তভটা নয়...ভাবনা নৈতিক প্রশ্নে। মঞ্চে চাষীকন্যার ওপর বলাৎকার !

[এক ঝাঁক চিৎকার ভাসিয়া আসে।]

কে ও ?...কার গলা !

তর্করত্ন ॥ (কান পাতিয়া) আপনার জামাতা।

বিজন ॥ গুরুচরণ—

তর্করত্ন ॥ সাহেবের পার্টটা করছে জামাতাবাবাজী।

বিজন ॥ চাষীকন্যার ওপর—

তর্করত্ন ॥ বলাৎকার...

বিজন ॥ গুরুচরণ?

তর্করত্ন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিজন ॥ কী সর্বনাশ।

প্রথম অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য
ফোয়ারার আড়ালে লোকটি

[বাগানবাড়ির কক্ষে ঝাড়লণ্ঠনের নিচে মহলার আসর জমজমাট। রোগসাহেব রূপী গুরুচরণ আসরের কেন্দ্রে। তাহার বেশবাস ঘর্মাসক্ত। গলার হার এবং আঙুলের আংটিগুলি ঝকমক করিতেছে।]

গুরুচরণ/রোগ ॥ হাঃ হাঃ, আমরা নীলকর। আমরা যমের দোসর হইয়াছি। দাঁড়ায়ে থেকে কতো গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি। পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কতো মাতা পুড়িয়া মরিল। তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি? স্নেহ করিলে কি আমাদের কুঠি চলে।

[গুরুচরণকে ঘিরিয়া পাঁচক্ষীবা নাট্যদলের কুশীলব যুবকেরা। ইন্দ্রনাথ যূথপতির ন্যায় বিচরণ করিতেছে। প্রম্পটার নিম্নস্বরে প্রম্পট করে। বেহালাবাদক নাট্যরসানুযায়ী ছড় টানে। দুকড়ি রিহার্সালে পান সরবত বিতরণে ব্যস্ত। বাহিরে উদ্যানে কক্ষ-নির্গলিত আলোক। ফোয়ারাটি সচল। জলপরী যেন জীবন্ত।]

যুবক (১) ॥ দারুণ। দারুণ। জ্যান্ত রোগ সাহেব। কী করছেন জামাইবাবু—

চুড়ো ॥ বাবাজী, কে বলে তোমার ফার্স্ট স্টেজ অ্যাপিয়ারেন্স। মুস্তাফিসাহেবের সাহেব দেখেছি...তুমি তাঁকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছো।

যুবক(২) ॥ ইন্দ্রদা, পাক্কা সিলেকশান।

চুড়ো ॥ আরে মোচার ঘণ্ট খেয়ে সাহেব করা যায়? গুরুচরণ আমাদের বিলাতী কেতা জানে।

ইন্দ্র ॥ সাইলেন্স। বলুন জামাইবাবু...

গুরুচরণ/রোগ ॥ হাঁ হাঁ! আমি মেয়েমানুষকে বড় ভালবাসি। কুটিরকর্মে ও কর্মের

বড় সুবিধা হইতে পারে। তোর গায়ে জোর নাই পদীময়রানি, টানিয়া আন—(থামিয়া) কই!

প্রম্পটার ॥ (হাঁকে) ক্ষেত্রমণি ও পদীময়রানীর প্রবেশ।

[সকলে পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে নজর দেয়—সাড়া নাই।]

ইন্দ্রনাথ ॥ কী হ'লো মনোরমাদি, ঢোকো তোমরা!

চুড়ো ॥ টেম্পো কেটে যাচ্ছে মনোরমা।

কুশীলব যুবক (১) ॥ আনকোরা নতুন। নার্ভাস হয়ে গেছে।

যুবক(২) ॥ না-না ভাই, দেমাক দেখাচ্ছে।

[ইন্দ্রনাথ গম্ভীর]

গুরুচরণ ॥ ডিসগাসটিং। সেই থেকে এ পর্যন্ত একাই চেঁচিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ক্ষেত্রমণিকে তো দেখতেই পেলাম না ভাই ইন্দ্র!

ইন্দ্রনাথ ॥ বুঝতে পারছি না...একে দিয়ে আদৌ হবে কি-না। ও মামা...

যুবক(৩) ॥ এ ফিমেলের চাইতে আমাদের মেল-ফিমেল তুফানই তো ভালো করতো জামাইবাবু।

[যুবকদের দলে তুফানচন্দ্র আছে। তাহার চোহারা ও কণ্ঠস্বর মেয়েলি]

তুফান ॥ থাক। আমার কথা বলিস না তোরা। কলকাতার ফিমেল আনা হয়েছে, সেই করুক। আমি তো এখন ভাঙা কুলো।

[মনোরমা ঢোকে]

মনোরমা ॥ আসছে...আসছে...আরেকবার কিউটা দেবেন বাবা...

[বলিয়াই মনোরমা ভিতরে ছোটে]

ইন্দ্রনাথ ॥ প্লিজ জামাইবাবু...

গুরুচরণ ॥ এই কিন্তু শেষ...এরপর না এলে...

ইন্দ্রনাথ ॥ বুঝতেই তো পারছেন, সামনের কদিন আপনার একটু ট্রাবল আছে। প্লিজ, অ্যাডজাস্ট করে নিন জামাইবাবু...

গুরুচরণ/রোগ ॥ আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালবাসি। কুটির কর্মে ও কর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে। তোর গায়ে জোর নাই—পদীময়রানি টানিয়া আন...

[শরৎশশীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আসে মনোরমা]

মনোরমা/পদী ॥ ক্ষেত্রমণি লক্ষ্মী মা আমার বিছানায় এস...সাহেব তোকে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেছে...

[রোগরূপী গুরুচরণ কয়েকটি অট্টহাসি উদ্‌গীরণ করে। ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে শরৎশশী তাহার ঘরে ফিরিয়া যায়।]

অনেকে ॥ যাঃ! কী হ'লো...

মনোরমা ॥ শশী...শশী...আনছি, আমি ধরে আনছি...শশী—

[বিব্রত মনোরমা ছোটে অন্দরে]

গুরুচরণ ॥ দিস ইজ ইনসালটিং—

অনেকে ॥ তাই তো।

গুরুচরণ ॥ অ্যাম্বেচার বলে কি আমরা ফেলনা ! কী করে ফিলিংস ধরে রাখব ইন্দ্র ?

চুড়ো ॥ (দুকড়িকে) বাতাস কর।

[দুকড়ি গুরুচরণকে পাখার বাতাস দেয়]

দুকড়ি ॥ জামাইবাবু শয়তানের পার্ট করতে করতে ক্রেমশ শয়তান হবেন।

[একটি সমবেত ধমক দুকড়ির ভাগ্যে জোটে]

ইন্দ্রনাথ ॥ মনোরমাদি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। (অন্যদের প্রতি) আই অ্যাম রিয়ালি অ্যাট এ লস। তেমন সময়ও নেই যে...

চুড়ো ॥ নাঃ ! মাকাল ফল। মাসতুতো বোনকে পুস না করে মনোরমার উচিত ছিল...

ইন্দ্রনাথ ॥ এসো এসো...বসে না থেকে যে যার পার্ট ঝালিয়ে নাও। কাম অন মামা।

চুড়ো ॥ আমার নবীনমাধব। মুখস্থ...কোত্থেকে বলব বল।

ইন্দ্রনাথ ॥ এই সিনেই বলো। খানিকটা স্কিপ করে যাই। রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে চুল ধরে টেনে বিছানায় তুলছে। তখন ক্ষেত্রমণির বাবা নবীনমাধব আর চাষী তোরাপ আসবে সেভ করতে...

প্রম্পটার ॥ জানালা ভেঙে আসছে...

চুড়ো ॥ (ইন্দ্রকে) এসো—আমার নবীন, তোমার তোরাপ—আগে ঢুকবে কে ?

ইন্দ্রনাথ ॥ আগে নবীন...পেছনে তোরাপ। ঢোকো, কীভাবে ঢুকবে, দেখাও...

[চুড়ো মালকোঁচা আঁটিয়া একলম্ফে গুরুচরণের ঘাড়ে পড়িয়া হাঁকে]

চুড়ো/নবীনমাধব ॥ ওরে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর...এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা। এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া...বিনয়...শীলতা। আহা-আহা...

ইন্দ্রনাথ ॥ মামা কেবল চেঁচামেচি হচ্ছে। সাউটিং। বার্কিং—

চুড়ো ॥ অ্যাদ্দিন তো এই থিয়োরিতেই চালিয়ে এসেছি বাবা...এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলো...

ইন্দ্রনাথ ॥ ওসব ওল্ড প্র্যাকটিস ! অচল।

চুড়ো ॥ দেখিয়ে দে। কী করব। স্ফুলিং দে। দাগা বুলিয়ে দিচ্ছি

যুবক(২) ॥ দাগা বুলোনো কী চুড়োমামা ?

চুড়ো ॥ পাঠশালায় করিসনি। পণ্ডিত স্লেটে ক লিখে দিলো....সারাদিন সেই ক-এর ওপরে দাগা বুলিয়ে গেলি ! আমারো তাই। ক লিখতে বলো, পারব না। দাগা বুলোতে দাও...বুলোচ্ছি।

[শরৎশশীকে ধরিয়া আনিল মনোরমা]

মনোরমা ॥ আর আমার মুখ পোড়াসনে শশী...লক্ষ্মী বোন, আবার কর। কলকাতায় আমার বাসায় বেশ তো শিখেছিলি। দেখা। দ্যাখ সবাই ভাবছেন আমি ইন্দ্রভাইকে ঠকাবার জন্যে তোকে এনেছি। কীরে, কর...

[শরৎশশী পাথরের মতো স্থির। নড়েও না, কথাও বলে না।]

কীরে ? তবে যা...মরগে যা ! বৃথাই হ'লো সব—ইন্দ্রভাই, আমাকে মাপ করো ভাই।

ইন্দ্রনাথ ॥ (শরৎশশীকে) শরীর খারাপ লাগছে? ভয় লাগছে? দূর, ভয় কি? তোমাকেই করতে হবে। আচ্ছা তুমি আজ বসো। আজ করতে হবে না। আমি পুরো সিনটা তোমার সামনে করে দেখাচ্ছি। আজ দ্যাখো। কাল করবে। সব দেখবে। প্রত্যেকটা অ্যাকশন লক্ষ্য করবে। কেমন করে হাঁটছি...কেমন করে সাহেবের দিকে তাকাচ্ছি। সাহেব চুল ধরলে...কেমন করে ঘুরে যাচ্ছি। কাম অন তুফান।

তুফান ॥ আমি? আমি তো তোমাদের খরচের খাতায়। ভাঙাকুলো—

যুবক(৩) ॥ ন্যাকামি করিস না...ডাকছে, যা না—

ইন্দ্রনাথ ॥ পার্টটা তোর তোলা আছে। আয়—কর। ঠিক যেমন দেখিয়েছি করে যা। শশী দ্যাখো....

তুফান ॥ একটা পুরুষের পার্ট তো আমায় দিতে পারতে ইন্দ্রদা—

চুড়ো ॥ তোকে দিয়ে মেল পার্ট হবে না।

তুফান ॥ তাহলে কি আমার অ্যাক্টিং কেরিয়ারের দি এনড্?

প্রম্পটার ॥ হ্যাঁ—প্রক্সি কেরিয়ারের সুরু!

তুফান ॥ (মনোরমাকে) কিউ দিন। আজ প্রাণ ঢেলে করব। হাত ধরে টানুন।

মনোরমা/পদী ॥ (তুফানের হাত ধরিয়া) ক্ষেত্রমণি...লক্ষ্মী মা আমার...বিছানায় এস। সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেছে....

তুফান/ক্ষেত্রমণি ॥ ময়রা পিসি, মোরে এমন কথা বলো না। মুই পরাণ দিতি পারব...ধর্ম দিতি পারব না। চট পর্য়ে থাকি সেও ভালো। তবু য্যেন বিবির পোশাক পরতি না হয়। পরপুরুষ ছুঁতি না হয়—

গুরুচরণ/রোগ ॥ ডিয়ার ডিয়ার আইস আইস...

তুফান/ক্ষেত্রমণি ॥ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা...মোরে ছেড়ে দেও। আহা...মোর মা এ তো বেল গলায় দড়ি দিয়েছে। মোর মা আর নেই। বাবা কাকা দুজনের মধ্যে মুই এক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে...বাড়ি রেখে আয়, ও সাহেব তোর পায়ে পড়ি...

[তুফানের কণ্ঠ ভাবভঙ্গি তৎসহ বেহালার বাদ্য কক্ষটিকে এক বিচিত্র কিম্ভূত রসে পূর্ণ করিয়াছে। শরৎশশী নীরবে অশ্রুপাত করে। উদ্যানে ফোয়ারার আড়ালে একটি লোক। বারিঝরনার ভিতর দিয়া তাহাকে পরিষ্কার দেখা যায় না। তাহার চুল দাড়ি জীর্ণ কম্বল যেন শ্যাওলার মতো ভাসিতেছে।]

গুরুচরণ/ রোগ ॥ হাঃ হাঃ, তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা করিয়াছে। বিছানায় আইস...নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।

তুফান/ক্ষেত্রমণি ॥ ও সাহেব...মুই তোমার মা। মোরে ন্যাংটা ক'রো না।

গুরুচরণ/রোগ ॥ ইনফারনাল বিচ। এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

তুফান/ক্ষেত্রমণি ॥ মোর গায়ে যদি হাত দিবি, তোর হাত মুই ঐচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করব। ও ভাইভাতারীর ভাই মার না...মোর প্রাণ বার কর্য়ে ফ্যাল...মুই আর সইতে পারিনে...

গুরুচরণ/রোগ ॥ (তুফানের চুল ধরিয়া) চোপ রও হারামজাদি, ক্ষুদ্রমুখে বড় কথা।
তুফান/ ক্ষেত্রমণি ॥ কোথায় বাবা...কোথায় মা...তোমাদের ক্ষেত্রমণি ম'লো গো...
প্রম্পটার ॥ (চিৎকার) জানালার খড়খড়ি ভাঙিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ।
[চুড়ো ও ইন্দ্রনাথ অভিনয়ে যোগ দিবার পূর্বেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ফোয়ারার আড়াল হইতে সিতিকণ্ঠ ঘরে ছুটিয়া আসিয়া গুরুচরণের উপর চড়াও হয়।]

সিতিকণ্ঠ/নবীনমাধব ॥ ওরে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর ! এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া বিনয় শীলতা ? আহা আহা...বালিকা অবলা...অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার...
[উপস্থিত কেহ বুঝিতে পারে না—কোন্‌টিতে বেশি বিস্ময়, সিতিকণ্ঠের আগমনে না তাহার অভিনয়ের সৌকর্যে]

গুরুচরণ ॥ (বিস্ময়ঘোর কাটিতে গর্জন করে) এ লোকটা এখানে কেন ? দিস সোস্যালি বয়কটেড ফেলো ? বার করে দাও। ইয়েস, কিক হিম আউট !
[তখন ইন্দ্রনাথ বাদে সকলে হৈচৈ করিয়া সিতিকণ্ঠকে ঠেলিতে ঠেলিতে বাগানে আনিয়া ফেলিল। নানাজনের নানা উক্তি : এখানে ঢুকলে যে বড়/সাহস কম নয়/এটা লম্পটের জায়গা না/লজ্জা করে না একটা মেয়ের সর্বনাশ করে...ইত্যাদি। মনোরমা ও শরৎশশী অবাক চোখে দেখে।]

সিতিকণ্ঠ ॥ আমাকে করতে দাও। তোমাদের কিচ্ছু হচ্ছে না। ইন্দ্র আমাকে নাও। একদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। থিয়েটার ছাড়া বাঁচব না।

যুবক(১) ॥ বাঁচবে...বাঁচবে...ধোপা...নাপিত ছাড়া তো দিব্যি বেঁচে আছো...

সিতিকণ্ঠ ॥ (সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে) আমি যাই করে থাকি আমার ট্যালেণ্টটা তোমরা গলা টিপে মেরো না। আমি কিছু করতে চাই, কেন দেবে না করতে ! দিতে হবে।

গুরুচরণ ॥ নন্‌সেনস। নিজেকে কি মনে করো হে, জিনিয়াস। গ্রেট অ্যাকটর ! ও কি গ্যারিক ?

[অনেকে হাসে]

সিতিকণ্ঠ ॥ গিরিশচন্দ্র আসছেন। তাঁর সামনে এই ছেলেখেলা—নীলদর্পণ না ক্যারিকেচার... !

অনেকে ॥ তাতে তোমার কী ? যাও...বেরোও...ভাগো...

সিতিকণ্ঠ ॥ ইন্দ্র...ইন্দ্র..

ইন্দ্রনাথ ॥ সবাই যাও এখান থেকে। যাও সব। আজ আর রিহাসার্ল হবে না।

গুরুচরণ ॥ সন্ধেটাই নষ্ট হ'লো...সব দিক দিয়ে...
[ইন্দ্রনাথ ও সিতিকণ্ঠ ছাড়া সকলে বিদায় হয়। মনোরমা ও শরৎশশী ভিতরে চলিয়া যায়।]

ইন্দ্রনাথ ॥ বসো সিতিদা—

[ফোয়ারার পাশের বেদীতে দু'জনে বসে।]

(ইতস্তত: করিয়া) কী বললে...কিছু হচ্ছে না !

সিতিকণ্ঠ ॥ নাঃ !

ইন্দ্রনাথ ॥ কতক্ষণ দেখছ তুমি ?

সিতিকণ্ঠ ॥ গোড়া থেকেই। আশেপাশে ঘুরছিলাম।

ইন্দ্রনাথ ॥ মেয়েটিকে কী মনে হ'লো ?

সিতিকণ্ঠ ॥ ক্ষেত্রমণি... ?

ইন্দ্রনাথ ॥ ওকে দিয়ে হবে ? করানো যাবে ?

সিতিকণ্ঠ ॥ কিছু বলতে পারব না। আমি তো ওকে জানি না, চিনি না।

ইন্দ্রনাথ ॥ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ॥ সব কিছু না জানলে, ভিতরটা না জানলে হবে কি না কী করে বলা যায় ?

ইন্দ্রনাথ ॥ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ॥ কোথায় একটা দোটানা আছে। করতে চায়...অথচ...তুমি লক্ষ্য করেছ—সিনটা যখন চলছিল ও কিরকম চমকে চমকে কেঁদে উঠছিল ! আছে...কী একটা ব্যাপার আছে। তুমি যদি বলো—আমি একবার ওকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ইন্দ্রনাথ ॥ (নীরবতার পর) তোমায় তো পাঁচক্ষীরে দেখা যায় না ! থাকো কোথায় ?

সিতিকণ্ঠ ॥ আমার তো পাঁচক্ষীরে ঢোকা বারণ। এখন থাকি কপোতাক্ষীর ওপারে বিলগাঁয়ে—চাষাভুষোদের ঘরে।

ইন্দ্রনাথ ॥ কাজটাজ করো ?

সিতিকণ্ঠ ॥ কে দেবে ?

ইন্দ্রনাথ ॥ খাও কী ?

সিতিকণ্ঠ ॥ ঐ ওরা যা দেয়...

ইন্দ্রনাথ ॥ দেয় ?

সিতিকণ্ঠ ॥ যে পারে। সবার তো ভাত জোটে না। তার মধ্যে যারা সমাজ জমিদার শাসন খাজনা...এসবের তোয়াক্কা করে না...তারাই দেয়। না দিলে আছি কি ভাবে—

ইন্দ্রনাথ ॥ হঠাৎ এপারে এসেছিলে কেন ?

সিতিকণ্ঠ ॥ তোমাদের নাটকের খবর পেয়ে। ইন্দ্র, তুমি একটা দারুণ কাজ করলে। গাঁয়ে অভিনেত্রীদের নিয়ে এলে...বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে দিলে। গোটা শতাব্দীটা সামনে পড়ে রয়েছে...থিয়েটার একদিন বিরাট জায়গায় চলে যাবে। দারুণ ! দারুণ !

ইন্দ্রনাথ ॥ থ্যাঙ্কস !

সিতিকণ্ঠ ॥ বাবার বিরুদ্ধে...গোটা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই যদি, আমাকে নাও না ইন্দ্র। স্টেজে উঠতে দাও। সমাজে ফিরে আসতে পারি। এভাবে আর থাকতে পারি না। সত্যি ! আমিও যে কিছু একটা করতে চাই। ইন্দ্র, তোমরা ছেলেবেলায় দেখেছো আমি কী করেছি ! থিয়েটার...থিয়েটার...আমিও

তোমার মতো পাগল। তুমি জানো। নেবে?

ইন্দ্রনাথ ॥ মুশকিল হচ্ছে...থিয়েটার একটা লোকের ব্যাপার না। দেখলে তো, কেউ তোমায় চায় না। থিয়েটার দর্শকদের নিয়েও।...তারা যখন তোমায় স্টেজে উঠতে দেখবে...আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারব না।

সিতিকণ্ঠ ॥ কেন পারবে না! আমি তো সত্যি কিছু করিনি!

ইন্দ্রনাথ ॥ সিতিদা, তর্করত্নের মেয়ে সরোজিনী গলায় দড়ি দিয়েছে তোমার বদমায়েসির জন্যে। ঝিলপুকুরের ধারে বকুলতলায় তুমি তার গলা জড়িয়ে...

সিতিকণ্ঠ ॥ কে দেখেছে?

ইন্দ্রনাথ ॥ যে বৌটা পুকুরে চান করছিল সেই দেখেছে।সেই রটিয়েছে। সরোজিনী লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে সেই রাতেই—

সিতিকণ্ঠ ॥ পুকুরঘাট থেকে বকুলতলা বেশ কিছুটা দূরে। বৌটা বুঝল কি করে আমি তার গলা জড়িয়ে ধরেছি...না সেই আমার?

ইন্দ্রনাথ ॥ তার মানে! কী বলতে চাও—সরোজিনী তোমায়—

সিতিকণ্ঠ ॥ তার আগে মেয়েটাকে আমি কোনদিন ভালো করে দেখিওনি। সে আমায় দেখেছিল। আমাদের বিল্বমঙ্গল নাটকে। সে আমায় চেয়েছিল। আমাকে না বিল্বমঙ্গলকে সেও পরিষ্কার জানত না। বকুলতলায় নির্জনে পেয়ে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে সে আমাকে সেটাই বলেছিল।

ইন্দ্রনাথ ॥ অসম্ভব। সরোজিনীর মতো নম্র শান্ত ভদ্র মেয়ে গাঁয়ে আর একটাও ছিল না। এখন বদনামটা তার ওপর চাপাচ্ছো?

সিতিকণ্ঠ ॥ ঐ যে বললাম, কারুর ভিতরটা না জানলে বলা যায় না, তার দ্বারা কি সম্ভব বা অসম্ভব।

ইন্দ্রনাথ ॥ তোমায় যখন গাঁ থেকে তাড়ানো হয়, এসব গল্প তুমি বলোনি। তুমি তো তখন সব দোষ স্বীকারই করে নিয়েছিলে।

সিতিকণ্ঠ ॥ হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। সরোজিনী আত্মহত্যা করতে মনে হয়েছিল ওকে আর লজ্জা দেওয়া ঠিক না। সে যখন আমার অভিনয়ের এমন ভক্ত। দোষ নিজের কাঁধে নিয়েছিলাম...(থামিয়া) চলে গেলাম অন্ধকারে। আমি আর সরোজিনী। আর কেউ নেই। একটা মৃতদেহ। পচা না...গলা না...টাটকা সুগন্ধ। ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে...ওকে আমি আগে ভালোবাসতুম না। এখন ভালবাসি। এখন মনে হয় সব দোষ আমার...(থামিয়া)...কিন্তু না, আর পারছি না। মৃতকে আর টানতে পারছি না। এ বন্ধন আর সহ্য হয় না। আমি ফিরতে চাই...নেবে আমায় ইন্দ্র?

ইন্দ্রনাথ ॥ না।

সিতিকণ্ঠ ॥ জানি, কেন "না"?

ইন্দ্রনাথ ॥ কেন, বলো কেন?

সিতিকণ্ঠ ॥ তুমি আমাকে ভয় পাও। আমি বেটার অ্যাকটর। বেটার ডিরেক্টার। আমি দলে ঢুকলে তোমার দাম কমে যাবে।

ইন্দ্রনাথ ॥ (সদর্পে ফুঁসিয়া উঠিল) তুমি কে হে? মফঃস্বলের ছেঁদো কাপ্তেন! অভিনয়ের কী জানো তুমি? কটা ভালো অভিনয় দেখেছ? কলকাতার বড় বড় মানুষ আমাকে খাতির করে। তোমাকে ভয়ের আমার কী আছে? এই পাঁচকড়ীরেতে আমি এবার প্রমাণ করব...

সিতিকণ্ঠ ॥ কী প্রমাণ করবে? নীলদর্পণ করছ! কী জানো তুমি? কতটুকু দেখেছ তুমি বাংলার গ্রামের...বুভুক্ষু চাষীদের? দেখেছ তাদের? আমি দেখেছি। আমি তাদের সঙ্গে থাকি...খাই...উপোস করি। হাসি...কাঁদি...তাদের ভয় জানি...রাগ জানি...ঘেন্না জানি।...তুমি...তুমি কী জানো?

[উত্তেজনায় ছটফট করিতে করিতে সিতিকণ্ঠ ফোয়ারার পিছনে গিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে বারিধারার আড়ালে শ্যাওলার মতো ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ সে উধাও হইল। ইন্দ্রনাথ দেখিল, সে নাই।]

ইন্দ্রনাথ ॥ কোথায় গেলে তুমি? সিতিদা...সিতিদা...জবাবটা শুনে যাও.....

[ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া গেল। শূন্য কক্ষ...শূন্য উদ্যান। ঝাড়বাতি জ্বলিতেছে...ফোয়ারা সচল...জলপরী জীয়ন্ত।]

প্রথম অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

ক্ষেত্রমণির ব্যথাবেদনা

[রাত্রি গভীর। কক্ষে মনোরমা ও শরৎশশী। দীপাধারে প্রদীপ পোড়ে, আর মনোরমার রোষে দগ্ধ হয় শরৎশশী। দুই জানুতে মুখ ঢাকিয়া সে হাপরের মতো ফুলিয়া ফুঁসিয়া ওঠে ক্রমাগত।]

মনোরমা ॥ উঃ। বিয়ে করবে। নাটুকে নিয়ে সংসার পাতবে! গেঁয়ো ভূতের দল! তোরা মানুষ চিনবি কবে? সেদিন তোকে আমি না ধরলে কোথায় নিয়ে যেত, জানিস? জানিস কোন্ পঙ্কে, কোন্ নরকে।

শরৎশশী ॥ (অশ্রুসজল মুখ তুলিয়া) আর বোলো না, ও দিদ্দি, তোমার পায়ে পড়ি, আর বোলো না গো...

মনোরমা ॥ ঢোকাবে ঐ নোংরা পাড়ায়, নয় চালান করবে পশ্চিমে! তাই যাবি? তাই মরবি?

[শরৎশশী মনোরমার পা ধরে]

শরৎশশী ॥ আর কী করবো গো?

মনোরমা ॥ মেহেরপুরে কারা আছে তোর?

শরৎশশী ॥ বাপ নাই...মা আছে....কাকা-কাকীর কাছে ছিলাম।

মনোরমা ॥ নাটুর সঙ্গে বেরিয়ে এলি, মা কাকী জানে ?

শরৎশশী ॥ জানে। কাকাই বলল, ওনার সঙ্গে যা। কাকারে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন।

মনোরমা ॥ কাকা বিক্রি করেছে। এ ব্যাটা কিনেছে আরো বেশি টাকা কামাবে বলে। নাটুর সঙ্গে তোদের দেখা হ'লো কোথায় ?

শরৎশশী ॥ মোর কাকা গয়নার নৌকোর মাঝি। ঐ নৌকোয় সওয়ারী হয়েছিলেন উনি। মুইও ছিলাম। মুই তো কাকার গয়নার নৌকোয় সওয়ারীদের পান-তামুক সেজে দিতাম। নৌকোর খোলে জল উঠলে ছেঁচে দিতাম। মাঝে মাঝে গুনও টেনে দিতাম।

মনোরমা ॥ কাকা যে বেচে দিলো, মা কিছু বলল না ?

শরৎশশী ॥ মায় কেঁদেছিল। কাকা ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিলে।

মনোরমা ॥ কেন, তোর মার বুঝি কিছু নেই ! জমিজমা—

শরৎশশী ॥ আগে ছিল। বাপের ধেনো জমি ছিল খানিকটে। তা মেহেরপুরের কুটির সাহেবরা বাপেরে মেরে ফেলেছে।

মনোরমা ॥ নীলকুঠির সাহেব... !

শরৎশশী ॥ হুঁ, বাপেরে নীলচাষ করতে কয়েছিল। বাপ অস্বীকার যায়। বলে—তোমরা নীল কিনে টাকা দ্যাও না, ধান ছেড়ে নীল চাষ করে মুই না খেয়ে মরব। তা কুটির সাহেব বাপেরে এমন চাবকান চাবকেছিল...বাপ নাকি তিন দিনও বাঁচে নাই। আমি তখন মা-র পেটে। জন্মে শুনেছি। বাপ থাকলে আজ আমারে তোমার ভাই কিনে আনতে পারে দিদি !

মনোরমা ॥ নাটু আমার ভাই না ! ও আমার...কে জানে কে ! তুই বাড়ি ফিরিস তো ব্যবস্থা করে দিই...

শরৎশশী ॥ না না...বাড়ির লোকে মোরে ছোঁবে না। তারা যে বেচে দিয়েছে। বেচা জিনিস আর ঘরে নেয় না তারা।

মনোরমা ॥ ভগবান !....তা হলে করবি কি ? তোকে দিয়ে যা আমি করাতে চেয়েছিলাম, তা তো হবে না।

শরৎশশী ॥ মোর তরে তুমি বেইজ্জত হলে।

মনোরমা ॥ হলাম। এদেরও কাজ পণ্ড করলাম। কেন যে গোঁয়ার্তুমি করে তোকে আনতে গেলাম...

[শরৎশশী মুখ ঢাকিয়া কাঁদে। মনোরমা তাহার মাথায় হাত রাখে।]

মনোরমা ॥ শশী...এই শশী !

শরৎশশী ॥ উঁ ?

মনোরমা ॥ হবে না ? উঁ, পারবিনে ?

শরৎশশী ॥ উঁহু...

মনোরমা ॥ কেন, এ ক'দিন তো বেশ করলি !

শরৎশশী ॥ ওমা ! আমি কী করলাম...

মনোরমা ॥ করলিনে ? আমি তোর নাম রেখেছি শরৎশশী....যতবার শশী ডাকছি,

সাড়া দিচ্ছিস ঐ নামে...

শরৎশশী ॥ সেটা কি ঐ পার্ট করা নিকি?

মনোরমা ॥ তাই তো! অন্য নামে ডাকলে যে সাড়া দেয়, সেই তো নটী...তাকেই বলে অভিনয়।

শরৎশশী ॥ (আচম্বিতে) হাসু! ও দিদি, মোর নাম হাসু। হাসু-হাসু-হাসু......

[শরৎশশী কতদিন পরে নিজেকে ডাকিয়া তৃপ্তি পায়।]

মনোরমা ॥ শশী শশী! তুই আমার শশী! আয় না, পার্টটা পড়ি...

শরৎশশী ॥ হবে না! দেখলে তো হলো না!

মনোরমা ॥ হবে হবে। ঠিক হবে। একটা কথা...তুই কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে কোনো দিন যাবি না।

শরৎশশী ॥ সেকি! কোজাগরীর পরেও না?

মনোরমা ॥ না, কোনোকালে না।

শরৎশশী ॥ তোমার ভাই যদি রাজি না হয়...

মনোরমা ॥ সে কে! কেউ না! এরপর যেদিন ও-সব কথা বলবে, ওর গলা টিপে ধরবি।

শরৎশশী ॥ হ্যাঁ, তাই হয় নিকি?...তিনি মোরে নগদে কিনেছেন। তিনি যা মত করবেন...তাই তো হবে। তার সাথে তো বেইমানি করতে পারব না। তাই করা যায়?

[মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারে না। শরৎশশী চুলের গোছা ধরিয়া টানাটানি করে।]

মনোরমা ॥ আমি যা বলছি...তাই হবে!

শরৎশশী ॥ তা হয় না গো দিদি!

মনোরমা ॥ হবে! হবে! তাই হবে! মুখপুড়ি অন্ধকারে নোংরা মানুষের থুথু গিলবি, সেটাই ভালো! স্বাধীন সুন্দর জীবন ভাবতে পারিসনে, কিছুতে না?

শরৎশশী ॥ না না...তা হয় না। আমারে ছেড়ে দাও।

[একটা হাসির শব্দে মনোরমা ঘুরিয়া দেখিল বাহিরের দরজায় নেশাগ্রস্ত নাটুলাল]

নাটুলাল ॥ কী, উত্তরটা পেয়েছ তো দিদিভাই? ও যতই তুমি পাখি পড়াও, ভবী ভুলবার নয়। ছেঁচো গোঁতো মারো লাথি....লজ্জা নেই বেড়াল জাতি। তুমি বুড়ি...নটীবুড়ি, জটিবুড়ি...আমাকে হারাবে? কোজাগরীর নাম করে চেয়ে এনে, সারাজীবন বেঁধে রাখার মতলব! দিদিভাই, তোর ক্ষুরে দণ্ডবৎ! (শরৎশশীকে) অ্যাই, ঐ জুটিবুড়িটাকে কলা দেখিয়ে চল্, তোর জন্যে একটা বাবু ঠিক করে ফেলেছি!

মনোরমা ॥ (শিহরিত) বাবু! মানে?

নাটুলাল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবু। চমকে উঠলে যে! বাবুর বাড়ির বাবু...এ আর বেশি কথা কী! ও যতই বাইরে অন্নপূর্ণোর মন্দির থাক, ভেতরে যোগের বাসাটি

ঠিকই আছে।, আর সেটা আবিষ্কারে নাটুলালের তো দেরি হবে না। হ্যা হ্যা, জটিবুড়ি, যখনই তুমি পাঁচক্ষীরের তাল তুলেছ তখনই হুকে নিয়েছি। ঐ থ্যাটারের তালেগোলে বাণিজ্যটা সেরে নেব। চল্ বাবুর কাছে দিয়ে আসি। তোকে খুউব আদর করবে। এক রাত্তির একশো টাকা! শালা টাকার পুষ্পবৃষ্টি!

মনোরমা ॥ বাবুটি কে?

নাটুলাল ॥ বলো তো কে! জটিবুড়ি, দেখি তোমার বুদ্ধি! হ্যা হ্যা, তাও বলছি, এই পাঁচক্ষীরে যত বাবু তাদের মধ্যেই একজন! বলো কে....বলো! পারবে না। হ্যা হ্যা! আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার ঐ একশো টাকাই বাজি রইল, যদি তুমি ধরতে পারো...নে চল্...বাবু দরজা খুলে বসে আছেন!

[শরৎশশীকে টানে নাটু। মনোরমা দশ আঙুলে নাটুলালের গলা চাপিয়া ধরে।]

মনোরমা ॥ বল্ শয়তানটা কে?

নাটুলাল ॥ অ্যাই...অ্যাই! বেশি গায়ের জোর ফলাসনে জটিবুড়ি...এমন কাণ্ড বাঁধাবো, তোর থ্যাটার চুলোর দোরে যাবে।

মনোরমা ॥ তোকে আমি পুলিসে দেবো। তুই মেহেরপুরের মেয়ে হাসুকে ধরে এনেছিস! মায়ের কোলের সন্তানকে কিনেছিস! তুই বেশ্যাপাড়ার দালাল!....সব ফাঁস করে দেব আমি...

নাটুলাল ॥ (শরৎশশীকে ধরে) অ্যাই, তুই ওকে সব বলেছিল? কেন বলেছিস? তোকে বলতে মানা করেছি না?

মনোরমা ॥ দূর হ!

[মনোরমা নাটুলালকে ঠেলিয়া বাগানে ফেলিল।]

নাটুলাল ॥ তবে রে! আমার সওদা কেড়ে নিবি! জটিবুড়ি! দাঁড়া তোকে কী করি! অ্যাই চলে আয়, অ্যাই মেয়েটা, আয় বলছি...কী শক্ত হাত রে বাবা—

[নেশাগ্রস্ত নাটুলাল এই মুহূর্তে যাহার হাত ধরিয়া টানে সে ঐ জলপরী। খেয়াল হইলে বিচিত্র এক শব্দ করিয়া নাটুলাল অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। তখন কক্ষে...]

মনোরমা ॥ (খেয়ালশূন্য ভাবে) আয় ঐ সিনটা—

[মনোরমার খেয়াল আসে। মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া শরৎশশীকেও সে বাগানে নিক্ষেপ করে। উদ্যানে পড়িয়া শরৎশশী একটি মানুষ দেখিয়া আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে। মানুষটি সিতিকণ্ঠ। সিতিকণ্ঠ শরৎশশীকে ধরিয়া নিয়া কক্ষে মনোরমার নিকট ফিরিল।]

সিতিকণ্ঠ ॥ মারধর করে হয় না। দাগা বুলিয়েও হয় না। অন্তর সায় না দিলে এসব জিনিস হবার নয়। (বাহিরের দরজা বন্ধ করে) আমি একটু চেষ্টা করে দেখি!

মনোরমা ॥ পারবে বাবা...মেয়েটাকে স্টেজে দাঁড় করাতে পারবে?

সিতিকণ্ঠ ॥ চেষ্টা করলে অভিনয় সবাইকে দিয়েই করানো যায়। যদি চরিত্রটার সঙ্গে সে মিলতে পারে। নিজের ব্যথা বেদনা তার সঙ্গে মেলাতে পারে।

মনোরমা ॥ যদি পারো...যদি পারো বাবা...একটা মেয়ে বেঁচে যায়!

সিতিকণ্ঠ ॥ পারা যায় কিনা দেখব বলেই এসেছি। অনেকক্ষণ সেই থেকে ঘরের চারপাশে ঘুরছি। জানতাম আজ রাতে তোমরা দুজনে ঘুমোবে না। সন্ধেবেলা ঐ ছাতার রিহার্সালের পরে...

মনোরমা ॥ আপনি তো বাবা গুণী মানুষ...আমি শুনেছি...কেন নেয় না আপনাকে এরা?

সিতিকণ্ঠ ॥ যখন নেবেই না...একে ধরেই দেখি যদি কোনোভাবে থিয়েটারে জড়িয়ে থাকা যায়! (প্রদীপটা শরৎশশীর সম্মুখে রাখে সিতিকণ্ঠ) হাসু...যে নীলকর সাহেবটা তোমার বাবাকে চাবুক মেরেছিল, বাবাকে মেরে ফেলেছিল...তাকে দেখতে কেমন?

শরৎশশী ॥ মুই তারে দেখি নাই।

সিতিকণ্ঠ ॥ আচ্ছা যদি আজ ধরো একজন সাহেব অনেক জামাকাপড় খাবারদাবার এসব নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কী করবে? তুমি নেবে ওসব?

শরৎশশী ॥ ঐ গোরা রাক্ষসটার মুখে সব ছুঁড়ে মারব। রাক্ষসটারে ছিঁড়ে ফেলব...তারে মুই গাঙে ভাসাবো!

সিতিকণ্ঠ ॥ কেন, এ সাহেব তো কিছু দোষ করেনি!

শরৎশশী ॥ করেছে। সে আমার বাপেরে মেরেছে। বাপ থাকলে মোর এ দশা হয়...

সিতিকণ্ঠ ॥ কে মেরেছে? সে তো এ সাহেব না!

শরৎশশী ॥ সব সাহেব এক! বজ্জাত! মোদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে...ভিখিরি করেছে!

সিতিকণ্ঠ ॥ হাসু, ধরো সাহেবটা তোমাকে অনেক টাকাকড়ি খাবারদাবার সব দিলো...দিয়ে বলল—হাসু...আমার বিছানায় এসো...এসো ডিয়ার...তোমাকে একটা সুন্দর বিবির পোশাক দেব।

[এই ভীষণ রহস্যময় রাত্রি, উৎপীড়ন, শরৎশশীর আর সহ্য হয় না। এক অদ্ভুত আচ্ছন্নময়তায় সে বিস্ফরিত হয়। ক্ষেত্রমণির সংলাপ বলিতে শুরু করে।]

শরৎশশী/ ক্ষেত্রমণি ॥ পোড়া কপাল বিবির পোশাকের! চট পর্যে থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোশাক পরতি না হয়! মোর বড় তেষ্টা পেয়েছে। মোরে বাড়ি দিয়ে আয়। মুই জল খেয়ে শীতল হই। (মনোরমা অবাক। শরৎশশী বলিতে থাকে) আহা মোর মা এত বেল গলায় দড়ি দিয়েছে। মোর মা আর নেই। বাবা কাকার দুজনের মধ্যে মুই এক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে...মোরে বাড়ি রেখে আয়...ওরে নাটু, তোর পায়ে পড়ি...

মনোরমা ॥ না না, নাটু না...বল ময়রাপিসি...ময়রাপিসি...

সিতিকণ্ঠ ॥ বলুক...বলুক, যা মনে আসে বলুক—

শরৎশশী/ক্ষেত্রমণি ॥ ময়রাপিসি, মোরে এমন কোরে বোলো না। মুই পরাণ দিতি পারব, ধর্ম দিতি পারব না। মোরে পুড়িয়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারব না।

সিতিকণ্ঠ/রোগ ॥ ইনফারনাল বিচ! এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে!

শরৎশশী/ক্ষেত্রমণি ॥ মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুঁই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করব। তোর মা-বুন নেই...তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে যা! ও ভাই ভাতারীর ভাই, মার না...মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না...আর যে মুই সইতে পারি না। কোথায় বাবা..কোথায় মা...দেখগো তোমাদের ক্ষেত্রমণি মলো গো...

সিতিকণ্ঠ ॥ হবে...খুব ভালো হবে। জ্যান্ত জীবনের তাপ স্বাদ গন্ধ আলাদা। নীলদর্পণে এমনটাই চাই। আজকের রাত গেল। কোজাগরী অবধি আরো চারটে রাত আছে। আমি রোজ রাতে আসব। তোমরা দরজা খুলে রেখো। [সিতিকণ্ঠ বাগানে নামিয়া দ্রুতপদে উধাও হইল। ভূলুণ্ঠিত শরৎশশী সম্মোহিতের মতো চারিদিকে তাকায়।]

শরৎশশী ॥ কোথায় গেলেন...তিনি কোথায় গেলেন! দিদি ওনারে ডেকে আনো...আবার ডেকে আনো...আর একবার আনো দিদি!

[শরৎশশী বাগানের দিকে ছোটে...মনোরমা তাহাকে বুকের ভিতর বাঁধিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করে।]

মনোরমা ॥ হবে! হবে! এই তো হ'লো!

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

নানারঙের বাবু

[বাগানে জ্যোৎস্না। নির্জন কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শরৎশশী জল আসন ও খাবারের থালা হাতে কক্ষে আসিল। প্রদীপের সম্মুখে জল ছিটায়, আসন পাতে, থালায় মিষ্টান্ন সাজায়। মনোরমা কখন তাহার পিছনে আসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে, দেখিতে পায় নাই।]

মনোরমা ॥ এসব কার জন্যে? (শরৎশশী ঘুরিয়া তাকায়, হাসে, কাজে মন দেয়) সিতিবাবুর? (শরৎশশী ঘাড় নাড়ে) সে কি তোর কাছে খেতে চেয়েছে?

শরৎশশী ॥ (চমকায়) তাই? না চাইতে দিতে নাই বুঝি?

মনোরমা ॥ তা আছে। কিন্তু দিবি কেন?

শরৎশশী ॥ বা রে। মানুষটার খিদে রয়েছে, তাই দেই।

মনোরমা ॥ ক্ষিদে রয়েছে! সিতিবাবুর খিদের কথা তুই জানলি কী করে? তোকে বলেছে?

শরৎশশী ॥ বলতে হবে কেন? দেখতে পাও না? রোজ রাতে আমারে পার্ট শেখাতে শেখাতে কী রকম হাঁপায়। মুখখানা কালো আর বুকখানা কামারের হাপরের মতো কিরকম দোলে..দিদি, কতো কাল উনি পেট ভরে খায় না।

মনোরমা ॥ (চাপা হাসিতে চোখ চিকচিক করে) তাই বুঝি? ইস! আমার তো নজরে পড়ে না।

শরৎশশী ॥ (বিজ্ঞের মতো) তুমি কি থ্যাটার ছাড়া আর কিছু খেয়াল করো!...আমারে দাঁড় করাবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে! আরে যারে ভর দিয়ে দাঁড়াবো...সেই দ্যাখো ধুঁকছে! (হাসিয়া) ও দিদি, গুরুর দক্ষিণে না দিলে সিদ্ধি হয় না গো।

মনোরমা ॥ (মজা পায়) তা গুরুদক্ষিণের এতো মিষ্টিমেঠাই তুই যোগাড় করলি কোত্থেকে?

শরৎশশী ॥ ঐ যে...বিকেলবেলা দুকড়ি জলখাবার দিয়ে গেল না, আমি খাইনি। তক্ষুনি নুকিয়ে রেখেছিলুম। দিদি. ওনার তৃপ্তি হবে না?

মনোরমা ॥ (আর মুগ্ধতা লুকাতে পারে না) ওরে মুখপুড়ি লক্ষ্মীছাড়ী লুভি ছুঁড়িটা...তুই না' মেঠাই চুরি করে খেতিস! সিতিভাই কি আমার জাদু জানে রে! শুধু বোবা মুখে বুলি ফোটায় না...ভেতরের কালিঝুলি সব ধুয়ে মুছে দেয়। (শরৎশশীর মুখখানি দুই করতলে বন্দী করিয়া) তুই ঠিক বলেছিস শশী...সিতিভাই বড় একটা খিদে নিয়ে ছটফট করে বেড়ায়।

শরৎশশী ॥ আজ কিন্তু পার্ট-পার্ট করে তুমি ওনারে তাড়া লাগাবে না দিদি। আগে সব খাবেন, জল খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন...

মনোরমা ॥ তাই হবেরে...তাই হবে। শশী, মানুষের ওপর এই দরদটা কোনোদিন হারাবি না। দেখবি একদিন তুই কতো বড় হবি। বিনোদিনীর মতো হবি...

শরৎশশী ॥ বিনোদিনী কে গা?

মনোরমা ॥ সে এক মেয়ে। গিরিশবাবুর হাতে গড়া নটী বিনোদিনী! এই আজ যারা আমরা অভিনয় করি, সে তাদের জননী। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তার মাথায় হাত রেখেছিলেন...

[শরৎশশীর মাথাটি কোলে ধরিয়া মনোরমা হাত বুলায়। পাশেই প্রদীপটা জ্বলে। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া একটি লোক নাটুলালের পিছু পিছু বাগানে আসে। লোকটি পথ হারাইয়া টবের গায়ে ঠোক্কর খায়।]

নাটুলাল ॥ (চাপা গলায়) উদিকে না...উদিকে না...আহা লাগলো?

[লোকটি পায়ের ব্যথায় মুখের কাপড় সরায়। তর্করত্নমশাই।]

তর্করত্ন ॥ (ব্যথা-বিকৃত মুখে পা ঝাড়া দেয়) তোমাকে যা বললাম বাপু...কেউ যেন

ঘুণাক্ষরে টের না পায়...যে আমি এখানে এসেছি!

নাটুলাল ॥ বার বার কেন অবিশ্বাস করছেন রত্নমশাই?

তর্করত্ন ॥ বাপু, শুধু রত্ন না, তর্করত্ন! বারংবার আধখানা বলছ!

নাটুলাল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ! আপনার মতো লোক রাতদুপুরে বাগানবাড়ি আসছেন, এর গাম্ভীর্য আমি বুঝিনে? এই জলপরীর আড়ালে দাঁড়ান, আমি শরৎশশীকে ডেকে আনছি।

তর্করত্ন ॥ শরৎশশী! না না না...মনোরমা! মনোরমা!

নাটুলাল ॥ (চোখ কপালে তুলিয়া) অ্যাঁ! দিদিভাই!

তর্করত্ন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নটী মনোরমা!

নাটুলাল ॥ সে তো বুড়ি!

তর্করত্ন ॥ তাকেই চাই আমার। তাকেই চাই...

নাটুলাল ॥ আর একবার ভেবে দেখুন...শরৎশশী না?

তর্করত্ন ॥ না বাপু না। কেন তর্ক করছ! ডেকে দাও...

নাটুলাল ॥ (বোকার মত চুপ করিয়া থাকিয়া হাত পাতে) যেটা দেবেন বলেছিলেন রত্নমশাই...

তর্করত্ন ॥ ফের! গোড়ার তর্কটা কেন ভুলে যাচ্ছো?

নাটুলাল ॥ আজ্ঞে আমি তক্কো করা ভালবাসিনে বলে। দিন...

[তর্করত্ন গাঁট খুলিয়া গোটাতিনেক মুদ্রা দিলো। নাটুলাল ভয়ে ভয়ে আগাইয়া দরজায় একটি টোকা দিলো।]

মার না খায়...

[নাটুলাল আরো দুইটি টোকা দিলো। কক্ষে মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া শরৎশশী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।]

মনোরমা ॥ সর....সর শশী, ঐ সিঁতিভাই এসেছে...

[শরৎশশী দরজা খুলিতে নাটুলাল পাঁকাল মাছের মতো সুড়ুৎ করিয়া কক্ষে ঢুকিল।]

নাটুলাল ॥ দিদিভাই!

মনোরমা ॥ আবার এখানে! আসতে মানা করেছি না!

নাটুলাল ॥ আহা, আমি থোড়াই এসেছি! বাবুকে পথ দেখিয়ে আনতে হ'লো তাই।

মনোরমা ॥ বাবু!

নাটুলাল ॥ দিদিভাই, কী বলব তোমায়, কতোবড় মানুষ তোমার ঘরের দরজায়! গীতা-চণ্ডী সব কণ্ঠস্থ। বেদ-বেদান্ত ঠোঁটস্থ। জ্ঞানের পাহাড়। পাঁচক্ষীরের মাথা জমিদার, আর জমিদারের মাথা তক্কোরত্নমশাই। এনার কথায় জমিদার ওঠেন-বসেন। এনাকে ফেরালে কিন্তু ভাল হবে না, হুঁ!

মনোরমা ॥ শয়তান, কেন আনলি, তুই কেন ওঁকে আনলি! নাটু—তুই কি পাগল করে দিবি আমাদের! কিছুতে ছাড়বিনে মেয়েটাকে!

নাটুলাল ॥ মেয়ে! আরে না-মা। ইনি তোমার শরৎশশীর সে বাবু নয়কো। তিনি

আরেকজন। ইনি এসেছেন তোমার ঠাঁয়। তোমাকেই চাই।

মনোরমা ॥ (শিহরিত) মাগো...

নাটুলাল ॥ সত্যি...কোনোদিন যা করলে না, আজ চুল পাকিয়ে...আমি মানা করেছিলুম, কিছুতে শুনবে না বুড়োটা...কী আর করবে, এসব বেপোট জায়গা, চলো একটু সঙ্গ দেবে, ঐ দু-পাঁচটা মিষ্টিমধুর কথা-টথা বলবে......এসো।

[হঠাৎ মনোরমা দশ আঙুলে নাটুলালের গলা টিপিয়া ধরে]

নাটুলাল ॥ অ্যাই...অ্যাই...অ্যা...

মনোরমা ॥ মেরেই ফেলব তোকে!

[নাটুলাল আর্তনাদ করে। মুঠি হইতে টাকাগুলি সশব্দে খসিয়া পড়ে। তর্করত্ন আর্তনাদ শুনিয়া কী করিবে বুঝিতে না পারিয়া কক্ষেই ছুটিয়া আসে...]

তর্করত্ন ॥ কী—কী হ'লো...অ্যাঁ...এ কী!

[উত্তেজিত মনোরমা নাটুকে ছাড়িয়া তর্করত্নের সম্মুখে করজোড়ে বসে]

মনোরমা ॥ বাবা, আপনি জ্ঞানী মানুষ, আমাকে পাপের ভাগী করবেন না বাবা। আমরা অনাথিনী, থিয়েটার করে খাই, জীবনে আর কিছু কুরিনি বাবা। পায়ে পড়ি, রক্ষে করুন বাবা...

[শরৎশশী ভয়ে ঠকঠক করে। নাটুলাল গলায় হাত বোলায়। তর্করত্ন পা টানিয়া লয়।]

তর্করত্ন ॥ ছুঁয়ো না...ছুঁয়ো না...

নাটুলাল ॥ এঁঃ! রক্ষে করুন। আর একটু হ'লে মেরে ফেলছিল। মার বুড়িটাকে...

তর্করত্ন ॥ তোমরা কী জাতীয় মেয়েমানুষ, অ্যাঁ! নটীদের অনেক নষ্টামি শুনেছি, কিন্তু তারা যে মানুষ খুন করতে পারে...

নাটুলাল ॥ আমার হবু স্ত্রীকে আটকে রেখেছে রত্নমশাই...

তর্করত্ন ॥ (নাটুকে) থামো বাপু! (মনোরমাকে) আমি তোমার সঙ্গে মস্করা করতে আসিনি। জমিদারবাবু বলে পাঠিয়েছেন, পাঁচক্ষীরেয় মেয়েমানুষের নাচনকোদন চলবে না। কাজেই তল্পিতল্পা নিয়ে ভালয় ভালয় ভেগে পড়ো।

নাটুলাল ॥ হ্যাঁ, ভেগে পড়ো! আমি সেই কথাটাই বললুম। রত্নমশাই একটা জরুরি কথা বলতে তোমায় ডাকছেন দিদিভাই। বলে—নিকুচি করেছে রত্নের! অমনি গলা খামচে ধরল!

তর্করত্ন ॥ এতো স্পর্ধা তোমাদের কোত্থেকে হয়?

নাটুলাল ॥ কোত্থেকে হয়? দেখেছেন, কোন্ নাগরের জন্যে পিঁড়ি পেতে থালা সাজিয়ে রেখেছে!

তর্করত্ন ॥ ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। এই রাতেই বিদেয় হও।

নাটুলাল ॥ সোজা পথে না হ'লে পাইক ডেকে ঠেঙিয়ে বার করুন। কোতোয়ালি থানায় বুড়িটাকে পুরে রাখুন দিকি।

তর্করত্ন ॥ কী হ'লো? যাবে কি যাবে না?

[নাটুলাল থালার মিষ্টি খাইতে শুরু করে।]

নাটুলাল ॥ যাবে কি যাবে না?

মনোরমা ॥ যাবো বাবা। আপনি নৌকো বলুন। এ ঘেন্না আর সহ্য হয় না।

তর্করত্ন ॥ আমাদেরও হয় না।

নাটুলাল ॥ (শেষ দ্রব্য গালে পুরিয়া) কারুরই হয় না।

তর্করত্ন ॥ চলো, ব্যবস্থা করি।

নাটুলাল ॥ চলুন—

[তর্করত্ন ও নাটুলাল বাগানে নামে]

তর্করত্ন ॥ এতো সহজে যে তাড়াতে পারব ভাবিনি...

নাটুলাল ॥ আপনি তাড়াতে এসেছেন, সেটা আগে বলবেন তো। পায়ের ধুলো দিন। (পদধূলি নেয়) কষ্ট করে আর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুটো নৌকো দরকার। ঐ দজ্জাল বুড়িটার সঙ্গে আমি শশী এক নৌকোয় যাবো না। ও আমাদের গাঙে ফেলে দেবে রত্নমশাই...থুড়ি, ভুল হ'লো।

তর্করত্ন ॥ চলো দেখি জমিদারের কাছে যাই। তিনি আবার সব শুনে কী বলেন দেখি। এই ভদ্রলোকের তো মন বোঝা দায়। কোথায় গিরিশচন্দ্রকে এক চিঠি লিখে হাত পা গুটিয়ে বসে আছেন। আরে বিজনবিহারী যদি সচল হতেন...নটীরা গাঁয়ে পদার্পণ করতে পারে...

[নাটুলাল ও তর্করত্ন চলিয়া যায়। মনোরমা ও শরৎশশী নির্বাক, স্থাণু। প্রদীপের পাশে শূন্য থালার দিকে চাহিয়া শরৎশশী সম্বিৎ ফিরিয়া পায়।]

শরৎশশী ॥ সব যে খেয়ে গেল দিদি।

মনোরমা ॥ গুছিয়ে নে। আমাদের যেতে হবে।

শরৎশশী ॥ যাবো না.....আমি কিছুতে যাবো না। ও দিদি, তুমি আমারে এখান থে যেতে বোলো না।

[খোলা দরজাপথে বাগানে সিতিকণ্ঠকে আসিতে দেখিয়া শরৎশশী চুপ করে। সিতিকণ্ঠ দ্রুতপায়ে ঘরে ঢোকে।]

সিতিকণ্ঠ ॥ ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। রাস্তায় দুটো কুকুর পেছন পেছন ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো। পথও অনেকটা...সেই কপোতাক্ষির ওপার থেকে জল কাদা ভেঙে আসা...

[বলিতে বলিতে সিতিকণ্ঠ নীলদর্পণ খুলিয়া বসে।]

শশী, এসো। আজ তোমার শেষ সিনটা ধরব। ঐ রোগ-সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তুমি নিজের বাড়িতে শুয়ে আছো। সাহেবের অত্যাচারে তোমার শরীর ভেঙে পড়েছে...যন্ত্রণা...ভীষণ যন্ত্রণা...বিছানায় পড়ে তুমি আছড়েপিছড়ে কাঁদছো.....

[শরৎশশী কান্না চাপিয়া ছিল। আর পারিল না। কৌচের উপর লুটাইয়া কান্না জুড়িল।]

আরে বাঃ! চট করে কান্নাটা বেশ এলো তো! দেখেছ দেখেছ মনোরমাদি,

এতো পাকা অভিনেত্রী, জীবন্ত! সত্যিকার কান্না...

মনোরমা ॥ আজ যে সত্যিকার কান্নাই ভাই সিতি। আমরা আজ চলে যাচ্ছি—

সিতিকণ্ঠ ॥ মানে? কোথায় চলে যাচ্ছো?

মনোরমা ॥ আমি যাবো আমার জায়গায়। ও কোথায় যাবে জানিনে...নাটু ওকে যেখানে নিয়ে যাবে...

শরৎশশী ॥ (ছটফট করে) যাবো না, আমি এইখানে গলায় দড়ি দে মরব। এইখান থে আমারে কেউ সরাতে পারবে না।

সিতিকণ্ঠ ॥ ব্যাপারটা কী?

মনোরমা ॥ জমিদারবাবু আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তর্করত্ন মশাই বলে গেলেন আজ রাতেই যেতে হবে। ঘাটে নৌকো বাঁধা।

সিতিকণ্ঠ ॥ সে কী! তোমরা চলে যাবে! কি বলছ! তাহলে এই ক-রাত জেগে যা করলাম তার কী হ'লো...

[হাতের বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সিতিকণ্ঠ ধুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। যেন একটা ভগ্নস্তূপ। শরৎশশী সিতিকণ্ঠের জীর্ণ কম্বল টানিয়া ধরে]

শরৎশশী ॥ আমার কী হবে—আপনি যা শেখালেন...সব যে ভুলে যাবো...যদি রাখতেই না পারেন, আমারে নিয়া ঐ খেলা করলেন কেন?

[সিতিকণ্ঠর কম্বল খসিয়া পড়ে। অনাবৃত সিতিকণ্ঠর বুকের দিকে চাহিয়া শরৎশশী হঠাৎ বলিয়া ওঠে]

ঐ দ্যাখো দিদি, তোমারে যা বলেছিলুম! কি রকম হাপরের মতো ওঠানামা করে...

সিতিকণ্ঠ ॥ (হাঁপায়) সব ভেস্তে দিলো...আবার ফিরে যেতে হবে সেই নদীর ওপারে বনবাসে। ভেবেছিলাম এবার শশীর হাত দিয়ে মঞ্চটা ছোঁবো। এতো যে চেষ্টা করি মঞ্চে ফিরে আসার, কিছুতে এগুতে পারি না। (সিতিকণ্ঠ পাগলের মতো হাহাকার করে) যেন স্বপ্নের মধ্যে নদী পার হচ্ছি। যতোই সাঁতরাই ওপারটা দূরে দূরেই থেকে যায়...(নীরবতার পর) ইন্দ্র কী বলছে?

মনোরমা ॥ কী বলবে?

সিতিকণ্ঠ ॥ তোমরা যে চলে যাচ্ছো সে জানে তো?

মনোরমা ॥ তা তো জানিনে।

সিতিকণ্ঠ ॥ তাহলে যাচ্ছো কি করে! যে তোমাকে ডেকে আনলো...তাকে না বলে রাতারাতি পালাচ্ছ! অপযশটা কেমন রটবে ভাবছ না? কেউ কি তোমায় বিশ্বাস করে আর অভিনয়ে নেবে?

মনোরমা ॥ ইন্দ্র বোধহয় এখনো জানে না।

সিতিকণ্ঠ ॥ বোধহয় নয়, জানে না। এসব ঐ বিজনবিহারী আর তর্করত্নের কারসাজি। তোমরা যাবে না।

মনোরমা ॥ কী বলছ তুমি সিতিভাই! জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর মাটিতে দাঁড়াবো, সে আবার হয় নাকি?

সিতিকণ্ঠ ॥ দাঁড়াবে। দাঁড়াতে হবে। এভাবে সব ভেঙে যেতে পারে না। একবার শশীর কথাটা ভাবছ না? মনোরমাদি, আমার কথাটা...আমরা দুজনে যে থিয়েটারটা ধরে বাঁচতে চাই...

[বাহিরে বাগানে জুতার খচমচ শব্দ। কক্ষের সকলে সন্ত্রস্ত হয়।]

সিতিকণ্ঠ ॥ ঐ তোমারে নিয়ে যেতে আসছে। মনোরমাদি...যাবে না তোমরা...যাবে না। যতই জোরজার খাটাক, কিছুতে না।

[শরৎশশীকে টানিয়া নিয়া সিতিকণ্ঠ ভিতরে যায়। দরজা ঠেলিয়া স্বয়ং বিজনবিহারী দেখা দেয়।]

বিজন ॥ তর্করত্ন মশায়ের কাছে শুনলাম তোমরা নাকি বাপু আজই রওয়ানা দিচ্ছ? দ্যাখো মা, তর্করত্নমশাই সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ...তিনি যদি তোমাদের কোনো গালমন্দ করে থাকেন...সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। আমার নয়। পাঁচক্ষীরের চৌধুরীদের আর যাই থাক না থাক.....সভ্যতা ভব্যতাটুকু আছে। আমি কিন্তু তোমাদের তাড়াচ্ছি না। তবে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় চলে যাও, সেক্ষেত্রে বাধাও দেব না।

মনোরমা ॥ আমি নিজেই যাচ্ছি বাবু—

বিজন ॥ ভেবে বলছ?

মনোরমা ॥ হ্যাঁ বাবু...

বিজন ॥ বেশ। তাহলে এখুনি তোমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমাদের নগদ টাকাও দিচ্ছি। মানে এখানে তোমাদের যে রোজগারটা হ'লো না...তার চারগুণ দিচ্ছি। (টাকার পুঁটলি মনোরমার সম্মুখে রাখিতে রাখিতে) তবে আবারো তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু তোমাদের তাড়াচ্ছি না। দ্যাখো মা, কলকাতার সমাজে এমন কিছু না রটে যাতে ইন্দ্রনাথের কাছে আমায় মাথা নিচু করতে হয়। (বিজনবিহারী টাকা রাখিয়া সোজা হইতেই সম্মুখে সিতিকণ্ঠকে ঢুকিতে দেখিয়া আতঙ্কিত হয়) কে? কে তুমি?

সিতিকণ্ঠ ॥ আমাকে চিনতে পারছেন না বিজনবিহারীবাবু।

বিজন ॥ পেরেছি। এখানে কী মতলবে?

সিতিকণ্ঠ ॥ আমি রাতের বেলা এদের নাটক করা শেখাতে আসি।

বিজন ॥ (মনোরমাকে) তুমি যাও, তৈরী হয়ে নাও।

[মনোরমা ভীত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যায়।]

তোমার কি লজ্জা নেই? ভয় নেই? আবার থিয়েটারে ভিড়েছ?

সিতিকণ্ঠ ॥ কী করব? দেখলুম আপনার ছেলের নাটকে উৎসাহই আছে কেবল, বিদ্যেটা কিছু জানা নেই। তাই গোপনে হালটা ধরতে হ'লো।

বিজন ॥ কী ভেবেছ? তোমার মতো একটা লম্পটকে চৌধুরী-বাড়ির পবিত্র নাটমঞ্চ কলুষিত করতে দেব?

সিতিকণ্ঠ ॥ তবু ভালো, স্বীকার করলেন নাটমঞ্চ পবিত্র। তবে আমার তাকে কলুষিত করতে কোনো সংকোচ নেই। থিয়েটারকে আমি এতোই ভালবাসি, তাকে

নষ্ট নোংরা করতে পারলেও আমার আনন্দ।

বিজন ॥ আমার বাড়ির ছেলেরা যদি জানতে পারে, তুমি তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করছ, তোমার কী দশা করবে জানো!

সিতিকণ্ঠ ॥ শুনুন বিজনবিহারীবাবু, আমি যে এখানে কেন আসি জানলেন শুধু আপনি। এসব কথা যদি আপনার মুখ থেকে ইন্দ্ররা শুনতে পায়, আপনার কীর্তিও আমি ফাঁস করে দেব। অদ্ভুত কৌশল করেছিলেন, তর্করত্ন জমিদারের নামে ভয় দেখিয়ে যাবে, আর জমিদার এসে বলবে—তোমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় যাচ্ছো... ! মেয়েদের যদি পাঁচক্ষীরে ছাড়তে হয়, আপনাকেও ছাড়ব না। তখন কিন্তু ছেলের সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। গিরিশচন্দ্রের কাছেও না। জমিদার বিজনবিহারী চৌধুরীর ভাবমূর্তিখানা ধসে পড়বে হুড়মুড় করে।

[বিজনবিহারীর কপালে দুর্ভাবনার রেখা প্রকট হয়। সিতিকণ্ঠ হা হা করিয়া হাসে।]

যাঁকে লুকোবার জন্যে ছেঁড়া কম্বলে গা-ঢাকা দেওয়া...তাঁর কাছেই আমি সবচেয়ে নিশ্চিন্ত। (গলা নিচু করিয়া) কাজেই ভদ্রলোকের চুক্তিতে আসুন। আপনিও আমার কথা চেপে রাখুন, আমিও রাখছি আপনার কথা।

[বিজনবিহারী চলিয়া যাইতেছে]

টাকাটা নিয়ে যান...অনেকগুলো টাকা!

[সিতিকণ্ঠ টাকার পুঁটলি হাতে দরজা পর্যন্ত গেল। বিজনবিহারী ফিরিল না।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য
খাঁচার পাখি পাখির খাঁচা

[উদ্যানে কুঞ্জবিহারী দেখা দিল। অতিকায় একটি বাতাবিলেবু বলিতে কুঞ্জকেই বোঝায়। সাজগোজে অতি বাহার। সদানন্দ বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে চিটাগুড়ের মতো খুশির মাখামাখি। কুঞ্জের গলায় একটি ঠুমরী গানের কলি। কুঞ্জের সাড়া পাইয়া বাগানবাড়ি হইতে ছুটিয়া আসিল দুকড়ি]

দুকড়ি ॥ (আনন্দে) আরে! বড় জ্যাঠামশাই!

কুঞ্জ ॥ (গানের ফাঁকে) কইরে দুকড়ে, কলকাতার নটীরা সব কই?

দুকড়ি ॥ (ভিতরের ঘরে হাঁক পাঠায়) মাগো, দেখে যান কে এয়েছেন...আমাদের বড় জ্যাঠামশাইরে দেখে যান। বড় জ্যাঠামশাই...আজ আবার এক নৌকো দিদিমণি এয়েছেন কলকেতা হতে।

কুঞ্জ ॥ বা-বা-বা ! কই, তারা কই? আমার বাগানবাড়িটি যে জেগে উঠল রে দুকড়ে !

দুকড়ি ॥ অ্যাদ্দিনে আপনার বাগানবাড়িটার একটা মানে হয়েছে বড় জ্যাঠামশাই। [গানের কলিটিকে নাচের পুতুলের মতো দোলাইয়া কুঞ্জ কক্ষে ঢোকে। ভিতরের ঘর হইতে আসে মনোরমা]

কুঞ্জ ॥ মাতিয়ে দিতে হবে ভাই...পাঁচক্ষীরে তাতিয়ে দিতে হবে। এমন শো চাই...সুবে বাংলায় কেউ যা দ্যাখেনি !

মনোরমা ॥ (যুক্তকরে) আজ কদিন এসেছি, বাবুর কথা এতো শুনছি...কী ভাগ্যে আজ দেখা পেলাম...

দুকড়ি ॥ জ্যাঠামশাই...পেলে দেখবেন জমে চমচম ! দিদিমণিরা যা সব করছেন না ! কাল দ্যাখবেন আপনাকেও কাঁদিয়ে ছাড়বেন।

কুঞ্জ ॥ দাও...কাঁদিয়ে দাও...কাঁপিয়ে দাও...পাঁচক্ষীরে ভাসিয়ে দাও। কইরে দুকড়ে, সে কই? তাকে দেখছিনে...

দুকড়ি ॥ কাকে খুঁজছেন জ্যাঠামশাই? বাগানের মালী?

কুঞ্জ ॥ আরে মালী না, মালী না। শশী ! ঐ যে তোদের শরৎশশী ! সবার মুখে মুখে ফিরছে শরৎশশী ! সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে !

দুকড়ি ॥ হ্যাঁ, তা দিয়েছে। ঐ প্রথম দিনটায় দিদিমণির পার্টটা ঠিক খোলেনি। ইন্দ্রদাদাবাবু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর এ ক'দিনে দাদাবাবু দিদিমণিরে যা তৈরী করে দিয়েছেন না, এক্কেবারে চমৎকার ! কেউ আর ধরতে পারছেন না। জামাইবাবু পর্যন্ত ঘেবড়ে যাচ্ছেন।

কুঞ্জ ॥ অ্যাঁ ! গুরুচরণ ! গুরুচরণ পর্যন্ত ঘেবড়ে...হাঃ হাঃ হাঃ..

দুকড়ি ॥ সত্যি জ্যাঠামশাই, জামাইবাবুর সে অট্টহাসি ছোট্ট হয়ে গেছে, এখন ক্ষেত্তরমণির দিকে তাকিয়ে মিঁউ মিঁউ...

কুঞ্জ ॥ গুরুচরণ মিঁউ মিঁউ ! হাঃ হাঃ হাঃ...কই, ডাক ডাক, তাকে ডাক...

মনোরমা ॥ শশী ! শশী ! বাবু, যা করার করেছে ইন্দ্রভাই। সবই ইন্দ্রভাই-এর কৃপায়...

কুঞ্জ ॥ ব্রেভো...ব্রেভো ইন্দ্র ! সেপাইকা ঘোড়া—জ্যাঠাকা ভাইপো ! লাগাও ইন্দ্র ! বাপের মাথা ঘুরিয়ে দাও !

[শরৎশশীর উজ্জ্বল প্রবেশ]

কুঞ্জ ॥ এই তো ! এই তো ! দুকড়ে, এ যে শরতের পূর্ণশশী ! দাও, আলোর রাশি ছড়িয়ে দাও। (ফিতায় বাঁধা মস্ত এক মেডেল দোলায়) গোল্ড মেডাল ! বেস্ট প্লেয়ারের জন্যে কুঞ্জবেহারী গোল্ড মেডাল ! পাক্কা দশ ভরি ! (শরৎশশীকে) কাল তোকে এটা জিতে নিতে হবে রে ভাই !

মনোরমা ॥ বেস্ট প্লেয়ার ঠিক করবে কে বাবু...

কুঞ্জ ॥ কেন, আমি আর দুকড়ে !

দুকড়ি ॥ (হাততালি দিয়ে লাফিয়ে) তবে মেডাল কার গলায় যাবে সে আমার ঠিক হয়ে গেছে !

মনোরমা ॥ বোন আমার মেডেল বোঝে না। জমিদারবাবু খুশি হলেই সে ধন্য হয়।

কুঞ্জ ॥ জমিদার ! কী বলছে রে দুকড়ে ?

দুকড়ি ॥ না মা। জমিদার টমিদার না। বড় জ্যাঠামশাই হলেন বড় জ্যাঠামশাই।

কুঞ্জ ॥ জমিদারি করে আমার ছোটভাই বেজন। স্বেচ্ছায় সব তার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কী দেখলুম জানো ভাই, জমিদারি চালাতে গেলে ইচ্ছে মতো খচ্চাপাতি করা যায় না। তাতে তালুক মুলুক লাটে ওঠার দেরি থাকে না। দিলুম ছেড়ে বেজনের হাতে। লে তুই চালা বেজন, আমি খচ্চাপাতি করি। আমি খচ্চা করি আর তুই বিল মেটা।

দুকড়ি ॥ কত্তো ভালো ! খচ্চাকে খচ্চাও হ'লো, আবার জমিদারিও লাটে উঠল না !

কুঞ্জ ॥ তুই আমার পাখির খাঁচাগুলো দেখেছিস ভাই। (শরৎশশী ঘাড় নাড়ে) সে কী ! দুকড়ে, এখনো দেখাসনি ? বাগানে আমার পঞ্চাশটে খাঁচা, ঐ পূবের পাঁচিলটার গায়ে—চল্—চল্ দেখবি চল্...

[শরৎশশীর হাত ধরিয়া টানে]

শরৎশশী ॥ দিদি...

দুকড়ি ॥ চলেন...চলেন দিদিমণি, সারবাঁধা খাঁচাগুলোই শুধু দ্যাখবেন, পাখি কিন্তু একটাও নেই !

মনোরমা ॥ ও মা পাখিই নেই।

দুকড়ি ॥ সব তো উড়ে গেছে।

কুঞ্জ ॥ খাঁচা দেখেই তো বুঝবে, কত পাখি পুষেছিলুম...

দুকড়ি ॥ আর তাদের পেছনে কতো খচ্চা করেছিলুম...

কুঞ্জ ॥ দেশ বিদেশ থেকে কতো বিচিত্র পাখি আনিয়েছিলুম গো..

দুকড়ি ॥ জ্যাঠামশাই...এমু !

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে যেদিন এমুপাখি আনাবার তাল তুললুম, বেজন বলে, ক্ষ্যামা দাও দাদা, আর খচ্চা বাড়িয়ো না।

[কুঞ্জ হাসিয়া কুটিপাটি]

দুকড়ি ॥ এক সকালে দেখি কি সব খাঁচার জাল কাটা !

কুঞ্জ ॥ আমার ধারণা, খচ্চা কমাতে বেজনই রাতারাতি লোক লাগিয়ে জাল কেটে পাখি তাড়িয়েছে। (তাহাতেও হাসি) তবে আমিও ছাড়িনি, বুঝলি ভাই, পাখি গেল তো তাল তুললুম—বে করব !

দুকড়ি ॥ জ্যাঠামশাই বে করবে !

মনোরমা ॥ কবে ?

দুকড়ি ॥ গেল বছর...

শরৎশশী ॥ সে কী ! দিদি !

কুঞ্জ ॥ বেজনের তো মাথায় হাত ! কী রে দুকড়ে...

দুকড়ি ॥ সে এক কাণ্ড, জানেন মা...

কুঞ্জ ॥ কাণ্ড বলে ! এতো বয়সে দাদা বে করবে ! না করতে পারে না। এবার বানা ভরি ভরি হীরেমুক্তোর গয়না...পাঁচক্কীরের বড় খোকার বৌ আসবে ! কেন্ গাঁট গাঁট ঢাকাই মসলিন। দিলুম ভাইকে ধসিয়ে। তার পরদিনের দিন...দুকড়ে !

দুকড়ি ॥ সেও কাণ্ড ! কিছুতে আর বে'র পিঁড়েতে বসানো গেল না জ্যাঠামশাইরে—

কুঞ্জ ॥ ঠেলা বোঝো। বেজনবিহারী পাখি তাড়িয়ে খচ্চা কমাবে—তো কুঞ্জবেহারী সাততালে তোর গ্যাঁট কাটবে ! কি রকম ?

মনোরমা ॥ দুই ভায়ে এ তো বেশ খেলা—

কুঞ্জ ॥ তোফা খেলা। বেজনের সঙ্গে এই খেলা আমার অহরহ চলছে। চল্ চল্ ভাই...আরো কত শুনবি। দুকড়ে, ইন্দ্রকে বলিস এ বাড়িতে এদের অসুবিধে হচ্ছে, মেয়েরা আমার মহলে থাকবে। চল্ ভাই...তোদের জন্যে কিছু খচ্চাপাতি করি।

দুকড়ি ॥ ও জ্যাঠামশাই, দাদাবাবু রাগ করবেন...

মনোরমা ॥ আমরা তো এখানে বেশ আছি জ্যাঠামশাই...

কুঞ্জ ॥ ও, তাহলে চল্ ঝিলের পাড়ে কুঞ্জবেহারীর কুঞ্জটা দেখবি চল্। শ্বেত পাথরের বেঞ্চো...মাথায় জুঁই চামেলির কেয়ারি...

শরৎশশী ॥ এসো দিদি...

কুঞ্জ ॥ দিদি থাক্, তুই আয়....

[কুঞ্জরিহারী শরৎশশীকে বাহুবন্দী করে]

আমার শূন্য বাগানের সেরা ময়না ! হে হে, কাল আমি বেজনকে বলেছি। বেজন, এবার যদি মেয়েদের তাড়িয়ে তুই প্লে বন্ধ করিস....তোকে এমন খচ্চায় ফেলব কেঁদে কূল পাবিনে।

[ঠুমরি গাহিতে গাহিতে বিব্রত শরৎশশীসহ কুঞ্জে চলিল কুঞ্জবিহারী। মনোরমা ভারি খুশি। মুখ টিপিয়া হাসে।]

দুকড়ি ॥ জ্যাঠামশাই একেবারে মাইডিয়ার। নাটুদাদার সঙ্গে খুব দোস্তি হয়েছে। রোজ রাত্তিরে নাটুদাদা জ্যাঠামশায়ের ঘরে বসে লাল জল খায়। ঐ একটাই দোষ জ্যাঠামশায়ের.....

মনোরমা ॥ (আপন মনে) সেই মেয়েটা...সেই মেয়েটা আজ শরৎশশী ! কে বলবে, কদিন আগে মেয়েটাকে দেখে....

[হঠাৎ বাহিরে অনতিদূরে অভয়ার তারস্বর শুনিয়া দুকড়ি কাঁপিয়া ওঠে]

দুকড়ি ॥ কী হ'লো ? (বাহিরে চাহিয়া) ও কী ! বড়দি এখানে আসেন কেন ? মরেছে—

[তুফানচন্দ্র ও অভয়া ঢুকিল]

তুফান ॥ (মনোরমার প্রতি) বাবারে বাবা ! কী সাংঘাতিক শক্ত মেয়েমানুষ তোমরা, অ্যাঁ ? দেখতে ভালো মানুষের বিটি, তলে তলে জলবিছুটি ! ধন্যি...ধন্যি তোমাদের ! তোমাদের দণ্ডবৎ...জানো অভয়াদি, এই এদের জন্যে আজ আমি ভাঙা কুলো !

মনোরমা ॥ কী হয়েছে মা ?

অভয়া ॥ কী হয়েছে ? এখনো থুঁতনি নেড়ে ন্যাকামি করছ। বলি হ্যাঁগা, ও ছুঁড়িটা না হয় কচিকাঁচা, তোমার তো সাতকাল গিয়েছে...একবারো ধম্মে বাঁধলো না। একবারো মনে হ'লো না, বাড়িতে অন্নপূর্ণোর মূর্তি রয়েছে, এতো বড় অনাচার করব না।

দুকড়ি ॥ কেন খামোখা মাকে দুষছেন। মা আবার কী করলেন ?

তুফান ॥ অ্যাই। (রক্তবর্ণ চোখে দুকড়ির প্রতি) পণ্টি ঝি নাদায় গোবর গুলেছে, আগে ঐ গোবরজল গিলগে যা লক্ষ্মীছাড়া। তারপর শুনিস কী করলেন।

অভয়া ॥ (মনোরমাকে) এতোবড় সাহস তোমার, বাড়িতে বেজাত ঢোকাও। হবে না কেন ? এ বাড়ির বেটাছেলেগুলোর কোমরে যে এখনো ষষ্ঠীপুজোর ঘুন্সি দুলছে। ভেড়ুয়া। ভেড়ুয়া না হলে কি বাড়ির ওপরে চড়াও হয়ে জাত মারতে পারো।

[ইন্দ্রনাথ আসে]

তুফান ॥ এই যে ইন্দ্রদা, দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত এই গোঁপ কামানো ফিমেলই ভরসা।

ইন্দ্রনাথ ॥ দিদি, বাড়ি যাও...

অভয়া ॥ বিদেয় করে তারপর যাবো।

ইন্দ্রনাথ ॥ যা করতে হয়, আমরা দেখছি...

অভয়া ॥ তোরা...তোরা কি দেখবি রে ? তোদের কি ঘেন্নাপিত্তি আছে ? জামাইবাবু কী বলছে ? থেটারের শখ মিটেছে তো ?

তুফান ॥ বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন আমায় বঞ্চিত করা।

ইন্দ্রনাথ ॥ (তুফানকে) চুপ কর। অ্যাই দুকড়ি, যা বাড়ি নিয়ে যা...

দুকড়ি ॥ (অভয়াকে) চলেন...

অভয়া ॥ অ্যাই, ছুঁসনে আমায়। পণ্টি ঝি গোবরজলের গামলা নিয়ে আসছে। এ বাগানবাড়ি আগাগোড়া ধুতে হবে। সেই সঙ্গে তোকেও।

তুফান ॥ (ইন্দ্রকে) তোমারও মাথায় গোবরজল ঢালা হবে।

[অভয়া, তুফান ও দুকড়ি চলিয়া যায়।]

ইন্দ্রনাথ ॥ (কক্ষে ঢুকিয়া) মনোরমাদি।

মনোরমা ॥ (আশংকিত) কী হয়েছে ইন্দ্রভাই ?

ইন্দ্রনাথ ॥ তুমি এটা কী করেছ মনোরমাদি !

মনোরমা ॥ কী ভাই ?

ইন্দ্রনাথ ॥ মাসতুতো বোন বলে কাকে নিয়ে এসেছ ? ও তো তোমার বোন নয় ! একটা মাঝিমাল্লার মেয়ে...

মনোরমা ॥ যাকেই আনি খারাপ তো হয়নি ইন্দ্রভাই। ও তো পার্টটা ভালই তুলে নিয়েছে !

ইন্দ্রনাথ ॥ মনোরমাদি, এটা জমিদারবাড়ি। গাঁয়ের চাষাভুষোর মেয়ে স্টেজে তোলা

যায় না। অনেক ঝামেলা। অনেক কৈফিয়ৎ লাগে। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে...

মনোরমা ॥ কে বললে কথাটা, নাটু ?

ইন্দ্রনাথ ॥ আর বলেছে তর্করত্নমশাইকে। ওঃ, তুমি যদি একবারো আমায় বলতে...আমি কক্ষনো রাজি হতাম না।

মনোরমা ॥ বড় দুঃখী মেয়ে ভাই। থিয়েটারে আনব বলেই...তুমি রাগ করো না ইন্দ্রভাই, এবারের মতো দিদির দোষটা মাপ করে দাও।

ইন্দ্রনাথ ॥ মাপ করে দেব ! আমি মাপ করবার কে ? এতোক্ষণ শুনলে না ? বাড়ির অবস্থা আগুন ! জানি না কী হবে ! থিয়েটার আদৌ হবে কিনা...

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই, এতো আশায় ছাই দিয়ো না। কলকাতায় মুখ দেখাতে পারব না। পটলকেই বা কী বলব ?

ইন্দ্রনাথ ॥ পটল ! পটলরানি... !

মনোরমা ॥ সে রাজি হ'লো বলেই তো ওকে আনতে পারলাম।

ইন্দ্রনাথ ॥ মানে ! সে না পশ্চিমে বেড়াতে গেছে... ?

মনোরমা ॥ ভেবেছিলাম শো হয়ে গেলে বলব তোমায়। কোথাও যায়নি সে...আমিই তাকে আসতে বারণ করেছি !

ইন্দ্রনাথ ॥ মাই গড। তুমিই তাকে বারণ করলে...

মনোরমা ॥ সে আমার বড় বন্ধু। আমার কথাতে তোমার বায়নাটা ফেরত দিয়ে দিলো।

ইন্দ্রনাথ ॥ ওঃ মনোরমাদি। কী যে সব করছ তুমি !

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই, তুমি যেদিন কলকাতায় হল খুলবে...আমি সেখানে বিনি পয়সায় খেটে দেব। না মরা পর্যন্ত। সত্যি...সত্যি...সত্যি...

[বিব্রত রুষ্ট ইন্দ্রনাথের গায়ে হাত রাখিয়া পণ করে মনোরমা।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

পত্রবিভ্রাট—বিজনবিহারীর মাথায় হাত

[বৈঠক চলিতেছে। বিজনবিহারী চুড়ো তর্করত্ন ও গুরুচরণ উপস্থিত। অদূরে অভয়া—কর্তাদের আলোচনা শুনিতেছে।]

তর্করত্ন এ পর্যন্ত যা হয়েছে আপনাদের অজানিতে হয়েছে। দোষ যেটুকু, তা গঙ্গাজলেই ধুয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু জ্ঞাতসারে আরো এগোনো মহাদোষ। পূর্ণকুম্ভ। বিশেষ আপনার ঘরে দেবী অন্নপূর্ণার বিগ্রহ রয়েছে। এখুনি পাইক ডেকে মেয়েটাকে বার করে দিন বাবু।

চুড়ো ॥ থিয়েটারটা যে পণ্ড হয়ে যাবে তর্করত্ন মশাই...তাই বলছিলাম...

তর্করত্ন ॥ থামুন...থামুন...(বিজনকে) আপনি কি চান বাবু ? কাল জনসমক্ষে আপনার বাড়ির ছেলে একটি অন্ত্যজার বস্ত্র ধরে টানাটানি করুক ?

চুড়ো ॥ আপনি তো অ্যাদ্দিন বলে বেড়াচ্ছিলেন, নটী মাত্রই পতিতা...

তর্করত্ন ॥ এখনো বলছি...

চুড়ো ॥ তাহলে অন্ত্যজায় আপত্তি করছেন কেন ? পতিতা জেনেও যখন হচ্ছিল, অন্ত্যজার বেলাতেও চুপ করে থাকুন।

তর্করত্ন ॥ পতিতা তবু চলে, কিন্তু মাঝিমাল্লা বেজাতের মেয়ে চলে না। জাত যায়...

চুড়ো ॥ এ তো ভারি মজার কথা...পতিতা চলে, নিচু জাতের মেয়ে চলে না !

তর্করত্ন ॥ এটাই আপনাদের থ্যাটারের পরম্পরা। কলকাতার জ্ঞানী সমাজ পতিতাদের থিয়েটারে ঢোকা অনেক দিন আগেই চালু করে দিয়েছেন। মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব। অত্যন্ত গর্হিত হলেও করেছেন। তাদের আশীর্বাদও জানিয়েছেন। (তিক্ততর গলায়) অন্ত্যজা সম্পর্কে এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি ? দেখাতে পারেন ? কিছু বলেছেন কি রামকৃষ্ণদেব ? বলুন, বলেছেন ?

চুড়ো ॥ তেমন পরিস্থিতি ঘটলে বলতেন।

তর্করত্ন ॥ ঘটলে বলতেন ! সেটা তো আপনার অনুমান। আমার সিদ্ধান্ত—জাতের মেয়ে পতিতা হলেও তবু চলে...তার শুদ্ধিকরণ সম্ভব। কিন্তু বেজাত শুদ্ধিকরণের অর্থই হ'লো সোনার পাথরবাটি গড়া !

চুড়ো ॥ আপনি থিয়েটারের ওপর হাড়ে চটা—সরোজিনীর মৃত্যুর পরে—

তর্করত্ন ॥ আজ্ঞে না। সরোজিনীর কথা আমি কক্ষনো বলিনে। সে যে আমার মেয়ে লোকে তা ভুলতে বসেছে। এটা নীতির প্রশ্ন। (গুরুচরণকে) তুমি কিছু বলো বাবাজী—

গুরুচরণ ॥ আমার একটাই কথা—ঐ মেয়েটি থাকলে আমি স্টেজে উঠছি না। একটা থিয়েটারের জন্যে বংশের মানমর্যাদা আভিজাত্য সব খোয়ানো যায় না।

অভয়া ॥ (কপালে হাত দিয়া) মা...মাগো

চুড়ো ॥ গুরুচরণ, সব প্রিপ্যারেশন হয়ে গেছে....রাত পোহালে শো !

গুরুচরণ ॥ দেখুন মামাবাবু, থিয়েটারে আপনার প্রবল নেশা বটে। আমার কাছে নেশাও না পেশাও না। পাঁচক্কীরে এসে আপনাদের চাপাচাপিতে করছি। তার প্রতি আমার এমন কোনো সেন্টিমেন্ট নেই যে করতেই হবে—যে কোনো মূল্যে করতেই হবে। আপনি সব বন্দ করে দিন বাবামশাই।

চুড়ো ॥ কেউ না জানুক তুমি জানো গুরুচরণ, ইন্দ্র কী অমানুষিক পরিশ্রম করে শরৎশশীকে তৈরী করল !

[বিজন এতসময় ধূমপানে ছিল]

বিজন ॥ (স্বগত) পরের পুত্রে পুত্রবতী, রাধে বড় ভাগ্যবতী ! (প্রকাশ্যে) হঠাৎ বন্ধ না করে...কালিদাস ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না গুরুচরণ। গিরিশচন্দ্রের

সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হয়ে...মানে তিনি যদি এসে পড়েন..

গুরুচরণ ॥ বাবামশাই, এটা আমাদের পারিবারিক মানমর্যাদার ব্যাপার। এর মধ্যে তিনি এসেও বা কি করবেন! আফটার অল একজন প্রফেশনাল থিয়েটারওয়ালা ছাড়া তিনি তো কেউ না! এ ব্যাপারে তিনি কিছু বললেই বা শুনব কেন?

অভয়া ॥ (যুক্তকরে উর্ধ্বমুখে) জয় মা কাশীশ্বরী, ঢাকেশ্বরী, চট্টেশ্বরী...

বিজন ॥ (অভয়াকে) তুই ভেতরে যা—

তর্করত্ন ॥ না, অভয়া মা থাকুক...ওর এখানে উপস্থিতি দরকার। বাবু, দুর্বলতা ত্যাগ করুন। সোজা হয়ে উঠে বসুন...

গুরুচরণ ॥ বাবামশাই, আপনার প্রজারা বেশির ভাগ অন্ত্যজ। ভাবনু, তারা যখন জানবে তাদেরই বর্ণের একটি মেয়েকে মঞ্চে তুলে এই কীর্তি চলছে...তার পরিণতি কী সাংঘাতিক হতে পারে! নিম্নবর্ণের প্রজাদের সেন্টিমেন্টেও আপনি আঘাত দিতে পারেন না।

[কালিদাস আসে]

কালিদাস ॥ বাবু...

বিজন ॥ কালিদাস! ফিরলে?

কালিদাস ॥ এই ফিরছি...

বিজন ॥ বলো...বলো...কী করে এলে? পত্রটা কী দিতে পেরেছ?

কালিদাস ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর হাতেই দিয়েছি। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন! ইন্দ্রনাথ তো তাঁকে নেমতন্নই করেনি!

বিজন ॥ অ্যাঁ?

কালিদাস ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কোজাগরী পূর্ণিমায় যে এখানে থিয়েটার হবে, নীলদর্পণ হবে, বিন্দুবিসর্গই তাঁর জানা নেই।

বিজন ॥ বটে। (চুড়োকে) এটা তোমার কাজ। তোমার বুদ্ধি। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মতো মানুষের নাম করে এই ভাবে ধাপ্পা...

[চূড়ো মাথা নিচু করিয়া বসিয়া পড়িল]

তর্করত্ন ॥ ছিঃ! ছি-ছি-ছি!

বিজন ॥ (উঠিয়া দাঁড়ায়) থিয়েটার বন্দ! মেয়েদের কলকাতায় ফিরিয়ে দাও...আজই!

তর্করত্ন ॥ আর সিতিকণ্ঠকে...তাকে যে গাঁয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে...

বিজন ॥ হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠকে যেন এ গাঁয়ে আর দেখা না যায়। যাও কালিদাস, দেরি করো না, যাও...

কালিদাস ॥ আজ্ঞে তার আগে যে নৌকোঘাটে জুড়িগাড়ি নিয়ে যেতে হয় বাবু!

বিজন ॥ নৌকোঘাটায়?

কালিদাস ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি সেখানে অপেক্ষা করছেন।

সকলে ॥ কে?

কালিদাস ॥ আজ্ঞে মহাকবি-

সকলে ॥ এসেছেন ?

কালিদাস ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পত্র পড়েই বললেন, পাঁচক্ষীরে সে যত দূরেই হোক্ যত দুর্গমই হোক্, এ আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। যেখানকার জমিদার এতবড় নাট্যপ্রেমী সেখানে কি না গিয়ে পারি ? একবেলার জন্যে হ'লেও যেতে আমাকে হবেই।

[বিজনবিহারী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। চুড়ো হাততালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম রাত্রির আগের রাত্রির গল্প

[মধ্যরাত্রি। বাগানে চাঁদের আলো। নিদ্রাজড়িত শরৎশশী মন্থর পায়ে বাগানে আসে। দূরে, বাগানের অদৃশ্য দিকে তাকায়—]

শরৎশশী ॥ (তন্দ্রাচ্ছন্ন শিথিল গলায়) আর কার জন্যে চেয়ে আছো...ও দিদি, তিনি আজ আর এলেন না। ফিরে এসো দিদি...মোর বড় ঘুম পায়। একা একা না পারি ঘুমুতে—না পারি জাগতে। (জলপরীর পদপ্রান্তে বসিয়া) কাল কী হবে গো ? পারব তো ? সব যে গোলমাল হয়ে যায় গো ! মঞ্চে সেই সময় তুমি থাকবে না...উনি থাকবে না...একা পড়ে যাবো হাজার মানুষের মধ্যে। হাত পা কেঁপে মরে যাবো না তো। (থামিয়া) কত যে ভাবনা জাগে রে !...ও দিদি, ভাবনা কারে কয়, আগে মোর জানা ছিল না...(থামিয়া) সেই মেহেরপুর...কাকার নৌকো...পান সাজা গুন টানা...কলকেতা...তোমার বাসা ভালুকপাড়া...গঙ্গা ইছেমতী কপোতাক্ষি পেরিয়ে কাল মুই বাপের মরণের শোধ তুলব ! সাহেবটারে এঁচড়ে কেমড়ে শেষ করে দিব। (আকাশে তাকায়) ওরে চাঁদটা রে, কাল তুই আরো বড় হবি, মুই না ছোট হয়ে যাইরে ! (জলপরীকে) ও পরী, তুমি কেমন শক্ত টানটান। দুইখান বাহু ছড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছো...যেন দুনিয়ারে ডাকো, আয়...কে তোরা মোর সাথে লড়বি আয় ! দাও না করে তোমার মতো সোজা শক্ত টানটান ! (শরৎশশী পরীর ন্যায় দুই বাহু ছড়ায়) ও বাপ গো, মোর বাহু যে ঢিলা...নেতিয়ে পড়ে রে ! কাল কী হবে রে ! মোর যে বল নাই...দেহ নাই...কে মোর পাশে দাঁড়াবে রে !

[ঘুমের দোলায় দুলিতে দুলিতে শরৎশশী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। নাটুলাল চোরের মতো আসিয়া তাহার পাশে বসে, পিঠে হাত রাখে।]

শরৎশশী ॥ (আধা ঘুমে আধা জাগরণে) দিদি—

নাটুলাল ॥ দিদি গেল গেটের দিকে। জোছনা রাতে হাওয়া খেতে...

শরৎশশী ॥ ও !

[তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।]

নাটুলাল ॥ ওঠ।

শরৎশশী ॥ চলো...

নাটুলাল ॥ জিগ্যেস করবি না, কোথায় ?

শরৎশশী ॥ কোথায় ?

নাটুলাল ॥ বাবুর কাছে।

শরৎশশী ॥ চলো।

নাটুলাল ॥ কোন্ বাবু ?

শরৎশশী ॥ কোন্ বাবু ?

নাটুলাল ॥ যে বাবু একরাত্তির একশো দেয়...

শরৎশশী ॥ টাকার পুষ্পবিষ্টি। চলো।

নাটুলাল ॥ বসবি কোথায় ?

শরৎশশী ॥ কোথায় ?

নাটুলাল ॥ ঝিলের পাড়ে।

শরৎশশী ॥ কোন্ ঝিল ?

নাটুলাল ॥ যে ঝিলে কুঞ্জবন, শ্বেতপাথরের বেঞ্চি, জুঁই চামেলির কেয়ারি......

শরৎশশী ॥ যে ঝিলে পদ্মপাতা তিরতির করে...চলো...চলো...

[নাটুলালের হাত ধরিয়া ঘুমে অবশ শরৎশশী চলিয়া গেল। বাগানের অন্যপথে মনোরমা ও সিতিকণ্ঠ আসে।]

মনোরমা ॥ আজ যে এত রাত হ'লো ?

সিতিকণ্ঠ ॥ বড্ড চাঁদের আলো। গা-ঢাকা দেওয়া মুশকিল। পথে আবার চুড়োবাবুকে দেখতে পেলাম। বোধ হয় রাত জেগে সব স্টেজ বাঁধাবাঁধি করছে।

মনোরমা ॥ (কক্ষে আসিয়া) শশী...শশী...ঘুমিয়ে পড়লি ?

সিতিকণ্ঠ ॥ ঘুমোক। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা চাই...

মনোরমা ॥ মেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে...

সিতিকণ্ঠ ॥ যারা নাটক করে তারাই জানে, থিয়েটারে প্রথম রাত্রি কী জিনিস। ঠিক কিনা ? কাল আমি থাকব। গাছের ডালেটালে উঠে হোক...যে ভাবেই হোক ওকে দেখব। ও আমার চ্যালেঞ্জ মনোরমাদি...

মনোরমা ॥ ঝড়ে বক মরে...ফকিরের বাড়ে কেরামতি। রাত জেগে জেগে তৈরী করলে তুমি....ইন্দ্রভাই ছাতি ফুলিয়ে ঘুরছে।

সিতিকণ্ঠ ॥ আমি অন্ধকারের মানুষ অন্ধকারেই থাকি...

মনোরমা ॥ কেন থাকবে আঁধারে ? বেরিয়ে এসো ! এরপর শক্তিসামর্থ্য যে ফুরিয়ে যাবে সিতিভাই !

সিতিকণ্ঠ ॥ ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফুরিয়ে গেল...

মনোরমা ॥ আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো সিতিভাই। ধরে-করে একটা স্টেজে আমি তোমায় ব্যবস্থা করে দিতে পারব...

সিতিকণ্ঠ ॥ কলকাতার স্টেজ ! গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর অমৃতলালের থিয়েটার ! আমার স্বপ্ন ! যেতে তো চাই। পাঁচক্ষীরে যে ছাড়ে না।

মনোরমা ॥ বলো সরোজিনী ছাড়ে না ! তুমি একটা ভূতে পাওয়া মানুষ...বেঁচে থাকতে ভালোবাসোনি, মরার পর গলা জড়িয়ে আছো ! ভূতে যে তোমার রক্ত শুষে খাচ্ছে, বোঝো না ? দাড়ি-গোঁপে বোঝা যায় না...মুখখানা হলদে—

সিতিকণ্ঠ ॥ কোনোরকমে যদি মড়ার বাঁধনটা ছিঁড়তে পারতাম ! একটা রাগ কি ঘেন্না যদি মেয়েটার ওপর জাগাতে পারতাম ! আমি কাউকে তোয়াক্কা করতাম না ! জমিদার না...পণ্ডিত না...শাসন না...সমাজ না...কাউকে না। ছেঁড়া এই কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দাপিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু সরোজিনীর ওপর কিছুতে যে রাগ হয় না.....যত রাগার কথা ভাবি তত ও বাহুর বন্ধন শক্ত করে। তত সুন্দর হয় সরোজিনী।

মনোরমা ॥ এ কী ভ্রমে পড়েছ সিতিভাই ! আচ্ছা তুমি আমাকে দেখো। ঐ মেয়েটা আমার কে ? কেউ না। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। তবু ওর জন্যে মাথা কুটে মরছি কেন ? ও জ্যান্ত বলে, তাজা বলে। আবার মরণকালে আমি আমার মায়ের মুখও দেখিনি। দেখিনি কেন ? না সে একটা পচা-গলা-জীবনে পড়েছিল বলে। সে বেঁচেও মরেছিল বলে। জ্যান্ত চেনো সিতিভাই, না হ'লে বাঁচবে না।

সিতিকণ্ঠ ॥ আজ যে অনেক কথা বলছ দিদি !

মনোরমা ॥ ঐ যে রাজকৃষ্ণবাবুর দশরথের মৃগয়ায় একটা গান আছে না...

[মনোরমা গান ধরে]

তোমার মনের কথা শুনব বলে
প্রেমের কথা শুনব বলে
আমাদের এই কথা তোলা।

সিতিকণ্ঠ ॥ [গানটির পরের অংশ ধরে]

আমরাও সই প্রেমের দাসী
প্রাণ দিয়ে প্রেম ভালবাসি
তাই তো তোমার কাছে আসি
শিখতে সাধের প্রেমের খেলা।

[ইন্দ্রনাথকে উদ্যানে দেখা যায়। এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, গান শোনে, কক্ষে ঢোকে।]

মনোরমা ॥ (ভূত দেখার মতো) ইন্দ্রভাই...তুমি...এত রাতে !

ইন্দ্রনাথ ॥ (সিতিকণ্ঠকে) সিতিদা, এখানে কেন ?

সিতিকণ্ঠ ॥ রোজই আসি।

ইন্দ্রনাথ ॥ আসো আর শশীকে তৈরী করো! তাহলে তুমি শেখাও?

সিতিকণ্ঠ ॥ তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি?

ইন্দ্রনাথ ॥ অতটা বোকা আমাকে ভাবলে কি করে? তবে হ্যাঁ, ধাঁধাঁটা ধরতে পারছিলাম না কিছুতে। যে মেয়ে প্রথম রিহার্সালে অমন শক্ত কাঠ জড়পিণ্ড...সে কি করে পরের দিন...নাটের গুরুটিকে ধরব বলেই মাঝরাতে হানা দিয়েছি!

মনোরমা ॥ ইন্দ্রভাই, রাগ করলে?

ইন্দ্রনাথ ॥ তোমার মতো বেয়াড়া মেয়েছেলে কেউ দেখেছে? তোমার ন্যাকামি বোঝা দায়! শয়তান বললেও কিছু বলা হয় না। আমি টাকা দিয়ে আনলাম...খাচ্ছো আমার...আর তলে তলে সিতিকণ্ঠকে নিয়ে...

মনোরমা ॥ কেন, শশী যদি ভালো করে, সে ভালোটা তো তোমারই হবে। যশ তো তোমারই হবে।

ইন্দ্রনাথ ॥ কে চেয়েছে এ যশ? অন্য লোকে যশ এনে দেবে, আমি মাথায় তুলে নেব? কাঙাল....আমি কাঙাল?

সিতিকণ্ঠ ॥ আর কিচ্ছু করার নেই ইন্দ্র। আমি শশীকে যা দিয়েছি, কাল ও সেটাই দেখাবে। কিছু করার নেই।

ইন্দ্রনাথ ॥ কাল দেখতে পাবে। জামাইবাবুর জায়গায় আমি যাকে কাল নামাবো, তাকে নিয়েই তোমার শশীকে কাল...

সিতিকণ্ঠ ॥ সে কী। গুরুচরণবাবু করছেন না? তবে কে করছে রোগসাহেব।

ইন্দ্রনাথ ॥ দেখবে...কাল দেখবে।

সিতিকণ্ঠ ॥ ইন্দ্র, সিনটা যেন নষ্ট না হয়! ডুবিয়ে দিয়ো না।

ইন্দ্রনাথ ॥ থিয়েটারটা আমার সিতিদা। তোমার না। ইচ্ছে করলে আমি সঙও নাচাতে পারি।

মনোরমা ॥ কে করবে বলে যাও। না বললে শো করব না। মেয়ে নিয়ে চলে যাবো।

ইন্দ্রনাথ ॥ পাঁচক্ষীরেটাও আমার। লেঠেল পাইক বরকন্দাজও আছে আমার। কাজেই পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। (দরজা হইতে ঘুরিল ইন্দ্রনাথ) কাল রোগ সাহেবের পার্টটা তুমি করবে সিতিদা!

সিতিকণ্ঠ ॥ ইন্দ্র।

[ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইল না, ফিরিয়া তাকাইল না।]

মনোরমা ॥ (আনন্দে) শশীকে ডাকি। শশী...শশী...

[মনোরমা ভিতরে যায়, পরক্ষণে ফিরিয়া আসে।]

ঘরে নেই তো?

সিতিকণ্ঠ ॥ কে? শশী?

মনোরমা ॥ (ডাকে) শশী...শশী! কোথায় গেল? ভয় করছে যে সিতি!

সিতিকণ্ঠ ॥ দেখছি....দেখছি...

মনোরমা ॥ শিগগির দ্যাখো।

[মনোরমা আবার ভিতরে ছোটে।]

সিতিকণ্ঠ ॥ (বাগানে নামিয়া) শশী...কোথায় তুমি...শশী...

[জলপরীর আড়াল হইতে শরৎশশী মুখ বাড়ায়।]

শরৎশশী ॥ (তন্দ্রাচ্ছন্ন) এই তো আমি।

সিতিকণ্ঠ ॥ তুমি এখানে ঘুমুচ্ছ?

শরৎশশী ॥ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ॥ কই, আমরা যখন এলাম, দেখিনি তো।

শরৎশশী ॥ তখন একটু ঝিলপুকুরে গিয়েছিলাম।

সিতিকণ্ঠ ॥ কেন? তোমাকে বলেছি না কোথাও যাবে না একা একা..

শরৎশশী ॥ একা না তো। মুইও ঝিলের ধারে কুঞ্জে গিয়ে বসলাম, একটা বাবুও এসে বসল পাশে।

সিতিকণ্ঠ ॥ কে? কোন্ বাবু?

শরৎশশী ॥ চিনতে পারিনি গো। ঘুম পাচ্ছে তো। আঁধারে বাবুটা গায়ে হাত দিলো। তারপর...

সিতিকণ্ঠ ॥ (শরৎশশীকে ঝাঁকুনি দেয়) কী? কী করল বাবু?

শরৎশশী ॥ (তন্দ্রাজড়িত গলায়) কী করবে? সব অত সস্তা! গায়ে হাত দিতে মেরেছি কনুইয়ের ধাক্কা। কুমড়োর মতো গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে ঝিলের মধ্যে।

সিতিকণ্ঠ ॥ অ্যাঁ।

শরৎশশী ॥ যদি সাঁতার না জানে চিরকালের মতো থাকল তোমার পদ্মবনের নিচে!

[ঘুমে মাথাটা নামায় সিতিকণ্ঠর বাহুর উপর]

সিতিকণ্ঠ ॥ শশী...ও শশী...

শরৎশশী ॥ কাল কী হবে গো, উঁ? কাল পারবো তো, উঁ?

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

দর্পণে শরৎশশী

[মঞ্চ এখন নাটক নীলদর্পণের মঞ্চ। পর্দা পড়িয়া আছে,কনসার্ট বাজিতেছে। দেখা দিল ঘোষক।]

ঘোষক ॥ আজি হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে...সন তেরো শত সাত বঙ্গাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমায় পাঁচক্ষীরা বাবুদের সেই অভিনয় দেখিতে সে আমলে রেকর্ড লোকসমাগম হইয়াছিল। সদর হইতে আগত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে রাত্রি দশ ঘটিকায় বিশেষ আড়ম্বরে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল...

[কনসার্ট বাজনা ও ঘোষকের প্রস্থান এবং পর্দার সম্মুখে সুসজ্জিত বিজনবিহারীর আগমন। মুখখানি বিষাদাচ্ছন্ন]

বিজন ॥ (দর্শকদের প্রতি) সমবেত সুধিবৃন্দ, আজিকার এই নাট্যাভিনয়ে আমি আপনাদিগকে স্বাগত জ্ঞাপন করি। (বিজনবিহারী কথা কহে, না নিমপাতা চিবায়—বোঝা যায় না।) যাঁহার আশীর্বাদ উৎসাহ এবং সুপরামর্শে আজিকার এই আয়োজন সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে, বঙ্গমাতার সেই সুসন্তান সর্ববরেণ্য নট নাট্যকার আচার্য গিরিশচন্দ্রকে নিবেদন করি আমার শ্রদ্ধার্ঘ। আমার নাটমঞ্চ আজ ধন্য হইল তাঁহার পদস্পর্শে। আচার্যের মতে, শহরে নয়, নীলদর্পণের ন্যায় একখানি নাটকের যথার্থ ক্ষেত্র বাংলার মফঃস্বল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সাধারণ মানুষের জন্য আমি খুলিয়া দিয়াছি আমার নাট-মন্দিরের দুয়ার। (করতালি ধ্বনি) নাট্যাচার্যের অভিমত, সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, পর্যুদস্ত নারীদের পুনর্বাসনে নাট্যশালার দায় আছে। তাই আমিও নটীদিগকে কলিকাতায় ফিরত পাঠাই নাই। তিনি মনে করেন নাটক-নাট্যশালার উন্নতি ও প্রসারে বিত্তশালী জমিদারদিগের একটি বৃহৎ কর্তব্য আছে। তাই আমি আজিকার অভিনয়ের পূর্বে...এই পেটিকাটি (নেপথ্যে চাহিয়া) কই, বাক্সটা দাও কালিদাস...

[কালিদাস একটি সুদৃশ্য সোনার জলে মীনা করা মাঝারি মাপের বাক্স আনিল।]

এই পেটিকাটি মহাকবির হাত দিয়া আমার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিব। করিয়া ধন্য হইব। পেটিকায় ত্রিশ হাজার টাকা আছে।

[আনন্দ বা বেদনা যে কারণেই হৌক, বিজনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।]

পরিশেষে উপস্থিত দর্শক সাধারণের নিকট আমার অনুরোধ, অভিনয় যেন নির্বিঘ্নে সমাপন হয়। আমাদিগের মাননীয় অতিথিবর্গের সম্মুখে পাঁচক্ষীরার উন্নত মস্তক কোনো মতেই যেন নত না হয়। এক্ষণে আমি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে অনুগ্রহ করিয়া মঞ্চে আসিতে অনুরোধ করি।

[নেপথ্যে কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।]

কি হ'লো কালিদাস?

কালিদাস ॥ তেমন কিছু না। আপনি বলুন।

বিজন ॥ যাও মহাকবিকে নিয়ে এসো। (নেপথ্যে কোলাহল)...কালিদাস!

কালিদাস ॥ তাই তো...

বিজন ॥ দেখ...দেখ...

[জনাকয় গ্রামবাসিসহ উত্তেজিত তর্করত্ন মঞ্চে আসে।]

তর্করত্ন ॥ ব্যাপার কী বাবু, সাজঘরে সিতিকণ্ঠ!

১ম ব্যক্তি ॥ সমাজচ্যুত লোকটা অভিনয় করবে, এ তো আমরা আগে জানতাম না...

তর্করত্ন ॥ তলে তলে এসব কী হচ্ছে?

কালিদাস ॥ তর্করত্ন মশাই, এখানে নয়, বাইরে চলুন...

তর্করত্ন ॥ আগে বলুন বাবু...এসব কি আপনার জ্ঞাতসারে, না অজ্ঞাতসারে?

বিজন ॥ আমি জানতাম...মানে আজই জেনেছি।

তর্করত্ন ॥ জানতেন !

২য় ব্যক্তি ॥ জেনেও আপনি কোনো ব্যবস্থা নেননি...

১ম ব্যক্তি ॥ আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি...

তর্করত্ন ॥ এ কী প্রতারণা ! আর কীভাবে আমাদের প্রকাশ্যে অপদস্ত করা হবে ! একটা লম্পট, দুশ্চরিত্র, পরোক্ষে আমার সরোজিনীর হত্যাকারী, তাকে আজ কৌশলে সমাজে বরণ করে নেওয়া হবে !

[নেপথ্যে হৈচৈ। ইতিমধ্যে কয়েকজন যুবক সিতিকণ্ঠকে বলপূর্বক মঞ্চে আনিয়াছে। সিতিকণ্ঠের দশা বড়ই করুণ। রোগসাহেবের সাজসজ্জা পুরা হয় নাই। অর্ধসজ্জিত তাহাকে সাহেবের সঙ বলিয়া মনে হয়। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামবাসিগণ রৈ-রৈ করিয়া উঠিল।]

বিজন ॥ থামুন...থামুন আপনারা। যা করা হয়েছে, গিরিশবাবুর মত নিয়ে করা হয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না। ইন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর অনুমতি নিয়েছে।

তর্করত্ন ॥ কে গিরিশবাবু ? তাঁর অঙ্গুলি হেলনে বঙ্গসমাজ চলবে ? থ্যাটার কি দেশও চালাবে ?

১ম ব্যক্তি ॥ (কালিদাসকে) কি ভেবেছিলেন, ঐ ধড়াচূড়া পরিয়ে চালিয়ে দেবেন...কেউ বুঝতে পারবে না ?

তর্করত্ন ॥ আগাগোড়াই ছলনা। এঁদের মনে এক মুখে এক...কার্যক্ষেত্রে আর এক ! হয় শয়তানটাকে এখুনি গাঁ থেকে তাড়ানো হোক...নয় থ্যাটার বন্দ হোক ! দুটোই হোক ! (গ্রামবাসিদের প্রতি) কী বলো তোমরা ? পাঁচক্ষীরা কি নির্বীর্য ?

[প্রবল উত্তেজনা। বিমূঢ় বিজনবিহারী বসিয়া পড়ে। সিতিকণ্ঠকে টানাটানি শুরু হয়।]

সিতিকণ্ঠ ॥ (চিৎকার করে) আমি অভিনয় করব। আর যে শাস্তি দিন মাথা পেতে নিচ্ছি। দয়া করে একটা রাত, একটা রাত আমার কাজটা করতে দিন...

[সাজসজ্জা পরা ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসে।]

ইন্দ্রনাথ ॥ ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও তোমরা। (কোলাহলের উপর গলা তুলিয়া) সিতিদা আমাদের সবচেয়ে বড় অভিনেতা....তাকে বাদ দেওয়া যাবে না। আমি ভালো থিয়েটার চাই, জীবনের স্বপক্ষে থিয়েটার চাই। সিতিদার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা তাকে নেবো। প্রয়োজনে জেলখানার কয়েদীকেও নেবো। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীকেও নেবো। যারা মানতে পারবে না, তারা এখানে থেকে বেরিয়ে যাক। (নীরবতা নামিয়া আসে চতুর্দিকে।) বিনা দোষে অনেক শাস্তি আমরা তাকে দিয়েছি। অবশ্য তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি শাস্তি সে নিজেই নিজেকে দিয়েছে। প্রবল ভালবাসা থেকে ভয়ংকর পাপবোধ তাকে ধ্বংস করছিল। আমাদের দায় আছে তাকে

বাঁচাবার। ওঠো সিতিদা! (বিজনকে) আপনি ঘোষণা করুন বাবা, আমাদের অভিনয় শুরু হচ্ছে...

[ইন্দ্রনাথ ও সিতিকণ্ঠ চলিয়া যায়। বিজনবিহারী ঘোষণা করিতে উঠিয়া দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ তর্করত্ন ও সঙ্গীরা প্রস্থান করে। অন্ধকার নামিয়া আসে। কনসার্ট বাজিয়া উঠে। ঘোষক আসে।]

ঘোষক ॥ অভিনয় শেষ হয় নাই। মধ্যপথে সিতিকণ্ঠ মঞ্চে প্রবেশ করিতে সহসা কোথা হইতে একদল দুষ্কৃতী ছুটিয়া আসিয়া মঞ্চ আক্রমণ করিল। বলপূর্বক তাহারা সিতিকণ্ঠকে টানিয়া নামাইল, তাহাদের প্রবল রোষে মঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাজঘর লণ্ডভণ্ড হইল। দৃশ্যপট ছিঁড়িয়া গেল। হ্যাজাক লণ্ঠনগুলি পড়িয়া ভাঙিল। হট্টগোলের মধ্যে কে বা কাহারা মঞ্চে আগুন লাগাইল। অচিরেই দেখা গেল—স্তব্ধ নিশীথে ধ্বংসস্তূপের উপর লুটাইয়া আছে কোজাগরী চন্দ্রিমার আলো...

[প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে সম্মুখের পর্দা সরিয়া গেল। দেখা যায় ভস্মীভূত মঞ্চ। ভূলুণ্ঠিত শরৎশশী।]

শরৎশশী ॥ (আর্তনাদ করে) দিদি...দিদি...তিনি কই? ও দিদি, তিনি কি মরলেন? দিদি গো, ওরা কি তাঁরে মেরেই ফেলল। ও দিদি, তবে আমি বেঁচে আছি কেন? আমি কেন এখনো মরছিনে? ও বাপ, ও মাগো, তোদের হাসু কেন এখনো মরে না রে। ও মাগো, তারে ছাড়া আমি বাঁচব না গো...

[শরৎশশী ধ্বংসস্তূপের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। অন্তরাল হইতে সিতিকণ্ঠ দেখা দেয়। তাহার সাহেবি ধড়াচূড়া ছিন্নভিন্ন। মুখে রঙকালি, রক্তের ছাপ।]

সিতিকণ্ঠ ॥ হাসু...হাসু...

শরৎশশী ॥ আছেন...বেঁচে আছেন...

সিতিকণ্ঠ ॥ আছি...বেঁচে আছি...বেঁচে গেছি...হাসু!

শরৎশশী ॥ এ কী হ'লো? অভিনয় যে শেষ হ'লো না।

সিতিকণ্ঠ ॥ না হোক...না হোক। মঞ্চে তো উঠতে পেরেছি...অন্ধকার ছিঁড়ে আলোয় তো দাঁড়াতে পেরেছি...একবার যখন বেরিয়ে এসেছি, আর ফিরব না। না হাসু...ভূতের কাছে....মড়ার কাছে আর ফিরব না।

শরৎশশী ॥ আমারে ছেড়ে আর যাবেন না....আমি যেতে দিব না.....

সিতিকণ্ঠ ॥ না যাবো না...আর যাবো না হাসু....

[করতলে শরৎশশীর মুখ ধরিয়া স্তব্ধ কোজাগরীতে বিল্বমঙ্গলের সংলাপ বলিয়া চলে—]

কোথা আছ কে আমার, বল
সাধ হয় দেখিতে তোমারে—
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?

অন্ধকার মাঝে হয়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো?
খুঁজে লব আমার যে জন—

[জনাকয় ব্যক্তি ছুটিয়া আসে]

ব্যক্তিগণ ॥ এই তো এখানে!

[সিতিকণ্ঠকে পাঁজাকোলা করিয়া তাহারা অদৃশ্য হয়। শরৎশশী কত ছটফট করিয়াছিল, কত বাধা দিয়াছিল...তবু দুর্বৃত্তরাই জিতিয়াছিল।]

সিতিকণ্ঠ ॥ (নেপথ্যে দূরে) হাসু...হাসু...

শরৎশশী ॥ ছেড়ে দাও, ওনারে আমার কাছে দাও..দে...দিয়ে যা...

[দুই বাহু পরীর মতো মেলিয়া বাঘিনীর মতো ছোটে শরৎশশী। পিছন হইতে নাটুলাল আসিয়া পোক্ত কাপড়ে তাহার মুখ বাঁধে।]

নাটুলাল ॥ সেদিন খুব চালাকি করে বেঁচেছিলি, উঁ? বাবুকে ধাক্কা মেরে জলে ডুবিয়ে—আজ কী করবি, অ্যাঁ? আসুন বাবু...

[বাক্যহারা শরৎশশী বিস্ফারিত চোখে তাহার বাবুটিকে দেখে। আর কেহ নহে, মূলে যে ছিল রোগসাহেব, পাঁচক্ষীরার জামাতা গুরুচরণ।]

তোকে পাবার জন্যে বাবু কী না করলেন! স্টেজে আগুনও লাগালেন! (শরৎশশী হাত পা ছুঁড়িতেছে) তবু তুই ধরা দিবিনে! কিছুতে দিবিনে! গয়না পাবি, ভাল ভাল পোশাক পাবি...তবু দিবিনে...

গুরুচরণ ॥ ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে—তুলে দাও।

[অতএব ক্ষণপরে দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের উপর কেহ নাই, একফালি চাঁদের আলোই কেবল।]

উপসংহার

[প্রস্তাবনা দৃশ্যের মতো তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোল মুখে ফাঁদি নথ। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি তাহার লোলচর্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। চন্দ্রালোকিত দগ্ধ মঞ্চে সে—]

মনোরমা ॥ (গান)

কাতর অন্তরে আমি চাহিয়া আছি।
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি
হাসাইছে বসুমতী
আমারে কাঁদায়।

না আমার সিতিকণ্ঠ, না আমার শরৎশশী, খুঁজে আর পাইনি কাউকে। কেউ কি ইচ্ছে করলেই কাউকে ফিরে পায়। যে যার নিজের জোরে ফেরে। অন্তরের তাগিদে ফেরে। তাই ভাবি ওরাও আসবে, আবার ফিরে আসবে থিয়েটারে। এ মায়া একবার যার জেগেছে, কেউ কি তাকে আটকে রাখতে পারে? থিয়েটার মা আমার বাছাদের ঠিক টেনে নিয়ে আসবে তার আশ্রয়ে। আসবেই। আমি যে চোখ বুঁজে দেখতে পাই আমার শরৎশশী আমার সিতিকণ্ঠ...

[মনোরমার চক্ষুর সম্মুখে সত্যই ফিরিয়া আসে সিতিকণ্ঠ আর শরৎশশী। আজ তাহারা সুসজ্জিত রোগসাহেব ও ক্ষেত্রমণি। শুরু হয় নীলদর্পণের অভিনয়।]

রোগ/সিতিকণ্ঠ ॥ হা-হা-হা, আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি। দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়িয়া মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি? স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে?

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ॥ ময়রাপির্সি যাসনে—যাসনে...মোর যে ভয় করে। মুই যে কাঁপতি লেগিচি, মোর যে ভয়েতে গা ঘুরতি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ/সিতিকণ্ঠ ॥ আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালবাসি—ডিয়ার ডিয়ার, আইস আইস।

[হাত ধরিল]

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ॥ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও। হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও। তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

রোগ/সিতিকণ্ঠ ॥ তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ॥ মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে, মুই পোয়াতি।

[রোগের হাতে নখ বিদারণ]

রোগ/সিতিকণ্ঠ ॥ ইনফারন্যাল বিচ। (চাবুক নিয়া) এইবার তোর ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

[চাবুকের প্রহার]

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ॥ মোরে অ্যাকেবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলব না।

[দৃশ্যটি ক্রমান্বয়ে নির্বাক চলচ্চিত্রের রূপ নিল। সেই দিকে চাহিয়া মনোরমা গাহে—]

মনোরমা ॥

নির্মাইয়ে নাট্যালয়
আরম্ভিব অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয়—
এ মিনতি পায়।

—ঃ শেষ ঃ—

শ্রীসুরথ বসু
শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
শ্রীমানব চন্দ্র
শ্রীঅজিত কর

করকমলেষু

শিবের অসাধ্যি

প্রথম অভিনয় : ১৭ই সেপ্টেম্বর

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস

প্রযোজনা : থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ

মঞ্চ : জোছন দস্তিদার

আলো : তপন দাশ

সঙ্গীত ও নির্দেশনা : পঙ্কজ মুন্সী

অভিনয়ে

শিব	:	পঙ্কজ মুন্সী
নন্দী	:	দিলীপ ভট্টাচার্য
ভৃঙ্গী	:	তপন রায়
দুর্গা	:	মঞ্জু ভট্টাচার্য
ছিদেম	:	তপন চট্টোপাধ্যায়
বংশী	:	কালিদাস দে
গোবর্ধন	:	স্বপন মিত্র
পুরুত	:	গৌর কর
হারমোনিয়ম বাদক/গণেশ	:	রবীন দাশ
ঢুলি	:	অমরেশ গুপ্ত
বাসিনী	:	কল্পনা রায়
কার্তিক	:	অশোক সাহা
হাঁদু সিংগি	:	দুর্জয় মিত্র
তাঁতি	:	প্রদীপ দাশ
ভিখারী/লেঠেল	:	নিমাই জানা
নায়েব	:	শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

শিব	নন্দী
ভৃঙ্গী	গণেশ
কার্তিক	ছিদেম
বংশীবদন	তাঁতী
গোবর্ধন	গাওনা বুড়ো
ভিগারী ছেলে	হাঁদু সিংগি
পুরুত	নায়েব
ইয়াসিন	ঢুলী
হারমোনিয়ম বাদক	বাসিনী
দেবী দুর্গা	

প্রথম অঙ্ক

[পর্দা ওঠার আগে ঢাক ঢোল কাঁসির বাজনাটা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। পর্দা সরে যেতে বাজনাটাও দূরে সরে গেল। বহুদূরে টিমটিম করে বাজতে লাগল। মঞ্চের পশ্চাৎপটে ফাঁক-ফাঁক করে দাঁড় করানো পর পর পাঁচটি পৃষ্ঠপট। মাপ সমান নয়, মাঝেরটি সবচেয়ে বড়, দু'পাশে দুটি মাঝারি, প্রান্তের দুটি সকলের ছোট। অর্থাৎ মাঝের উঁচু থেকে ক্রমশ দু'পাশে মাথাগুলো নিচু হয়েছে। অবিকল দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের মতো দেখাচ্ছে। পাঁচটি পটের গায়ে এক একটি প্রতিমার আকারের খোপ কাটা, বর্ডারগুলিতে আলপনা আঁকা। সারা মঞ্চে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভাসছে। মাঝের খোপ তিনটিতে হাল্কা নীল আলো ফুটে রয়েছে। সবচেয়ে বড়টির মধ্যে দেবাদিদেব শিবঠাকুরের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মাথায় জটাজুট, পরনে বাঘছাল, ভস্মমাখা শিবঠাকুর কানে ধুতুরাফুলের দুল ঝুলিয়ে মস্তবড় কল্কেতে পেল্লায় টান বসাচ্ছে। টানের পরে নেপথ্যে সমবেত গম্ভীর নাদ উঠছে : বো—ও—ওম্ ! খানিক পরে রাশিকৃত ধোঁয়া যখন শিবের ফুল্‌কো গালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে, নেপথ্যে সমবেত ধ্বনি উঠেছে : ফু—উ—উ—স্ ! শিব নেশায় চুরচুর, দু চোখ বন্ধ। কিছু পরে শিবঠাকুরের দুই পাশের দুই ঘুলঘুলিতে নন্দী ও ভৃঙ্গী উদয় হল। ভৃঙ্গীর কাঁধে পোঁটলা-পুঁটলি। দু'জনেরই সাজ বাহারী। ভৃঙ্গী হাবাগোবা, তার মাথাটি কামানো। নন্দী চালাকচতুর, চুল জুলপি পোশাক সব হালফিলের, হিপির মতো। নন্দী ও ভৃঙ্গী গান ধরল—]

নন্দী ও ভৃঙ্গী ॥ জয় জয় শিব শম্ভু কৈলাসের পতি
জয় জয় ভগবান অগতির গতি।
জয় জয় ত্রিলোচন শ্মশানবিহারী
জাগো বাবা ভস্মমাখা জটাজুটধারী।

শিব ॥ (কল্কেতে টান দিল) বো—ও—ওম্ !

নন্দী ও ভৃঙ্গী ॥ [গলা তুলে]
জাগো বাবা পূর্ণশশী গঞ্জিকাবিলাসী
মধু-মধু হাসিখুশি সদাই উদাসী।
জাগো ভোলা সর্বভোলা বাবা ভোলানাথ
জাগো জাগো আশুতোষ করো নেত্রপাত।

[শিব প্রচুর ধোঁয়া টেনে গাল ফুলিয়ে ঝিম্ ধরে রয়েছে]

নন্দী ॥ হবে না...হবে না...চোখের পাতা এঁটুলির মতো সাঁটা...

ভৃঙ্গী ॥ বাবা...বাবাগো..

নন্দী ॥ (খিঁচিয়ে) ব্যাবাগো— ! ন্যাকা, তোর জন্যেই এমনটা হোল ! জানিস আজ আমরা মর্ত্যে যাব, কোন্ আক্কেলে ব্যাটা কল্কে ধরিয়ে দিলি ! না ফাটিয়ে নড়বে !

ভৃঙ্গী ॥ কত আশা করে রইচি...মর্ত্যে যাব...সত্তুমি, অষ্টুমি, নওমী, দশুমী...পুজোর কটা দিন ফুত্তিফাত্তা করব...

নন্দী ॥ (ভেংচি কেটে) নাচুগানু করব !

ভৃঙ্গী ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) নারকেল নাড়ু...চন্দরপুলি...পেসাদ খাব...

নন্দী ॥ মাল টানব...সাট্টা খেলব...

ভৃঙ্গী ॥ কলকাতার এমুড়ো ওমুড়ো দেখেশুনে বেড়াব...

নন্দী ॥ পাতালরেল...দ্বিতীয় হাওড়ার পুল...থ্যাটারে ক্যাবারে !

ভৃঙ্গী ॥ বাবা...বাবারে...

নন্দী ॥ পইপই করে বললাম, ওরে ব্যোম্‌ভোলারে বিশ্বেস নেই। এখন নে, মর্ত্যে নেমে ফুর্তি তো ঢের হয়েছে, কৈলাসে বসে ঐ কামানো গালে কাতুকুতু খা ! ন্যাকা ষষ্ঠী।

[বলেই নন্দী একটা লম্বা কাঠি বাড়িয়ে শিবের ফুল্‌কো গালে খোঁচা দিয়ে বসল।]

শিব ॥ (খোঁচা খেতে ফুলকো গাল টুসকে একটা শব্দ হয়)—পঁ-অ-ক্ !

[নেপথ্যে ব্যোম্ ব্যোম্ নাদ ওঠে। ঢাকের বাজনা জোর হয়। নানা রঙের আলো শিবের মুখে কাঁপতে থাকে। শিবের সর্বাঙ্গ থরথর করছে। ভয়ানক কিছু ঘটবে মনে হয়।]

ভৃঙ্গী ॥ (সভয়ে কান্না ভুলে) কি করলি ! বাবা...ব্যোমশংকর...বাবা বিশ্বেশ্বর...

[ভৃঙ্গী করজোড়ে বিড়বিড় করতে থাকে। শিব কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ স্থির হয়। আকর্ণবিস্তৃত মনোহর হাসিটা দেখা দেয়। শিব জুলজুল চোখে তাকায়।]

শিব ॥ (দুলতে দুলতে) কে রে ? আমি কে রে ?

ভৃঙ্গী ॥ বাবা বিশ্বেশ্বর...ব্যোম্‌শংকর...মহাদেব...বাবা শিবঠাকু—উ—র !

শিব ॥ (মাথা দোলাতে দোলাতে) আমি কোথায় রে ?

ভৃঙ্গী ॥ কৈলেসে বাবা...

শিব ॥ (দুলতে দুলতে) কৈলেস দুলছে কেন রে ?

ভৃঙ্গী ॥ গ্যাঁজার টানে বাবা...

শিব ॥ (দুলতে দুলতে) ঢ্যাম্-গুড়-গুড় ঢ্যাম্-গুড়-গুড়...কোথায় বাদ্যি বাজেরে...

নন্দী ॥ মর্ত্যে...মর্ত্যে ঢাকে কাঠি পড়েছে !

শিব ॥ কাঁইনানা...কাঁইনানা...এতদূরে শোনা যায় ! কিবা জাঁকের বাদ্যিরে...

নন্দী ॥ মাইক চড়ে বাদ্যি আসছে। আজ ষষ্ঠী...রাত পোহালে সত্তুমী...

ভৃঙ্গী ॥ ব্যা-ব্যা ডাক ভেসে আসছে...
প্যাঁটা বলি শুরু হবে...

নন্দী ॥ আমরা কি এ বচ্ছর কিছু দেখতে পাব না বাবা!

শিব ॥ সাজুগুজু শেষ করেছ! একেবারে থুঁতুনি অবধি জুল্‌পি গেঁথেছ বাবা! (নন্দীর জুল্‌পি খামচে ধরে) খোঁচা মারলি কেন?

নন্দী ॥ আমি না...ঐ ভৃঙ্গী বাবা, তোমার ভৃঙ্গী।

শিব ॥ মার ব্যাটাকে।

[ভৃঙ্গীর মাথায়া কিল মারে]

ভৃঙ্গী ॥ বাবাগো—

[কেঁদে ওঠে।]

শিব ॥ ওরে ব্যাটা ভৃঙ্গী, আমার জীবদ্দশায় গুরুদশার কামান দিয়েছিস! (ভৃঙ্গীর মাথায় দুম্ করে এক কিল মেরে) কাঁচা নেশাটা খুঁচিয়ে একেবারে মেজাজ খচিয়ে দিলি! (কল্‌কে টানতে যায়) ব্যোম্...

নন্দী ॥ (শিবের হাত টেনে) আর টেনো না বাবা...

শিব ॥ (রক্তবর্ণ চোখে) ছিলিমটা শেষ করতে দে!

নন্দী ॥ ও ছিলিম সম্পূর্ণ করতে ওদিকে যে বিসর্জনের ঢাকে কাঠি পড়বে গো!

ভৃঙ্গী ॥ তখন মালের বোতল খালি...

নন্দী ॥ খালি বোতল ছাড়া প্যান্ডেলে আর পড়ে থাকবে পুরুতের ভাঙা খড়ম। তখন আর গিয়ে কী হবে?

শিব ॥ (হেসে) ওরে সাজগোজ ছেড়ে ফেল! এবারে তো যাওয়া হবে না রে...

নন্দী ও ভৃঙ্গী ॥ হবে না?

শিব ॥ না...তোমাদের মায়ের শরীর খারাপ! হ্যাঁ রে, কাল সারাটা রাত্তির নাকে কাঠি দিয়ে সে হেঁচেছে। কাঠি দেয় আর হাঁচে...শয্যে ছেড়ে ওঠবার জো নেই। (জোরে দুর্গার উদ্দেশে) কেমন আছো গো! (নন্দী ভৃঙ্গীকে) সেই যদি না যায়, আমরা আর কী করতে যাব বল্...(দুর্গার উদ্দেশে) ও গিন্নি...

নন্দী ॥ গিন্নি এতক্ষণ মর্ত্যে নেমে সিন্নি খাচ্ছে!

শিব ॥ না না, হাঁচছে। হ্যাঁচ্চো রোগে শুয়ে পড়েছে। মর্ত্যে এবার যেতে পারবে না সে।

নন্দী ॥ ঐ বুঝে থাকো! সে এখনও কৈলেসে বসে রয়েচে ভেবেছ?

শিব ॥ গিন্নি চলে গেছে!

ভৃঙ্গী ॥ কখন! কার্তিকদা গণেশদা আর সরোদি লছমিদিকে বগলদাবা করে নিয়ে কোন্ সকালে মা সাঁক্ করে নিচে নেমে গেল! এতক্ষণে বাতাবিলেবু ছাড়াচ্ছে বলে...

শিব ॥ ছাড়াচ্ছে...আমাকে না নিয়ে...বাতাবিলেবু ছাড়াচ্ছে...

নন্দী ॥ ছাড়াবে না? ওদিকে নিচের মানুষজন তাকে ডাকাডাকি শুরু করেছে, তাদের দুঃখু ছাড়াতে যাবে না মা দুগ্‌গতিনাশিনী...!

শিব ॥ ও গিন্নি, তুমি আছো না গেছো? (কোনো সাড়া নেই) কখন চলে গেল! যাবার আগে আমায় ডাকতে পারিস্‌নি?

নন্দী ॥ আমরা তো ডাকতেই গেছিনু, মা-ই তো মানা করল...

শিব ॥ মানা করল!

নন্দী ॥ তাই তো! তোমার ঝিমুনি দেখেই তো মা বলল, নন্দী ঘা দিসনি, বুড়ো ঝিমুচ্ছে...এই ফাঁকে কেটে পড়ি!

শিব ॥ কেটে পড়ি...

নন্দী ॥ তবে? থাকো আর একটু ব্যোমভোলা হয়ে! পষ্ট বলে গেল, তুমি একটা চিরকেলে ল্যাংবোট!

[সহসা সুসজ্জিতা দুর্গার আবির্ভাব হয়]

শিব ॥ (ডুকরে ওঠে) গিন্নি! তুমি আছো! এই পেছন-পাকা দুটো বলে কিনা আমায় ফেলে তুমি চলে গেছ!

দুর্গা ॥ মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হল। পেন্নাম করতে ভুলে গেছি। দেখি একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।

শিব ॥ (পা বাড়িয়ে আবার গুটিয়ে নেয়) ধুলো কেন, আমায় নিয়ে যাবে না!

দুর্গা ॥ আবার! নেড়া কবার বেলতলায় যায়? (নন্দী-ভৃঙ্গীকে) তোরাই বল্...

নন্দী ॥ ফি-বছর মর্ত্যে নেমে তুমি একটা না একটা ঝামেলি পাকাও না?

শিব ॥ কী পাকাই?

[ভৃঙ্গীর মাথায় চাঁটি মারে]

ভৃঙ্গী ॥ ইঃ! বলছে ও, মারছে আমায়!

শিব ॥ মেরে গুঁড়ো করে ফেলব...আমি ঝামেলি পাকাই?

দুর্গা ॥ পাকাওনি? গেলবারে আহিরিটোলা প্যান্ডেলে...

নন্দী ॥ সন্দেশের অভিনব পিতিমেখানা তুমি কামড়ে খাওনি?

ভৃঙ্গী ॥ গবগব করে...!

শিব ॥ সন্দেশ খাব না?

নন্দী ॥ সন্দেশ খাবে খাও, তা বলে মা'র পিতিমে খাবে!

শিব ॥ খাব, সন্দেশ দেখলেই খাব!

দুর্গা ॥ কথা শোন্! উনি আমার পিতিমে খাবেন, ওঁকে নিয়ে যেতে হবে...প্যান্ডেলে উঠতি বয়সের মেয়েদের কুনুই-এ খোঁচাবেন ত্রিশূল...তবু ওঁকে নিয়ে যেতে হবে...

শিব ॥ বগল-কাটা জামা দেখলেই খোঁচাব...

দুর্গা ॥ তুমি তো খুঁচিয়ে খালাস! হ্যাপা যত পোহাতে আছি আমি! মর্ত্যবাসীরা যেই না তোমায় পাকড়াতে গেল, ক্ষেপে ব্যোম হয়ে দিলে তেরপলে আগুন ধরিয়ে। চতুর্দিক দাউ দাউ করে জ্বলছে...

নন্দী ॥ মা তোমায় ঠেকাবে, না নিজে পালাবে...সাধে কি আর ফুটিয়ে যাচ্ছে!

শিব ॥ অ্যাই নন্দী!

[শিব নন্দীর চুল ধরতে যায়]

নন্দী ॥ (একটু সরে গিয়ে) চুলে হাত দিয়ো না।

দুর্গা ॥ ফি-বচ্ছর একটা না একটা কীর্তি করে বসছ! তোমায় সামলাতে সামলাতেই চারটে দিন পার হয়ে যায়। ভবের দুর্গতি এক ফোঁটা নাশ করা হয় না।

[শিবকে প্রণাম করে]

প্রাণনাথ, মর্ত্যের আজ যে বড় দুর্দিন গো! প্রভূত প্রতিপত্তিশালী জোতদারের অত্যাচারে বাছারা সব ওদিকে কেঁদে ভাসাচ্ছে। আশীর্বাদ কর গো, যেন এই অসুরের হাত থেকে বাছাদের আমি বাঁচাতে পারি। গরিবের চোখের জল মুছে দিয়ে আসতে পারি।

[দুর্গা প্রস্থানোদ্যত]

শিব ॥ গিন্নি!

দুর্গা ॥ ভাল হয়ে থেকো।

শিব ॥ গিন্নি...ও গিন্নি...আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না গো!

দুর্গা ॥ মরণ। বুড়ো বয়সে ছেলেপুলের সামনে আদিখ্যেতা করো না...(ঘুরে) অ্যাই নন্দী, বড় দেখে কল্কে সেজে দে, শেষ করতে করতে এসে পড়ব।

[দুর্গা চলে যায়]

নন্দী ॥ হলো তো? ওই গাঁজাই টানো! ফুটিয়ে গেল!

শিব ॥ দেখবি তোরা। বলে রীতিমত পদধূলি নিয়ে গেল!

নন্দী ॥ দূর! মা তোমাকে পাত্তাই দেয় না!

শিব ॥ আমার কিন্তু মাথার ঠিক নেই! নন্দী, ভাল হবে না কিন্তু...

ভৃঙ্গী ॥ মা ভক্কি দিয়ে হাওয়া!

শিব ॥ নন্দী ভৃঙ্গী-ই-ই!

[শিব ঘুরে ত্রিশূল তুলে নিতে নন্দী ও ভৃঙ্গ টুপটাপ অন্তর্হিত। ত্রিশূলহাতে অল্পকাল চুপ থেকে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে...]

সবাই মিলে পেছনে লেগেছে। আছি একটু ভোলেভালা—তাই আমাকে হেলাফেলা!...আমি তোমার দুগ্‌গুতিনাশে বাধা দিই, না? মনোমোহিনী প্রেয়সী...আমায় দুঃখু দিয়ে, ভবের দুঃখু নাশ করতে ছুটেছে!

[শিব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নন্দী ও ভৃঙ্গী আস্তে আস্তে মাথা বার করছে]

সবাই ফুটিয়ে যাবে! ডিম পেয়েছে।

ভৃঙ্গী ॥ (নন্দীকে) কাঁদছে রে! (শিবকে) বাবা.. বাবা গো...

[শিব অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠে। চুষিকাঠির মত বুড়ো আঙুলটা গালে ঢুকিয়ে চোষে। নন্দী আঙুলটা বার বার টেনে বার করে দেয়, স্যাাৎ স্যাাৎ স্প্রীং-এর মত সেটা ভেতরে ঢুকে যায়]

নন্দী ॥ ওঃ, ক্ষয়ে গেল যে!

শিব ॥ পায়ের ধুলো নেবে, তবু আমায় নেবে না! (এক চোখে আঙুলটা দেখে নিয়ে) একেব্বারে সুতো করে ফেলব!

নন্দী ॥ (আঙুলটা টানতে টানতে) রাগ কোরো না গো! মা'র কি দাঁড়াবার জো

আছে ! মর্ত্যে এক অত্যাচারী জোতদার...হ্যাঁগো...বিষম কাণ্ড করছে, তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেখানে লোকজন কেঁদে ভাসাচ্ছে ! তাই না শুনে মা ধনুষ্টংকারের মতো খাড়া !

ভৃঙ্গী ॥ দুগ্‌গুতিতারিণী তো...

শিব ॥ কার জ্বালায় বললি ?

নন্দী ॥ (ভেবে নিয়ে) জোতদার !

শিব ॥ জোতদার কী রে ?

ভৃঙ্গী ॥ জোতদার হোল গিয়ে জোতদার...মানে সে হোল গিয়ে...অ্যাই নন্দী, জোতদার কী রে ?

নন্দী ॥ এক রকমের দার—

শিব ॥ চৌকিদার, দফাদার, দানাদার, হরিদ্বার...এত দার শুনেছি, জোতদার কী দার রে ?

নন্দী ॥ দূর ঘোড়ার ডিম। তা আমরা কি করে জানব, আমরা কি প্যাঁড়দার ?

শিব ॥ (পুলকে শিহরিত হয়ে) জোতদার ! অহো জোতদার ! অহো জোতদার ! ফতুয়া নিয়ে আয় !

নন্দী ও ভৃঙ্গী ॥ ফতুয়া।

শিব ॥ আমি জোতদারের কাছে যাব !

নন্দী ও ভৃঙ্গী ॥ ও, যাবে !

শিব ॥ আমি মর্ত্যে যাব। চ, কৈলাসের মাথায় চড়ে ঝাঁপ মারি ! অহো জোতদার ! [তিন মূর্তি খোপের ভেতর থরথর করে কাঁপছে। যেন দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ুচ্ছে। আলো বিচিত্রভাবে তাদের মুখে কাঁপছে। নেপথ্যে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজনা জোর হোল]

শিব ॥ ও গিন্নি। আমি আসছি কিন্তু...অহো জোতদার !...অহো জোতদার... ! [ঝপ করে আলো নেভে এবং খোপগুলির মুখে ছোট ছোট পর্দা ঢাকা পড়ে। আলো ফুটল। নেপথ্যে গান শোনা যাচ্ছে। দেশে বন্যা এলে যে সুরে গাওয়া হয়]

গান ঃ

এসে বসেছে
দশমায়া এসে বসেছে...
হরষে ভুবন আলো হয়েছে !
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিনযামিনী সমান করেছে...

[গান ও বাজনা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। উল্টোদিক থেকে গ্রামবাসীরা শঙ্কিত মুখে ঢুকল। গোয়ালা গোবর্ধন, জেলে বংশীবদন এবং তাঁতী]

গোবর্ধন ॥ অই...অই বেরুয়ে পড়েছে ! শ্যালা চ্যাঁদা আদায়ের পার্টি !

বংশী ॥ (তোত্‌লা) পু-পু-জোর চ্যাঁদা, না বন্যের সাহায্যি...কে এড়া কবে !

তাঁতী ॥ বারোমাসে তেরো পাব্বুন লেগেই রয়েছে...লেগেই রয়েছে ! পুজো করবি

তো মোদের ঘাড়ে কুড়ুল না মেরে নিজেগো কর্‌ !

গোবর্ধন ॥ পুজো না ছেরাদ্দ ! চ্যাঁদার ট্যাকায় মাল খেয়ে খ্যামটা লাচবে ! বাবুর লায়েবটারে দ্যাখ্‌, ভাবে রসে গদোগদো...

তাঁতী ॥ হবে না ? শালা দশহাতে ঝাড়বে ! বস্তা বস্তা ধান চাল, গাঁট গাঁট কাপড়, লাখ টাকার বাজিট্‌ !

গোবর্ধন ॥ সব্বোস্ব যোগাও। আর এই মহামায়ার আরাধনায় না লাগে কি...খাঁটি মধু থেকে খাঁটি বেশ্যাবাড়ির মাটি !

[সকলে হেসে উঠল]

তাঁতী ॥ বোঝো ! ভেজাল চলবে না, খাঁটি লাগবে ! (সবাই হাসে) এসে পড়ল গো... [তাঁতী পালাবার জন্য ছুটতে ঢুলী ঢুকে পড়ে ঢোলে একটা ঘা মারল। তাঁতী দাঁড়াল। ধীরে ধীরে চাঁদা আদায়ের পার্টি ঢুকল। একজনের মাথায় একটা কলা-বৌ, লালপেড়ে শাড়ি পরানো। হারমোনিয়ম বাদক গান গাইছে। বরণডালা তেল সিঁদুর নিয়ে বাসিনী নাপতেনি রঙ্গ করছে। মস্ত হিসেবের খাতা হাতে নায়েব ভাবরসে বিভোর হয়ে আছে। দলটি তাঁতী, বংশী ও গোবর্ধনকে মাঝে রেখে গোল হয়ে ঘোরে। হেঁড়ে গলায় গায়]

হারমোনিয়ম বাদক ॥ (গান)

এসে বসেছে...
দশমায়া এসে বসেছে...
হরষে ভুবন আলো হয়েছে...
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন যামিনী সমান করেছে।
না কাঁদিস ও গ্রামবাসী...
ওরে ও অবোধরাশি...
মুখে আন খুশির হাসি
গলায় পর চাঁদার ফাঁসি
দেখবি সকল ভাল হয়েছে !

নায়েব ॥ এসে গেছে, মা এসে গেছে...মা...

হারমোনিয়ম ॥ সিংহবাহিনী...মহিষমর্দিনী...বিদমহে...

নায়েব ॥ ওরে আয়—আয়—তোরা আয় ! ওপর থেকে নেমে এসেছে গজগামিনী মা ! ফি বছরের মতো...বাবু হাঁদু সিংগির গৃহে তাঁর অর্চনার ব্যবস্থা হচ্ছে !

ঢুলী ॥ (ঢোল হাঁকিয়ে) কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, তাঁতীপাড়া...

বাসিনী ॥ (জোরে) মহাষষ্ঠীর লগ্ন বয়ে যায় গো...

নায়েব ॥ দিয়ে যা...দিয়ে যা নৈবেদ্য...বিনি নৈবেদ্যে পুজো হবে না সিদ্ধ...

ঢুলী ॥ (গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে)

আয় আয় খদ্দের নড়েচড়ে,
কলার কাঁদি ঘাড়ে করে...

বাসিনী ॥ (জোরে) কলা-বৌ পিতিঠে হবে গো...

ঢুলী ॥ (তাঁতীকে) কোথায় গেল সব, অ্যাঁ? পিটিয়ে পিটিয়ে ঢোল ফাঁসিয়ে ফেললাম, তবু চাঁদা উঠছে না! চামড়ার পয়সা দিতে হবে কিন্তু!

বংশী ॥ ইবারে যেন খুব জাঁকের পুজো হচ্ছে, অ নাপতেনি...

বাসিনী ॥ জিলার মধ্যে সব্বোশ্রেষ্ঠ! জ্যান্ত পিতিমে! চক্ষু সব ছ্যানাবড়া হয়ে যাবে!

হারমোনিয়ম ॥ প্যাণ্ডেল হয়েছে...আলোয় আলোয় ছয়লাপ্পি! বুঝলে, বিচিত্তির খেলা! প্যাটন ট্যাং চলছে, কিরকেট খেলা চলছে...কপিল দেব ছক্কা মারছে...

বাসিনী ॥ (কোমর নাচিয়ে) তার মধ্যে মা এই হাসছে, এই কাঁদছে! সবই তো হোল নায়েবদা, মালকড়ি কই? বোধন কী দিয়ে হবে গো?

নায়েব ॥ (গোবর্ধনকে) দুধের কি ব্যবস্থা করবি গোবর্ধন?

গোবর্ধন ॥ এজ্ঞে বেবস্থা তো একটা করতিই হবে! বাবুর বাড়ি পুজো! তবে দিনকাল বড্ড কঠিন পড়েচে গো নায়েবমশাই। গোরু মোষে তেমন দুধ দিচ্ছে না।

নায়েব ॥ কাপড়ের কি ব্যবস্থা করবি তাঁতী?

তাঁতী ॥ আজ্ঞে তাঁত তো বন্দ! সুতোর বাণ্ডিল অমিল!

বাসিনী ॥ মিল হোক, অমিল হোক, বস্তর না হলে তো পুজো উঠবে না গো! (নায়েবকে বসিয়ে) পাছা-পেড়ে শাড়ি লাগবে ধরো তিরিশখানা!

নায়েব ॥ বংশীবদন, কি বলিস— ?

বংশী ॥ চালের কেজি পাঁচট্যাকা, গ-ও-ম হোল গে—

নায়েব ॥ দরদস্তুর চলে না—দরদস্তুর চলে না! মা'র পুজো! ফিবছর যেমন যা দিচ্ছিস দিতে হবে!

গোবর্ধন ॥ তো মোর ভাগে কত কি ধরেচেন—

নায়েব ॥ (খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে) গোবর্ধন—গ—গ—গ—গোবর্ধন ঘোষ...ঘ—ঘ—ঘ—না, বেশি না! (খাতা দেখে) যৎকিঞ্চিৎ!

গোবর্ধন ॥ বাঁচায়েছেন নায়েবমশাই। কিঞ্চিৎ না হলি ইবার আর পারার উপায় ছিল না। মরেছেড়ে এট্টা মাত্তর গাই—বুড়ো হয়ে গেছে, যা খায় তার সব্বোস্ব নাদে—

নায়েব ॥ গোবর্ধন ঘোষ—দুধ ষাট কেজি!

গোবর্ধন ॥ (আঁতকে) ক-কেজি?

নায়েব ॥ কাঁচা দুধ দিবি ষাট কেজি, আর...

বাসিনী ॥ (চোখ ঠেরে) ছানা—

নায়েব ॥ ছানা চল্লিশ কেজি!

গোবর্ধন ॥ করচেন কি, এট্টা মাত্তর গাই, এতো দুধ ছ্যানা আমি কুথায় পাবো—

নায়েব ॥ পাবি চার ঠ্যাঙের ফাঁকে! ব্যাটা গোয়ালার পো, গরুর দুধ কোথায় পাওয়া যায় তা আমায় বলে দিতে হবে!

বাসিনী ॥ শুধু দুধ আর ছানা! এতে কী হবে? অ নায়েবদা, দই ধরোনি?

নায়েব ॥ বিশ হাঁড়ি।

গোবর্ধন ॥ (হাউ-মাউ করে ওঠে) নায়েবমশাই !

নায়েব ॥ বাবুর ঘরে বিস্তর অতিথ কুটুম ! এস.ডি.ও, দারোগা, বি. ডি.ও. সব পাত পেতে বসে রয়েছে ! এর কমে হবে না !

বাসিনী ॥ মহামায়ার মহাযজ্ঞি গো !

নায়েব ॥ যা যা নিয়ে আয়, মাল যোগাড় হবে তবে না বোধন...ঢোলে ঘা মার্ শালা...

ঢুলী ॥ (ঢোলে বাড়ি দিয়ে) হৈ কাপালিপাড়া...নিকিরিপাড়া—

তাঁতী ॥ (ঢুলীর সাথে গলা মিলিয়ে) হৈ নিকিরিপাড়া...

[তাঁতী বেরিয়ে যেতে চায়...]

ঢুলী ॥ (তাঁতীকে ধরে) হেই, তুমি কোথায় যাও ? দাঁড়াও !

গোবর্ধন ॥ দুধ দই ছ্যানা মাখন, চার-চারটে মাল, মাত্তর একখানা বুড়ো গাই...

বাসিনী ॥ বাঁট কটা ?

গোবর্ধন ॥ অ্যাঁ ?

নায়েব ॥ গরু এট্টা, বাঁট কটা ?

গোবর্ধন ॥ এঁজ্ঞে চারটে !

নায়েব ॥ এ বাঁটে মাখন পাবি, ও বাঁটে ছানা !

বাসিনী ॥ বাঁট না গুনে মাল ধরা হয়নি গো !

নায়েব ॥ যা যা, মহামায়ার নাম নিয়ে ধরে ঝুলে পড় গে, তরতর করে মন্দাকিনী ধারা ছুটবে ! হ্যা হ্যা হ্যা...

বাসিনী ॥ (নায়েবকে চোখ ঠেরে) আ মরণ !

[গোবর্ধন কান্নাকাটি করছে। বাসিনী ডালা থেকে গোলা সিঁদুর নিয়ে গোবর্ধনের কপালে দাগ টেনে দিল। অর্থাৎ তোমার হয়ে গেল]

গোবর্ধন ॥ রক্ষে করুন, এত মাল যোগাতি পারব না !

বাসিনী ॥ না পারবা তারও ওষুধ আছে ! মালের পরিমাণ ট্যাকা ধরে দিতে হবে ! যাও, নিয়ে এসো।

[গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল, হারমোনিয়ম গান গেয়ে উঠল]

বাসিনী ॥ ও নায়েবদা, ছিদেম চাষা কি পালায়াছে নাকি গো—

নায়েব ॥ কে ! কে !

বাসিনী ॥ ছিদেম ! ধান চাল দেবে না ? তার স্তো ফসল ভালো !

নায়েব ॥ তাই তো !

তাঁতী ॥ কাল হাটে দাঁড়ায়ে আপনারে খিস্তি দিচ্ছিল ছিদেম !

নায়েব ॥ খিস্তি ! আমাকে ?

তাঁতী ॥ আজ্ঞে। সেবারে কাঁঠাল গাছে চেপে আপনার মাথায় এঁচোড় তাক করেছিল না ?

নায়েব ॥ (মাথায় হাত বুলিয়ে) হ্যাঁ !

বাসিনী ॥ ওর নাম ছিদেম।

তাঁতী ॥ গলায় গামছা দিয়ে হেথায় টেনে আনছি! দাঁড়ান তো আপনি!
ঢুলী ॥ তুমি দাঁড়াও তো তাঁতীর পো! খালি কাট মারার তাল!
নায়েব ॥ বংশীবদন—

[বংশী হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে]

নায়েব ॥ বংশীবদন জেলে—মাছ দিতে হবে, পুজোর ক-দিন মাছ লাগবে...পাঁঠা লাগবে!

[বংশী কাঁদে]

বাসিনী ॥ নয়নের পানি ঝরিয়ে কিছু হবে না! দশ রাত্তির যাত্রা হবে, এক এক দল চার-চার বেলা খাবে! মোটা মাছ চাই...
বংশী ॥ (কেঁদে ওঠে) মরে গেচে গো...
ঢুলী ॥ কেডা!
বংশী ॥ বক!
সকলে ॥ বক?
বংশী ॥ মাছের অসাক্ষিতে ঘোড়াডাঙার সোনাবক ঠ্যা-ঠ্যা—ঠ্যাঙে জোর হারায়ে সব ম-ম—মরে যাচ্ছে গো—

[তাঁতীও কেঁদে ওঠে]

নায়েব ॥ তোর আবার কি হোল?
তাঁতী ॥ বগা মরে যাচ্ছে!
[পুরুত ঢোকে। গায়ে ছেঁড়া নামাবলী, দু কাঁধে দশটা ব্যাগ ঝোলানো, হাতে পুঁথি। পুরুতকে দেখে ওরা আবার একঝাঁক কেঁদে ওঠে]
নায়েব ॥ থাম্ থাম্! যেন বাপ মরেছে! দাগ মার বাসিনী...
বাসিনী ॥ (গোলা সিঁদুর ফাটাতে ফাটাতে) মাছের শোকে বগায় মরে, মানষে মরে বগার শোকে! মরি! মরি!
[বংশী ও তাঁতীর কপালে সিঁদুরের দাগ টেনে দিল। বংশী ও তাঁতী ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে]
বংশী ও তাঁতী ॥ বগারে—

[বংশী ও তাঁতী গলা জড়িয়ে বলির পাঁঠার মতো বেরিয়ে গেল]

পুরুত ॥ মালকড়ি কি রকম উঠছে, ও নাপতেনি?
বাসিনী ॥ ঘটের ওপর ঠোঁটেকলা। মড়িকান্না শোনায়ে সব ভেগে গেল, দেখলে না? এভাবে এক জায়গায় দাঁড়ালে এবার আর কেউ এগোয়ে আসবে না নায়েবদা! চলো—ঘরে ঘরে ঢুকতে হবে!
নায়েব ॥ (চিৎকার করে) এই হারমোনি! ব্যাটা জোরে বোতাম টেপ!
ঢুলী ॥ হৈ কলুপাড়া...কাপালিপাড়া...
[কলা-বৌকে নিয়ে গান গেয়ে ঢোল বাজাত বাজাতে পুরো দলটি চাষীদের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল, বাসিনী ও পুরুত বাদে]
পুরুত ॥ (পুঁথিতে চোখ বুলোতে বুলোতে বাচ্চা ছেলের পড়া মুখস্থ করার মতো

এক কথা বার বার করে ঘ্যানঘ্যান করছে) যা দেবী সর্বভূতেষু...ভূতেষু...শক্তি রূপেন...শক্তি রূপেন...সংস্থিতা—নমস্তস্যৈ, নমো নমো নমো নমো—

বাসিনী ॥ এখনো মুখস্ত হয়নি ?

পুরুত ॥ (পুঁথি বন্ধ করে) সচন্দন...পুষ্পবিল্বপত্রে... কুচকুচভারে...কুচকুচভারে...

বাসিনী ॥ এট্টা অনুস্বারও যদি এবার বাদ যায়, বাবু এবারে তোমার পিঠে খড়ম কুচোকুচো করবে ঠাকুর...

পুরুত ॥ ফাটিয়ে দেব ! সালাঙ্কারা পীনপয়োধরা...মধুপর্ক !

বাসিনী ॥ মরণ ! দশগণ্ডা ব্যাগ ঝুলিয়েছ কেন ?

পুরুত ॥ একাদশীর দিন ব্রাহ্মণী আসবে ! চালকলা বেঁধে নিয়ে যাবে...(নস্যি নিয়ে) কি রকম দেবে রে, অ নাপতেনি, আমরা সব কি রকম কি পাব—

বাসিনী ॥ টেম্পু আনলে না কেন, টেম্পু ? হাঁদু সিংগি ভরে দেবে, খেয়ো !

[বাসিনী ডালা হাতে কোমর ঘুরিয়ে বেরিয়ে যায়]

পুরুত ॥ খচ্চর ! পাজীর পা ঝাড়া ! যা দেবী সর্বভূতেষু...রাশ রাশ মাল তুলবে, সোমবচ্ছর ধরে খাবে...হারামজাদা...সচন্দন এতে গন্ধপুষ্পে...আমার বেলা লবডঙ্কা...এতে গন্ধপুষ্পে...মর্ শালা !

[পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে গুটি গুটি নন্দী ও ভৃঙ্গী ঢোকে]

খেটে খেটে মরছি...পুষ্পবিল্বপত্রে...ব্যাটা হাঁদু সিংগি...কুচকুচভারে...মর্ শালা !

[নন্দী পেছন থেকে পুরুতের টিকিতে ছোট্ট একটা টান মারে।]

পুরুত ॥ কে রে ?

নন্দী ॥ (ভৃঙ্গীকে দেখিয়ে) ও !

পুরুত ॥ (টিকিতে হাত দিয়ে) ছিঁড়ে গেলে মূল্য ধরে দিতে হবে !

নন্দী ॥ ওর কাজে কিছু মনে কোর না ঠাকুরমশাই, ভব্যতা বলে কিছু জানে না !...বড্ড বিপাকে পড়েছি গো ঠাকুরমশাই পথ-ঘাট জানা নেই, কোথায় যে এসে পড়লাম ! এধারে একজন মেয়েছেলেকে দেখেছ ঠাকুরমশাই ?

পুরুত ॥ একটা বলো ? মেয়ে, না ছেলে ?

ভৃঙ্গী ॥ আমাদের মাগো...

নন্দী ॥ পায়ে এতখানি আলতা...

ভৃঙ্গী ॥ নাকে এতবড় নথ...

নন্দী ॥ চোখদুটো এতখানি, যেন ধনুকের বেড়...

ভৃঙ্গী ॥ চারু চারু হাসি মুখে...কোমরে গোঁটবিছে...

নন্দী ॥ চলতে ফিরতে ঝুনুঝুনু বাজে...দেখেছ ?

পুরুত ॥ আমার চোদ্দপুরুষে দেখেনি !

ভৃঙ্গী ॥ মা তালে এখানেও আসেনি ! অ্যাই নন্দী, কোথায় গেল !

[নন্দী অলক্ষ্যে পুরুতের টিকিতে টান দেয়]

পুরুত ॥ আবার !

নন্দী ॥ ক্ষমা করে দাও, মাকে না পেয়ে ওর চিত্ত আকুল হয়েছে। (বাইরে দেখিয়ে) ওই দেখ...বাবাও আমাদের নেতিয়ে পড়েছে! বেলতলায় চিৎ হয়ে বড় বড় নিঃশ্বেস ফেলছে!

পুরুত ॥ (বাইরে তাকিয়ে) বগল! বগল! আ্যাই মাশাই, ওখেনে বোধন হবে। সরে যান! হামদোটা কে রে! (নন্দী পেছনে টান মারলো) কে রে?

নন্দী ॥ কাক! কাক! হুই যাঃ!

পুরুত ॥ তা তোমাদের মা কি বাবাকে ডাইভোর্স করে বেরিয়েছে!

নন্দী ॥ ধরেছ! সঙ্গে দুটি ছেলে...আমাদের দুটি ভাই...

ভৃঙ্গী ॥ আর দুটি কন্যে...আমাদের দুটি বোন...

পুরুত ॥ বয়েস কতো?

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, মা-র বয়েস...

পুরুত ॥ মা-র না, বোন দুটির...

নন্দী ॥ বয়স্কা। ভরা যুবতী।

পুরুত ॥ দেখতে শুনতে...

ভৃঙ্গী ॥ রূপে ভুবন আলো গো...

পুরুত ॥ ঘোড়াডাঙায় এয়েচে?

নন্দী ॥ আজ্ঞে ওইটেই তো সমিস্যে। তাদের যে ঠিক কোন্ ঠাঁয় আসার কথা। ঘোড়াডাঙায় এলেও আসতে পারে...আবার কুচবিহারে গেলেও যেতে পারে...

পুরুত ॥ দুটি পূর্ণবয়স্কা ভরা যুবতী! (নস্যি নিয়ে) ফটোক আছে—বোন দুটির ফটোক আছে...ফটোক...

নন্দী ॥ কিছু মনে কোরো না ঠাকুরমশাই। বোনেদের ওপরেই দেখি মনটা তোমার ঘুরপাক খাচ্ছে! আমরা মরচি খাল বিল ঠেঙিয়ে...

[হঠাৎ শিব...ধুতি ফতুয়া পরা শিব লাফিয়ে ঢুকে ত্রিশূল উঁচিয়ে ঠাকুরকে তাড়া করে]

শিব ॥ এতবড় স্পর্ধা!

পুরুত ॥ কে রে!

শিব ॥ আমার কন্যেদের নিয়ে তামাশা! মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব তোর!

পুরুত ॥ মুণ্ডুর মূল্য ধরে দিতে হবে কিন্তু—

শিব ॥ অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি। বাঁদর! মন্তর হচ্ছে না আমার শ্রাদ্ধ হচ্ছে!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী দু'পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে পুরুতের টিকি ধরে টানে]

পুরুত ॥ কে রে! কে রে!

শিব ॥ দেহ অতটুকু, তার টিকি দেখেছিস! পাঁচ আঙুল শশার দশ হাত বীচি!

নন্দী ॥ অ্যানটেনা! ভৃঙ্গী দ্যাখ, টেলিভিশনের অ্যানটেনা!

পুরুত ॥ ছুঁয়ে দিলি! দাঁড়া বাবুকে বলছি! বাবু...বাবু...(বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে) মর শালা!

[পুরুত ছুটে বেরিয়ে যায়]

শিব ॥ কী কাল পড়েচে! আমি ছুঁয়েছি তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! বিটলে বামুন—আমাকে চেনে না!

ভৃঙ্গী ॥ কি করে চিনবে! দর্শন দাও, তবে না চিনবে!

শিব ॥ এই সব অকালকুষ্মাণ্ডকে আমি দর্শন দেব! কপাল পুড়েছে আমার! চল্ চল্! যতো খাজায় মিলে আমায় নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে! কলকাতায় তো যাচ্চিস, দেখবি মোড়ে মোড়ে ফুটপাত দখল করে আমার নামে পাথর বসিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্চে! সিনেমা পর্যন্ত করছে আমায় হিরো বানিয়ে!

নন্দী ॥ (শিস্ দিয়ে) বাবা, তুমি সিনেমার হিরো!

শিব ॥ দেখবি একটা ভুঁড়েলকে পাউডার মাখিয়ে 'আমি' সাজিয়ে নাচাচ্ছে। আর মুখে কি সব কথা বসিয়েছে...

বজ্র বৈড়ুরিয়াত্তাল কালাহল নাট্রি

মগতঙ্গ তালিলৈত কোড়ুঙ্গৈ পুট্রি!

ভৃঙ্গী ॥ (হেসে লুটোপুটি) নাট্রিপুট্রি। অ্যাই নন্দী, বাবা নাট্রিপুট্রি!

নন্দী ॥ এমন ছিরকুট্রি কথা লাগিয়ে কারা তোমায় নিয়ে সিনেমা করছে বাবা!

শিব ॥ (হাস্যরত ভৃঙ্গীর খুঁতনি ধরে) তামিললাড্ডু! পট্রু পায়গলুঁ পোট্রিরিক্কদু পাদতৈতারুম...খিদে পেয়ে গেল!

নন্দী ॥ তোমার খিদে!

শিব ॥ পট্রু পায়গলুঁ! পেট গুলোচ্ছে! ছোলা বুট বার কর..

ভৃঙ্গী ॥ তোমার খিদে পায়?

শিব ॥ মর্ত্যে এলে দেবতাদেরও খিদে পায় ব্যাটা...

নন্দী ॥ আয় আয়, পেটে দম দিয়ে নিই!

[নন্দী ভৃঙ্গী পুঁটুলি খোলে। তিনজনে বেশ জাঁকিয়ে বসে]

শিব ॥ স্বর্গেও আমরা খাই, কিন্তু সে খাওয়া তো খিদের খাওয়া না! বিলাসের, লীলাখেলার ভোজন! মর্ত্যে হল খিদের খাওয়া। (নন্দী ভৃঙ্গী খাওয়া শুরু করেছে) তোরা কখনো রাবড়ি খেয়েছিস?

নন্দী ॥ (মুখভরতি ছোলাগুড়) বাবরি মসজিদ?

শিব ॥ রাবড়ি রে ব্যাটা! কি করে তৈরি করে জানিস?

নন্দী-ভৃঙ্গী ॥ উঁহু!

শিব ॥ গনগনে উনুনের পরে কড়াই বসিয়ে, কড়াই-এর ওপর ময়রা হাওয়া করে।

ভৃঙ্গী ॥ মাথায় সমীরণ...পশ্চাতে হুতাশন...

নন্দী ॥ ময়রা তো বেশ খচ্চর!

শিব ॥ রাবড়ি-খচ্চর! তোরা...তোরা দুটোও তাই! দুজনে মিলে ভাগিয়ে খাচ্চিস, আমায় দিবিনে!

ভৃঙ্গী ॥ (জিব বার করে) মনে ছিল না।

শিব ॥ (ভৃঙ্গীর মাথায় চাঁটি মেরে) দে!

[নন্দী ভাগ করে দেয়]

খাব না, যা!

নন্দী ॥ কেন, ভাগ তো সমান-সমান!

শিব ॥ আমি তোদের বাবা! সমান খাব কেন, বেশিটা খাব! আমি কি তোদের সমান?

নন্দী ॥ মর্ত্যে সবার খিদে সমান। তোমারো যা, আমারো তাই। রাগ করো কেন! ধরো...

[নন্দী কলা ছাড়িয়ে শিবের মুখে ধরে। সহসা একটা রুগ্ন দুঃস্থ বোবা ছেলে একটা মাটির সানকি নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে শিবের সামনে আসে]

শিব ॥ (ছাড়ানো কলা খাওয়া হল না) ঐ দ্যাখ!

নন্দী ॥ অ্যাই, অ্যাই, ওদিকে যা! খাবার সময় দাঁড়াতে নেই! (কলা বাড়িয়ে) নাও গেলো!

শিব ॥ (খেতে যাবে, ছেলেটি আরো এগিয়ে আসে) ঐ দ্যাখ!

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, ওরও খিদে পেয়েছে!

নন্দী ॥ ন্যাকা ষষ্ঠী! তাড়িয়ে দিতে পারছ না! (শিবকে) হাঁ করো...

ভৃঙ্গী ॥ (ছেলেটাকে) ইনি হচ্ছেন বাবা, বাবার খাওয়া দেখলে পাপ হয়! যাও—

[ছেলেটি ভৃঙ্গীর হাত কাটিয়ে এগিয়ে আসে]

শিব ॥ (লাফিয়ে সরে যায়) ঐ দ্যাখ।

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, শুনছে না।

নন্দী ॥ তোমায় অতো পাপপুণ্যির জ্ঞান ঝাড়তে কে বল্লে। তাড়া—

[বোবা ছেলেটি গোঙাতে গোঙাতে ছুটে এসে শিবের মুখ থেকে কলা ছিনিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে]

নন্দী-ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই, অ্যাই...

ভৃঙ্গী ॥ ছিনিয়ে নিয়ে গেল! ওগো, বাবার কলা ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

[ছেলেটি অদূরে পিট পিট করে হাসতে হাসতে কলাটা খাচ্ছে। শিবকে কলা দেখাচ্ছে]

বাবাকে কলা দেখাচ্ছে!

শিব ॥ (রাগে গরগর করতে করতে) বজ্র বৈড়ুরিয়াস্তাল! নাট্টিপুট্টি! কোড়ুঙ্গুই পুট্টি...

[ছেলেটির দিকে ছুটতে ছেলেটি ছুটে পালায়]

নন্দী ॥ (শিবকে ধরে) থির হয়ে বোস দিকিনি! ঐ তিড়বিড় করতে গিয়ে পর পর বারোবার মাথায় গুঁতো খেলে...

শিব ॥ দশ হাত অন্তর খাম্বা পুঁতেছে, গুঁতো খাবে না!

ভৃঙ্গী ॥ খাম্বা না বাবা, ওগুলো বিজলী বাতির খুঁটি!

শিব ॥ উঁ, বিজলীর পাত্তা নেই, খুঁটি! নাট্টিপুট্টি! গুষ্টির তুষ্টি! রসাতলে পাঠাব খাম্বা!

[শিব ছুটতে যায়]

ভৃঙ্গী ॥ বাবা—

নন্দী ॥ হাজারবার বলেছি, এটা কৈলেস নয়কো! তোমায় নিয়ে পারা গেল না! সাধে তোমায় মা সঙ্গে আনে না! (কলা ছাড়িয়ে) নাও, পোরো—

[শিবের মুখের সামনে ধরে। উল্টোদিক থেকে ছিদেম গালাগাল দিতে দিতে ঢোকে]

ছিদেম ॥ শালার চাঁদা আদায়ের পার্টি! বলে, পাঁঠা দে— বলির পরে পাঁঠা সগ্‌গে যাবে! তো তাই যদি, গুয়োরব্যাটা লায়েব, তুই আগে হাঁড়িকাঠে গলা দে, সগ্‌গে যা—

[বলতে বলতে ছিদেম পেছন ফিরে ভৃঙ্গীর মাথায় জাঁকিয়ে বসে]

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, আমার মাথায়...

ছিদেম ॥ এ হে হে, এটা তোমার মাথা! আমি ভাবলাম বুঝি তালগাছের গুঁড়িটা! তা কত্তাদের আসা হচ্ছে কুথা থেকে?

নন্দী ॥ কৈলাস থেকে ভাই।

ছিদেম ॥ কৈলেসপুর? বারাসতের ওধারে...

ভৃঙ্গী ॥ পুর না ভাই, এ সে কৈলেস নয়...এ হোল গে...

ছিদেম ॥ কৈলেসনগর?

ভৃঙ্গী ॥ তুমি বুঝতে পারছ না ভাই!

ছিদেম ॥ কেনে? ইটিণ্ডের পর মুড়োগাছা...মুড়োগাছার পর কৈলেসনগর...না বোঝার কি আছে...

শিব ॥ দেখাচ্ছি কি আছে...

নন্দী ॥ খাও দিকিনি!

[নন্দী কলাটা বাড়িয়ে ধরে]

ছিদেম ॥ কত্তার নাম?

শিব ॥ বলে দে, আমি শিব!

ছিদেম ॥ শিববাবুর টাইটেল?

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, বাবার টাইটেল কী রে?

নন্দী ॥ ন্যাকা ষষ্ঠী!

ভৃঙ্গী ॥ (ছিদেমকে) ন্যাকা ষষ্ঠী!

ছিদেম ॥ টাইটেল ন্যাকা ষষ্ঠী! কায়েত না বামুন?

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, বাবা কায়েত?

নন্দী ॥ তুই কলা ধর, আমি কথা বলছি!

[ভৃঙ্গী এসে নন্দীর হাত থেকে কলা নিয়ে শিবের মুখে ধরে]

নন্দী ॥ (ছিদেমের কাছে এসে) বামুনও না, কায়েতও না—বাবা হলেন হরিজন—শ্রীহরিজনও বলতে পারো—

শিব ॥ (থু-থু করে কলা ফেলে) শিব! শিব! এই দ্যাখ আমার বাঘছাল!

ছিদেম ॥ গোবর্ধনদা—ও গোবর্ধনদা...হেদে সখ্‌ দেখে যাও, শিববাবু বাঘছালের

জাঙ্গিয়া পরেছে !

[ছিদেম হাসে]

শিব ॥ এটা জাঙ্গিয়া !

[শিব ত্রিশূল নিয়ে লাফিয়ে ওঠে]

নন্দী-ভৃঙ্গী ॥ বাবা...বাবা...

শিব ॥ অনেক সয়েছি, আর না ! ব্রহ্মাণ্ড গুঁড়ো গুঁড়ো করব আজ।

ছিদেম। ওরে বাবা, ন্যাকাষষ্ঠীবাবুর যে ষাঁড়ের মতো রাগ !

[গোবর্ধন ও বংশী ঢোকে। দুজনে কাপড়ের ওপর দিয়ে ফুটে-ওঠা বাঘছাল দেখতে দেখতে]

গোবর্ধন ও বংশী ॥ কে পরেছে বাঘছাল...ও ছিদেম ?

ছিদেম ॥ (হাসতে হাসতে) ঐ যে !

[সকলে দেখে হাসে]

শিব ॥ (গোবধর্নকে দেখিয়ে) এরা আসল শিবও চেনে না !

[শিব লাফিয়ে উঠে গোবর্ধনের কলসীতে ত্রিশূলের খোঁচা মারে। গোবর্ধন তার কলসী সমেত পড়ে যায়, শিব তার বুকের ওপর ত্রিশূল তোলে]

গোবর্ধন ॥ (আর্তনাদ করে) কত কষ্ট করে দুধটা যোগাড় করলাম ! জোতদার আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে !

শিব ॥ (জোতদার শুনে শিব থ) কে ! কে ! চামড়া নেবে কে ?

গ্রামবাসীরা ॥ জোতদার !

শিব ॥ জোতদার ! জোতদার বললি ?

ছিদেম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ কত্তা, আমাদের মারা বড্ড সোজা ! এটা যে নরম মাটি। ক্ষ্যামতা থাকে যাও, শক্ত মাটি আঁচড় দাওগে, বুঝি।

শিব ॥ জোতদার ! আমরা জোতদারের গাঁয়ে এসে পড়েছি ?

ছিদেম ॥ কোন্ গাঁ-টা তার না ! সব গাঁয়েই এক-একজন ওঁৎ পেতে আছে ! এখানে আছে হাঁদু সিংগি !

শিব ॥ পেয়ে গেছি ! নন্দী-ভৃঙ্গী ! জোতদার পেয়ে গেছি ! হ্যাঁরে, জোতদার কী রে ?

ছিদেম ॥ আঁ ?

শিব ॥ জোতদার কী রে !

বংশী ॥ কত্তা কি আকাশ থেকে পড়লে নাকি, জোতদার চেনো না ?

ছিদেম ॥ এই পথ ধরে সোজা চলে যাও, দ্যাখবা গাঁর মধ্যিখানে বসে তিনি গোঁপ নাড়তেছেন !

শিব ॥ গোঁপ ! গোঁপ আছে ?

বংশী ॥ শু-উধু গোঁপ ! থা-আ-বা !

শিব ॥ থাবাও আছে ?

ছিদেম ॥ দশখানা !

ভৃঙ্গী ॥ (সভয়ে) অ্যাই নন্দী, দশখানা—

শিব ॥ আমার জ্ঞানগম্যির বাইরে দশখানা থাবা নিয়ে সে বসে বসে গোঁপ নাড়ছে...

ছিদেম ॥ শুধু গোঁ-ও-পই নাড়ে না বাবু, শিংও নাচায়!

শিব ॥ শিং! শিং আছে? অহো! এ তো মনে হচ্ছে? ত্রেতাযুগের দত্যি রে! মহাকাল ভেদ করে কলিতে এলো কি করে? থাবা আছে শিং আছে! ব্যোম!

গ্রামবাসীরা ॥ (চমকে ওঠে) আঁই!

শিব ॥ চুপ! শিং আর থাবা একসঙ্গে থাকে কারু?

গোবর্ধন ॥ জোতদারের থাকে!

শিব ॥ অদ্ভুত! আশ্চর্য্যি! সৃষ্টির সব নিয়ম ভেঙেচুরে জোতদারের শিংও থাকে, থাবাও থাকে! কিছুতেই ছকে উঠতে পারছিনে! ব্রহ্মা, একি মাল ছাড়লে বাজারে?

বংশী ॥ কত্তার মাথায় গণ্ডগোল!

নন্দী ॥ তা একটু আছে ভাই!

শিব ॥ আমি তাকে দেখব! আহো, ওরে তোরা আমায় কে নিয়ে যাবি তার কাছে?

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, ভয় করছে রে।

শিব ॥ ভয় কী! তার শিঙে চড়ে নাচব! তোরাও নাচবি! ওরে ভৃঙ্গু, রঙ্গ হবে বড়।

নন্দী ॥ এত জিনিস থাকতে, জোতদারের শিঙে কেন দোল খাবে! কলকাতা চলো, ঐ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মাথায় খাব দোল—

শিব ॥ চুপ! চুপ! শোন্, জোতদার তোদের ওপর অত্যাচার করচে?

ছিদেম ॥ উঁহু, আদর করে। বুকের কাছে মুখ এনে চুমু খায়, খানিক পরে দেখা যায় জোতদারের ঠোঁটখানা রক্তমাখা!

শিব ॥ শিং থাবা রক্তখেগো। বিচিত্র! (জোরে) মেরে ফেলতে পারিসনে?

ছিদেম ॥ আমাদের ক্ষ্যামতা কি?

শিব ॥ লেগে পড় ব্যাটাকে ধ্বংস করতে!

ছিদেম ॥ (আঁতকে) লোকটা কেডা গো! আবোল-তাবোল কথা বলে!

শিব ॥ সত্যি বলছি, আমি পেছনে আছি!

ছিদেম ॥ তুমি কেডা!

নন্দী ॥ যাও না ভাই—কেন তাতাচ্ছো?

বংশী ॥ আমরা তাতাচ্ছি, না উনি তা...তা...

নন্দী ॥ ঘোড়াডাঙায় আর তোমার থাকা হবে না! কলকাতা চলো...ডান্‌স দেখব!

শিব ॥ ডান্‌স দেখবি! এর জন্যে সেখানে যেতে হবে কেন? আমিই দেখাব—আমার তা তা থৈ থৈ—

নন্দী ॥ ফোট! তা তা থৈ থৈ! ক্যাবারে দেখব! ইয়া হু—ইয়া হু—

[নন্দী কোমর ঝাঁকিয়ে নাচ দেখায়]

শিব ॥ বাবারে সঙ্গে নিয়ে ক্যাবারে দেখবে! ব্যাটা অপসংস্কৃতির বাচ্চা! আমি এখানেই থাকব। এই তোরা লেগে যা!

ছিদেম ॥ যে কম্মে যাচ্ছ যাও...আর আমাদের ক্ষেপাতে হবে না!

শিব ॥ তাই বলে দত্যিটা তোদের চুষে খাবে! তোরা বিশ্বসংসারের জীব না! লেগে পড়্!

গোবর্ধন ॥ ছিদেম!

শিব ॥ আর গিন্নিকেও বলিহারি, ঘোড়াডাঙায় এত বড় জোতদার থাকতে...কোন্ ঘুঘুডাঙায় গিয়ে বসে আছে!

[বাইরে ঢোলের আওয়াজ]

গোবর্ধন ॥ ওই রে! জোতদারের লোক আসছে মালকড়ি খিঁচতে!

শিব ॥ যা লাগ্। মালকড়ি দেওয়া বন্ধ কর!

ছিদেম ॥ তারপর?

শিব ॥ আমি আছি।

ছিদেম ॥ কত্তা, কাছাখোলা হালা পাগলা! মোদের সাথে সাথে তুমিও মরবা। হাঁদু সিংগি তোমারে পরাণ নে বেরুতে দেবে না!

শিব ॥ পরাণ! হাঃ হাঃ! আমার পরাণ! হাঃ হাঃ হাঃ—তোরা আমায় চিনিসনে—হাঃ—হাঃ—

ভৃঙ্গী ॥ (কেঁদে ওঠে) আমি মা-র কাছে যাব।

নন্দী ॥ বাবা, নেড়ুর মাথা দপদপ করছে।

শিব ॥ লাগ্ লাগ্ লাগ্! লেগে যা! লেগে যা! জোতদার শেষ করে যাব!

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী!

নন্দী ॥ সেবারে সন্দেশের পিতিমে খেয়েছিল, এবারে কি খাবে কে জানে! কলকাতায় চলো না...

শিব ॥ না, ওখানে কারবাইডে পাকানো কলা! আমার বমি আসে!

ভৃঙ্গী ॥ ঐ দ্যাখ্, আশ্চয্যি আশ্চয্যি ফিকির বার করছে!

শিব ॥ আচ্ছা যা, জল নিয়ে আয়—(ছিদামের দিকে চোখ টিপে) আমি জল খেয়ে যাব।

নন্দী-ভৃঙ্গী ॥ ঠিক তো?

শিব ॥ (চোখ টিপে) হুঁ!

নন্দী ॥ ঠিক আছে। (ভৃঙ্গীকে) আয় তো!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী বেরিয়ে গেল]

শিব ॥ (ছিদেম, গোবর্ধন ও বংশীকে চোখ টিপে) মিছে কথা! যাব না! ঐ বেলতলায় শুয়ে থাকছি। লেগে পড়্! আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোদের আঁচড়টি কাটতে পারবে না!

ছিদেম ॥ কেডা তুমি, ঘোড়াডাঙার মানুষের জন্যে এত দরদ!

শিব ॥ হাঃ হাঃ! (হঠাৎ হাসি থামিয়ে) দরদ! সবার জন্যে দরদ! ওরে ছিদেম,

তোর পায়ে কাঁটা ফোটে, সে কাঁটা খচখচ করে আমার বুকে! তুই যাতনা পাস, আমিই কি সুখে থাকি রে—

[শিব ও শিবের পিছু পিছু ছিদেম বাদে সকলে বাইরে গেল]

ছিদেম ॥ (শিবের উদ্দেশে) বিশ্বেস হয় না, কতো দ্যাখলাম। শহর থেকে ছুটে এসে কতো বাবু 'মার শালা জোতদার' বলে ক্ষ্যাপালে...পরক্ষণে দেখা গেল হাঁদু সিংগির ঘরে বসে মুরগির ঠ্যাং চোষছে! বাবু, আমাদের ক্ষ্যাপায়ে সুবিধে হবে না...ঢের দেখেছি সব ঝাড়-মারার পার্টি!

[বাসিনী ঢোকে]

বাসিনী ॥ ওমা! কার মুখ দেখি গো? ছিদেম যে! কেমন আছিস? (ছিদেম তাকিয়ে আছে) মরণ, হাঁ করে কি দেখিস! গিলে খাবি নাকি?

ছিদেম ॥ হজম করতে পারব না! (মাথা থেকে পা অবধি দেখে) বেশ গুরুপাক হয়ে উঠেছিস! আজকাল তোরে দেখলি কেডা বলবে, তুই মোদের ঘরের কেউ! বড় গাছে নাও বেঁধেছিস...

বাসিনী ॥ (দুলে দুলে ছিদেমের কথাগুলো উপভোগ করছিল) হুঁ, নায়ের কাছিটাও শক্ত। (নথের টানা দেখিয়ে) খাঁটি সোনা!

ছিদেম ॥ তোর নায়েবদা পছন্দ করে দিয়েছে?

বাসিনী ॥ জ্বলে গেলি মনে হচ্ছে!

ছিদেম ॥ কেন, জ্বলব কেন? তুই কি মোর সাতপাকে ঘোরা ঘরের রাধা, যে কেষ্টঠাকুরের হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরব!

বাসিনী ॥ ছিদেম মণ্ডলের বুকে ভালবাসা থাকলে হিংসেও থাকত। যার ভালবাসাই নেই—

ছিদেম ॥ আছে কি নেই...কেউ তার খোঁজ রাখল? ছিদেম মণ্ডল সোনার গয়না দিয়ে ভালবাসার মুখে দেখে না! সোনা কেনার সাধ্যি তাঁর নেই!

বাসিনী ॥ গয়না শুধু সোনাতে হয় না...সোহাগেও হয়! সে সাধ্যি হল না কেন?

ছিদেম ॥ বাবুর বাড়ির কাজটা তুই ছেড়ে দে বাসি—

বাসিনী ॥ সাধ করে ঢুকিনি বাবুর বাড়ির কাজে! ছিদেম যদি সেদিন ঘরে ঠাঁই দিত...বুকে এট্টু জায়গা দিত...

ছিদেম ॥ সাধ্যি ছিল না! আর এট্টা মানুষ ঘরে আনব সে সাধ্যি সেদিন যে ছিল না। বাপঠাকুদ্দার ঋণের দায় যে বেগার খেটে মেটাতে হচ্ছে। না ছিল খোরাকি, না ছিল বসতভিটে! অভাগার সাথে আর মান্ষেরে বেন্ধে ফেলে কষ্ট দিতে চাইনি—

বাসিনী ॥ তবে আজ আর অভাগীরে দোষ দেওয়া কেন?

ছিদেম ॥ আয়...চলে আয় বাসি! তোরে আমি সব দেব! আজ আমার ঋণের বোঝা নেই। একখণ্ড জমি আছে। হাত দু'খান আছে...। তাগদ আছে...। মাটির ভেতর থে তুলে আনব, তুই যা চাস—আয় ফিরে আয় বাসি—

বাসিনী ॥ তুই...তুই আমারে ফিরে ডাকছিস ছিদেম?

ছিদেম ॥ তোরে আমি বেঁধে রাখব বাসিনী, সোনা দিতে পারব না...কিন্তু বাসিনী তোর জন্যে আমি—

[নায়েব ঢোকে]

নায়েব ॥ ওরে ও বাসিনী, গাঁয়ের লোকজন কোথায় ভাগলো বল তো...

বাসিনী ॥ এই তো একজন ! এই তো তোমার ছিদেম !

ছিদেম ॥ বাসিনী !

[বাসিনীর হাত ধরতে যায়]

বাসিনী ॥ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ছিঃ...আমি বাবুর বাড়ির ঝি...দুবেলা পাতে পড়ে দধিমাখন ঘি...গরিব মানষের সাথে আমার কিসের পিরীতি !

[খিলখিল করে হেসে উঠে ছিদেমের হাত ধরে]

কতো ধানাই পানাই সোহাগ পিরীত করে তোমার ছিদেমরে আটকে রেখেছি গো !

ছিদেম ॥ বাসিনী !

[ঢুলী ঢোকে]

নায়েব ॥ কি, ব্যাপার কি ছিদেম, এত লুকোচুরি খেলছিস কেন ? বলি দেশ থেকে কি পুজো-আচ্চা তুলে দিতে হবে !

ছিদেম ॥ (এক ঝটকায় বাসিনীর হাত ছাড়িয়ে) মুই কিছু দিতি থুতি পারব না।

বাসিনী ॥ ফোঁস করে ওঠে যে।

ছিদেম ॥ চাষার যে দিন চলে না, সেদিকে তাকাও না, দিবারাত্তির উচপীড়ন চালাচ্ছো !

বাসিনী ॥ শোন গো, এতক্ষণে মনের কথা শোন !

নায়েব ॥ তোর নামে সাত মণ ধান ধরা হয়েছে।

ছিদেম ॥ হেঃ !

বাসিনী ॥ হেঃ কি !

ছিদেম ॥ হাতে কাগুজ আছে কলুম আছে, ধরে যাও ! তৃণগাছাও দিতে পারব না আর !

ঢুলী ॥ আরে শালা, মাঠভরতি তোর ধান পেকে উঠেছে...

ছিদেম ॥ ওদিকে দিষ্টি দিয়ো না, বড্ড রক্ত জল করে ফলানো—

বাসিনী ॥ ও ধান তুমারে দিয়ে কি কলার খোসায় ভেসে বেড়াব !

ছিদেম ॥ (বাসিনীকে) বড্ড ঢঙ শিখেছিস তুই বাসিনী ! শেষ তক্ তোর কি দশা হয় ! শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে !

বাসিনী ॥ দাগ মারি নায়েবদা... ?

নায়েব ॥ এ লিস্টি কিন্তু বাবুর নিজের হাতে করা...

ছিদেম ॥ তা করবেন না কেনে ! চড়া দামে এক মুঠো সার ছাড়ার বেলা তো জোতদার প্রভু ভোলেননি !

ঢুলী ॥ আরে শালা ! বাবুর নামে কুচ্ছো...

নায়েব ॥ কাজটা কি ভালো করছিস ছিদেম ?

ছিদেম ॥ ভালোমন্দ বুঝিনে ! নিজেরা ফুর্তি মারবা, মশলা যোগাবো আমরা ! খায় না কদু, গালে ঘা !

[শিব ঢোকে। সঙ্গে বংশী, তাঁতী, গোবর্ধন। চারপাশে ভালমানুষের মতো শিব ঘোরে আর গুন্‌গুন্‌ করে।]

শিব ॥ যা যা যা লেগে যা...লেগে যা লেগে যা...

বাসিনী ॥ এত ট্যাঁক ট্যাঁক কথা কোত্থেকে শিখলো গো ! কানে ফুসমন্তরটা দিচ্ছে কে !

ছিদেম ॥ টেলিগ্রামে ভেসে কানে মন্তর আসতেছে !

[শিব কুলকুল করে হাসে]

বাসিনী ॥ (শিবের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে) ঘোড়াডাঙার টেলি এয়েছে !

নায়েব ॥ হুঁ। (বংশীকে) তুই কি বলিস...

বংশী ॥ মুই দেব...

নায়েব ॥ বল কী দিবি ?

বংশী ॥ পোনা দেব...ভেট্‌কি দেব, গ-অ-লদা...

নায়েব ॥ দিবি ! গলদা দিবি...

বংশী ॥ ট্যাংরা...চি-ই-তল...

[নায়েব টিকটিক করে খাতায় টিক মেরে যায়]

নায়েব ॥ চি-তল। চিতলের পেটি...

বংশী ॥ শুনে যে চিতুয়ে পড়লেন এজ্ঞে ?

নায়েব ॥ ঘোড়াডাঙার বিলে এত মাছ আছে... ?

বংশী ॥ না থাক তোমার কি হোল ! গো-গোবর্ধন যদি একটা গরু দুয়ে দুধ, দই, ছ্যানা, মাখন খাওয়াতে পারে, তো মুইও জাল টেনে বলির প্যাঁটা যোগাতে পারব না এজ্ঞে।

ঢুলী ॥ মস্করা !

বংশী ॥ এতোক্ষণে বুঝলে !

শিব ॥ (পুলকে দুলে দুলে ওঠে) আমি কিছু জানিনে, আমি নিরীহ পথিক !

বংশী ॥ ব্যা-ব্যা...প্যাঁটা দেব, ব্যা-ব্যা-আ...খেয়ো !

নায়েব ॥ তোদের সবার এই কথা ! তাঁতী...

তাঁতী ॥ এঁজ্ঞে তাঁত চলছে ! পাছাপেড়ে শাড়ি দেব, পাক মেরে পরো—

বাসিনী ॥ নায়েবদা !

ঢুলী ॥ শালাদের সাহসখানা দেখছেন !

নায়েব ॥ হাঁদু সিংগিরে ভুলে গেছিস !

শিব ॥ ফুস...

ছিদেম ॥ রেখে দাও তোমার হেঁদো সিংগি ! ফুস্‌ করে দেব—

নায়েব ॥ বটে !

শিব ॥ (আস্তে) বটে !

গ্রামবাসীরা ॥ বটে !

বাসিনী ॥ ঘোড়াডাঙার ঘাড়ে ভূত লেগেছে !

ছিদেম ॥ ভূত লেগেছে তোর যৈবনে ! মামদোভূত !

[শিব অলক্ষ্যে বাসিনীর কনুই-এ ত্রিশূলের খোঁচা দেয়]

বাসিনী ॥ কে রে ! খোঁচা মারল কে ? নায়েবদা...

নায়েব ॥ আগুন জ্বলবে !

ছিদেম ॥ জ্বলবে তোমার বাবুর ঘরে !

নায়েব ॥ বটে !

গ্রামবাসীরা ॥ বটে।

শিব ॥ (পুলকে নিজের মনে বকে চলে) আমি কিছুই জানিনে...আমি ভোলেভালা পথিক...

নায়েব ॥ মাঠে যদি আজ নুড়ো না জ্বালি আমার সাতপুরুষে নায়েব না ! ডাক ইয়াসিনকে।

ঢুলী ॥ ডাণ্ডা। লেঠেলের ডাণ্ডা পড়লে সব শালা ঠাণ্ডা ! ইয়াসিন !

নায়েব ॥ হাউ গিলতে গিলতে বাউ গিলেছে ! সাপের ল্যাজে পা ! হাঁদু সিংগির রাজত্বে বাস করে—খাজনা দেব না। ঠেঙিয়ে ভূত ঝাড়াবো ! (ছুটে শিবের কাছে এসে) এই, তুই কি বলিস ! তোর নামে ধরা হয়েছে—না, তুই না। ইয়াসিন ! ইয়াসিন !

[নায়েব ও ঢুলী ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেল]

ছিদেম ॥ (শেষ আশ্রয়ের মত শিবের মুখের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে) কণ্ডা !

শিব ॥ আছি ! লেগে যা !

ছিদেম ॥ তুমি তাহলে আমাদের ন্যাতা হলে !

শিব ॥ ন্যাতা কী রে।

ছিদেম ॥ ন্যাতা ! ন্যাতা ! যে ভরসা দেয়।

শিব ॥ ঠিক আছে,...ন্যাতা হলাম। (পুলকে) আমি ন্যাতা !

বাসিনী ॥ যে বেক্তি মন্তর দেয় তার কপালে আগুন ! নায়েবদা—আ--

শিব ॥ ডাক, ডাক, তোর আর কটা দাদা আছে—ডাক ! (ত্রিশূল তুলে) আমি ন্যাতা।

বাসিনী ॥ এর নাম ঘোড়াডাঙা ! আর বেরুতে হবে না ! বাবু—উ—উ !

[বাসিনী ছুটে বেরিয়ে গেল]

ছিদেম ॥ হৈ, পুজোর খাজনা বন্ধ কর্ রে...

[ছিদেম, বংশী, তাঁতী ও গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল।]

শিব ॥ (হাসছে) লেগে গেছে ! লেগে গেছে ! নারদ ! নারদ ! কী মজা ! পট্টু পাঁয়গলু !

[ভৃঙ্গী হাতের কোষে জল নিয়ে ঢোকে]

ভৃঙ্গী রে, পট্টু পাঁয়গলু!

ভৃঙ্গী ॥ নাও, জল খেয়ে কলকাতায় চলো!

শিব ॥ হাতে করে জল আনলি! যা...আমি খাব না!

ভৃঙ্গী ॥ আই নন্দী!

[নন্দী ঢোকে মুখ-কাটা ডাব নিয়ে]

নন্দী ॥ ধরো...

শিব ॥ ডাব!

নন্দী ॥ তবে! তোমায় আমি চিনিনে। আমাকে ন্যাকা ভৃঙ্গী পেয়েছ! যাতে কিছু না বলতে পারো তাই কচি ডাব এনেছি!

শিব ॥ কার গাছ থেকে ডাব পাড়লি, উঁ? আমায় না বলে লোকের গাছে চড়লি কেন? আমি খাব না—

নন্দী ॥ দূর, গাছে চড়ব কেন। ফুটো করে জল খেয়ে কেউ খোলটা ফেলে দিয়ে গেছল, এঁদোখানায় চুবিয়ে নিয়ে এলাম। তবে! ভৃঙ্গী পেয়েছ!

শিব ॥ লোকের এঁটো খোলায় জল খাব!

[ভৃঙ্গীর মাথায় মারে]

ভৃঙ্গী ॥ চাঁদা করে মারছে রে।

শিব ॥ তোর মাথার 'পরে আমার রাগ! দেখলেই মনে হচ্ছে, আমি গত হয়েছি!

নন্দী ॥ ঝেড়ে কাশো দিকিনি! কলকাতায় যাবে কি যাবে না?

শিব ॥ যাব না। কলকাতায় লোডশেডিং না থামলে যাব না!

ভৃঙ্গী ॥ (কেঁদে) ঐ দ্যাখ্!

শিব ॥ ব্যোম্! ব্যোম্! চুপ! ব্যোম! চিনির বদলে ডিউ-স্লিপ দেয়, বলে ভাঙিয়ে খাও। কৈলেসে কেউ ভাঙিয়ে দেয় না। (একরাশ স্লিপ বার করে) ব্যোম্! ব্যোম! ডিউ-স্লিপ খেয়ে মরব! ঘোড়াডাঙায় থাকব!

নন্দী ॥ মরতে ঘোড়াডাঙা নিয়ে পড়লে কেন, এখানে ঘোড়ার ডিম আছেটা কি!

শিব ॥ (থুতনি ধরে) কেন রে ব্যাটা, জোতদার রয়েছে!

নন্দী ॥ দ্যাখো বাবা, সে বেটা জোতদার কতবড় দত্যি তার কিছু জানিনে, তাকে তুমি ঘাঁটাচ্ছো। আমাদের মর্ত্য-যাত্রা তুমি পণ্ড করতে চলেছ...

ভৃঙ্গী ॥ (ডুকরে কেঁদে ওঠে) আমি আর ঘোড়াডাঙায় থাকব না! বাগবাজার তেইশের পল্লীতে যাব!

শিব ॥ ওরে শোন্ শোন্...দূর দামড়া, শিশুর মত প্যান্‌প্যান্ করিসনে!

নন্দী ॥ তুমিও তো কচি খোকার মতো বায়না ধরেছ! (ভৃঙ্গীকে) জোরে কাঁদ না।

[ভৃঙ্গী কাঁদে]

শিব ॥ জ্বালিয়ে মারলে! যেমন কারুর দুঃখু সইতে পারিনে! (হাত জোড় করে) থাম্ থাম্! আচ্ছা চল্!...কোত্থেকে যে ভূত দুটো আমার পেছনে জুটেছে! (ভৃঙ্গী কাঁদে) যা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আয়!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী হেসে ছুটে বেরিয়ে যায়]

শিব ॥ মহা ফ্যাসাদ! ওদের ওদিকে লড়িয়ে দিলাম, এরাও এদিকে...

[ফুলটুল দিয়ে সাজানো বাঁকে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গী ফিরে আসে। বাঁক কাঁধে করে নন্দী ও ভৃঙ্গী হাসছে। ঘুঙুর বাঁধা তারকেশ্বরের বাঁক দুলছে, ঘুঙুরের বোল উঠছে]

শিব ॥ ভৃঙ্গু, বাবুসোনা, একটা দিন থেকে গেলে হত না?

[ভৃঙ্গী কেঁদে ওঠে]

শিব ॥ (কানে আঙুল দিয়ে) চল্— ! মরুক গে, লাগিয়ে দিয়েছি, আবার কি! কি বল্?

নন্দী ॥ আবার কি! তোমার লাগাবার কথা...লাগিয়ে খালাস! ওদের ছাড়াবার কথা, ছাড়াক না! পথে যেতে যেতে আরো অনেক জোতদার পাওয়া যাবে! এখেনে এই পর্যন্ত থাক, পরের গাঁয়ে আবার একটু হবে, তারপরে আর একটু! এমনি করে পরের পর জোতদার চাখতে চাখতে পৌঁছে যাব শহরে!

[নন্দী ও ভৃঙ্গীর কাঁধে ঘুঙুর বাঁধা বাঁক বেজে ওঠে। দুজনে গান ধরে]

নন্দী ভৃঙ্গী ॥
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি রঙের বাঁশি রে—
আমার বাবা চিরদিনই হাসিখুশি রে—
খুন্‌সুটিতে বাবার আমার জুড়ি মেলা ভার—
কেমন গুটিগুটি কেটে পড়ে ক্ষেপিয়ে জোতদার—
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি রঙের বাঁশি রে—

[নন্দী-ভৃঙ্গী বাঁক বাজিয়ে তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে আগে আগে চলেছে। পেছনে শিবও চলেছে গাব্দো জুতো পায়ে নাচতে নাচতে।
ওরা বেরিয়ে যাবার আগে নেপথ্যে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। ছিদেম বংশীবদন ও তাঁতীকে তাড়া করে লাঠিয়াল ইয়াসিন ঢুকল। তাদের পেছনে সেই পুরো চাঁদা আদায়ের পার্টি। একজনের মাথায় কলাবৌ, ঢোল কাঁধে ঢুলী, হারমোনিয়মবাদক, বাসিনী, পুরুত ও নায়েব।]

নায়েব ॥ বলে ধান দেব না, দুধ দেব না, হাঁদু সিংগিরে মানিনে! মার্, মার্ শালাদের...মাথা ফাটিয়ে দে!

[হারমোনিয়মাদক সেই গান গায়, ঢুলী বাজায় এবং ইয়াসিন লাঠির ঘায়ে ছিদেমদের কাত করে]

ছিদেম ॥ (জোরে) খাটবে না, চিরকাল জারিজুরি খাটবে না লায়েব! দিন ঘুরতেছে!

নায়েব ॥ শ্মশান করে দেব! সারা গাঁ জ্বালিয়ে দেব। হাঁদুবাবুকে চিনিসনে! মার্, মার্, শালাদের...

পুরুত ॥ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন...

ইয়াসিন ॥ কল্‌জে ছিঁড়ে নেব!

তাঁতী ॥ ফাঁকি দিয়ে অনেক নেছো, আর না—

নায়েব ॥ মুখ বন্ধ কর্! (পায়ের জুতো খুলে দিয়ে) ঢোকা, শালার মুখে ঢোকা...

বংশী ॥ ও কত্তা, ঠেকাও গো—

নায়েব ॥ কোন্ সম্বন্ধী ঠেকাবে! আসুক! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

[হারমোনিয়মবাদক গান গায়। ঢুলী ঘুরেফিরে বাজায় আর ইয়াসিন মুখে অনর্গল বিচিত্র শব্দ করতে করতে লাঠি ঘোরায়।]

তাঁতী ॥ ও কত্তা—

[শিব উত্তেজিত। নন্দী ও ভৃঙ্গী তাকে সবলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।]

নায়েব ॥ (প্রায় নাচতে নাচতে) দিবি, দিবি শালারা, এবার আর আমরা বয়ে নিয়ে যাব না! কাঁধে করে পুজোর দালানে পৌঁছে দিবি তবে ছাড়ান...

চাষীরা ॥ কত্তা!

নায়েব ॥ বিদ্রোহ হচ্ছে! ঘোড়াডাঙায় বিদ্রোহ! কার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা, হাঁদুবাবুর লাঠির সামনে দাঁড়ায়! মার্ মার্ শালাদের...মেরে কিমা বানিয়ে দে...

[শিব হঠাৎ ঢুলীর ঢোলটা কেড়ে নিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে নায়েবের মস্তকে ঢোলের বাড়ি মারে। নায়েব ঘোঁক করে এক বিকট শব্দ করে বসে পড়ে।]

নায়েব ॥ বাবা গো!

শিব ॥ তোর বাবা!

নায়েব ॥ কে রে শালা!

শিব ॥ আমি কে তা জানার ভাগ্যি তোর সাতজন্মে হবে না! নরাধম পিশাচ! আমার সামনে গরিবের গায়ে হাত তুলিস! (পুনর্বার ঢাক তুলে) কই, কই, কই সে জোতদার কই?

হারমোনিয়ম ॥ তিনি এসব ছোট কাজে মাথা দেন না! ইনি তার নায়েব!

শিব ॥ নায়েব গায়েব হয়ে গেছে! সে ব্যাটাকে ডেকে আন! ভস্ম করে দেব, ফুটিয়ে দেব, ফাটিয়ে দেব...বো-ও-ও-ম্! ওঠ ছিদেম...ওরে ভয় নেই...ভবের অসুর নাশ করব আমি...ফুস্স্!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী শিবকে থামাতে চাইছে।]

নায়েব ॥ মস্তানি হচ্ছে শালা! ঘোড়াডাঙার বাঘ দেখিসনি, হালুম! ইয়াসিন!

ইয়াসিন ॥ (উঠে দাঁড়ায়) হুজুর!

নায়েব ॥ আমার মাথায় ঢোল মেরেছে! ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা কর্!

ঢুলী ॥ ইয়াসিন কসাই! আস্ত পাঁঠার গোস্ত বানাতে এক মিনিটও লাগে না! ইয়াসিন!

[ইয়াসিন ছিটকে যাওয়া লাঠি তুলে মুখে বিচিত্র শব্দ করে, ভু-র্-র্...]

ভৃঙ্গী ॥ অ্যাই নন্দী, বাবা ফেঁসে গেল রে!

নন্দী ॥ বাবা, বাবা গো! কেটে পড়ো! বেধর্মী...কসাই!

ভৃঙ্গী ॥ ওর লাঠি তোমার গায়ে পড়বেই! বাবা গো...

ইয়াসিন ॥ (তেলমাখা লাঠিখানা আকাশের দিকে তুলে) উস্তাদ উসমানে জান...পীর দরগায় জান...আব্বাজান আবেদাল্লা...আম্মাবিবি আমেনা খাতুন...ইয়া আল্লা ! একে ঘায়ে পেঠিয়ে দেব আসমান...

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ বাবা—

[শিব স্থির চোখে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে। সহসা নড়েচড়ে ওঠে এবং আগুয়ান ইয়াসিনের লাঠির নীচে অদ্ভুত বিচিত্র ভঙ্গীতে নেচে ওঠে।]

চাষীরা ॥ (সবিস্ময়ে) হৈ রে !

[ধীরে ধীরে শিবের নাচ বাড়ে, দেহে বিচিত্র কম্পন লাগে। শিব ঝুলি থেকে ডুগডুগি বার করে নেয়, ডুগডুগি বাজায় আর নাচে।]

নায়েব ॥ দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ঘিলু ছোটা !

শিব ॥ (নাচতে নাচতে বাজাতে বাজাতে অট্টহাসি ছাড়ে) হাঃ..হাঃ...হাঃ...

ইয়াসিন ॥ (হাতের লাঠি কাঁপছে) ইয়া আল্লা !

শিব ॥ (হাসতে হাসতে ঝুলি থেকে মস্তবড় সাপ টেনে বার করে) হাঃ হাঃ হাঃ !

নায়েব ॥ ইয়াসিন ! ইয়াসিন !

ইয়াসিন ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) আল্লা ! আল্লা !

[ইয়াসিন মাটিতে আছড়ে পড়ে]

শিব ॥ চিনতে পারছিস ! ইয়াসিন, আমিই তোর আল্লা। হাঃ হাঃ হাঃ...সবার চেয়ে তুই পুণ্যবান...তাই তোকেই কেবল দর্শন দিলাম।...হাঃ হাঃ হাঃ...

ইয়াসিন ॥ (হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে আর বলে) আল্লা ! আল্লা !

[ইয়াসিন পালায়। শিবের হাসি। চাষীরা হৈ হৈ করে। নায়েবের দল কাছাখোলা হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।]

ছিদেম ॥ (শিবের পায়ের কাছে বসে) তুমি কেডা জানিনে, কেনে বাঁচালে তাও না, শুধু এইডা জানি তুমি মোদের রক্ষেকর্তা...বাপ। ন্যাতা !

[ছিদেম শিবকে কাঁধে তুলে নেয়। শিবকে কাঁধে নিয়ে চাষীরা হৈ হৈ করে বেরুচ্ছে]

ভৃঙ্গী ॥ বাবা ! ওরে নন্দী, বাবারে নিয়ে গেল—

নন্দী ॥ ওগো ছেড়ে দাও, বাবারে ছেড়ে দাও—

ভৃঙ্গী ॥ নেমে এসো, বাবাগো নেমে এসো—

শিব ॥ কি করব ! ছাড়ছে না যে ! আমি যে ন্যাতা হয়ে গেছি।

[শিবকে নিয়ে চাষীরা ছুটছে। একজন শিবের পাশে কলা-বৌকে কাঁধে করে তুলেছে। নন্দী ও ভৃঙ্গী তাদের পিছু পিছু ছোটে। সকলে বেরিয়ে গেল। দ্রুতবেগে কার্তিক ঢুকল।]

কার্তিক ॥ (নেপথ্যে দেখিয়ে) আরে আরে, লোকটাকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে ! ব্যাপার কী ? লোকটা কে ? দেখছ বড়দা...

[হস্তিমুখ মস্তপেট গণেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল]

গণেশ ॥ উফ্ ! উফ্ ! উফ ! (হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে) উফ্ !

কার্তিক ॥ কী, এর মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে। (হেসে) পেটটা একটু ঝরাও বড়দা...এই যে আমায় দেখছ...নো ফ্যাট।

গণেশ ॥ উফ্। উফ্।

কার্তিক ॥ আরে ভোরবেলা এবার থেকে আমার সঙ্গে জগিং করবে। ওঠো, ওঠো। লোকটাকে নিয়ে কী করে দেখি।

গণেশ ॥ জগিং করলে পেট কমবে কার্তিক?

কার্তিক ॥ আলবাৎ টাইট হবে যাবে।

গণেশ ॥ তা'লে তুই আমাকে কোলে নে—

কার্তিক ॥ কোলে নেব।

গণেশ ॥ আমাকে কোলে নিয়ে তুই জগিং কর, তোরও হবে আমারো হবে। নে...কোলে নে কাতু...

[গণেশ কার্তিককে জড়িয়ে ধরে।]

কার্তিক ॥ এই। এই।

গণেশ ॥ নে না, আমি তোর বড়দা। গুরুজনকে কোলে নিতে হয়—নে না ভাই...

কার্তিক ॥ ছাড়ো। দূর। ছাড়ো...

[দুর্গা ঢোকে]

দুর্গা ॥ মেয়ে দুটো যে পিছিয়ে পড়ল, ও কাতু...ওদেব একটু ধরে আন না বাবা...লক্ষ্মী সরস্বতী হারিযে না যায়।...

কার্তিক ॥ কজনকে ধরব মা। তোমাব বড় ছেলে কোলে উঠতে চাইছেন। এঁকে শিগগির একটা পুজো প্যাণ্ডেলে ফিট করে দাও মা—

দুর্গা ॥ কোন প্যাণ্ডেলে উঠি বল তো? চতুর্ধারে পুজোর আয়োজন—সর্বদিকে আবাহন। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা দিল্লী নাগপুর—কানাডার টোরান্টো শহর থেকেও ডাক আসছে।

গণেশ ॥ টোরান্টো। ঘরে ঘরে ধনী বাঙালীর বাস। নৈবেদ্যটি হবে ফার্স্ট ক্লাস। টোরান্টোয় নতুন ধরণের ফলপাকুড় দেবে। টোরান্টোয় চলো মা, চালের ওপর কলার বদলে চেরিফল দেবে। আহাহা—

[গণেশ লাফিয়ে ওঠে]

কার্তিক ॥ পেট কমবে কি। খ্যাঁটনের নামে তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের ডাক অগ্রাহ্য করে, টোরান্টোয় যাবে চেরিফল খেতে। ছিঃ।

দুর্গা ॥ ওরে তোরা ঝগড়া করিসনি। ভালো লাগছে না। চারধারে এত আনন্দ। ওনার জন্যে মনটা ছটফট করছে।

গণেশ ॥ উনি কিনি মা?

দুর্গা ॥ উনি উনি! ঝগড়া করে ফেলে রেখে এলুম—

কার্তিক ॥ বাবার কথা বলছে।

দুর্গা ॥ কৈলেসে বসে না জানি এতোক্ষণ কী করছে! হয়ত চান করেনি, খায়নি!

বসে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে। তোরা থাক্, আমি যাই—

কার্তিক ॥ কোথায়?

দুর্গা ॥ কৈলেসে, তোর বাবার কাছে! তোরা পুজো নে—আনন্দ কর্—তোরা থাক্, আমি ফিরে যাই—

গণেশ ॥ ওমা, তুমি চলে গেলে আমাদের কে পুজো দেবে! পাত্তাই দেবে না—

[দুর্গার আঁচল টেনে ধরে]

কার্তিক ॥ কষ্ট করে কটা দিন থাকো না মা—মাত্তর চারটে দিন—

দুর্গা ॥ ওরে না না, একটা রাতও ওনাকে ছেড়ে আমি কোত্থাও থাকিনি! তোরা থাক্, আমি যাই—

গণেশ ॥ মা—মা—

কার্তিক ॥ ফিরে গিয়ে ফের তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে—

দুর্গা ॥ না, কোনোদিন ওঁর মনে আর কষ্ট দেবো না। তোরা থাক্, আমি যাই—

গণেশ ॥ ধর্ কাতু—ধর্...

[গণেশ ও কার্তিক দুর্গার হাত ধরে।]

কার্তিক ॥ বাবার জন্যে ভেবো না—বাবা ভালো আছে—

দুর্গা ॥ না, আমার মন বলছে, আমার জন্যে কাঁদছে। নিশ্চয় নন্দী ওনাকে সামলাতে পারছে না! লোকটা তো বাচ্চা ছেলের মতো। ছাড় বাপু, আমি যাই—

গণেশ ॥ কাতু, শিগগির একটা প্যাণ্ডেলে ঢোকা—

দুর্গা ॥ ছেড়ে দে—আমি যাই—

[অনিচ্ছুক দুর্গাকে টেনে নিয়ে কার্তিক ও গণেশ বেরিয়ে গেল। পশ্চাৎপটের পাঁচটি খোপের মুখ খুলে গেল। পাঁচটি মূর্তি ফুটে উঠল। মাঝখানে হাঁদু সিংগি—হাঁড়ির মত মুখ, মোচার মত গোঁপ, কপালে সিঁদুর, গলায় সোনার হার, পাকানো চাদর—চুরোট টানছে। দুপাশের খোপে খোপে নায়েব, বাসিনী, ঢুলী ও পুরুত]

নায়েব ॥ (হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে) কিচ্ছু জানিনে বাবু, কে লোকটা, কোথা থেকে এলো, কিচ্ছু না! পেছন থেকে আচমকা মাথায় ঢোল মারল!

ঢুলী ॥ যখন ইয়াসিন মোল্লা শালাদের পেরায় কাবু করে এনেছে—

নায়েব ॥ তখুনি ঢোল মেরে আমায় কি রকম ছোট করে দিয়েছে বাবু।

ঢুলী ॥ আমার ঢোলটাও কেড়ে নিয়েছে বাবু!

পুরুত ॥ বলে ধান দেব না! ফল পাকুড় প্যাঁটা মোষ...কিছু দেব না।

বাসিনী ॥ ছিদেম চাষা আমাদের কলা-বৌ বাজেয়াপ্ত করেছে বাবু। কী অলুক্ষণ! উদ্ধার না করলে পুজো বন্দ বাবু!

নায়েব ॥ হাড়হারামজাদা চাষাগুলো...শালার জাত...বেজম্মার জাত...এখন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ধেই ধেই নাচছে! ঐ শুনুন বাবু, ঘোড়াভাঙার চাষাপাড়ায় ডুগডুগি বাজছে!

হাঁদু ॥ (নল টানতে টানতে) লাশ নামিয়ে দাও!

সকলে ॥ লাশ।

হাঁদু ॥ ঘোড়াডাঙার বিলে নেতাবাবাজীর লাশ ভাসিয়ে দাও ! তারপর চাষাগুলোকে আমি দেখব ! (সিঁদুর মাখানো খাঁড়া তুলে) মা, মাগো, তোর মোষ নেই, পাঁঠা নেই, আশীর্বাদ কর মা, ঐ চাষার নেতার মুণ্ডু নামিয়ে যেন তোর পা রাঙাতে পারি...মা, মাগো !

সকলে ॥ মা, মাগো।

হাঁদু ॥ মা...মাগো...

সকলে ॥ মা...মাগো...

[সমবেত মাতৃ-বন্দনা প্রায় কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।]

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মঞ্চ-ব্যবস্থা একই। মাঝখানে একটি আলপনা দেওয়া জলচৌকি। তার ওপরে শিবঠাকুর বাবু হয়ে বসে আছে। মাথায় একটা তালপাতার ছড়ানো ছাতা ধরে আছে বংশীবদন। তাঁতী একটা পাখা দিয়ে শিবঠাকুরের গায়ে হাওয়া করছে। আর আছে গোবর্ধন, ছিদেম এবং আরো দু'চারজন। শিবের একপাশে সেই কলা-বৌটি দাঁড় করানো। চাষীপাড়ায় উৎসব হচ্ছে, ঢোল বাজছে। ছিদেম গান ধরেছে। নন্দী ভৃঙ্গী দূরে এক কোণে বিরসমুখে বসে আছে।]

ছিদেম ॥ শুনহে মানুষজন...শুন সর্বজন...আর শুনরে শুনরে শুন...
ঘোড়াডাঙায় আইল বাবু শিববাবু যার নাম...
তার ঢোল খাইয়া ঠাণ্ডা হইল নায়েব দাদার জান...
হায় হায় হাঁদু সিংগির পরাণ...

চাষীরা ॥ ঘোড়াডাঙার মান্ষে সিংগির কেটে নেবে কান !

[একজন খনখনে বুড়ো গলায় গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে এক কোণে বসে ছিল। সে জাতগাইয়ে। গাওনা-বুড়ো এবার উঠলো।]

বুড়ো ॥ (কাঁপা কাঁপা গলায়)
কোন্ বাবুরে ভরসা পেয়ে করিস হেন বড়াই...
নাম জানিনে ধাম জানিনে হঠাৎ কেন এলো—
হঠাৎ এলে হঠাৎ যাবে, খনায় বলে গেল...
কার ভরসায় সিংহের সাথে করতে যাবি লড়াই...

[শিব হাসে]

চাষীরা ॥ (বুড়োকে পেয়ে) গাওনা বুড়ো ধরেছে রে, উচ্ছব জমেছে! বাজে টাক্‌ডুম...টাক্‌ডুম—

ছিদেম ॥ ও গাওনা বুড়ো!
আমার বাবুর ঝোলায় আছে এতখানি সাপ...

বুড়ো ॥ হাঁদুর পায়ে নত হয়ে ঐ সাপ চাইবে দেখিস মাপ...

চাষীরা ॥ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌, ভাগরে বুড়ো এ বাবু সে বাবু নয়...

ছিদেম ॥ আমার বাবুর মাথায় আছে এমন মোহন ঝুঁটি...

বুড়ো ॥ সেই ঝুঁটি তোর হাঁদুর পায়ে পড়বে দেখিস লুটি...
[শিব হাসে। গাওনা বুড়োর হাত ধরে নাচ শুরু করে। নন্দী-ভৃঙ্গীকেও টেনে নেয়, কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই। নির্জীব অনিচ্ছুকের মতো উল্টোপাল্টা পা মেলায়।]

চাষীরা ॥ ঘোড়াডাঙায় আইল নেতা শিবুবাবু তার নাম...
তার হাঁক শুনে হাঁদু সিংগি ভোলে বাপের নাম...

ছিদেম ॥ আমার নেতা নাচতে লাগে শাওন থৈ থৈ...

বুড়ো ॥ হাঁদু সিংগির তল মেলে না সে যে অথৈ...

চাষীরা ॥ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগরে বুড়ো আনতে বলিস মই...

ছিদেম ॥ বুড়ো মান্‌ষের বুদ্ধি কিছু নাই...
দেড়হস্ত তেনি আছে কাছাটুকু নাই...

[সকলে হৈ হৈ করে হেসে ওঠে]

সকলে ॥ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগরে বুড়ো ভাগ্‌...

বুড়ো ॥ (কাছা দেবার চেষ্টা করতে করতে)
ওরে পরের কাছা ধরে-করে কে জিতেছে কবে...
চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে...

সকলে ॥ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌রে বুড়ো ভাগ্‌...

বুড়ো ॥ (গাইতে গাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে)
চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে...
[গাওনা বুড়ো ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। শিব ঝুলি থেকে মুঠো মুঠো বাতাসা ছড়িয়ে দিল]

গোবর্ধন ॥ বাসাতা! বাসাতা! হরির্‌লুট ধরো গো!
[একজন চাষী-বৌ মস্তবড় ঘোমটা টেনে একটা ডালায় কিছু ফলমূল পানসুপুরি ও একঘটি জল নিয়ে এসে শিবের পায়ে প্রণাম করল।]

তাঁতী ॥ কতো পুণ্যি করেছিলে গো খুড়ি, শিবুবাবু হেঁটে তোমার ঘরে এলো...

শিব ॥ ওঠো...ওঠো...মা ভক্তিমতী, আমার লক্ষ্মীর মতো মেয়ে! ধন-ধান্যে লক্ষ্মী লাভ হোক্‌। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হোক্‌। বছর বছর কোলে সন্তান আসুক।

[বৌটি লজ্জায় আরও ঘোমটা টেনে কুঁকড়ে গেল]

বংশী ॥ এ-হেঁ-হে কত্তা, আর কটা দিন আগে যদি তুমি আসতে। হাঁদু সিংগি যে গড়পরতা সব ভে-ভে ভেসেক্‌টমি করে দিয়েছে গো!

[বৌটি বংশীর কানে কানে কিছু বলে]

বড্ড খুশি হয়েছে গো বাবু। গরিব মেয়ের ঘরে দুটো শাক-অন্ন খেতি হবে বাবু। (বৌটি বংশীর কানে কানে কিছু বলে) বলতেছে, ঘে-ঘে-ঘেন্না হবে না তো!

শিব ॥ (ছলছল চোখে) ঘেন্না! মেয়ের বাড়ি খাব, ঘেন্না!

ছিদেম ॥ শত হোক আমরা হলাম গরিবগুরো ইতরজন, তুমি হলে বাবু!

শিব ॥ বাবু! ওরে ওরে তোরা জানিসনে, তোদের মত ইতরজনের সঙ্গেই তো আমার ওঠবোস! ধন ঐশ্বর্য ভোগবিলাস আমার কিছু নেই। ধুলোয় শুই, ভস্ম মেখে ঘুরি, কাপড়ও পরিনে বড় একটা, শুধু বাঘছাল! ভূতপ্রেত ইতরজনের সঙ্গেই যে আমার পটেরে ছিদেম।

বংশী ॥ তাই কও! তুমি মোদের কেলাসের লোক! তাই এত বোঝো মোদের দুঃখু!

তাঁতী ॥ তোমারে একটা মিহি সুতোর কাপড় দেবার বড় সাধ হয়েছে বাবু!

গোবর্ধন ॥ আমি একটু ছ্যানা খাওয়াব। গোবর্ধনের হাতের ছ্যানা...না-না করেও ফেলতে পারবা না!

শিব ॥ দিস...দিস...চেয়েচিন্তেই তো আমার চলেরে...(একটি পান মুখে ফেলে) ও মেয়ে, একটু গুণ্ডি হবে?

ছিদেম ॥ গুণ্ডি!

শিব ॥ নিদেন একটু কাঁচা তামাক! আমার আবার একটু নেশা আছে কিনা...

বংশী ॥ তামাক! তামাক! বৌ তামাক...(বৌ কানে কানে কি বলে) ডালায় আছে!

শিব ॥ (ডালা থেকে তামাক নিয়ে) ঝুট্‌ঝামেলা চুকেবুকে যাক্‌...তারপর গিন্নিকে নিয়ে তোদের বাড়ি কটা দিন কাটিয়ে যাব। কী যে খুশি হবে তোদের হাসিভরা মুখ দেখলে...

বংশী ॥ (বৌটি বংশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই) বলছে, বাবার বে হয়েছে?

শিব ॥ বে না হলে তোরা হলি কোত্থেকে! দেখেছিস নন্দী, আমার সরস্বতীর মত কথা বলে!

গোবর্ধন ॥ তা মা ঠাকরুন কোথায়?

শিব ॥ বোধহয় গোসাবা!

ছিদেম ॥ গোসাবায় কি করে?

শিব ॥ একই কাজ। জোতদার শাসন করে...

বংশী ॥ কও কি, কত্তাগিন্নি দুজনে মিলে...

শিব ॥ মানুষের উপকার করে বেড়াই...সত্তুমি, অষ্টুমি, নওমী, দশুমী...জোতদার শাসন করে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই...মানে চান্‌টান করি! আবার পরের বছর!

নন্দী ॥ (চাপা গলায়) খুব জমিয়েছে !

গোবর্ধন ॥ তা তুমি পারো ! অতবড় লেঠেল, যার ভয়ে কেঁচো হয়ে ছিলাম অ্যাদ্দিন...স্রেফ নাচ দ্যাখায়ে ভির্মি খাওয়ায়ে দিলে...

শিব ॥ খাবে, ভির্মি খাবে, ডিগবাজি খাবে, শেষ দর্শনে গড়াগড়ি খাবে। (পান চিবুতে চিবুতে) আচ্ছা ছিদেম, ঘোড়াডাঙার জোতদার এরকম শক্তিশালী হয়ে উঠল কি করে, তোরা এতজনে তাকে এঁটে উঠতে পারিসনে !

ছিদেম ॥ মহাশক্তিশালী ! ভোটে দাঁড়ায়ে হয়েছে !

শিব ॥ ভোট ! ভোট আবার কিরে !

ছিদেম ॥ কচুপোড়া, ভোট কী তাই জানো না ? তোমারে যে গোড়া থেকে শট্‌কে পড়াতে হবে !

গোবর্ধন ॥ আজ্ঞে কত্তা, ভোট হোল গে এক পেরকারের ছিলিপ কাগুজ। আগের দিন রাত করে যাবতীয় কাগুজে স্ট্যাম্পো না ঝেড়ে...হাঁদুবাবু বাক্স ভর্তি করে রাখে...

ছিদেম ॥ পরের দিন সেই ছিলিপ কাগজ এট্টা এট্টা করে গুণে হাঁদুবাবু রাষ্টর মন্তিরি হয়ে যায়।

শিব ॥ কী কাণ্ড ! কোন খবরই রাখিনে ! তা রাষ্ট্রমন্ত্রী কি বস্তু ?

তাঁতী ॥ ঐ এক পেরকারের মন্তিরি—তানার দায়দায়িত্ব নেইকো, খালি পাওয়ার আছে।

শিব ॥ কিসের পাওয়ার ?

ছিদেম ॥ মহা যন্তরণায় পড়লাম তো ! (চেঁচিয়ে) পেরথমে খাদ্যবস্তু উধাও করার পাওয়ার...

বংশী ॥ ধান চাল চিনি কেরোসিন...

তাঁতী ॥ মাছ শাক আলু পটল...

বংশী ॥ পিদিম জ্বালানোর তেল...

গোবর্ধন ॥ মায় গরুর খাদ্য ভূষিটা পর্যন্ত...

শিব ॥ ফু-উস্ ! ও বাবা, ফুসমন্ত্রে সে যে আমার বাবা ! দ্যাখো কাণ্ড ! কিছুতেই শালাকে ছকে উঠতে পারছিনে।

ছিদেম ॥ ল্যাও ঠ্যালা, এখনও ছকেই উঠতে পারলে না, তুমি তারে শাসন করবা ? গ্যাঁজা খাও ?

শিব ॥ আছে ?

ছিদেম ॥ কি ?

শিব ॥ গ্যাঁজা...

সকলে ॥ খাও— ?

শিব ॥ (বেফাঁস হয়ে গেছে বুঝে) উঁহু, শুঁকি। তা খাদ্যদ্রব্য কি করে উধাও করে রে ?

ছিদেম ॥ উঃ, পাগল হয়ে যাবো তোমার পোশ্নে ! (চিৎকার করে) বড় বড় ব্যাওসাদার

মহাজন...বোঝ !...গোডাউনে চাবি দিয়ে রাখে ! তারা সব রাষ্ট্ররমন্তিরির স্যাঙাৎ !

তাঁতী ॥ মালকড়ি গুদোমে চেপে পরের পর দাম বাড়ায়ে যায় !

শিব ॥ দামও বাড়ে ?

ছিদেম ॥ বাড়ে না ? ধরো চার পয়সার এককোষ তেল কিনে বেহ্মতালু ভিজিয়ে তুমি দেখলে মনমতো হলো না...আর এক কোষ তেলের জন্যে হাত বাড়ালে...দ্যাখবা সেই তেলের দাম তখন আশী পয়সা !

শিব ॥ বলিস কী রে ? তেলটা ব্রহ্মতালুতে ডলার ফাঁকেই চার থেকে আশী ! মূল্যমান কখনোই স্থির থাকে না...তাই না ?

ছিদেম ॥ বলো ছকে উঠতে পারছিনে !

শিব ॥ পারছিনে রে—

ছিদেম ॥ এ জম্মেও পারবা না !

নন্দী ॥ ফালতু গ্যাঁজাচ্ছো কেন ?

শিব ॥ চুপ !

ছিদেম ॥ এক চৌকিতে বসে শতখানেক পোশ্ন করে যাচ্ছো !

শিব ॥ তোরা খাস কী ?

ছিদেম ॥ শাপ্‌লা, পুকুরের গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাঙ !...বলো, ব্যাঙ কি ?

শিব ॥ (হেসে) ব্যাঙ কী রে ?

ভৃঙ্গী ॥ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ! কোলা ব্যাঙ !

বংশী ॥ তাও ভুলতে বসিছি ! জোতদার রাষ্ট্ররমন্তিরি তাও ধরে ধরে ভিন দেশে চালান লাগাচ্ছে !

শিব ॥ কী কাণ্ড ! আচ্ছা ভেসেক্‌টমি কী রে ?

ছিদেম ॥ ভেসেক্‌টমি হলো...(হাঁটুর ওপর খানিকটা কাপড় তুলে নামায়) বৌঠান, এক ঘটি জল দাও দিকি আমারে ! ইনি যে কি করে জোতদার শাসন করবে তাই বুঝে উঠতে পারতিছিনে !

শিব ॥ (পান চিবুতে চিবুতে) করে দেব ! হালুয়া টাইট করে দেব ! হুঁ, দেশের অবস্থা খুবই খারাপ... !

নন্দী ॥ কি রকম গম্ভীর মুখে পেঁয়াজি মারছে দ্যাখ—চল তো। বঝবে ঠ্যালা !

শিব ॥ কোথায় যাচ্ছিস র‍্যা ?

নন্দী ॥ ব্যাঙ ধরতে ! চ—

[নন্দী ভৃঙ্গী চলে যায়]

শিব ॥ যা, ধরে আন। হুঁ, ব্যাঙ ক্রমশ অমিল হয়ে যাচ্ছে ! খাদ্যদ্রব্য ফুস্‌ ! হুঁ ! অবিশ্যি গত সনে বাবুঘাটে বসে আমি সেটা টের পেয়েছিরে বংশীবদন...

বংশী ॥ কলকেতার বাবুঘাটে !

শিব ॥ কি বড় বড় ইলিশ মিলতো আগে বল ! এতখানি-খানি ! কী তেল ! পেটপোরা ডিম ! আগে আগে আমি আর গিন্নি বিসর্জনের দিন বাবুঘাটে

বাঁশ দিয়ে ডুবসাঁতায় কেটে ইলিশ ধরতাম। বাড়ি ফিরে কত খ্যান্নাবান্না হতো! কিন্তু গত কয়েক বছর...

বংশী ॥ ক' বছর?

শিব ॥ গেল কয়েক বছর ঐ বিসর্জনের দিন...ঐ বাবুঘাটে...ঐ ডুবসাঁতার দিয়ে আমি আর গিন্নি ঐ দুজোড়া কোঁচড়ে বেঁধে...বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, কোঁচড়ে দুজোড়া লাশ!

সকলে ॥ লাশ!

শিব ॥ বোঝ! মাত্র ক'বছরের ব্যবধানে কলকাতার গঙ্গায় ইলিশের বদলে লাশ বাস করছে!

[নেপথ্যে মাইকে ঘোষণা হয়]

ঘোষণা ॥ (নেপথ্যে) বাতিল। বাতিল। বাতিল। ঘোড়াডাঙার চৌহদ্দির মধ্যে সভাসমিতি বাতিল। হাঁদুবাবুর অর্ডার!

শিব ॥ কী বলছে? সভা বাতিল। হুঁ, দেশের অবস্থা খুবই খারাপ! ঘোড়াডাঙার দত্যি! যতো সোজা ভেবেছিনু...নয়কো। ব্যাটা তোদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ষাঁড়ের মত মোটা হচ্ছে। ব্যাটাকে এমন শিক্ষে দেব, মজুত মালকড়ি বাপ-বাপ বলে ছেড়ে দেবে—

সকলে ॥ তাই দ্যাও কত্তা।

ঘোষণা ॥ (নেপথ্যে) বিদেশী লোকজন পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোড়াডাঙা ছাড়ো। একশো চুয়াল্লিশ ধারা...কার্ফু। কার্ফু।

[শিব উঠে দাঁড়ায়]

শিব ॥ আজ উঠি রে ছিদেম।

সকলে ॥ কোথায়?

শিব ॥ যাই দেখি ওরা দুটো কোথায় গেল! বেলা পড়ে এলো...ফিরতে হবে তো!

ছিদেম ॥ ফিরতে হবে মানে।

শিব ॥ এখানে বসে থাকলে কি আমার চলে, কাজ আছে না? আচ্ছা, আসছে বছর আবার সব দেখা হবে তোদের সঙ্গে...কেমন? ভালো হয়ে থাকিস সব...কেমন?

[শিব প্রস্থানাদ্যত]

ছিদেম ॥ সে কি! জোতদার শাসন করবা না?

শিব ॥ এ যাত্রায় আর হলো কই? কার্ফু করে দিল! (পান খেয়ে) সঙ্গের ছেলে দুটো ভয় পেয়ে গেছে! পরের বছর এসে—শাসন আর কি করব, মেরে দিয়ে যাবোখন—কেমন?

সকলে ॥ পরের বছর মারবা মানে! এই যে বললে আজ!

শিব ॥ (হেসে) আজ আর হবে না। গিন্নিকে খুঁজতে যাবো—চলি রে, কেমন—

ছিদেম ॥ মামদোবাজি? এত কাণ্ড করে এখন 'চলি রে, কেমন'?

গোবর্ধন ॥ না থাকবা তো নায়েবরে ঢোল মারলে কেন?

শিব ॥ হাতের কাছে ছিল, মেরে দিয়েছি!

তাঁতী ॥ বাঁধাবার বেলা বাঁধাতে পারলে...ধকল নেবার বেলা ফড়ুৎ!

ছিদেম ॥ আগুন জ্বালায়ে সুড়ুৎ!

[হঠাৎ শিব ছুটে বেরুতে যায়, বৌটা শিবের কাছা টেনে ধরে]

শিব ॥ একি! একি! একি করিস মা লক্ষ্মী, ছাড়্!

ছিদেম ॥ কি ছাড়বে? সে উদিকে অস্তর শানাচ্ছে।

শিব ॥ পরের বছর ফয়সালা হবে।

ছিদেম ॥ সে পর্যন্ত আমরা কি বেঁচে থাকবো...দাঁড়াও..

শিব ॥ ছাড়ো...মা লক্ষ্মী ছাড়ো...কাছা খুলে যাবে যে...আচ্ছা, নে এটা ধর্!

[জটার মধ্যে থেকে একটা পাতা নিয়ে এগিয়ে দেয়]

ছিদেম ॥ (পাতাটা শুঁকে) বেলপাতা!

শিব ॥ বিষ্যুৎবারে বিষ্যুৎবারে বাসিপেটে উত্তর-মুখো হয়ে তিনবার মাথায় ঠেকাস বাপধনেরা, দেখিস, জোতদার তোদের কিচ্ছু করতে পারবে না!

ছিদেম ॥ সাতকাহন রামায়ণ গেয়ে বেলপাতা ঠেকায়ে যাচ্ছো। টোটকা।

শিব ॥ কাজ হবে রে, ফেলিসনে! ছাড়্...ও মা লক্ষ্মী কুলবধূ, বাপের কাছা খুলতে নেই মা...ছিঃ মা...কাদের পাল্লায় পড়লাম রে!

ছিদেম ॥ কত্তা, এবার তোমারে যে আমরা ছকে উঠতে পারিনে!

শিব ॥ দিলো দিলো...কলাবৌ-র সামনে সব খুলে দিলো...কী ডাকাত মেয়েছেলে! ছাড়্! কার্ফু জারি হয়ে গেছে!

ছিদেম ॥ বুড়ো ভয় পেয়ে গেছে রে!

শিব ॥ ভয়। আচ্ছা চল্...বেটাচ্ছেলেকে শাসন করে আসি।

তাঁতী ॥ তাই করো।

শিব ॥ করছি। সে বেটাচ্ছেলেরও এদিকে আসার নাম নেই, আমারো সময় নেই...চল্ বেটাকে বাড়ির ওপর ফেলে এমন সাজা দেব না...দশ জম্মে ভুলতে পারবে না!

ছিদেম ॥ তার বাড়ির ওপর তারে মারবা! মুখের কথা!

শিব ॥ আমার মুখের কথাতেই কাজ হয়! বিশ্বাস হচ্ছে না, না?

তাঁতী ॥ আমরা কিন্তু তার গায়ে হাত দিতে পারবো না!

শিব ॥ (খিঁচিয়ে) তোদের কে হাত দিতে বলেছে! হাত দেব আমি! হাতও দেব না...ফুঁ দেব...বুদবুদের মতো ফুটফুট করে ফুটে যাবে!

ছিদেম ॥ খালি ফুঁ! লাঠি লাগবে না!

শিব ॥ লাঠি! লাঠি কি হবে? দূর দূর! ফুঁ! ফুঁ! ভেবেছে কি, মানুষের বুকের রক্ত খাবে...ব্যোম্! ফুস্স্...

[পুরুত ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

পুরুত ॥ বোমা!

বংশী ॥ আরে বড়লোকের ঠাকুর যে, হেথায় কি মনে করে?

পুরুত ॥ (এগিয়ে শিবের গায়ে শান্তিজল ছিটিয়ে) বোমা কেন? বোমা কি হবে? কে খাবে? কখন...

শিব ॥ গায়ে জল দিচ্ছিস কেন রে?

পুরুত ॥ শান্তিবারি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

ছিদেম ॥ বারি তোমার বাবুর গায়ে দেওগে ঠাকুর!

পুরুত ॥ ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! আপনার বোধহয় দিল্লীতে হাত আছে—

শিব ॥ দিল্লী! দিল্লীতে হাত কি রে? এই তো আমার হাত!

পুরুত ॥ না বললে চলবে না, দিল্লীতে হাত না থাকলে এতো রোয়াবি তো আসে না দাদা!

শিব ॥ এটা কী বলে রে!

পুরুত ॥ নির্ঘাৎ দিল্লীশ্বরের লোক! দাদা...আমি আপনার গুরুপে!

[শিবের পায়ের ওপর পড়ে]

শিব ॥ গুরুপ্! এই...এই...

পুরুত ॥ মাইরি বলছি, ও শালা হাঁদু সিংগিরে আমি কোনো কালে দেখতে পারিনে! আমাকে গোরু-খাটান খাটিয়ে নেয়! পেন্নামি দূরে থাক, নামাবলী পাল্টানোর মূল্যও দেয় না! শ্রীচরণে ঠাঁই দিন শিববাবু!

তাঁতী ॥ ও, বেগতিক বুঝে এখন...যাও, সরে পড়ো ঠাকুর! ভাগো...

পুরুত ॥ এ কী বলছিস ভাই তাঁতীবন্ধু? আমি চিরকালই তোদের গুরুপে...মানে তোদেরই কেলাসে...

ছিদেম ॥ আজ আমার কেলাসে! আর বাপের শ্রাদ্ধে যখন তোমারে ডাকতি গেলাম...তখন কোন্ কেলাসে ছিলে!

পুরুত ॥ এবার তোর বাপ মরলে আমি নিশ্চয় আসব! শ্রীচরণে ঠাঁই দিন শিববাবু!

শিব ॥ (ছলছল চোখে) দে দে, ওরে ছিদেম, হতভাগারে মাপ করে দে!

ছিদেম ॥ (চিৎকার করে) চুপ মারো! ওরে চেনো না, ঝোলে লাউ অম্বলে কদু! হাঁদু সিংগি স্পাই করতে পাঠালো!

পুরুত ॥ না না...মাইরি না...পা ছুঁয়ে বলছি শিববাবু...

শিব ॥ ওরে কাঁদছে যে!

ছিদেম ॥ কাঁদতে দ্যাও! সুযোগমত ঠিকই হাসবে!

শিব ॥ কী নিষ্ঠুর তোরা!

পুরুত ॥ (পা ধরে) শিববাবু...আমার কি হবে!

শিব ॥ আমার কিচ্ছু করার নেই রে! ওরা যা বলবে তাই হবে! তুই বরং বেলপাতাটা নিয়ে যা..

বংশী ॥ তাই যাও, তুমি বে-বেলপাতা নিয়ে যাও! উ-উত্তরদিকে মুখ করে মাথায় ঘ'ষো!

পুরুত ॥ একটু ঠাঁই হবে না কাকু?

ছিদেম ॥ (শিবকে) তোমারেও বলি বাপু, যার-তার কান্না শুনে গ'লে যেয়ো না! তুমি বড্ড দুব্বল-চিত্ত!

শিব ॥ কী, আমি দুর্বল। হাঃ হাঃ হাঃ! খুব শক্ত! এই দ্যাখ্...শক্ত কিনা দ্যাখ্! (ঠাস ঠাস পুরুতের গালে চড় মেরে) হাঃ হাঃ হাঃ! আবার দেখাবো? না, থাক্!...তোরা লোকজন যোগাড় কর। এখুনি যাত্রা করব। সে বাঁদর দুটো কোথায় গেল রে! নন্দী-ভৃঙ্গী। ওরে নন্দী-ভৃঙ্গী! (ঘুরে পুরুতের মুখের সামনে চড় তুলে) আবার দেখাবো?

চাষীরা সকলে ॥ জয়...শিববাবুর জয়...
জয়...চাষার নেতার জয়...
জয়...ঘোড়াডাঙার গরিব মান্ষের জয়...

[শিবের পিছু সকলে বেরিয়ে গেল]

পুরুত ॥ (চড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে) ঘোড়াডাঙার চাকা ঘুরে যাচ্ছে! এরাই জিতবে! মা—মাগো। আমার কী হবে গো।

[বাইরে নন্দী-ভৃঙ্গীর প্রমত্ত হাসি শোনা গেল। বাসিনী সিদ্ধির পাত্র হাতে ঢুকল]

বাসিনী ॥ (হতাশ গলায়) মা মাগো। এখনও মরল না।

পুরুত ॥ কে!

বাসিনী ॥ ঐ যে তোমার ন্যাতা বাবাজীর চেলা দু'টো। এতো বিষ খাওয়ালুম—

পুরুত ॥ বিষ খাওয়ালি?

বাসিনী ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ! দু ভাঁড় সিদ্ধির সাথে দু বোতল ফলিডল! যার এক ফোঁটা পেটে গেলে, ঠাকুর, তুমি এতক্ষণে ঘাটে পৌঁছে যেতে!

পুরুত ॥ দু বোতল ফলিডল হজম।

বাসিনী ॥ বাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। বড়মুখ করে বলে এসেছিনু, বাবু বুড়োটারে না পারি গেঁড়ে দুটোকে পারব' ছোঁড়াদুটো বিলের ধারে বসে গান গাচ্ছিল, হাতে-নাতে পেয়েও গেলাম...

পুরুত ॥ বিষও ফেল! পারবিনে...পারবিনে...ও বাসিনী, চাকা ঘুরে যাচ্ছে!

বাসিনী ॥ (কোমরে কাপড় জড়িয়ে) বাসিনী জম্মে কারো কাছে হারেনি, বুঝলে? দুটো পুঁচকে ছোঁড়া!...আয় রে আমার সেঁকোবিষ।

[আঁচল থেকে সেঁকো বিষ পাত্রে ঢেলে ঘুঁটতে ঘুঁটতে]

মারতে না পারলে বাবুর খাতা থেকে বাসিনীর নাম খারিজ হয়ে যাবে গো! সেঁকোবিষ আর হজম করতে হয় না, হ্যাঁ!

[নন্দী ভৃঙ্গী বেদম সিদ্ধি খেয়ে টলতে টলতে ঢুকল]

পুরুত ॥ পারবিনে, পারবিনে বাসিনী! দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি হাঁদু সিংগির গ্যাস লিক হয়ে যাচ্ছে! মা...মাগো...ওমা রক্ষে করো মা!

[পুরুত ছুটে বেরিয়ে গেল]

নন্দী ॥ (ডাকে) বাসু...বাসু...

ভৃঙ্গী ॥ ওগো কোথায় গেলে গো ! (বাসিনীর সামনে বসে) ওগো মমতাময়ী সুন্দরী বাসিনী...

নন্দী ॥ (বাসিনীর আর এক পাশে এসে) বাসু...টুকটুকি ! আমার গরমমশলা ! টোপাকুল !

ভৃঙ্গী ॥ ওগো মনোহারিণী...হৃদয়দাহিনী বাসিনী !

নন্দী ॥ আমায় ভালবেসেছ ! (গুনগুন করে) ভালবেসে বেসে বাসোরে ভালো...নইলে বেসো না...বলো বাসু, ঐ বৌ-কথা-কও পাখিটাকে সাক্ষী করে বলো, ভালবাসি...ভালবাসি...

ভৃঙ্গী ॥ ওগো বাসিনী, এমন রূপবতী আগে দেখিনি

নন্দী ॥ বাসু...বাসু, আমি তোমার লক্কা পায়রা !

ভৃঙ্গী ॥ ওগো আমি তোমার চিত্তচকোর।

নন্দী ॥ গেঁড়ে মুকুন্দ ! যত আদ্যিকালের বুলি ধরেছে ! (ভৃঙ্গীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে) শোন্ শোন্ শুনে শেখ...আমি তোমার কোমরের ঘুন্সি রাণী।

[বাসিনীর সেঁকোবিষ মেশানো শেষ হলো। নন্দীর হাত ছাড়িয়ে ভৃঙ্গীর কাছে গেল।]

ভৃঙ্গী ॥ ওগো...

নন্দী ॥ ওর গায়ে হাত দিও না সোনা ! বাবার চামচাগিরি করে করে বাবার মত ভাঁড় বনেছে ! ন্যাকাষষ্ঠী। এদিকে এসো...

বাসিনী ॥ (ভৃঙ্গীর কাছে গিয়ে) এই তো আমি। মরণ। চোখে হারাও কেন ?

নন্দী ॥ বাসু ! ও ভাঁড়টার গায়ে তুমি হাত দিয়ো না !

বাসিনী ॥ ভাঁড় হোক্, কলসী হোক্, যা আছে আমার আছে, লোকে বলতে এলে পালক ছাড়িয়ে নেব...

[ভৃঙ্গীর গায়ে হাত বুলায়]

ভৃঙ্গী ॥ হ্যাঁগা...

বাসিনী ॥ কী গা—

ভৃঙ্গী ॥ হে সুন্দরী, তুমি আমার পত্নী হবে ?

বাসিনী ॥ হব না ? বাসিনী আলতা পরে বসে আছে গা !

নন্দী ॥ আমি এত সেজেগুজে এলাম ! আমায় ফেলে শেষকালে ঐ ন্যাকাষষ্ঠীকেঁ...

ভৃঙ্গী ॥ হ্যাঁগা...

বাসিনী ॥ কী গা...

ভৃঙ্গী ॥ বক্ষে এসো রাণী।

[বাসিনীকে বুকে টেনে নেয়]

নন্দী ॥ বাসু...(নিজের জুল্পি খিমচে ধরে) এ জুল্পি আমি কার জন্যে রেখেছি !

বাসিনী ॥ বিয়ে করে রাখবে কোথায় গো ?

ভৃঙ্গী ॥ মাঠে মাঠে ঘুরব, নেচে নেচে বেড়াব রাণী !

বাসিনী ॥ খাওন-পরন ?

ভৃঙ্গী ॥ মাত্তর চারটে দিন, সত্তুমি, অষ্টুমী, নওমী, দশুমী...পেসাদ খেয়েই কাটিয়ে দেব সুন্দরী।

বাসিনী ॥ পেসাদে নয় চারদিন কাটালে...তারপর কি হবে গা...

ভৃঙ্গী ॥ তারপর আমি চলে যাব গা।

বাসিনী ॥ সেকি। আমায় ফেলে।

ভঙ্গী ॥ অনেক দূরে গা। আর দেখা হবে না গা। আমরা শুধু চারদিনের স্বামী-স্ত্রী গা। মাত্তর চারদিন আমাদের গায়ে-গা।

বাসিনী ॥ পোড়াকপাল বাসিনীর, মাত্তর চারদিনের জন্যে।

ভঙ্গী ॥ মন্দ কি গা।

বাসিনী ॥ না, মাত্তর চারদিনে আমার হবে না। আমি ঘর করব, সোয়ামি-পুত্তুর নিয়ে সংসার করব। (নন্দীকে) তুমি চিরদিন রইবে গা?

আমাকেও চলে যেতে হবে বাসু।

ও, ফুর্তি করার কোকিল সব। কাকের বাসায় ডিম পেড়ে ভেগে যাবে। মেয়েটার কি হবে?

বিরহ। এ হলো স্বর্গীয় প্রেম বাসু, মেয়াদ চারদিন।

(স্বগত) পেবেম টগবগ করছে। এইবার মরবি শালা।...শোনো গো রাঙাপাখিরা, দু'জনকেই মনে ধরেছে। পাত্তরে সিদ্ধি রেখেছি, বাসিনীর হাতের শরবৎ। যে আগে পাত্তর খালি করতে পারবে, পোড়াকপালি তারেই মালা দেবে গো।

[বাসিনী মালসাটা মাটিতে রাখে। নন্দী ও ভৃঙ্গী দুপাশ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে সিদ্ধি খেতে থাকে।]

বাসিনী ॥ (কপালে হাত ঠেকাতে ঠেকাতে) এই চুমুক যেন শেষ চুমুক হয়। একবারে শুয়ে পড়। জিব ম্যাল। গোঙা। মর মর যতো ফুর্তিবাজ।

[নন্দী ও ভৃঙ্গী নিথর হয়ে ঢলে পড়ল]

বাসিনী ॥ (হেসে) মরেছে। মরেছে। খতম।

[নন্দী ও ভৃঙ্গী গুনগুন করতে করতে মাথা তুলল]

বাসিনী ॥ (আতঙ্কে) আঁ—

[নন্দী ও ভৃঙ্গী সাপের মতো অর্ধদেহ খাড়া করে গান গায়।]

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ বঁধু ধরো ধরো...মালা পরো গলে...

বাসিনী ॥ জ্বলছে না? বুক জ্বলে না?

ভৃঙ্গী ॥ আহা। জ্বলবে কেন প্রিয়ে? সিদ্ধি কি আজ খাচ্ছি।

বাসিনী ॥ বিষও কি রোজ খাস।

নন্দী ॥ বিষে আমাদের কিছু হয় না টুকটুকি। আমরা যে নীলকণ্ঠের বাচ্চা।

[দুদিকে দু'জন বাসিনীকে জড়িয়ে ধরে]

বাসিনী ॥ (কাঁদো-কাঁদো গলায় ওদের ছাড়াতে ছাড়াতে) ভূত! ভূত! ছাড়্! ছাড়্!

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ বঁধু বলো বলো কারে দেবে মালা...

জ্বলে ধিকি ধিকি বুকে প্রেমজ্বালা...

[বাসিনী ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। ওরা দুজনে আঁচল ধরে ঝুলতে ঝুলতে গেয়ে চলেছে।]

বাসিনী ॥ দূর হ, দূর হ!

[শিব ঢোকে]

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ পেন্নাম করো বাসু, তোমার শ্বশুর!

[বাসিনী চোখে আঁচল দিয়ে পালায়। শিব নন্দীর চুলের মুঠি ধরে তোলে। ভৃঙ্গীর মাথায় চুল না পেয়ে শিবের হাত স্লিপ্ করায় ভৃঙ্গী রেহাই পেল।]

ভৃঙ্গী ॥ (নন্দীর পরিণামে হেসে) আর একটু বড় চুল রাখ...হি হি হি...দ্যাখ্, নেড়া হলে কত সুবিধে! আমায় ধরতে পারে না!

শিব ॥ সিদ্ধি টেনে মৌতাত হচ্ছে! আর আমি একটু গুড়িও পাইনে! কাঁচা তামাক!

নন্দী ॥ সাধ করে যদি মরো আমরা কি করব!

ভৃঙ্গী ॥ আমরা মাল খাব, প্রেম প্রণয় করব...

নন্দী ॥ যতো চাকর-বাকরের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে! ভূতনাথগিরি ছাড়বে?

শিব ॥ মালটা দিল কে...ওই ছুঁড়িটা!

নন্দী ॥ হ্যাঁ, হাঁদুবাবু পাঠিয়ে দিয়েছে!

শিব ॥ তোরা তাই খেলি? আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছিষ্ট!

নন্দী ॥ প্রতিদ্বন্দ্বী! কোথায় খাপ খুলতে এয়েছো শম্ভু! এর নাম ঘোড়াডাঙা! হাঁদুবাবু তোমার থোবনা পাংচার করে দেবে!

শিব ॥ তোরাও একথা বললি! ওদের না হয় আমি দর্শন দিচ্ছিনে বলে আমার মহিমে ধরতে পাচ্ছে না। কিন্তু তোরা...নন্দী ভৃঙ্গী...দেখিসনি আমার নরকাসুর বধ...দৈত্যকুল বিনাশ...আমার দক্ষযজ্ঞ...আমি মহাপ্রলয়কর্তা শিব...

ভৃঙ্গী ॥ ধ্যাত্তেরি তোর শিব! জোতদার শিবেরও অসাধ্যি!

[শিব বাক্যব্যয় না করে নন্দী ও ভৃঙ্গীকে কাঁধে তুলে নেয়, ঠিক সতীদেহ যেমন করে নিয়েছিল]

শিব ॥ (কলা-বৌকে) চলি গিন্নি, জোতদার শাসন করে আসি। (একটু থেমে) নাড্ডিপুড্ডি! তোমার তো এখনো প্রাণই পিতিষ্ঠে হয়নি!

[শিব নন্দী ভৃঙ্গীকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কলা-বৌ-এর ওপর আলোটা কেন্দ্রীভূত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

অন্ধকার মঞ্চে হাঁদু সিংগির মুখে চুরোট জ্বলছে। অন্ধকারে আগুন বাড়ছে কমছে। নায়েব একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।]

হাঁদু ॥ ছাগল! রামছাগল! আমার নাকের ডগায় বসে চাষা খ্যাপাচ্ছে! (নায়েবের কান্না শোনা গেল) ডু ইউ নো, হোয়াট উইল বি আফটার...ওরা একবার ক্ষেপে গেলে?

নায়েব ॥ (কেঁদে কেঁদে) মাথাটা ট্যাবলা করে দিয়েছে বাবু, ইঃ এত্তোবড় ঢোল—

হাঁদু ॥ এরপর ধুলোয় গড়াগড়ি খাবি সব। ওই চাষারা ধরে ধরে তোদের এক-একটাকে গিলে খাবে। একটা লাশ...সারা দিনের মধ্যে একটা লাশ নামাতে পারল না! (নায়েব কেঁদে ওঠে) ওরে ওরা যে আমার একজিস্‌টেন্‌স লুপ্ত করে দেবে রে শালা।

নায়েব ॥ (কেঁদে কেঁদে) দশমণ ওজন...এক হাতে তুলে...পেতলের আংটা বসানো ঢোলখানা...ধাঁই করে...

হাঁদু ॥ আবার ঢোল। কোন্‌কালে ঢোল খেয়েছে...কতো ঘাটের জল গড়িয়ে গেল...শালা এখনো সেই ঢোল ধরে বসে আছে।...আমার ঘোড়াডাঙা বেদখল হয়ে যাচ্ছে! আমার ঘোড়াডাঙা! আমার বাপের ঘোড়াডাঙা...হাঁদু সিংগির চোদ্দ পুরুষের ঘোড়াডাঙা। পুলিশে খবর গেছে?

নায়েব ॥ সদরে লোক পাঠিয়েছি অবিলম্বে দু'গাড়ি ঢোল পাঠাতে—

হাঁদু ॥ ঢোল পাঠাতে।

নায়েব ॥ (সামলে) পুলিশ পাঠাতে...

হাঁদু ॥ দ্যাখ্‌ শালা, তোদের দৌড়! একটু আন্দোলন হয়েছে কি না হয়েছে... পুলিশ খুঁজতে হচ্ছে। সরকারী হেল্প। হাঁদু সিংগির নিজের কোনো ফুটিং নেই। যতো রঙ হর্স ব্যাক করে করে—

[হন্তদন্ত হয়ে ঢুলী ঢোকে]

ঢুলী ॥ বাবু-উ।

হাঁদু ॥ আবার কী।

ঢুলী ॥ ওরা এদিকে আসছে বাবু...

নায়েব ॥ সেই ঢোল?

ঢুলী ॥ হ্যাঁ, সেই ঢোলমারা বাবু। (হাঁপাতে হাঁপাতে) পেছনে চাষাপাড়া! সারা ঘোড়াডাঙা। রৈ রৈ করছে। মেরে ধুনে দেবে বাবু-উ!

নায়েব ॥ আগের বারে ঢোল দিয়ে মেরেছিল...এবারেও কি ঢোল দিয়ে মারবে বাবু।

হাঁদু ॥ মেরে ঢোল বানাব তোকে। চুপ।

ঢুলী ॥ ফটক বন্দ করে দেব বাবু।

হাঁদু ॥ না, খোলা রাখ্‌। ঢুকতে দে।...বাঘের গুহায় ঢুকছো নেতাবাবাজী। এসো, থাবাখানা দেখে যাও! থাবা।

নায়েব ॥ বাবু...

হাঁদু ॥ ভাল করে আপ্যায়ন করতে হবে! বন্দুকটা ভরে রাখ!

[নায়েব ও ঢুলী ছুটে বেরিয়ে গেল।]

মা—মাগো! জীবনে তোর হাঁদু এমন সঙ্কটে পড়েনি মা! সামনে ভোট! এখুনি নেতাটাকে কোতল করতে না পারলে, ঘোড়াডাঙার ভোট পাবো না! কি করে ঠেকাবো! মাগো, সারাজীবন তোর ভজনা করলুম...বুদ্ধি দে, বল দে...ওমা জগদিশ্বরী, দেখা দে মা...দেখা দে...

[হাঁদু বেরিয়ে গেল। ধীর ধীরে চালচিত্রের খোপগুলিতে আলো ফুটে উঠল। মধ্যখানের খোপে মা-দুর্গার মূর্তি শোভা পাচ্ছে। দুপাশে কার্তিক ও গণেশ। লক্ষ্মী সরস্বতীর খোপ দুটি খালি। যথাক্রমে প্যাঁচা ও হাঁস বসানো। মা-দুর্গা মধ্যিখানে মুদ্রিতনয়না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। চালচিত্র ঘিরে লাল-নীল টুনি-বাল্‌ব জ্বলছে নিবছে। গণেশ অনাবৃত ভুঁড়ির ওপর হাতপাখা ঘোরাচ্ছে আর ঢেকুর তুলছে—হেঁৗ হেঁৗ! কার্তিকের মুখ গম্ভীর।]

কার্তিক॥ মা! ও মা! (দুর্গার সাড়া পাওয়া গেল না। গণেশকে—) শুনছ বড়দা, অবস্থা খুব খারাপ! এক্ষুনি একটা লড়াই বাঁধছে! ওদিকে ঘোড়াডাঙার মানুষ...তাঁতী কলু জেলে চাষী...এক হৃদয়বান নেতার নেতৃত্বে তারা জোট বেঁধেছে...এগিয়ে আসছে! এদিকে জোতদার হাঁদুবাবুও অস্ত্র শানাচ্ছে! এই মুহূর্তে সেই জোতদারের প্যাণ্ডেলে চুপ করে বসে থাকা যায় না বড়দা! লোকে বলবে কি বড়দা! চলো সব বেরিয়ে পড়ি! ওদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই নরাসুর জোতদারটাকে ধ্বংস করি!

গণেশ॥ হেঁৗ! হেঁৗ!

কার্তিক॥ বসে বসে খালি ঢেকুরই তুলছ বড়দা...

গণেশ॥ সারাদিন পুজোআচ্চা গেল! ধকল গেল! দেবতা বলে কি রেস্ট নেব না কাতু?

কার্তিক॥ তাহলে রেস্টই নাও, হাঁদু ওদের সব ফর্সা করে দিক! মানুষ কেটে চান করুক!...আমরা উপস্থিত থাকতে ব্লাডশেড হবে!...শেম! শেম! শেম বড়দা!

গণেশ॥ হাঁদুবাবুকে মারব কি রে! পেটের ভেতর এখনো তার ভাত গজগজ করছে। হেঁৗ!

কার্তিক॥ বড়দা, তুমি চিরকাল বড়লোকের পোঁ-ধরা...সবাই জানে গণেশের ইঁদুর চিরকাল বড়বাজারের গুদামঘরেই ল্যাজ নাড়ে...

গণেশ॥ হেঁৗ! যার প্যাণ্ডেলে দাঁড়িয়ে আছিস—তারেই মারবি! ছিঃ!

কার্তিক॥ চাইনি, হাঁদুর প্যাণ্ডেলে আমি উঠতে চাইনি! কিন্তু তখন তোমাদের যা টলমলে অবস্থা—সামনে পেয়েছি উঠে পড়েছি! লজ্জা করছে না বড়দা, হাঁদুর দেওয়া তাগা পরে হাত ঘোরাতে? খুলে ফ্যালো...

গণেশ॥ যে বলছে সে আগে গলার মবচেনটা খুলুক!

কার্তিক॥ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে পরেছি! নইলে ঘেন্না হয়! (গলার চেন খুলে ফেলে) মা ঘুমুচ্ছে! জেগে উঠে যদি শোনে আমরা দুর্গত দরিদ্র মানুষ রক্ষা করিনি...চলো বড়দা, ওদের মদত দিই!

গণেশ॥ হেঁৗ!

কার্তিক॥ ওফ্! গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে!

গণেশ॥ তুমি খাওনি? সরো আর লক্ষ্মী বলছিল, ওবেলা নাকি মোষের টেংরিখানা একাই মেরেছো!

কার্তিক ॥ চুপ করো ! লক্ষ্মী সরো দুটোই সমান ! সরস্বতীটা তো মোস্ট ইনএকটিভ ! ওর হাতে পড়ে স্কুল-কলেজগুলো এক একটা শুঁড়িখানা হয়ে যাচ্ছে ! ছুরি বাগিয়ে ছাত্রগুলো মাস্টার-পণ্ডিতের পেট চিরছে ! বই ফেলে টুকছে...সে দুটো গেছে কোথায় ?

গণেশ ॥ লক্ষ্মী গো-গো-গগল্‌স পরে হাওয়া খেতে গেছে—আর সরস্বতী জীন্‌স পরে বীণ বাজাচ্ছে ! ওদের বোধহয় এবার আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবি না কাতু...

কার্তিক ॥ ওই করুক...ফ্যাশন করে ঘুরুক...ধ্বংসস্তূপের ওপর বীণা বাজিয়ে বেড়াক...আর তুমি ঢেকুরই তোল...

গণেশ ॥ একা পেয়ে কেন আমাকে খুচখুচ ব্যানটারিং করছিস কাতু ? জানিস তো...হ্যৌ...আমি হাঁদুবাবুর বিরুদ্ধে ন গচ্ছামি...বুঝে দ্যাখ কাতু...

কার্তিক ॥ থাক্ থাক্, আর সাফাই গাইতে হবে না ! চিনে গেছে...দুনিয়ার মানুষ তোমাদের চিনে গেছে ! তোমরা লেবু শসার লোভে এখন বোধহয় হাঁদু সিংগির গোলামিও করতে পারো। পারচেজ্‌ড। মানুষ তোমাদের ডামি...খড়ের পুতুল ছাড়া আর কিছু ভাবে না !

গণেশ ॥ কর্ কর্, যত খুশি ইনসালট করে যা...আমি নট নড়নচড়ন ! হুঁ,. হুঁ, সন্ধ্যেবেলা হাঁদুবাবু জোড়া মোষ কাটবে—হ্যৌ, আমি তৈরি হচ্ছি...

কার্তিক ॥ ঠিক আছে, আমি একাই যাচ্ছি ! ভেবেছ কি তোমরা, হাঁদু চিরকাল ওই দরিদ্র মানুষগুলোর মুখের গ্রাস কেড়ে এনে দেবে, আর তোমরা খাবে ?

[কার্তিক বেরুতে যাবে, দুর্গা চোখ মেলে]

দুর্গা ॥ কোথায় যাচ্ছ ছোটখোকা ?

কার্তিক ॥ মাগো, শয়তান জোতদার হাঁদু সিংগির পাপের থলি ভরতি হয়েছে মা !...নাশ করে আসি মা।

দুর্গা ॥ কাকে নাশ করতে হবে না হবে, ঠিক করবে কে ? তুমি না আমি ?

কার্তিক ॥ তুমি—

দুর্গা ॥ তবে যা বলি শোনো, নিজের খোপে এসে চুপটি করে দাঁড়াও !

কার্তিক ॥ মা !

দুর্গা ॥ হাঁদুকে মারবে ! আমার হাঁদু, সোনা মানিক ! জানিসনে, ও আমার কতবড় ভক্ত ! কত জাঁকজমক করে আমার আরাধনা করছে—তাকে যাচ্ছে মারতে !

গণেশ ॥ ঐ শোন্ !

কার্তিক ॥ তুমি যে জোতদার মারতে এলে মা ?

দুর্গা ॥ পোড়া কপাল আমার ! ষাট্ ষাট্ ! সে তো তোদের বাবাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে এলাম ! সত্যি সত্যি কি যে ডালে বসে আছি—সে ডাল কাটা যায় রে ?

কার্তিক ॥ মা তুমিও ! তুমিও হাঁদুর ফর্-এ ?

দুর্গা ॥ জগৎটাকে চালাতে হয় কাকে ছোটখোকা ! তোমাকে না আমাকে ?

কার্তিক ॥ তোমাকে !

দুর্গা ॥ সেটা জানো আর এটা জানো না, আমি সংখ্যালঘুর গায়ে হাত দিতে পারিনে !

কার্তিক ॥ কে সংখ্যালঘু ? ঐ জোতদার !

দুর্গা ॥ গুণে দ্যাখ মুখপোড়া ছেলে...মরে ছেড়ে মাত্তর ক'জন রয়েছে ! সংখ্যালঘু জোতদার সম্প্রদায়ের দিকে না তাকালে, আমাকে ঠেকা দিয়ে রাখবে কে র্যা ও বড়খোকা— ?

গণেশ ॥ এখন বরং আমাদেরই উচিত হাঁদুবাবুর যাতে কিছু না হয় তাই দেখা। দরকার হলে এই বিপদে তার পিছনে দাঁড়ানো !

দুর্গা ॥ তার দরকার হবে না বড়খোকা ! হাঁদু মানিক তো আমার অসহায় না। তার সব আছে। পুলিস আছে, সি. আর. পি. আছে, মিলিটারি আছে, কোর্ট আছে, কনস্টিটিউশন আছে, দশ হাত ভরে মানিকের কোনো অভাব রাখিনি। কেউ ওর কিছু করতে পারবে না। মানিক আমার ঠিক হড়কে বেরিয়ে আসবে।

কার্তিক ॥ মা মাগো, কি বলছ তুমি। তোমার এ মূর্তি যে কল্পনাও করিনি।

গণেশ ॥ মায়ের কি আর একটা মূর্তি রে কাতু...হেঁৗ...মার দশমায়া।

দুর্গা ॥ ছোটখোকা। তুমি দেব-সেনাপতি। যখন আমার যে মায়া দেখবে...তুমিও তখন তেমনি মায়া ধরবে।

গণেশ ॥ তুই হলি মার প্রশাসন। হেঁৗ।

দুর্গা ॥ ওই বড়দাকে দ্যাখ ! দেখে শেখ ! পায়ের ধুলো নে।

কার্তিক ॥ জগত্তারিণী, দারিদ্র্যনাশিনী, জগতের এত যাতনা, তোমার বুকে বাজে না।

দুর্গা ॥ বাজে বাজে ! এত যাতনা সইতে পারিনে। তাই তো আমি জোতদার, মজুতদার, ভেজালদার মানিকদের ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মারুক, ঘর জ্বালাক, গরিব লোক মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিক...গরিব না মারলে, গরিবি দূর হবে কি করে ছোটখোকা ?

গণেশ ॥ মা তো দারিদ্র্যনাশিনী না রে, হেঁৗ...মা দরিদ্রনাশিনী...

[নেপথ্যে লোকজনের হৈ-চৈ। ডুগডুগি বাজছে সব ছাপিয়ে।]

ওই...ওই সব আসছে !

দুর্গা ॥ চুপ চুপ ! (ডুগডুগি শুনে মহা আতঙ্কে) কে রে। কার ডুগডুগি !

গণেশ ॥ ওদের নেতার।

[ডুগডুগি বাজছে]

দুর্গা ॥ (দারুণ চিৎকার করে খোপ ছেড়ে নেমে পড়ে) ডমরু ! ডমরু ! কে ও বাজায় রে ! উনি কখন এলেন ?

গণেশ ॥ বাবা !...হ্যাঁ, বাবার ডমরু !

কার্তিক ॥ চাষীদের নিয়ে দল পাকাচ্ছে বাবা ?

দুর্গা ॥ (ছটফট করতে করতে) কালি-কালি করে দিল, হাড়মাস ভাজা-ভাজা করে

দিল গা ! বার বার ফেলে রেখে আসব, ঠিক পিছু পিছু হাজির হবে গা। বাবা-মা আমায় কোন্ ঘুঘুর গলায় ঝুলিয়েছিলেন রে ! সারাজীবন একটু নিশ্চিন্তি হতে দিল না। কৈলাসের অবতার চাষাদের নেতা হয়েছে !

গণেশ ॥ মা...মাগো ! এবার কি করবে মা, একদিকে হাঁদুবাবু, আরেক দিকে বাবা !

দুর্গা ॥ কোনদিন ফিরে দেখল না কত ধানে কত চাল ! শ্মশানে-মশানে গড়াগড়ি খেয়ে কাটালো, জনমদুখিনী আমি...কতদিক সামলে তবে নিজের মাহাত্মি টিঁকিয়ে রেখেছি। কি করব, কি করে সামলাব। বুড়োটা আমায় পাগল করে দিল রে—

[গণেশ এসে দুর্গার মাথায় হাতপাখার বাতাস করে]

গণেশ ॥ করবি কি, ও কাতু। লড়াই বাধলে যে জিতুক যে হারুক, মা'রই সর্বনাশ।

দুর্গা ॥ (হঠাৎ পাগলের মতো হেসে) হাঁদু মানিক যদি গুলি চালিয়ে ওর বাঘছাল ফুঁড়ে দেয় আমি তোদের বাবাকে হারাব...আর ও যদি আমার হাঁদুকে ত্রিশ্ল মেরে বসে, আমি...আমি...

[বলতে বলতে দুর্গা হাসতে হাসতে কেঁদে ওঠে। চকচকে গর্জন তেলমাখা মা-দুর্গার চোখেমুখে হাসিকান্না একসঙ্গে খেলা করতে থাকে।]

গণেশ ॥ একটা কিছু করবি তো। মরেছে। মা যে এই হাসছে এই কাঁদছে। ও কাতু, চল্ বাবাকে ফিরিয়ে আনি...

দুর্গা ॥ টেনে নিয়ে আয়...বেঁধে নিয়ে আয়...হিড় হিড় করে...

[দুর্গা চুল টানে]

গণেশ ॥ ওমা, ওমা, চুল ছাড়ো। তোমার কলপ উঠে যাবে যে।

দুর্গা ॥ হয় স্বামী নয় পুত্র। হয় হাঁদু নয় শম্ভু। হয় শাঁখা নয় গয়না...ওরে ও রসিক বিধাতা, নারীকে করিলে কেন একসঙ্গে ভার্যা এবং মাতা।

[গণেশের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে কার্তিকের পিঠে ঠাঁই ঠাঁই করে মারতে মারতে]

যা না মুখপোড়া, হাঁ করে না দাঁড়িয়ে, যা...হাঁদুকে বাঁচা। না পারিস তো আমার মরামুখ দ্যাখ...

[টুপ করে আলো নিবে যায়। পুনর্বার আলো জ্বলতে দেখা যায় প্রতিমারা অন্তর্হিত। মঞ্চের মাঝখানে শিবঠাকুর নন্দী ভৃঙ্গীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ানক চোখে হাঁদুর প্রতীক্ষা করছে। উল্টো দিক্ থেকে হাঁদু সিংগি ঢোকে।]

হাঁদু ॥ আরে আসুন...আসুন...আসুন ভাই শিববাবু ! নমস্কার নমস্কার !

[শিব এবম্বিধ অভ্যর্থনায় স্তম্ভিত। নন্দী ও ভৃঙ্গী গায়ে সিঁটিয়ে থাকে। ঢুলী চেয়ার নিয়ে এল।]

মুছে দে ! মুছে দে ! সকালে আসা হয়েছে ভাইটি ? গেছে, কানে গেছে—ভোর না হতে শুনছি ঘোড়াডাঙার বিলে ডুগডুগি বাজছে। মধুর আগমনী ! বসুন বসুন ! গাঁয়ের কুটুম বলে কথা ! আজকাল গাঁ-ঘরে ভুলেও তো কেউ পা মাড়ায় না ! তা থাক তোরা শহরেই ! আমি এই মাটিকাদা ছানি !

না ছেনে কি করব ভাইটি ! কনসটিটুয়েনসি না সামলালে রাষ্ট্রমন্ত্রী হব কি করে ? হ্যাঃ হ্যাঃ ! এসে গেছে ! গাঁয়ে বিদ্যুৎ এনে ফেলেছি ! এই তো আমার ঘরে দেখছেন ! হ্যাঃ হ্যাঃ...ঠিকই করলাম ভাই, শহরে যখন নিববে, থারটি-টু মেগাওয়াট গাঁয়ে এসে ঘুরবে ! খাম্বাগুলো দেখছেন তো ! কি দেখছেন ভাই অমন করে...আমি এক অতি দীন অভাজন ব্যক্তি...

[শিব ধপ্ করে বসে পড়ে]

আহা ! আহা ! মাটিতে কেন ! তা বসুন, ওটুকু কাষ্ঠাসনে তিনজনকে তো ধরবে না ! (নন্দী ভৃঙ্গীকে দেখিয়ে) ও দুটি কে ভাই...টু লিট্‌ল মাঙ্কিস্ ! ম্যানেজার...ও ম্যানেজার ! ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে ! মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে এসো !

[নায়েব মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে আসে।]

হাঁদু ॥ কী মিষ্টি গো ?

নায়েব ॥ রসগোল্লা !

হাঁদু ॥ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে ? দাও...

নায়েব ॥ (শিবের মুখের কাছে হাঁড়ি ধরে) এই যে !

হাঁদু ॥ আগে ক্ষমা চাও ! কান ধরে ক্ষমা চাও ! বলো আমার একশিরে আছে, সকালে পেন উঠেছিল, অকথা-কুকথা বেরিয়ে গেছে ! আর কোনদিন বলব না !

নায়েব ॥ (কান ধরে) আর বলব না !

হাঁদু ॥ হ্যাঁ, তোমার মত লোকের এই সাজা। (শিবকে) আরো মারলেন না কেন ভাইটি ? পিটিয়ে হ্যাণ্ডলুম বানিয়ে দিলেন না ভাইটি ? (নায়েবকে) অ্যাজ সুন অ্যাজ পজিব্‌ল একশিরে কাটিয়ে ফেলবে !

নায়েব ॥ (শিবের সামনে কান ধরে) কাটাব।

হাঁদু ॥ এবার ওদের দুটিকে রসগোল্লা খাওয়াও ! টু সুইট মাঙ্কিস !

[শিব সেই থেকে একদৃষ্টে হাঁদুর দিকে তাকিয়ে। নন্দী ভৃঙ্গী রসগোল্লা আসা থেকে অস্থির হচ্ছিল, এবার নায়েবের কাছে ছুটে গেল।]

শিব ॥ অ্যাও।

হাঁদু ॥ খাক্ খাক্। এই তো খাবার বয়েস ! দয়া করে যে গরিবের কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আপনারা...

শিব ॥ কুঁড়েঘর, না পাকা দালান !

হাঁদু ॥ অ্যাঁ ? হ্যাঁ ভাই পাকা ! পাকা না করলে তো উপায় নেই দাদা, বছরে থ্রিটাইম বন্যা আসে। সারা গাঁয়ে একখানাই দালান !

[ছিদেম, বংশী ও গোবর্ধন ঢোকে]

হাঁদু ॥ আপনার ফলোয়ার্সরা সব্বাই এখানেই আশ্রয় পায় ! ওদেরও তো বাঁচতে হবে !

ছিদেম ॥ তার জন্যে তোমার ঘুম হচ্ছে না !

হাঁদু ॥ কে ?

ছিদেম ॥ জলে দেশ ভাসে...গাছের মাথায় রাত কাটাই...

হাঁদু ॥ বেশ বেশ, কিন্তু গাছগুলোও তো আমারই পয়সায় পোঁতা...

ছিদেম ॥ গাছ পুঁতেছ বন্যেতে আমাদের বাঁচাতে !

বংশী ॥ ধানের গো-ও-লাটা ভরেছ...সেও বাঁচাতে !

গোবর্ধন ॥ রিলিফের গমগুলান পর্যন্ত বেলাকে ঝাড়ো, সেও মোদের ভালোর তরে ?

হাঁদু ॥ কথা হচ্ছে ওঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে ! এর মধ্যে তোমরা কেন ? কোত্থেকে আসছ ? এখানে কি চাই ? বাইরে যাও !

শিব ॥ ওরা থাকবে ! বোস সব ! (চেয়ার দেখিয়ে) ওখানে বোস !

হাঁদু ॥ একজন, একজন বসবে। এদিকে আমি...মাঝখানে লিডার শিববাবু থাকছেন...আর তোমাদের একজন প্রতিনিধি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে ! ব্যাস্...বাকিরা বাইরে যাও !

ছিদেম বংশী গোবর্ধন ॥ এই যাচ্ছি ! (বাইরে তাকিয়ে) তোরাও চলে আয় !

হাঁদু ॥ একি একি ভাই ! ত্রিপাক্ষিকের সব নিয়মকানুন ভাঙছে যে ?

শিব ॥ ত্রিপাক্ষিকে তিনজন থাকে ?

হাঁদু ॥ সবাই তো জানেন ভাই, রাইটার্সে কত ট্রিপারটাইটে বসেছেন...

শিব ॥ (বাইরে তাকিয়ে) আর কেউ ঢুকবে না। ছিদেম ছাড়া সব বাইরে—

ছিদেম বংশী গোবর্ধন ॥ কেন ?

শিব ॥ আচ্ছা থাক্...কিন্তু চুপটি করে। (চোখ মট্কে) ত্রিপাক্ষিকটা দেখে নিতে দে। (চাপা গলায়) তারপর ব্যাটাকে...

হাঁদু ॥ (একান্তে নায়েবকে) পুলিস !

নায়েব ॥ এলো বলে...

শিব ॥ কই...শুরু হোক্ ত্রিপাক্ষিক !

হাঁদু ॥ হোক্। তোদের পক্ষে ছিদেম বলবে, আর এদিকে আমি। আর সব চুপ। ম্যানেজার চুপচাপ রসগোল্লা খাওয়াবে। স্টার্ট !

শিব ॥ (গা-ঝাড়া দিয়ে) তোমার বাড়ি একশো গরু, পঞ্চাশটা গোলা...শুনলাম গরিবদের চুষে খাওয়া হয় ?

হাঁদু ॥ চুষে...আমি ? ওরা তাই বলছে ? দেখেছ, আমার মত নিখাগী মানুষের পেছনে কিভাবে সব লেগেছে !...বলো না, আমার কি খাবার অবস্থা !

নায়েব ॥ বাবুর ডায়াবিটিস, চুষে চিবিয়ে কোনোভাবেই খাওয়ার পারমিশান নেই !

শিব ॥ (ঘাড় নাড়তে নাড়তে হঠাৎ) ও...ও কেন কথা বলছে !

হাঁদু ॥ কেন কথা বলছ ! নলটা ভরেছ ? (নায়েব ঘাড় নাড়ে) যাও, ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াও !...নেকস্ট পয়েন্ট !

[নায়েবের পিছু পিছু নন্দী ভৃঙ্গী ভেতরে চলে গেল।]

শিব ॥ জমিজমা তো সবই হস্তগত !

হাঁদু ॥ ফল্স ! জমিদারি চলে যাবার পর সত্তর বিঘের বেশি আইনত হাতে রাখার

উপায় নেই। সব বেনামী। সেটেল্‌মেন্টের খাতা দেখুন...সব ওদের নামেই করা আছে। খাতাকলমে জমি ছিদেমের যতটুকু আমারও ততটুকু!

ছিদেম ॥ তবে ফসল আমার ঘরে ওঠে না কেন?

শিব ॥ তবে? ওরা ফসল পায় না কেন?

হাঁদু ॥ জোতজমিও পাবে, ফসলও পাবে, সবই পাবে...এই কি বিচার? বুঝে বলুন শিববাবু!

শিব ॥ না, দুরকম হবে না, একরকম নে তোরা।

বংশী ॥ বাঃ, চাষ করব আমরা, মধু খাবেন উনি—এই বিচার!

শিব ॥ বংশী, কথা বোলো না! এটা ত্রিপাক্ষিক!

হাঁদু ॥ হ্যাঁ, ধানচাল আমি নিচ্ছি কিন্তু নিচ্ছি বলে আমি একাই খাচ্ছি বলতে চান?

শিব ॥ তা বলি কি করে?

হাঁদু ॥ পয়েন্ট! তাহলে নিশ্চয় এ ধান কেউ না কেউ খাচ্ছে!

শিব ॥ খাবেই!

হাঁদু ॥ ঘোড়াডাঙার লোক না খেলে উল্টোডাঙার লোক খাচ্ছে!

শিব ॥ খাবে...

হাঁদু ॥ তাদেরও খাবার চাই!

শিব ॥ তা না হলে বাঁচবে কি করে?

হাঁদু ॥ মানুষ না খেলে পোকামাকড় খাবে—

শিব ॥ খাবে—

হাঁদু ॥ তাদেরও বাঁচাতে হবে।

শিব ॥ আলবৎ! তারাও জীব।

হাঁদু ॥ তবে আমি মেরে খাচ্ছি, এর মানে কি?

শিব ॥ কোনো মানে নেই।

চাষীরা ॥ কত্তা!

শিব ॥ সবাই মিলে কথা বলিস কেন? এটা ত্রিপাক্ষিক না!

হাঁদু ॥ এতগুলো খাই-খাই মানুষ রক্ষে করা কি সোজা কথা দাদা! তাও একেবারে দিচ্ছি না, তা নয়। দিচ্ছি! র‍্যাশন করে দিয়েছি। র‍্যাশনে আলো দিচ্ছি, র‍্যাশনে পোস্টকার্ড দিচ্ছি, র‍্যাশনে লেখাপড়া করাচ্ছি, চিকিচ্ছেটাও র‍্যাশনে করাবো—

গোবর্ধন ॥ মড়ি পোড়াবে, সেও র‍্যাশনে?

শিব ॥ নাঃ, কিছুতেই করতে দিবিনে ত্রিপাক্ষিক!

বংশী ॥ ধ্যাত্তুরি তোমার তে-তেপাক্ষিক! কাজের কাজ কিছু হবে!

হাঁদু ॥ দেখুন ভাইটি, কারা ল-এণ্ড-অর্ডার ভাঙে! দেখুন...

শিব ॥ যা, বাইরে যা! ছিদেম বাদে সব বাইরে! কোন কথা না! মরে গেলেও ত্রিপাক্ষিক আমি ভাঙতে দেব না!

হাঁদু ॥ মানুষ না ভাইটি, মানুষ না! হলে আপনার কথা ঠেলে! আপনি এতো করছেন!...হোল্ ওয়ার্লডে আজ খাদ্যাভাব! বলুন ভাইটি, ঘোড়াডাঙায় যদি অভাব না থাকে, অ্যাসেম্ব্লিতে এই নিয়ে কথা উঠবে না!

শিব ॥ গায়ে থুতু দেবে তোমার!

হাঁদু ॥ দেন? দেন গণতন্ত্র থাকবে?

শিব ॥ গণতন্ত্র কি জানিনে—তবে থাকবে না।

[বংশী, গোবর্ধন দাঁড়িয়ে আছে]

এখনও গেলিনে? ওঃ, গণতন্ত্র কিছুতে রাখতে দিবিনে?

হাঁদু ॥ উড্ ইউ বিলিভ্ শিবুদা, ওরা আমার লঞ্চের ভাড়া দেয় না!

শিব ॥ লঞ্চে চড়ে ভাড়া দিসনে?

ছিদেম ॥ কেন দেব? আগে ভাড়া ছিল চার পয়সা, সিটে গদি লট্‌কে ভাড়া করলে আট আনা!

শিব ॥ তাই করেছ?

হাঁদু ॥ তা গদি তো আমার বাপের কারখানায় তৈরী হয় না, তার একটা খরচ আছে!

ছিদেম ॥ গদির পরে শতরঞ্চি বিছিয়ে ভাড়া করলে এক টাকা!

শিব ॥ তা তো হবেই। শতরঞ্চিরও একটা ভাড়া আছে!

হাঁদু ॥ দিচ্ছে কে ভাইটি! শতরঞ্চিটা ছিঁড়ে গেছে বলে বলে বাড়তি ভাড়া দেব না!

শিব ॥ তা ছিঁড়বে না! শতরঞ্চি কি অমর নাকি!

ছিদেম ॥ কেন, শতরঞ্চি নেই, তবু এক টাকা দেব কেন? শতরঞ্চির জন্যেই তো একটাকা হলো?

হাঁদু ॥ আচ্ছা, শতরঞ্চির সঙ্গে লঞ্চ ভাড়ার কি সম্পর্ক ভাইটি?

শিব ॥ ভাড়ার সাথে শতরঞ্চির সম্পর্ক! হ্যা হ্যা হ্যা, নাট্টিপুট্টি! কোনো সম্পর্ক নেই!

হাঁদু ॥ পোঁদে লাথি মেরেও সেটা ওদের বোঝাতে পারবেন!

গোবর্ধন ॥ শুনলে? খিস্তি করে! এর নাম তেপাক্ষিক!

শিব ॥ হাঁদুবাবু! (হাঁদু জিব কেটে দাঁড়িয়ে আছে) মাপ হয়ে গেছে, দাঁত তোল! কিন্তু তুমি নাকি জিনিসপত্তরের দাম বাড়াও হাঁদুবাবু?

হাঁদু ॥ হোল্ ওয়াল্‌র্ডে প্রাইস রাইস্! আমি ফলো না করলে...

শিব ॥ তোমায় একঘরে করে দেবে! ঠিকই তো!

হাঁদু ॥ দেশ কালো টাকায় ছেয়ে গেছে! কালো টাকা তুলতে গেলেই চালের কেজি দশ টাকা করা দরকার!

ছিদেম ॥ আরে, কি তুমি কালো ট্যাকা দেখাও, মোদের ট্যাকাই নেই...

হাঁদু ॥ তোমার না থাক্ আমার আছে!

শিব ॥ যার কাছেই থাক্ সেটা তুলতে হবে!

হাঁদু ॥ তুলতে গেলেই দাম বাড়বে, এদিকে ক্রয়মূল্য বাড়াতে গেলে কালো টাকা তুললেই হবে না, ছাড়তেও হবে...

ছিদেম ॥ তালে তোলা-ছাড়াই চলুক—হু-হু করে দামও বাড়ুক...এসব কথার মানে বোঝো কত্তা!

শিব ॥ এটুকু বুঝতে পারলি নে! তোরা কী রে! ধর্, এই কালো টাকা...অ্যাঁ...এই বাজারে ছাড়লাম...ওই দাম বাড়লো...এই তুলে নিলাম...এই ছাড়লাম...(হাত-পা দিয়ে তুলতে ছাড়তে শিব দড়াম করে পড়ে যায়) মাথায় তোদের কী রে?

হাঁদু ॥ ভাইটির মাথা একেবারে পরিষ্কার! এটা ধরুন!

শিব ॥ টাকা কেন?

হাঁদু ॥ কষ্ট করে ত্রিপাক্ষিকে বসলেন! পাঁচশো আছে!

শিব ॥ তোমার টাকা আমি নেব কেন? ঘুষ দিচ্ছ?

হাঁদু ॥ ঘুষ কেন দাদা, নিতে হয়। ত্রিপাক্ষিকে মাস লিডারদের এটা নিতে হয়। (একটা চ্যাপ্টা বোতল এগিয়ে) এটা রেওয়াজ।

শিব ॥ রেওয়াজ? না নিলে লোকে হাসবে? (সুকৌশলে বোতলটা নিয়ে) তবে দাও। কিছু মনে করো না হাঁদুবাবু, এক পক্ষের কথা শুনে তোমায় অমি প্রথমে ছকে উঠতে পারিনি।

হাঁদু ॥ কি দরকার ছকাছকির, সোজা শহরে চলে যান। এখানে পাঁচশো পেলেন, শহরে গিয়ে যদি ঠিকমত কাঠি করতে পারেন, গোটা কয় ইউনিয়ন কব্জা করতে পারেন...হাজার হাজার বাঁধা। খানদান ফুর্তি করুন। সন্ধেবেলা থিয়েটার বায়োস্কোপ...মেনকা উর্বশীর নাচ! ও দেখলে আপনি তো আপনি,...স্বয়ং মহাদেবেরও রক্ত গরম!

শিব ॥ মহাদেবের রক্ত গরম! হেঃ হেঃ, হাঁদুবাবু বেজায় রসিক তো!

হাঁদু ॥ ম্যানেজার, একখানা গামছা আর হ্যারিকেন ধরিয়ে দাও!

ছিদেম ॥ কত্তা ঘুষ খেলে?

শিব ॥ ঘুষ না রে, ঘুষ না—কালো টাকা তুলে নিচ্ছি!

ছিদেম ॥ আর মালের বোতল!

শিব ॥ (সামলে) মাল না রে, কোরোসিন তেল, হ্যারিকেনে ভরব!

ছিদেম ॥ কি করতে এসে কি করে যাচ্ছ!

শিব ॥ তোরা বড্ড ঝগড়াটে বাপু! ভালবেসে দিলে, আমি কি না নিয়ে পারি? ওরে ছিদেম, আমি যে আশুতোষ রে! তাছাড়া হাঁদুবাবু তো বেশ লোক! দিব্যি লোক। হাঁদুবাবুর কাছে থাকবি। ভাল হয়ে চলবি...কেমন! ওরে নন্দী ভৃঙ্গী, খাওয়া হলো? আয় আয়...শহরে যাই...হাঁদুবাবু, একটা দায়িত্ব দেব! গণতন্ত্র! সেটা কি তন্ত্র জানিনে, কিন্তু রক্ষে করতে হবে! হ্যাঁ, কথা দাও হাঁদুবাবু, গণতন্ত্র বাঁচাবে! ওফ্, গণতন্ত্রের জন্যে আমার...বেচারী গণতন্ত্র কী অল্প বয়েসে মরে যাচ্ছে গো—

[শিব কান্না জুড়ে দেয়। দারোগার সাজে কার্তিক আর কনস্টেবলের সাজে গণেশ ঢোকে]

কার্তিক ॥ আর কাঁদতে দেব না! হ্যাণ্ডস্ আপ!

শিব ॥ এরা কারা গো হাঁদুবাবু?

হাঁদু ॥ তোর বাপ! ঘুঘু দেখেছিস এখনও ফাঁদ দেখিসনি শালা!

শিব ॥ হাঁদুবাবু...

হাঁদু ॥ চোপ্ শালা! বুক ফেঁড়ে দেব। ঘোড়াডাঙায় এসে মানুষ খেপানো হচ্ছে! তোর মতো অনেক লিডারের ভুঁড়ি ফুটো করেছি! হাঁদু সিংগির থাবা দ্যাখ...থাবা...

কার্তিক ॥ আসতে একটু দেরি হয়ে গেল স্যার!

হাঁদু ॥ আরো দেরি না করে ফটক বন্ধ করে দাও। যতগুলো ঢুকেছে সব কটাকে আমার ভিতের ওপর চিৎ করে ফেলে দুরমুশ করো!

কার্তিক ॥ ইয়োর অর্ডার স্যার! গণপত্ সিং।

গণেশ ॥ হুজৌর!

কার্তিক ॥ হামারা অর্ডার ইয়ে হ্যায় কি...

গণেশ ॥ সমঝ্ গিয়া হুজৌর! ফটক বন্‌ধ! হৈৗ! এ শালে লোক হুজ্জুতি পাকাতা হ্যায়! হৈৗ! (শিবকে দেখিয়ে) ইয়ে শালা পাণ্ডা, মারেঙ্গা ডাণ্ডা!

[শিবের পেটে রুলের গুঁতো মারে]

হাঁদু ॥ বাঘের গুহায় ঢুকেছে! একটাও যেন পালাতে না পারে!

কার্তিক ॥ ইয়োর অর্ডার, ইয়োর অনার! (শিবের ত্রিশূল কেড়ে নিয়ে) বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে তুমি অ্যারেস্ট! চাষীদের ক্ষেপিয়ে শান্তি নষ্ট করার জন্যে অ্যারেস্ট! ঘোড়াডাঙার বিলে ডুগডুগি বাজানোর জন্য শিবচন্দর তুমি মিসায় আটক!

[শিবের কোমরে দড়ি বাঁধে।]

গণেশ ॥ (শিবের মাথা থেকে গাঁজার শেকড় বার করে) গাঁজা হ্যায় হুজৌর! জরুর এস্‌মাগলার আছে!

কার্তিক ॥ ইনটারন্যাশনাল স্মাগ্‌লার! নেপাল-সীমান্তে বেআইনি বর্মী কোকেন পাচারের জন্যে তোমাকে...আর কোন্ আইনে গাঁথব স্যার?

হাঁদু ॥ অতো আইন মেনে কাজ করতে কে বলেছে তোকে! তোর চাকরি আমি নট করে দেব!

কার্তিক ॥ (স্বগত) যা যা শালা, তোর চাকরির যেন পরোয়া করি!

[গণেশ পেটে গুঁতো দিতে ইনসপেকটাররূপী কার্তিক সম্বিৎ ফিরে পায়]

ইওর ওনার, কেসটা পড়ছি! (কাগজ পড়ে) ঘোড়াডাঙার দুর্বৃত্তরা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্ধকারে রাষ্ট্রমন্ত্রী হাঁদু সিংগিকে আক্রমণ করে। গোলায় আগুন ধরায়, হাঁদুবাবুর বুকের উপর বসে জিব টেনে বার করে, হাঁদুবাবুর কচি কচি মেয়েদের উপর করে বলাৎকার...

হাঁদু ॥ হ্যাঁ, এমন করে কেস দাঁড় করাবি, যাতে আমার ওপর দেশবাসীর সিমপ্যাথি জাগে! (টাকা ছুঁড়ে) নে ধর্!

কার্তিক ॥ আমাকে পারচেজ করছে!

গণেশ ॥ (কার্তিকের পেটে রুলের গুঁতো মেরে) শিগগির নে। নইলে বুঝতে পারবে আমরা আসল পুলিস না!

হাঁদু ॥ সবকটাকে ধরে অন্ধ করে দে। নে...এদের চোখ উপড়ে নে...

[নন্দী ও ভৃঙ্গী মাছের মুড়ো চুষতে চুষতে ঢোকে। পেছনে নায়েব।]

ভৃঙ্গী ॥ আঃ, কী ঘিলু! কাতলা, না রে?

নন্দী ॥ রুই, রুই! নেড়ু, কিছুই জানিসনে!

কার্তিক ॥ এ দুটো তো এই সঙ্গেই স্যার?

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ হ্যাঁ...

নায়েব ॥ (ভৃঙ্গীর মাথায় মেরে) হ্যাঁ।

গণেশ ॥ কী খাচ্ছে!

ভৃঙ্গী ॥ মুড়ো! মুড়ো!

কার্তিক ॥ দেশোদ্ধার করতে আসা হয়েছে, না?

নন্দী ॥ (হাত চাটতে চাটতে) হ্যাঁ...অ্যাই, গলদা চিংড়ি দিলে না তো!

কার্তিক ॥ (ধমকে উঠে জুতো ঠুকে) গণপত সিং।

গণেশ ॥ (সেলাম ঠুকে) হ্বৌ।

ভৃঙ্গী ॥ (চটকা ভেঙে) নন্দী রে...পুলিস!

কার্তিক ॥ (শিবকে দেখিয়ে) ওর সাথে কি সম্পর্ক?

নন্দী ॥ (শিবকে দেখে নিয়ে) কে? চিনিনে—

কার্তিক ॥ চিনিসনে...

নন্দী ॥ দেখিইনি কোনদিন—নারে ভঙ্গী...

কার্তিক ॥ খুব লায়েক হয়েছ। গণপত্ সিং।

গণেশ ॥ হ্বৌ।

কার্তিক ॥ (স্বগত) শুঁড় ডুবিয়ে সেঁটেছে! (জোরে) এই দুটোকে আচ্ছা করে জাপানী প্রথায় ঠ্যাঙাও। ভেতরে চুরচুর, ওপরে দাগ পড়বে না!

গণেশ ॥ জী হুজৌর, পেটমে পিলা ভোগ যায়, লেকিন উপরমে দাগা নেহি মালুম। আ-যা। আ-যা।

[গণেশ হাত ধরে টানে]

ভৃঙ্গী ॥ (হাঁদুর পায়ে পড়ে) রক্ষে করো! প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য! কাপড় কুঁচিয়ে দেব! পা টিপে দেব...

নন্দী ॥ অ্যাই! ন্যাকাষষ্ঠী কার পা টিপছিস।

ভৃঙ্গী ॥ বাঁচতে চাস তো পাল্টি খা! ন্যাপা সপ্তমী!

নন্দী ভৃঙ্গী ॥ প্রভু হে, পিতা, পরমপিতা...

[নন্দী ও ভৃঙ্গী হাঁদুর পায়ে লুটোয়]

ছিদেম ॥ (শিবকে) কত্তা, তেপাক্ষিকের রস মিটেছে !...কত্তা, তোমারে দোষ দিই নি, মোদের বেভ্রম। এট্টা কথা আজ বোঝলাম, পরের কাছা ধার কল্লে পার পাওয়া যাবে না। কত্তা, গরিবেরে বাঁচতে হলে...তার নিজেরে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে !

হাঁদু ॥ লড়বি, আমার সঙ্গে লড়বি ! জানিস, জানিস আমি কে ?

শিব ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) পিশাচ জোতদার ! ত্রিভুবনে আমার মুখ ডোবালি ! কোমরে দড়ি দিলি !...

হাঃ হাঃ হাঃ আমারে বাঁধিলি মূর্খ !
জানিস না কি ওরে মূঢ়, হলে প্রয়োজন...
সারা বিশ্ব বিদলি চরণে...
বিদলিয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ উল্কাচয়...
মহাকাল রুদ্ররোষে...
খুলিয়া জটার বাঁধন, ডমরু নির্ঘোষে...
নৃত্য করি মহারঙ্গে প্রলয় প্লাবনে। হাঃ হাঃ হাঃ..
আজি দ্যাখ দ্যাখরে পাপাত্মা...
চেয়ে দ্যাখ শিয়রে তোর উদিল শমন।

[শিব হাঁদুর চুলের মুঠি ধরে ঘুরপাক দেয়। হাঁদু শিবের বুকের ওপর পিস্তল চেপে ধরে রয়েছে]

ওরে ও বাচ্চা-মন্ত্রী, ভেবেছিস এটা তোর বাপের রাজত্বি !
কাটিয়া শতেক খণ্ডে রেণু রেণু করে ছড়াব ব্রহ্মাণ্ডে।

[শিবের হাসিতে অন্ধকার হয় এবং নেপথ্যে ভয়াবহ নিনাদে মহাপ্রলয় শুরু হয়। স্বমূর্তিতে শিব ডমরু হাতে তা-তা থৈ-থৈ নৃত্য শুরু করে। হাঁদু পরিত্রাহি চিৎকার করে। নন্দী, ভৃঙ্গী, নায়েব সরে পড়েছে। ছিদেম গোবর্ধন বংশীও চলে গেছে। শুধু কার্তিক গণেশ দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গা ঝড়ের বেগে ঢোকে।]

দুর্গা ॥ (পুরনো যাত্রাভিনয়ের ঢঙে) রক্ষা করো...রক্ষা করো ওগো ত্রিভুবনপতি...রক্ষা করো বরপুত্রে মম...

[হাঁদুকে ছাড়িয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়]

না করিয়ো সৃষ্টিনাশ...ওগো বিশ্বত্রাস...শান্ত হও...শান্ত হও...

[শিব শান্ত হয়। আলো স্বাভাবিক হয়]

দুর্গা ॥ (সরোষে) বাঁধ...বেঁধে নিয়ে চল্...(শিবকে) বলি, ভেবেছ কি তুমি ! চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবো...কৈলেসে জেলখানা গড়বো...যাবজ্জীবন কয়েদ করে রাখব...তোমার নাচন-কোঁদন কী করে থামাতে হয়...হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ছোটখোকা, পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধ...

কার্তিক ॥ আমি আর তোমার দারোগাগিরি করতে পারব না মা।

দুর্গা ॥ কী হয়েছে ?

গণেশ ॥ সে কি রে ! ল অ্যান্ড অর্ডার ঠেকাবে কে !

কার্তিক ॥ পচে গেছে, ল অর্ডার পচে গন্ধ বেরুচ্ছে ! বাবাকে ছেড়ে দাও তোমরা, বাবা ধ্বংস করুন...লণ্ডভণ্ড করুন। একটা ওলটপালট হয়ে যাক্, হোক বিপ্লব...

[কার্তিক চলে যায়।]

গণেশ ॥ কাতু বিপ্লবী হয়ে গেছে মা ! ঠিক আছে, আমি তোমার পাশে আছি মা—

[গণেশ শিবকে জাপটে ধরে একটা চেয়ারে বসায়।]

বাব্বাঃ, বাবা কি ভারী ! এখনো গা গরম...

[নন্দী ভৃঙ্গী জ্বলন্ত কল্কে নিয়ে ছুটে আসে। শিবের হাতে কল্কে দেয়।]

ধর্, ধর্ চেয়ার-দোলা করে নিয়ে যাই...

[নন্দী ভৃঙ্গী চেয়ার ধরতে যায়। শিব এতোক্ষণ সম্বিৎহারা হয়ে স্থাণু এবং নির্নিমেষ ছিল। এবার হঠাৎ...]

শিব ॥ ব্যোম্ ! ব্যোম্ !

[নন্দী ভৃঙ্গী পিছিয়ে আসে।]

দুর্গা ॥ ধর্ ! ধর্ ! আবার ভণ্ডুল করে দেবে !

[নন্দী ভৃঙ্গী চেয়ার উঁচু করে তোলে।]

শিব ॥ ব্যোম্ ! ব্যোম্ !

দুর্গা ॥ ছাড়িসনে...ছাড়িসনে...

শিব ॥ আমি কোথায় রে !

দুর্গা ॥ নাগরদোলায় !

শিব ॥ গিন্নি নাকি ! ও গিন্নি !

দুর্গা ॥ চলো...বাড়ি চলো..

শিব ॥ এটা কে ? গণ্শা না ! গণ্শা কেতো—তোরাই পুলিস নাকি ! এ কি নন্দী ভৃঙ্গী, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ? ছাড়্, আমি যে শয়তানটাকে মারছিলাম, সেটা কই ! ছাড় ছাড় ! ওরে ব্যাটা, আমি শিব না শব ?

[শিব লাফিয়ে নেমে পড়ে।]

দুর্গা ॥ ধর্ ধর্—

শিব ॥ তাহলে তোমরা...তোমরাই বাঁচালে নরাসুরটাকে ! আমি যে ছিদেমকে কথা দিয়েছি, শয়তান বিনাশ করব ! ওদের ঘরে সারাদিন খুদকুঁড়ো খেয়ে ভরসা দিয়েছি—ওদের ভাল করব ! আর তোমরা...(থেমে) দেবী, এই কি তোমার রূপ ! এই কি দুর্গতের দুর্গতিমোচন ? নররক্তে যার জিহ্বা রক্তাক্ত, তাকে রক্ষা করছ ! বুঝি তারই দেওয়া অলংকারে ভূষিতা হয়ে...তারই অন্নে প্রতিপালিতা হয়ে...কে দিয়েছে, কে দিয়েছে তোমার বিশ্বজননী নাম...আজ তুমি পিশাচজননী !

দুর্গা ॥ এ কী ! এ কী ! অভিশাপ দিলে !

শিব ॥ অভিশাপ, মানুষের অভিশাপ ঝরছে আমাদের মাথায় ! হ'ল না রে ছিদেম,

হ'ল না। জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যি রে...শিবেরও অসাধ্যি!

[শিব মাথায় হাত দিয়ে বসে। গণেশ নন্দী ভৃঙ্গী চলে যায়। দুর্গা তার পায়ের কাছে এসে বসে।]

দুর্গা ॥ ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—

শিব ॥ জগন্মাতা, জগৎ না তোমার মুখ চেয়ে থাকে! মহামায়া, এ কি তোমার মায়া না মতিভ্রম!

দুর্গা ॥ (শিবের পা ধরে) চিরদিন তুমি আমায় সুমতি দিয়েছ, আমি ভুল করলে সে ভুল শুধরে দিয়েছ...আজও ভুল করেছিলাম, তুমি আমার চৈতন্য ফেরালে!

শিব ॥ উমা! উমা!

দুর্গা ॥ তুমি জ্ঞান তুমি চৈতন্য তুমি আলো তোমাতেই মঙ্গল...আরেকবার ক্ষমা করো প্রভু—

শিব ॥ (দুর্গার মাথায় হাত রাখতে গিয়ে থামে) কিন্তু মানুষের জন্যে আমরা কী করলাম—

দুর্গা ॥ মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালো মন্দ তারাই বেছে নিক...তাদের পথ তারা খুঁজে নিক। সেটাই হবে সব থেকে সুন্দর, সব থেকে মঙ্গলকর...

শিব ॥ তবে তাই হোক্! লেগে পড়...ও ছিদেম, লেগে পড়! পারবি পারবি..পারলে তোরাই পারবি! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড়! উল্টেপাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস...পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে...আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব...ও ছিদেম, আমরা তোদের ঘরে উঠব...

[শিব ও দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বরাভয় দিচ্ছে।]

[সমস্ত আলো গুটিয়ে এসে তাদের ওপর পড়েছে। ক্রমশ আলোকবৃত্ত ছোট হতে হতে বিন্দুতে এসে দাঁড়াল।]

—ঃ যবনিকা ঃ—

সন্ধ্যাতারা

চরিত্র

কুমুদশংকর	আশালতা
বুজু	সুরমা
শিবনাথ	রেখা
ছোট্টু	গোরা

[ওপরতলার সারিবাঁধা তিনখানি ঘরের সামনে টানা লম্বা বারান্দা। বারান্দায় নিচু রেলিং, এক ধারে নিচে নামার সিঁড়ি। রেলিং-এর গায়ে বহু বর্ষার ফসল শ্যাওলা, আগাছা।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছে বৃদ্ধ কুমুদশংকর, তার পায়ের সামনে মেঝেতে আশালতা। কুমুদের সামনে নিচু টেবিলে দাবার ছক পাতা। অন্যমনস্ক ভাবে কুমুদ ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া করছে। আশালতার সামনে পানের সরঞ্জাম।

শেষ বিকেল। আড়ালের নারকেলপাতার ফাঁক দিয়ে হলুদ আলো ঝিরঝির ঝরছে বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখের ওপর। চারধার শান্ত নির্জন নিঃশব্দ।

অল্প পরে পথের দিকে শবযাত্রীদের ধ্বনি উঠল, বল হরি হরিবোল। কুমুদ ও আশালতা উঠে বিস্ফারিত চোখে বাইরে তাকাল। কুমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে ফিরে শুলো। শূন্যে নির্নিমেষ দৃষ্টি। শবযাত্রীদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ দূরে সরে গেল।]

কুমুদ ॥ সুরেন চলে গেল।

আশা ॥ কতোকালের বন্ধু সব। কার কখন ডাক আসে। কালও এতোক্ষণ তোমরা খেলছ...এইখানটিতে বসে।

কুমুদ ॥ দুবার কিস্তিমাৎ হ'লো। চটে গেল। চেঁচাল। ছেলেমানুষেব মতো কাজিয়া বাধাল। চোট্টামি করে জেতো তুমি। (বিষণ্ণ হাসিতে) বললাম, বেশ সুরেন, তুমিও না হয় একবার চোট্টামি করে জেতো দেখি। (থেমে) দেখিয়ে গেল। মাত্তর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেখিয়ে গেল।

আশা ॥ মাঝে মাঝে বলতেন, সময় আর কাটতে চায় না।

কুমুদ ॥ সময় কিন্তু ছুটছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ফুরিয়ে আসছিল। হতভাগাটা আন্দাজই করতে পারেনি।

আশা ॥ কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে পারলেন না।

কুমুদ ॥ নাঃ—

আশা ॥ ও বাড়ির দিদির কথাটা একবার ভাবো। বড় মেয়েটা বিধবা হয়ে ঘাড়ের ওপর এসে রয়েছে। ছোটটার বিয়ে হ'লো না! একমাত্তর ছেলে...এখনো ইস্কুলে পড়ছে। উঃ। একে এই স্বামী হারানোর শোক তায় অভাবের চিন্তা। মানুষ তো ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু অন্তত রেখে যায়।

কুমুদ ॥ বড্ড বেহিসেবি ছিল সুরেন! বুঝত না, মৃত্যুকে খেয়ালের মধ্যে না রাখলে, সংসার করা যায় না!

আশা ॥ আমার বড্ড ভয় করে—

কুমুদ ॥ উঁ!

আশা ॥ বড্ড ভয় করে—

[কুমুদের হাতের ওপর হাত রাখে। কুমুদ শীর্ণ আঙুলে আশালতার হাত চেপে ধরে। গোরা, এই বাড়িতে কাজ করে— ১৫/১৬ বছর বয়েস—ওষুধের শিশি গেলাস নিয়ে ঢোকে।]

আশা ॥ (তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিয়ে) ওমা, তোমায় এখনো ওষুধ দিইনি ! রোজ এই এক আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়। (গোরাকে) ভাগ্যিস মনে করেছিস ! ঘড়ি ধরে খাওয়ানোর কথা—তা ঘড়ি দেখতেই ভুলে যাই...

কুমুদ ॥ নিচেটা একবার দেখে আয় তো গোরা ! চিঠিপত্তর এলো কিনা—

গোরা ॥ এই তো খানিক আগে দেখে এলেন—

কুমুদ ॥ কথা বাড়াসনে। যা বলছি কর।

[গোরা চলে গেল]

আশা ॥ বেলা পড়ে এলো। গলাটা ঢেকে বসো। হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে...রাতে কী খাবে ?

কুমুদ ॥ কিছু না—

আশা ॥ এতো বড় রাত...

কুমুদ ॥ ক্ষিদে নেই !

আশা ॥ তবে থাক, রাতে আর আঁচ দেব না। আমারো ইচ্ছে করছে না। ওবেলা চেতল মাছটা খেয়ে মুখটা কী রকম আঁশটে হয়ে আছে। মাছ আর সহ্য হচ্ছে না।

[ওষুধের গেলাস কুমুদের হাতে দেয়। গোরা ফিরে আসে।]

গোরা ॥ চিঠি আসেনি...চড়াইপাখি এসেছে !

কুমুদ ॥ কে ?

গোরা ॥ খালি সেই চড়াই পাখিটা আবার ঢুকে বসে আছে। দিদিমা, কাঁচটা আর লাগাবো না। কী যে আরাম পায় না লেটার বাক্সের মধ্যে বসতে।

আশা ॥ গরম পায়। থাক্, তাড়াস না।

গোরা ॥ তাড়ালেও নড়ে না।

কুমুদ ॥ (ওষুধ খেয়ে তিক্ত মুখে) কী যে করে সব ! বুড়ো মা-বাপকে এক লাইন চিঠি লিখতেও ভুলে যায়...

[গোরা ওষুধের শিশি গেলাস নিয়ে চলে যায়।]

আশা ॥ ভিলাই থেকে বুজু লিখেছিল, চুমকির বিয়ের ঠিক হচ্ছে। সেও তো প্রায় দিন কুড়ি হয়ে গেল !

কুমুদ ॥ শিলং-এও হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে। অতোবড় নামজাদা ইঞ্জিনিয়ারকে ঢিলিয়ে মেরে ফেলল ! রেখাদের কোনো খবর পাচ্ছি না ! মনটা এমন ব্যস্ত...

আশা ॥ তুমি যতো মেয়ের কথা ভাবো, মেয়ে অতো তোমার কথা ভাবে না !

কুমুদ ॥ আহা, সেই বা কী করবে ! হয়ত চিঠি লিখছে, আমরা পাচ্ছি না। চিঠি

মার যাচ্ছে! যোগাযোগ তো সব বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে!

[আশালতা কুমুদের হাতে পান দিল। নিজে খেল।]

আশা ॥ আচ্ছা ছোট্টুও তো একবার আসতে পারে। তার তো অপিস কাছারি নেই। দেশ ঘরের কথা একেবারে ভুলে গেল!

কুমুদ ॥ রিভল্যুশনারি চিন্তাভাবনা। ছোটো ছেলের আশা আর করো না। মাঝে মধ্যে কাগজপত্রে তার যেসব লেখা পড়ি—তাতে মনে হয়, তোমার আমার কথা ভাবার অবসর নেই তার, ইচ্ছেও নেই। মস্তবড় ইন্‌টেলেকচুয়াল!

আশা ॥ কিন্তু আমাদের দিন কী ভাবে কাটে! চলো, ভিলাই-এ বুজুর কাছে গিয়ে থাকি! বুজুর আমার ঘরভরতি ছেলেমেয়ে। নাতিপুতি সব ছেড়ে এই নির্বাসনে আমার যে বুক কাঁপে...

কুমুদ ॥ উঁ!

আশা ॥ ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে। চুনবালি খসে পড়ছে। মাকড়সা ঘুরছে। তাকানো যায় না—

কুমুদ ॥ ভাবছি বাড়িটা এবার একটু মেরামত করাব।

আশা ॥ কী দরকার! কার জন্যে করাবে! ছেলেমেয়েরা কেউ তো এখানে থাকবে না!

কুমুদ ॥ না থাকুক। আমার কর্তব্য আমি করে যাবো। মরে গেলে যেন সুরেনের ছেলের মতো বলতে না পারে, বাবা আমাদের জন্যে একটু জায়গাও গুছিয়ে রেখে যায়নি!

আশা ॥ ওরা তোমার জায়গায় আসবে না, বরং চলো আমরা ওদের জায়গায় যাই। যে কটা দিন আছি, ওদের ছুঁয়ে থাকি।

কুমুদ ॥ নাঃ, যে কদিন বাঁচব—নিজের জায়গায় থাকব!

আশা ॥ বোঝ না কেন, তোমার যদি হঠাৎ অসুখ বাড়ে, আমি একা এখানে কী করব? আর ওরা খবর পেয়ে অদ্দূর থেকে কদ্দিনে এসে পৌছুবে! তার চেয়ে বরং বাড়িটা বেচে দিয়ে চলো পাট চুকিয়ে চলে যাই।...সুরেনবাবু চলে যাবার পর এখানে থাকবে কি করে? শুনছো? কীগো, শুনছো?

কুমুদ ॥ অ্যাঁ? হ্যাঁ দেখি, ভেবে দেখি। ওঠো ঘরে যাই। বড্ড হিম পড়ছে—

আশা ॥ (রেলিং ধরে আকাশের দিকে মুখ তোলে) কখন অন্ধকার হয়ে গেছে! (থেমে) আচ্ছা, মানুষ মরে গিয়ে কি আকাশের তারা হয়ে জ্বলে ওঠে?

কুমুদ ॥ (চমকে ঘোরে) উঁ!

আশা ॥ ও বাড়ির দিদি—সুরেনবাবুর বৌ বলছিলেন, আজ আকাশে একটা নতুন তারা দেখা যাবে। (অল্পক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে) দ্যাখো দ্যাখো, ওই তারাটা দ্যাখো! ওই যে দলছাড়া একা একা—কী রকম—কী রকম করে তাকিয়ে রয়েছে—আগে তো কোনোদিন দেখিনি ওটাকে—

[আশালতার ভেতরটা শিহরিত হয়। কুমুদ তার কাঁধে হাত রাখে।]

কুমুদ ॥ মানতে চায় না—মৃত্যুকে মানতে চায় না মানুষ! মরলেই যে সব শেষ

কেউ তা বুঝতে চায় না !—সত্যি তো, আমারো কেমন মনে হচ্ছে...তারাটাকে আগে কোনোদিন দেখিনি !

[কুমুদ ও আশা সন্ধ্যাবেলার আকাশের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে আলো নেভে।]

❐

● অন্ধকারে ঘোষণা ●

'দেশের বাড়ি বিক্রয় হইবে। সংবাদ শুনিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র বুজু সপরিবারে ভিলাই হইতে আসিল। শিলং হইতে কন্যা জামাতাও আসিয়া পড়িল। শূন্য গৃহে হঠাৎ বসিল চাঁদের হাট।'

[আলো জ্বলল। একই দৃশ্যপট। শুধু সারিবাঁধা দরজায় দরজায় পর্দা ঝুলছে। বুজু মোড়ায় বসে নেলকাটারে নখ কাটছে। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা বুজুর। গোঁফটাও বেশ মোটা। বুজুর বৌ সুরমা উল বুনছে। সুরমা বুজুর তুলনায় বেশ রোগা। আর ও চোখের পাতা না ফেলে অনেকক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, যে কোনো লোকের হাড় কাঁপিয়ে দিতে পারে।]

সুরমা ॥ কতো টাকায় বিক্রি হ'লো ?

বুজু ॥ ত্রিশ হাজার।

সুরমা ॥ মাত্তর ! এতো বড় বাড়ি, এতোখানি জমি...কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় আরো বেশি টাকায়। (এধার ওধার তাকিয়ে নিয়ে) তোমার বাবা চেপে যাচ্ছেন।

বুজু ॥ দূর, বাবা তা চাপবেন না—

সুরমা ॥ আহা, নিজের বাবাকে কতো চেনে ! চাপা মানুষ—সব তোমায় জানাবে ভেবো না। যাক্ গে, টাকাটা চেয়ে নাও।

বুজু ॥ নোবো।

সুরমা ॥ আসা থেকেই তো নোবো নোবো করছ ! নিচ্ছ না কেন ?

বুজু ॥ (সন্তর্পণে নখ কাটতে কাটতে) দূর ! এখুনি টাকার কথা বলা ভাল দেখাবে না। কটা দিন যাক্—

সুরমা ॥ দেরি করলে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।

বুজু ॥ তুমি আবার বাবার ব্যাপারে একটু বেশি বাতিকগ্রস্ত আছো—

সুরমা ॥ যা বললাম, আমার কথা না শুনলে কিছুই পাবে না ! নট এ সিংগল ফার্দিং ! সব খাবে তোমার বোন—

[অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় নখের কোণা কেটে গেল বুজুর।]

বুজু ॥ (হাত ঝাড়তে ঝাড়তে) কেন, সেরকম কিছু বুঝছ নাকি? বলছে কিছু?

সুরমা ॥ বলতে হবে কেন? নিজের বোনকে চেন না? খতরনক চীজ। নতুন বিয়ের পর যে কটা দিন ছিলাম একসঙ্গে, কম জ্বালান জ্বালিয়েছে। দেখছো না, সারাক্ষণ তোমার বাবার পেছনে ঘুরঘুর করছে।

বুজু ॥ চোখে চোখে রাখো! আমি দেখছি কালই যাতে ওরা শিলং-এ ফিরে যায়...

সুরমা ॥ যাবে না। মালকড়ি না হাতিয়ে নড়বে না। খালি বলছে, কি করে যাবো? শিলং-এ অ্যাতো গণ্ডগোল, কাকপক্ষীও টিঁকতে পারছে না। দেখবে, যেই টাকা পেয়ে যাবে, অমনি শিলং শান্ত হয়ে যাবে।

বুজু ॥ টাকা নেবে। বিয়ের সময় অতো নিল, ফের বাড়ি বিক্রির টাকা। মাজাকি পেয়েছে!

সুরমা ॥ পড়ে যাবে। অতো ধারে যেয়ো না। রেলিংটা নড়বড়ে।

বুজু ॥ ডাকো তো, শিবনাথকে ডাকো এখানে।

সুরমা ॥ কোনো ফায়দা হবে না। বৌ যা বলবে তাই। সুন্দরী বৌ তো...উঠতে বললে উঠছে, বসতে বললে বসছে। তোমার ভগ্নীপতিটা...

বুজু ॥ পার্সোনালিটি বলতে কিছু নেই।

সুরমা ॥ সবাই কি তোমার মতো। পার্সোনালিটি ধরে বসে থাকবে! বৌকে ভালবাসে। তলে তলে আবার বৌ-এর সঙ্গে বোঝাপড়াও রয়েছে। দেখেও ভাল লাগে!

বুজু ॥ বিল্লি...শিবনাথটা দেখছি একটা বজ্জাত বিল্লি।

[চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শিবনাথ একটা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।]

শিব ॥ অ্যাঁ, আমায় কিছু বললেন দাদা...

বুজু ॥ (বাজখাঁই গলায়) না।

শিব ॥ ও! আমার মনে হ'লো বুঝি আমার সম্পর্কে—

বুজু ॥ কেন, থেকে থেকে এরকম মনে হয় কেন তোমার? তোমার সম্পর্ক ছাড়া কি কথা বলা যায় না! নিজেকে আজকাল এতো ইম্পরটানট মনে করছ কেন শিবনাথ।

শিব ॥ না মানে, আমি ভাবলাম বুঝি আমায় নিয়ে আপনাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি—(পেয়ালার কানায় বিষম খেতে খানিকটা চা চলকে পড়ল পাঞ্জাবির ওপর।) গেল, জামাটা গেল!

সুরমা ॥ তা যাক্, কাপটা ভাঙবেন না—

শিব ॥ না না, কাপ ভাঙবে কেন? চা খেতে গিয়ে কেউ কাপ ভাঙে! (এক গাল হেসে চুমুক দিতে গিয়ে জোর বিষম খায়। গরম কাপ হাতে রাখা তখন দায়) ধরুন—

[কাঁপা হাতে কাপ বাড়ায় সুরমার দিকে।]

সুরমা ॥ আশ্চর্য!

শিব ॥ হ্যাঁ, না, মানে আশ্চর্য গরম! ধরুন, না—

সুরমা ॥ নিজের হাতে খেতেও পারেন না দেখছি! আমার ননদিনী কি আপনাকে হাতে করে খাইয়ে দেয়!

শিব ॥ হাত পুড়ে গেল! দূর ছাই, ধরুন না...

[সুরমার কাপড়ে চা পড়ল।]

বুজু ॥ আঃ।

শিব ॥ আমায় কিছু বললেন দাদা?

বুজু ॥ তুমি এমন একজন কেউকেটা না শিবনাথ—সব সময় তোমায় নিয়ে কথা বলতে হবে। (আঙুলটা নাড়তে নাড়তে) কী জ্বালা!

শিব ॥ অ্যাঁ, কেটে গেছে দেখছি! ইস্। একটু লাল ওষুধ লাগাবেন দাদা— আমাদের কাছে আছে—

সুরমা ॥ শিলং থেকে একেবারে ফার্স্ট এড্ বক্স সঙ্গে করে এসেছেন?

শিব ॥ হ্যাঁ, অনেকদিন থাকব তো, তাই—

বুজু ॥ তাই গুছিয়ে এসেছে, ঘরেদোরে তালাচাবি দিয়ে—এখানে পার্মানেনটলি চলে এলে নাকি?

শিব ॥ আমার কি কোন দোষ হয়ে যাচ্ছে, বলুন না বৌদি—

বুজু ॥ নিজেকে জিগ্যেস করে দেখ না ভাই।

[বুজু চলে যায়।]

শিব ॥ কি যে হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। (সুরমার দিকে তাকিয়ে হাসে।) পরিবেশটা কী রকম ভারী হয়ে গেছে, না? চলুন বেড়িয়ে আসি। ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরলে আপনি দেখবেন বৌদি—

সুরমা ॥ নিজের বৌকে নিয়ে যান না—আশ্চর্য।

[সুরমা তাদের ঘরে ঢুকে গেল। শিবনাথ ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফের চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেল। চা পড়ল গায়ে। কাপটিও পড়ে গেল মাটিতে। রেখা তার ঘর থেকে দুমদুম করে বেরিয়ে এল।]

রেখা ॥ কিছু খেতে গেলেই হয় হাঁচি নয় কাশি! এমন ন্যালাখ্যাপা লোক দেখিনি! (ভেঙচি কেটে) লাল ওষুধ লাগাবেন দাদা! তোমার জন্যে আমার প্রেসটিজ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে—

শিব ॥ আমরা কবে বাড়ি যাবো রেখা!

রেখা ॥ দেরি হবে। যে কাজে এসেছি, না মিটিয়ে যেতে পারব না। যাও জামা কাপড় ছাড়ো—

শিব ॥ আমার খুব বিশ্রী লাগছে। এরা সবাই আমার দিকে কী রকম সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

রেখা ॥ তা নিজেই বা অমন গোরুচোরের মতো মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

শিব ॥ (ক্ষিপ্ত গলায়) কী করব? নর্ম্যাল হবার তো চেষ্টা করছি। যেই মনে হচ্ছে শ্বশুরমশায়ের টাকা হাতাবো বলে কুড়িদিন বসে রয়েছি, অমনি অটোমেটিক্যালি গোরুচোর গোরুচোর—(থেমে)। জানো ওরা কাকে বিল্লি বলছিল!

রেখা ॥ তোমাকে—

শিব ॥ আমাকে !

রেখা ॥ বলুক না। আমরা কি ডাকাতি করছি না ছেন্তাই করছি ! বাবার থাকলে সব মেয়েই নেয়। কে তোমার দিকে বিশ্রী চোখে তাকিয়েছে ? দাদা, না বৌদি ?

শিব ॥ বৌদি—

রেখা ॥ কী রকম করে তাকিয়েছে...

শিব ॥ এমনি করে—

রেখা ॥ হুম !

শিব ॥ আমি কতো হাসলুম—বৌদি তবু এমনি করে...পলক পড়ছে না—তোমার বৌদির চোখে আইল্যাশ নেই—

রেখা ॥ তোমারই বা কী দরকার হাসাহাসি করতে যাবার ! আইল্যাশ নেই ! কী আছে কী নেই, তাতে তোমার কী !

শিব ॥ বাঃ, আমার শালার বৌ—

রেখা ॥ আদিখ্যেতা ! হাঁ করে ওর দিকে না তাকালে হয় না।

শিব ॥ উঁ ?

রেখা ॥ (ভেঙচি কেটে) বেড়াতে যাবেন বৌদি ! সোহাগের তালমিছরি—

শিব ॥ (মরিয়া হয়ে) আমাকে সন্দেহ করবে না। আমার মতো অনেস্ট হাজব্যান্ড বাজারে খুব কম পাবে, বুঝলে !

রেখা ॥ থামো !

শিব ॥ চলো বাড়ি চলো। কী দরকার এদের টাকা নেবার ! আমার অতো বড় বিজনেস !

রেখা ॥ খবর্দার ! এতোবড় বিজনেস—অতোবড় বিজনেস—মোটে মুখে আনবে না ! সব সময় বলবে, এতোটুকু বিজনেস !

শিব ॥ আমার এতোটুকু বিজনেস !

রেখা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এতোটুকু !

শিব ॥ মাইরি ! শিলং-এ আমার সাতখানা কাঠগোলা !

রেখা ॥ চুপ ! একখানা কাঠগোলা !

শিব ॥ একখানা !

রেখা ॥ যাও বলে এসো—

শিব ॥ কী বলব !

রেখা ॥ একখানাও কাঠগোলা নেই।

শিব ॥ একখানাও কাঠগোলা নেই ! কাকে বলব—

রেখা ॥ বাবাকে।

শিব ॥ শ্বশুরমশাই শুনে আঘাত পাবেন—

রেখা ॥ পাবেন বলেই তো ত্রিশ হাজারের বান্ডিলটা তোমার হাতে তুলে দেবেন। বোঝে না—

[কুমুদের ঘরে গলা-খাঁকারির শব্দ।]

শিব ॥ (নার্ভাস হয়ে) শ্বশুরমশাই—

রেখা ॥ কী বলবে ?

শিব ॥ একখানাও নেই ! আমি পারব না।

[কুমুদশংকর ঢোকে।]

কুমুদ ॥ শিবনাথ আছো দেখছি—

শিব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—না নেই...আমি বেড়াতে যাবো—

কুমুদ ॥ কোথায় বেরুবে—

শিব ॥ ঐ একটু ইয়ে গাছপালার ধারেধারে নিচেনিচে...এখানে গাছগুলো এতো মোটা মোটা...একটা কাঁঠালগাছ দেখেছি—দারুণ হেলদি—প্রচুর কাঠ হবে—দেখেও ভাল লাগে। যাই—

কুমুদ ॥ বসো বসো। কোথায় কাঁঠালগাছ দেখে বেড়াবে এখন ? এই সবে দেখা হ'লো—আবার কবে হয় না হয়—আমার শরীরের যা অবস্থা—হাজারো ব্যাধি—
[কুমুদ বসে। শিবনাথ বসে। রেখা ক্রমাগত শিবনাথকে ইশারা করছে।]

কুমুদ ॥ কিছু বলবে ?

শিব ॥ না, হ্যাঁ...(গলা ঝেড়ে) আপনি কী ঠিক করলেন বাবা ?

কুমুদ ॥ ঠিক আর কি করব ! যা হয় হোক—চিকিচ্ছাপাতি আর করব না—

শিব ॥ না না, চিকিৎসার কথা বলছি না...বলছি আপনার যে, হাজার হাজার...

কুমুদ ॥ ব্যাধি ! হ্যাঁ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ব্যাধি—

শিব ॥ ব্যাধির কথা বলছি না—বলছি টাকার কথা—

কুমুদ ॥ তা ব্যাধি সারাতে টাকা তো লাগবেই—

শিব ॥ আমি তা বলছি না, বলছি টাকাটা কাকে দেবেন—

কুমুদ ॥ জলে ফেলে দেব, তবু ডাক্তারকে দেব না—

শিব ॥ দূর ! আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি না—

কুমুদ ॥ যতই বোঝাও বাবা...আমি অনড় !

রেখা ॥ কি বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বলো না—

শিব ॥ বলছি তো ! বাড়িটা আপনি বেচেই দিলেন বাবা—

কুমুদ ॥ দিলাম। বড় আশা করে গড়েছিলাম শিবনাথ। শেষ জীবনটা নিরিবিলিতে কাটাবো ! যখন আমি থাকব না—তোমরা সবাই আসবে, দু চারদিন আমার বাড়িতে থাকবে ! একটা জায়গা ! তা দেখছি, তোমরা কেউ সেটা চাও না। রেখার মায়েরও মন ছটফট করে ! সবার যখন ইচ্ছে, আমি আর আঁকড়ে রাখি কেন ? মায়াবন্ধন কাটানোই ভালো ! এখন বুজুর কাছে ভিলাই গিয়েই থাকব—

শিব ॥ সে তো ভালো, খুবই ভালো...
[শিবনাথকে দেখা গেল কুমুদের কাহিনীতেই ডুবে গেছে। রেখা সব ভরসা হারিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠল।]

কুমুদ ॥ এই দ্যাখো, কাঁদছিস কেন ? শিবনাথ, যে কদিন আছি—বছরে একবার অন্তত ওকে ভিলাই পাঠিয়ো ! এই মেয়েটা আমার...আমার বড্ড...

[কুমুদের গলা ধরে এলো।]

রেখা ॥ আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না বাবা—

শিব ॥ পারবে না বাবা...

কুমুদ ॥ (হেসে) আর কী তা হয় ? তোর একটা সংসার হয়েছে—

রেখা ॥ আহা, কী সংসারেই পাঠিয়েছ ! দুবেলা খাওয়া জোটে না—

কুমুদ ॥ অ্যাঁ—

শিব ॥ না, ঠিক তা নয়...(বাধা দেবার চেষ্টা করে) অতোটা বলো না, এই রেখা—

রেখা ॥ (গলায় আরো জোর দিয়ে) যতো গয়না দিয়েছিলে—সব গয়না বেচে খেয়েছে ওরা। এই দ্যাখো—এই দ্যাখো—

[রেখা শূন্য হাত ও কান দেখায়।]

কুমুদ ॥ তাই তো ! গয়না কই ? এসব কী শুনছি শিবনাথ—গয়না বেচে খাচ্ছ ! তোমাদের এতোবড় বিজনেস—সাত সাতটা কাঠগোলা...

শিব ॥ একটাও নেই।

কুমুদ ॥ নেই !

শিব ॥ নেই।

কুমুদ ॥ কোথায় গেল !

শিব ॥ তা বলতে পারব না !

কুমুদ ॥ তার মানে !

রেখা ॥ আগুন বাবা—আগের বছর তিনটে কাঠগোলায় আগুন লেগে—তার আগের বছরও আগুন লেগে—

কুমুদ ॥ প্রত্যেক বছর আগুন লেগে—

রেখা ॥ লেগে লেগে সব ছাই হয়ে গেছে বাবা !

শিব ॥ আমি একটু ঘুরে আসি।

কুমুদ ॥ (ধমক দিয়ে) বসো ! বছর বছর আগুন লেগে কাঠগোলা গোল্লায় যাচ্ছে, আমায় একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করনি ?

রেখা ॥ তোমার জামাইয়ের যে অভাবের কথা জানাতে লজ্জা করে বাবা—

কুমুদ ॥ (রুক্ষ স্বরে) তোমায় দিয়ে যে ব্যবসা চলবে না, এ আমি গোড়াতেই জানতাম ! সে মাথা তোমার নেই। নইলে বাপঠাকুর্দার অতোবড় কাঠের ব্যবসা কেউ এমন করে ভস্ম করে দিতে পারে ! অপদার্থ ! একেবারে অপদার্থ তুমি ! [শিবনাথ আর সামলাতে পারে না। আত্মসম্মানে তার প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে।]

শিব ॥ কি যা-তা বলছেন ! আমি ব্যবসা বুঝিনে ? কাঠের ব্যবসা বুঝিনে !

কুমুদ ॥ না, বোঝো না—

শিব ॥ হাসালেন ! আমাদের বংশে রক্তে কাঠের ব্যবসা রয়েছে, তা জানেন ! আমরা

এমনিতে এই রকম—দেখতে হাবাগোবাই বলুন কি যাই বলুন— কিন্তু বিজনেসের ব্যাপারে আমরা একদম অন্যরকম। কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট !

কুমুদ ॥ সে তো বুঝতেই পারছি।

শিব ॥ কিছু বোঝেননি আপনি। কেন আপনাকে এইসব কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, কিছু ধরতে পেরেছেন ! পারেন নি !

কুমুদ ॥ থাক্ থাক্, তুমি আমাকে বোঝাতে এসো না। সামান্য কাঠের ব্যবসা যে বোঝে না—

শিব ॥ শুনুন, আমাদের বাড়ির গোরুও ব্যবসা বোঝে ! আমার ছোটো কাকার ছেলে দুর্গাদাস—কানে শুনতে পায় না—ছাব্বিশ বছর বয়েস—এখনো কাৎ হয়ে শুলে মুখ দিয়ে হড়হড় করে লালা গড়ায়—একটা জড়ভরত—তবু যান দেখুনগে যান, তার কাঠগোলাও দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে এই অ্যাত্তোবড় হয়ে উঠেছে—

কুমুদ ॥ তাহলে তোমারই বা এতোটুকু হয়ে গেল কেন ?

[রেখা কেঁদে ওঠে]

শিব ॥ (রেখাকে এক নজর দেখে নিয়ে নার্ভাস গলায়) আগুন !

কুমুদ ॥ আগুন !

শিব ॥ বছর বছর !

[রেখা কাঁদে ডুকরে ডুকরে]

কুমুদ ॥ বছর বছর !

শিব ॥ এভরি ইয়ার ! ফায়ার ! ফায়ার ! শী ইজ এ লায়ার !

[শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে যায়। রেখা কাঁদছে।]

কুমুদ ॥ (একটু থেমে থেকে) কাঁদিসনে, আমি দেখছি,...আয় দেখছি কী করা যায় ! সত্যি, ও যে এমন অপদার্থ !

[রেখার হাত ধরে কুমুদ ভেতরে নিয়ে গেল। নেপথ্যে হাসি শোনা গেল। বুজু সুরমা আশালতার গলা। আশালতাকে নিয়ে বুজু ও সুরমা ঢুকল। হাতে মস্ত থালায় দুতিন রকম মিষ্টি। আশাকে ওরা মিষ্টি খাওয়াবার চেষ্টা করছে।]

বুজু ॥ খাও মা—খেয়ে নাও—

সুরমা ॥ না খেলে শুনব না মা—

আশা ॥ ওরে না না। আমি বুড়ি মানুষ—ভর সন্ধ্যেবেলা এসব খাবো কী !

বুজু ॥ হাঁ করো—করো বলছি—

আশা ॥ কী যে পাগলামি করিস না—অ বৌমা, এতো খাবো না ! আদ্ধেক ঢেকে রাখো—তোমার শ্বশুর খাবেখন ! মিষ্টি খেতে বড্ড ভালবাসে—

বুজু ॥ আরে আছে আছে ! বাবার জন্যে রাখা হয়েছে, তুমি খাও তো !... সারাজীবন দেখছি বাড়িতে যেটা আনা হয়েছে, আগে বাবাকে খাইয়েছ। নিজে কোনদিন কিছু ভোগ করলে না—(সুরমা মিষ্টি তুলে আশালতার মুখে দিচ্ছে) দ্যাখো তোমার বড় বৌমা তোমায় কতো যত্ন করে—

আশা ॥ (মিষ্টি খেতে খেতে একগাল হেসে সুরমার থুতনি ছুঁয়ে) আমার পেটের মেয়েও এমন ক'রে করবে না—

বুজু ॥ কেন, রেখারা তোমায় মিষ্টি-টিষ্টি এনে দিচ্ছে না?

আশা ॥ ঘোড়ার ডিম আনছে! অ্যাদ্দিন বাদে মা বাপকে দেখতে এলো...এক ঠোঙা বোঁদেও লোকে নিয়ে আসে তো—

বুজু ॥ (সুরমাকে) দেখছো, শিবনাথের প্রবৃত্তিটা দেখছো!

সুরমা ॥ থাক্! জামাইকে ওভাবে বলে না—

আশা ॥ জামাই! যম জামাই ভাগ্না...তিন নয় আপনা। সে দিল্ থাকা চাই বৌমা! সবাই কি আর তোর মতো রে বুজু—

সুরমা ॥ আপনার ছেলে তো মা-অন্ত প্রাণ! আমরা কতো হাসাহাসি করি, বুড়ো ছেলে মা-মা করছে!

আশা ॥ (বুজুর গায়ে হাত দিয়ে) যে যতই হোক বৌমা, বড়ছেলের ওপর কেউ না—! (থেমে) ঐ রেখা মেয়ে...আমি না হয় তাকে দেখতে পারিনে—কিন্তু বাপ তো মেয়ে বলতে জ্ঞান হারায়! আমায় না করিস করিসনে, কিন্তু সেই বাপকে একটু ভালমন্দ রেঁধে খাওয়া...(থেমে) কদ্দিনই বা খাওয়াবি! ঐ তো সেদিন সুরেনবাবু চলে গেলেন—

[গোরা জলের গেলাস নিয়ে ঢোকে।]

গোরা ॥ (থালার দিকে তাকিয়ে) একী করছেন দিদিমা—এক থালা! খাবেন!

আশা ॥ তোর দাদাবাবু যে শুনছে না—

গোরা ॥ খাবেন না। খেয়ে হজম করতে পারবেন না।

সুরমা ॥ তোকে পাকামি করতে হবে না। যা ভাগ্!

আশা ॥ দাঁড়া, ও গোরা—আয়...হাঁ কর্ বাবা, হাঁ কর্...

[গোরা হাঁ করে। আশা ওর গালে একটা মিষ্টি দেয়। গোরা কামড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

আশা ॥ জানিস বুজু, তোর চুমকির জন্যে কাঁথা বানিয়েছি।

সুরমা ॥ (নাক কুঁচকে) ক্যাঁথা!

আশা ॥ তা ঠাকুমা তো আর বড়লোক না, সোনাদানা দেবে! কাঁথাও একেবারে ফেলনা না বৌমা, কেমন পদ্ম তুলেছি—ময়ূর তুলেছি। চুমকির ফুলশয্যেতে সাজিয়ে দেবো দেখো—

বুজু ॥ কেন আর এসব করছ মা, চুমকির বিয়ে কি আমরা দিতে পারব?

আশা ॥ সে কি! তুই যে লিখেছিলি পাত্তর পছন্দ করেছিস—

বুজু ॥ তা তো করেছি! কিন্তু বিয়ে দেব, টাকা কই মা—

আশা ॥ লক্ষ্মীর মা ভাতে কাঙাল! তোর আবার টাকা নেই? ইঞ্জিনিয়ারদের টাকার অভাব?

সুরমা ॥ প্রচার মা, স্রেফ প্রচার। নামেই পাতকুয়ো, লেকিন বালতি ডোবে না!

বুজু ॥ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে যদি কয়লারও দোকান দিতাম, তাহলেও বোধহয় আমার

এরকম অবস্থা হত না মা।

আশা ॥ কী রকম অবস্থা, ও বুজু—

বুজু ॥ এই রকম অবস্থা মা—

আশা ॥ এই রকম মানে কী রকম—

সুরমা ॥ (কান্না কান্না সুরে) যে রকম দেখছেন—

আশা ॥ কী দেখছি।

বুজু ॥ তুমি আর কী দেখবে। তুমি ল্যাংচা খাচ্ছো, তাই খাও—

আশা ॥ এর পরে যে গলা দিয়ে নামছে না রে তোর ল্যাংচা—

[কুমুদশংকর ঢোকে। আশালতা মাথার ঘোমটা টেনে দিল। বুজু ও সুরমা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে।]

আশা ॥ বলি শুনছ?

কুমুদ ॥ উঁ?

আশা ॥ বুজুদের যে এই রকম অবস্থা...

কুমুদ ॥ কী রকম অবস্থা।

আশা ॥ (বিরক্ত হয়ে) কী রকম আবার। দেখতে পাচ্ছ না?

কুমুদ ॥ ভালই তো দেখছি।

আশা ॥ তুমি তো সবই ভালো দ্যাখো। এদিকে টাকার জন্যে যে চুমকির বিয়ে আটকে রয়েছে—

কুমুদ ॥ বলো কী। বুজু—

আশা ॥ বাড়ি বেচার টাকাটা তুমি ওদের দাও—

[সুরমা ও বুজু চলে গেল।]

কুমুদ ॥ হুঁ। সেই জন্যে বুঝি তোমায় ঘুষ খাওয়াচ্ছিল।

আশা ॥ ঘুষমুষ বুঝিনে। টাকাটা দেবে, তাই দাও—

কুমুদ ॥ বুজুকে বলো ওই সামান্য টাকায় নজর না দিতে। আমি ওটা রেখাকে দেবো—

আশা ॥ ওই—ওই সর্বনাশী মেয়ে। ভাই-এর ভাগীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুমুদ ॥ আঃ, কেন তাকে দুষছ। আমি তাকে দেব বলেছি—

আশা ॥ দাও দাও সর্বস্ব মেয়ের আঁচলে বেঁধে দাও—

কুমুদ ॥ তোমার বুজুকেও তো আমি কম দিইনি। অতদূর লেখাপড়া শেখালুম—মাঝখানে তিন বছর ফেল করল—নিজে পছন্দ করে বিয়ে করল—সে করুক, তা নিয়ে কোনো কথা না—কিন্তু জীবনে প্রথম মেয়ের বিয়েতে তাকে বাপের কাছে হাত পাততে হবে কেন?

আশা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, যত দোষ তো বুজুর—আর রেখা ওনার ধোয়া তুলসী। আইবুড়ো মেয়ে কী কেলেঙ্কারি বাঁধিয়েছিল, মনে নেই?

কুমুদ ॥ আঃ, থামো।

আশা ॥ অন্ধের মতো মেয়েকে ভালোবাসো।

কুমুদ ॥ বুজুর ব্যাপারে তুমিও অন্ধ! কম কেচ্ছা সেও এককালে করেনি!...মেয়ের বিয়ে বন্ধ! সব বাজে কথা!

আশা ॥ বুজু মিথ্যে কথা বলছে!

কুমুদ ॥ নতুন কিছু না! সত্যি কথা ও কদাচিৎ বলে! থাক্—গোলমাল ক'রো না—আমি যা ঠিক করেছি তাই হবে! মিষ্টি খেতে দিলেই খেয়ো না!

[কুমুদ দ্রুত চলে যায়।]

আশা ॥ কেন কেন কেন, চিরকাল তোমার কথাই থাকবে কেন? আমি এ বাড়ির কেউ না? আমিও দেখছি কী করে ঐ টাকা রেখা নেয়! বুজু—অ বুজু—

[আলো নেভে]

❑

[আলো জ্বললো। ছোট্টু ঢুকছে। রোগা লম্বা শরীর, বিচিত্র ধরনের জামা কাপড়, কাঁধে ঝোলা, একরাশ ঝাঁকড়া চুল-দাড়িতে মুখখানি প্রায় ঢাকা। হাতে একটা খোলা বই। মুখে জ্বলন্ত চুরোট।]

নেপথ্য-ঘোষণা

['কনিষ্ঠ পুত্র ছোট্টু। চিন্তাধারা বৈপ্লবিক। মহাক্রোধী এবং শাস্ত্রবিরোধী। কালো কফি এবং চুরুট এঁর সারাদিনের খাদ্য। ঘুষি না মেরে ইনি কথা বলেন না।']

ছোট্টু ॥ (হঠাৎ রেলিং-এর ওপর চাপড় মেরে) ভাঙো—ভেঙেচুরে বেরিয়ে পড়ো! রট সিসটেম...মান্ধাতার আমলের রীতিনীতি—সিলি মিডলক্লাস সেন্টিমেন্টস! ভালোবাসা মায়া মমতা—স্যাঁৎসেঁতে থলথলে কাদা—সাফা করো—পচা নর্দমা সাফা করো—নইলে এদেশে বিপ্লব হবে না—নো নেভার—

[গোরা ছুটে আসে]

গোরা ॥ ও দিদিমা, ছোটদাদাবাবু এসেছেন—

ছোট্টু ॥ দিদিমা মাসিমা কাকিমা...খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়োলো...ঘুম পাড়ানিয়া গান...একেকটি আদরের মশারি...টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দে—নইলে বিপ্লব হবে না—নো—নেভার—ওরে ভাঙ ভাঙ...আঘাতে আঘাত কর্...

[গোরার দিকে মুঠি বাগিয়ে এগোয়।]

গোরা ॥ সব ভেঙে ফেলল গো, ও দিদিমা...

[গোরাকে শক্ত হাতে ধরে]

ছোট্টু ॥ জ্বালিয়ে দে পিছু হটার সেতুটাকে...গুটি গুটি হাঁটা ছেড়ে ঝাঁপ দে অনাগতের

বুকে...বোমা ছুঁড়ে উড়িয়ে দে রেলগুদোমটাকে...রবীন্দ্রনাথ থেকে মায়াকভস্‌কি...হ্যা হ্যা হ্যা...

[গোরা পিছলে বেরিয়ে যায়। রেখা ঢোকে।]

রেখা ॥ ওমা ছোড়দা! তবু যাক্ দেখা হ'লো!

ছোট্টু ॥ সাক্ষাৎকার...একটি অনৈতিহাসিক অদ্বান্দ্বিক সাক্ষাৎকার!

রেখা ॥ (একটু থতিয়ে) কেমন আছিস?

ছোট্টু ॥ পৃথিবীর বুকে টিউবারকিউলোসিস...কে ভাল থাকতে পারে? পাবলো নেরুদা কি পারলেন...

রেখা ॥ তুই সেই একই রকম রয়েছিস!... হ্যাঁরে ছোড়দা—তুই কি বিয়ে টিয়ে করবি না!

ছোট্টু ॥ বিয়ে! ললিপপ! পোষমাসের বাঁধাকপি! জষ্টিমাসের আম আঁটির ভেঁপু! হ্যা হ্যা হ্যা—বিবাহ! ম্যারেজ! বৌ! পিছু হটার সেতু! ও মায়াকভস্‌কি!

রেখা ॥ কেন, আমার ছোটো ননদকে তো দেখেছিস! কতো ছেলে লাইন দিয়েছে। ভুরু প্লাক করে! রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে।

ছোট্টু ॥ ব্লাড সুগার কতো?

রেখা ॥ অমন করে বলছিস কেন রে! তুই নিজে কি! একটা চাকরিবাকরিও তো করিস না—

ছোট্টু ॥ চাকরি! সার্ভিস! সিকিউরিটি! হ্যা হ্যা হ্যা। নিয়মের চাকা। রট সিসটেম! গুডবাই রিভল্যুশান!

রেখা ॥ বাবা কিন্তু এবার শুনবে না ছোড়দা। ঐ আমার ছোটো ননদের সঙ্গেই তোকে ঝুলিয়ে দেবে—

ছোট্টু ॥ ওল্‌ড ফুল ফাদার—নেভার এক্সপেকটেড্ এনিথিং বেটার ফ্রম হিম! ওল্‌ড রট জেনারেশান...নাথিং টু গিভ্ আস বাট ওয়ান সুখে-থাকো-মার্কা বৌ! (হঠাৎ চেঁচিয়ে) বিপ্লব তুমি কোথায়?

রেখা ॥ (ক্ষেপে) তোর মাথায়! কলকাতায় ভাষণ ঝেড়ে বেড়াচ্ছ আর মাঝে মাঝে দেশে এসে ডিজেল ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছ...আঁতলেমি ঘুচে যাবে! (থেমে) বাবা বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। ভিলাইতে দাদার কাছে চলে যাচ্ছেন। দেখব কোন্ বিপ্লব কফি আর চুরোট যোগান দেয়! এতোদিন বাদে দেখা—একটা ভাল করে কথা বলতে নেই!

[রেখা চলে যায়।]

ছোট্টু ॥ (চুরোটের ছাই ঝেড়ে) বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে! সোল্‌ড! সোল্‌ড ফর গুড! ভেরি গুড!

[শিবনাথ দ্রুত ঢোকে।]

শিব ॥ এই যে ভাই ছোট্টু, তোমাদের বাথরুমটা কোথায় বল তো—

ছোট্টু ॥ হোয়াট!

শিব ॥ দরকারের সময় একটা জিনিস পাওয়া যাবে না। ঘড়ি পাওয়া যাবে না—কলম

পাওয়া যাবে না—বাথরুমও না—সিরিয়াসলি—একতলায় না দুতলায় বলো তো—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন বেগ পেয়েছে!

ছোট্টু ॥ রাবিশ!

শিব ॥ কেন, রাবিশ কেন, তোমার পায় না? তুমি কি সব বন্ধ করে থাকো!

ছোট্টু ॥ লুকিং ফর বাথরুম। বাথরুম এভরিহয়্যার...

শিব ॥ এভরিহয়্যার।

ছোট্টু ॥ এনিহয়্যার ইউ ক্যান কমিট ন্যুইসেনস্। যেখানে খুশি...

[ছোট্টু চলে যায়। বুজু ও সুরমা ঢোকে।]

সুরমা ॥ কি মশাই, পালিয়ে এলেন যে।

শিব ॥ না, পালাবো কেন? ইয়ে মানে বৌদি...আসছি।

[শিবনাথ বেরুতে গিয়ে বুজুর মুখোমুখি হ'লো।]

বুজু ॥ তা শিবনাথ—

শিব ॥ আজ্ঞে?

বুজু ॥ কদিন ধরে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি। দমকল ডেকেছিলে?

শিব ॥ দমকল। কেন, দমকল কেন? জীবনেও দমকল ডাকতে হয়নি আমার।

বুজু ॥ সে কী। কাঠগোলার আগুন নেভাতে ডাকোনি?

শিব ॥ ও—হ্যাঁ, না, দমকল আসার আগেই সব শেষ। তাই ডাকতে হয়নি।

সুরমা ॥ শুনলাম রেখার গয়না বিক্রি করে খাচ্ছেন।

শিব ॥ ক্রাইসিস্...প্রচণ্ড ক্রাইসিস যাচ্ছে বৌদি...

বুজু ॥ ক্রাইসিস্। তা আমার বোনের গায়ে হাত দেবার আগে (শিবনাথের পাঞ্জাবির বুক ধরে) নিজের সোনার বোতামটা বেচলে না কেন ভাই?

[রেখা তীরের মতো ছুটে আসে।]

রেখা ॥ কী শুনতে চাও তোমরা? আমি বলছি। না, আগুনও লাগেনি— গয়নাও বেচা হয়নি। কিন্তু বাড়ি বেচার টাকা আমি নেবো। ভেবো না তোমাদের টাকা নিচ্ছি—নিচ্ছি আমার বাবার টাকা--

সুরমা ॥ তাহলে সেই জন্যেই এখানে হত্যে দিয়ে পড়ে আছো বলো—

রেখা ॥ তোমরা কী জন্যে আছো শুনি। আজ বড় শাশুড়ির দুঃখে মরে যাই মরে যাই—এই যে বুড়ি এখানে পড়েছিল—কখনো বিজয়ার পেন্নামটা জানিয়েছো? এখন বড় ল্যাংচা, রসকদম্ব খাইয়ে লাইন পাতা হচ্ছে—

সুরমা ॥ ভদ্রভাবে কথা বলো। তোমার দাদা তোমার চেয়ে সাড়ে চোদ্দ বছরের বড়।

রেখা ॥ বড় বড়র মান রাখুক! বাড়ির জামাইয়ের সঙ্গে কেউ ওইভাবে কথা বলে! জামার কলার ধরে...

বুজু ॥ মিথ্যেবাদীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে?

রেখা ॥ ওরে আমার সত্যিবাদী রামচন্দর রে!

শিব ॥ এই রেখা—এসব কী হচ্ছে বৌদি—

সুরমা ॥ কিছুই বুঝতে পারছেন না?

রেখা ॥ ইঞ্জিনিয়ারিং করে হাজার হাজার টাকা মারছে, সে বেলায় কিছু না, না? আজ বাড়ি গড়ে দিলে, কাল বাড়ির ছাদ ফেটে জল পড়ছে! ব্যাকডোরে সিমেন্ট ঝেড়ে ঝেড়ে ফাঁক করে দিল!

বুজু ॥ খবর্দার! আমার প্রফেশান নিয়ে কিছু বলবি না।

সুরমা ॥ বলুক না, বলতে দাও—

বুজু ॥ কী বলতে দেব! একেই আমার পেছনে সি. বি. আই. লেগেছে—তদন্ত চলছে—এর ওপর নিজের বাড়ির লোক এই সব কথা চেঁচিয়ে বললে—কদ্দূর গড়াতে পারে জানো—

শিব ॥ তবে থাক্ রেখা, সিমেন্টটা চেপে যাও। বরং চীটফান্ডের কথাটা বলো। কি বলেন দাদা?

রেখা ॥ হাঁড়ি ফাটাব! ময়দানে হাঁড়ি ফাটাব! মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিনে! এদিকে যে লাখখানেক টাকা চীটফান্ডে খাটছে...

সুরমা ॥ দেখেছো দেখেছো, সব খবর যোগাড় করেছে!

বুজু ॥ মা মা, এই শুনে যাও...

রেখা ॥ ডাকো, ডাকো তোমার মাকে! ভয় করি না!

সুরমা ॥ তা করবে কেন? তুমি যে বটবৃক্ষে নাও বেঁধেছো!

রেখা ॥ বাবা বাবা, বৌদি তোমাকে যা-তা বলছে!

সুরমা ॥ (শিবনাথকে) এই মশাই, কী যা-তা বলেছি আমি!

শিব ॥ না, ভালই বলেছেন। বলেছেন বটবৃক্ষ। বৃক্ষ তো খুবই ভালো! কতো কাঠ দেয়!

বুজু ॥ (শিবনাথকে) অপদার্থ! শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি নেবার আগে, গলায় কাঠ বেঁধে তোমার ডুবে মরা ভালো।

শিব ॥ (ক্ষেপে) সবাই মিলে আমাকে দাবড়াচ্ছেন কেন বলুন তো!

রেখা ॥ লজ্জা নেই—এখনো শ্বশুরবাড়ির ভাত খাচ্ছো। যাও, নিজের বাড়ি চলে যাও!

শিব ॥ চলো...আমি তো গোড়া থেকেই বলছি চলো...

রেখা ॥ বাবা...বাবা...

[রেখা চলে যায়।]

বুজু ॥ (একটুক্ষণ থমকে) মা...মা...

[বুজু আর একদিকে বেরিয়ে যায়।]

শিব ॥ যা করে ওরা ভাই বোনে করুক! আমরা এর মধ্যে থাকব না, কী বলুন বৌদি?

সুরমা ॥ ন্যাকা!

[সুরমা চলে যায়—কুমুদ ঢোকে।]

কুমুদ ॥ শিবনাথ...

শিব ॥ আজ্ঞে?

কুমুদ ॥ বসো...

শিব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। (বসে) আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে...

[আশালতা উল্টো দিক দিয়ে ঢোকে]

আশা ॥ ওঠো...

শিব ॥ (উঠে) হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেও আমার কথা আছে।

আশা ॥ তুমি বুজুকে কী বলেছ?

শিব ॥ আমি...দাদাকে...কই না, কিছু বলিনি!

আশা ॥ চীটফান্ডের কথা বলোনি?

শিব ॥ আপনার মেয়ে বলছিল।

কুমুদ ॥ (ধমকে) মিথ্যে কথা ব'লো না। রেখা এরকম কথা তার গুরুজনকে বলতেই পারে না।

শিব ॥ আপনি আপনার মেয়েকে কতটুকু চেনেন?

আশা ॥ বড়বৌমাকে তুমি নেকী বলেছ!

শিব ॥ জাস্ট অপোজিট। আপনার বৌমাই আমায় ন্যাকা বলেছে। ডেইলি দুচারবার বলছে। বিশ্বাস না হয় আপনার মেয়েকে ডাকুন।

আশা ॥ আমার মেয়ে! আমার মেয়ে নেই!

শিব ॥ নেই কেন, রেখা!

আশা ॥ রেখা আমার মেয়ে কে বললে তোমাকে?

শিব ॥ আপনারাই বলেছেন!...সে কি! রেখা আপনার মেয়ে না?

আশা ॥ কোনোকালে না। (কুমুদকে দেখিয়ে) যার মেয়ে তাকে বলো—

শিব ॥ অ্যাদ্দিন বাদে কী বলছেন মা! (কুমুদকে) রেখা আপনার মেয়ে...কিন্তু ওনার মেয়ে না?

কুমুদ ॥ (ধমকে) পাগলামি করো না! বসো!

শিব ॥ (আশাকে) তাহলে রেখার মা কে? ক্ষমা করবেন, (কুমুদকে) আপনার কি দুই বিয়ে?

কুমুদ ॥ ডোন্ট বি সিলি!

শিব ॥ আমার মাথা গুলোচ্ছে!

কুমুদ ॥ কোথায় যাচ্ছ?

শিব ॥ হাওয়া খেতে!

কুমুদ ও আশা ॥ দাঁড়াও! দাঁড়াও!

[শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেল। কুমুদশংকর ও আশালতা দুজনে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।]

কুমুদ ॥ গোরা—ওরে গোরা—ওষুধটা দিয়ে যা! থেকে থেকে কোথায় যে যায় ছোঁড়াটা! বাড়িতে যতো লোক আসছে ততো কাজে ঢিলে দিচ্ছে! (আড়চোখে আশাকে দেখে) বলি ওষুধটা কি পাবো? (আশা চুপ) মরুকগে। (থেমে) খালি রাগ আর রাগ! মেয়ে জামাইয়ের কাছে মাথা নিচু হয়ে

যাচ্ছে ! (একটু পরে) তা কী করব ! আমি রেখাকে কমিট করেছি—এখন কী করে বলি...না, তোকে দেবো না টাকা...

আশা ॥ আমিও নাতনির বিয়েতে বুজুকে দেবো বলেছি...আমার কথার দাম নেই ?

কুমুদ ॥ এতো বয়েস হ'লো, তবু জিদ কমলো না !

আশা ॥ কে কার জিদ নিয়ে বসে আছে, লোকে বিচার করুক !

কুমুদ ॥ লোকে কতটুকু জানে ? কতটুকু দেখেছে লোকে। সেই বিয়ের রাত থেকেই দেখছি এই একগুঁয়েমি !

আশা ॥ হবে না কেন ? বিয়ের রাতেই যে তোমাদের স্বরূপ চিনেছিলাম !... নতুন বৌ—বাড়িতে পা দিয়ে দেখলাম, জয়েন্ট ফ্যামিলি ! ভাই ভাইপো মেসো পিসি...আর পিসিটা তো সাক্ষাৎ কেউটে ! সেই সাত নাগিনীর মন যোগাতে যোগাতে শরীর মন বিষিয়ে গেছে আমার...হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাঁড়ির হাল হয়েছি !

কুমুদ ॥ তার জন্যে কথাও শুনিয়েছ। উঠতে বসতে প্রাণ অতিষ্ঠ করেছ। তোমার কথাতেই আমি জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে আলাদা হয়েছিলাম। তারপর কোনদিন টাইমলি আপিসের ভাত পাইনি।

আশা ॥ উঁ, টাইমলি ভাত পাইনি ! কেন, আমাকে কেন রাঁধতে হবে ! আমি কি রাঁধুনী ঠাকুর ! এই শেষ জীবনে এখনো ভাত রেঁধে দিতে হবে কেন ? বিনি পয়সায় সেবা-শুশ্রুষা করিয়ে নিচ্ছে—

কুমুদ ॥ আমি কারুর সেবা পাওয়ার জন্যে কাউকে বেঁধে রাখিনি !

আশা ॥ আবার না তো কি !...দাসী-বাঁদী করে রেখেছে জীবনভর !...কেন, কেন এই বুড়ো বয়েসে আমাকে তোমার ওষুধ এগিয়ে দিতে হবে, গা স্পঞ্জ করে দিতে হবে, মোজা সেলাই করে দিতে হবে ! তুমি আমার কী করো ?

কুমুদ ॥ তুমি তাহলে নিজের থেকে চাও না এসব করতে ? আমি তোমায় বাধ্য করছি ?

আশা ॥ আলবাৎ ! সংসারের জোয়ালে কাঁধ দিতে আমায় বাধ্য করেছ তুমি—তুমি ! এককালে ভাল ছবি আঁকতে পারতাম...ভুলে গেছি কবে !...স্বদেশীযুগে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছি...আমায় দেখে কেউ আজ বিশ্বাস করবে ? আমাদের গাঁয়ে যত সভা সমিতি হয়েছে—সব সভাপতি প্রধান অতিথির গলায় মালা দিয়েছি আমি ! আমার জীবন তো তাদের কারুর মতো হতে পারত ! আজ আমাকে সামান্য টাকার ভাগ নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে হচ্ছে কেন ? কেন ?

[আশা চলে যায়। ইজিচেয়ারে গুম হয়ে বসে থাকে কুমুদ। চোখ বন্ধ। ছোট্টু ঢোকে। একটু ইতস্তত করে কুমুদের পায়ে হাত দেয়।]

কুমুদ ॥ (চমকে) কে ?

ছোট্টু ॥ আমি...

কুমুদ ॥ তুমি !

ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

কুমুদ ॥ প্রণাম করলে নাকি?
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...
কুমুদ ॥ সে কি!
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...
কুমুদ ॥ তুমি তো বহুকাল আমার মুখদর্শন করো না! সেটাই স্বাভাবিক... কিন্তু প্রণাম!
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...
কুমুদ ॥ আশা করিনি। যাক্‌গে, কিছু বলবে?...কই বলো...
ছোট্টু ॥ বলছিলাম...ইয়ে...ঐ বিয়ের ব্যাপারে...
কুমুদ ॥ কার বিয়ে?
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে আমার...
কুমুদ ॥ সে তো তুমি করবে না জানিয়ে দিয়েছ। সে ব্যাপারে আমার কিছু আর বলার নেই। (থেমে) দেখছি এ বাড়িতে তুমিই শুধু খাঁটি। সবাই যখন সামান্য টাকা নিয়ে খেয়োখেয়ি করছে, তুমিই শুধু বাইরে। তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।
ছোট্টু ॥ আপনি যদি চান, আমি বিয়ে করব বাবা।
কুমুদ ॥ না না, আমি কক্ষনো তোমায় তোমার প্রিন্সিপল্ ভাঙতে বলব না।
ছোট্টু ॥ আপনি যদি বলেন, তাও ভাঙব।
কুমুদ ॥ উঁ?
ছোট্টু ॥ আপনার যখন ইচ্ছে—রেখার ননদকেই আমি বিয়ে করব।
কুমুদ ॥ বলো কী।
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।
কুমুদ ॥ আশা করিনি—একেবারেই আশা করিনি।
ছোট্টু ॥ আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে বাবা—
কুমুদ ॥ উঁ?
ছোট্টু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ত্রিশ হাজারে বাড়ি বিক্রি করলেন, আমিও তো ভাগের ভাগ দশ হাজার পাবো—

[দরজায় দরজায় অনেকগুলো মুখ—বুজু, সুরমা, রেখা, শিবনাথ। সবাই হাঁ করে ছোট্টুকে দেখছে।]

কুমুদ ॥ মাত্র দশ হাজার টাকার জন্যে তুমি আজ আজ্ঞে-আজ্ঞে করছ বাবা প্রোগ্রেসিভ ইন্‌টেলেকচুয়াল! তোমাকে যে আমি হিসেবের মধ্যেই ধরিনি! নাঃ, সংসারে কতো ভুলই না করে লোকে! কাগজপত্রে তোমার যেসব লেখাটেখা দেখতে পাই—যেসব রিভল্যুশনারি ভাষণ শুনতে পাই—(হেসে) দেখছি বাইরে যে যতই প্রোগ্রেসিভ হোক্—আসল সময়ে সবাই সমান প্রোগ্রেসিভ! (চারদিকে চেয়ে) এসো—তোমরা সবাই এসো—এসো বুজু—আয় রেখা— (সবাই এগিয়ে আসে) আর অশান্তি বাড়ানো ঠিক হবে না। সব টাকাটা তোমাদের তিনজনকে

সমান ভাগ করে দেবো। কিন্তু একটা কথা, এতদিন যা হয়ে গেল—কেউ তোমরা তা মনে রাখবে না। কেউ অভিমান পুষে রেখো না। (বুজুকে) আমি রেখাকে একটু বেশি ভালবাসি, তোমার মা তোমাকে বাসে। কেন যে আমরা একটু কম একটু বেশি—কেন যে আমাদের এই পক্ষপাতিত্ব—তা আমি বলতে পারব না! হয়ত এর কোনো সঙ্গত কারণও নেই। তবে কি জানো, ভালবাসা মাত্তরই খানিকটা অন্ধ হয়, অবুঝ হয়। যা হয়ে গেছে, এ নিয়ে তোমরা নিজেরা দুঃখু করো না—মনে করো বুড়ো মা-বাপ অবুঝ—অন্ধ!

[আলো নেভে।]

❐

অন্ধকারে ঘোষণা

'টাকা ভাগ হইল। বাড়িতে এবার সত্য সত্যই চাঁদের হাট বসিল।'

[আলো জ্বললে দেখা গেল, বারান্দায় একটা বড় গামলায় নানারকম মশলা মিশিয়ে পোলাও-এর চাল পিষছে শিবনাথ।]

শিব ॥ (গুনগুন করছে) আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না...
ইস্তানবুল থেকে শিখেছি যে রান্না...
পোলাও কালিয়া আর মুর্গা মটন...

[ঝকঝকে হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে এলো সুরমা।]

সুরমা ওমা! ওমা! কী কাণ্ড! ও রেখা...ও রেখা দেখে যা...তোর বরের কীর্তি দেখে যা—

[বুজু রেখা গোরা এধার ওধার থেকে বেরিয়ে এলো।]

বুজু ॥ আরে শিবু, তুমি চাল মাখছো কেন—ছেড়ে দাও ভাই, তোমার বৌদিকে দাও—

রেখা ॥ না না, করুক দাদা। আসা থেকে খালি জামাই সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুরমা। অতো যত্ন করে মাখলে কী হবে মশাই, আপনার গিন্নিকে আমরা পোলাও খেতে দেবো না। আগে বলুন, আমাদের ভাগ্নে হবে কবে?

রেখা ॥ আঃ বৌদি!

সুরমা। ন্যাকা!

[সুরমা গামলা থেকে চাল তুলে শিবনাথের মাথায় ছড়াতে ছড়াতে]

সুরমা ॥ উলু উলু উলু—

[সবাই হাসছে]

শিব ॥ তবে রে ! অনেক সহ্য করেছি...আর ছাড়ছিনে !

[শিবনাথ ঘি মশলা মাখা হাত সুরমার গালে চাপিয়ে দিল।]

সুরমা ॥ এ মা ! কী করল দ্যাখো...

বুজু ॥ বেশ করেছে। শিবুর সঙ্গে চালাকি ! ছেড়ো না শিবু...মাখাও তো, ভাল করে মাখাও—

সুরমা ॥ (একটা ঘটি তুলে) কাঠের ব্যবসা করে হাত দুখানা হয়েছে কেঠো ! দাঁড়াও, তুমি ক্যায়সা কেঠো জামাই...

[শিবনাথকে তাড়া করে সুরমা বেরিয়ে যায়।]

রেখা ॥ তোমার মনে আছে দাদা, সেবার ঘোষেদের বাগানে সেই পিকনিক ?

বুজু ॥ (গোঁপ মুচড়ে) ওঃ, আমি একাই বারোটা মুর্গী জবাই করেছিলাম !

রেখা ॥ তাই দেখে মিঠুদি কিরকম কাঁদছিল !

বুজু ॥ মিঠুরা এখন কোথায় থাকে রে ?

রেখা ॥ দেওঘরে। জানো দাদা, স্বামীর সঙ্গে একদম বনে না। মিঠুদি কি রকম খিটখিটে হয়ে গেছে। কী সব অসুখ-বিসুখও হয়েছে।

বুজু ॥ কতোদিন দেখা হয় না !

রেখা ॥ এখন তো এখানে বাবার কাছে এসেছে। যাবে, দেখতে যাবে ?

বুজু ॥ যাবো ? থাক্‌গে। দেখা হলে কষ্টই হবে।

রেখা ॥ চলো না। মিঠুদি তোমাকে কিন্তু ভুলতে পারেনি দাদা !

বুজু ॥ রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। (সিগারেট ধরায়) কী রকম বুড়ো হয়ে গেছি আমরা, না রে !

রেখা ॥ বেঁচে থাকলে বুড়ো তো হতেই হবে দাদা !

বুজু ॥ হুঁ, হতেই হবে, আর সেই সব নানা রঙের দিন চোখের সামনে ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে, তাও দেখতে হবে। (ধোঁয়া ছেড়ে) শোন্, বাড়ি তো বিক্রি হয়ে গেছে। বলছিলাম, মা আর বাবাকে তুই নিয়ে যা—তোদের কাছে নিয়ে রাখ।

রেখা ॥ সে কি ! ওরা তো তোমার সঙ্গে যাবে—

বুজু ॥ তাই ঠিক ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম...আমার কোয়ার্টার তো খুব বড় না...আর বাবা যে রকম রুগ্ন মানুষ...অন্তত দুটো ঘর লাগবে।

রেখা ॥ কিন্তু আমার কাছে থাকবে কি করে—শিলং-এ যেরকম গণ্ডগোল ! ওদিকে বাঙালীদের যা অবস্থা !

বুজু ॥ আরে সব গণ্ডগোল থেমে যাবে। বাঙালী বলে অসমে থাকতে পারবে না, গুজরাটি বলে মাদ্রাজে থাকতে পারবে না, এ কখনো বেশিদিন চলে ? আরে বাবা, ইন্ডিয়ান সিটিজেন—ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় থাকবে। নিজের [illegible] পরবাসী, এ আবার হয় নাকি ! এ সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ধ্বংস

হয়ে যাবে। তুই নিয়ে যা—

রেখা ॥ কিন্তু ছেলেরা থাকতে বাপ-মা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকছে, সেটাই বা কি কম বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যবস্থা ?

বুজু ॥ আরে বাবা, আমার সুবিধে থাকলে থোড়াই বলতাম তোকে। আসলে তোর বৌদিই রাজি হচ্ছে না। মানে এইসব ঘটনার পর, তোর বৌদি আর বাবাকে রাখতে চাইছে না। বাবার সঙ্গে আমাদের যে ঠিক বনে না, এটা তো তুই মানবি, না কি !

রেখা ॥ কিন্তু মার সঙ্গেও যে আমার হিচ্ আছে দাদা ! আচ্ছা দাঁড়াও ! ছোড়দা ! অ্যাই ছোড়দা...

[ছোট্টু একটা বই হাতে বেরিয়ে আসে।]

রেখা ॥ হ্যাঁরে ছোড়দা, মা আর বাবাকে তুই তোর কাছে নিয়ে গিয়ে রাখ্ না...

বুজু ॥ হ্যাঁ...সেটাই সব দিক দিয়ে ভালো হয়...

রেখা ॥ বল্, তুই যদি না রাখিস, বুড়োবুড়ি এখন থাকে কোথায় ? বাড়ি তো ছেড়ে দিতে হবে !

বুজু ॥ আফটার অল্, ইট ইজ আওয়ার রেস্‌পনসিবিলিটি ছোট্টু !

রেখা ॥ তুই তো এবার বিয়ে করছিস...এবার একটা বাসা কর, আমরাও তোর কাছে মাঝে মাঝে থাকতে পারব। কারুর কোনো অসুবিধে হবে না...

বুজু ॥ সব থেকে বড় সুবিধে হ'লো, আমাদের সঙ্গে বাবা-মার এক এক জনের যেমন হিচ্ রয়েছে, তোর সঙ্গে তা নেই। ওরা তোকে ভালোও বাসে না, মন্দও বাসে না...আবার তুইও ওদের ভালোও বাসিস না, মন্দও বাসিস না...

রেখা ॥ হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে তেলে-জলে মিশ খাবে না। তোর পক্ষে জলে-জলে একাকার হয়ে গেল। তাই না দাদা ?

বুজু ॥ তুই কালই ওদের দুজনকে নিয়ে যাচ্ছিস। ফাইনাল !

রেখা ॥ উঃ ছোড়দা, তুই বাঁচালি !

[ছোট্টু নীরবে শুনছিল, নীরবেই বেরিয়ে গেল।]

রেখা ॥ ছোড়দা ! অ্যাই ছোড়দা ! শোন্... কিরে হ্যাঁ-না কিছু না বলে চলে যাচ্ছিস যে ! দেখলে দাদা !

বুজু ॥ স্কাউন্‌ড্রেল !

রেখা ॥ আঁতেল !

বুজু ॥ শুধু আঁতেল, না, সেয়ানা আঁতেল ! রাস্কেল কেমন মাথায় হাতটি বুলিয়ে দশটি হাজার ঝাড়লো ! ওটা না এলে তো আমরা আরো পাঁচ পাঁচ পেতাম !

রেখা ॥ ছুঁচো কোথাকার ! দেখো ও ছুঁচো একদিন একবেলার জন্যেও মা বাবাকে বইবে না ! আচ্ছা, ছ মাস ছ মাস রাখলে কি হয় দাদা—তুমি দু'জনকে ছ মাস রাখলে, আমি ছ মাস...

বুজু ॥ ছ মাস অন্তর যদি বুড়োবুড়িকে ভিলাই থেকে শিলং অবধি সাট্‌ল ককের

মতো যাতায়াত করতে হয়, তবেই হয়েছে! ট্রেনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে! (হঠাৎ) তার চেয়ে বরং—

রেখা ॥ কী?

বুজু ॥ তুই একজনকে রাখ্, আমি একজনকে রাখি। কারুর' পরে বার্ডেন পড়ল না! কি, কি রকম আইডিয়া!

রেখা ॥ খুব ভালো। টাকাকড়িও ভাগ করলাম, এসো এবার মা-বাবাকে ভাগ করি। হাফ-হাফ!

বুজু ॥ হাফ-হাফ। তুই কাকে? বাবা না মা?

রেখা ॥ টস্ করি। আঙুল ধরো—

[রেখা দুই আঙুল বাড়িয়ে দেয়। বুজু একটা ধরে।]

রেখা ॥ তোমার ভাগে বাবা, আমার ভাগে মা।

বুজু ॥ যা। উল্টে গেল যে—

রেখা ॥ যাক্ না। একই তো ব্যাপার—হাফ-হাফ।

বুজু ॥ হ্যাঁ, অল দিল সেম! হাফ-হাফ।

[আলো নেভে]

❒

অন্ধকারে ঘোষণা

'মা বাবা ভাগ হইলেন।
আগামীকল্য এক ভাগ যাইবেন শিলং...আর এক ভাগ ভিলাই। বাক্স পেঁটরা বাঁধাছাঁদা হইতেছে।'

[আলো জ্বলে। মরা বিকেল। সেই প্রথম দিনের মতো কুমুদশংকর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছে, আশালতা তার পায়ের কাছে। দুজনেই বিমূঢ়। চারপাশ স্তব্ধ।]

কুমুদ ॥ সাবধানে যেয়ো। গাড়িতে আজকাল বড্ড চুরি ডাকাতি হচ্ছে। (থেমে) রেখাদের গোরু আছে। টাটকা দুধটা খেতে পারবে। চিরকাল আমাকেই খাইয়েছ, এবার নিজে খেয়ো। (থেমে) রেখার সঙ্গে একটু 'প্যাচ আপ' করে নিয়ো।

আশা ॥ 'প্যাচ আপ' কি গো?

কুমুদ ॥ ওই আর কি! রেখা যদি তোমায় কড়া কথা বলে, তুমি পাল্টা জবাব দিয়ো না। সহ্য ক'রো।

আশা ॥ মুখ বুঁজে সহ্য করার নাম বুঝি প্যাচ' আপ?

কুমুদ ॥ হুঁ। তীর্থধর্ম করে বেড়াবে। রেখাদের কাছে থাকবে ভালো।

আশা ॥ তুমিও তো বুজুর কাছে ভালো থাকবে। বুজুর গাড়ি আছে,ঘুরতে পারবে। চুমকির বিয়ে হবে, দেখতে পাবে। আমার ভাগ্যে কিছু নেই।

কুমুদ ॥ (একটু পরে) তোমার বাক্সে আমার গলাবন্ধ সোয়েটারটা রয়েছে। ভুলে নিয়ে চলে যেয়ো না যেন। আর যাবার আগে আমার মোজাটা শেষবারের মতো একটু সেলাই করে দিয়ো তো।— মাঝে মাঝে পত্তর লিখো।

আশা ॥ আমি কি লিখতে জানি?

কুমুদ ॥ অ্যাঃ! বর্ণপরিচয় না চেনার কি দুর্গতি!

আশা ॥ বুঝবো কি করে, বেঁচে থেকেও আলাদা থাকতে হবে!

কুমুদ ॥ কোন না কোন দিন ছেড়ে তো থাকতেই হবে!

আশা ॥ কবে আবার দেখতে পাবো?

কুমুদ ॥ বলা মুশকিল। একটুখানি পথ তো না। যাতায়াত রীতিমত ব্যয়বহুল ব্যাপার—

[আশালতার হাতে একটা ফটো।]

কুমুদ ॥ কার ফটো?

আশা ॥ তোমার। কতোকাল আগের চেহারা। সদ্য গোঁপ উঠেছে! কোট প্যান্ট পরলে ঠিক সাহেব।

[কুমুদের হাতে ছবি দিল।]

কুমুদ ॥ সাহেব তো একা নয়। সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা কে এক অপরিচিতা! চিনি চিনি, মেমসাহেবকে চিনিতে না পারি!

আশা ॥ আঃ, কে শুনতে পাবে! ঢের হয়েছে রসিকতা!

কুমুদ ॥ (নিবিড় গলায়) আশা—আশালতা। আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ!

আশা ॥ (ছটফট করে ওঠে) ওরা কেউ একজন আমাদের দুজনকে এক ঠাঁয় রাখতে পারল না! লটারিতে ভাগ করল!

কুমুদ ॥ ভালোই করেছে! তুমি তো আমার সেবা করে হাঁপিয়ে উঠছিলে, মুক্ত হ'লে!

আশা ॥ তাও আবার আমি পড়লাম রেখার ভাগে, তুমি বুজুর ভাগে! আমি বা কী করে মানিয়ে থাকব, তুমি বা কী করে—

কুমুদ ॥ ওরা যাকে ভালোবাসে না, তার সঙ্গেও ঘর করতে পারে! আমরা পারিনে! ওদের সঙ্গে আমাদের এইটেই তফাত। ওরা বলে, অল দি সেম!

আশা ॥ (কুমুদের হাঁটুতে হাত রাখে) অতো দূরে যদি তোমার অসুখ বাড়ে, আমি তো জানতেও পারব না...

কুমুদ ॥ একদিন সন্ধ্যেবেলা তুমি হয়ত প্রদীপ জ্বালাচ্ছ...হঠাৎ টেলিগ্রাম...

আশা ॥ টেলিগ্রাম...

কুমুদ ॥ আমি চলে গেছি...

আশা ॥ না, না, না,...সন্ধ্যেবেলা ওকী কথা! তোমার আগে আমি যাবো!

কুমুদ ॥ নিশ্চিত করে কে বলতে পারে আশা? সুরেনেরও তো যাবার কথা ছিল

না! আগের দিনও দাবা খেলে গেল! গেল তো চলে!

আশা ॥ তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

কুমুদ ॥ উপায় কি, এখন ওরা যা করবে মেনে নিতে হবে।

আশা ॥ (তারস্বরে) কেন তুমি এমন করে ওদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়লে, কেন সব দিয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে! সব কেন ওরা পাবে? আমার একটা ভাগ নেই? সুরেনবাবু যেমন ও-বাড়ির দিদিকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন, তুমিও তেমনি আমায় ভিখিরি করে ভাসিয়ে দিচ্ছ। যাবো না, আমার ভাগ না পেলে যাবো না।

[আশালতা হাঁটুতে মাথা রেখে কেঁদে ওঠে। কুমুদের গোপন চোখে প্রসন্ন হাসি দেখা দিল।]

কুমুদ ॥ যেতে হবে না। এখনো বিশ হাজার টাকা আছে আমার। নাগো, সব টাকা ওদের দিইনি। আর এই বারান্দাটাও ছাড়তে হবে না। দলিলে আছে, যতদিন আমরা দুজন বাঁচব, উপরতলাটা আমাদের থাকবে। (আশালতা মুখ তোলে) আমি কি তোমার কথা না ভেবেছি? তোমার ভাগ ঠিকই গুছিয়ে রেখেছি। রাখিনি?

আশা ॥ আগে বলোনি কেন, কদিন ধরে এমন মরণযন্ত্রণা দিলে কেন?

কুমুদ ॥ ভাল তো! মরার আগে মৃত্যুর স্বাদ পেলে। মরণের যন্ত্রণাটা চেনা হয়ে গেল।

[আশালতা কাঁদে। কুমুদ তার হাত ধরে ধীরে ধীরে রেলিং-এর ধারে এলো।]

কুমুদ ॥ ওদের কথা ভেবো না। ওরা যে যার চলে যাক। (থেমে) মানুষ মরে গেলে যেমন আকাশের তারা হয়ে ফুটে ওঠে, হারিয়ে গেলেও তেমন তারা হয়ে যায়। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ঐ দিকে চেয়ে আমরা অচেনা তারাগুলো দেখব—আর আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের খুঁজবো...

[সন্ধ্যার আকাশের দিকে দুজনে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে।]

টাপুর
টুপুর

চরিত্র

বেণী

গণেশ

কেষ্টদুলাল

মরালী

[দুপুর একটা-দেড়টায় শহরের এক ক্ষুদে রেস্তোরাঁয় গোটাকয়েক টেবিল পর-পর জুড়ে তার ওপর চেয়ারগুলি তুলে ঘরটি ধুয়ে মুছে রাখা হয়েছে। কাউন্টারে বসে এক স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক লোক ঝিমুচ্ছে, আর একজন দুই চেয়ারে লম্বা হয়ে ঘুমে অচেতন। প্রথম জনের নাম বেণী, দ্বিতীয় জন গণেশ। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। রেস্তোরাঁর জানালার কাচগুলি এখন জলে জলে ঝাপসা। মাঝে মাঝে ভরা মেঘের গভীর গর্জনও শোনা যাচ্ছে। গণেশের শরীরে তার জন্য বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না, তার নাক-ডাকা দুর্দান্ত এবং একনিষ্ঠ। এমন সময় একটি মেয়ে, বাতাসের দাপটে খুলে-যাওয়া দরজার সামনে এলো। বৃষ্টিতে এত ভিজেছে যে, মনে হচ্ছে মরালী যেন এখনি কোনো দীঘিতে গোটাকয়েক ডুব দিয়ে উঠে এলো। দেখতে শুনতে খুব ভালো না, একটু কালো, একটু কৃশ আর আষাঢ়ের ধারার মতো মাথায় দীর্ঘ সতেজ একরাশ চুল। মরালীর হাতে একজোড়া সস্তা দামের ভিজে চটি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে সশব্দে হাঁচে। পর পর তিনবার। বেণী হাঁচির সঙ্গে মিলিয়ে তিনবার কেঁপে উঠলো। তৃতীয়বারে চোখ মেললো।]

বেণী ॥ (জড়িত গলায়, অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে) কে?

[মরালী উত্তর দিতে গিয়ে উদ্‌গত হাঁচির পাল্লায় পড়লো। বেণী পুনরায় ঘুমোয়। মরালী আবার তিনবার হাঁচে। বেণী এবার সোজা হয়ে বসে রক্তবর্ণ চোখে তার দিকে তাকায়।]

বেণী ॥ কে? কী চাই?

মরালী ॥ এটা কি মেঠাই-এর দোকান গো?

বেণী ॥ না, রেস্টুরেন্ট।

মরালী ॥ ওমা, ওই চুল ছাঁটার দোকানে বললো যে, এখানে লোকে বসে খায়-দায়, গপ্পোসপ্পো করে...

বেণী ॥ তা করে...

মরালী ॥ বাঁচালে বাবা! বাইরে থেকে দেখে তো বোঝবার জো নেই...কোন্‌টা মেঠাই-ঘর, কোন্‌টা টিকিট-ঘর। একটু আগে ঠেলেঠুলে একটা ঘরে ঢুকেছি, দেখি তোমারই মতো একটা লোক বসে বসে মাংস কুটছে...আর একটা মগ মুখে দিয়ে চুলুক চুলুক করে কী যেন খাচ্ছে! ওরে বাবা, দুটো খাসির ঠ্যাঙে দড়ি বাঁধা...তার মাথার ওপর ঝুলছে...

[মরালী ঘরে ঢুকছে—]

বেণী ॥ না না, এখন কিছু হবে না...সব বন্ধ!

মরালী ॥ (ভ্রূক্ষেপ না করে) আঃ, ঘরটা তোমাদের বেশ গরম-গরম। গামছা আছে?

বেণী ॥ কী আছে? গামছা!

মরালী ॥ কী আতান্তরে পড়েছি বলো তো শহর দেখতে এসে! সেই ইস্তক বিষ্টি-বিষ্টি! এট্টু আগুন হবে?

বেণী ॥ (ধমকে) বলছি বন্ধ! (মরালী ঘাড় কাৎ করে স্থির চোখে তাকায়) শুনতে পাচ্ছ না?

মরালী ॥ (স্থির স্বরে) অমন হতচ্ছেদ্দা করো কেন গো? তোমার এখানে মাগ্‌না খেতে ঢুকিনি, বুঝলে?

বেণী ॥ (বিব্রত হয়ে) কী হয়েছে!

মরালী ॥ (ঝামটা দিয়ে) বাবু-গিন্নি হলে তো এতক্ষণ পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিতে—

বেণী ॥ দুপুরবেলা তোমার জন্যে আগুন গামছা নিয়ে বসে আছি? দেখছো না সব এখন খেটে-খুটে একটু ঘুমুচ্ছি!

মরালী ॥ অতো ঘুমোও কেন? আষাঢ়ের দেবতা ডাকছে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ো না!

বেণী ॥ (তপ্ত স্বরে) তুমি কে হে?

মরালী ॥ (হেসে) আমি? আমি হলাম ...(হাঁচি)...মা...(হাঁচি)...

বেণী ॥ থামো, থামো বাপু—যত্তোসব।

মরালী ॥ খদ্দের যে মা-লক্ষ্মী তাও জানো না দোকানদার?

বেণী ॥ না, এই তোমার কাছে জানলাম। তুমি কি অন্য কোনো ঘরে যেতে পারো না মা-লক্ষ্মী?

মরালী ॥ লক্ষ্মী তাড়ালে তোমার দোকানের কী দশা হয় দেখো। শিগগির চেয়ার বেঞ্চি পাতো...বসতে দাও...(হেসে ওঠে) ওমা, ওমা, মই বেয়ে ঐ টেবিলের ওপর উঠে, তারপর বসতে হয় নাকি তোমাদের শহুরে দোকানে। (হাঁচি) কতো ক্যায়দা!

বেণী ॥ (চিৎকার করে) বলছি তা শুনছো না কেন?

মরালী ॥ ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাও কেন? ভাল কথা বলে দ্যাখো, শুনি কি না শুনি।

[মরালী তার ভিজে আঁচল নিঙড়ায়।]

বেণী ॥ এ-হে-হে, জল-জল করে ফেললে সারা ঘর! দেখছো, দেখছো পায়ে পায়ে কাদা তুললে রে।

মরালী ॥ বাবু-গিন্নিরা নাকি পায়ে পায়ে আলপনা কাটে! তারা সব দুগ্‌গো ঠাকরুণ! (হাঁচি) কতো আদিখ্যেতা!

বেণী ॥ বাপু, বাবু-গিন্নি, চাকর-গিন্নি আমরা বুঝিনে। আমাদের হলো দোকান। সময়মতো এসো, দেখো সমান খাতির-যত্ন করবো। যাও...ঘরটার আর সর্বনাশ করো না।

মরালী ॥ (নিদ্রিত গণেশকে দেখে আঁতকে দু'পা সরে গিয়ে) ওমা! মাথা অবধি ঢেকে শুয়ে আছে কেন? দ্যাখা মাত্তর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে...

বেণী ॥ গণেশ...অ্যাই গণেশ! ব্যাটাকে রোজ বলি দরজায় চাবি লাগিয়ে ঘুমুবি!

মরালী ॥ (গণেশের কাছে গিয়ে আশ্বস্ত হ'লো) না, নাক ডাকে। ভয়ের কিছু না।

বেণী ॥ তোমার তো আচ্ছা সাহস।

মরালী ॥ কেন, তুমি কি চিড়েখানার চিতেবাঘ যে মুচ্ছো যাবো।

[মরালী তার চটিজোড়া টেবিলে রাখছে।]

বেণী ॥ ও কি, টেবিলের ওপর জুতো তুলছো?

মরালী ॥ (চমকে) ইঃ। এমন করে হাঁক পাড়ো যেন টেবিলের ওপর একমুনে বোঝা রাখছি। দেখছো না, ভিজে কাদা হয়ে গেছে, তাই এট্টু শুকনো ঠাঁয় রাখছি।

বেণী ॥ নামাও, শিগ্‌গির নামাও—

মরালী ॥ আহা, ছিঁড়ে গেলে তুমি যেন একজোড়া কিনে দেবে।

বেণী ॥ তুমি কি যাবে, না যাবে না? ঘুমটাও গেল।

মরালী ॥ দুঃখু করো না। ঘুম চলে গেলেও আবার আসে।

বেণী ॥ তুমি এখন চলে যাও তো—বিকেলে আবার এসো।

মরালী ॥ দ্যাখো, আইনের কথা বললে আমিও আইন দেখাবো। দোকান খুলে বসে নিজের খুশিমতো কেনাবেচা করবে? ওরে আমার জাদু রে। তোমার খুশিমতো সময়ে খদ্দের আসব নাকি?

বেণী ॥ ওদিকে কোথায় চললে?

মরালী ॥ জানালাটা খুলি...

বেণী ॥ কেন?

মরালী ॥ এট্টু বিষ্টি দেখবো।

বেণী ॥ শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

মরালী ॥ খোল না, মাথা খাও, খোল না। আষাঢ় মাসে জলকাদায় টিপ টিপ করে মানুষ-পড়া দেখতে বড্ড মজা লাগে। ঠিক ভাদ্দর মাসে তালপড়ার মতো। খোল না...

বেণী ॥ তোমার মাথায় কি গোবর? ঘরটা ভাসিয়ে দিতে চাও?

মরালী ॥ ফুঃ, এই জলে ভয় পাও? সেবারের বানে যে আমরা তক্তাপোশে বসে চেতল-বোয়ালের সঙ্গে খেলা করেছি গো!

বেণী ॥ (ক্ষিপ্ত স্বরে) চোপ্। বেরোও...বোরোও এখান থেকে...(মরালী ফিক ফিক করে হাসছে। বেণী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে)...দেখবে মজা? বেরোও... লাঠিটা...কোথায় রে?

মরালী ॥ (দেখিয়ে) ওই যে।

বেণী ॥ হাসছো কেন?

মরালী ॥ তোমার কপালে আজ কী আছে তাই ভেবে।

বেণী ॥ কী হয়েছে?

মরালী ॥ আমি তোমায় কিছু না বলে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু সে তো ছেড়ে দেবে না! ওই লাঠি আজ তোমার কপালে নাচছে গো!

বেণী ॥ কী?

মরালী ॥ হ্যাঁ, সে তো তোমায় খাতির করবে না! তোমার যে এই হাতির পাঁচ-পা দেখা—

বেণী ॥ সে! সেটা কে হে? লাটসাহেব?

মরালী ॥ লাটসাহেবও তাকে (মরালী সেলাম করার ভঙ্গী করে) এই করে!

বেণী ॥ কে সে?

মরালী ॥ আমার...(হাঁচি)...আমার বর!

বেণী ॥ বর!

মরালী ॥ না তো কী? সোমে-সোমে একুশ দিন আগে সাত পাক ঘুরেছি। ওই তো বিয়ের জুতো...দ্যাখো, শুনে হাঁ হয়ে গেল! এখুনি এসে পড়লো বলে...

বেণী ॥ গণেশ...অ্যাই, অ্যাই গণেশ, উঠে দ্যাখ্ কোত্থেকে এক ভিজে মেয়েমানুষ এসে জুটেছে। গণেশ! (গণেশ নিঃশব্দে গামছা জড়ায়।) ওঠ্! ওঠ্! শিগ্‌গির ওঠ্! (গণেশ গামছা মুড়ি দেয়।) কিরে, আবার ঘুমুলি? অ্যাই গণেশ!

মরালী ॥ খেয়েছে! ঘুমে যে নেতিয়ে পড়েছে গো! রাবণ রাজার মেজো ভাই-এর গতিক দেখি!

বেণী ॥ (চতুর্গুণ জোরে) গণেশ! ওরে গণেশ।

মরালী ॥ উল্টে পড়েছে! এক বালতি জল এনে কানে ঢেলে দাও, ধড়্‌ফড় করে উঠবে।

বেণী ॥ (পাগলের মতো চেয়ার চাপড়াতে চাপড়াতে) গণেশ। অ্যাই গণেশ!

মরালী ॥ দাঁড়াও, তুমি সরো দিকিনি! আঁচলখানা নিঙড়ে দিই গায়ে—

বেণী ॥ খবরদার!

মরালী ॥ না হলে আজ আর ও উঠবে না!

বেণী ॥ খবরদার! শাড়ির জল যেন একফোঁটা গায়ে না পড়ে! এমনিতেই ব্যাটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, তার ওপর মেয়েলোকের জল গায়ে পড়লে আর দেখতে হবে না! সরে দাঁড়াও!

মরালী ॥ ভাল কথা শুনলে না! যে রোগের যে টোটকা!

বেণী ॥ ওরে হারামজাদা গণে—

[গণেশ উঠে বসে।]

গণেশ ॥ গালাগাল দিচ্ছেন কেন? ক'টা বাজে?

বেণী ॥ কখন থেকে ডাকছি—ব্যাটা গালাগালটাই শুনতে পেল!

গণেশ ॥ বলেছি না ঘুমুলে ডাকাডাকি করবেন না! ঘুমের সময় আমি আপনার কেউ না—

বেণী ॥ ওই দ্যাখ—

গণেশ ॥ (চোখ মুছে) কে বেণীবাবু?

বেণী ॥ কে জানে কোন্ দিঘি সাঁতরে উঠে এলো! বার করে দে...

গণেশ ॥ গাঁওকা মাল?

বেণী ॥ বুঝতে পারছিস না?

গণেশ ॥ (উঠে) অ্যাই—হটো! (মরালী চেয়ে আছে) হটো, হটো হিঁয়াসে...কী দেখছো? দ্যাখো, তুমি আমাকে চেনো না। শেষে গায়ে হাত দেবো কিন্তু। হটো। কী দেখছো?

মরালী ॥ দেখছি গণেশের শুঁড়টা কত বড়।

গণেশ ॥ (ব্যাজার মুখে) হবে না বেণীবাবু—

বেণী ॥ বার করে দে—শিগ্‌গির বার করে দে—

গণেশ ॥ না, ও আমার কম্মো না—

বেণী ॥ এসব কী হচ্ছে গণেশ?

গণেশ ॥ কী করবো বলুন, একেবারে শুঁড় ধরে টেনেছে।

[বাইরে একটা ঢপ্ করে শব্দ।]

মরালী ॥ (লাফিয়ে) পড়েছে। পড়েছে। শুনেছো গো, পড়েছে—

গণেশ ॥ কি, কি পড়েছে বেণীবাবু?

মরালী ॥ তাল পড়েছে! তাল পড়েছে।

গণেশ ॥ তাল পড়েছে। মানে খাওয়ার তাল। পাগল নাকি বেণীবাবু?

মরালী ॥ হ্যাঁগো, তোমাদের এখানে এট্টু গা-ঢাকা দেওয়া যাবে?

গণেশ ॥ গা-ঢাকা মানে?

মরালী ॥ (এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে) মশাই, একটু লুকিয়ে থাকবো গো। মাথা খাও, বলে দিও না। (ভয় দেখিয়ে) দ্যাখো, তোমার দোকানে কেনাকাটি যা করবো আমিই করবো কিন্তু। আমার কথা শুনো। ইঃ, তাল পড়াটা একটু দেখতে পেলাম না গো।

গণেশ ॥ বেণীবাবু—

বেণী ॥ ঠ্যালা সামলা। কতোদিন বলেছি না দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমুবি। গাঁয়ের মানুষের হাতে একটু পয়সা এলে এই উৎপাত শুরু হয়। এই ঝামেলা।

মরালী ॥ আঃ, চুপ করো না। মাথা খাও...আমা মরামুখ দ্যাখো—

[মরালী টেবিল চেয়ারের নিচে লুকোয়।]

বেণী ॥ বেরিয়ে এসো...বেরিয়ে এসো বলছি...(গণেশকে) দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দেখতে পাচ্ছিস নে? টেনে আন—

মরালী ॥ (মুখ বার করে) চোপ্। সেই থেকে বলছি, তা বুঝি কানে যাচ্ছে না। চোপ্!

গণেশ ॥ ওরে বাবা!

বেণী ॥ (ভেংচিয়ে) ওরে বাবা! তুই আজ থেকে শাড়ি ব্লাউজ পরিস! দাঁড়াও, তিনি আগে আসুন—

গণেশ ॥ কে আসছে বেণীবাবু?

বেণী ॥ লাটসাহেবের বাবা!

মরালী ॥ বেশী ফুটানি করো না! যদি রেগে যায়, দুজনকেই মামার বাড়ি দেখিয়ে ছাড়বে!

গণেশ ॥ অ্যাঁ ?

মরালী ॥ হ্যাঁ মশাই। আর রেগে সে যাবেই...আমার সঙ্গে যে ব্যাভার তোমরা করছো...সে কথা শুনলে...সোমে-সোমে মাত্র একুশ দিন হ'লো...এখন সে সহজে ছাড়বে না।

[দরজায় ছাতা মাথায় কেষ্টদুলাল। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। তেল-কুচকুচে গোলগাল সুখী-সুখী চেহারা। বিয়ের লালপাড় ধুতি, সস্তা ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি গায়ে। ওর গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগেনি। হাতে একটা পান ধরে আছে। কেষ্টদুলালের পেছনে শুধু গোলাকার কাদার ছাপ। মরালী যে ওকে তাল বলেছিল, মিছে নয়। তাকে দেখে মরালী টুপ করে লুকালো।]

কেষ্ট ॥ এঃ, শনিবারের বারবলায় দেবতা নামলো। ক'দিন জ্বালাবে বলে মনে হয়। গাঁয়ের দিকে কী হচ্ছে কে জানে। আচ্ছা, শহরে বৃষ্টির কি দরকার বলুন দাদু ? এখানে তো ফসলের কোনো আশা নেই—

গণেশ ॥ এই সেই তাল নাকি ?

কেষ্ট ॥ (পেছনে হাত দিয়ে) এঃ, বড্ড পড়া পড়ে গেছি ওই মুখটায়। (চারদিকে চেয়ে) কই গো ?

বেণী ॥ (ভয়ঙ্কর স্বরে) কী চাই ?

কেষ্ট ॥ আসেনি ? যাব্বলা। কোথায় গেল ? কই গো, তোমার পান এনেছি, খাবে না ?

বেণী ॥ এটা কি তোমার তামাশার জায়গা ?

কেষ্ট ॥ কে বোঝাবে দাদু। সেই ইস্তক বলছি, এর নাম শহর...তামাশা নয়...কাছে কাছে থেকো...নাহলে কোত্থেকে কোথায় চলে যাবে। গেছি পান কিনতে...ঘুরে দেখি...যাব্বলা। নেই।...সেই থেকে তল্লাটের যাবতীয় দোকান টুঁড়ে বেড়াচ্ছি...লাস্ট টাইমে একেবারে ন্যাজেগোবরে হয়ে গেছি।...তা বসেছে কোথায় ?

[কেষ্টদুলাল এদিক ওদিক তাকায়।]

গণেশ ॥ কি খোঁজা হচ্ছে মিস্টার ?

কেষ্ট ॥ বৌ ভাই। গেল কোথায় ?

গণেশ ॥ বৌ ?

কেষ্ট ॥ (লজ্জিত ভাবে) সবে হয়েছে। এই সোমে-সোমে...

বেণী ॥ একুশ দিন হবে।

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ দাদু। তা সকালবেলায় কি রকম ঘন হয়ে মেঘ করে এলো, দেখেছিলেন তো। বলে শহর দেখতে যাবো।

গণেশ ॥ বলা মাত্তর বেরিয়ে পড়লে—

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ ভাই। আমি আবার ভাই বৌ-এর কথা ফেলতে পারিনে। একুশ দিনেই বদ অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া বের আগে তো ও এসব কিছু দেখেনি—এই শহর টহর...

গণেশ ॥ কিছুই দেখেনি ?

কেষ্ট ॥ কোত্থেকে দেখবে। ওর বাপ যিনি, আমার শ্বশুর, তিনি তো জন্ম-অন্ধ !...ও মরালী, মিঠে মশলা দেওয়া পান কিন্তু। (বেণীকে) তা সেই কখন সকালে দু'মুঠো পান্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি...শেয়ালদা ইস্টিশানে নামা ইস্তক যা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে না। এটা দেখবো...ওটা দেখবো। মানে শ্বশুর আমার অন্ধ বলে তেনার মেয়ের দেখা আর মেটে না। তা আজ ওর কথা শুনে এই ছাতা না আনলে বুকে সর্দি জমে—

গণেশ ॥ ও...ও মিস্টার, ছাতা সরাও, ছাতা সরাও...

বেণী ॥ এ আবার ছাতায় বয়ে এক কলসী আনলো। এ সব ভগীরথের ওষুধ কী। নিজে ছাতার তলে সিঁধিয়ে বৌটাকে ছেড়ে দিয়েছো বৃষ্টির মধ্যে।

গণেশ ॥ তুমি কি মানুষ।

বেণী ॥ ছি। ছি। ছি।

কেষ্ট ॥ দাদু, দাদু সে অনেক বিত্তান্ত। আমি তো সেই ইস্তক ওর পেছনে ছাতা তুলে হেদিয়ে মরছি—(ছাতাটা খুলে)...ও মরালী, তলায় এসো। তলায় এসো। (হেসে) ফুলশয্যের ছাতা...এট্টু ভালো জায়গা দেখে মেলি, কি বলুন ?

বেণী ॥ মেলো আমার মাথায়। যেখানে সেখানে ঢুকে বৌ খুঁজলেই হ'লো ! আগে দেখবে তো সে এখানে উঠেছে কিনা...আছে কিনা...

কেষ্ট ॥ আছে যে, সে তো আমি ওই স্যান্ডাল দেখে টের পেয়েছি দাদু।

গণেশ ॥ কী। জুতো তুলেছে টেবিলে।

[গণেশ লাফিয়ে ছুটে যায়।]

কেষ্ট ॥ (গণেশের হাত ধরে) ফেলে দিও না ভাই, ফেলে দিও না। এট্টুখানি থাক্। দেখবেন দাদু, আর এট্টু পরে ও নিজেই নামিয়ে নেবে...ও হয়তো সেই রকম ইচ্ছেই করেছে—

বেণী ॥ বিয়ে করেছো, বৌ সামলাতে পারো না

কেষ্ট ॥ (হাতজোড় করে) এখন আর কিছু বলবেন না দাদু। পানটা আনলাম, তেজ করে যদি আবার না খায় !...মরালী, মিঠে মশলার সঙ্গে লবঙ্গভরা পান। আমি তবে খেয়ে নিই—

[কেষ্টদুলাল মুখের কাছে পান তুলেছে—মরালী হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো।]

মরালী ॥ না না, মাথা খাও...মুখে দিও না...

কেষ্ট ॥ (খপ করে মরালীর হাত ধরে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে) তোমার মাথায় কি ষাঁড়ের নাদ পোরা নাকি, আঁ ? (মরালী আদুরে হাসি হাসে) অসময়ে দাদুদের এখানে ঢুকে হ্যাঙ্গামা করছো, বুঝতে পারছো, আঁ ! বকাঝকার সময় হাসতে নেই, সেটাও কি বলে দিতে হবে, আঁ ? (মরালী হাসে, কেষ্টদুলালও হেসে ফেলে) নাও, পান খাও—

[আলগোছে মরালীর মুখে পান দেয়।]

বেণী ॥ বলি ওটা কি বৌ শাসন হচ্ছে, না কোল-বালিশ থাব্‌ড়ানো হচ্ছে! টেনে দুটো থাপ্পড় বসাতে পারছো না!

মরালী ॥ ওগো শুনলে! দোকানদারের কথা শুনলে! যেন আমরা মানুষ না...

কেষ্ট ॥ যেন আমাদের বিয়ে হয়নি...

বেণী ॥ তবে রে! গণেশ!

কেষ্ট ॥ চলো...চলো...না, অনেক হ্যাঙ্গামা করেছো দাদুদের এখানে! দ্যাখো দিকিনি...লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে...

মরালী ॥ কিসের কথা! খদ্দের হ'লো মা—(হাঁচে)—

কেষ্ট ॥ এখন হ'লো বিশ্রামের টাইম! কি বলুন, এখন তো আঁচও পড়েনি, না দাদু? চলো—দাদুরা খুব ভালো লোক বলে এখনো সহ্য করছেন! চলো গো—জুতোজোড়া আমি নিই, কি বলো গো?

মরালী ॥ জুতো! জুতোর ছিরি দ্যাখো! ভিজে হাঁ! ডাকঘরের একখানা পোস্টকার্ড বেরিয়ে পড়েছে, দ্যাখো—

কেষ্ট ॥ দেখেছো! পোস্টকার্ড ঢুকিয়ে জুতো বানিয়েছে!

গণেশ ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে) দেখি, দেখি কী লেখা আছে। আমার একটা চিঠি আসার কথা ছিল!

বেণী ॥ গণেশ!

মরালী ॥ উনুনটা কই তোমাদের?

কেষ্ট ॥ উনুনে কি হবে মরালী?

মরালী ॥ পোস্টকার্ডটা আবার একটু সেঁকে নিই—এসে যখন পড়েছে আমার কাছে! যে কদিন টেঁকে! কই গো উনুনটা?

কেষ্ট ॥ না, না, আর জ্বালাতন করো না। (বেণীকে) হবে নাকি দাদু এট্টু আগুন? বেশি না, ছাই-এর তলে এই বিন্দুটাক! নিবু-নিবু হলেও চলবে—(বেণীর চোখের দিকে তাকিয়ে ক্রমে ক্রমে চুপ করে যায়।) চলো গো, আমরা বেরিয়ে পড়ি!

মরালী ॥ কোথায়? উঁ, চা না খেয়ে আমি নড়বো না!

কেষ্ট ॥ চা? চা অবশ্যি এট্টু হলে জমতো ভালো। কিন্তু দাদুদের বোধহয় কষ্ট হবে—(বেণীকে) কি দাদু, চেষ্টা-চরিত্তির করলে হয় না এট্টু চা? বলছে খাবে—

মরালী ॥ দেখেছো, দেখেছো কি রকম বড়মানুষি চাল! যেন চোখ দিয়ে গিলে খাবে!

কেষ্ট ॥ বলছিলাম আমরা কিন্তু নগদে খেতাম—বুঝলেন দাদু—একেবারে ফেলো কড়ি মাখো তেল! তবু হয় না? (চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে) চলো গো, ফিরে যাই!

মরালী ॥ বড়লোক বললে এতক্ষণে পোঁ পোঁ করে কলসধ কলসী চা বয়ে আনতো! আমরা যে—

বেণী ॥ কি, ভেবেছো কী তোমরা?

মরালী ॥ তুমিই বা আমাদের কী ভেবেছো?

বেণী ॥ এটা কি বেন্দাবন!

মরালী ॥ এঃ! তোমার সে ভাগ্যি লাগে!

বেণী ॥ (কেষ্টদুলালকে) শোন কত্তা!

কেষ্ট ॥ দাদু, দাদু—আমি পড়েছি দাদু বেমক্কায়! এখন আমি কোথায় চা পাই বলুন দিকি? এর চেয়ে ভাদ্দরমাসে খেজুর রস খুঁজে বার করা সোজা!...তাহলে কিছুতেই এক গেলাস চায়ের বন্দোবস্ত করা যায় না, অ্যাঁ? (গণেশকে) তোমাকেও একবার বলছি ভাই, চা না হলে বড্ড গাড্ডায় পড়ে যাবো কাল।

গণেশ ॥ আজ চা না হলে কাল গাড্ডায় পড়বে কি রকম?

[কেষ্টদুলাল হঠাৎ গলা ছেড়ে হাত নেড়ে একটা সুর শোনায়।]

কেষ্ট ॥ বলি শোন ভাই, আমার বৌ বেড়ে কালীকেত্তন গায়। এখন এ ঠাণ্ডায় গলায় চা না পড়লে কণ্ঠ দিয়ে নিঘ্‌ঘাৎ কাল হরি-হরি বেরুবে! মানে কালী-কেত্তনের স্থলে যদি হরি-সংকেত্তন বেরোয়...

বেণী ॥ (চিৎকার করে ওঠে) বার কর্—বার কর—এখুনি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার কর্—

মরালী ॥ (ডুকরে উঠে) কেন মরতে এখানে আনলে গো! এরা মানুষের দাম দেয় না। চলো ফিরে যাই। দূর থেকে এট্টু হাওড়া-পুলটা দেখে নিয়ে দুজনে আস্তে আস্তে গাঁয়ে ফিরে যাই—

কেষ্ট ॥ চলো। তোমার যখন সাধ হয়েছে...চলো, হাওড়া পুল দেখে...পাতাল রেল দেখে...

মরালী ॥ ওই সাথে চিড়েখানার সাদা বাঘটাও একনজরে দেখে নেবো।

কেষ্ট ॥ মন্দ বলোনি। কিন্তু দুটো যে দু-পথে!

মরালী ॥ তা হোক, আমি এক পথে দুটো দেখবো, বেশি হাঁটতে পারবো না!

কেষ্ট ॥ সে তুমি যা বলবে তাই...

[বেণী হঠাৎ গণেশের হাতটা খপ করে ধরে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

বেণী ॥ নাম কী?

কেষ্ট ॥ কেষ্টদুলাল মণ্ডল।

বেণী ॥ মেয়েটি তোমার কে হয়?

কেষ্ট ॥ কে? মরালী?

বেণী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—

মরালী ॥ ওমা, এ যে সপ্তকাণ্ড ভারত পড়ে বলে সীতা কার পিতা! (হাঁচি) ন্যাকা!

কেষ্ট ॥ (মরালীর কাছে গিয়ে এক গাল হেসে) শুধু এনারা বলে কথা না, শহরের মানুষগুলোই এমনি একটু হাবাগোবা! দেখলে হাসি পায় আমার!

গণেশ ॥ শোন মিস্টার, বৌ-বৌ তো বলছো, বৌ-এর কপালে সিঁদুর কই?

কেষ্ট ॥ সিঁদুর—

মরালী ॥ ওমা, কী অলক্ষুণ! সিঁদুর নেই নাকি গো!

কেষ্ট ॥ (কাঁদো কাঁদো গলায়) যাব্বলা ! তাই তো ! সিঁদুর কই মরালী ?

মরালী ॥ ভাল করে দ্যাখো—

কেষ্ট ॥ (মরালীর চুল উটকে পাটকে) নেই নেই... ও মরালী, সিঁদুর না থাকলে তো আমারো দফারফা !

বেণী ॥ আজকাল এই সব হচ্ছে !

[দূরে মেঘ ডাকছে।]

কেষ্ট ॥ ও হয়েছে গো। বুঝলে, বর্ষায় সব ধুয়ে গেছে। তাতে বরের কোন ক্ষতি হয় না, তাই না ?

বেণী ॥ বটে ! তা রেখাটাও যে দেখা যায় না কেষ্টদুলাল !

কেষ্ট ॥ এর মধ্যে স্থায়ী রেখা গড়বে কি করে দাদু ? মাত্তর সোমে-সোমে—

বেণী ॥ শিগ্‌গির কেটে পড়ো, এরপর পুলিস ডাকবো !

কেষ্ট ॥ (ঘাবড়ে) পুলিস ! পুলিস কেন ?

গণেশ ॥ সেটা আদালতে ঢুকলে টের পাওয়া যাবে মিস্টার !

কেষ্ট ॥ (আরো ঘাবড়ে) আদালত। আদালত কেন ?

গণেশ ॥ সেটা কাঠগড়ায় চাপলে মালুম হবে মিস্টার—

কেষ্ট ॥ (ভাঙা গলায়) কাঠগড়ায় ! কাঠগড়ায় কেন ? কাঠগড়ায় কি হবে ?

বেণী ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) তোমার মুখে গড়গড়া ধরা হবে ! মেঘলা দিনে মেয়ে জুটিয়ে ফুর্তি করতে বেরিয়েছ ! দুটোকে ছ-মাস ছ-মাস ঘানি ঘুরিয়ে দিলে টের পাবে, কেন !

মরালী ॥ বুঝেছি গো বুঝেছি—আদালতে বিচার হবে—তুমি আমার—মানে আমি তোমার—মানে আমরা ইয়ে-ইয়ে কিনা—

কেষ্ট ॥ (হেসে) ঘাবড়ে দিয়েছিলেন দাদু ! তা আমি রাজী দাদু—ডাকুন পুলিস—

মরালী ॥ সে কি গো !

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ, রাজী। তুমি যখন সত্যি আমার বৌ...প্রমাণ দেওয়া মোটেই কঠিন হবে না আমার পক্ষে। (মরালীর কানের কাছে মুখ এনে) এমন কড়া কড়া প্রমাণ দেবো ! হ্যাঁ, ডাকুন দাদু—

মরালী ॥ ওগো না না, মাথা খাও, বলা যায় না—বিচারের তালেগোলে যদি জজ আমাদের ছাড়াছাড়ি করে দেয় !

কেষ্ট ॥ আমিও তো তাই চাই। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে ফের বিয়ে করায় তো মজা ! দেখো, তুমি বাপু তখন টালবাহানা করো না—(গলা পাল্টে) দাদু, আপনাদের এখানে পর্দা-খাটানো কামরা নেই ? মানে একটু পেরাইভেটে বসা যায় আর কি !

বেণী ॥ (গণেশকে) এই হারামজাদাকে রোজ বলবো দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমুবি—রোজ হাট করে খুলে শোবে ! আর রোজ একটা-না-একটা উৎপাত !

গণেশ ॥ রোজ কোথায় আপনার উৎপাত হয়—শুধু আজই তো !

বেণী ॥ ঐ হ'লো। একদিন ঘুম না হওয়া মানে—

কেষ্ট ॥ দাদু, এট্টু চোখেমুখে জল দিয়ে আসা যায় না?

বেণী ॥ আর এইসব গাঁইয়া এখানে ঢুকতে দেখলে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে বৌ আর আসবে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ—(ভেতরে যাচ্ছে) ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে—(ঠোঁট কামড়ায়) দাঁড়া! তোরা উঠিস কিনা দেখি—

[বেণী দুমদুম করে ভেতরে গেল।]

মরালী ॥ বাবাঃ—বাবাঃ! বাঁচা গেল!

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ, এসো বসি। সিগরেট ধরাই। (গণেশকে) ও ভাই, চলে নাকি, চলুক না একটা সিগরেট—(মরালী কেষ্টর সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে) দেখো, মুখে লাগায়ো, বুকে লাগায়ো না। (থেমে গণেশকে) তোমাদের এই ম্যানেজার দাদু লোকটা কি রকম বলো তো!

গণেশ ॥ (সিগারেট নিয়ে ঠুকতে ঠুকতে) কেন, কি রকম মনে হচ্ছে মিস্টার?

কেষ্ট ॥ বলবো? আমার যা মনে আসে বলি?

গণেশ ॥ বলো না।

কেষ্ট ॥ ব্যবসার কিচ্ছু বোঝে না।

গণেশ ॥ আচ্ছা।

মরালী ॥ আর এট্টু আধ-পাগলা ক্যাওড়া গোছের আছে।

কেষ্ট ॥ আর মেয়েছেলের ব্যাপারে এট্টু ঝোঁক আছে। কিছু মনে করো না—তুমি বলেই বললাম।

গণেশ ॥ কি করে বুঝলে মিস্টার?

কেষ্ট ॥ কি বলো, শহরের মানুষ বুঝতে আবার দেরি লাগে নাকি? (মরালীকে) বুঝলে, আমার তো দেখলেই হাসি পায়।

বেণী ॥ (নেপথ্যে) গণেশ—গণেশ—

গণেশ ॥ তোমরা যা বুঝেছো—বেশ বুঝেছো। তবে বেণীবাবু কিন্তু রেস্টুরেন্টের কারবারে চল্লিশ বছরের ঘুঘু মিস্টার—

[গণেশ ভেতরে চলে গেল।]

কেষ্ট ॥ বোঝ, এই ওদের ঘুঘু লোকের ছিরি। আমাদের কাছেই চিৎপটাং হয়ে গেল!

মরালী ॥ হ্যাঁগো, একটা কথা বলো না! দাদু তোমার কাছে হেরে গেছে?

কেষ্ট ॥ হেরে আবার যায়নি! গো-হার হেরে গিয়ে এখন তো চা বানাতে চলে গেল! কিরকম প্যাঁচ কষে চা-টা খাচ্ছি দ্যাখো!

মরালী ॥ উঁ, রাগ করে প্যাঁক প্যাঁক করে চলে গেল...কিছু করবে না তো?

কেষ্ট ॥ না, না, কি আর করবে! ওই চা নিয়ে আসবে হাতে করে। ভেবেছিল এট্টু বাহানা করে যদি দুটো পয়সা বেশি বার করে নেওয়া যায়—সেটি হচ্ছে না—

মরালী ॥ আজ আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, না? কতো কী দেখলাম—

কেষ্ট ॥ আঃ, আজ যেন বর্ষায় তুমি পেখম মেলেছো!

মরালী ॥ পেখম কী গো?

কেষ্ট ॥ চিড়েখানায় চলো, দেখাবো। সব হরিণের মাথায় দেখো—পেখমের বাহার।

মরালী ॥ দ্যাখো—দ্যাখো, ওই দ্যাখো—ওরা দুজনে ওখানে কি যুক্তি আঁটছে। আমার ভালো লাগছে না গো।

কেষ্ট ॥ তাই তো।

মরালী ॥ চলো চলে যাই—আরেকটা দোকানে যাই।

কেষ্ট ॥ তাই চলো। এদের কাছে অনেক সময় খাটো বন্দুক থাকে কোমরে গোঁজা। যদি তাই নিয়ে এসে দাঁড়ায়, আমার তো হাত খালি! নাঃ চলো. জুতো নাও। এসো—ছাতাটা কোথায়—হাতে আর কী ছিল?

[কেষ্টদুলাল ও মরালী বেরুতে যাবে, দরজায় বেণী। একেবারে অন্য মানুষ। মুখে একগাল হাসি। ওরা অবাক হয়।]

বেণী ॥ আরে আরে কেষ্টদুলাল, চললে কোথায়? ছি ছি, ঘুমের ঘোরে কী বলতে কী বলেছি, তাই বলে শুধুমুখে চলে যেতে হয়? বোসো—বোসো—

কেষ্ট ॥ (ঘাবড়ে, যেন এখুনি কেঁদেও ফেলতে পারে) আমাদের ডাকছেন দাদু?

বেণী ॥ দাদুর দোকানের চা না খেয়ে চলে যাবে—তাই কি হয়? কই মা মরালী, এসো। কতো দূর থেকে দুটিতে এসেছো আমার কাছে। তাই কি হয়—

[বেণী ঝপঝপ করে চেয়ার পাতে।]

মরালী ॥ (কেষ্টদুলালের হাত ধরে) ওগো, চেয়ার পেতে দিচ্ছে!

বেণী ॥ দুটি যেন চড়ুই পাখি।

মরালী ॥ (চুপি চুপি) হঠাৎ দাদু কি রকম ভালো লোক হয়ে গেছে, না?

[বেণী চেয়ার মুছছে।]

কেষ্ট ॥ (নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না) আমাদের জন্যে চেয়ার ঝাড়ছেন...

বেণী ॥ এই তো আমাদের কাজ রে ভাই। খদ্দেরের তোয়াজ করেই তো চল্লিশটা বছর পার করে দিলাম। বসো, বসো, আরাম করো। (কেষ্টদুলাল ও মরালী জড়োসড়ো হয়ে বসে) আহা, কাপড়টা অমন গোটাচ্ছো কেন মা-লক্ষ্মী—পড়ুক না জল—এ তো আর ঠাকুরঘর নয়। তোমরা গাঁয়ের মানুষ—বেড়াতে এসেছো—অতো ভুল ধরলে চলে? ওরে গণেশ, চড়ুই দুটোর জন্যে দুখানা কাটলেট ভাজ।

মরালী ॥ (চুপি চুপি) কাটলেট কী গো?

বেণী ॥ সে কি, মা-লক্ষ্মীর কোনোদিন খাওয়া হয়নি?

মরালী ॥ (লুব্ধ স্বরে) নাঃ!

বেণী ॥ সে কি কথা কেষ্টদুলাল,প্রায় একুশ দিন ঘর করছ—করেছো কি? এখনো কাটলেট চেনাওনি?

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে ইচ্ছে তো ছিল। তা দুখানা পড়বে কতো দাদু?

বেণী ॥ আহা, আগে খাও তো—কি পড়ে না-পড়ে, পরে দেখা যাবে।

মরালী ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, পরে—সে পরে দেখা যাবে।

বেণী ॥ দুখানা কাটলেট মাত্তর! ফুঃ, এর আবার দাম কি নেবো! দিও চার টাকা আশি—

কেষ্ট ॥ (আঁতকে উঠে) কতো বললেন দাদু?

মরালী ॥ দাদু, কাটলেট ঝাল না মিষ্টি?

বেণী ॥ ঝাল না মিষ্টি! (হো হো করে হেসে) যো খায়া য়ো পস্তায়া—যো নেহি খায়া য়ো ভি পস্তায়া—

মরালী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা খাবো।

বেণী ॥ খাবে বৈকি। বড়লোকের বৌ-ঝিরা তো দুবেলা খেতে আসে...গাড়ি করে এসে দাদুর দোকানের কাটলেট খেয়ে যায়।

মরালী ॥ গাড়ি! তা আমরাও তো রেলগাড়ি করে এসে খেয়ে যাচ্ছি দাদু...

বেণী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা আজ আমি বড়লোকের বৌ-ঝিদের শুনিয়ে দেবো।

মরালী ॥ আচ্ছা করে শুনায়ে দেবেন। কী এমন তাদের (হাঁচি) ঠ্যাকার রে!

বেণী ॥ কিন্তু তারা তো শুধু কাটলেটই খায় না মা-লক্ষ্মী!

কেষ্ট ॥ (তাড়াতাড়ি) একেবারে গলাকাটা দর যে, দুখানা নিচ্ছি, কিছু কমেসমে হয় না দাদু?

বেণী ॥ কেষ্টদুলাল, এখানে দাম নিয়ে কিন্তু কেউ দরাদরি করে না!

মরালী ॥ না না দাদু...যা দর হয় হোক। কাটলেট—কাটলেট—

[মরালী ভিজে কাপড়ের মধ্যে শিহরিত হ'লো।]

বেণী ॥ চিংড়ির দেবে—না মাংসের?

কেষ্ট ॥ কোন্‌টা কি রকম?

মরালী ॥ চিংড়ি! মাংস! চিং চিং—না না, মাং মাং—না না, চিং মাং—মাং চিং—ও তুমি দু রকমই দিতে বলো গো—

কেষ্ট ॥ (এতোটুকু মুখে) দু রকমের অর্থ?

বেণী ॥ আহা, দুখানা চিংড়ি—দুখানা মাংস।

কেষ্ট ॥ মানে চার টাকা আশি আর—

বেণী ॥ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ—ট্যাক্স আলাদা। ওরে গণেশ, কি করছিস?

[কেষ্টদুলাল একটা বিকট শব্দ করে।]

মরালী ॥ কী হ'লো, কী হ'লো গো?

কেষ্ট ॥ বুঝতে পারছিনে, গা-টা বড্ড গোলাচ্ছে যে!

মরালী ॥ কেন গো? ও মা!

কেষ্ট ॥ জলঢোঁড়া সাপের মতো কি যেন ওপর-মুখো ঠেলে উঠছে!

মরালী ॥ ওমা, এতোক্ষণ ভালো থেকে ঠিক কাটলেটটা আসার মুখেই—

কেষ্ট ॥ তুমি খাও—আমি আর পারবো না।

বেণী ॥ অনেক সময় খালি পেটেই কিন্তু গা গুলোয় কেষ্টদুলাল, পেট ভরে খেয়ে নাও।

মরালী ॥ আহা, সেই কোন্ সকালে দুমুঠো পান্তা খাওয়া—

কেষ্ট ॥ (অস্ফুট গলায়) মরালী!

মরালী ॥ খাও, খাও—ও দাদু—শিগ্‌গির—

বেণী॥ হ্যাঁ, গরম গরম ভেজে দিক—ওরে গণেশ—

কেষ্ট॥ আমি চিংড়ি খাবো না। সহ্য হয় না আমার—খাওয়া মাত্তর মুখচোখ সিঁদুর সিঁদুর হয়ে যায়।

মরালী॥ কী বলে রে! সকালেও তুমি পাঁচটা বাগদা খেয়ে বেরুলে...

বেণী॥ বাগ্‌দা! তবে কিছু হবে না কেষ্টদুলাল। ঘাবড়াচ্ছো কেন, খাওয়ার পরে আমি ওষুধ দিয়ে দেবো। তা মোগলাই পরোটা বোধহয় মা-লক্ষ্মীর খাওয়া হয়নি কোনোদিন?

মরালী॥ (লুব্ধ উত্তেজিত গলায়) কী পরোটা?

বেণী॥ (গলা নাচিয়ে) মোগলাই।

মরালী॥ মোগলাই!

কেষ্ট॥ মরালী—

বেণী॥ মোগলাই পরোটা...মাংসের দো-পেঁয়াজি।

মরালী॥ পেঁয়াজি।

বেণী॥ দো-পেঁয়াজি...শুনে বড়লোকের জিব ভেসে যায় গো!

মরালী॥ (শিহরিত) কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো!

কেষ্ট॥ (অদ্ভুত সরু গলায়) আমার।

বেণী॥ আর বৃষ্টিটাও নেমেছে আজ মোগলাই মেজাজে। আজ বাদশাখানার দিন মরালী!

কেষ্ট॥ (মরালীকে কনুই-এর খোঁচা দিয়ে) ওগো, এদিকে এট্টু শোনো...

মরালী॥ মোগলাই না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিনে গো...

বেণী॥ (কেষ্টদুলালকে লক্ষ্য করে) তাহলে ঝটপট অর্ডারগুলি লিখে নিই...

মরালী॥ লেখো...লেখো...কাটলেট দু'রকম—মোগলাই—দো-পেঁয়াজি—(হাঁচি) ওগো নাম শুনে মুচ্ছো যাই...

কেষ্ট॥ (কি ভাবছিল, সহসা লাফিয়ে) তুমি একা যাবে কেন? আমারেও নিয়ে চলো—

মরালী॥ (খিলখিল করে হাসে) কোথায় গো? মুচ্ছোনগরে?

কেষ্ট॥ ও হোঃ দাদু, আর তো দেরি করা যাচ্ছে না...ফিরতে আবার রাত হয়ে যাবে...দাদু, আজ না হয় আমরা উঠি...

বেণী॥ সে কি! আরে না না না—দেরি হবে না—বোসো বোসো (বসিয়ে দিয়ে) ওরে গণেশ...

কেষ্ট॥ না দাদু, আপনার ও গণেশের নড়ন-চড়ন ভাবগতিক বড্ড ঢিকির-ঢিকির। ওদিকে গাড়ি পাবো না। হাঁটি, কেমন? পেন্নাম! আর একদিন আসবো দাদু! কই গো...

গণেশ॥ (ঢুকে) বোসো মিস্টার—দেরি হবে না—বোসো—

বেণী॥ বোসো বোসো—

মরালী॥ (হাত ধরে) বোসো গো—

[পাশে কেষ্টদুলালকে বসায়।]

কেষ্ট ॥ (বসে) মোট কতো হ'লো ?

বেণী ॥ কতো আর হ'লো—সে পরে দেখা যাবে। এখন তোমরা মিষ্টির দিক দিয়ে কিছু খাবে কিনা বলো—তা এখানে তুমি মিষ্টি পাবে, যেমন ক্ষীরকদম—

কেষ্ট ॥ এট্টু ঘুরে আসি দাদু—

বেণী ॥ কোথায় ঘুরবে আবার ?

কেষ্ট ॥ আমার এক খুড়শ্বশুর থাকেন এদিকে—আপনি ততক্ষণ গোছগাছ করুন—এট্টু পেন্নাম করেই আসি—ওঠো গো—

মরালী ॥ তোমার খুড়শ্বশুর ! ওমা, তুমি কি দোজবরে ?

কেষ্ট ॥ কে বলেছে ?

মরালী ॥ তা'লে ? আমার বাপের তো কোনো ভাই নেই।

কেষ্ট ॥ অ ! তা তোমার বাপের না থাক্ আমার বাপের তো আছে। তাতেই চলবে।

মরালী ॥ তা সে বুড়ো হঠাৎ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে শহরে আসতে যাবে কেন, এই বর্ষায় ?

কেষ্ট ॥ কেন, তার প্রাণে ইচ্ছে হয় না ? আচ্ছা বেশ, চলো দেখে আসি—এলো কি এলো না !

বেণী ॥ কিন্তু অর্ডার দেওয়ার পরে আর যে বেরুনো যাবে না কেষ্টদুলাল—

কেষ্ট ॥ সে কি দাদু !

বেণী ॥ হ্যাঁ, একেবারে দামকড়ির পাট চুকিয়ে বেরুবে—

কেষ্ট ॥ আমাদের বিশ্বাস হয় না দাদু ?

বেণী ॥ এ যে ব্যবসা রে ভাই ! ওরে গণেশ, ভালো করে শুনে নে...তারপর চটপট হাত চালা। শুনছিস ?

গণেশ ॥ শুনছি, বলুন...

কেষ্ট ॥ (আর্তনাদ করে) না না—না—অর্ডার দেবেন না !

মরালী ॥ কেন গো ?

বেণী ॥ শোন্, ছুরি-কাঁটাগুলো বেশ ভালো করে ধুয়ে...

কেষ্ট ॥ না না, বারণ করুন, আমরা কিছু খাবো না।

বেণী ॥ (কর্ণপাত না করে) কাটলেট...প্রণ আর মটন...

কেষ্ট ॥ চলে যাচ্ছি—আমরা চলে যাচ্ছি—(মরালীর হাত ধরে) ওঠো !

মরালী ॥ আহা, মুখের মোগলাই...না হয় খেয়েই যাই...

কেষ্ট ॥ (ক্ষেপে) আঁই, তোমার মাথায় ঢোকে না, সেই ইস্তক চোখ টিপি, খোঁচা মারি, কিছু বুঝতে পারো না !

মরালী ॥ ভদ্দরলোকের জায়গায় এসে এমন করতে নেই গো,. ওতে লোক হাসে।

কেষ্ট ॥ (চাপা গলায়) এরা ভদ্দরলোক না ! খুব খারাপ লোক !

মরালী ॥ কী ?

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ. আমারে অপদস্ত নেহস্ত করার তালে আছে !

মরালী ॥ না গো না, দাদুর মতো লোক হয় না!

বেণী ॥ ছুরিকাঁটা ধুলি রে?

কেষ্ট ॥ ওই সব ধুয়ে-মুছে আমার গলায় বসাবে। মরালী ওঠো...আমার ট্যাক খালি! মাত্তর একটা টাকা আছে। ওঠো...

বেণী ॥ (জোরে) জিনিসগুলো কিন্তু ফাস্টক্লাস হওয়া চাই গণেশ...

কেষ্ট ॥ ও বুঝতে পেরেছে—ওই দাদু বুঝতে পেরেছে আমরা গরীব লোক...খালি ট্যাকের মানুষ...তাই কোনোভাবে তাড়াতে না পেরে তোমারে যতো ভালো খাবারের লোভ দেখাচ্ছে! জানে, দামের কথা উঠলেই আমরা ছুটে পালিয়ে যাবো!

মরালী ॥ কী?

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ! হ্যাঁ!

বেণী ॥ ওপাশের কেবিনটা খুলে দে রে...

কেষ্ট ॥ খেয়ো না, খেয়ো না মরালী। খেয়ে টাকা না দিতে পারলে পুলিসে দেবে! ঠ্যাঙাবে! হাজতে পাঠাবে! চলো...চলো...

[কোনোরকমে ছাতাটা বগলে নিয়ে কেষ্টদুলাল মরালীর হাত ধরে আপ্রাণ টানছে।]

বেণী ॥ (হাসিতে ফেটে পড়ে) আহা চললে কোথায়। ও লাটের বাবা! এখন ল্যাজ গুটিয়ে ভাগো যে! ধর্ ধর্ ধর্...

মরালী ॥ (অপমানে জ্বলে উঠে ঝট করে কেষ্টদুলালের মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায়)—না।

কেষ্ট ॥ মরালী!

[মরালী আঁচল খুলে চারখানা দশ টাকার ভিজে নোট বার করে।]

মরালী ॥ (বেণীকে) ভেবেছো কি, মাগনা খেতে ঢুকেছি তোমার দোকানে? এই যে টাকা!

কেষ্ট ॥ টাকা!

মরালী ॥ (বেণীকে) ফুলশয্যের ছাতা দেখেছো, ছেঁড়া জুতো দেখেছো, এবার টাকা দ্যাখো! টাকা! হাত দিয়ে দ্যাখো গরম!

কেষ্ট ॥ মরালী!

মরালী ॥ নাও নাও টাকা। আনো খাবার! ফাস্টকেলাস হয় যেন!

[হতভম্ব বেণীর নাকের ডগায় টাকা ছুঁড়ে দেয়।]

কেষ্ট ॥ ফুলশয্যের সেই টাকা!

মরালী ॥ হ্যাঁ! বে'র রাতে বলেছিলে না, সংসারে তুমি আমার মান বজায় রাখবে, আমি তোমার মান বজায় রাখবো। মাত্তর সোমে-সোমে একুশদিনে সব ভুলে যাবো! না গো, না...না...

[কেষ্টদুলালের বুকের মধ্যে মুখ লুকায় মরালী।]

ভেবে আকুল

চরিত্র

ঘোষক	বিধাতা
চিত্রগুপ্ত	চোখে-আঙুল দাদা
দানব	সুরকন্যাদ্বয় .

চোখে-আঙুল দাদা

[নাটক শুরুর ঠিক আগে পর্দার সামনে ঘোষক এসে দাঁড়াল।]

ঘোষক ॥ একটা দুঃসংবাদ আছে। আজ সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ...যে নাটকটা হবার কথা, তারই নায়ক...শ্রীচোখে-আঙুল দাদা...হঠাৎ ঝিনঝিন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ডভাবে ঝিনঝিন করতে করতে (ঊর্ধ্বে তাকিয়ে) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। (রুমালে চোখ মুছে, বার কয়েক নাক টেনে) আপনাদের একটু উঠে দাঁড়াতে হবে...এই মিনিট খানেকের মতো নীরবতা পালন...একটু কষ্ট করে যদি...(চারপাশ দেখে নিয়ে) আচ্ছা, আধ মিনিট পারবেন ?...(চারপাশ দেখে নিয়ে) পনেরো সেকেন্ড ? বুঝতে পেরেছি, দাঁড়াবার ইচ্ছেই নেই কারুর। আচ্ছা থাকগে, দাঁড়ানোর ভেতর গিয়ে কাজ নেই। বরং যে যেখানে বসে আছেন, ওই ভাবে বসেই শ্রীচোখে-আঙুল দাদাকে একটু স্মরণ করে নিন। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কয়েক সেকেন্ড পার করে) টাইম আপ ! (থেমে) কিন্তু তা বলে নাটক আমরা বন্ধ করছি না। চোখে-আঙুল দাদাকে এমন আকস্মিকভাবে সবকিছু বানচাল করে দিয়ে যেতে দেবো না ! তাঁর জগৎলীলা যখন দেখাতে পারছি না, তাঁর স্বর্গলীলা দেখাবো। আপনারা বসুন ! তাই তো, দাঁড়ালেনই বা কখন ?

[ঘোষক চলে যায়। নেপথ্যে বাজনা শুরু হয়। পর্দা খুলে যায়। স্বর্গ। সুসজ্জিত স্বর্গতোরণের সামনে একটি আলপনা আঁকা জলচৌকির 'ওপর বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ বসে। চোখ বন্ধ। দুপাশে দুজন সুরকন্যা তার সামনে গাইছে।]

সুরকন্যাদ্বয়ের গান ॥

হিসাব দিতে হবে...
ভবে কী কর্ম করে এলে
জবাব দিতে হবে।
ছাড় পাবে না...কেউ বাদ যাবে না...
সবাইকে ফাঁকি দিয়েও পার পাবে না...
এ পারেতে তিনি বসে সব দেখছেন...
তুলাদণ্ডে পলে পলে ওজন করছেন...
ফল নিতে হবে
ভবে কী কর্ম করে এলে
হিসাব দিতে হবে...হিসাব দিতে হবে...

[বিধাতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নাক ডাকছে। একটা খাতা বগলে বৃদ্ধ চিত্রগুপ্ত ছুটে এলো। সুরকন্যারা মঞ্চের দুই কোণে তাদের নির্দিষ্ট আসনে বসে।]

চিত্রগুপ্ত ॥ (বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঢুকল।) প্রভো...প্রভো...প্রভো...

বিধাতা ॥ (খানিকটা চোখ মেলে, হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের কোণা মুছতে মুছতে) অঁ! চিত্রগুপ্ত!

চিত্র ॥ বড় বিপদে পড়ে...ধরুন বাধ্য হয়ে আপনার স্মরণ নেওয়া ছাড়া... ধরুন অকালে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে...(বিধাতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে) প্রভো...প্রভো...

বিধাতা ॥ (আরক্ত চোখে) কাতলা মাছের মতো হাপসি কাটছ কেন? হ'লোটা কী?

চিত্র ॥ আজ্ঞে খানিক আগে মর্ত্য থেকে এক ব্যক্তি এসেছে। লোকটা স্বর্গ-স্বর্গ করে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। ধরুন স্বর্গ না নরক কোথায় যে ব্যাটাকে পাঠাই...

বিধাতা ॥ তার কর্মাকর্মই স্থির করে দেবে—স্বর্গ না নরক...কোথায় যাবে! কাঁচা ঘুমটা না ভাঙিয়ে, খাতাটা খুলে একবার দেখলেই তো পারতে নামের পাশে কী লেখা রয়েছে।

চিত্র ॥ আজ্ঞে খাতায় তার নাম খুঁজে পাচ্ছি না।

বিধাতা ॥ সে কী!

চিত্র ॥ (মোটা খাতার কয়েকটি পাতা উলটিয়ে) পাচ্ছি না...নেই...

বিধাতা ॥ ব্যাপারটা কী। ভবের প্রত্যেকটা লোকের নাম ধাম বংশপরিচয়...মায় নেশাটিও...সবই তো তোমার খাতায় লেখা থাকবার কথা চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ আজ্ঞে সবারই আছে...আর সক্কলের আছে...ধরুন শুধু এই একটা লোকেরই নেই।

বিধাতা ॥ একটা লোকই বা বাদ পড়বে কেন? সে কী জগৎছাড়া! কাজকর্ম না পোষায় ছেড়ে দাও!

চিত্র ॥ (প্রায় কেঁদে) প্রভো...

বিধাতা ॥ (ভেংচি কেটে) প্রভো! প্রভো!...যেই একটু বিশ্রাম নেবো...অমনি কানের গোড়ায় প্রভো! প্রভো! (থেমে) সামান্য একটা রেকর্ড তাও রাখতে পারো না!

চিত্র ॥ (তিক্ত স্বরে) কী করে পারব! সোজাসুজি নাম হলে সব রাখা যায়! মাথার ঠিক থাকে...কেউ যদি এসে বলে আমার নাম শ্রীচোখে-আঙুল দাদা!

বিধাতা ॥ (চমকে) কী নাম?

চিত্র ॥ (তিক্ততম স্বরে) চোখে-আঙুল দাদা! বাপের কালে শুনেছেন...

বিধাতা ॥ চোখে-আঙুল দাদা! বলো কী হে চিত্রগুপ্ত, মা বাপের দেওয়া...?

চিত্র ॥ বাপ মা কি আর সন্তানকে দাদা ডাকবে! পিতৃদত্ত হলে আমার ক্যাটালগে নিশ্চয়ই উঠতো! দিয়েছে ওর দেশবাসী...ধরুন পশ্চিমবঙ্গ এস্‌টেটের জনসাধারণ! (থেমে) বোধহয় টাইটেল!

বিধাতা ॥ মহাকালে কতো টাইটেল ঘাঁটলাম...এমন বিটকেল তো একটাও শুনিনি! চোখে-আঙুল দাদা! (বিধাতা হেসে কুটিকুটি) অহো, মানে কী চিত্রগুপ্ত?

চিত্র ॥ কে জানে! ও তো বলছে প্যাঁড়দার!

বিধাতা ॥ অ্যাঁ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, মর্ত্যে নাকি আজকাল এদের খুব দেখা যাচ্ছে। ধরুন পরনে ঢোলা প্যান্টালুন আর রঙচঙা ঢোলা পাঞ্জাবি...কাঁধে ঝুলি... মাথায় বটের ঝুরির মতো চুল...ছাগুলে দাড়ি...বুটি-সেঁকা চাটুর মতো দু চোখে দুখানা বেগনি রঙের কাঁচ বসানো চশমা, আর ধরুন সর্বদাই দাঁতে চুরোট কামড়ে আছে! খালি প্যাঁড়দারি করে ঘুরে বেড়ায়।

বিধাতা ॥ অ্যাঁ...

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, যতো আঁতেলের আমদানি হয়েছে!

বিধাতা ॥ কী তেল?

চিত্র ॥ আঁতেল!

বিধাতা ॥ চিত্রগুপ্ত, কোত্থেকে সব উদ্ভট শব্দ যোগাড় করছ!

চিত্র ॥ আমি কোথায় যোগাড় করছি! ওরাই তো যোগাড় করে পরলোকে বয়ে নিয়ে আসছে! ধরুন নাগাড়ে চেল্লাচ্ছে...আমি স্বর্গে যাবো...আমি আঁতেল!...আঁতেল মানে ইনটেলেকচুয়াল!

বিধাতা ॥ চোয়াল!

চিত্র ॥ ধরেছেন ঠিক প্রভো...যাদের ইনটেলেক্ট মানে বুদ্ধি...ধরুন চোয়ালে এসে বাসা বেঁধেছে, তারই ইনটেলেকচুয়াল।

বিধাতা ॥ (সোল্লাসে) কই, কই, সে কই! এমন অদ্ভুত প্রাণীটি! বড় দেখতে ইচ্ছে করছে! অহো বুদ্ধি কিনা চোয়ালে...(থেমে) কী করে এলো চিত্রগুপ্ত, আমি তো জ্ঞানবুদ্ধি মানুষের মগজেই দিয়েছিলাম...

চিত্র ॥ কিছু লোক সেটা চোয়ালেই নামিয়ে নেছে...

বিধাতা ॥ অ্যাঁ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...এমনিতে রোগা প্যাংলা...ধরুন সারা শরীরে চোয়াল দুখানি ছাড়া আর কিছু নেই! সারাক্ষণ চোয়াল চালাচ্ছে...আর ঝুরঝুর করে জ্ঞানগর্ভ বাক্যি ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে...

[চোখে-আঙুল দাদার প্রবেশ। বয়সে যুবক। হালফ্যাশানের ঢোলা প্যান্ট, রঙচঙা পাঞ্জাবি, অবিন্যস্ত চুলদাড়ি, চোখে গগলস্, কাঁধে বিটকেল লম্বা একটা বিচিত্র ঝুলি। সব মিলিয়ে কিম্ভূত খিটকেল।]

চোখে-আঙুল ॥ (মেয়েলি ন্যাকা গলায় চিত্রগুপ্তকে) অ্যাই শোনো...অ্যাই নন্‌সেন্স, শোনো...

চিত্র ॥ এই যে! প্রভো! এই সেই মাল!

চোখে-আঙুল ॥ অসভ্য! পাজী! আমায় বসিয়ে রেখে গলতানি করছে! নন্‌সেন্স, আমার স্বর্গের দরজা খুলে দেবে কে!

চিত্র ॥ এঁঃ ! স্বগ্‌গো ! স্বগ্‌গো তোমার ভারতবর্ষের রেলের কামরা ! টিকিট থাক্ না থাক্ লাফিয়ে চড়ে বসলাম ! স্বগ্‌গো তোমার জাতীয় সম্পত্তি ! ব্যাটা ডব্লু-টি ! ভগবান বিধাতাকে পেন্নাম করবে কে ?

চোখে-আঙুল ॥ বিধাতা ! হু ইজ বিধাতা ! অ্যাম আই স্ট্যান্ডিং বিফোর দ্য লর্ড অব্ লর্ডস্ ! আমি কি বিধাতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি !

চিত্র ॥ শুধু দাঁড়িয়ে না...এবং তুমি বেঁকে আছো !

চোখে-আঙুল ॥ (পা-খানা ঝিনঝিন করে নাড়াতে নাড়াতে বিধাতার আপাদমস্তক দেখছে) বিধাতা ! তোমার মাথায় সেই আলোর ঘোমটাটা কোথায়... দ্যাট্ হ্যালো অব্ লাইট...তোমার কথা কতো শুনেছি...সেই তুমি এই ! হ্যা হ্যা হ্যা—এমন আটপৌরে চেহারা তোমার...হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...(থেমে) তুমি আমায় হতাশ করলে বিধাতা !

বিধাতা ॥ এসো...এসো বাবা চোখে-আঙুল দাদা...তোমার কথা শোনা অবিধি চাতকের মতো হয়ে আছি বাবা...স্বগ্‌গে যাবে, না ?

চোখে-আঙুল ॥ শুনেছি তোমাদের স্বর্গটা নাকি মোটামুটি বাসযোগ্য ! ভাবছি ওখানেই থাকব !

বিধাতা ॥ ভেবে রেখেছ ? বা বা বা, কাজ কমিয়ে রেখেছ বাবা ! তা বাবা চোখে-আঙুল দাদা, বড় কৌতূহল হচ্ছে, এমন অদ্ভুত টাইটেলটা বাগালে কী করে ? কোন্ মহাকর্মে ধরাধামে এমন খেতাব জোটে গো...

চোখে-আঙুল ॥ কর্ম ! কর্ম তো আমার একটাই ছিল বিধাতা ! লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দাদার মতো লোকের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া !

বিধাতা ॥ বহুব্রীহি ! বহুব্রীহি ! ওহে চিত্রগুপ্ত, এ তো দেখছি বহুব্রীহি সমাস ! অহো, জগতের লোক আমার কাছে কতো না কর্মের কথা শোনায় ! আপিস কাছারি চুরি জোচ্চুরি...কোনোদিন শুনিনি পরের ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা কারুর কর্ম ! আমার পাশটিতে বসো বাবা...(চিত্রগুপ্তকে) কী তেল !

চিত্র ॥ আঁতেল !

বিধাতা ॥ আমাদের আবার হয়েছে কী বাবা আঁতেল...তোমার রেকর্ডপত্তর সব ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে ! সব ভালো করে না জেনে তো দরজা খোলা যাচ্ছে না... ! তা বলো তো, (চিত্রকে) যা বলে ঝটপট লিখে নাও... (চোখে-আঙুলকে) বলো, ভোরবেলা উঠে কী করতে বাবা আঁতেল...

চোখে-আঙুল ॥ ভোর ! ভোর কী বলো তো ?

চিত্র ও বিধাতা ॥ অ্যাঁ ?

চোখে-আঙুল ॥ কেমন দেখতে ভোর ? কাকে বলে ভোর ! ভোরের সংজ্ঞা কি, বিধাতা ?

চিত্র ॥ প্যাঁড়দারি দেখছেন ! (চোখে-আঙুলকে) অ্যাদ্দিন জগতে চরে এলো... প্রভুর অতো বড় সূয্যিটা রোজ উঠছে...কোনোদিন সূর্যোদয় দ্যাখোনি !

চোখে-আঙুল ॥ আমরা চোখে-আঙুল দাদারা, বেলা দশটার আগে কখনো বিছানা ছাড়ি না ! ছাড়লেই নিজেদের হতাশ লাগে বিধাতা !

বিধাতা ॥ অহো! অহো! তা বেলা দশটায় উঠে তুমি প্রথমে কী করতে বাবা?

চোখে-আঙুল ॥ প্রথমে? প্রথমে চা খেতুম...ডিমের পোচ খেতুম...আবার চা খেতুম...হালুয়া খেতুম...আবার চা খেতুম...চুরোট ধরাতুম...আবার চা খেতুম...

চিত্র ॥ খেতুম খেতুম! কতো বার খেতুম! করতেটা কী?

চোখে-আঙুল ॥ কেন নন্‌সেন্স! ধরতুম, ভুল ধরতুম! খুঁত ধরতুম!

বিধাতা ॥ কার খুঁত?

চোখে-আঙুল ॥ আমার মায়ের। বলতুম, ওহে বৃদ্ধা, শোনো...কী নন্‌সেন্সের মতো চা করো তোমরা...চা হয়েছে এটা, চা! চা! চা বানাতে শেখোনি! এ দেশের কেউ কি চা বানাতে শিখবে না! রাবিশ! গো টু হেল!

চিত্র ॥ বাঃ বাঃ সোনা ছেলে! সকাল থেকে খেটেখুটে বুড়ি একরাশ রেঁধে আনলো...আর বেলা দশটায় শয্যে ছেড়ে সব্বোস্ব সেঁটেপুঁটে...গেল বুড়ির খুঁত বার করতে! হুতোম প্যাঁচাটি!

চোখে-আঙুল ॥ সাট আপ! ক্লোজ ইওর দাঁতকপাটি!

[বলেই চোখে-আঙুল একপাশ টাল খেয়ে বেঁকে দাঁড়াল। পা-টি থরথর করে কাঁপে।]

বিধাতা ॥ শাঁখ বাজাও! চিত্রগুপ্ত, স্বর্গের মেয়েদের শাঁখ বাজাতে বলো! কে এসেছে গো...মর্ত্য থেকে মহাকর্মী! বাবা ভুল ধরিয়ে এসেছে...আমরা ফুল ছড়িয়ে বাবাকে স্বগ্‌গে তুলবো!

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

চিত্র ॥ (ভেংচি কেটে) হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...

বিধাতা ॥ তা বাবা চোখে-আঙুল দাদা, মায়ের চোখ ফুটিয়ে তারপর তুমি কি করতে?

চোখ-আঙুল ॥ তারপর? চুরোট ধরাতুম!

[চোখে-আঙুল চুরোট ধরালো]

বিধাতা ॥ ধরিয়ে...?

চোখে-আঙুল ॥ টানতুম!

[চুরোট টানে]

বিধাতা ॥ টেনে...?

চোখে-আঙুল ॥ আবার টানতুম...

[টানে]

চিত্র ॥ কলাপোড়া। টানতে টানতে যে ফুঁকে গেল!

চোখে-আঙুল ॥ নন্‌সেন্স! আরেকটা ধরাতুম!

চিত্র ॥ গুষ্টির পিণ্ডি! এক কথা কতবার লিখব? চুরোট ছাড়া আর কি ধরাতে...

চোখে-আঙুল ॥ কেন নন্‌সেন্স, পথের ঝাড়ুদার আর ভিস্তিঅলাদের খুঁত ধরতুম!...অ্যাই শোনো...অ্যাই নন্‌সেন্‌সরা...আও আও আও...ইধার আও! এ কেয়া হোয়া? ঝাড়ু হোয়া? ইস্‌কো ঝাড়ু বোলতা হ্যায়? ঝাড়ু দেনা নেহি

শিখা তুম লোক! ফাঁকিবাজ! দেশকো ডোবাতা হ্যায়! হুনলুলুমে ক্যায়সে ঝাড়ু দেতা জানতে হ্যায় তুম? বুড়বক কাঁহেকো!

বিধাতা ॥ তা বাবা, তুমি আপিস যেতে কখন?

চোখে-আঙুল ॥ আপিস! কোনো সংকীর্ণ আপিসের চারদেয়ালের মধ্যে আমি তো আমার কর্মক্ষেত্র সীমায়িত করিনি বিধাতা! (থেমে) অফিসে মেডিকেল নিয়ে কফি হাউসে বসতুম!

বিধাতা ॥ বা-বা-বা! আপিস ছেড়ে কফি হাউসে বসে...

চোখে-আঙুল ॥ ফরেন পলিসির খুঁত বার করতুম...

চিত্র ॥ প্রভো, ফরেন পলিসিরও ছ্যাঁদা বার করেছে! তাও লিখব?

চোখে-আঙুল ॥ লেখো, শুধু বার করেই থামিনি নন্‌সেন্স চিত্রগুপ্ত, লেখো, রেগুলার ফাটাফাটি করেছি। বৈদেশিক নীতি ফাটিয়ে দিয়েছি! কফির টেবিল চটিয়ে দিয়েছি! কয়েক কাপ কালো কফি আর কয়েকটা চুরোট...ফরেন পলিসিটাকে টেবিলের ওপর ফেলে চাঁটিয়ে চাঁটিয়ে অস্থির করে তুলেছি...

বিধাতা ॥ আপিস থেকে মেডিকেল নিয়ে! চিত্রগুপ্ত, বাবাকে এক গেলাস মুচকুন্দ ফুলের সরবৎ দাও!

চিত্র ॥ প্রভো...

চোখে-আঙুল ॥ আনো আনো সরবৎ আনো! শুনলে তুমি আরো বোম্‌কে যাবে বিধাতা, খুঁত না থাকলেও খুঁত সৃষ্টি করে...আমি খুঁত বার করেছি...

বিধাতা ॥ কে! কে! এ কে চিতু?

চিত্র ॥ আঁতেল প্রভো...

বিধাতা ॥ সর্ষে তেল, নারকেল তেল, রেপসীডের তেল...এ তেল ও তেল, এতো তেল দেখেছি...আঁতেলের গতরে এতো তেল চিতু?

[সঙ্গে সঙ্গে সুরকন্যাদ্বয়ের গান শুরু হয়। বিধাতা চিত্রগুপ্ত ও চোখে-আঙুল দাদা চিত্রার্পিত হয়।]

সুরকন্যাদের গান ॥ চোখে আঙুল দাদা...এ কেমন তরো ভূত...
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবাই খেটে মরে...
কাজের নামে টুঁ টুঁ ইনি লোকের খুঁত ধরে...
চোখে-আঙুল দাদা...এ কেমন তরো ভূত...

[সুরকন্যারা চোখে-আঙুলের হাতে সরবৎ দিয়ে নিজেদের জায়গায় বসল।]

চোখে-আঙুল ॥ (সরবৎ খেতে খেতে) নাঃ, এ কী সরবৎ! তোমরা এই মাল খাও? হ্যা হ্যা হ্যা... তারপর যা বলছিলুম...আরো শোনো বিধাতা... কোলকাতায় যখন 'কাটছি মাটি দেখবি আয়' প্রকল্প শুরু হ'লো... পথের জল সরাতে রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে ওরা পাইপ বসাতে লাগলো... সারা প্রকল্পটাকে নস্যাৎ করার জন্যে এমন চোখা চোখা শব্দে আক্রমণ করলুম...কিছু কিছু অঞ্চলে মাটি কাটা বন্ধই হয়ে গেল।

চিত্র ॥ বেশ হ'লো! পাইপ বসিয়ে সরাচ্ছিল জল...দিলে কাজ থামিয়ে আবার জল বাঁধিয়ে...

চোখে-আঙুল ॥ নন্‌সেন্স চিত্রগুপ্ত, তুমি কী মনে করো জল বাঁধা দেখে আমি চুপ করে বসে রইলুম ! নো ! আবার তীব্র ভাষায় গর্জন করলুম, দেশটা কি নন্‌সেন্স, অপদার্থ, একটু মাটি খুঁড়ে একটা পাইপও এরা বসাতে পারে না !

চিত্র ॥ ও বাবা, এবার উল্টো গাইলে ! শাঁখের করাত ! পাইপ বসাতে গেলে না-না-না,—আবার না বসালেও...ব্যাটাকে কেন সরবৎ খাওয়াচ্ছেন প্রভো...

বিধাতা ॥ বাবার কাছে আমার, কারু রক্ষে নেই চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ বেঁড়ে ওস্তাদ ! তুমি নিজে কী করেছ ? কোনোদিন হাতে করে একমুঠো ধান কি গম ফলিয়েছ ? বাড়ির পাশে নর্দমায় ফিনাইলটুকুও ঢেলেছ ! দানধ্যান পুন্যিটুন্যি আছে কিছু ? ভিখিরি টিখিরির হাতে দু-একটা পয়সা ছেড়োছো ? সমানে তো চোয়ালই চালাচ্ছো স্পুটনিকের মতো...

চোখে-আঙুল ॥ স্পুটনিক ! আচ্ছা বিধাতা, আমাদের আর্যভট্ট আর ওদের স্পুটনিক...দুটোকে লক্ষ্য করেছ...দেখেছ আমাদের আর্যভট্ট মাত্র দু মাইল পথ গিয়ে কী রকম কুঁইকুঁই করে পাক খাচ্ছে...আর ওদের...ওদের স্পুটনিক সোঁ সোঁ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে...

চিত্র ॥ কামাই তো নেই প্রভো...

চোখে-আঙুল ॥ আর্যভট্ট তৈরী করার সময় ওদের এটুকু খেয়াল হ'লো না...সেই যে বিজ্ঞানী যে কথা বলেছিলেন...কোন্ বিজ্ঞানী...কী কথা সেটা আমার মনে পড়ছে না...

বিধাতা ॥ না গো চিতু, খোকা খুব লেখাপড়া করে এসেছে !

চোখে-আঙুল ॥ লেখাপড়া ! তুমি আমাকে হতাশ করলে বিধাতা !

বিধাতা ॥ কেন, কেন ?

চোখে-আঙুল ॥ কী পড়বো ! এ পর্যন্ত জগতে যা লেখা হয়েছে তাকে তোমরা পাঠযোগ্য বলো ! বই বলো !

বিধাতা ॥ তুমি কী বলো ?

চোখে-আঙুল ॥ বাউন্ডেড্ ইগনোর‍্যান্স ! লিখে নাও নন্‌সেন্স, সুশোভন ছাপাই মুদ্রণে ঢাকা—ওগুলো বই নয়, বিশুদ্ধ অজ্ঞানতা ! রবিবাবু কি শরৎবাবু কোন্ অধিকারে এতো কাগজকলম নষ্ট করল...বহু পরিশ্রম করেও আমি রবিবাবুর চোদ্দটা লাইন শেষ করতে পারিনি...

চিত্র ॥ চোপ ! নিজে কটা বই লিখেছ...

চোখে-আঙুল ॥ ফর হুম ? করা জন্যে লিখব ? কে আমায় বুঝবে ? সব তো নিরক্ষর ! আচ্ছা বিধাতা, সত্যজিৎ রায়ের ছায়াছবি সম্পর্কে তোমার কী বলার আছে...

চিত্র ॥ চোপ্ ! অকর্মার আর কাজ নেই খালি লোকের পেছনে কাঠি ! আলু কোথাকার !

চোখ-আঙুল ॥ আলু ! আচ্ছা বিধাতা, তোমার কি মনে হয়, যথার্থ আলু চাষ হচ্ছে

আমাদের দেশে...যথার্থ আলু...রিয়েল আলু...

বিধাতা ॥ ও বাবা, আর্যভট্ট সিনেমা আলু...চিতু...অতোটুকু মাথায় কতো না ঘিলু!

চিত্র ॥ (খাতায় লেখা বন্ধ করে) এই তুই কী রে! তুই কি কিছুই ফলাসনি!

চোখে-আঙুল ॥ ফলানোটা আমার কাজ নয়, যারা ফলায় তাদের ভ্রান্তিগুলো ফলাও করাটাই আমার জব! নন্‌সেন্স, স্বর্গের দরজাটা খোলো...

বিধাতা ॥ একটু বাবা, একটু সবুর করো। তা বাবা নিজের দেশের কিছুই কি তোমার ভালো লাগত না? তোমার দেশে কি কিছুই হচ্ছে না? কেউ কিছু করছে না? কোনো সুকাজ? ধরো পথঘাটের একটু উন্নতি...গাঁয়ের গরিবদের একটু সুবিধে...কি ধরো, নিদেন নদীর ওপর একখানা সেতু?

চোখে-আঙুল ॥ সেতু! ইউ মীন দ্বিতীয় হুগলি সেতু? তুমি কি মনে করো, সেটা শেষ হবে।

বিধাতা ॥ হবে না?

চোখে-আঙুল ॥ নো নেভার! হচ্ছে না...হবে না...হতে পারে না! বাই দ্য বাই, হুগলি সেতুটা হুগলির ঠিক কোনখানটায় তৈরী হচ্ছে বলো তো বিধাতা?

চিত্র ॥ এ কী রে! সব জানে...হবে না তাও জানে...পুলটা যে কোথায় হচ্ছে... জায়গাটাই চেনে না!

বিধাতা ॥ এ কে...এ কে চিতু...এ কী চোখে-আঙুল দাদা, না চোখে-আঙুল জ্যাঠা!

[চিত্র ও বিধাতা হাসে। দুজনেই বেশ মজা পেয়েছে।]

চিত্র ॥ বিয়ে-থা হয়েছিল?

চোখে-আঙুল ॥ বিয়ে? (সনিঃশ্বাসে) কাকে বিয়ে করব?

চিত্র ॥ ছেলে যখন, একটা মেয়েকেই করলে পারতে।

চোখে-আঙুল ॥ মেয়ে। মেয়ে কাকে বলে বিধাতা!

বিধাতা ॥ (হাসি চেপে) কোথায় রাখবো। বাবাকে কোন্ স্বগ্‌গে্ তুলব? ওহে চিতু, বুঝিয়ে দাও, মেয়ে কাকে বলে...

[চিত্রগুপ্ত মুখে চাদর ঢেকে খুক্‌খুক্ হাসে।]

চোখে-আঙুল ॥ কোলকাতার পথে যারা শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের তোমরা মেয়ে বলো বিধাতা!

চিত্র ॥ তুমি কি বলতে?

চোখে-আঙুল ॥ ললিপপ! বিশুদ্ধ ললিপপ! শাড়ি আর ব্রেসিয়ারে ঢাকা রঙচঙা ললিপপ! দেখলে আমার এমন হতাশ লাগে বিধাতা...

[বেঁকে দাঁড়িয়ে ঝিনঝিন করে কাঁপে।]

চিত্র ॥ রামপাকা ঝুনো কোথাকার! ভগবান অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিকর্তা বিধাতা আপন কল্পনায় যাকে সবচেয়ে সুন্দর করে গড়েছেন...ধরো নারী...ব্যাটা ঝিনঝিনি তাকেও নিন্দে করছে!

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! ভগবান! অনন্ত সৃষ্টিকর্তা! হাঃ হাঃ হাঃ! ঐ বিশ্বটা একটা সৃষ্টি হয়েছে?

বিধাতা ॥ হয়নি ?

চোখে-আঙুল ॥ ঐ সৃষ্টি নিয়ে তোমরা গর্ব করো ! হ্যা হ্যা হ্যা...

চিত্র ॥ হ্যা হ্যা করে হাসছে দ্যাখো !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, ট্রাশ ! ট্রাশ ! ওটা বিশ্ব হয়েছে...না খিচুড়ি রান্না হয়েছে !

চিত্র ॥ আস্পর্ধা ! ভগবানেরও খুঁত ধরতে আসে !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ ! আমি তোমায় চোখে-আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি বিধাতা...গোটা বিশ্বের গায়ে অসংখ্য ভ্রান্তির একটা জীর্ণ নামাবলী...

বিধাতা ॥ (ঘাবড়ে) ওহে চিত্রগুপ্ত, সত্যি নাকি, আমি কি ঠিকমতো গড়তে পারিনি ?...

চিত্র ॥ কে বললে পারেননি ?

বিধাতা ॥ ওই যে...ও বলছে !

[বিধাতা ধড়ফড় করে উঠতে যায়।]

চিত্র ॥ ও বললেই হয়ে গেল ? চেপে বসুন তো !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, কিস্‌সু হয়নি ! ওল্ড্ গড্, আগে যদি তুমি আমার সাথে কন্‌সাল্ট করতে এমন একটা বাজেমার্কা বিশ্বের জন্ম হতো না !

বিধাতা ॥ সত্যি নাকি চিত্রগুপ্ত, বাজেমার্কা !

চিত্র ॥ প্রভো, ওর কথায় কেন ঘাবড়াচ্ছেন ! আপনার সৃষ্ট পৃথিবী সুন্দর... খুব সুন্দর ! ধরুন অমন গ্রহতারকা সাগর পাহাড়...

চোখে-আঙুল ॥ কিন্তু জোনাকি ?

বিধাতা ॥ জোনাকি !

চোখে-আঙুল ॥ জোনাকি ! জোনাকিটা কি ঠিক মতো হয়েছে...যথাযথ হয়েছে ! ওটা কি একটা জোনাকি হয়েছে !

চিত্র ॥ কী করে হয়নি শুনি ?

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! টিপটিপ জ্বলছে নিবছে জোনাকি ! জ্বলছে যদি নিবছে কেন ? এটা তোমার মাথায় এলো না, ওটা যদি সারাক্ষণ জ্বলেই থাকতো...গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎসমস্যার কী সহজ সমাধান হয়ে যেতো !

বিধাতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চিত্রগুপ্ত, জোনাকিটা বোধহয় ঠিকমতো গড়তে পারিনি !

চিত্র ॥ পেরেছেন !

বিধাতা ॥ না না না ! গড়বড় করেছি ! যাও, শিগ্‌গির একটা জোনাকি ধরে আনো—সংশোধন করে দিই—

চিত্র ॥ ওঃ প্রভো, যা করেছেন ঠিক করেছেন...বিশ্বনিন্দুকটার কথায় কেন কান দিচ্ছেন ?...আপনার ভুল হতেই পারে না...অমন সূর্য-চন্দ্র...

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, কিন্তু জোনাকি...

বিধাতা ॥ আনো...ধরে আনো...

চিত্র ॥ (চোখে-আঙুলের দিকে চেয়ে) সব ছেড়ে ব্যাটা জোনাকি নিয়ে পড়েছে !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...স্রষ্টা হিসাবে থার্ড গ্রেড ! ইউ গড, তুমি...তুমি একটি তৃতীয় শ্রেণীর কারিগর !

বিধাতা ॥ চিত্রগুপ্ত, আমার বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে!

চিত্র ॥ প্রভো...প্রভো...

বিধাতা ॥ কী গড়তে কী গড়েছি...

চিত্র ॥ শিব গড়তে বাঁদরই গড়েছেন...

বিধাতা ॥ বাবা চোখে-আঙুল দাদা, একটা—শুধু একটা জিনিস তুমি আমার ভালো বলো! আমার অমন আশার অতো বড় পৃথিবীটার মধ্যে একটাও কি ভালো কিছু নেই? বাবা, এই বুড়ো তোমার মুখ থেকে খালি একটা প্রশংসা-বাক্য শুনবে—আর স্বর্গের তোরণ খুলে দেবে। বলো বাবা, আমি কি কিছুই ভালো করিনি?

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! ট্রাশ! অল ট্রাশ! বুড়োভাম, রিটায়ার করোনি কেন? গো টু হেল!

[বিধাতার দিকে হাত তুলে দাঁড়ায়।]

বিধাতা ॥ আমি পুরোপুরি ব্যর্থ গো!

[বিধাতা টলে পড়ে যাবে। চিত্রগুপ্ত তাকে ধরে ফেলে।]

চিত্র ॥ ওঃ ভগবান...অনন্ত শক্তির আধার! ব্যাটা চোখে-আঙুল তাকেও টলিয়ে দিলে—

প্রথমা সুরকন্যা ॥ ভাই, ভগবান ওকে চিনতে পারছেন না—

দ্বিতীয় সুরকন্যা ॥ না সখি, ভগবানের চেনায় কোনো ফাঁক থাকে না। উনি সব বুঝে নিচ্ছেন—

প্রথমা ॥ কিন্তু ভাই দেখছ না, ভগবান ওর কথায় বিচলিত—

দ্বিতীয়া ॥ না সখি, ভগবান ছল ধরেছেন—উনি যে ছলনাময়—

সুরকন্যাদের গান ॥

সবাইকে ফাঁকি দিয়েও পার পাবে না—
তার বিচারে শেষাবধি ভুল হবে না—
ফল নিতে হবে—
ভবে কী কর্ম করে এলে—
হিসাব দিতে হবে— হিসাব দিতে হবে—

[সুরকন্যারা বসে। একটি আলোকবৃত্তে বিধাতার মুখ ধরা]

বিধাতা ॥ মূর্খ! এই মূর্খটি তার দুর্লভ মানবজনম কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে কাটিয়েছে! নির্বোধটি করতো না কিছু—বলতো সব! তৃণটিও স্পর্শ করেনি—কাদা ছুঁড়েছে সবার গায়ে! দুরারোগ্য ব্যাধি! বুঝতে পারছি, এর এই খর জিহ্বার তাড়নায় জগতের মানুষ অস্থির হয়েছিল। আশ্চর্য এই সব চোখে-আঙুল দাদারা! যে পৃথিবী ওদের লালনপালন করে—অকৃতজ্ঞেরা তার একটিও গুণ দেখতে পায় না, শাস্তি! হ্যাঁ, শাস্তি ওকে পেতেই হবে!

[আলোকবৃত্ত ভেঙে যায়। চোখে-আঙুল দাদা নড়েচড়ে ওঠে।]

চোখে-আঙুল ॥ আমি জানতে চাই আর কতোক্ষণ আমায় ডিটেন করা হবে ! কোথায় স্বর্গের দরজা ? কফি হাউসটা কোথায় ? আমি ডিম খাবো—ডিমের পোচ খাবো ! তোমাদের এখানে বার-টার আছে কি বিধাতা ? রাবিশ ! এতো বড় স্বর্গে একটা বার নেই ! অবাসযোগ্য ! একটু মদ্যপান না করলে আমি যে পদ্য লিখতে পারি না ! ব্যবস্থা হবে ?

বিধাতা ॥ হচ্ছে। চিত্রগুপ্ত, একটা ভোজালি নিয়ে এসো তো—

চোখে-আঙুল ॥ বাই দ্যা বাই, আজ কটায় উর্বশীর ক্যাবারে ? কতো হ'লো উর্বশীর বয়েস, ফিগার কেমন আছে ? এখনো নাচতে টাচতে পারে ? নাকি আথ্রাইটিস হ'লো ?

বিধাতা ॥ আর একটা ধারালো করাতি !

চোখে-আঙুল ॥ তোমাদের এই নাচিয়ে মেয়েদুটো কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছ ! রাবিশ ! ওটা একটা নাচ হ'লো, নাচ ! আর গানের গলা ! মত্ত দাদুরী ! (বার দুই কেশে) গলা ভাল থাকলে একবার দেখিয়ে দিতুম !

বিধাতা ॥ (চিত্রকে) কয়েক ঝুড়ি পেরেক আর মস্ত একটা হাতুড়ি ! সব ওই ওখানে গুছিয়ে রাখো।

[চিত্রগুপ্ত বেরিয়ে গেল।]

চোখে-আঙুল ॥ এই বিধাতা, ওকে তুমি কি আনতে বললে ?

বিধাতা ॥ মালমশলা !

চোখে-আঙুল ॥ (ঘাবড়ে) কীসের ?

বিধাতা ॥ বলছি। বাবা চোখে-আঙুল, আমাদের গোলমালটা হয়েছে কি, তোমার মত গুণবান রূপবান পুরুষকে অভ্যর্থনা করবে—হাত ধরে স্বর্গে ঢোকাবে—এমন একটা উপযুক্ত চেহারা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই বলছিলাম যন্ত্রপাতি মালমশলা সব দিচ্ছি, তুমি যদি তোমার উপযুক্ত রিসেপসনিস্ট গড়ে নিতে পারো...

চোখে-আঙুল ॥ তা ঠিক ! এসব কি চেহারা ! কিন্তু আমায় এখন মানুষ গড়তে হবে...

বিধাতা ॥ পারবে, পারবে বাবা ! জগতের এতো লোকের সৃজনের ভুল ধরিয়ে এলে, আর তুমি একটা মানুষ গড়তে পারবে না, তাও কি হয় ! বসে যাও। তোমার যা যা দরকার সব ওঘরে পেয়ে যাবে। বাবা চোখে-আঙুল দাদা, এবার তুমি একটা নির্ভুল সর্বাঙ্গসুন্দর মানব সৃজন করে দেখাও তো, তুমি কোন্ শ্রেণীর কারিগর !

[চিত্রগুপ্ত ঢোকে]

চিত্র ॥ প্রভো—

বিধাতা ॥ রেখেছো ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, হাতুড়ি করাতি... ঐ ঘরে...

বিধাতা ॥ যাও বাবা, হাত লাগাও। বাবা যা বললাম, যদি দেখাতে পারো একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি...কথা দিচ্ছি, স্বর্গটা তোমায় লিখে দেবো...চাই কি, আমি আর চিত্রগুপ্ত, দুই ওভ ফেলা...স্বর্গটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে সোজা

নরকে চলে যাবো...

চোখে-আঙুল ॥ অল রাইট ! এখুনি তোমায় পারফেক্ট হিউম্যান বীইং তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমার মানুষগড়ায় কতো ফাঁকি ! ছেনি দিয়েছ...ছেনি ?

চিত্র ॥ আছে।

চোখে-আঙুল ॥ (আস্তিন গুটিয়ে) বাটালি ?

চিত্র ॥ দেওয়া হয়েছে।

চোখে-আঙুল ॥ গুড ! (চোখে-আঙুল চিত্রগুপ্তের চাদরটা কেড়ে নিয়ে কোমরে তোয়ালের মতো জড়িয়ে) যাও, একটা ফাঁকা দেখে ঢোল নিয়ে এসো !

চিত্র ॥ মানুষ গড়তে ঢোলও লাগবে।

চোখে-আঙুল ॥ লাগবে, নন্‌সেন্স, পেটটাকে আমি একটু বড় মাপের করতে চাই, আর ভেতরটা ফাঁকা রাখতে চাই, তোমাদের মতো একগাদা কিডনি লিভার ঢুকিয়ে গুদোমঘর বানাতে চাই না !...কিডনি কী কাজ করে ! খালি তো ফাঁকি মারে—আর আমার চোঁয়া ঢেকুর ওঠে ! হাটাও কিডনি ! পেটটাকে ঢোল করে, আর যতো পারো খাদ্য ঢোকাও।

চিত্র ॥ ফটফট না করে হাত লাগাও ! ও ঘরে ঢোল আছে !

চোখে-আঙুল ॥ তবে দ্যাখো, দেখে শেখো নন্‌সেন্স, মানুষ কী করে গড়তে হয়। [চোখে-আঙুল চাদরটা টাওয়েলের মতো কোমরে জড়িয়ে আড়ালে গেল। ভেতরে টুকটাক শব্দ শুরু হয়।]

চিত্র ॥ প্রভো, আপনি এখনো কি করে সইছেন !

বিধাতা ॥ আমাকে যে সবই সইতে হয় চিত্রগুপ্ত—

চিত্র ॥ বক্তিয়ার খিলজিটাকে এখনো কেন শাস্তি দিচ্ছেন না ?

বিধাতা ॥ শাস্তি তো বিধাতা কাউকে দেয় না চিত্রগুপ্ত। যে যার নিজের অপকর্মেই শাস্তি পায়। ও-ও তাই পাবে।

চিত্র ॥ কখন পাবে ?

বিধাতা ॥ শিগ্‌গিরই পাবে। উহারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। [নেপথ্যের ঠুকঠাক দুমদাম শব্দ বাড়তে বাড়তে কখন বাজনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। উচ্চগ্রামে উঠে বাজনাটা ঝমঝম করে বাজছে। বাজনাটা থামল। এবং চোখে-আঙুলের প্রবেশ। বিজয়ীর হাসি।]

চোখে-আঙুল ॥ ফিনিশড ! হাঃ হাঃ ! ডান ইট ! আই হ্যাভ ডান ইট !

বিধাতা ॥ হয়ে গেছে ?

চোখে-আঙুল ॥ তবে ? একটা মানুষ তো ! লুক ! লুক ইনসাইড দ্যাট রুম ! ইউ নন্‌সেন্স চিত্রগুপ্ত, কেমন লাগছে ! পছন্দ হচ্ছে ! হাউ বিউটিফুল !

চিত্র ॥ হে-হে... হে-হে ! (চিত্রগুপ্ত বিধাতার দণ্ড বাড়িয়ে) কতো বড় পেট, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত ! হে-হে।

[নেপথ্যের বস্তুটিতে খোঁচা মারে।]

চোখে-আঙুল ॥ অ্যাই নন্‌সেন্স, খোঁচাচ্ছো কেন ! কাঁচা রয়েছে না ? ফেটে যাবে না !

বিধাতা ॥ বা বা বা ! দিব্যি হয়েছে ! বড় সুন্দর তোমার হাতের কাজ ! তা বাবা চোখে-আঙুল, এবার তোমার ওই মানব-পুত্তলিতে আমি প্রাণদান করি ?

চোখে-আঙুল ॥ করো—করো...প্রাণং দেহি ! প্রাণটুকু দাও ! ও উঠুক...ও দাঁড়াক...আমার প্রথম সৃষ্টি...আমার খোকা...আমার মনাসোনা সোনামনা...আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো...ও আমাকে ড্যাডি বলে ডাকবে...আমাকে হামি খাবে...

[বিধাতা তার আসনের ওপর দাঁড়িয়ে নেপথ্যের মানব-শিশুর দিকে দণ্ড বাড়িয়ে স্ফুট অস্ফুট নানা শব্দোচ্চারণে প্রাণদান করছে। তারের বাজনা বাজছে। নেপথ্যে ওঁয়া-ওঁয়া কান্না উঠল।]

চোখে-আঙুল ॥ ওই, ওই তো ! প্রাণসঞ্চার হচ্ছে ! ওই তো বুকের ধুকধুকুনি স্টার্ট করল ! চোখ মিটমিট করছে ! এইবার আঙুল নাড়ছে ! এই, এই হাঁটু ভাঙছে...দাঁড়াচ্ছে...উঠে দাঁড়াচ্ছে...হাঃ হাঃ, আমার খোকা...আমার সর্বাঙ্গসুন্দর খোকা...নাকটা কাঁপছে...কাঁপছে ! কথা বল্...ওই...ওই হামা দিয়ে আসছে...

[চোখে-আঙুল দু'হাত বাড়িয়ে ধেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে আড়াল থেকে যে বেরিয়ে আসে...সে তো মানুষ নয়ই, কোন্ জন্তু তাও বলা যাবে না। এমন কুৎসিত কদাকার। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কটা যদি উল্টে-পাল্টে বসে—তবে যা হয়। বীভৎস।]

চোখে-আঙুল ॥ এই দ্যাখ...এই দ্যাখ, আমি তোর পিতা !

দানব ॥ (খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখে-আঙুলকে ঠাওর করে নিয়ে নাকীগলায়) শালা !

চোখে-আঙুল ॥ ও কী ! পিতাকে শালা বলছিস্ ! নন্‌সেন্স ! তোকে কী শিক্ষা দিলাম...

দানব ॥ (গরিলার মতো স্খলিত পায়ে এগুতে এগুতে) পিতা...শালা, তুমি পিতা ! আমার হাতের জায়গায় পা বসিয়েছো...চোখের ওপর নাইকুণ্ডলি...শালা, এই তোমার পিতাগিরির নমুনা !

চোখে-আঙুল ॥ তাই তো। নাইকুণ্ডলিটা চোখে বসেছে ! দাঁড়া বাবা, কারেকশান করে দিচ্ছি ! কই, চিত্রগুপ্ত. করাতিটা দাও...কান দুটোও ছাঁটতে হবে...কুলো কুলো লাগছে...(দানবের মাথায় হাত বোলায়। দানবটা ফিঁৎফিঁৎ করে) ও কী, ফিঁৎফিঁৎ করছিস কেন ?

দানব ॥ (কেঁদে কেঁদে) করব না ! নাকের ফুটোটাও একটু বড় করতে পারোনি !

চোখে-আঙুল ॥ তাই তো ! ছ্যাঁদা কই ! সর্দি বেরুবে কোথ্ দিয়ে ? নন্‌সেন্স, দাঁড়িয়ে কী করছ ? করাতি দাও, ছ্যাঁদা করি। ওকি, নড়বড় করছিস কেন ?

দানব ॥ করব না ? কোমরে ডি. সি. ফ্যানের বল-বেয়ারিং বসিয়েছ ! সব গড়বড় করে দিয়ে বলে, কেন, নড়বড় করছিস কেন ! শালা !

চোখে-আঙুল ॥ (পিছুতে পিছুতে) খোকা মারব কিন্তু, বাজেকথা বললে খুব মারবো...বলছি ঠিক করে দিচ্ছি—

দানব ॥ আমাকে পিশেচ করে গড়লি কেন ? ব্যাটা, তোর আর কাজ ছিল না !

চোখে-আঙুল ॥ অ্যাই...অ্যাই...ওরে বাবা, কী লম্বা হাত...মারবি নাকি...

দানব ॥ দেখবি ! দেখবি তুই ?

[ভয়ানক পায়ে দানবটা চোখে-আঙুলের দিকে এগোয়।]

দানব ॥ কোথায় পালাবি...কোথায় পালাবি...আমার হাতে তোর শেষ...(চোখে-আঙুলকে ধরে) হাঃ হাঃ হাঃ। শালা অকর্মের ধাড়ি ! ধোলাই দিয়ে তোমায় ঝালাই করে দেবো।

[মারছে]

চোখে-আঙুল ॥ ছাড় ছাড়, হাড় ভেঙে গেল ! ও বাম্মা গো, বাবাকে মারতে নেই ! ও বিধাতাদা...

বিধাতা ॥ তোমার ছেলে তোমায় ঠ্যাঙাচ্ছে, আমরা কী করতে পারি ! কী বলো চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ প্রভো...প্রভো...এ তোমার মার। ভগবানের মার দুনিয়ার বার।

বিধাতা ॥ দেখতে পাচ্ছ বৎস চোখে-আঙুল দাদা, দাদার মতো লোকের ভুল ধরা কতো সোজা, আর নিজে কিছু করা কতোর জ্বালা—

দানব ॥ (চোখে-আঙুলকে মারতে মারতে খোনা গলায়) আর করবি—বল্ আর করবি—বল্ আর করবি—

চোখে-আঙুল ॥ হেল্প হেল্প...ও বিধাতাদা...মাইরি ঠেকাও...আমায় স্বর্গে নিয়ে চলো...

[দানব চোখে-আঙুলকে দুহাতে উঁচু করে তুলছে...]

দানব ॥ আয় তোকে স্বগ্‌গে তুলি। স্বগ্‌গে যাবি—হাঃ হাঃ, শালা চোখে-আঙুল দাদা—

[দানব চোখে-আঙুলকে শূন্যে তুলে ধরেছে।]

চোখে-আঙুল ॥ (পরিত্রাহি গলায়) হেল্প। হেল্প। হেল্প।

[সুরকন্যারা গান গায়।]

সুরকন্যারা ॥ কেমন মজা... কেমন মজা
পেলি তুই কেমন সাজা
ওরে ও সর্বনাশা কর্মনাশা
যাবি আর লোকের গায়ে দিতে খোঁচা।
কেমন মজা...কেমন মজা...

কালবিহঙ্গ

চরিত্র

ভক্তরাম	খোকা
সূর্য	সীন্থু
চন্দ্ররাজ	ডাক্তার
উপেন	অধীর

[কালো শালুতে ঢাকা টিয়েপাখির খাঁচাটা উঁচু কোনো জায়গায় বসানো। ঢাকাটা সরালে পালক-ওঠা টিয়েটাকে রহস্যময় ঔদাসীন্যে বসে থাকতে দেখা যায়। ভক্তরাম, বছর পঞ্চাশের বয়েস, এই ভাঙা ঘরে আর্শির সামনে তার লম্বা লম্বা ভিজে চুলের মাঝখানে দ্রুত সিঁথি কাটছে। কপালে সিঁদুর টিপ, কাঁধে বুকে গেরুয়া মাটির ফোঁটা লাগিয়ে নিচ্ছে। হলুদ ছোপানো কাপড় লুঙ্গি করে তার পরা। অন্য দিকে খোকা ভক্তরামের সবল যুবক ছেলে, খাটিয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে। বাবা ও ছেলে, একে অন্যের অলক্ষ্যে, পরস্পরের দিকে তাকালো। বাবার চোখে বিরক্তি, ছেলের চোখে ঘৃণা।]

ভক্তরাম ॥ (আর্শিতেই খোকাকে লক্ষ্য করে) এখনো শোয়া? ন-টা বাজে। (খোকা ফিরেও তাকায় না।) রাস্তায় আপিস কাছারির ভীড় শুরু হয়ে গেছে।...পা হড়কে পড়ে এর মধ্যে একজন হাসপাতালেও চলে গেল।...যাবে না? বেলা কি কম হ'লো? (খোকা পাশ ফেরে। খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে) সব্বোনাশ। এখনো তো পণ্ডিতের চানও হয়নি। নাঃ, বেরুতে বেরুতে আজও লেট।...কি করবো...একহাতে সকাল থেকে ঘর বাজার রান্না...কুটোগাছটা নেড়েও কেউ সাহায্য করবে না...(খোকা কানের ওপর হাত দেয়। ভক্তরাম একটা ময়লা জীর্ণ পুঁথিতে দড়ি জড়াতে জড়াতে গুনগুন করে ছড়া বলে।)

দিবানিশি ব-হীন শয্যাদেবী সাথী।
লক্ষ্মীরাণী তারে ছাড়ে মারে তিন লাথি॥

খোকা ॥ (খোকার এবার অসহ্য ঠেকছে।) চুপ। কানের কাছে টকটক করো না। আমার সময় হ'লে উঠবো।

ভক্তরাম ॥ আমি তোকে বলছিনে। তুই ঘুমো না। (বাইরে তাকিয়ে) সব্বোনাশ। মেঘ করেছে নাকি?

খোকা ॥ কেন, দেখতে পাচ্ছ না?

ভক্তরাম ॥ (চিন্তিত গলায়) পাচ্ছি বলেই তো বলছি। বিষ্টি যদি হয় তো গেল, একটা দিনের রোজগারপাতি ভেসে গেল। কাগজটা দেখে আয় না...কী লেখে? ঝড়জল হবে টবে!

খোকা ॥ (একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে) কাগজের কথা যেমন খাটে।

ভক্তরাম ॥ কেন? না না, বড় খাঁটি কথা লেখে কাগজওলারা। সাইক্লোন হবে লিখলে, কিছু না হোক দু-চার ফোঁটা হবেই হবে। ছাতাটাও ধুলধাড়া, আর পথে যদি জল বাঁধে তো কথাই নেই! ঠায় ভাসতে হবে! যা না...

খোকা ॥ (চিৎকার করে) আমি পারব না।

ভক্তরাম ॥ আচ্ছা, ঘুমো !

[দূরে সাইরেন বাজলো। খোকা চমকে উঠলো।]

খোকা ॥ ও কী !

ভক্তরাম ॥ সাইরেন ! সাইরেন ! কারখানার ভোঁ...

খোকা ॥ (বিস্ময়ে) কারখানার ভোঁ !

ভক্তরাম ॥ ঐ তো ভোঁ পড়ছে ! (বাইরে কোলাহল) ঐ দ্যাখ বস্তিতে হুড়োহুড়ি লেগে গেছে ! কী রে, আমি বলিনি ?

খোকা ॥ (পূর্ববৎ) কী ?

ভক্তরাম ॥ তিনদিনের মধ্যে কারখানা খুলে যাবে। কাজ চালু হবে। লোকের মুখে হাসি ফুটবেই ফুটবে। দেখলি ! দেখলি তো ! খুলে গেল ! যা, কাজে যা—ওঠ ! ওঠ !

খোকা ॥ তুমি বলেছিলে কারখানা খুলবে !

ভক্তরাম ॥ হ্যাঁ আমি...আমি বলেছিলাম ! স্ট্রাইক উঠে যাবে ! আজ...ঠিক আজই সেই দিন ! দ্যাখ কতোবড় একটা মূল্যবান ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু খেটে গেল...(খাঁচার সামনে হাতজোড় করে) জয় বাবা পণ্ডিত, অব্যর্থ তোমার গণনা !

খোকা ॥ হঠাৎ কারখানা নিয়ে গণনা করতে গেলে কেন তুমি ?

ভক্তরাম ॥ করব না ! কারখানা বন্ধ...তোর রুজি রোজগার বন্দ !...ও কি রে চোখ লাল কেন ? জ্বরটর হ'লো ? দেখি...

খোকা ॥ (ভক্তরামের হাত সরিয়ে।) কারখানা খোলা নিয়ে কে বললে গণনা করতে।

ভক্তরাম ॥ সেই এক কথা ! আরে বাবা...বলেছে তোদেরই কারখানার লেবাররা ! সবার ঘরে টানাটানি ! তারাই আটআনা পয়সা সিধে দিয়ে পণ্ডিতেরে পেন্নাম করে জেনে গেল কবে কাজ চালু হবে !

খোকা ॥ (পাখিটা দেখিয়ে) ওটাকে একদিন দূর করে ছাড়বো...

ভক্তরাম ॥ কী বললি !

খোকা ॥ হাটাও...হাটাও আমার সামনে থেকে !

ভক্তরাম ॥ (ছানাবড়া চোখে) কাকে কী বলছিস !

খোকা ॥ ওই খাঁচাফাচা ফের এ ঘরে ঢোকাবে না। যেদিন দেখবো এরপর, শুনে রাখো, খাঁচা সমেতে কুয়োয় ডুবিয়ে শয়তানটাকে আমি...

[খোকা খাঁচাটার দিকে তেড়ে যায়।]

ভক্তরাম ॥ (খাঁচাটা কোন রকমে আড়াল করে) খোকা !

খোকা ॥ সরো...সরো বলছি...

ভক্তরাম ॥ মারবি !

খোকা ॥ মারব !

ভক্তরাম ॥ পাগল হলি তুই ! ভুলে গেলি ও কে ! মহাযোগী ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গ। ও দয়া করে তোর বাড়িতে আছে...

খোকা ॥ যাও যাও, ওসব ভড়ং ঝাড়ো গে তোমার মক্কেলদের কাছে !

ভক্তরাম ॥ খোকা ! (গলায় গামছা দিয়ে পণ্ডিতের সামনে বসে) বাবা...বাবা গো...তুমি ওর কথা কানে নিও না...আমি ওর হয়ে তোমার কাছে—

খোকা ॥ চুপ ! তোমায় আমি বলেছি, আমার সামনে ভড়ংবাজি দেখাবে না !

ভক্তরাম ॥ মহাপাপে ডুববি ! (পাখিকে) ও যা বলে আমায় বলে, আর আমায় যা বলতে পারে না, সেটাই শুধু তোমায় বলে বাবা। তুমি মুখ না তুললে সব যে অন্ধকার সে আমি বুঝি...কিন্তু মানুষের যে এতো গর্ব মানায় না, তা ওরা বোঝে না...বাবা...বাবা গো...বাবা বিহঙ্গ মহারাজ...

খোকা ॥ তোমার ওই বাবার মুখ দেখলে দিন খারাপ যায় আমার !

ভক্তরাম ॥ কেন ? ও যা বলে খাটে না ?

খোকা ॥ খাটে !

ভক্তরাম ॥ না খাটলে লোকে এমনি আসে না...যা, সারা তল্লাটে শুধিয়ে দেখগে ! ছগড়ু মিস্ত্রির ছেলে গুম হবে, দেড়মাস আগে ঐ পণ্ডিতের ঠোঁটেই উঠেছিল। দীনুবাবুর ইস্ত্রির ফরসেপ ডেলিভারি না ন্যাচারাল ডেলিভারি হবে...ডাক্তার বলেছিল ফরসেপ, বিহঙ্গ মহারাজ বলেছিল ন্যাচারাল...ন্যাচারাল পথে ছেলে হয়নি ?...

খোকা ॥ আসল কথাটা চেপে যাচ্ছ কেন ?

ভক্তরাম ॥ কী চেপে যাচ্ছি !

খোকা ॥ সে তুমি ভালই জানো। (সহসা নিজের কপাল চাপড়ে চিৎকার করে ওঠে) এই যে...আমার এখানে...আমার এখানে...ভুলে গেছো ? (ভক্তরাম মুখ কালো করে মাথা নিচু করে) কি, মুখে এবার সাত ধামা মাছি ঢুকলো যে ! ওই...ওই শালার ঠোঁটেই উঠেছিল, আমি রাজা হবো !...যেটা খাটে না, সেটা ভুলে গেলেই তুমি পারো, না ? (ভক্তরাম খাঁচাটা নিয়ে বাড়ির কুয়োকলতলার দিকে যাচ্ছে। খোকা তার সামনে যায়) কিন্তু আমি ভুলিনি ! পাড়ার লোকেও ভোলেনি ! চোখাচোখি হলে তারা দাঁত বের করে হাসে ! (ভক্তরাম মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছে) গলায় গামছা দিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদেও তো সোনার শিকে ছেঁড়াতে পারলে না...

ভক্তরাম ॥ (দরজায় ঘুরে) সোনার না হোক, ভাতের শিকেটা তো ছিঁড়েছে। ধর্মঘটের বাজারে খাচ্ছিস কার দৌলতে ? সেটা ভুলে যাস কেন ?

[ভক্তরাম পাশ কাটিয়ে চলে গেল।]

খোকা ॥ (আহত সাপের মতো) আচ্ছা ! (পর পর দু'বার সাইরেন বাজে। খোকা ফুঁসে ওঠে) ঐ যে মালিক কারখানা চালু করেছে ! কারখানায় যাবো সেও বে আচ্ছা ! ধর্মঘট ভাঙবো ! তবু ঐ ওর পয়সায় আর একবেলাও খাবো না...(খোকা দ্রুত জামাপ্যান্ট পরছে। বাইরের দরজায় সূর্য আর সীতু এসে দাঁড়ায়) লোকে বড়জোর দুদিন বেইমান বলবে, কিন্তু চিরকাল ধরে ফোরটোয়েন্টি বলবে না ! (পকেট হাতড়ে) আমার গেটপাস কোথায় গেল !

[দরজার ফাঁক দিয়ে খোকার পায়ের কাছে তক্ষুনি গেটপাসটা এসে পড়লো।

ওটা ভক্তরাম এগিয়ে দিয়েছে। খোকা রাগে ফোঁসফোঁস করছে। সহসা সূর্য হা-হা করে হেসে ওঠে।]

খোকা ॥ (চমকে) সূর্যদা!

সূর্য ॥ আমাদের দেখে ভয় পেয়ে গেলি মেসিনম্যান?

সীতু ॥ পাবে না? আমরা তো দিনরাত ভূত হয়ে ঘুরছি। মনে হচ্ছে বে-টাইমে এসে পড়েছি!

খোকা ॥ বসো সূর্যদা।

সূর্য ॥ কারখানার ভোঁ পড়েছে!

সীতু ॥ স্ট্রাইক ভেঙে যাচ্ছে।

সূর্য ॥ বাইশজন আজ কাজে চলে গেল...মালিকের টোপ গিলে...

সীতু ॥ বেইমানগুলো মালিকের পা চাটতে গেল।

সূর্য ॥ সব বানচাল করে দিয়ে চলে গেল!

সীতু ॥ যারা পড়ে আছি, তারাও যে আজকালের মধ্যে যাবো না—বা যাওয়ার কথা ভাবছি না—তুমি তাও বলতে পারো না সূর্যদা।

সূর্য ॥ আশ্চর্য কি, মোটা মোটা টোপ চারদিকে ছড়ানো!

সীতু ॥ টোপ ছড়ানো রয়েছে, আবার টোপগুলো গেলার জন্যেও আমরা হাঁ করে রয়েছি!

সূর্য ॥ (হেসে) কতো বিচিত্র পথে যে টোপগুলো যথাস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে! (দূরে সাইরেন বাজে। সাইরেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসে) ঐ শোন্, অর্ধেক জয়ের আনন্দে সাইরেনটা কি জোরে ফুঁসছে!

খোকা ॥ কি করবে এখন? মালিক তো আমাদের দাবী একটাও মানল না! না, এইভাবে কারখানা চালু করতে দেব না!

সূর্য ॥ কিন্তু করব কি! কি করতে পারি আমরা! খেটেখাওয়া মানুষ ছাড়া আমাদের তো আর কোন হাতিয়ার নেই মেসিনম্যান। সেই তারাই যদি না বোঝে...

সীতু ॥ আমাদেরই মানুষ আমাদের বিট্রে করছে!

খোকা ॥ চল্ সীতু, গেটের সামনে জড়ো হই—ঐ শালা বাইশজন যখন বেরুবে, বাইশটা গায়ের চামড়া...

সূর্য ॥ না না, মেসিনম্যান, ওরা নিজেরাই ফিরে আসবে! যেদিন বুঝবে চোরা পথে ধান্দাবাজি করে শ্রমিকের ভাল হয় না! মালিকের চেহারা যেদিন চিনতে পারবে, সেদিন ওরা আমাদেরই এসে ডাকবে! আর ফুঁসতে ফুঁসতে ওই সাইরেনটাও সেদিন কঁকাবে! গোঙাবে!

খোকা ॥ তুমি বুঝছ না কেন সূর্যদা, একবার কাজ চালু হয়ে গেলে, আমরা যারা বাইরে রয়েছি, তারা চিরকালের মতো বাইরে পড়ে থাকব! কারা, কারা কাজে গেল সীতু!

সীতু ॥ (বাঁকা হেসে) কারা গেল! আর কারা যাচ্ছে! যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একজন তুই!

খোকা ॥ আমি ?

সীতু ॥ কতো গিলেছিস ?

খোকা ॥ কে গিলেছে ?

সীতু ॥ মেয়েছেলের মত ঘোমটা দিয়ে কাজে যাচ্ছিলি কেন রে ? ভাবতে পারিসনি বোধহয় আমরা এসে পড়বো !

খোকা ॥ কী বলছিস রে সীতু ! '

সূর্য ॥ তোর কাছে কেউ এসেছিল ?

খোকা ॥ কে আসবে ?

সূর্য ॥ কেউ তোকে লোভ দেখিয়েছে ?

খোকা ॥ কীসের লোভ ! তুমি কি ভাবো, আমি ঐ ওদের মতো বেইমান !

সূর্য ॥ তবে তোর হাতে গেটপাস কেন ?...চুপ করে আছিস কেন ?...বল্ কে তোকে ভাঙাচ্ছে...

খোকা ॥ শোন সূর্যদা...

সীতু ॥ কী শুনব ! শালা ন্যাকা সাজছে ! আমরা এসে পড়ায় ভালো মানুষ সাজছে !

খোকা ॥ এই, তুই আসা থেকে বাঁকা জিবে চাটছিস কেন রে !

সীতু ॥ আমি বলছি, আমি বলছি, ভাংচি মারছে ওর বাপ !

খোকা ॥ সীতু !

সীতু ॥ তোর বাপ ! তোর বাপ তোকে ফুঁসলাচ্ছে—(সীতু খোকার গালে চড় মারে। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে খোকার ওপর। আচমকা আক্রান্ত হয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে যায়।) বেইমান ! শালা দালালের বাচ্চা !

খোকা ॥ এই শালা !

[ভক্তরাম ছুটে আসে দরজায়।]

সূর্য ॥ সীতু ! সীতু ! ছাড় !

সীতু ॥ দুনিয়াসুদ্ধু লোককে ওর বাপ গুণে দিয়েছে, কারখানায় যোগ দিলে ভাগ্য ফিরবে ! সে কি ওকেও না বুঝিয়ে ছেড়েছে !

সূর্য ॥ সীতু, ছাড় ! ছেড়ে দে !

[সীতুকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।]

সীতু ॥ আমার ঘেন্না ধরে গেছে এদের ওপর। দালাল ! এদের বিশ্বাস করো না সূর্যদা—

[সীতু ক্ষেপে বেরিয়ে যায়। ভক্তরাম নিঃশব্দে ভেতরে যায়। খোকা আহত সাপের মত গজরায়।]

সূর্য ॥ রাগ করিস নে—বোস্ ! ওদের মাথার ঠিক নেই ! ধর্মঘটের দু'মাস হয়ে গেল। সীতুটিতু বাজারে তেলেভাজার দোকান দিয়েছে। কাল যারা বড় বড় মেসিন চালাতো, আজ তারা সেই হাতে ফুলুরি ভাজছে। চোখে দেখা যায় না ! আমার কাছে বল্ না, বাবা কি তোকে ফোঁসলাচ্ছে !

খোকা ॥ তোমরা বললে শুনবে না, বুঝবে না, কোন দালাল আমার কাছে এ পর্যন্ত

ঘেঁষেনি...ঘেঁষতে পারবে না...বাবাও না...

সূর্য ॥ তাহলে... ? আমরা এসে তোর মুখে কাজে যোগ দেওয়ার কথাই শুনলাম !

খোকা ॥ হ্যাঁ, কাজে যাওয়ার কথা বলছিলাম...রাগ করে...

সূর্য ॥ কার ওপর রাগ ?

খোকা ॥ নিজের...নিজের ওপর...মানে বাবার ওপর...

[খোকার চোখ দিয়ে জল পড়ে। সূর্য হো হো করে হেসে ওঠে।]

খোকা ॥ হাসছ যে !

সূর্য ॥ (হাসতে হাসতে) তের বাবার কথা মনে পড়লে আমার খালি হাসি পায় !

খোকা ॥ (মাথা নিচু করে) সূর্যদা।

সূর্য ॥ তোর বাবার কাছে যে আসে সেই কিনা রাজা হয়। একদিন তো আমাকে বলল, রাজ্যেশ্বর হবে !

[সূর্য হাসছে]

খোকা ॥ ও লোকটার কথা ছেড়ে দাও সূর্যদা, চুপ করো...

সূর্য ॥ সর্বদা দেখি, একগাদা লোক পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এক এক সেকেন্ডে এক একটা লোকের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাচ্ছে। দিব্যি কারবার...না মূলধন...না পরিশ্রম...কতো সোজা...যেন এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা...এই লড়াই...সবটা বোকামি ! জীবনটা মাত্র একটা টিয়েপাখির মামলা...

[সূর্যের হাসির তোড়ে খোকার মুখটা এতোটুকু হয়ে আসে]

বাবাকে এড়িয়ে চলবি। মালিকের লোকজনের সঙ্গে তোর বাবার একটা যোগাযোগ আছে। বিশেষ করে ডাক্তারের সঙ্গে। আমি যতদূর জানি, ডাক্তারই ঘুষ দিয়ে তোর বাবাকে দিয়ে গুণিয়ে নিয়েছে,কারখানা খুলবে ! যারা যোগ দেবে, তাদের ভাগ্যও খুলবে—যারা যোগ না দেবে তাদের সর্বনাশ হবে। সাধারণ শ্রমিকরা তোর বাবার কথায় বিশ্বাস করে। তারা ঘুরে গেছে। আসলে এইসব গুণিনদের কথাবার্তা স্লো-পয়জনের মতো মানুষের মনের ওপর...

[দরজায় একজন অচেনা লোক। দামী কিন্তু ময়লা জামাকাপড় পরা, একমুখ দাড়ি, চুলেও জল পড়েনি, দুচোখে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। অচেনা লোকটি—চট্টরাজ।]

চট্টরাজ ॥ ভক্তরাম বাড়ি আছে ? এটা কি ভক্তরামের বাড়ি ?

খোকা ॥ কী দরকার বলুন ?

চট্টরাজ ॥ কোথায়—কোথায় সে শালো ? হারামি চোট্টা...ফেরেব্‌বাজ বেত্তমিজ ! আয়...বেরিয়ে আয়...সাহস থাকে বেরিয়ে আয় আমার সামনে...পাজী ছুঁচো কোথাকার !

[ঢুকেই চেঁচামেচি লাফালাফি শুরু করে]

সূর্য ॥ পাগল নাকি ?

চট্টরাজ ॥ ছুরিটা কোথায় গেল...ছুরিটা! (পকেট থেকে ছুরি বার করে) খচ্চরটার পেট চিরে যাবতীয় টাকা বার করে নেবো! ওকে খুন করে আমি সুইসাইড করবো!...ওঃ, আমার রাশ রাশ টাকা! (ছুটে ভেতরে যাচ্ছে।) শালোর বুকের রক্ত পান করব!

সূর্য ॥ ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ও মশাই...

চট্টরাজ ॥ বাধা দেবেন না...কেউ বাধা দেবেন না...ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিন...বজ্জাতির জায়গা পায়নি শালো!

সূর্য ॥ আরে মশাই কে আপনি? কী হয়েছে?

চট্টরাজ ॥ কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কি হতে পারতো, কেন হয়নি...জিজ্ঞেস করো ওই ত্রৈকালদর্শী ঘুঘুটাকে!

খোকা ॥ আর একটা কথা বললে দাঁত খুলে নেব!

চট্টরাজ ॥ (ডুকরে ওঠে) তা নেবে না? নাও নাও, খুলে নাও দাঁত! যার কাছাই খুলে গেছে তার আর দাঁত খুললে ভারী বেইজ্জত!

সূর্য ॥ কান্নাকাটি শুরু করলেন! খোকা বাবাকে ডাক!

চট্টরাজ ॥ অ, তুমি তার পোলা! ফেলো...ফেলো আমার টাকা...বাপের দেনা শোধ করো!

খোকা ॥ কিসের দেনা?

সূর্য ॥ ধার দিয়েছিলেন?

চট্টরাজ ॥ ধার! রাস্তার লাইসেন্স-করা পকেটমারকে আমি দেবো টাকা ধার। কেন, আমি কি নাকে ভাত দিই? (হু হু করে কাঁদে) ওরে না রে ভাই, ধারটার না...ব্যবসা...বিজনেস...হার্ডওয়্যার বিজনেস! ফেল! ফেল! ওই শালো গুণে বলেছিল, লোহার ব্যবসায় আমি লাখোপতি হবো! সব্বোস্ব ঢুকিয়ে দিলুম ব্যবসায়। ফেল! ফেল!

সূর্য ॥ ব্যস্ ব্যস্, বুঝেছি...বুঝেছি...

চট্টরাজ ॥ কিচ্ছু বোঝেননি! এ ধাক্কা সামলানো যায় না! ভক্তরাম...আর ঐ শালো পণ্ডিতের খপ্পরে পড়ে...নিঃস্ব করেছে দুটোয় মিলে...ও হো হো...

খোকা ॥ কেন পড়লেন? কে পড়তে বলেছিল খপ্পরে?

চট্টরাজ ॥ সে এক বন্ধুর পরামর্শে আসি তোমার বাবার কাছে। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছিল...ভাবলাম যদি...

সূর্য ॥ যদি বদলানো যায়! (হাসতে হাসতে) তারপর যথারীতি পাখির ঠোঁটে কাগজ উঠলো—ব্যবসায়ে ভাগ্য ফিরছে...

চট্টরাজ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বারংবার...বারংবার উঠলো...পর পর পাঁচদিন একই কাগজ!

সূর্য ॥ রাস্তার লাইসেন্স করা পকেটমারকে ধার দেওয়া যায় না, কিন্তু তার গণনায় টাকা ঢালা যায়! কি বলেন?

চট্টরাজ ॥ কি করবো! পাখিটাখির কথা চট করে ফেলাও যায় না! বলল, ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গ! একটা ডিম দেখালো!

সূর্য ॥ ডিম !

চট্টরাজ ॥ এই এতোটুকু ! সবজে রঙ ! এমনি করে ধরলে, ভেতরে জ্যোতি দেখা যায় ! বললে, অলৌকিক ডিম !

সূর্য ॥ অলৌকিক ডিম !

চট্টরাজ ॥ বাপের জন্মে ওরকম ডিম দেখিনি মশাই ! শালো ডিম দেখিয়ে আমার মনটাকে আরো হিম করে ফেলল !

সূর্য ॥ তারপরই যা হওয়ার হয়ে গেল !

চট্টরাজ ॥ ঘুচে গেল। বাড়িঘর সোনাদানা সব ঘুচিয়ে আবার ব্যবসা ফেঁদে বসলাম...গেল।

খোকা ॥ ব্যবসায়ে কতো গেল ?

চট্টরাজ ॥ নীট দুলাখ !

সূর্য ॥ বলেন কি ?

চট্টরাজ ॥ আর ঐ পণ্ডিতের দক্ষিণে বাবদ আরো দেড় হাজার...সে টাকা ফেরত পাবো না তা জানি...শুধু আমার যে হাল করেছে সেই হাল করে ছাড়বো ওর !

সূর্য ॥ (হাসছে) তার আগে যদি আবার দেখায় অলৌকিক ডিম।

চট্টরাজ ॥ হাসবেন না মশাই। আমার যে কী হচ্ছে।...বাড়ির কি পাছ-দরজা আছে ? তবে সে শালো নিশ্চয় এতোক্ষণ খিড়কি মেরে হাওয়া কেটেছে। পাখিটা আছে—পাখিটা—পাখিটা ? দাও দাও, সেটা দাও, আমি গায়ের জ্বালা জুড়োই।

খোকা ॥ (ভয়ঙ্কর স্বরে) চাই পাখিটা ?

চট্টরাজ ॥ চাই—চাই—এক্ষুনি—এক্ষুনি চাই—

খোকা ॥ (চিৎকার করে) পারবেন আপনি জীবনের মতো ও বিদ্যে ঘুচিয়ে দিতে।

চট্টরাজ ॥ একবার শুধু হাতে পেলে হয়...

খোকা ॥ ভুল হবে না ?

চট্টরাজ ॥ আর ভুল। আব্বার ভুল !

খোকা ॥ ঠিক ?

চট্টরাজ ॥ আলবাৎ ! (একটু ঘাবড়ে) শুধু তোমরা যদি বাধা না দাও...

খোকা ॥ আমি চলে যাচ্ছি...

চট্টরাজ ॥ (পুনরায় দৃপ্ত স্বরে) তবে ফিরে এসে দেখো, পণ্ডিতের ধড় একদিকে—মুণ্ডু একদিকে...পালক উড়ছে হাওয়ায়।

খোকা ॥ ঠিক ?

চট্টরাজ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, রক্তপাত না করলে কখনো টাকার শোক ভোলা যায় ! আলবাৎ ঠিক...যে কথা সেই কাজ আমার ! আরে ঐ টিয়েটাই তো চিটিংবাজির হাতিয়ার !

খোকা ॥ তবে দাঁড়ান...দাঁড়ান এখানে...

চট্টরাজ ॥ ঠিক আছে!

খোকা ॥ হ্যাঁ, যতোক্ষণ না বেরোয় থাকুন দাঁড়িয়ে!

[চট্টরাজকে দাঁড় করিয়ে খোকা বাইরে যাচ্ছে।]

সূর্য ॥ কোথায় যাচ্ছিস?

খোকা ॥ (ঘুরে) সীতু! সীতুর বদলাটা নিয়ে আসি!

সূর্য ॥ খোকা...খোকা শোন্...

[খোকা বেরিয়ে গেল। চট্টরাজ ভয়ংকর চোখে ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আর গলায় চাদর...পায়ে খড়ম...মুখে হাসি টেনে ভক্তরাম জোড়হাতে ঢুকছে।]

ভক্তরাম ॥ চট্টরাজ মশাই নাকি? সক্কালবেলা কী মনে করে?

চট্টরাজ ॥ (চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে) এই যে!

ভক্তরাম ॥ ঠিকানা পেলেন কোথায়? যাক্, তবু পায়ের ধুলো দিলেন! বড্ড ভালো লাগছে আমার, জানলে সূর্যবাবু...

চট্টরাজ ॥ ভালো লাগছে, না?

ভক্তরাম ॥ লাগবে না? কে কাকে মনে রাখে চট্টরাজমশাই? দেখাছ তো, যে যার ভাগ্য ফিরে পেলে ল্যাজ নেড়েও খোঁজ নেয় না! আপনি তবু মনে রেখেছেন!

চট্টরাজ ॥ আমি মনে রেখেছি! তুমি আমায় কী বলেছিলে মনে রেখেছো?

ভক্তরাম ॥ (অবিচলিত কণ্ঠস্বর) আপনাদের জন্যেই তো আছি!...দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন...বসুন...কোথায় বসাই...

চট্টরাজ ॥ পথেই তো বসিয়েছ মহারাজ! তোমার দিকে...তোমার দিকে তাকাতে পারছি না ভক্ত!

ভক্তরাম ॥ আপনি কেন, কেউ পারে না! খেতো কুমড়ো কচু ফিরি করে, এখন হাঁকাচ্ছে মোটর...

চট্টরাজ ॥ কার কথা বলছো?

ভক্তরাম ॥ কেন, আপনার বন্ধু মান্নাবাবুর ইতিহাস! তা সেই মোটর হাঁকিয়ে বর্ষার দিনে মান্নাবাবু ভোঁ-ও-ওক করে বেরিয়ে গেলেন...একবার পথের ওপর পন্ডিতের দিকে ফিরেও তাকালেন না...তবু সারা বুকটা আমার ভরে গেল...

সূর্য ॥ কাদায়?

ভক্তরাম ॥ না গো না, আনন্দে। এ তো সেই মান্না, ফি-দুপুরে ছাতু কিনে এনে ধরতো যে পন্ডিতের মুখের কাছে!

সূর্য ॥ ছাতু থেকে মোটর!

চট্টরাজ ॥ গুল...আবার গুল!

সূর্য ॥ উনি কেন এসেছেন তা জানেন?

ভক্তরাম ॥ হ্যাঁ...

চট্টরাজ ॥ জানো?

ভক্তরাম ॥ হ্যাঁ। উনি যে আসবেন. ওঁকে যে আসতে হবে, আমি অনেক আগেই জানতাম !

সূর্য ॥ ভদ্রলোক আজ সর্বস্বান্ত !

ভক্তরাম ॥ জানি তো !

চট্টরাজ ॥ ভক্ত !

ভক্তরাম ॥ সর্ব শান্তির দাওয়াইও আছে মশাই...

চট্টরাজ ॥ ফের চুপকি দিচ্ছে !

সূর্য ॥ এভাবে কেন লোকগুলোকে মারেন ?

ভক্তরাম ॥ মারতে তো হবেই ! কথায় আছে না, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা—

সূর্য ॥ ঘা মেরে তুই বাঁচা ! এ যে পেল্লায় ঘা !

ভক্তরাম ॥ (পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠুকে) মার খেয়েই না অশোকডালে ফুল ধরেছিল সূর্যবাবু...বুকের ওপর লাঙল না চললে কি জমিতে সোনার ফসল ফলে ?

চট্টরাজ ॥ (লাফিয়ে) পাজী ঘুঘু ! বচনে ঘৌড়দৌড় হচ্ছে ! তুমি এখনো লোক চেনোনি শালো...

সূর্য ॥ আরে...আরে...

ভক্তরাম ॥ ক্ষিপ্ত হবেন না ! মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন ! যা গেছে তা গেছে, আবার সব হবে ! (মারমুখী চট্টরাজের সামনে একটা ময়লা চিরকুট এগিয়ে) পড়ে দেখুন...

চট্টরাজ ॥ রাখো তোমার টিকরামবাজি...আজ আমি তোমাকে...

ভক্তরাম ॥ উতলা না হয়ে, একবার চোখটা বুলিয়ে নিন না মশাই...

চট্টরাজ ॥ আমার জবাব চাই...

ভক্তরাম ॥ (কাগজ বাড়িয়ে) এই তো আমার জবাব !

চট্টরাজ ॥ ভক্ত !

ভক্তরাম ॥ তবে কি সূর্যবাবুই পড়বে নাকি এটা ? দাও শুনিয়ে চট্টরাজ মশাইকে...

সূর্য ॥ (কাগজের টুকরোটা নিয়ে) কী এসব ? (পড়ছে) মা বিচলিতং ভবতু ভবান !

ভক্তরাম ॥ পণ্ডিতের মুখে উঠেছে। মা বিচলিতং ভবতু ভবান... ! এই মাত্র উঠলো !

চট্টরাজ ॥ কী ? স্যাঙাসক্রীট ! এবার স্যাঙাসক্রীট দিয়ে ভক্তি জাগানোর চেষ্টা হচ্ছে ?

ভক্তরাম ॥ (কাগজটা টেনে নিয়ে) তবে থাক্—আর পড়তে হবে না !

চট্টরাজ ॥ ভবতু ভবান্ ! তারপর কী...ইবন বতুতা !

ভক্তরাম ॥ থাক্ ! বলুন, আপনার কি বলবার আছে ?

চট্টরাজ ॥ কই, আর কি লেখা আছে শুনি ?

ভক্তরাম ॥ ছেলেখেলা পেয়েছেন ! আর শোনানো হবে না !

চট্টরাজ ॥ দ্যাখো ভক্তরাম, আমারো ধৈর্যর একটা সীমা আছে ! খানিকটা শুনিয়ে আর শোনাবো না ! মামদোবাজি ! শিগগির শেষটা শোনাও...

ভক্তরাম ॥ তবে চুপটি করে শুনবেন। পড় তো সূর্যবাবু...

সূর্য ॥ (পড়ছে) 'আকস্মিক পতনে না ঘাবড়াইয়া এখনো যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে,

তাহা সমুদয় লৌহ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া উত্থানে সচেষ্ট হউন। অচিরেই মেঘ কাটিয়া সূর্য হাসিবেই হাসিবে'।

ভক্তরাম ॥ যান, মাথা ঠাণ্ডা করে পণ্ডিতের নির্দেশমতো কাজ করে যান। লাগিয়ে দিন এখনো যা আছে...

চট্টরাজ ॥ যা আছে!...ওরে তোরা কি কিছু থাকতে ছেড়েছিস!

ভক্তরাম ॥ সক্কালবেলা...সত্যি কথা বলুন মশাই! এ পণ্ডিতের মুখের কাগজ...

চট্টরাজ ॥ পণ্ডিতের মুখ, না? ঘরের ভেতর কম্মো সেরে এখানে এসে পণ্ডিতি ফলাচ্ছ? দেখছেন ভাই!

ভক্তরাম ॥ বেশ, তবে এখানেই আনছি পণ্ডিতকে...

চট্টরাজ ॥ আর আনতে হবে না। বাবাজীর গণনার যে নমুনা পেলাম!

ভক্তরাম ॥ (নাটকীয় ভঙ্গীতে) বলতে পারেন, এর একবর্ণ মিথ্যে? সত্যি আপনি নিঃস্ব? কিচ্ছু নেই আপনার?

সূর্য ॥ আছে, ওই দাড়ি আর গোঁপ! চলবে?

ভক্তরাম ॥ (আরো তীব্রভাবে) বলুন...নিজমুখে বলুন...

সূর্য ॥ আমি বলছি...

ভক্তরাম ॥ না, আপনি বলুন...এই কাগজের দিকে চেয়ে বলুন, মিথ্যে বললে মহা ক্ষতি জানবেন...

সূর্য ॥ মহা ক্ষতি! (হাসে) কী মশাই, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? বলুন—

ভক্তরাম ॥ বলুন—যদি বলতে পারেন, নিজহস্তে পণ্ডিতকে খুন করব আমি! আপনার সামনে!

চট্টরাজ ॥ তুমি বড় ভয় দেখাও ভক্ত!

ভক্তরাম ॥ পণ্ডিতের মুখ চেয়ে বলুন, আপনি ভিখিরি! যদি বলতে পারেন, এ পাট তুলে দিয়ে আপনার গোয়ালের গরুর ঘাস কাটবো চট্টরাজমশাই! বলুন...কিছু নেই আপনার চট্টরাজমশাই, আছে কি নেই...আছে কি নেই...আছে কি নেই...আছে কি...

চট্টরাজ ॥ (চোখ জ্বলছে) আছে...আছে...আছে—

সূর্য ॥ আছে?

চট্টরাজ ॥ পিসি আছে, পিসি! শালো বাঁকড়োর পিসির কথা একদম মনেই পড়েনি!

সূর্য ॥ পিসি?

চট্টরাজ ॥ পিসি...পিসি...তার বসতবাটি...ধানের জমি...পুকুর...ফলের বাগান...সব মিলিয়ে প্রায়...(চাপা গলায়) ভক্তরাম!

ভক্তরাম ॥ পিসি বিধবা তো?

চট্টরাজ ॥ একশোবার! একশোবার বিধবা! সাতকুলে কেউ নেই! এক আমি ছাড়া! আহা পিসির সাহায্য পেলে তো আবার ব্যবসাটায় লাগা যায়! হ্যাঁ, তাহলে বর্ধমান থেকে একটু সীতাভোগ আর একটা ছোটো থাম কিনে বেরিয়ে পড়ি, কি বলো? পিসি এগারো হাত টানতে পারে না! খুব সন্তুষ্ট হবে...ওঃ,

পিসির সম্পত্তিটা ঝেড়ে দিতে পারলে আবার লোহার কারবারে...

সূর্য ॥ গেল, বিধবার সম্পত্তিটুকুও গেল!

চট্টরাজ ॥ (সূর্যকে) ও ভাই, চললেন কোথায়? আপনি কি বলেন?

সূর্য ॥ আমি? আমার বুদ্ধিতে চলবেন?

চট্টরাজ ॥ চমকে দিলেন যে! জানেন নাকি কিছু লোহা-লক্কড়ের? এতক্ষণ খাপ খোলেননি, অ্যাঁ? বলুন...বলুন—

সূর্য ॥ আমি বলি, মরুন—

চট্টরাজ ॥ অ্যাঁ?

সূর্য ॥ হ্যাঁ, ছুরিখানা বুকে বসিয়ে মরুন—

চট্টরাজ ॥ আপনি সেই রকম বলছেন?

সূর্য ॥ বলছি! রক্তপাত না ঘটালে যে টাকার শোক ভোলা যায় না!...এতো শিগগির ভুলে গেলেন!

[সূর্য চলে গেল।]

ভক্তরাম ॥ কী বললো? মরতে? ঐ তো পারে ওরা, হুঁঃ! মারতেই জানে, বাঁচাতে জানে না। মুছুন...মুছুন...চোখের জল মুছুন মশাই...হাসুন...হাসুন...একবার প্রাণ খুলে হাসুন...আর ভাবনা কি...

চট্টরাজ ॥ (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ, ভাবনা কি! ব্যবসা একবার ফেল করেছে, করতেই পারে! ফেলিয়োর মানে পিলার অব্ সাকসেস! পিসি ইজ মাই পিলার অব্ সাকসেস! পিসির একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি...আশ্চর্য, তুমি না হলে পিসিকে মনেই পড়তো না যে।

[ভক্তরামকে জড়িয়ে চুমু খায়।]

ভক্তরাম ॥ ছাড়ুন—(চট্টরাজ ভক্তরামকে ছাড়ে) আরে দক্ষিণে—(হাত বাড়ায়) পণ্ডিতের দক্ষিণেটা ছাড়ুন...

চট্টরাজ ॥ (হাসতে হাসতে) আজ যে কিছু নেই ভক্ত...

ভক্তরাম ॥ (মুখ কালো করে) এখনো যে বউনি হয়নি মশাই...হাসির কথা না...ছেলেটার এখন কাজকর্ম নেই...

চট্টরাজ ॥ আচ্ছা দাঁড়াও দেখি—

[জামাকাপড় ঝাড়তে থাকে।]

ভক্তরাম ॥ ও জামাকাপড় পরে নাচলেও কি কিছু আর পড়বে! একেবারে হাত পা খালি না করে তো আপনারা আসেন না!

চট্টরাজ ॥ (সহসা) আছে...আছে...আছে...

ভক্তরাম ॥ বার করুন...

চট্টরাজ ॥ (জামার গলার শেষ বোতামটি দেখিয়ে) এই যে শালো!

ভক্তরাম ॥ বোতাম!

চট্টরাজ ॥ এটার কথা মনেই পড়েনি শালো!

ভক্তরাম ॥ হাড় না গিল্টি?

চট্টরাজ ॥ পাকা সোনার হে ! এক সেটের শেষ বংশধর ! ভক্তরাম, আজ একটা নাও, দিন ফিরুক...তোমাকে একটা সেটই গড়িয়ে দেব আমি...

ভক্তরাম ॥ সেট ! এখন বলছেন...তখন তো পেটে ছুরিটা গুঁজবেন !

চট্টরাজ ॥ হ্যা হ্যা, আর লজ্জা দিও না গুরু !

[ভক্তরাম বোতামটা নিচ্ছে। দরজায় খোকা।]

খোকা ॥ (এ দৃশ্যে হতভম্ব) এ কী !

ভক্তরাম ॥ (সহজ গলায়) কোথায় গিয়েছিলি ?...যা খেয়ে নে। আর একদলা ভাত ঘি দিয়ে মেখে পণ্ডিতের মুখে দিস তো !

খোকা ॥ পণ্ডিত ! কোথায় সে ?

ভক্তরাম ॥ (ভেতরে নির্দেশ করে) ওই যে ! ওই দ্যাখ, তোর হাতে খাবে বলে আজ ছটফট করছে !

খোকা ॥ এখনো বেঁচে আছে ?

ভক্তরাম ॥ বাহারে, বেঁচে থাকবে না কেন ? ওর বাঁচামরা কি তোর আমার হাতে ? ওর হ'লো ইচ্ছামৃত্যু ! কী বলেন চট্টরাজমশাই ?

চট্টরাজ ॥ হ্যা হ্যা...নিশ্চয়ই। আচ্ছা গুরু, তুমি যে ডিমটা দেখাও, ওটা টিয়েপাখির ডিম তো ?

ভক্তরাম ॥ আলবাৎ ! একদিন সকালে উঠে দেখি, পেটের তলে নিয়ে বসে আছে !

চট্টরাজ ॥ তোমার পণ্ডিত তো পুরুষ ! পুং টিয়ের ডিম হয় গুরু ?

ভক্তরাম ॥ অলৌকিক ব্যাপারে লিঙ্গালিঙ্গ ভেদাভেদ থাকে না মশাই...

চট্টরাজ ॥ ঠিক গুরু ঠিক ! দৈবশক্তি ভর করলে...

খোকা ॥ ওটা দিয়ে দাও !

ভক্তরাম ॥ কী ?

খোকা ॥ বোতামটা !

ভক্তরাম ॥ কাকে দেবো ?

খোকা ॥ যার জিনিস তাকে—

ভক্তরাম ॥ কেন, এ তো আমার পণ্ডিতের দক্ষিণে ! অবিশ্যি আহ্লাদ করে উনি আজ একটু বেশিই দিচ্ছেন—

খোকা ॥ (তারস্বরে) গায়ে কী তোমার মানুষের চামড়া ?

ভক্তরাম ॥ (অপ্রস্তুত ভাবে হেসে) কী উল্টোপাল্টা বকছে দেখছেন মশাই !

খোকা ॥ ঘরে বাইরে তোমার জন্যে মাথা তোলা যায় না—

ভক্তরাম ॥ আচ্ছা মশাই আপনি বলুন, এ কি আমার কারবার না পরোপকার ? মানুষের কল্যাণ ছাড়া আর কি করছি. আপনি বলুন—

চট্টরাজ ॥ তাই তো !

খোকা ॥ কল্যাণ করছো, না ? (চট্টরাজকে) কী মশাই, আবার ফেঁসেছেন ?

ভক্তরাম ॥ খোকা !

খোকা ॥ এই না বড়াই করছিলেন—

ভক্তরাম ॥ খোকা, যা বলার আমাকে বল্...

খোকা ॥ এখুনি ফেরত দাও বোতাম...দাও...

ভক্তরাম ॥ এ নিয়ে তুই কেন কথা বলিস...

খোকা ॥ দেবে না?

ভক্তরাম ॥ না, কক্ষনো না—

খোকা ॥ বাবা।

ভক্তরাম ॥ আরে এ আমার প্রাপ্য...ন্যায্য প্রাপ্য...

খোকা ॥ বাবা, ঐ সোনা যদি জোচ্চুরি করে ঘরে তোলো...

ভক্তরাম ॥ কী বললি।

খোকা ॥ আজ থেকে যদি তোমার জোচ্চুরি কারবার না থামাও...

ভক্তরাম ॥ জোচ্চোর। (অদ্ভুত স্বর, অদ্ভুত চোখ) তুচ্ছ...তুচ্ছ এ বোতাম। কে বলে আমি এর জন্যে লালায়িত। কিন্তু এতোবড় কথাটা তুই আজ বললি। (খোকার সামনে জোড়হাতে) কর তুই আমায় পরীক্ষা, কর আজ...হাত জোড় করে দাঁড়ালাম তোর কাছে...তুই আজ বিচার কর...যদি বুঝিস আমি একটা জোচ্চোর...নিজে জেলে পুরে দিযে আসিস...

চট্টরাজ ॥ গুরু। গুরু মাথা গরম করো না...ছেলেমানুষ বলছে, বলতে দাও।

ভক্তরাম ॥ না, বলুক ও কী পরীক্ষা নেবে? কীসে ওর বিশ্বাস হবে? বলুক কী ফোরটোয়েন্টি আমি কার সঙ্গে করেছি, বলুক...

খোকা ॥ (চাপা গলায়) সে তুমি ভাল করেই জানো। (সহসা চিৎকার করে কপাল চাপড়ে) এই যে। এই যে। ভুলে গেছো?

ভক্তরাম ॥ না...ভুলিনি। হ্যাঁ পন্ডিত বলেছে, তোর কপালে রাজৈশ্বর্য।

চট্টরাজ ॥ বলো কি?

ভক্তরাম ॥ আর তা হবেই হবে...নির্ঘাৎ হবে।

খোকা ॥ মিথ্যে কথা। ছেলেবেলা থেকে ঐ এক কথা শুনিয়ে আসছে।

চট্টরাজ ॥ পন্ডিত একথা বলেছে?

খোকা ॥ আর বলো না। এর পরে লোকে থুথু দেবে গায়ে। ওই বলে বলে একটা লোককে তুমি মেরেছো, মনে নেই?

চট্টরাজ ॥ অ্যাঁ।

খোকা ॥ খুন...খুন করেছে আমার মাকে।

চট্টরাজ ॥ খুন।

খোকা ॥ হ্যাঁ খুন। খুন, আমি পেটে...তা সেই তখন থেকেই মার কানে ওই রামায়ণ শুরু করেছে। পন্ডিত বলেছে, তোমার কপালে রাজা আসছে...রাজা। ব্যস, রাজার ভয়ে আঁতুড়ঘরেই মা ফক্কা।

চট্টরাজ ॥ তাই বল। খুন নয়?

খোকা ॥ খুনই তো! রইলাম আমি...আমার কানের কাছেও দিনরাত পাখি পড়াচ্ছে...রাজা হবি...রাজা হবি। মাথাটা খারাপ করে ছাড়বে লোকটা!

চট্টরাজ ॥ না, না,...একদিন দেখো পট করে খেটে গেছে!

খোকা ॥ থামুন মশাই! যাতে খাটে তার জন্য কি করেছি জানেন, এতোটুকু বয়সে ঢুকেছি ওই কারখানায়...ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেটেছি—শুধু মালিকদের খুশি করার জন্যে। লোকে যে কাজ ছ-ঘণ্টায় করে...আমি তাই করেছি দু'-ঘণ্টায়...খিদে বুঝিনি...তেষ্টা বুঝিনি...আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো খেটেছি...কিন্তু তবু মাসের মধ্যে সাতদিন লে-অফ, দিনান্তে ছাঁটাইএর হুমকি...আর মাঝে মাঝে বুকের এখানটায় একটানা যন্ত্রণা! (ভক্তরামের দিকে তাকিয়ে) দেখোনি কাটা পায়রার মতো ছটফট করেছি...(ছুটে ভক্তরামের সামনে এসে) আজ আমি তোমায় হাতেনাতে ধরবো। কই, আনো তোমার পণ্ডিতকে...আমার সামনে করো তুমি আমার ভাগ্যপরীক্ষা! তোমার চালাকি আজ ধরে ফেলবো...আসল কাগজখানা ঠোঁটে গুঁজে দাও কোন্ ফাঁকে, তাই দেখবো! যাও, আনো...

ভক্তরাম ॥ শেষবার?

খোকা ॥ হ্যাঁ শেষবার! যদি এবারো তুমি আমাকে দেখাতে পারো...

ভক্তরাম ॥ ধরুন বোতাম! আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা দেব আমি...শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। (চট্টরাজকে বোতাম দিয়ে) বলে দিন, যদি পাস করি...ও যেন আমায় একসেট সোনার বেতাম গড়িয়ে দেয়! তার কমে আমি শুনবো না...

[ভক্তরামকে অনুসরণ করে খোকাও ভেতরে গেল।]

চট্টরাজ ॥ শালো! এইবার ঠিক অহি-নকুলে লড়ে গেছে! কেউ কাউকে তাপ্পি দিয়ে পার পাবে না বাবা...বাপ বেটায় জবর লড়াই! হ্যাঁ, সত্যি-মিথ্যে পরিস্কার হয়ে যাক! মাঝে পড়ে বোতামটি তো ঘরে এলো!

[ডাক্তার ঢুকলো। সম্ভ্রান্ত মধ্যবয়সী।]

ডাক্তার ॥ ভক্ত...ওহে ভক্তরাম...(চারদিকে তাকিয়ে) বাড়ি নেই?

চট্টরাজ ॥ হিসস...চেঁচাবেন না...সাংঘাতিক কারবার চলছে এদিকে...

ডাক্তার ॥ কী হয়েছে?

চট্টরাজ ॥ ভক্তরাম আজ ওর ছেলের ভাগ্যপরীক্ষা করছে!

ডাক্তার ॥ ছেলের ভাগ্য! সে আর নতুন করে পরীক্ষার কী আছে? আই অ্যাম স্যাংগুইন, ওর ছেলে জীবনে উন্নতি করবেই!

চট্টরাজ ॥ আপনার সেই রকম মনে হয়?

ডাক্তার ॥ সব ইয়ংম্যানকেই আমি জীবনে ওয়েলপ্লেস্‌ড দেখতে চাই! তা ছাড়া ভক্তরামের গণনা অব্যর্থ! পণ্ডিতের কোনো জবাব নেই!

চট্টরাজ ॥ বটে! বটে!

ডাক্তার ॥ বলেছিল ছগড়ু-মিস্ত্রির ভাগ্যে সন্তান টিঁকবে না! ঠিক তাই হ'লো! দশ বছরের তরতাজা ছেলেটা কারখানার লাইন থেকে উধাও হয়ে গেল! এক মাসের মধ্যে!

চট্টরাজ ॥ গুরু! গুরু! ওর ছেলে তো বিশ্বাসই করে না, কপালে রাজৈশ্বর্য! এই

মারে কি সেই মারে! (ভেতরে তাকিয়ে) ওই যে ওরা...ওই যে...ওই দেখুন...

ডাক্তার ॥ (সেদিকে তাকিয়ে) পুওর ফাদার...পুওর সান্!

[ডাক্তার চলে যাচ্ছে।]

চট্টরাজ ॥ শুনুন...ও মশাই শুনুন! বাঁকড়ো লাইনের খবর জানেন?

ডাক্তার ॥ কী?

চট্টরাজ ॥ গাড়ি কখন কখন ছাড়ে?

ডাক্তার ॥ রেলগাড়ি?

চট্টরাজ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেলগাড়ি...মেল...এক্সপ্রেস...প্যাসেঞ্জার...মায় মালগাড়ি হলেও চলে!

ডাক্তার ॥ আমার নিজের তিন তিনটে কার! ট্রেনের খবর রাখি না বহুকাল।...ওষুধবিষুধের খবর চাইলে বলতে পারি।

চট্টরাজ আপনি ডাক্তার!...তার দরকার হবে না। ওষুধ পেয়ে গেছি মশাই...ওষুধ আছে বাঁকড়োয়...তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারলে এখন রোগী বাঁচে...

[ডাক্তারের পেছনে চট্টরাজ চলে গেল। ভক্তরাম তার খাঁচা ও এক বাক্স ময়লা কার্ড নিয়ে ঢুকলো। খোকা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে।]

ভক্তরাম ॥ আয়...কাছে এসে দাঁড়া...

খোকা ॥ কার্ডগুলো আমায় দাও...

[কার্ডগুলো নিয়ে খোকা বারকয়েক তাসলো।]

ভক্তরাম ॥ ওগুলো কি তুই মুখে ধরবি?

খোকা ॥ হ্যাঁ...তুমি সরে যাও...ওদিকে ফিরে থাকো...

[ভক্তরাম নির্দেশ মানলো। খোকা এবার যাবতীয় কার্ড শালুটা ফাঁক করে খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে দিল।]

দিয়েছি...

[বলামাত্র ভক্তরাম ঝড়ের বেগে কিছু নিঃশব্দে মন্ত্র পড়ে যায়। তার মুখ ও গলার শিরা উত্তেজনায় দপদপ করে।]

ভক্তরাম ॥ (একটু পরে) কৃপা হয়েছে!

[শোনামাত্র খোকা শালুর ফাঁক দিয়ে একটা কার্ড বার করে আনে। ডাক্তার ফিরে এসেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেট টানছে।]

ভক্তরাম ॥ আমি পড়বো?

খোকা ॥ না। (দারুণ স্বরে) বাবা!

ভক্তরাম ॥ কী, কী লেখা আছে? কী উঠেছে?

খোকা ॥ (ক্ষিপ্তের মতো) কী করছো তুমি?

ভক্তরাম ॥ তাহলে তাই উঠেছে! (লাফিয়ে) দেখলি, দেখলি...ওগো কে কোথায় আছো,

শুনে যাও তোমরা...আমার ছেলের কাছে পাস করেছি—দেখে যাও...(হো হা করে হাসে) ও ডাক্তারবাবু, পাস! পরীক্ষায় পাস!

খোকা ॥ কী চালাকি করেছো তুমি?

ভক্তরাম ॥ আমি? আমি কী করলাম? যা করার করলি তুই! পারবি তুই আর নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে! (জোরে) চট্টরাজ মশাই, চট্টরাজ মশাই কোথায় গেলেন, দেখে যান—

খোকা ॥ না, এ হতে পারে না—এর মধ্যে ঠিক কিছু করেছ তুমি! বলো কখন কী করলে তুমি...

ভক্তরাম ॥ (পিছিয়ে) তোর গা ছুঁয়ে বলছি—

খোকা ॥ চালাকি করো না...আমার সঙ্গে চালাকি করো না...

ভক্তরাম ॥ খোকা...

খোকা ॥ সত্যি, সত্যি এসব?

ভক্তরাম ॥ সত্যি!

খোকা ॥ সত্যি?

ভক্তরাম ॥ সত্যি! সত্যি! সত্যি!

খোকা ॥ (যন্ত্রণায় বুক ডলতে ডলতে এগোয়) না, এ হতে পারে না!

ভক্তরাম ॥ খোকা!

খোকা ॥ তুমি সত্যি কথা বলো, বাবা তুমি সত্যি কথা বলো...বলো...বাবা...আমাকে ধাপ্পা দিয়ো না বাবা...

ভক্তরাম ॥ ওরে না-না...

[ভক্তরাম ত্বরিতে ভেতরে যায়। খোকা যন্ত্রণায় ছটফট করে আর বার বার বলে 'বাবা তুমি সত্যি কথা বলো'।]

ডাক্তার ॥ (কাছে এসে) ছি ছি ছি...

খোকা ॥ (বুকে হাত চেপে বসেছে) ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার ॥ (খোকার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে) তোমার বাবার ভেতরে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তার প্রমাণ তুমি চাও? দেখবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ? পারবে সহ্য করতে?

খোকা ॥ দেখান, আপনি আমাকে দেখান...

ডাক্তার ॥ (বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে) উপেন...উপেন...ভেতরে চলে এসো...

[উপেন ঢুকছে। চোখে তার কালো চশমা।]

উপেন ॥ কই...ভক্তরাম কই ডাক্তার...ভক্তরাম কই?

ডাক্তার ॥ তুমি ভাবতে পারো খোকা, উপেন আজ দেখতে পাচ্ছে!

খোকা ॥ অ্যাঁ! উপেনদা? দেখতে পাচ্ছেন!

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, উপেনও দেখতে পাচ্ছে!

খোকা ॥ (সবিস্ময়ে) উপেনদা, আপনি দেখছেন...সত্যি দেখতে পাচ্ছেন?

উপেন ॥ (সম্মতিসূচক হাসতে হাসতে খাঁচার পাশে গিয়ে) কালো কাপড়

কেন...পণ্ডিতকে কালো কাপড় দিয়ে এরা ঢেকে রাখে কেন ডাক্তার?

খোকা ॥ দেখতে পাচ্ছেন! সাদাকালো চিনতে পারছেন!

উপেন ॥ হ্যাঁ, পাচ্ছি। সব...সব দেখছি। সব অন্ধকার সরে গেছে। জগতের সব রঙ আমার চোখে...

ডাক্তার ॥ জানো এ আশ্চর্য কে সম্ভব করলো?

উপেন ॥ খোকা, তোমার বাবা।

খোকা ॥ বাবা!

উপেন ॥ হ্যাঁ, তোমার বাবা।

খোকা ॥ আমার বাবা।

ডাক্তার ॥ আমিও তাকে তোমার মতোই অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু এর পরেও কে সন্দেহ করবে।

উপেন ॥ কই...ভক্তরাম...কোথায় গেলে ভাই? এসো...

খোকা ॥ না, না...কী বলছেন আপনারা উপেনদা?

উপেন ॥ দেবতার যা অসাধ্য তাই সাধন করেছে ওই পণ্ডিত। (খাঁচার কাছে মাথা নত করে) জয় বাবা বিহঙ্গরাজ। জয়।

খোকা ॥ সত্যি? এসব সত্যি? যা বলছেন সব...ডাক্তারবাবু...উপেনদা...

ডাক্তার ॥ নির্ভুল। অভ্রান্ত।

উপেন ॥ চোখের সামনে দেখছো...

খোকা ॥ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না...

ডাক্তার ॥ তোমার হাতে ওটা কী? ভাগ্যলেখা?

উপেন ॥ দেখি—দেখি কী লেখা?

[দুজনে পড়ে অস্ফুট শব্দ করে]

ডাক্তার ॥ পণ্ডিতের মুখে উঠেছে?

খোকা ॥ হ্যাঁ...

ডাক্তার ॥ এটা তোমার তো? তোমার নামে উঠেছে?

খোকা ॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার ॥ অদ্ভুত যোগাযোগ। তোমাদের জন্যে একটা সুখবর এনেছি আজ। আজ যারা ফ্যাক্টরীতে যাচ্ছে...মানে ধর্মঘট ভাঙছে...

উপেন ॥ শুনছিলুম তাদের বড় বড় প্রমোশন বাঁধা...

ডাক্তার ॥ আর যদি একটু ধরাকরা যায়...

উপেন ॥ তো কর্তৃপক্ষ বিদেশও ঘুরিয়ে আনতে পারে...

ডাক্তার ॥ কিছু না, ছ-টা মাস ওদেশে কুলি মজুরের কাজ করে এলেও...

উপেন ॥ এখানে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে...

ডাক্তার ॥ তা তোমার জন্যে যদি কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়...

উপেন ॥ তাতে কোনদিন অবহেলা করো না ডাক্তার...

ডাক্তার ॥ না, না, ভক্তরামের ছেলের জন্যে সব করব। তোমাদের কারখানার মালিক

আমার পেসেন্ট। এ কাগজ হাতে নিয়ে তুমি এখনো বাড়ি বসে থাকো কি করে ভাই!

খোকা ॥ কিছু লোক বেইমানি করে আজ স্ট্রাইক ভাঙছে! আপনি কি তাদের দলে ভিড়তে বলছেন!

ডাক্তার ॥ বেইমান? হাঃ হাঃ হাঃ!

উপেন ॥ হাঃ হাঃ...ধরো জগতের অন্ধের দল...

ডাক্তার ॥ এতোদিন তুমি ছিলে যাদের দলে...

উপেন ॥ আজ যদি এসে বলে, উপেন...

ডাক্তার ॥ তুমি কেন আমাদের দলত্যাগ করলে?

উপেন ॥ তুমি বেইমান! হাঃ হাঃ...

খোকা ॥ আমার একার ভাগ্য ফিরলে লাভ কি? সকলের জন্যে যদি কিছু করা যেতো!

ডাক্তার ॥ তুমি যে আমার সেই পেসেন্টের মতো কথা বলছো হে...

উপেন ॥ ডিং-ডিং করছে রোগা...

ডাক্তার ॥ বলে সকলের স্বাস্থ্য ভালো না হ'লে আমি ওষুধ খাবো না...

উপেন ॥ এমন ওষুধ দিন...

ডাক্তার ॥ যাতে সবার হেলথ একসঙ্গে ইমপ্রুভ করে—হাঃ হাঃ...

[সবার অলক্ষ্যে ভক্তরাম এসে দাঁড়িয়েছে।]

আমার কি মনে হয় জানো তোমরা?

উপেন ও খোকা ॥ কী?

ডাক্তার ॥ শুনবে তোমরা?

উপেন ও খোকা ॥ কী?

ডাক্তার ॥ এই সুবর্ণ সুযোগটা অঙ্গ পণ্ডিত-ই বয়ে নিয়ে এসেছে তোমাদের এই ভাঙা ঘরে! খোকা, আমি নিমিত্ত মাত্র! হাতছাড়া করো না ভাই...

ভক্তরাম ॥ মানুষের ভাগ্য এই দৈব যোগাযোগ' ছাড়া কখনো ঘোরে না ডাক্তারবাবু...

ডাক্তার ॥ আরে এসো ভক্তরাম!

ভক্তরাম ॥ আসি ডাক্তারবাবু।... আমি...আমি জানতাম, এ ডাক আসবে একদিন ওর জীবনে! আমি জানতাম!

ডাক্তার ॥ চলো, কাজে চলো...

[নেপথ্যে সীতুর কণ্ঠস্বর]

সীতু ॥ (দূরে) খোকা...খোকা...(ঢুকে) শিগগির আয়...সূর্যদা ডাকছে!

খোকা ॥ সূর্যদা।

ডাক্তার ॥ ব্যাপার কী...কেন ডাকছে?

সীতু ॥ সূর্যদা আমাদের লীডার। সে কখন কাকে ডাকবে সেই জানে।

ডাক্তার ॥ আর কিছু না জেনে তোমরা সে ডাকে সাড়া দেবে! না ভাই সীতু, সূর্যের ডাক তোমাদের না শোনাই ভালো!

সীতু ॥ মানে !

ডাক্তার ॥ এরা সব ধান্দাবাজ লীডার ভাই। তোমাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে চালু কারখানাটা বন্ধ করে দিল। আবার তলে তলে মালিকের টাকা খাচ্ছে—তা কি জানো !

উপেন ॥ সত্যি নাকি ?

ডাক্তার ॥ এটাই তো এদের প্রফেশান উপেন !

সীতু ॥ জানতাম না ! তবে আপনি দেখছি অনেক খবরই রাখেন !

ডাক্তার ॥ ঘোড়ার মুখের খবর শোন সীতু, আজ যারা কাজে যাবে...

উপেন ॥ (পূর্ববৎ) তাদের প্রমোশন বাঁধা !

ডাক্তার ॥ প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, অল ফেসিলিটি ! মালিক তোমাদের বড় শান্তিপ্রিয় সজ্জন ! আমার বিশেষ বন্ধু !

উপেন ॥ ঐ সূর্যের মতো ধড়িবাজদের প্রচারেই শয়তান বলে মনে হয়, তাই না ডাক্তার ?

ডাক্তার ॥ চলো, আমার সঙ্গে চলো—আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব ! [ডাক্তার ও উপেন যখন দুজনে এমনি কথা বলবে তখন তাদের দুটি বোল শেখানো পাখির মতো লাগবে।]

সীতু ॥ (সহসা ঘুরে) খোকা, তুই কি কাজে যাচ্ছিস ?

ডাক্তার ॥ ওর কথা স্বতন্ত্র ! সবাই জানে ওর কপালে কী আছে !

সীতু ॥ (ডাক্তারকে) ডাক্তারি ছেড়ে দালালি ধরলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার ॥ মানে...

সীতু ॥ চেনা অচেনা অনেকের অনেক সর্বনাশ তো করেছেন, তাতেও সাধ মেটেনি ? আবার আমাদের পেছনে কেন ?

ডাক্তার ॥ (হেসে) কী আশ্চর্য, সূর্য কি তোমাদের ভাল কিছু দেখতে দেয় না !

সীতু ॥ খোকা, তুইও বোকা...তোর বাবাও বোকা...তোরা বুঝতে পারছিস না...(ডাক্তারকে দেখিয়ে) তোদের নিয়ে লোকটা বাঁদর নাচাচ্ছে !

খোকা ॥ সীতু !

সীতু ॥ ওই ডাক্তারের খপ্পরে পড়ে তোর বাবা শেষে তোকেও খদ্দের ঠাউরেছে রে !

খোকা ॥ চুপ কর্ ! তোর বাবার কীর্তির কথাও কারুর জানতে বাকী আছে ? রোজ রাতে মাল টেনে তোর বাবা না নর্দমায় ঘুমোয়...

সীতু ॥ তবু সে চোর না...জোচ্চোর না...ঠগ না...

খোকা ॥ কী বললি ?

সীতু ॥ জেনেশুনে তোর বাপের মত মানুষের গলায় ছুরি বসায় না ! ঐ পাখিটা দিয়ে ব্যবসা করছে—তোর সঙ্গেও করছে—

খোকা ॥ মুখ ভেঙে দেব শালা বেজন্মার বাচ্চা—

[চড় বসায় সীতুর গালে।]

সীতু ॥ (ঘুরে) বদ্‌লা নিলি, না ? আচ্ছা...

[সীতু বেরিয়ে যায়। খোকা দরজায় গিয়ে চিৎকার করছে।]

খোকা ॥ আমার বাবা চোর—লোক ঠকায়—আমার বাবার কথা মনে পড়লে শুধু হাসি পায়, না? শালা জানোয়ার!—ঠেকা, যাচ্ছি আমি কাজে—ঠেকা!

ডাক্তার ॥ যাও, যাও, জীবনে অনেক উঠতে হবে ভাই—লোকের ভাল দেখলে আজকাল সকলেরই চোখ টাটায়!

খোকা ॥ (জুতো বাঁধতে বাঁধতে) কতো সব ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির চেনা আছে! ভালমন্দ সত্যিমিথ্যে না দেখেশুনে শালারা দাঁত বার করে হেসেই খুন!...শুধু আমি না...আরো বিশজনকে নিয়ে ঢুকবো! ঠেকা!

ডাক্তার ॥ কোনো ভয় নেই। কারখানার মুখে মালিকের ভলানটিয়ার আছে...পুলিস আছে!

[জুতোসুদ্ধ পা মাটিতে ঠুকে খোকা দরজার দিকে যাচ্ছে। ভক্তরামও তার পিছু পিছু যায়।]

ভক্তরাম ॥ না না, কোনদিকে তাকাবিনে...কারুর ভাংচি শুনবিনে...দ্যাখ যে যোগাযোগ আজ পণ্ডিত ঘটাচ্ছে...অবহেলা করিসনে! জীবনে সৌভাগ্যের রবি যখন ওঠে, তখন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে সে আঁধার জীবনেও কাটে না রে! খোকা?

খোকা ॥ (ঘুরে) কি?

ভক্তরাম ॥ বুকের ব্যথাটা...

খোকা ॥ নেই।

ভক্তরাম ॥ (খোকার বুকে হাত বুলিয়ে) ও ব্যথাট্যথা কিছু না, বুঝলি, মানুষ মাত্রেরই হয়। (খোকা বেরিয়ে গেল। ভক্তরাম তাকে অনুসরণ করে বাইরে যাচ্ছে) শোন্, মেশিনে হাত দেবার আগে একবার পণ্ডিতের নামটা স্মরণ করে নিস রে...

[ভক্তরাম পিছুপিছু নিষ্ক্রান্ত হলে উপেন তার চশমাটা খুলে ফেলে। দৃষ্টি-হারা ঘোলাটে দুটো চোখ জলে পিচুটিতে জড়িয়ে আছে।]

উপেন ॥ ডাক্তার!

ডাক্তার ॥ (চমকে) আরে! চশমাটা খুললে কেন? পরো...পরো...

উপেন ॥ আর কেন! কাজ তো মিটেছে!

ডাক্তার ॥ আহা এখনো অনেক বাকি। শিগ্‌গির পরো উপেন। কে আবার দেখতে পাবে!

উপেন ॥ আর পারছি না ডাক্তার। এবার ছেড়ে দাও।

ডাক্তার ॥ ওঃ, তোমার হলো কী? দিলুম তো টাকা...আবার চশমাটা খুলে চাপ দিচ্ছ...কতো চাই?

উপেন ॥ (টাকা ছুঁড়ে ফেলে) নাও তোমার টাকা! আমার পক্ষে আর চোখে দেখার ভান করা সম্ভব না!

ডাক্তার ॥ ওঃ, তোমাকে এ কাজে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছে!

উপেন ॥ আমাকে না হলে পারতে ছেলেটাকে কাজে পাঠাতে ? অদ্ভুত...অদ্ভুত বুদ্ধি তোমার ডাক্তার !...কিন্তু নিজের সঙ্গে আর রসিকতা করতে পারবো না !

ডাক্তার ॥ কেন, তোমার অভিনয় তো বেশ ভালই হচ্ছে ! আরো অনেক দিন এটা চালাতে হবে !

উপেন ॥ একটা অন্ধের পক্ষে চোখে দেখার অভিনয় করা যে কত বড় পরিহাস তুমি তা বুঝবে না !

ডাক্তার ॥ বড় বড় কথা বলছ ! অন্ধ হয়ে ভিক্ষে করে খাচ্ছ ! নির্বোধ ! অনেক ভিক্ষে দিয়েছি তোমায়। তার চেয়ে আজ একটা কাজ করে পয়সা আয় করছ। তোমার গর্ব হওয়া উচিত।

উপেন ॥ কাজ ! এটা কাজ ! দুটো দৃষ্টিহীন চোখ নিয়ে লোককে ঠকাচ্ছি ! গর্ব, এর জন্যে গর্ব হবে !

ডাক্তার ॥ তা তুমি একটা কাজ করছ না কেন উপেন...না হয় পণ্ডিতের কথা মতো...আর পণ্ডিতের কাগজ তো বলেইছে, তুমি একদিন দৃষ্টি ফিরে পাবে ! তা একরকম ফিরেই তো পেলে...হ্যা-হ্যা...

উপেন ॥ পণ্ডিত বলেছে আমার চোখ ভাল হয়ে যাবে ! (ক্লান্ত হেসে) তুমি পাগল না অন্ধ ? ধাপ্পাবাজিতে ভুলতে বলছ !...জানো, লোকটা কী করে ?

ডাক্তার ॥ কী ?

উপেন ॥ ঐ কাগজের টুকরোগুলোয় এক একটা গন্ধ মাখানো আছে। মৃদু কোন মাদক গন্ধ। তুমি আমি তা ধরতে পারবো না। এখন ভক্তরামের বিচারবুদ্ধি খুশি মতো যার বেলায় যে লেখা তুলতে হবে, সেই কাগজের গন্ধটা হাতের কৌশলে ঠিক আগের মুহূর্তে পাখিটাকে শুঁকিয়ে দেয়। আর পাখিটাও সে গন্ধে...

ডাক্তার ॥ আশ্চর্য ! তুমি এতো কথা কোত্থেকে জানলে ?

উপেন ॥ আঘ্রাণ যে কতো শক্তিশালী হতে পারে তা আমি জানি ! অন্ধে তা জানে ! সাংঘাতিক ! দিন-দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় এই হাত-সাফাই চালিয়ে যাচ্ছে।...তোমরা সবাই তা ভাল করেই জানো। তবু একটা কথা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে...

ডাক্তার ॥ কী ?

উপেন ॥ লোকটা তার সন্তানের ভাগ্য নিয়েও কি করে হাত-সাফাই করে ? মানুষ পারে কি করে ? ছেলেকে ঠকাতে ভয় করে না ?

ডাক্তার ॥ ওটা অভ্যেস !

উপেন ॥ কী মারাত্মক অভ্যেস ! একটা যন্ত্রের মতো লোকটা কাজ করে যাচ্ছে...সেখানে স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই...সব কখন তলিয়ে গেছে...ওঃ, হতভাগা বুঝতেও পারছে না !

[ক্লান্ত পায়ে ভক্তরাম ঢুকছে। ডাক্তারের ইশারায় উপেন চশমাটা পরলো।]

ডাক্তার ॥ কী, চলে গেছে ?

ভক্তরাম॥ হ্যাঁ। শুভযাত্রা...

ডাক্তার॥ তা তুমি আজ কাজে বেরুবে না?

ভক্তরাম॥ ভাবছি ডাক্তারবাবু, আজ একটু ফাঁক দিই...

ডাক্তার॥ তা বেশ। ধরো, এই টাকা কটা ধরো...

ভক্তরাম॥ টাকা?

ডাক্তার॥ উপেন দিচ্ছে...তোমার পণ্ডিতের প্রণামী!

ভক্তরাম॥ আর একদিন দেবেন, আজ কোন টাকা নিতে পারবো না ডাক্তারবাবু! আজ ওটাতেও না হয় ফাঁক-ই দিই!

ডাক্তার॥ নেবে না? আচ্ছা শোন ভক্ত, আর একটা কাজ তোমায় করিয়ে দিতে হবে যে!

ভক্তরাম॥ বলুন।

ডাক্তার॥ বুঝলে, আমি ভাবছি, তোমার খোকাকে সামনে রেখে ওদের ফ্যাক্টরিতে একটা পাল্টা দল খুলবো!

উপেন॥ (সহসা) ডাক্তার...ডাক্তার...

ডাক্তার॥ বসো উপেন...হ্যাঁ, কি ভক্ত, খোকাকে রাজী করাতে পারবে না? তাতে তোমার ছেলেরই ভাল হবে!

ভক্তরাম॥ কিন্তু আমার কথা যে ও শোনে না ডাক্তারবাবু...

ডাক্তার॥ শুনবে...শুনবে...তোমার পণ্ডিতকে দিয়ে শোনাবে।

ভক্তরাম॥ (চমকে) কী করে ডাক্তারবাবু? পণ্ডিত তার নিজের মতে চলে।

ডাক্তার॥ চলে...আবার অন্যের মতে চলতেও জানে। তুমি পণ্ডিতকে চালাবে! আমি যেমন যেমন বলে যাবো তেমন তেমন চালাবে!

ভক্তরাম॥ সে হয় না! ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গরাজকে আমি চালাবো...

ডাক্তার॥ আরে ছাড়ো তো! ত্রিকালজ্ঞ! ব্যাপারটা কী তুমিও জানো আমিও জানি! শোন ভক্ত...

উপেন॥ ঐ...ঐ...শুনতে পাচ্ছ না ডাক্তার?

ডাক্তার॥ নাঃ, তুমি একটা কথা গুছিয়ে বলতে দেবে না!—কী, হয়েছে কী?

[বাইরে কোলাহল]

ভক্তরাম॥ কারা যেন চেঁচামেচি করছে! কী হোল আবার!

উপেন॥ ডাক্তার...ডাক্তার, তুমি পালাও!

ডাক্তার॥ কেন? পালাবো কেন?

উপেন॥ পালাও ডাক্তার...আমার কথা শোন!

ডাক্তার॥ উপেন!

উপেন॥ ডাক্তার আমি দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি ঐ লোকগুলো তোমাকে—

[দরজায় আর একজন শ্রমিক—অধীর।]

অধীর॥ ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু আছেন এখানে? এই যে—

ডাক্তার॥ কে? অধীর নাকি?

অধীর ॥ শিগগির আসুন একবার ফ্যাক্টরির সামনে—
উপেন ॥ কী, কী হয়েছে?
অধীর ॥ ভীষণ মারামারি হয়েছে উপেনদা; আর তার মধ্যে পড়ে খোকার—
ভক্তরাম ॥ খোকার!
উপেন ॥ কী হয়েছে তার?
অধীর ॥ তার কপালটা ফেটে গেছে!
ভক্তরাম। খোকার কপাল—ফেটে গেছে!
অধীর ॥ রাস্তায় পড়ে আছে...জ্ঞান নেই...রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক—আমার সঙ্গে আসুন—
ডাক্তার ॥ দাঁড়াও! ভক্তরাম, এই স্কাউন্ড্রেলগুলো তাকে খুন করেছে।
অধীর ॥ কী বললেন?
ডাক্তার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমরাই তাকে মেরেছো! তোমরা...ধর্মঘটী শ্রমিকরা! তোমাদের আমি—
অধীর ॥ আমরা খোকাকে মেরেছি? কী বলছেন আপনি?
উপেন ॥ ডাক্তার!
ডাক্তার ॥ থামো। শান্তিপ্রিয় শ্রমিকের উপর আঘাত! সব কটাকে জেলে না ঠাসা পর্যন্ত আমি আর কিছু দেখতে পারব না—সব কটাকে ঠাণ্ডা করে তবে আমার অন্য কাজ।

[সূর্য ও সীতু এলো।]

সূর্য ॥ আমাদের অপরাধ?
ডাক্তার ॥ তোমরা কাজে যোগদানেচ্ছু সৎ নিরীহ কর্মীকে অন্যায়ভাবে মেরে হটিয়ে দিয়েছ!
সীতু ॥ না। আমরা কাউকে মারিনি।
ডাক্তার ॥ মারিসনি?
সূর্য ॥ না ডাক্তারবাবু, মেরেছে আপনার লোক।
ডাক্তার ॥ আমার লোক?
সূর্য ॥ হ্যাঁ, আপনার দারুণ ষড়যন্ত্রটা আমাদের জানতে বাকি নেই ডাক্তারবাবু! ওদের কাজে পাঠাবার আগে আপনিই লোক মোতায়েন করে এসেছিলেন, ওদেরই পেটাবার জন্যে!
ডাক্তার ॥ বটে! আমার লাভ?
সূর্য ॥ যাতে দোষটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে—
সীতু ॥ আর আমাদের পুলিসে ধরিয়ে গোটা স্ট্রাইকটা বানচাল করতে পারেন!
সূর্য ॥ বড় অভিনব পন্থায় ছুরিটা মারছিলেন! কিন্তু পারেননি! দেখুনগে, মেসিনগুলো মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে আর কারখানার গেটে তালা ঝুলছে।
সীতু ॥ আমাদের ফাঁকি দিয়ে ওরা ঢুকছিল—তবু আপনার লোকেরা যখন ওদের

ওপর লাফিয়ে গিয়ে পড়লো, আমরা গিয়েছিলুম ঠেকাতে—বাঁচাতে! (ভক্তরামকে) বুঝলেন?

উপেন ॥ (চশমা খুলে) ভক্তরাম!

ভক্তরাম ॥ (চিৎকার করে) এ কী!

উপেন ॥ আমার চোখের কথা জিগ্যেস করো ঐ পণ্ডিতকে! ওই যে ত্রিকালজ্ঞ বসে আছেন—মাথাটা নিচু করে—আমি ডাক্তারের কথা বলছি! ও আমাকে সাজিয়ে এনেছে!

ভক্তরাম ॥ (আর্তনাদ করে) উপেনবাবু!

ডাক্তার ॥ ইউ স্টুপিড!

ভক্তরাম ॥ (পূর্ববৎ) কী হলো—এ কী হলো—চারদিকে সব যেন...সব যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার—বাবা পণ্ডিত—

উপেন ॥ (ভক্তরামের হাত ধরে) তুমি ভাবো দৈবী পাখি! যা বলে তাই খাটে! না, না—খাটায় অন্য লোকে—আড়ালে বসে খাটায় ওরা! তোমাকে ওরা কাজে লাগায়!

ভক্তরাম ॥ না, না, না! পণ্ডিত বলেছিল ছগড়ু মিস্ত্রির ছেলে থাকবে না—ছেলে উধাও হয়ে গেছে!

সূর্য ॥ উধাও তাকে করা হয়েছে! ছগড়ু ছিল তেজী...স্পষ্টবাদী...ঐ ওরা তার ছেলেটিকে সরিয়ে ছগড়ুকে বোবা করে দিয়েছে চিরতরে!

উপেন ॥ রথ ভাবে অমি দেব, পথ ভাবে আমি! আড়ালে বসে হাসে অন্তর্যামী! [দরজায় খোকা। তার দু চোখে আগুন, কপালে রক্তের ধারা।]

ভক্তরাম ॥ (উন্মাদের মতো) না না, এ হয় না—হতে পারে না! আমি কোন চালাকি করিনি—তোর দিব্যি যদি কিছু করে থাকি—তুই সব নিজের হাতে করলি—নিজের চোখে দেখলি—এ ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না—বিশ্বাস কর্—তুই বিশ্বাস কর্—আচ্ছা বেশ, দ্যাখ, আবার পরীক্ষা করছি—

উপেন ॥ (ভক্তরামের হাত ধরে) না—

ভক্তরাম ॥ ছাড়ুন—

সূর্য ॥ না। ছেলেটাকে আর ধাপ্পা দিতে পারবেন না।

ভক্তরাম ॥ ধাপ্পা?

উপেন ॥ ধাপ্পা—ফেরব্বাজি—ভক্তরাম, কার সঙ্গে খেলাচ্ছ তুমি? ও তোমার ছেলে!

ভক্তরাম ॥ না না—এ সত্যি—সত্যি—

উপেন ॥ জিজ্ঞেস করো—নিজেকে জিজ্ঞেস করো। বাবা হয়ে তুমি ছেলের উন্নতি চেয়েছো—এতো বেশি করে চেয়েছো, যে হাতসাফাইটা তোমার নজরেই পড়ছে না—

ভক্তরাম ॥ না না, ও কথা বলতে নেই—অপরাধ হয়—ও যে মহাযোগী ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গরাজ—

অধীর ॥ শিগগির আসুন একবার ফ্যাক্টরির সামনে—
উপেন ॥ কী, কী হয়েছে?
অধীর ॥ ভীষণ মারামারি হয়েছে উপেনদা; আর তার মধ্যে পড়ে খোকার—
ভক্তরাম ॥ খোকার!
উপেন ॥ কী হয়েছে তার?
অধীর ॥ তার কপালটা ফেটে গেছে!
ভক্তরাম ॥ খোকার কপাল—ফেটে গেছে!
অধীর ॥ রাস্তায় পড়ে আছে...জ্ঞান নেই...রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক—আমার সঙ্গে আসুন—
ডাক্তার ॥ দাঁড়াও! ভক্তরাম, এই স্কাউন্ড্রেলগুলো তাকে খুন করেছে।
অধীর ॥ কী বললেন?
ডাক্তার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমরাই তাকে মেরেছো! তোমরা...ধর্মঘটী শ্রমিকরা! তোমাদের আমি—
অধীর ॥ আমরা খোকাকে মেরেছি? কী বলছেন আপনি?
উপেন ॥ ডাক্তার!
ডাক্তার ॥ থামো। শান্তিপ্রিয় শ্রমিকের উপর আঘাত! সব কটাকে জেলে না ঠাসা পর্যন্ত আমি আর কিছু দেখতে পারব না—সব কটাকে ঠাণ্ডা করে তবে আমার অন্য কাজ।

[সূর্য ও সীতু এলো।]

সূর্য ॥ আমাদের অপরাধ?
ডাক্তার ॥ তোমরা কাজে যোগদানেচ্ছু সৎ নিরীহ কর্মীকে অন্যায়ভাবে মেরে হটিয়ে দিয়েছ!
সীতু ॥ না। আমরা কাউকে মারিনি।
ডাক্তার ॥ মারিসনি?
সূর্য ॥ না ডাক্তারবাবু, মেরেছে আপনার লোক।
ডাক্তার ॥ আমার লোক?
সূর্য ॥ হ্যাঁ, আপনার দারুণ ষড়যন্ত্রটা আমাদের জানতে বাকি নেই ডাক্তারবাবু! ওদের কাজে পাঠাবার আগে আপনিই লোক মোতায়েন করে এসেছিলেন, ওদেরই পেটাবার জন্যে!
ডাক্তার ॥ বটে! আমার লাভ?
সূর্য ॥ যাতে দোষটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে—
সীতু ॥ আর আমাদের পুলিসে ধরিয়ে গোটা স্ট্রাইকটা বানচাল করতে পারেন!
সূর্য ॥ বড় অভিনব পন্থায় ছুরিটা মারছিলেন! কিন্তু পারেননি! দেখুনগে, মেসিনগুলো মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে আর কারখানার গেটে তালা ঝুলছে।
সীতু ॥ আমাদের ফাঁকি দিয়ে ওরা ঢুকছিল—তবু আপনার লোকেরা যখন ওদের

ওপর লাফিয়ে গিয়ে পড়লো, আমরা গিয়েছিলুম ঠেকাতে—বাঁচাতে! (ভক্তরামকে) বুঝলেন?

উপেন ॥ (চশমা খুলে) ভক্তরাম!

ভক্তরাম ॥ (চিৎকার করে) এ কী!

উপেন ॥ আমার চোখের কথা জিগ্যেস করো ঐ পণ্ডিতকে! ওই যে ত্রিকালজ্ঞ বসে আছেন—মাথাটা নিচু করে—আমি ডাক্তারের কথা বলছি! ও আমাকে সাজিয়ে এনেছে!

ভক্তরাম ॥ (আর্তনাদ করে) উপেনবাবু!

ডাক্তার ॥ ইউ স্টুপিড!

ভক্তরাম ॥ (পূর্ববৎ) কী হলো—এ কী হলো—চারদিকে সব যেন...সব যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার—বাবা পণ্ডিত—

উপেন ॥ (ভক্তরামের হাত ধরে) তুমি ভাবো দৈবী পাখি! যা বলে তাই খাটে! না, না—খাটায় অন্য লোকে—আড়ালে বসে খাটায় ওরা! তোমাকে ওরা কাজে লাগায়!

ভক্তরাম ॥ না, না, না! পণ্ডিত বলেছিল ছগড়ু মিস্ত্রির ছেলে থাকবে না—ছেলে উধাও হয়ে গেছে!

সূর্য ॥ উধাও তাকে করা হয়েছে! ছগড়ু ছিল তেজী...স্পষ্টবাদী...ঐ ওরা তার ছেলেটিকে সরিয়ে ছগড়ুকে বোবা করে দিয়েছে চিরতরে!

উপেন ॥ রথ ভাবে অমি দেব, পথ ভাবে আমি! আড়ালে বসে হাসে অন্তর্যামী! [দরজায় খোকা। তার দু চোখে আগুন, কপালে রক্তের ধারা।]

ভক্তরাম ॥ (উন্মাদের মতো) না না, এ হয় না—হতে পারে না! আমি কোন চালাকি করিনি—তোর দিব্যি যদি কিছু করে থাকি—তুই সব নিজের হাতে করলি—নিজের চোখে দেখলি—এ ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না—বিশ্বাস কর্—তুই বিশ্বাস কর্—আচ্ছা বেশ, দ্যাখ, আবার পরীক্ষা করছি—

উপেন ॥ (ভক্তরামের হাত ধরে) না—

ভক্তরাম ॥ ছাড়ুন—

সূর্য ॥ না। ছেলেটাকে আর ধাপ্পা দিতে পারবেন না।

ভক্তরাম ॥ ধাপ্পা?

উপেন ॥ ধাপ্পা—ফেরব্বাজি—ভক্তরাম, কার সঙ্গে চালাচ্ছ তুমি? ও তোমার ছেলে!

ভক্তরাম ॥ না না—এ সত্যি—সত্যি—

উপেন ॥ জিজ্ঞেস করো—নিজেকে জিজ্ঞেস করো। বাবা হয়ে তুমি ছেলের উন্নতি চেয়েছো—এতো বেশি করে চেয়েছো, যে হাতসাফাইটা তোমার নজরেই পড়ছে না—

ভক্তরাম ॥ না না, ও কথা বলতে নেই—অপরাধ হয়—ও যে মহাযোগী ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গরাজ

উপেন ॥ (হাতড়াতে হাতড়াতে) কোথায় ? কোথায় সেটা—কোথায় ? (খাঁচাটা জাপ্টে ধরে।) পেয়েছি—পেয়েছি—ভাঙো...ভাঙো খাঁচা ! পাখিটাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও !

ভক্তরাম ॥ (ভয়ঙ্কর স্বরে) না না, হাত দেবেন না ! ওর গায়ে হাত দেবেন না—খবর্দার—ফিরিয়ে দিন—মারবেন না—মারবেন না—

[উপেন খাঁচাটা দু হাতে তুলে মাটিতে আছড়াচ্ছে। পণ্ডিতের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ভক্তরাম ছুটে গেছে ঠেকাতে।]

সূর্য ॥ (ভক্তরামকে) আপনাকে একটা কথা বলে যাই। মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে। পাখির ঠোঁটে চাকা ঘোরে না।

[রক্তাক্ত বাঘের মতো খোকা লাফিয়ে এসে খাঁচাটা কেড়ে নিয়ে আছড়ায়। ভক্তরাম সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে।]

সূর্য অধীর ও সীতু ॥ ভাঙ...ভাঙ খাঁচা...পাখিটাকে ছেড়ে দে খোকা...উড়িয়ে দে...

টু ইন ওয়ান

চরিত্র

সুলতান	উজির
ফৈজী	সিভিলসার্জ্জন
মৌলভী	বান্দা ১
বান্দা ২	বান্দা ৩
ঝুলমহম্মদ	গুলমহম্মদ

বেদানা

এক

[গোল চত্বরের ওপর আজগুবি এক স্ট্যাচু—জোড়া মানুষের স্ট্যাচু। মানুষ দুটি পিঠে পিঠে জোড়া। ঝলমলে বাদশাহী পোশাক আর ঝাঁ-চকচকে তলোয়ার খাটিয়ে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝুলমহম্মদ ও গুলমহম্মদ। স্ট্যাচু ঘিরে সুলতানের দেশের লোকেরা হল্লা করছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো ফৈজী—হাহাকার করতে করতে।]

ফৈজী ॥ (দর্শকের উদ্দেশে) হায় হায় হায়...কী কমু জনাব, কী আর কমু? সেলাম আলেকুম...আলেকুম আসেলাম...যাগো দ্যাখবার লাইগা আপনাগো আজ জমায়েত হইছে...তাগো একটাও বাঁইচা নাই। হ, দুয়েটারই ইন্তেকাল হইয়া গ্যাছে গিয়া। দ্যাহেন...ঐ দ্যাহেন দুয়োজনাই এস্‌টাচু বইনা আছে। কী কমু জনাব, এ মনোবেদনা কারে জানামু...

[ভীড়ের বাইরে এলো সিভিলসার্জন।]

সিভিলসার্জন ॥ সান্ত্বনা শুধু একটাই...আমাদের ঝুলমহম্মদ আর গুলমহম্মদ...দেশের দুই তরুণ সুলতান...জন্ম থেকেই যারা পিঠোপিঠি...কোনোদিন যাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি...এমনই অচ্ছেদ্য অকাট্য যাদের বন্ধন...চেয়ে দেখুন জনাব, ইন্তেকালের পরেও জনগণ তাদের ভোলেনি, তাদের বে-জোড় হতে দেয়নি। ভাইয়ে ভাইয়ে সেই জোট বন্ধন আজো অটুট অচ্ছেদ্য এবং অকাট্য। [চোখে কালো ঠুলি পরা থুত্থুড়ে মৌলভী লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ভীড় থেকে আলাদা হয়ে দর্শকের সামনে এগিয়ে এলো।]

মৌলভী ॥ (দর্শকদের) আর সেই ঘোড়া দুটো...দেশদ্রোহীদের সামাল দিতে গিয়ে দুইভাই যে দুই ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল...তারপর পুরো দুটো দিন সমানে জব্বর লড়াই চালিয়ে হঠাৎ হড়হড় করে যে দুই ঘোড়ার পিঠ থেকে তারা হড়কে পড়েছিল...সেই ঘোড়া দুটোকে...

ফৈজী ॥ (মৌলভীর কথার খেই ধরে) হ হ, সেই গুড়াদুটারে—

মৌলভী ॥ গুড়া না বাপ, বলো ঘোড়া...

ফৈজী ॥ হ হ মৌলভীসাব, গুড়া গুড়া...

মৌলভী ॥ ঘো-ড়া!

ফৈজী ॥ গু-ড়া!

মৌলভী ॥ মানে কী?

ফৈজী ॥ জী গুড়া মানে হরস!

মৌলভী ॥ তাজ্জব! মূলে ঠিক নেই, মানেতে ঠিক আছে! বলে যাও—কী বলছিলে!

ফৈজী ॥ ...যা কইছিলাম...যে দুই গুড়ার পিঠ থাইকা খইস্যা পইড়া ক্ষুরের গুঁতায় সুলতান বুলমহম্মদ গুলমহম্মদ এক্কেরে গুড়া গুড়া হইয়া গিছিলেন গিয়া...

মৌলভী ॥ গুড়া গুড়া ?

ফৈজী ॥ জী, এইবারে গুড়া মানে পাউডার...

মৌলভী ॥ এও তো ঠিক আছে !

ফৈজী ॥ চাক্কু মাইরা সেই গুড়া দুটার ছাল ছাড়াইয়া বিদ্রোহীরা একজোড়া রোস্ট বানাইছে...। হায় হায় হায়, কী কমু, কতই বা কমু আর জনাব ?...মনে পড়তাছে সেই যেইদিন আমাগো বেগমসাহেবার কোল আলো কইরা দুই পোলা...দুই চান্দের গোলা আশমান থাইক্কা খইসা পড়ছিল...

[ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদি বেদানা ওদের সঙ্গে যোগ দিল।]

বেদানা ॥ আমাদের বুড়ো সুলতানের সেদিন কি ফুর্তি ! কিল্লায় সেদিন কি রোশনাই ! গুলবাগিচায় বুলবুলি নাচে, শিসমহলে নাচে বাঈজী...

মৌলভী ॥ আর বুড়ো সুলতান গায়ে ফাগ মেখে মহল্লায় মহল্লায় পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরে...

সিভিলসার্জন ॥ দেদার মেঠাই বিলোয়, সিমাই বিলোয়, কুলপি ফিরনি...

বেদানা ॥ আর মহল্লার মানুষ দু হাত তুলে হল্লা করে—

[সকলে দু হাত তুলে হৈ হৈ করে ওঠে।]

সকলে ॥ ছেলে হয়েছে, সুলতানের পোলা হয়েছে...আমাদের শাহ্‌জাদা ! আমাদের শাহ্‌জাদা !

[কোলাহল করতে করতে ফৈজী বাদে আর সকলে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। সুলতান ও উজির ঢুকল।]

সুলতান ॥ (আহ্লাদে ডগোমগো) ফৈজী...ফৈজী কই...কই আমার পেয়ারের দোস্ত্‌... আমার মোসাহেব...ফৈজী কই রে, ফৈজী...

ফৈজী ॥ এই জী ! গুলাম হাজির !

সুলতান ॥ আজ বড় খুশির দিন রে ভাই। (দু হাত বাড়িয়ে) আয় আয়, মেঠাই খাবি আয় রে ভাই ফৈজী...

ফৈজী ॥ এই জী ! আজ প্যাট পুইরা খামু ! হ, বাদশার পোলা হইছে !

[ফৈজী এক লাফে সুলতানের সামনে গিয়ে হাত পাতে। সুলতান ফৈজীর কান টেনে ধরে]

সুলতান ॥ তবে যে বলেছিলি, হবে না !

উজির ॥ (ফৈজীর পিঠে গুঁতো মেরে) বেগমসাহেবা নাকি বাঁজা !

সুলতান ॥ (ফৈজীর গাল টিপে) সুলতানের বংশ নাকি রক্ষে হবে না !

উজির ॥ (ফৈজীর পিঠে ফের চাপড় মেরে) দেশের মসনদ নাকি শেয়ালকুত্তার হাতে বেদখল হয়ে যাবে, অ্যাঁ ! দরবারে বাতি জ্বালাবার লোকও জুটবে না !

সুলতান ॥ (ফৈজীর নাক টিপে) কেন বলেছিলি বেওকুপ !

উজির ॥ বুড়বক !

সুলতান ॥ বেত্তামিজ ! আর বলবি !

ফৈজী ॥ (নাজেহাল হয়ে) আমি একা কই নাই। পীর পয়গম্বরও কইছিল, সিভিলসার্জনও কইছিল।

সুলতান ॥ বেবাক আহাম্মককো ইধার বোলাও ! দেখে যাক সুলতানের বেটা হ'লো কিনা !

উজির ॥ তাও একটা ? একজোড়া ! বুঝলি ব্যাটা তামাশাওয়ালা ভাঁড়, সুলতানের যমজ বেটা হয়েছে !

[ফৈজী কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।]

ফৈজী ॥ জাহাঁপনা, আমি হইলাম আপনের খাস মোসাহেব, আপনের নিজের লোক। 'না' কইলে 'হ্যাঁ' হয়। দ্যাহেন ডাবল হ্যাঁ হইছে !

সুলতান ॥ ডবল হ্যাঁ ! বলে কি উজির ?

উজির ॥ তাই তো হুজুর, ঠিকই তো ! 'ডবল হ্যাঁ' মানে ডবল বেটা ! যমজ বেটা !

ফৈজী ॥ (সুলতানকে) হুজুর কী কমু, আপনের কিরামতির শ্যাষ নাই। পীর পয়গম্বর হক্কলেরে স্রেফ বোকা বানাইয়া ছাড়ছেন। কমু কী, খোদার পরে খোদকারি ইয়ারেই কয়। খোদা একটা দিবে না, আপনে ডাবল ছিনাইয়া নিছেন।

সুলতান ॥ ডবল ছিনিয়ে ! হে হে, ভালো বলেছে, এটা কিন্তু ভালো বলেছে উজির—

উজির ॥ (ফৈজীর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে) জী, বলে তো ভালই—

সুলতান ॥ আয়, আয় রে ভাই ফৈজী আয়, মেঠাই খেয়ে যা—

[ফৈজী ছুটে গিয়ে সুলতানের সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়। সুলতান ফৈজীর গালে চুমু খায়।]

সুলতান ॥ কেমন লাগল মেঠাই ?

ফৈজী ॥ তুলনা নাই মালেক, তুলনা নাই ! সেই ইস্তক খাইলাম কিলচড় নাকছ্যাঁচা, যারে কয় পাতিলেবু শুকতা শাকভাজা...শ্যাষপাতে মেঠাই পাইলাম ! জী এ তো চুমা নয়, জলভরা তালশাঁস !

উজির ॥ জলভরা তালশাঁস ! হেঁ হে...ভালো বলেছে, ছেলেটা বলে ভালোই...

[উজির ফৈজীর পিঠে হাত বোলায়।]

ফৈজী ॥ (উজিরকে) মামু, তুমি আর আমড়াগাছি নাই বা করলা।

সুলতান ॥ চল্‌রে ফৈজী ! শাহ্‌জাদাদের মুখ দেখে আসি...

ফৈজী ॥ হ হ চলেন, চলেন...

[সুলতান উজির ও ফৈজী স্ট্যাচুর দিকে অগ্রসর হয়। আনন্দে উত্তেজনায় সুলতানের শরীর আলথালু। উজির ও ফৈজীর কাঁধে হাত দিয়ে সে চলেছে।]

সুলতান ॥ (যেতে যেতে) দুনিয়া যেন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল উজির। একজোড়া বেটা ! কম কথা ! আর আমি কারো তোয়াক্কা করিনে !

উজির ॥ আবার কিসের তোয়াক্কা হুজুর ! ইচ্ছে করলে এখুনি আমরা দেশের বিদ্রোহীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি জাহাঁপনা। যারে বলে ডবল শিক্ষা !

সুলতান ॥ শয়তানদের ডানা ছেঁটে দেব, পিষে মারব—হা হা, বুকে জোর পেয়ে গেছি রে ফৈজী, ডবল জোর!

ফৈজী ॥ হ, সেই মনমরা ভাবটা আপনার কাইট্যা গেছে হুজুর। হ, পোলার অভাবে বিদ্রোহ দমনের ইচ্ছাটা এতোকাল ডানাভাঙা চিলের মতো হুজুরের বুকের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে আছিল...অখন চিলটা উড়ব, ডাবল ডানায় ভর দিয়া উড়ব...

উজির ॥ ইচ্ছা করলে হুজুর এখন সাম্রাজ্য বিস্তারেও বেরুতে পারেন...

সুলতান ॥ আলবাৎ পারি! পারি না?

ফৈজী ॥ জী পারবেন না ক্যান? ডাবল পোলা, ডাবল গুড়া! সাম্রাজ্য বিস্তারে ডাবল গুড়া ছুটাইব! আটকায় কোন্ হালার পো হালা!

[পথ পরিক্রমা শেষ করে ওরা স্ট্যাচুর সামনাসামনি হতেই স্ট্যাচুর দুই মূর্তি নড়েচড়ে উঠল। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওখানেই পিঠোপিঠি বসে পড়ে। বসে দুটি সদ্যোজাত শিশুর মতো। তুলতুলে বাচ্চার মতো খুলবুল আওয়াজ করে, আঙুলটাঙুল চোষে।]

সুলতান ॥ (মুগ্ধ চোখে বাচ্চাদের দেখছে, শিহরিত হচ্ছে) আ-হা-হা উ হু হু...

উজির ও ফৈজী ॥ আহাহা উহুহু...

সুলতান ॥ কী দেখছিস, কী দেখছিস রে ফৈজী!

ফৈজী ॥ দেখতাছি, উ হু হু, হুজুর কিল্লা ফতে হইয়া গ্যাছে গিয়া...

সুলতান ॥ হি হি হি...ফৈজী রে, আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি রে...

ফৈজী ॥ তাই তো দ্যাখতাছি মালেক, এক লগে আপনের ডাবল-ডাবল রোমকূপ খাড়া হইয়া উঠতাছে!

সুলতান ॥ ওরে আমার কল্‌জে...ওরে আমার বংশের চেরাগ...(একটা বাচ্চাকে কাতুকুতু দেয়) কুতু...কুতু...কুতু...কুতু...

[বাচ্চাটার শরীর পাক খেয়ে উঠল। কেউ অবশ্য খেয়াল করল না—দ্বিতীয় বাচ্চাটার শরীরও একই রকম মোড়ামুড়ি খেল। প্রথম বাচ্চাটা হাসছে।]

সুলতান ॥ সাবাস বেটা, সাব্বাস!

উজির ॥ হুজুর, আপনার এই ছেলেটি বড়ই হাসিখুশি! হেসে কুটিপাটি!

ফৈজী ॥ যা কইছ উজিরমামু! এই লও চুষিকাঠি!

[ফৈজী নিজের বুড়ো আঙুল ধরে বাচ্চার মুখে।]

উজির ॥ আমি বলছি হুজুর, এই এক ছেলেই হাসিতে খুশিতে দুনিয়া গুলতান করে ছেড়ে দেবে জাহাঁপনা।

সুলতান ॥ গুলতান করবি! (বাচ্চার চিবুক ধরে) ওরে আমার গুলমহম্মদ! তোর নাম রাখি গুলমহম্মদ!

ফৈজী ॥ বা বা বা! খাসা নাম, গুলমহম্মদ! লও, চুষিকাঠি চোষ...

সুলতান ॥ কী নিবি কী নিবি বাপ গুলমহম্মদ...মোহর আসরফি দোয়াত-কলম না কামান বন্দুক তাজী ঘোড়া...কোন্‌টা নিবি...

[গুলমহম্মদ অদ্ভুত আওয়াজ ছাড়ে।]

ফৈজী ॥ গুড়া ! গুড়া ! ঐ দ্যাহেন হুজুর, জিবের ডগা টগবগ টগবগ নাচতাছে...গুড়ার মতো টগবগ...

উজির ॥ এ বেটা আপনার যোদ্ধা হবে, বড় যোদ্ধা হুজুর !

সুলতান ॥ দেব ঘোড়া, দেব বন্দুক, কামান...বাপজান, তুই হবি দেশের সুলতান !

ফৈজী ॥ কোলে তোলেন মালেক, দ্যাহেন কোলে চড়বার লাইগা উপুড় ধাপুড় করতাছে...

সুলতান ॥ আয় আয় বাপ গুল...(গলার মোহরের মালা খুলে গুলমহম্মদের গলায় পরায়।) আমার গুলু গুলু...

[সুলতান গুলমহম্মদের দু বগলে হাত ঢুকিয়ে কোলে তুলতে চায়। দেখা যায় উল্টোদিকে মুখ ফেরানো দ্বিতীয় বাচ্চাটাও সেই টানে কোলের দিকে সরে আসছে।]

সুলতান ॥ আরে আরে, ও আসে কেন ? ওকে ধরো না উজির...

উজির ॥ (দ্বিতীয় বাচ্চার বগলে হাত ঢুকিয়ে) এসো বাবুসাহেব, তুমি আমার কোলে চড়ো...

[সুলতান ও উজির দুই বাচ্চাকে কোলে তুলবার চেষ্টা করছে। টানাটানিই সার। এবার আর কেউ নড়ছে না, সুলতান ও উজির দুজনের জিব বেরিয়ে পড়ার দাখিল।]

ফৈজী ॥ কী হইল কি ! দুটা কচি পোলাপান তুলতে জিব বাইর্যা আসে ! মামু, জোরে টানো...হাঁইয়ো...মারে টান হাঁইয়ো...

উজির ॥ (হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে) ইয়া আল্লা !

সুলতান ॥ (হাঁপাচ্ছে) কী ! ব্যাপার কী !

উজির ॥ তাজ্জব ! কেয়া তাজ্জব ! হুজুর জোড়া বাচ্চা ! পিঠে পিঠে জোড়া !

সুলতান ॥ জোড়া !

উজির ॥ এই দেখুন, দুই বাচ্চার পিঠে পিঠে একাকার...একতাল মাংসপিণ্ড...দ্যাখ ফৈজী...

ফৈজী ॥ (তীক্ষ্ণ চোখে দেখে) খাইছে ! হাইফেনের মতো বাইন্ধ্যা রাখছে...

সুলতান ॥ খোদা ! এ তুমি কি করলে !

উজির ॥ মানুষ কখনো এই কিসিম হয় !

ফৈজী ॥ ক্যান হইব না মামু ? ক্যালা যদ জোড়া হইতে পারে, পোলা হইব না ক্যান ? মালেক, জোড়া ক্যালার মতো জোড়া পোলা হইছে আপনের।

সুলতান ॥ (কেঁদে ফেলে) জোড়াকলা !

উজির ॥ চোপ ! মোসাহেবটার সাহস দ্যাখো ! শাহাজাদাদের বলে কিনা জোড়াকলা !

ফৈজী ॥ (কান ধরে) গোস্তাকি মাপ কইর্যা দ্যান মালেক ! কী কইতে কী কইছি ! মালেক, আপনের এক বৃন্তে দুইটা কুসুম ফুটছে।

সুলতান ॥ (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) উজির ! আমি মুখ দেখাবো কী করে !

উজির ॥ বিচলিত হবেন না খোদাবন্দ। সিভিলসার্জনকে ডাক দিচ্ছি। দু সেকেণ্ডের মামলা। কাঁচি চালিয়ে ফাঁক করে দিয়ে যাবে।

[দ্বিতীয় বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে।]

ফৈজী ॥ কচিকাঁচারে কাঁচি মারবা মামু?

উজির ॥ চোপ। ওকে থামা।

[উজির চলে যায়।]

ফৈজী ॥ (দ্বিতীয় বাচ্চাকে) আ-আ-আ, কান্দে না...কান্দে না...তোমাগো ব্যবস্থা হইতাছে...কাঁচি আইতাছে...(সুলতানকে) হুজুর, ইয়ারে একটু চুমাটুম খাইবেন না? কাইন্দা ভাসায়...

সুলতান ॥ ধুৎ।

ফৈজী ॥ ধুৎ কইলে কি পুত শোনে। আসেন, মোহরের মালা-টালা দ্যান...

সুলতান ॥ ঐ তো দিলাম।

ফৈজী ॥ এক ছাওয়ালেরে দিছেন হুজুর...

সুলতান ॥ ঐ হ'লো। দুয়ে মিলেই তো এক।

ফৈজী ॥ জী না। একের মধ্যে দুই। পারসোনালিটি আলাদা। পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে ডাবল পারসোনালিটি মালেক।

[দ্বিতীয় বাচ্চা কাঁদছে।]

সুলতান ॥ নে নে, ব্যাটা নে...

[সুলতান মোহরের মালা পরিয়ে দেয় দ্বিতীয় বাচ্চার গলায়। বাচ্চা তবু কাঁদে।]

সুলতান ॥ থাম থাম। বাখোয়াজ কাঁহেকো। খামোশ।

ফৈজী ॥ ধমক দিবেন না হুজুর।

সুলতান ॥ বল্ বেটা বড় হয়ে কী নিবি, মোহর-আশরফি দোয়াত-কলম, না কামান-বন্দুক তাজী ঘোড়া।

[দ্বিতীয় বাচ্চা হাতমুঠি করে নাচায়।]

ফৈজী ॥ দোয়াত-কলম। দোয়াত-কলম। দ্যাহেন কি কায়দায় কলম ঘুরাইবার ফর্ম দেখাইতেছে। সুলতান, আপনের এ ছাওয়ালটা কালে কালে মস্তবড় কবি হইব।

সুলতান ॥ ধুৎ। সুলতানের ব্যাটা হবে কবি। মাথার কাছে দেশদ্রোহীরা রক্তচক্ষু পাকায়, আর ব্যাটা আমার কলম চালায়। ধুৎ। ধুৎ। ব্যাটা দিলে ঝুলিয়ে...

ফৈজী ॥ হইছে।

সুলতান ॥ কী হইছে।

ফৈজী ॥ হইছে, হইছে। নাম মিইল্যা গেছে! হুজুর, ঝুলমহম্মদ।

সুলতান ॥ ঝুলমহম্মদ।

ফৈজী ॥ হ হ। উয়ার নাম গুলমহম্মদ,...এ ঝুলায়, তাই ইয়ার নাম ঝুলমহম্মদ

[ঝুলমহম্মদ কাঁদছে।]

সুলতান ॥ আর চেল্লাসনে বাপ ঝুলমহম্মদ...আমার ঝুলু ঝুলু...মসনদে বসে বাপ, এমন কবিতা লেখো, যাতে বিদ্রোহীদের চড়া মেজাজ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ঝিমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে...

[গুলমহম্মদ হাসছে, ঝুলমহম্মদ কাঁদছে।]

উফ! ধর তো রে ফৈজী, এক কোপে দুটোরে ফাঁক করে দিই! দুটোকে দুই মহল্লায় বসিয়ে রাখ...

[সুলতান তলোয়ার বার করে।]

ফৈজী ॥ কি করেন হুজুর, এই তলোয়ার চালাইলে নির্ঘাৎ টিটেনাস!

সুলতান ॥ হয় হোক্! একটা হাসে, একটা কাঁদে...আর তো পারা যায় না!

ফৈজী ॥ হুজুর মালেক, আপনের ছাওয়াল আপনে কোপাইবেন, আমি তার কী কমু, তবে আমার মতে লগে লগে আছে, ঠিকই আছে...

সুলতান ॥ কী বলছিস রে ফৈজী! ঠিক আছে?

ফৈজী ॥ হ। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কইরলে সংকটে জড়াইবেন, মহাসংকট!

সুলতান ॥ ধুৎ!

ফৈজী ॥ মালেক, গোলমালটা বোঝেন একবার। আপনে দুয়োজনেরই মসনদে বসাইবেন কইছেন! বিচ্ছিন্ন কইরা, কারে ছাইড়া কারে বসাইবেন কন!

সুলতান ॥ উঁ! বলছিস গোলমাল বাঁধবে?

ফৈজী ॥ বাঁইধব না? দুই ভাইয়ে খুনাখুনি হইব। মসনদ ঐ শেয়াল-কুত্তার ভোগেই যাইব। কিন্তু এ দ্যাহেন একজন মসনদে বইসলে, ইনসিডেন্টালি দুয়োজনারই বসা হইব!

সুলতান ॥ হুঁ, তা বটে...কিন্তু...তা...ধুৎ! সে হয় না...

ফৈজী ॥ সুবিধাটা শোনেন হুজুর! দুই ভাই পিঠাপিঠি লগে লগে...একজন গোপনে আরেক জনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কইরতে পাইরব না! উল্টাদিকে...

সুলতান ॥ উল্টোদিকে!

ফৈজী ॥ একজন বিপদে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সাহায্যের হাত বাড়াইল। কোনো শলাপরামর্শের দরকার—দুই ভাই দুই ইঞ্চি ঘাড় হেলাইয়া সাইরা নিল। কিল্লায় চোর আইব...কোন্ পথে আইব...দুই ভাই দুই মুখ চাইয়া আছে। (সুলতান পরম মুগ্ধতায় হাসছে।) ধরেন গুপ্তঘাতক পেছন দিকে ছুরি মারবারে আইছে...ক্যামনে মারব...পেছন বইলা তো কিছু নাই...দুদিকেই ফ্রন্ট...

সুলতান ॥ থাক, তবে জোড়াই থাক্!

ফৈজী ॥ থাক্! দ্যাশ এক লগে ডাবল শাসক পাইব...যারে কয় দুইমুখো শাসক

সুলতান ॥ দুমুখো শাসক! ভালো?

ফৈজী ॥ ভালো না? এক মুখে হাসি, আর মুখে কান্না! জনগণ বুঝব, বাদশা দ্যাশের সমৃদ্ধিতে হাসতাছে—আবার দ্যাশের দুর্দশায় কান্দতাছে! এই যে যুগপৎ হাসিকান্না...ডাবল এক্সপ্রেশান্...এ যে শাসকের কতো প্রয়োজন,

কালে কালে মালুম হইব খোদাবন্দ...

[সিভিলসার্জন ঢোকে ব্যস্তভাবে। খালি গা, লুঙ্গিপরা। দু হাতে গ্লাভ্‌স। এক হাতে মস্তবড় কাঁচি।]

সিভিলসার্জন ॥ (বাচ্চাদের কাছে গিয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে) আঃ! পাওয়া গেছে! মোস্ট অ্যাশটনিশিং অ্যামেজিং কেস পাওয়া গেছে! ভেরি ভেরি নিউ কেস! (শূন্যে কাঁচি চালিয়ে) এক্সপেরিমেন্ট! এ থ্রিলিং এক্সপেরিমেন্ট! কে আছিস...যা, এক গামলা গরম পানি আর হাতমোছার গামছা নিয়ে আয়...

[সিভিলসার্জনের চোখ সারাক্ষণ বাচ্চাদের ওপর থাকায়—সে বুঝতে পারল না—সুলতানকেই আঙুল নেড়ে হুকুম দিল সে।]

সুলতান ॥ এটা কে? এখানে ঢুকেছে কার হুকুমে? নিকালো...

সিভিলসার্জন ॥ (মুখ তুলে, ঘাবড়ে) বন্দেগি জাহাঁপনা! আমি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত সিভিলসার্জন!

সুলতান ॥ কুর্তা কই তোর, কুর্তা?

সিভিলসার্জন ॥ (খেয়াল হয়) যাঃ! তাড়াহুড়োয় গোসলখানায় রয়ে গেছে! উজির বলল, জরুরি অপারেশন...

ফৈজী ॥ অপারেশনের এই প্রিপারেশান! সিভিলসার্জন, অপারেশান সাকসেস্‌ফুল হবে তো!

সিভিলসার্জন ॥ ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি!

ফৈজী ॥ শাহজাদারা বাঁইচবে তো!

সিভিলসার্জন ॥ পয়েন্ট জিরো জিরো টু পার্সেন্ট চান্স!

ফৈজী ॥ জিরো জিরো টু পারসেন্ট!

সিভিলসার্জন ॥ এক্সপেরিমেন্ট ফর্ এক্সপেরিমেন্টস্ সেক! দাঁড়াও, আগে মরফিয়া দিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে ফেলি...খোদাবন্দ আপনি চোখ বন্দ করুন...।

ফৈজী ॥ তুমি কাঁচি ব'ন্দ করো!

সিভিলসার্জন ॥ কেন?

ফৈজী ॥ ক্যান? হালার জিরো জিরো টু পার্সন্ট লইয়া আসছ কাঁচি মাইরতে! হালা বিচ্ছিন্নতাবাদী!

সিভিলসার্জন ॥ বিচ্ছিন্নতাবাদী! মানে!

ফৈজী ॥ মানে পয়লা মর্ফিয়া দিয়া আচ্ছন্ন কইর‍্যা, কাঁচি মাইর‍্যা করবা বিচ্ছিন্ন! আর তারপরই বাপমায়েরে করবা শোকাচ্ছন্ন! এই ছন্নছাড়া সিভিলসার্জনকে কী শাস্তি দিবেন হুজুর...

সুলতান ॥ খুলে নাও, ওর হাতের গ্লাভ্‌স খুলে নাও!

ফৈজী ॥ নিকালো গ্লাভ্‌স! গ্লাভ্‌স পইর‍্যা লুঙ্গির খুঁট সামলায়! নিকালো...

[সিভিলসার্জন দাঁত দিয়ে গ্লাভ্‌স খুলছে।]

সুলতান ॥ (বাচ্চাদের) যেমন আছো থাকো বাপজানেরা! তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠো!

তোমাদের হাতে সব তুলে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি মক্কায় গিয়ে উঠি...চল্ রে ফৈজী...

[সুলতান চলে গেল।]

ফৈজী ॥ তুমিও আসো বিচ্ছিন্নতাবাদী!

[সিভিলসার্জনকে টেনে নিয়ে ফৈজীও চলে গেল।]

ঝুলমহম্মদ ॥ (দুধের বাচ্চার আধো বুলিতে) আ...আ...আব্...আব্বা আব্বাজান তোকে কী দিয়ে গেল রে ভাই গুলমহম্মদ?

গুলমহম্মদ ॥ (ভাই-এর স্বরেই) আগে তোত্‌তা বল্!

ঝুলমহম্মদ ॥ আমায় এত্‌তা মোহরের মালা!

গুলমহম্মদ ॥ মাত্তর এত্‌তা! আমায় হাজারতা মালা!

ঝুলমহম্মদ ॥ থত্যি! (কান্না জুড়ে দেয়) আমাল এত্‌তা কেন? আমি নেব না...যাও...

[ঝুলমহম্মদ গলার মালা ফেলে দিতে উদ্যত।]

গুল ॥ (পেছনে হাত বাড়িয়ে) দে আমি ফেলে দিচ্ছি ভাই...তুই দূলে...

[মোহরের মালাটা নিয়ে]

যাঃ, ঐ ফেলে দিলুম!

[নিজের গলায় পরে মিচকে হাসল। বলা বাহুল্য ঝুলমহম্মদ দেখতে পেল না।]

থুলতান তোকে কতা হাম্মি খেয়েচে রে ভাই ঝুলমহম্মদ?

ঝুল ॥ (ঠোঁট ফুলিয়ে) আব্বাজান হাম্মি খায়নি তো!

গুল ॥ থে কী! আমাল দু গালে একশোটা খেলো!

ঝুল ॥ থত্যি! (হাত পা আছড়ায়) সুলতান পাত্‌শিয়ালিতি করছে...পাত্‌শিয়ালিতি করছে...

গুল ॥ ঝুলু, তোল্ বুলবুলি আছে?

ঝুল ॥ না তো গুলু!

গুল ॥ এত্‌তাও নেই!

ঝুল ॥ তোল্ আছে?

গুল ॥ আমাল দু হাতে দুতো আছে! কী মজা! হাতেল ওপলে খেলা করছে...কী মজা! নাচ বুলবুলি, নাচলে...

ঝুল ॥ ইস্! গুল মালছে! গুলবাজ কোথাকার!

গুল ॥ বেশ! গুল মারছি, ভাল করছি...এই বুলবুলি, তুই ঝুলটার দিকে যাবি না, অ্যাঁ? তুই আমার মাথায় বোস্...অ্যাঁ...

[ঝুল সন্তর্পণে পেছনদিকে গুলের মাথায় হাত দিয়ে বুলবুলি খোঁজে। ধূর্ত গুলমহম্মদ ইতিমধ্যে নিজের দু হাতের আঙুল মাথায় রেখে পাখির ডানার মতো দোলাচ্ছে। কৌতূহলে ঝুলমহম্মদ অস্থির হয়।]

ঝুল ॥ কই দেখি...

[ঝুলমহম্মদ দেখবার জন্যে ঘোরে। পিঠ-পিঠ লটকে থাকার ফলে

গুলমহম্মদও ঘুরে যায়। কেউ কারো মুখোমুখি হচ্ছে না।]

ঝুল ॥ কই, বুলবুলি কই! দে, এত্‌তা দে ভাই...এত্‌তা দে...

গুল ॥ এই তো! এই তো! নে না, ধল্‌ না...ধল্‌! পালে না! এই তো...এই তো...

[গুলমহম্মদ ও ঝুলমহম্মদ কুমোরের চাকের মতো ঘুরতেই থাকে। আলো নেভে।]

দুই

[ফৈজী দর্শকদের সামনে।]

ফৈজী ॥ (দর্শকদের প্রতি) তো বাইড়া উঠে...দিনে দিনে বাইড়া উঠে ঝুল-গুল! ডাবল স্পীডে বাইড়া উঠে! হ, গুড়ার বাচ্চার মতো তাড়াহুড়ায় হাই জাম্প দিয়া দিয়া বাইড়া উঠে!...কী কমু জনাব, উয়াদের মধ্যে বাইড়া ওঠনের এমন একটা তাগিদ আছে...এমন একটা আশ্চর্য প্রেরণা আছে...দ্যাহেন, যহন দাঁত গজাইবার কথাই নয় তহনই গজাইল, যহন বুলি ফোটনের কথাই নয়, ফুইটা গেল! ঐ ভেতরের কারবাইট তাগো অকালে পক্ব বানাইয়া দিল...হ, অকালে পরিপক্ব!

[ফৈজী বেরিয়ে যায়। আলো পড়ে বেদীর ওপর। ঝুল-গুল পিঠোপিঠি বসে আছে। ঝুলের হাতে কাগজ কলম। সে কিছু লেখার চেষ্টা করছে। গুল পেছন থেকে চিমটি কাটছে। লেখা এগুচ্ছে না। লিখতে গেলেই চিমটি। ঝুল কাঁদছে। বাঁদি বেদানা তালি দিতে দিতে ঢুকল।]

বেদানা ॥ না-না-না...কাঁদে না, কাঁদে না! লোকে নিন্দে করবে! না-না-না...কী হয়েছে...কী হয়েছে শাহ্‌জাদা...

ঝুল ॥ চিমটি কাটছে কেন?

বেদানা ॥ (গুলকে) তাই? ভাইকে চিমটি কেটেছ শাহ্‌জাদা!

[গুল মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ে।]

ঝুল ॥ একটা কবিতা লিখবো...যেই একটু ভাব আসছে...অমনি চিমটি! সব ভাব চলে যাচ্ছে! অন্তমিল গরমিল হয়ে যাচ্ছে!

বেদানা ॥ খুব অন্যায়! দাঁড়াও ভাইকে মেরে দিচ্ছি! এই মেরে দিলুম...

[বেদানা আড়ালে হাতে হাতে তালি বাজিয়ে মারের ঢং করে।]

নাও, তুমি কবিতা লেখো শাহজাদা!

[ঝুলমহম্মদ হেসে লেখায় মন দেয়।]

গুল ॥ বোকাটা হাসছে দ্যাখো! আরে আমাকে তো মারেইনি!

ঝুল ॥ ঐ তো মারল!

গুল ॥ তুই দেখেছিস!

ঝুল ॥ অ্যাই বেদানা, তুমি ওকে মারলে না!

বেদানা ॥ হুঁ, বাঃ, মারলুম না ?
গুল ॥ (বেদানাকে) কই মারলে ! (ঝুলকে) ঐ দ্যাখ, বাঁদি চোখ মারছে !
বেদানা ॥ উঃ ! জোড়া বাচ্চার একটা যেমন চালাক, আর একটা তেমন ঝুলস্য ঝুল !
ঝুল ॥ বেদানা...
বেদানা ॥ বলো শাহ্জাদা...
ঝুল ॥ আমার ভাব আসছে না ! আমায় ভাব এনে দাও বেদানা...
বেদানা ॥ কি করলে তোমার ভাব আনা যায়, বলো শাহাজাদা...বাঁদি তাই করবে !
ঝুল ॥ চলো...ঐ ফুলবাগিচায় গুলমোহর গাছের নিচে চলো ! তুমি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাব ডেকে আনবো...আর তুমি আমার মুখে এগিয়ে দেবে—
বেদানা ॥ দুধের বাটি ?
ঝুল ॥ না রে বাঁদি, শরাবি পেয়ালা !
বেদানা ॥ বাব্বা ! বাচ্চার পেটে পেটে এতো !...বেশ তাই চলো...

[ঝুল উঠতে যায়। গুল এঁটে বসে থাকে।]

ঝুল ॥ ঐ দ্যাখো, উঠছে না !
বেদানা ॥ শাহজাদা গুলমহম্মদ, উঠে এসো। এখানে ঝুলভাই-এর ভাব আসছে না, চলো, গুলমোহরের নিচে বসি...
গুল ॥ ফোট্ ! বসে থাকতে আমার ভাল্লাগে না !
বেদানা ॥ না লাগলেও এসো...
গুল ॥ লাগে না, যাবো কেনরে বাঁদি ?
বেদানা ॥ বাঃ, তুমি না গেলে ঝুলভাই যায় কী করে ?
গুল ॥ তার আমি কি জানি ! আমি এখন শাম্পানে চড়ে মোতিঝিলে হাওয়া খাবো !
বেদানা ॥ (স্বগত) তখন সিভিলসার্জন কেটে দিতে গেল...মুখপোড়া ফৈজীটা বাদ সাধলো ! এখন বোঝো। (গুলকে) ওরকম করতে নেই শাহজাদা। ঝুলভাই-এর এখন কবিতা লেখার মন হয়েছে...
গুল ॥ আচ্ছা, ঝুলের জন্যে যে খুব পেয়ার !
বেদানা ॥ আমি তো তোমাদের দুজনকেই পেয়ার করি শাহজাদা !
গুল ॥ আমি সে পেয়ারের কথা বলছিনে বাঁদি !
বেদানা ॥ তবে কোন্ পেয়ার... ?
গুল ॥ নেকী ! বোঝো না !
বেদানা ॥ (শিহরিত হয়) মাগো ! কী বলতে চায় ? এ তো বাচ্চার কথা বলে মনে হচ্ছে না... !
গুল ॥ বেদানা...
বেদানা ॥ (কাঁপা গলায়) বলো...
গুল ॥ তোমার ঠোঁট দুটো বেদানার মতো টুকটুকে...
বেদানা ॥ (অস্ফুট গলায়) আল্লা, যা ভাবছি তাই ?

গুল ॥ চলো আজ রাতে শাম্পানে চড়ে স্ফূর্তি করিগে বেদানা...আমি তোমাকে সোহাগ করব!

বেদানা ॥ (শিহরিত হয়ে) দুধের বাচ্চা কাঁপিয়ে দিলো যে!

গুল ॥ ভাবছ আমি খুব বাচ্চা!

বেদানা ॥ তাতে কী আছে শাহ্‌জাদা! বাচ্চার পেয়ারই তো সাচ্চা! এই বয়সেও শাহ্‌জাদার মনে আমি রঙ ধরাতে পেরেছি! আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল যে! (থেমে) শাহ্‌জাদার সঙ্গী হতে পারি। তার আগে শাহ্‌জাদাকে একটা কথা দিতে হবে—

গুল ॥ কথা কি বলছ, মাথা মুড়িয়ে দেব তোমার পায়ে...

বেদানা ॥ শাহজাদা যখন সুলতান হবে, আমি হব তার বেগম!

গুল ॥ আলবাৎ! বেদানা, আমার বেদানা আঙুর কিসমিস...

বেদানা ॥ (নিবিড় গলায়) প্রিয়তম তবে চলো, আজ ঝিলের জলে বেহস্তের হুরপরীরা নাইতে নামবে আর আশমানে উড়তে থাকবে তারার ফুলে সেলাই করা তাদের গায়ের ওড়না...চলো, চলো গুল...

গুল ॥ (গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঝুলকে) অ্যাই, ওঠ্ না!

ঝুল ॥ (এতোক্ষণ চুপ করে ছিল) এঁঃ! উনি প্রেম করতে যাবেন...আমাকে ওঁর পেছনে ছুটতে হবে! মাইরি!

গুল ॥ যাবি না, যাবি না তো!

ঝুল ॥ না। আমার ভাব এসে গেছে! আমি এখন লিখবো!

গুল ॥ ঠিক আছে। শাম্পানে বসে লিখবি, আমরা তোকে ডিসটার্ব করব না! একমনে লিখিস...

ঝুল ॥ হুঁ, আমি একমনে লিখবো, তুমি ওদিকে একমনে...ওসব হবে না!

গুল ॥ (কনুই-এর গুঁতো মারে ঝুলকে) ওঠ্! ওঠ্ বলছি!

ঝুল ॥ উঁহু!

গুল ॥ শালাকে একবার সামনে পাই! মেরে লাশ বানিয়ে দেব!

ঝুল ॥ সামনে পাবি কি করে!

বেদানা ॥ সিভিলসার্জনকে ডাকবো?

ঝুল ॥ ডাকো না! আমি কাঁচি চালাতে দিলে তো!

বেদানা ॥ এ তোমার ভারি অন্যায় ঝুলভাই! গুল যদি স্বাধীনতা চায়...

ঝুল ॥ তুই চুপ কর্ বাঁদি! ভেবেছিস বেগম বনবি! ঐ গুলবাজ তোকে বেগম বানাবে! বেগম যদি হতে চাস, ঘুরে এদিকে আয়। আয়...আয় রে আমার ভাবের হুরপরী...

[গুলমহম্মদ পেছনে হাত বাড়িয়ে ঝুলের গলা টিপে ধরল। ঝুলও ধরল গুলের গলা। দুজনে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।]

বেদানা ॥ সিভিলসার্জন! সিভিলসার্জন!

[বেদানা ছুটে বেরিয়ে গেল। আলো নিভল।]

তিন

[উত্তেজিত সুলতান ঢোকে। পেছনে উজির।]

সুলতান ॥ অপারেশন ! অপারেশন ! না না, অপারেশন ছাড়া কোনো পথ নেই !

উজির ॥ জী ! আমি গোড়াতেই বলেছিলাম !

সুলতান ॥ দুটোকে আলাদা করে না দিলে গলা টেপাটেপি করে দুটোই মরবে যে !

উজির ॥ জী হাঁ, পৃথক না করে দিলে অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবে !

সুলতান ॥ স্বাধীনতা ! দেহমনের স্বাধীনতা ছাড়া কারুর পক্ষে বেড়ে উঠা সম্ভব না উজির !

উজির ॥ জী, তার চেয়ে বড় কথা হ'লো প্রাইভেসি ! প্রাইভেসি না থাকলে মানুষ আর জানোয়ারে তফাৎ কি ? শাহ্‌জাদা গুলমহম্মদ বিশেষ কারণে একটু প্রাইভেসি চাইছেন। ঘন ঘন বন্ধনমুক্তির আর্জি জানাচ্ছেন। তাই বলছিলাম হুজুর...

সুলতান ॥ বলাবলির কিছু নেই। আজই কেটে দাও, এখুনি...

[বান্দা ১ এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।]

বান্দা ॥ (পত্র বাড়িয়ে) শাহ্‌জাদা ঝুলমহম্মদের আর্জি !

[উজির পত্র নিল। বান্দা চলে গেল।]

সুলতান ॥ কি...কি লিখল ঝুল ? সেও কি বন্ধনমুক্তি চাইছে ?

উজির ॥ (পত্রে চোখ রেখে) না হুজুর। জোড় বেঁধেই থাকতে চাইছেন।

সুলতান ॥ সে কি ! গুল বলছে কাটতে, ঝুল বলছে না-কাটতে ! পড়ো তো কি লিখেছে, পড়ো !

উজির ॥ (পত্র পড়ছে) আব্বাজান, আমি খবর পেয়েছি...বাঁধন ছাড়া পেলেই গুলভাই বেদানাকে নিয়ে দেশছাড়া হবে।...আর আমি বেদানাকে দেখতে পাবো না। বেদানাকে দেখতে না পেলে, আমার ভাবের দেখা পাবো না। আমার কাব্য হারিয়ে যাবে। আব্বাজান, আমার স্বার্থে কবিতার স্বার্থে তুমি আমাদের বাঁধন ছিন্ন ক'রে দিয়ো না...

[ফৈজী একটু আগেই ঢুকেছে। পত্রটার কিছুটা শুনেছে। এবার সে এগিয়ে এলো।]

ফৈজী ॥ সবার স্বার্থেই এ আর্জি রাখা উচিত সুলতান !

সুলতান ॥ ফৈজী বুড়বক, তুই আমায় কি গাড্ডায় ফেললি বুঝতে পারছিস !

ফৈজী ॥ হুজুর মা বাপ, গাড্ডায় এখনো পড়েন নাই, কিন্তু কাঁচি চালাইলে রক্ষা নাই ! তখুনি দুইজনে মুখোমুখি হইব...আর মুখোমুখি হইলেই খুনাখুনি !

উজির ॥ আরে সে তো এখনো হচ্ছে !

ফৈজী ॥ না, এখনো হয় নাই মামু। এখন উল্‌টা দিকে হাত ঘুরাইয়া বড়জোর ধস্তাধস্তি করা যায় ! জোড় অবস্থায় বড়জোর গুঁতাগুঁতি...বেজোড় হইলেই পুরা হত্যাকাণ্ড ! আমার মতে হুজুর, যে যে পজিশনে আছে, সেইটাই

সেফেস্ট পজিশন ! ইয়ারে কয় সংযুক্ত ফ্রন্ট !

সুলতান ॥ চুপ কর্ ! (হাহাকার করে) কী হ'লো, এ আমার কী হ'লো উজির ! একসঙ্গে দুটো ছেলে হ'লো, ভাবলুম সব হ'লো !

ফৈজী ॥ সবই তো হইছে !

সুলতান ॥ চোপ ! তোরে দেখলে আমার মাথায় লু বইছে ! সরে যা ! ওদিকে দেশদ্রোহীরা যদিবা ভড়কি খেয়ে একটু থমকে আছে—এদিকে দুটো ছেলের একটা বলে কাটো...একটা বলে কেটো না...কার আর্জি শুনব ?

ফৈজী ॥ আচ্ছা, ঐ যে মৌলভীসাহেব আসতাছেন। মৌলভীসাহেব যা বলেন তাই করেন হুজুর। কাটাকাটির ব্যাপারে শাহজাদাদের গৃহশিক্ষকের মতটাই আমরা মাইনা নেব হুজুর...

[খানকয় মোটাসোটা কিতাব বগলে নিয়ে চোখে ঠুলিপরা থুত্থুড়ে মৌলভী লাঠি ঠুকতো ঠুকতে ঢোকে।]

মৌলভী ॥ মাইনা... ? কে নিবি মাইনা ? মাইনার কথা কে বল্লি বাপ ? তিন মাসের মাইনা পাই না ! তোরা একটু সুলতানেরে বলবি, বিনা দানাপানি ছাগলও পোষা যায় না। মাস্টার কি ছাগলও নয় ? কে আছিস বাপ, সাড়া দে।

উজির ॥ মৌলভীসাহেব দেখি আজকাল মানুষজন একেবারেই ঠাওরাতে পারেন না।

মৌলভী ॥ চোখে পারি না। সবসময় টিভির পর্দার মতো একখানা জাল চোখের সামনে নাচানাচি করে। এই লাঠিই ভরসা। হাইট মেপে চিনতে পারি।

[উজিরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লাঠি বুলিয়ে]

ছ ফুট দেড় ইঞ্চি দু গিরো। তুমি তো উজির ! মাইনাটা কবে হবে উজির ? বাপ একটা কথা বলি, যা আমার মাইনা, দেবে তার দ্বিগুণ। হুঁ, যেহেতু একসঙ্গে দুজনকে পড়াচ্ছি...(ফৈজীর গায়ে ধাক্কা লাগে) ইনি কে ? (লাঠি দিয়ে ফৈজীকে মেপে) তিন ফুট চব্বিশ ইঞ্চি আড়াই গিরো...এ তো সেই প্যাঁচবাঁধানো লোকটা ! ফৈজী ! এই ছাগলটাই দেশটারে ডোবালো। তোর পাশে কে রে ? (সুলতানের গায়ে লাঠি বুলিয়ে) হারামি ধাঙড়টা এখানে কী করছে রে ! আমার গোসলখানায় ঝাড়ু দেবে কে ? যা যা, ফিনাইল ছড়াগে যা...নইলে মাইনা পাবি না...যা !

[সুলতানের পিঠে লাঠির গুঁতো মারে।]

ফৈজী ॥ আরে আরে ! করেন কী ! মৌলভীসাহেব, বাদশা !

মৌলভী ॥ চার ফুট তেরো ইঞ্চি পৌনে গিরো। ধাঙড় ! ধাঙড় !

ফৈজী ॥ ধোর ! দুই মানুষের এক হাইট হয় না ! হাইট বাইড়তে কইমতে পারে না কইছেন !

মেলৌভী ॥ না, বাড়তে পারে না ! বাদশার এখন কমের দিকে, বাড়ের দিকে না ! তাছাড়া কালও আমি মেপে গেছি। মাপে এক চুলেরও তফাৎ হবার নয়—

ফৈজী ॥ তবে ঐ চুলেরই তফাৎ হইছে। বাদশা শ্যামপু করছেন।

মৌলভী ॥ শ্যামফু !

[মৌলভী লাঠির ডগা দিয়ে সুলতানের চুলে আস্তে আস্তে বাড়ি মারে।]

মৌলভী ॥ হুঁ, চুল কেঁপেছে। তাই হিসাবে গোলমাল। সুলতান, বেটা, ধাণ্ডড় বলেছি বলে গুণা নিয়ো না। আমি তোমার ছেলেদের পড়াই, তোমাকেও পড়িয়েছি, তোমার বাপকেও...তোমার ঠাকুর্দাকেও পড়াবার কথা ছিল...তা আমি তখন নাবালক, তোমার ঠাকুর্দা ঢ্যাঙা তালগাছ...পড়া ভুল করলে আমি তার কান মুলতে পারতুম না...লাফিয়ে লাফিয়ে কান ধরতে হ'তো...ঢের পরিশ্রম হচ্ছিল আমার...তাই ছেড়ে দিয়েছিলুম। প্রাইভেট টিউটরের ওপর রাগতে নেই বেটা ! কী হ'লো সুলতান, চুপ কেন ? এনি প্রব্লেম ?

সুলতান ॥ বড় ধন্দে পড়েছি মৌলভীসাহেব। গুলের আর্জি কাটো, ঝুলের আর্জি কেটো না। তোমার বিবেচনায় কি বলে, ঝুলগুলকে কি অপারেশন করব ?

মৌলভী ॥ ফ্রম মাই পয়েন্ট অব ভিউ, না করলেই ভালো হয়।

উজির ॥ কেন ? কেন ?

মৌলভী ॥ অপারেশনে দুজনে পৃথক হয়ে যাবে, দুর্জনকে পৃথক পৃথক পড়াতে হবে। পৃথক পৃথক সময় নষ্ট হবে আমার। এ একসঙ্গে আছে, এক'টাইমে দুজনকেই সেরে ফেলছি। হাফ টাইম, ডবল মাইনা। টিউটোরিয়ালে ছাত্তর পড়ানোর এ সুযোগ কেড়ে নিয়ো না সুলতান !

ফৈজী ॥ যান, হইয়া গ্যাছে, মত পাইয়া গেছি !

সুলতান ॥ কী করব, আমি যে কী করব উজির ? কবে যে মক্কায় যাবো...

[উজিরের কাঁধে হাত দিয়ে সুলতান চলে যায়।]

ফৈজী ॥ (মৌলভীকে) চোখে নজর নাই, বগলে কিতাব ! কোন্‌টা ভূগোল কোন্‌টা গণ্ডগোল বোঝেন ক্যামনে...

মৌলভী ॥ মাপে বুঝি রে ছাগল, হাইটে বুঝি !

ফৈজী ॥ হাইটে বই বুঝেন ?

মৌলভী ॥ সবচেয়ে নিচুখানা টেক্সটবই, সবচেয়ে উঁচুখানা নোটবই বুঝলি রে পাঁঠা ?

ফৈজী ॥ যান, হইয়া গ্যাছে। পড়ান গিয়া।

[ফৈজীর প্রস্থান। মৌলভী বেদীর সামনে এলো।]

মৌলভী ॥ কই, আমার ঝুলগুল কই,...আমার টিউটোরিয়াল কই...আমার হাফটাইমে ডবল মাইনে কই...বয়েজ ! বয়েজ !

[পিঠোপিঠি ঝুলগুলের প্রবেশ।]

ঝুল ও গুল ॥ (হাত তুলে) প্রেজেন্ট স্যার !

মৌলভী ॥ আজ পয়লা দফায় হবে ফার্সি এরিথমেটিক। না পারলে হাইবেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড়াতে হবে। গুল বলো...

গুল ॥ বলুন স্যার...

মৌলভী ॥ আশি মন এক জামরুল গাছে...
এক রত্তি এক ভীমরুল নাচে...

দিন খায় দেহের ওজন...
কদ্দিনে হয় ফল ভোজন... ?
...দেড় মিনিট সময়। ফার্সি নিয়মে আনসার দাও গুল ! বাট নো গুল ! গুল দিলেই কিন্তু ধরে ফেলব !

গুল ॥ তাহলে পারব না !

মৌলভী ॥ কেন পারবে না ? কালই পড়িয়ে গেছি !

গুল ॥ আপনি ঝুলভাইকে পড়িয়েছিলেন স্যার !

মৌলভী ॥ টিউটোরিয়াল ক্লাস ! একজনকে পড়ানো মানে দুজনের শোনা !

গুল ॥ ওর পড়া আমি কোনোদিনই শুনি না স্যার !

মৌলভী ॥ কেন শোনো না ?

গুল ॥ সেটা কি উচিত ! ও আমার ভাই...আমার মায়ের পেটের ভাই...পিঠোপিঠি ভাই...আমি যদি ওর খাবার খেয়ে নিই...ও খাবে কী ? যদি ওর পড়া শিখে নিই...ও শিখবে কী ? বলুন স্যার...

মৌলভী ॥ ভেরি গুড ! মার্ভেলাস আনসার ! বাছা গুলমহম্মদ, তোমার ভ্রাতৃপ্রেমের ফটো তুলে ঘরে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা উচিত ! মহান শিক্ষকের মহান ছাত্র তুমি !

[গুল মৌলভীকে সেলাম দেয়।]

তা হ্যাঁ বাছা গুল, শুনছিলুম তোমরা নাকি ছিন্নভাগ হতে চাইছ ! তুমি নাকি কাটার আর্জি জানিয়েছ !

গুল ॥ সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার। আল্লার ইচ্ছায় আমাদের এই জোড় বাঁধা...এ জোড় ভাঙবো না...ভাঙবো না...

মৌলভী ॥ ফ্যানটাসটিক ! ফ্যানটাসটিক !

গুল ॥ হ্যাঁ, স্যার। ভিন্ন হয়ে গেলে ফার্সি এরিথমেটিক ওর ঘাড়ে বেমালুম চাপাবো কি করে ? হাইবেঞ্চে কান ধরে দাঁড়ানো ঠেকাবো কি করে ?

মৌলভী ॥ একসেলেন্ট ! একসেলেন্ট ! (থেমে) কী বললে কথাটা ?

গুল ॥ বলছি এবার ঝুলভাইকে জিজ্ঞেস করুন স্যার !

মৌলভী ॥ হ্যাঁ, ঝুল বলো...

ঝুল ॥ (ভাববিহ্বল গলায়) জামরুল গাছে...

মৌলভী ॥ হ্যাঁ...

ঝুল ॥ ভীমরুল নাচে...

মৌলভী ॥ নাচে...

ঝুল ॥ কী নাচ নাচে ? কত্থক না কুচিপুদি !

মৌলভী ॥ কুচিপুদি !

ঝুল ॥ হুম্ ! আসছে ! আসছে !

মৌলভী ॥ কী...কে আসছে বাপ ঝুলমহম্মদ ?

ঝুল ॥ ভাব আসছে স্যার, ভাব !

মৌলভী ॥ উঁ... ?

ঝুল ॥ জামরুল বনে ঝড় উঠেছে...

মৌলভী ॥ ঝড় !

ঝুল ॥ দে দোল দে দোল ...
বনে বনে আজ ওঠে সোরগোল...
জামরুল ডালে দে দোল দোল
দোলে সাদা ফল বাতাসের তোড়ে
নীল ভীমরুল কোথায় যায় উড়ে

মৌলভী ॥ কদ্দিনে শেষ হবে ফলভোজন ?

ঝুল ॥ ভোজনের কথা মনে নাহি পড়ে।

মৌলভী ॥ নাহি পড়ে !

ঝুল ॥ ভীমরুল কখনো জামরুলে হুল ফোটাবে না স্যার...ফোটাতে পারে না !

মৌলভী ॥ ফার্সি এরিথমেটিকে !

ঝুল ॥ ফার্সি এরিথমেটিকেও পারে না ! ভীমরুল যে শিল্পী স্যার, নৃত্যশিল্পী !

মৌলভী ॥ দাঁড়া, হাইবেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড়া...
[গুল হাসছে। ঝুল বেদীতে কান ধরে দাঁড়াতে যায়—গুলের পিঠে টান ধরে।]

গুল ॥ (আর্তনাদ করে) উরিরি...

মৌলভী ॥ (লাঠি তুলে) কই হাইট তোল্...এই পর্যন্ত উঠবে মাথা...তোল্ হাইট তোল্...
[ঝুল চেষ্টা করে। গুল আর্তনাদ করে।]
কি হ'লো রে গুল, তোর কি শূলবেদনা চাপলো ?

গুল ॥ শাস্তি পাল্টান স্যার ! কান ধরে হাইবেঞ্চ পাল্টান...

মৌলভী ॥ না, না...ঐটেই থাকবে ! তোল্ ঝুল...হাইট তোল্ ঝুল...

ঝুল ॥ কী করে তুলব স্যার ! ও উঠছে না !

মৌলভী ॥ তাতে তোর কি ? তুই উঠবি তাই ওঠ ! তোল্ হাইট তোল্...

গুল ॥ (মৌলভীর ওপর খিঁচোয়) দূর ! ও উঠতে গেলে আমাকে উঠতে হয় না ? শাস্তি পাল্টান !

মৌলভী ॥ ঠিক আছে, কান ধরে ওঠবোস কর্ ঝুল !
[ঝুল ওঠবোস করতে যায়। গুলের প্রাণান্ত হয়।]

গুল ॥ আরে দূর ! দূর ! এই বুড়ো...

মৌলভী ॥ একেও অসুবিধে হচ্ছে ?

গুল ॥ হচ্ছে না ! তোমার পিঠে আমি ঝুলি, দেখো তোমার অসুবিধে হয় কিনা !
[গুল মৌলভীর পিঠ খামচে ধরে।]
করো, ওঠবোস করো...
[মৌলভীর অবস্থাও সঙ্গীন। কাঁচি হাতে সিভিলসার্জন ঢুকে মৌলভীর কানে কানে বলে—]

সিভিলসার্জন ॥ কেটে দেব !
মৌলভী ॥ কে রে, কী বলছিস ?
সিভিলসার্জন ॥ বলছি, কেটে দেব ?
মৌলভী ॥ কাঁচি আছে সঙ্গে ?
সিভিলসার্জন ॥ সঙ্গেই থাকে !
মৌলভী ॥ আর কথা না বাড়িয়ে শিগগির কাট !
সিভিলসার্জন ॥ (আনন্দে লাফিয়ে) নাউ মাই এক্সপেরিমেন্ট,...আই হ্যাভ গট দ্য চান্স ! চান্স হ্যাজ কাম মাই ওয়ে...অ্যাট লাস্ট !

[সিভিলসার্জন কাঁচি বাগিয়ে এগুতে গুলের ল্যাং খেয়ে ছিটকে পড়ে।]

গুল ॥ ঝুলভাই, কাটতে দিবিনে। একা পেলে তোকেও ওঠবোস করাবে, আমাকেও করাবে !

[সিভিলসার্জন হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল ওদের দিকে। ঝুলগুল দু ভাই পা ছুঁড়তে লাগল। আলো চলে গেল।]

চার

[দুই বান্দা ধামসা পেটাতে পেটাতে ঢুকল এবং হাঁক পাড়তে লাগল।]

১ম বান্দা ॥ দেখুন দেখুন শিকার দেখুন...শিকার...
২য় বান্দা ॥ বাঘ ভালুক সিংহ সম্বর...
১ম বান্দা ॥ শুনুন তাদের চিৎকার...মর্মান্তিক হাহাকার...
২য় বান্দা ॥ বন্দুকের খেলা দেখুন, গোলাগুলির তৎপরতা...
১ম বান্দা ॥ মাথা ঘুরে যাবে, সব মাথা !
২য় বান্দা ॥ শিকার...শিকার দেখে যান...
১ম বান্দা ॥ দেখে যান ঝুল-গুলের অত্যাশ্চর্য শিকার অভিযান...

[বান্দারা বেরিয়ে গেল। সুলতান উজির ও ফৈজী ঢুকল।]

সুলতান ॥ পারবে তো উজির, ছেলেরা পারবে তো বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়তে !
উজির ॥ কেন ঘাবড়াচ্ছেন মালেক, ছেলেরা আপনার যথেষ্ট লায়েক হয়েছে !
সুলতান ॥ আরে এ বনে নরখাদক বাঘ আছে ! যদি...
উজির ॥ থাকুক না ! শাহ্‌জাদা গুলমহম্মদও আছে ! বন্দুকে অতো বড় ওস্তাদ দেশে ক'জন আছে বলুন তো...
ফৈজী ॥ হাতে কি টিপ ! হায় হায় ! সহজেই জানোয়ারের কপালে টিপ পরাইয়া দিব, হ।
সুলতান ॥ কিন্তু ঝুলমহম্মদ ! সে তো বন্দুক ধরতেই জানে না !
ফৈজী ॥ নাই বা জাইনল ! দোয়াত-কলম আছে !
সুলতান ॥ দোয়াত-কলম !
ফৈজী ॥ কাইব্য আছে ! সুরেলা কণ্ঠ আছে ! সে তো আরো বড় শিকারী...

উজির ॥ সত্যি সুলতান! শাহজাদা ঝুলমহম্মদের পদ্যপাঠ শুনে পাগলা হাতিও শুঁড়খানা স্রেফ লেজের মতো গুটিয়ে ঝিম ধরে বসে পড়ে...

ফৈজী ॥ যেই বসা সেই ছুটব শাহজাদা গুলমহম্মদের গুলি! এ ঝিম ধরাইব, ও গোলা ছুঁড়ব! মামু, ইয়ারেই কয় টু-ইন-ওয়ান!

[ডাক্তারি ব্যাগট্যাগ নিয়ে সিভিলসার্জন ঢোকে। পেছনে জ্বলন্ত গড়গড়া নিয়ে বান্দা। গড়গড়ার নলটা বিশাল লম্বা।]

সিভিলসার্জন ॥ চলুন জাহাঁপনা, ঐ শালগাছটায় উঠি। শালগাছে চড়ে আমরা শাহজাদাদের শিকারখেলা অবজার্ভ করি।

সুলতান ॥ না না, গাছে না, নিচেই থাকব আমরা। পাশেই থাকব। বুঝতে পারছ না, যদি ওরা বিপাকে পড়ে! যদি হাতির তাড়া খেয়ে ছুটতে না পারে...

সিভিলসার্জন ॥ আপনি কিছু ভাববেন না জাহাঁপনা। ব্যাগে কাঁচি আছে। ছুটতে না পারলেই কেটে দেব।

ফৈজী ॥ কাইটা দিবে!

সিভিলসার্জন ॥ হ্যাঁ, ঐ এমারজেন্সির অবস্থায় আমি কারুর বাধা মানব না! সুলতান বললেও না!

ফৈজী ॥ ইয়ার কাঁচিটা অবিলম্বে কাইড়া লইবার দরকার হুজুর! খালি কাটনের তাল!

সুলতান ॥ সিভিলসার্জন, জোড়া লাগাতে শেখো...জোড়া লাগাতে শেখো...! চল্ ফৈজী, শালগাছে উঠি...

ফৈজী ॥ চলেন হুজুর...

[সুলতান যাওয়ার সময় নলটা মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল। পিছনে উজির সিভিলসার্জনও গেল। রইল ফৈজী ও বান্দা। আর নলটা এমনই বড়, সুলতানের মুখে তার আগাটা চলে গেছে, এখনো বান্দার হাতের গড়গড়ায় টান পড়ছে না!]

ফৈজী ॥ এ কী! কতো বড় নল! পাতকুয়ার রশির মতো লাগে!

বান্দা ॥ জী। মালেক শালগাছে বসে টানবেন তো!

ফৈজী ॥ তুই গড়গড়া লইয়া খাড়াইবি নিচে! (বান্দা ঘাড় নাড়ে) খাড়া!

[ফৈজী চলে যায়। বান্দা গড়গড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ধামসা বাজছে। ঝুল-গুল ঢুকল। ঝুলের হাতে খাতা কলম, গুলের হাতে বন্দুক। দুমুখে দুজন শিকারের অপেক্ষায়। রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত।

নলে টান পড়ল। বান্দা সেই টানে বেরিয়ে গেল। শিকারের দেখা পেল ঝুল-গুল। গুল বন্দুক তাক করেছে, গুলি ছুঁড়তে যাবে—ঝুল ভাবাবেগে ককিয়ে উঠল। গুল লক্ষ্যচ্যুত হ'লো।]

গুল ॥ সামাল ঝুলভাই, সামলে!

ঝুল ॥ কতো পশু রে গুলভাই! আহা, চোখের ওপর অনাথ শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

গুল ॥ বেশ তো! ঝিম ধরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে ঝুলভাই, কাজটা হাসিল করে ফেলি...

[আবার দুজন শিকার খোঁজে। ঝুল দেখতে পেয়ে ভাবাবেগে অস্থির।]

ঝুল ॥ ওরে কে তুই চার পায়ে,
চারপেয়ে খাটিয়ার মতো?
পিঠে তোর ডোরাকাটা শয্যা পাতা...
নরম মসৃণ...আয় আয়, আমি ঘুম যাই...
এটা হ'লো গদ্য কবিতা...গুলভাই...(গুলকে) গদ্য কবিতার মাদকতা দেখেছ? বাঘটা ঘুমিয়ে পড়েছে! গুলভাই...নাক ডাকাচ্ছে...

গুল ॥ আয় তুই...এধারে আয়...

[ঝুলগুল দিক পাল্টে নেয়। গুল দূরে কোথাও বাঘকে তাক করে। ঝুল এধারে একটা ভাল্লুক দেখতে পেয়েছে।]

ঝুল ॥ (ভাল্লুকের উদ্দেশে)
লুক হিয়ার ভাল্লুক
ওভার দেয়ার লিটল ব্রুক
চল্ নিয়ে চল্ মোরে
বাই হুক অর্ ক্রুক!

[ক্রুক বলার সঙ্গে ঝুলের দেহে এমন মোচড় লাগল—গুলের টিপ ফসকে গেল।]

গুল ॥ (ক্ষেপে) কী হচ্ছে কী!

ঝুল ॥ ভাব আসছে গুলভাই...

গুল ॥ তা বলে আমার গুলিটা নষ্ট করিস না! সেই থেকে ঘুরছি, একটা পাখিও মারতে পারলুম না! ভাল্লুকটা ঘুমিয়েছে?

ঝুল ॥ চোখ পিটপিট করছে। তন্দ্রা মতো মনে হচ্ছে...

গুল ॥ ওতেই হবে।

[ঝুল গুল দিক বদল করে]

গুল ॥ কই?

ঝুল ॥ পলাশ গাছের আড়ালে...ডানদিকে...

[গুল ভাল্লুকটাকে মারতে উদ্যত—হঠাৎ কালো বোরখা পরে একটা মেয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল তার সামনে।]

বেদানা ॥ মেরো না গো, মেরো না...

গুল ॥ (হকচকিয়ে) কে! কে!

বেদানা ॥ বেদানা গো...বেদানা!

[মুখের ঢাকা খোলে]

গুল ॥ পলাশ গাছের আড়ালে তুমি!

বেদানা ॥ হ্যাঁ গো, লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার শিকার দেখব বলে এসেছি গো...

গুল ॥ বোঝো! আর এ ঝুলটা দেখল ভাল্লুক! অ্যাঁ! লুক হিয়ার ভাল্লুক...ওভার দেয়ার লিটল ব্রুক...উজবুক!

বেদানা ॥ আমায় কি ভাল্লুকের মতো লাগছে গুল?

গুল ॥ কক্ষনো না ! কী দারুণ কচি লাগছে তোমাকে। দ্যাখো, প্রথম যখন দেখা হয়েছিল আমাদের...আমি ছিলুম খোকা...তুমি ঢের বয়স্কা !

বেদানা ॥ এখন ?

গুল ॥ তুমি খুকি ! আমি তোমায় টপকে গেছি !

ঝুল ॥ নারীপুরুষের বয়েস, দুটো ঘোড়ার রেস। একবার এ এগোয়, একবার ও পেছোয়...

গুল ॥ অ্যাই, এদিকে কান না দিয়ে, যা করছিলি কর্ ! আর একটাকে ঘুম পাড়া...

বেদানা ॥ গুল, একটা বাঘ কিন্তু আমার চাইই চাই। নইলে বাঁদিমহলে আমার প্রেসটিজ থাকবে না। আমি তাদের বলে এসেছি, বাঘের চামড়া পেতে আমি ঘুমুবো। হবে তো ?

গুল ॥ আরে বাঘ তো কতক্ষণ আগেই হয়ে যেত ! ঐ বুড়বক ঝুলটার জন্যেই তো ! একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।...ম্যাড়াটাকে ঘাড়ে নিয়ে কী যে হবে !

বেদানা ॥ ঘুম পাড়িয়ে দেব ?

গুল ॥ বাঘ ভাল্লুক ?

বেদানা ॥ (হেসে) না গো না। বাঘ ভালুককে যে ঘুম পাড়ায়, সেই ঘুম-পাড়ানিকে বেদানা ঘুম পাড়ায়।

[বেদানা ঝুলকে দেখায়।]

গুল ॥ খুব ভালো হয়। দাও তো শালাকে ঠাণ্ডা করে। আমি ঝটাপট কটা শিকার সেরে ফেলি। আরে আব্বাজান কতো আশা নিয়ে শালগাছে চড়ে বসে আছেন...কিছু দেখাতে পারছি না তাঁকে।

[বহু উঁচুতে শালগাছের মাথায় দৃষ্টি দিয়ে—]

আব্বা, আব্বাজান, আর একটুখানি ধৈর্য ধরে বসো।

[বেদানা সুদৃশ্য পাত্রে শরাব বার করে।]

বেদানা ॥ কে খাবে, কে খাবে ? শরাব...শরাব এনেছি শাহ্‌জাদারা ! লাল আঙুরের টাটকা রস...পাবে বাগদাদি গুলাবের খুসবু ! বেদানার নিজের হাতে বানানো ককটেল ! ছেলেবেলা থেকে তোমাদের দুজনকে আমি কতো খাবার বানিয়ে খাইয়েছি শাহ্‌জাদারা ! পায়েস পিঠে শরবৎ...কিন্তু এ তাজী ককটেল, এ তোমরা কেউ কোনোদিন পরখ করোনি...

[ঝুল গুল শিকার ভুলে দুজনে পাক খেতে থাকে—ঐ শরাবের পাত্র ধরার জন্যে।]

শাহজাদা গুলমহম্মদ, এই ককটেলের একফোঁটা যদি তোমাদের পেটে যায়, দেখবে তুমি হবে দুনিয়ার সেরা শিকারী। এমনি ঝাঁঝিয়ে উঠবে তোমার পেশীগুলো, দেখবে বাঘের মুণ্ডু দু হাতে ছিঁড়ে ফেলতে পারছ—বন্দুকও লাগছে না !...আবার এর আর এক গুণ, মগজটাকেও ঝাঁঝিয়ে তোলে ! শাহজাদা ঝুলমহম্মদ, তখন দেখবে ফোয়ারার মতো তোমার কবিতা...

[ঝুল গুল পাক দিয়ে ঘুরছে...ঠেলাঠেলি করছে ঐ শরাব লক্ষ্য করে। বেদানা

গুলমহম্মদকে খেতে দিচ্ছে না...মদের ভৃঙ্গারে চুমুক দিতে দিচ্ছে ঝুলমহম্মদকে। আবার মিথ্যে করে ঝুলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে।]

কি হচ্ছে গুলমহম্মদ, একাই সব খাবে নাকি ? ঝুলভাইকে একটু দাও।...না না ঢের খেয়েছ গুল, এবার ঝুল খাক। তুমি পাঁচ চুমুক দিয়েছ গুল, ছাড়ো, ছাড়ো এবার ঝুল...

[ঝুল ভাবছে—গুল সত্যি খাচ্ছে। তাই সে পাগলের মতো চোঁ-চোঁ করে টেনে যাচ্ছে ক্রমাগত।]

ঝুল ॥ (নেশাগ্রস্ত স্বরে) বেদানা...বেদানা তুমি আমার...

বেদানা ॥ তোমারই তো...

ঝুল ॥ তুমি গুলভাই-এর সঙ্গে আছো কেন ?

বেদানা ॥ সে তো ওপাশে তুমি আছো বলেই। তুমি যে আমার মনের হদিশ কখনো পেলে না ঝুলমহম্মদ...

[পাত্র এগিয়ে দেয়।]

ঝুল ॥ না, আর খাবো না। বুকের মধ্যে এক দরিয়া পানি ছলাৎ ছলাৎ করে...আমার ঘুম পাচ্ছে...ঘুম...

[বেদানা হেসে ওঠে।]

বেদানা ॥ বেদানার ককটেল...বাগদাদি গুলাবের খুসবু...ঠিক আছে তো গুল...

[বেদানা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

ঝুল ॥ (জড়িত গলায়) কী...কী বলে গেল বেদানা ? আমার মনের হদিশ কোনোদিন পেলে না ! বেদানা আমার ! আমার বেদানা ! বেদানা আমার কবিতার দানাপানি ! আমার...(হেঁচকি ওঠে) গুলভাই, কই ফোয়ারার মতো কাব্য ঝরে কই ? হেঁচকি ওঠে কেন ?

গুল ॥ (চাপা গলায়) খা, আরেকটু মাল খা !...বেশ হয়েছে ! আব্বাজান নিশ্চয় সব দেখছে ! শিকার করতে এসে মাল খেয়েছে ! ওর মসনদ গেল !

ঝুল ॥ গুলভাই, কলমের কোন্ দিকটা দিয়ে লিখতে হয় বল্ না...

গুল ॥ যেদিক দিয়ে খুশি লেখ না ! লিখলেই হ'লো রে ঝুলভাই। (স্বগত) আমি ততক্ষণ বড় শিকারটা সেরে ফেলি...

ঝুল ॥ ও কী ! ভালুকটা যে এবার আমার দিকে আসছে ! এই মরেছে ! এ তো সত্যি ভালুক ! আমার কবিতা কই ? কি দিয়ে ঘুম পাড়াবো ? ভাব কই, আমার ভাব কই...বেদানা...বেদানা...

[ঝুল টলছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলও টলছে।]

গুল ॥ অ্যাই ! অ্যাই ! টলিস না ! ফায়ার করতে দে...

ঝুল ॥ কিন্তু আমার ভাব কোথায় গেল গুলভাই...আমার ভাব...

[ঝুল টলে। গুলও টলে।]

গুল ॥ ঝুল ঝুল, স্থির হয়ে দাঁড়া...অ্যাটেনশান !

[বেদানা ঢোকে।]

বেদানা ॥ কী হ'লো ?

গুল ॥ টলছে যে !

বেদানা ॥ মাল টেনেছে টলবে না ! তুমি এই ফাঁকে শিকার সারো !

গুল ॥ কী করে সারবো ? ও টলছে...আমিও টলছি !

বেদানা ॥ তাই তো !

গুল ॥ ও খেয়ে টলছে, আমি না খেয়ে টলছি ! ওরে ঝুল থাম্, আমার সব শিকার বেরিয়ে গেল ! আব্বাজান...ও আব্বাজান, দেখতে পাচ্ছেন ? বেদানা, শিগগির গিয়ে আব্বাকে বুঝিয়ে বলো...

[বেদানা চলে যায়।]

ঝুল ॥ (টলতে টলতে ভয়ার্ত স্বরে আর্তনাদ করে) ঐ দ্যাখ, ভালুক ছুটে আসছে ! একটাও কবিতা নেই...আমার কলমে একটা কবিতার গুলি পুরে দে ভাই গুলভাই !...ভালুক আমায় খাবে তোকেও খেয়ে ফেলবে ! আমি আর তখন তোর পেছনদিকটা পাহারা দিতে পারব না রে গুলভাই...

[ঝুলের সঙ্গে গুলও টলছে—নাজেহাল হচ্ছে। দু তিন বার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারল...তাতে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হ'লো না। ইনজেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে সিভিলসার্জন ঢুকল।]

গুল ॥ সিভিলসার্জন ! এই দেখুন...

সিভিলসার্জন ॥ দেখছি তো, বেহেড মাতাল। দাঁড়াও বাপ, মর্ফিয়া ফুটিয়ে দিই। তোমার বাপ বললেন, মাতাল ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে...

[সিভিলসার্জন সূঁচ ফুটিয়ে দিল গুলমহম্মদের হাতে।]

গুল ॥ আমি না ! আমি মাল খাইনি...

সিভিলসার্জন ॥ সব মালখোরই ঐ কথা বলে বাপ ! টলে টলে পড়ছ, বলছ খাইনি !

[বেদানা ছুটে এলো।]

বেদানা ॥ দেখেছ ! সুস্থ ছেলেটার সর্বনাশ করলে রে !

[ঝুলমহম্মদকে নিয়ে গুলমহম্মদ আছড়ে পড়ল মাটিতে। তক্ষুনি বন্দুকের গুলি ছুটল। নেপথ্যে সুলতানের আর্তনাদ—অন্যদের কোলাহল। সিভিলসার্জন ও বেদানা বেরিয়ে গেল। তারপরেই দেখা গেল গড়গড়া হাতে বান্দা ছুটে আসছে। তার গড়গড়ার নলটা ফুরোচ্ছে না—জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া দড়ির মতো এমুড়ো ওমুড়ো টান টান। এবার দেখা যায়, নল ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকছে সুলতান। পিছনে উজির ও ফৈজী।]

সুলতান ॥ (পায়ের যন্ত্রণায় ককাচ্ছে) মেরে ফেল্ল...মেরে ফেল্ল ! তখনি জানি এই জোড়া শয়তান আমায় গোরে পাঠাবে রে...ওরে-রে-রে...তোল্ তো, শয়তান দুটোকে দাঁড় করা...দুটোকে আজ আমি...(সুলতান পা ছোঁড়ে—ককায়) ওরে-রে-রে...এ পায়ের আর কিছু নেই রে উজির !

উজির ॥ বড্ড বাঁচা বেঁচে গেলেন সুলতান ! যদি পা ফসকে বুকে গুলি লাগত...

সুলতান ॥ হতচ্ছাড়া উল্লুক ! মুখ দেখবো না এই জোড়া পাঁঠার ! কে আছিস, তুলে

নিয়ে যা দুটোকে! জেলে ঢোকা! কোথায় শালগাছের মাথায় চড়ে বসেছি...সেখানেও নিস্তার নেই...

ফৈজী ॥ (সুলতানের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে) পোলাডার হাতের টিপ বড্ড ভাল, তাই না মামু?

উজির ॥ হাতের টিপ!

সুলতান ॥ আমাকে টিপ করে মেরেছে নাকি?

ফৈজী ॥ তো আপনে কি ভাইবছেন? এলোপাথাড়ি গুলি? না! মালেক, আপনেরেই টার্গেট করছিল!

সুলতান ॥ টার্গেট! কী সর্বনাশ! কেন?

ফৈজী ॥ কও না ঝুলগুল, কও না ক্যান! বাপেরে খতম করবা বলে মারছ, তাই না?

[দুজন বান্দা ঢুকে ঝুলগুলকে তুলে নিয়ে গেল।]

আচ্ছা আমি কই ক্যান! সুলতান, পোলারা লায়েক হইছে...অথচ তাগো আপনে মসনদ ছাড়েন না! এ কেমন কথা!

সুলতান ॥ সে তো আমি দেব বলেছি!

ফৈজী ॥ হ। মুখে বলতাছেন, দেওয়ার তো নামও করেন না! ক্ষ্যামতা কুক্ষিগত কইর‍্যা রাখার বাদশাহী হ্যাংলামি আপনের মজুত আছে হুজুর! আর তাই পোলারা চক্রান্ত কইরা আপনেরে খতর করবার চায়!

সুলতান ॥ ইয়া আল্লা! আরে আমি তো সব ছেড়েছুড়ে মক্কায় যেতেই চাই—

ফৈজী ॥ ছাড়েন তো ঐ সব ফাজলামি!

সুলতান ॥ ফাজলামি!

ফৈজী ॥ যাবার হলে যান, আজই মক্কায় যান...

সুলতান ॥ আজ কি করে যাবো? পায়ের এই অবস্থা!

ফৈজী ॥ অহন পায়ের ছুতা ধরলেন! দ্যাহেন, অহনো যদি সব ছাইড়া না দ্যান, উয়ারা আপনার বুক ঝাঁঝরা কইর‍্যা দিব। পা হইল সিগনাল! হ! এইবারে বুক টার্গেট! আপনেরেই শিকার করব!

সুলতান ॥ উজির!

উজির ॥ আর দেরি না করে, হুজুর, শাহ্‌জাদাদের বসিয়ে দিন সিংহাসনে!

সুলতান ॥ এক সিংহাসনে দুজনে বসবে কি করে? ঐ মুশকিলের জন্যেই তো পারছি না!

ফৈজী ॥ কোনো মুশকিল নাই! স্পেশাল সিংহাসন বানামু! আপনে ছাড়েন তো!...একটার পর একটা ছুতা!

[সুলতান চুপ করে থেকে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল]

পাঁচ

[বান্দারা ধামসা পেটাচ্ছে। ফৈজী ঢুকল।]

ফৈজী ॥ (দর্শককে) কী কমু জনাব, কী আর কমু?...বহুৎ কসরৎ কইরা বুড়া সুলতানরে মসনদ থাইকা নড়ানো গ্যাছে। দ্যাশের মসনদে বসছে নয়া সুলতান...থুড়ি দুই সুলতান...থুড়ি টু-ইন-ওয়ান...ঝুলমহম্মদ-হাইফেন-গুলমহম্মদ...(থেমে) আজ প্রজাদের উদ্দেশে ভাষণ দিবেন তাঁরা...

[ধামসা জোরে জোরে বাজছে। সুলতান ঝুলগুলের প্রবেশ। পেছনে ফাইলপত্র নিয়ে উজির। ঝুল ও গুল দর্শকদের কল্পিত অভিনন্দন গ্রহণ করল। উজির একটা পয়সা টস করে দেখে নিয়ে—]

উজির ॥ প্রথমে বলবেন সুলতান ঝুলমহম্মদ...

ঝুল ॥ (ভাষণ) ভাইসব, আজ আমার বলার কথা এই, বলার মতো কিছু নেই। দেওয়ারও কিছু নেই। আব্বাজান দেশের ভাণ্ডার খালি করে রেখে গেছেন...কিছুই আশা করো না ভাইসব। কেবল ভরসা রাখো নিজের ওপর...কেবল ভাবো, একদিন সব পাবেই পাবে। ভাব আর ভালোবাসা...এইটাই আজ আমাদের পুঁজি ভাইসব!

[ভাষণের সময় গুল বার বার ঝুলের জামা টেনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল...এতোক্ষণে পারল।]

কী হ'লো?

গুল ॥ দিলি ঝুলিয়ে!...গোড়াতেই লোককে হতাশ করে তুললি! (জনগণের উদ্দেশে) আমার পেয়ারের দোস্ত্রা, ভুলে যাও, ঝুল যা বলেছে সব ভুলে যাও। মনে করো ঝুল বলেনি, কিংবা তোমরা শোনোনি। আছে, ভাঁড়ারে অঢেল আছে। আব্বাজান অ্যাদ্দিন কিছু করতে পারেনি স্রেফ প্ল্যানিং-এর অভাবে! আমার মগজে ঠাসা আছে খাসা খাসা প্ল্যান! কথা দিচ্ছি, আগামী সাতদিনের মধ্যে...

[একদফা ধামসা বেজে উঠল। কথা ডুবে গেল।]

আগামী পাঁচদিনের মধ্যে...

[ধামসা আর একদফা বেজে উঠে কথা ডুবিয়ে দিল।]

আগামী তিনদিনের মধ্যে...

[ফের ধামসার বাজনা একপশলা বৃষ্টির মতো ঝরল।]

আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে...

[পূর্ববৎ ধামসা]

আগামী তিন মিনিটের মধ্যে...

ঝুল ॥ (চিৎকার করে) গুল! গুল! ওর কথায় কেউ ভরসা করো না!

গুল ॥ ঝুল! ঝুল! ওর কথায় কেউ হতাশ হয়ো না...

ঝুল ॥ আমিই আসলে তোমাদের সুলতান...

গুল ॥ আমিই আসল সুলতান !
ঝুল ॥ দেখবি তুই !
গুল ॥ তুই দেখবি !
উজির ॥ এ কী ! এ কী ! আরে সুলতানেরা প্রজাদের সামনে কী কাজিয়া বাঁধালেন ! ছিঃ ! তারা কী বলবে !
ফৈজী ॥ হ। ডাবল এক্সপ্রেশান ছাড়েন। এক্সপ্রেশান এক রকম করেন জাহাঁপনারা। হাসেন...হাসেন...করমর্দন করেন।
[ঝুলগুল করমর্দন করে।]
উজির ॥ নিন, এই বিলটা দুজনে মিলে পাস করে দিন।
গুল ॥ কী বিল ?
উজির ॥ ঐ একটা ব্রীজ বানাতে হবে। গাঁয়ের মানুষ যাতে সহজেই শহরে আসতে পারে, তার জন্যে নদীর ওপরে একটা ফ্লাইওভার চাই।
ঝুল ॥ জনহিতকর বিল... ! কী বলো ভাই গুল ?
গুল ॥ সময়োপযোগী। শহরের মানুষের গাঁয়ে যাওয়া দরকার। কাজেই ব্রীজ শহরের দিক থেকে ওপারে গাঁয়ে নিয়ে যাও...
ঝুল ॥ না না, গাঁয়ের মানুষেরই শহরে আসার প্রয়োজনটা আগে—কাজেই গাঁ থেকেই ব্রীজটা শহরের দিকে আনা দরকার !
গুল ॥ না, এ পাশ থেকে ও পাশে যাবে...
ঝুল ॥ না, ও পাশ থেকে এ পাশে আসবে...
ফৈজী ॥ পুল দুজনাই চায় ! কিন্তু কোন্ পাশ দিয়া কোন্ পাশে গিয়া উঠব, সেইটাই হইল কথা !
গুল ॥ আমি যা বলছি তাই হবে ! শহরে থাকবে ব্রীজের গোড়া, গাঁয়ে থাকবে মাথা !
ঝুল ॥ তাহলে আমি বিলে সই দেব না ! দেখি কি করে পাস হয় বিল !
গুল ॥ আমিও দেব না, দেখি কি করে পুল হয় ?
ঝুল ॥ তুই কে রে ! গুলবাজ !
গুল ॥ তুই কে রে ! ঝুলবাজ !
ঝুল ॥ নিকুচি করেছে বিলের...
[ঝুল-বিল ছিঁড়ে ফেলে।]
গুল ॥ আমি ছিঁড়তে পারি না !
[ছেঁড়া বিলটাকে কুটিকুটি করে গুল।]
ঝুল ॥ ছিঁড়লি কেন ?
গুল ॥ তুই ছিঁড়লি কেন ?
ঝুল ॥ আমি সুলতান !
গুল ॥ ফোট ! আমি সুলতান !
ফৈজী ॥ ...জনাব দ্যাহেন দ্যাহেন, দুমুখো শাসকের ফরমা দ্যাহেন—
[ঝুল ও গুল তলোয়ার বার করে। তাদের তলোয়ারে তলোয়ারে ঝনঝনি।

বুড়ো সুলতান গুলি-খাওয়া পায়ে লাফাতে লাফাতে ঢোকে।]

সুলতান ॥ (উল্লাসে) ফৈজী রে ফৈজী...আসছে রে, আসছে! ফৈজী, আসছে!

ফৈজী ॥ কী? কী আসতাছে হুজুর?

সুলতান ॥ মসনদ! আবার আমার হাতে ফিরে আসছে মসনদ!

ফৈজী ॥ আপনে দেহি ঐ তালে বইসা আছেন! দুই পোলায় লড়ালড়ি করবো, আর মসনদ ফের ব্যাক করবো আপনের হাতে!

সুলতান ॥ ফৈজী রে, সেই জন্যেই তো আমি ওদের মসনদে বসিয়েও মক্কায় গেলুম না রে! আমি তো জানি দুজনের পতন অবশ্যম্ভাবী! আর তখন দেশবাসী আমার প্রয়োজনীয়তা ফের বুঝতে পারবে!

ফৈজী ॥ ঐ আনন্দে তামুক টানেন!

[নেপথ্যে বোমার শব্দ। কোলাহল।]

সুলতান ॥ কী! কী হলো রে ফৈজী।

ফৈজী ॥ বোমা!

সুলতান ॥ বোমা! বোমা কেন? কার ওপর বোমা?

ফৈজী ॥ বিদ্রোহ বোঝেন?

সুলতান ॥ বিদ্রোহ! কেন বিদ্রোহ? ওরে বাবারে—

[নেপথ্যে তুমুল কোলাহল। বোমার আওয়াজ। সুলতান ছুটে পালায়।]

ফৈজী ॥ (দর্শকদের) ঐ দেখা দিল জনবিদ্রোহ। যে বিদ্রোহটা কিছুদিনের জন্য থতমত খাইয়া ধোঁয়া ছাড়তাছিল, এইবারে সেইটা দপ কইর্যা জ্বইল্যা উঠল! আর তহন দুই ভাই দুই গুড়ায় চাইপ্যা বার হইল বিদ্রোহ দমনে...পিছু পিছু ছুটল সৈন্যবাহিনী...

[উজির ও ফৈজী বেরিয়ে গেল।

মুকাভিনয়ে ঝুল ও গুল ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে। সৈনিকের দল ঢুকল। একবার ঝুলের ঘোড়া ছোটে। সৈন্যেরাও সেই দিকে ছোটে। আর একবার ছোটে গুলের ঘোড়া। সৈন্যরা অনুসরণ করে। শেষে দুই ঘোড়া স্থির। যেহেতু দুই মুখে দুই ঘোড়ার সমান গতি। তারপর দুই ঘোড়া থেকে দুই ভাই খসে পড়ল। নেপথ্যে বিদ্রোহীদের উল্লাস। সৈন্যরা কোলাহল করতে করতে ছত্রখান হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে ঝুল ও গুল। মৌলভী সিভিলসার্জন উজির বান্দা ফৈজী ও বেদানা ঢুকল।]

সিভিলসার্জন ॥ (গুলকে পরীক্ষা করে) সুলতান, গুলমহম্মদ ইজ নো মোর!

অন্যেরা ॥ সুলতান, ঝুলমহম্মদ?

সিভিলসার্জন ॥ অ্যালাইভ! কোনোরকমে জীবিত!

মৌলভী ॥ গুলমহম্মদকে কবরে পাঠাও...

[বান্দারা গুলমহম্মদকে টানতে—ঝুলমহম্মদ সেই টান খেয়ে গোঙায়।]

উজির ॥ আরে আরে করো কি! দুজনকে কবরে নিয়ে যাও যে! মরেছে তো গুল! সিভিলসার্জন, শিগগির কাটো!

সিভিলসার্জন ॥ কাঁচি ফাঁচি নেই।

মৌলভী ॥ কাঁচি তো সঙ্গেই থাকে।

সিভিলসার্জন ॥ থাকত। আর রাখি না। যখন সেধে বেড়িয়েছি কাটি কাটি, কেউ শোনোনি। এখন মরার পরে কাঁচি মারতে যাবো কেন?

মৌলভী ॥ তা বলে জ্যান্তটাও কবরে যাবে!

সিভিলসার্জন ॥ এটা তো আগেই বোঝা উচিত ছিল, একজন কবরে গেলে, দুজনকেই যেতে হবে! তখন খেয়াল করনি কেন? যা, নিয়ে যা।

[ঝুল চিৎকার করে। গুল উঠে বসে।]

গুল ॥ সেই কথাটা ওকে বোঝাব বলেই তো মরে দেখালুম! বুঝতে পারলি, এবার বুঝতে পারলি...আমাদের নসিবও এক! মায়ের পেটেও একসঙ্গে, কবরেও একসঙ্গে!

বেদানা ॥ দুটোই বেঁচে উঠলো যে!

ঝুল ও গুল ॥ চাও না, বেদানা! বাঁচি সেটা চাও না?

বেদানা ॥ মর্ মর্! বেওকুপ বেত্তামিজ! পাঠাও দুটোকেই কবরে পাঠাও! কম জ্বালান জ্বালিয়েছে ছোঁড়াদুটো!

ঝুল ও গুল ॥ বেদানা! বেগম হবি বেদানা?

বেদানা ॥ কিন্তু তোরা যে আর সুলতানি করবি না রে জোড়াকলা! বিদ্রোহীরা সব দখল করে নিয়েছে। কেন তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, যেখানে নিয়ে যাচ্ছিলে নিয়ে যাও—

ফৈজী ॥ জ্যান্ত মান্ষেরে কবর দেওয়াটা বড়ই নিষ্ঠুর কাম। তার চাইয়া যা কই শোনো, দুজনারেই তোমরা এস্ট্যাচু বানাইয়া দাও...

সকলে ॥ স্ট্যাচু!

ফৈজী ॥ হ। মরণের পর তো বানাইতে হয়, তো ইয়ারা যখন নসিবের জোরে গুড়ার ক্ষুর হইতে অক্কা পাইতে পাইতে রক্ষা পাইছে—আসো সরাসরি এস্ট্যাচু বানাইয়া দিই! জীবন্ত এস্ট্যাচু...

[বান্দারা ঝুল ও গুলকে বেদীর ওপর তুলছে।]

ঝুল ও গুল ॥ না না, স্ট্যাচু হবো না...ফৈজী, আমরা স্ট্যাচু হব না...

ফৈজী ॥ ক্যান? মন্দ কি! রাস্তা আলো কইর‍্যা খাড়া থাকবা...ঝুলমহম্মদ গুলমহম্মদ...আমাদের ঝুল গুল...ঝুলু গুলু...

[ঝুল ও গুল পরিত্রাহি চিল্লাছে। সবাই মিলে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল বেদীর ওপর। আর তারপরেই ঝুল গুল স্থির হয়ে গেল—যেন পাথর—যেন স্ট্যাচু। সবাই স্ট্যাচু ঘিরে হল্লা করতে লাগল।]

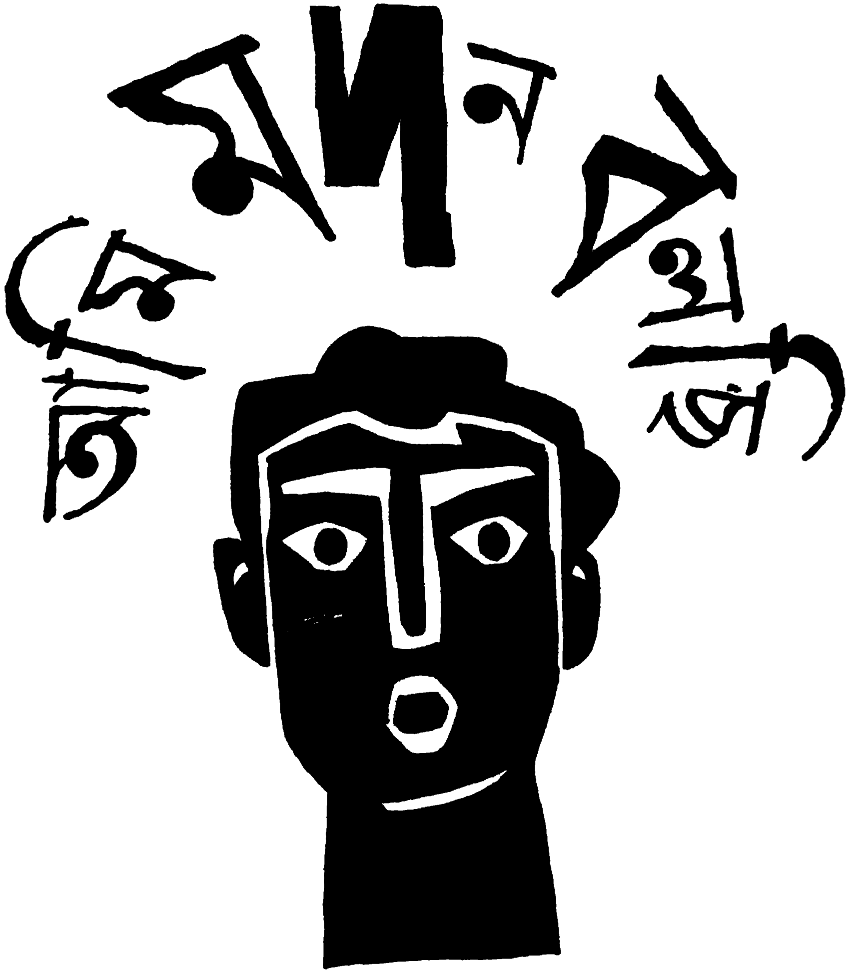

চরিত্র

মদন

[মদনের একক সংলাপ]

[বগলে একটা রঙচঙে টিনের বাক্স, পরণে আটহাতি ধুতি ও হাফহাতা জামা... চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মোটামুটি মিষ্টিমুখ তেল-কুচকুচে নধরকান্তি ছেলেটা একটা পেন্নাম ঠুকে গড়গড় করে বলতে শুরু করে।]

মদন ॥ পোন্নাম বাবুমশায়রা। আজ্ঞে আমি মদন। ঈশ্বর ঘোঁতন মণ্ডলের সেজো ছেলে ছিরি মদনমণ্ডল। বাড়ি তেঁতুলে-বিষ্টুপুর।...হাসানাবাদ লাইনে যাতায়াত আছে বাবুমশায়দের?...হাসানাবাদে নেমে গাঙ পার হয়ে হাঁটা জুড়লি...সূয্যি মাথার ওপর...পড়বে কৈখালির বিল...পা চালান বাবুমশায়রা, দক্ষিণ বরাব্বর কোরোশ তিন পথ মারতি পারলি...হাই...তেরাস্তার বাঁকে দেখতেছেন জোড়া-খেজুরগাছ...বাঁ হাতে রেখে, যতো এগোবেন তত বোঝবেন আপুনি তেঁতুল-বিষ্টুপুরে ঢুকতেছেন।...খানাখন্দ ডোবা নালা...বর্ষাকালে এই তক্ পাঁক... পাটপচা দুগ্গন্ধ...ঘরে হাঁড়ি চড়ে না...কোমরের কাপড় মাথায় তুলে পার হতি হয় কৈখালির বিল...সন্ধে নামে তো ছাগল কুকড়ো চেল্লায় ডাঙসের হুলে। সেবারে কালীনাথ বম্মোচারী...উ অঞ্চলের গান্ধীবাবা...ভোটে দাঁড়ায়ে একখানা বীরিজ বানায়ে দিয়েলো বিষ্টুপুরের খালে...বাঁশের বীরিজ...তো চোদ্দ হাজার ভোটে পরাজিত হয়ে গান্ধীবাবা নিজহস্তে বীরিজ না ভেঙে...বাঁশ নে তাড়া করেলো তেঁতুলে-বিষ্টুপুরের তাবৎ মান্ষের পশ্চাতে...মেয়েমদ্দ নির্বিশেষে...হেইরে বাবুমশায়রা, খালের বীরিজ আর কোনোক্রমেই উ অঞ্চলে এস্থায়ী হ'লো না!

(এক মুহূর্ত দম নিয়ে) তেঁতুলে-বিষ্টুপুরের আর কী বন্ননা দেব বাবুমশায়েরা, জ্ঞানীগুণী বেক্তি আপনেরা...মদনের মুখি ঝাল না খেয়ে নিজচক্ষে দেখে আসেন গে...আর দশখানা গাঁর মতোই তার ব্যবস্থা।

(থেমে মুখ তুলে, ঘৃণাজড়িত স্বরে গড়গড় করে বলতে শুরু করে) ঘোঁতন মণ্ডল...আমার জন্মদাতা বাপ...লাঙল ঠ্যালতেন...দড়া নে মাছ ধরতেন...কৈখালির বিল ঠ্যাঙায়ে সাঁঝের বেলায় চুলাই টেনে ভিটেয় ফিরতেন...

ঃ ...হেই শালীরা, ভাত বাড়!

তানার যিনি মেজোছেলে...মানে আমার মেজোদাদার হাতেপায়ে হ'লো এইরকম ভেজিটেবুল চপের মতো এক একখানা ঘা!...তেঁতুলের হেকিম...যানার ছিল জন্ম হাঁপির দোষ...আটগণ্ডা পয়সার বিনিময়ে দেতেন তাল তাল পাতা-বাটা আর ছাগলের নাদির পারা কাঁড়ি কাঁড়ি বড়ি...

(হেকিমের হাঁপ ধরা গলায়) লাগা লাগা কষে লাগা...খোদাতালা বিসমিলা...স্বপনে পোদত্ত মলম...আষ্টেপিষ্টে লাগা।...ফুৎ-ফুৎ-ফুৎ...

(থেমে) তো কিসে থেকে যে কী হয় বাবুমশায়রা...ঐ ভেজিটেবুল ঘি লাগাতি না লাগাতি মেজোদাদা ফুলেফেঁপে ক্রোমে ঢোলের মতো ঢ্যাপসা হয়ে উঠলেন! সর্বাঙ্গ

পচে গন্ধ ছুটলো...আঁইরে বাবুমশাইরা, দুগ্‌গন্ধ তলোয়ারের মতো ঘুরতো...শ্যাষকালে চত্তির মাসে বেলা আড়াইটের সুময়...মেজোবৌদিদির কোলে মাথা রেখে...কার যে কখন কী হবে বাবুমশায়রা...ঢোলখানা ফটাস করে ফেটে গেল !

...কুচ্ছিত ! কুচ্ছিত ! অসোন্দর...এক্কেরে অসোন্দর !...তিনদিন পরে তেঁতুলে-বিষ্টুপুর আমি পরিত্যাগ করলাম বাবুমশায়রা, উর আগাপাস্তালা অসোন্দর !

এই বাক্সটা মাত্তর সম্বল করে হাসানাবাদে উঠে ভ্যাণ্ডারের কামরায় করকচি আর আমের গুটির মধ্যি না গা-ঢাকা দিয়ে চলে এলাম কলকেতায়, এজ্ঞে ডবলু-টি প্যাসেঞ্জার হয়ে এসে পড়লাম স্বপনের রাজ্যি আমার কলকেতায় ! আজ নে পুরো চারটে বচ্ছর কলকেতার তেপ্পান্নটা ভদ্দর পরিবারে চাকরের বৃত্তি করলাম...কোনো ঘরে দুমাস...কোনো ঘরে চারমাস...তো কোনো ঘরে তেরাত্তির সাঙ্গ হয়নি...তেপ্পান্নটা সোন্দর পরিবারের বেত্তান্ত ছিচরণে নিবেদন করব বাবুমশায়রা, আপনারাই বিচার করুন, আজ যে আমার পেছনে পুলিসের হুলিয়া লেগেছে, সেইডা কি উচিত হয়েছে ! (ভ্যাক করে কেঁদে) খোচোর দল আমারে তল্লাস করে বেড়াচ্ছে...আমারে ধরে নে মিসায় ঠাসবে...বাবুমশায়রা, আপনারা আমার মা-বাপ...তেঁতুলে-বিষ্টুপুর থে আমি আপনাদের সেবা করতে ছুটে আলাম...আর আপনারাই আজ আমার পেছনে শূল ঠ্যালছেন !...না, শুনতি হবে...সব্ব বেত্তান্ত আজ শুনতিই হবে !

(চোখ মুছে ফিকফিক করে হেসে) গাঁ ঘরে এট্টা দিনও আমার মন বসেনি। ঐ খানাখন্দ লাঙল গোরু ঘা প্যাঁচড়া...শালা ঘোঁতন মণ্ডলের নিত্যি সাঁঝের বেলা উনুনের চ্যালাকাঠ নে দুই পুত্রবধূর সাথে বেড়োবেড়ি খ্যাস্তাখেস্তি...কুচ্ছিত ! কুচ্ছিত ! অসোন্দর ! ঐ তেঁতুলে-বিষ্টুপুর তেঁতুলের হেন ট্যাঙা ! (আলগোছে বুকে হাত রেখে) আমার চিত্ত...জম্মকাল থে আমার এই চিত্ত বড় কোমল বাবুমশায়রা ! সোন্দরের পিপাসু ! আমি যে সোন্দরের পূজারী ! মার পেট থে খসা ইস্তক এই চিত্ত আমার নিত্য কলকেতার তরে উড়ু-উড়ু। মনে-পেরাণে আমি আপনাদের সাথী...আপনাদের সেবক...সোন্দরের তরে চাতকপক্ষী গো ! বল্লি বিশ্বেস করবেন ন বাবুমশায়রা, কদ্দিন অলক্ষ্যে নিজেরে থাবড়াতাম, গেঁড়ে মদন, কেনে মরতি কুচ্ছিত চাষার ঘরে জন্মালি ! (বলতে বলতে গলা বুজে এসেছিল, পুনরায় পুরোদমে) এজ্ঞে তেঁতুলে-বিষ্টুপুরে তিন তিনখানা মদন পাবেন...তিন পেরকারের তিনখানা মদন। একখানা মদন...এজ্ঞে শুনতে পেতাম তারে পেঁচোয় পেয়েছে...রাত করে লোকের গাছের কলসী পেড়ে...আঁই রাজ্যির লোকের রস না ফাঁক করে...খালি কলসীর মধ্যি চনচন করে অকম্মো করে রাখত...তারে কয় পচামদন ! জোলা পাড়ায় আছে ঢ্যাঙা মদন...উরে বাব্বা, সে যা লম্বু না, আর তেমুনি আকাঠ গোঁয়ার ! ক্ষেপ্‌পে যদি যায় তো না-করতি পারে হেন কম্মো নেই !...আপুনি কন, ঢ্যাঙা মদন, যা দৌড়ে...হুই যে উড়োজাহাজ যাচ্ছে...যা দেখ ওইটে আগে যায় না তুই আগে যাস...ঢ্যাঙা মদনা, আমার থির লিশ্চয়, আজ্ঞে কম্‌পিটিশনে উড়োজাহাজও শূন্যে গোঁত্তা খাবে, তো ঢ্যাঙা মদনা জলেস্থলে একটানা হবে—কেউ তারে বাঁধতি পারবে না ! আর আমি হলাম গেঁড়ে মদন। আজ্ঞে আমার সোন্দর-সোন্দর ভাবসাবে উ অঞ্চলের মানুষজনের মজা লাগত বলে আমারে গেঁড়ে নামে ওরা চিহ্নিত

করেছিল। কত চেষ্টা করেছে ওরা আমার মতি ফেরাতি। ঘোঁতনা কতো মাথায় হাত বোলায়েছে...

ঃ মোদের ছাড়িসনি মদনা—জন্মসূত্রে তুই বিষ্টুপুরের লোক—কলকেতায় যাসনি মদনা—লোরি চাপা পড়বি—কাঁকড়া মাছের বিজনেস কর্ ! মুখ ভেটকে থাকিসনি মদনা, তোর যদি চারণকবি হবার মন থাকে তো আয় জুড়িকত্তাল কিনে দিই।

শত পর্‌লোভনেও মোরে বাঁধতি পারেনি বাবুমশয়ারা, ঘোঁতন মণ্ডলের জুড়িকত্তালে নুড়ো জ্বেলে ছুটে এলাম কলকেতায়।

(গলা ঝেড়ে আবার চড়চড় করে) শ্যালদায় যেখানটায় ট্যাক্সিগুলান লাইন দে দাঁড়ায়—পয়লা বৈশাখে আমি সেই ঠায় দাঁড়ায়ে। নকুলদানা চিবুই আর আমার বুকখানি ফুরফুর করে—

...হাঃ হাঃ, এসে পড়েচি গো ! হাঃ হাঃ কলকেতায় ! হাঃ হাঃ তেঁতুলের তৃতীয় মদন কলকেতায় ! মারে কেল্লা ! রইল তোর তেলের কেঁড়ে, চলল হরিদাস ! হে ঘোঁতনা তেরে গেঁড়ে মদনা কলকেতায় ! হি হি হি হি...

[সর্বাঙ্গ কাঁপছে। কোমরের গামছা খুলে হাওয়া খায় আর কম্পিত গলায় গান ধরে]

আমি বনফুলগো...ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...আমি বনফুল...

ঃ (গলা পাল্টে) এই ছোকরা...এই যে, গান গাচ্ছিস...কাম অন।

...আঁই ও কেডা ! হ্যাট-কোট-বুট পরা হাতে ঘড়ি চোখি চশমা...আঙুলে পাঁচখানা আংটি...রেলের বড়বাবু না ?...সব্বোনাশ করেছেরে ! (বলেই পাকছুট দেয়ার ভঙ্গী করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই) ঘ্যাঁক ! (নিজের ঘাড় চেপে ধরে) ঘ্যাঁক করে বড়বাবু আমার বেরেক চেপে বলে,

ঃ খুব লায়েক হয়েছিস, না ? আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে এলি যে !...ডব্লুটি জেলবার্ড ! এই বয়সে হামাগুড়ি শিখেছ মণি। (ঘাড়ে ঝাঁকনি দিয়ে) চল্ ! আমার বাড়ি কদিন ঘানি খাটবি চল্ !

...বাবু...ত্যাখন যে আমার কী অবস্থা আমি বোঝাতি পারবো না ! ভেবেছিনু ঠ্যাঙাবে ! বড়বাবু আমারে চাকর রাখছে ! আঁই শ্যালদায় উঠতি না উঠতি এক কাঁদি ! আমি কাঁদি না হাসি ! পেয়ে গেছি, মুনিব পেয়ে গেছি ! রেলের বড়কর্তা ! বাড়িখানা কি আঁই ! রাজপেরাসাদ। মাথার 'পরে ফ্যান ঘুরতেছে ! জানালায় জানালায় নরম সিল্কের পর্দা ! খাটের 'পরে তুলোর বস্তার মতো গদি। যেমুনি বাহার বাবুর, তেমুনি পাওয়ার। বাবুর আমার মাসের মধ্যি একদিন কাজ, বাকি মাসটা খাটের 'পরে বসে বসে পাওয়ার খাটায়ে কাটে। দিনান্তে দেখি রেলের যতো কুলি কামিন জোড়া-জোড়া ফ্যান কাঁধে করে বাবুরে এনে দেয়...এট্টা দুটো তিনটে চারটে...পাঁজা পাঁজা ফ্যান...পায়খানার মধ্যিও যেদিন তিন নম্বর খাটানো হ'লো, সেদিন আর না পেরে বলি, বাবু, আর কত হাওয়া খাবেন...এতো ফ্যান গড়াগড়ি যাচ্ছে, আবার কেনলেন !

ঃ হাঃ হাঃ, কিনবো কেনরে মদনা ! এসব হ'লো আমার রেলের সম্পত্তি।...এই যে গদি দেখছিস, এ হ'লো ফার্সট্ ক্লাস কামরার।'হাঃ হাঃ, চাল ডাল তেল নুন কয়লা

সব আমার রেলে চড়ে, রেলে চড়লেই আমার ঘরে এসে পড়ে ! হাঃ হাঃ, তুই এসব বুঝবিনে মদ্‌না !

...কেনে বুঝবো না বাবু, আজ্ঞে আমিও তো আপনার রেলে চড়েছিনু বলে আপনার ঘরে এসে পড়িছি। কেনে বুঝবো না বাবু? এটুকু যদি না হবে তো আপনি আর বড়কর্তা কি, আর আপুনি আমার বাবুই বা হবেন কিসে ! আমার বাবু পাওয়ার খাটাবে না তো কেডা খাটাবে !...গর্বে বুকখানা আমার দশহাত হয় বাবুমশায়রা, মনে মনে বলি রতনে রতন চেনে, বাবুই চেনে মদন !

ঃ মদন !

...আজ্ঞে আদেশ করেন !

ঃ মাইনে টাইনে কিন্তু দিতে পারবো না।

...ও কি বলতেছেন বাবু, পদতলে আশ্রয় দেছেন সেই না কতো ! এতো বড় মুনিব...এতো বড় ঘুষখোর মুনিব...এতো ঘুষ খাবার মতো পাওয়ার-অলা মুনিব কটা চাকরের ভাগ্যে জোটে !...বাবুমশায়রা, আমি দিবারাত্তির বড়বাবুর ঘুষের মাল গুছাই আর ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...আমি বনফুলগো...

[গাইতে গাইতে জামা কাপড় খুলে ফেলল, একটা হাফ প্যান্ট আর হাতকাটা জালের গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ল।]

তেঁতুলের বনফুল ভোল পাল্টে দুদিনেই এক্কেরে শহরের টবের ফুল হয়ে গেল বাবুমশায়রা !

পত্থম দশটা দিন আমি বিভোর হয়ে ছিলাম বাবুমশায়রা, খটকা লাগল একাদশ দিনে সকাল দশটায়। দশটা থেকে খেয়াল করি বড়বাবু এট্টু এট্টু চেয়ারে বসে, আর ছুট্রে ছুট্রে পোচ্ছাবখানায় যায়। একবার গেল...দুবার গেল...চতুত্থবারে ফোনের ডাণ্ডা ছুঁড়ে ফেলে ছুটলো !...এ কি রকম হ'লো। আমার বাবু বারে বারে ওমুখো যায় কেন ? মনে বিষম ধাক্কা লাগল !...আপনারা ভাবতেছেন, তা যাবে না কেন? এ হ'লো পিকিতির পিতিশোধ...সাড়া তো দিতিই হবে ! কিন্তুক কথা হ'লো, আমার বাবু কেন দেবে ? শিশুকাল থেকে আমার চিত্তে বাবুর যে ছবি আঁকা রয়েছে, তাতে তো তার ঘন ঘন পোচ্ছাবখানায় যাওয়া নেইকো ! এ ছবি তো আমি আঁকিনি ! বড্ড দমে গেলাম বাবুমশায়রা, রাত্তিরে খানিক খানিক ঘুম আসে, আর ছুটকে ছুটকে যায়...এট্টা মোষ যেন ঘাড়ের ওপর দে লাফ প্যাকটিস করতেছে !...এ কিরকম হ'লো ! একবার লাফায় দুবার লাফায়...একাদশ বারে মোষের ঠ্যাঙখানা ঘ্যাঁক্ !

ঃ ছাড় ! ছাড়...ওরে মদন...আমি তোর বাবু !

ঃ সে তো বুঝিছি, কিন্তুক মাঝ রাত্তিরে এটা কি হচ্ছে ! সকাল থে আমি নজর করে যাচ্ছি...

ঃ ছেড়ে দে ! বড্ড বেগ্ রে মদনা !

ঃ তা তো বুঝিছি, তা বলে নুঙি পরে নিদ্দিত মানুষ ডিঙোতে হবে ! এমন বেখাপ্পা বেগ কেন, আর মানষের তো নেই !

ঃ ছেড়ে দে ব্যাটা, পড়ে গেল।

ঃ না বললে ছাড়বো না, ব্যাপারটা কি !

ঃ ডায়াবেটিস্ ডায়াবেটিস্, ওরে ব্যাটা আমার ডায়াবেটিস্ !

ঃ ডায়াবেটিস্ ! সেটা কী ? সেইটা কেন ? আমার মুনিবের ডায়াবিটিস্ ! আঁইরে দীনবন্ধু, এতো জায়গা থাকতি, সে কিনা আমার মুনিবে ভর করছে ! পোন্নাম, আমি চললাম !

ঃ সে কী রে মদন, এতো রাত্তিরে আমায় ছেড়ে যাবি ?

ঃ আঁই শালা, তেঁতুলে-বিষ্টুপুর থে আমি কি তোমার ছবি এঁকে আনলাম ! আমি সোন্দরের পূজারী !

ঃ ওরে এতে আমার কী দোষ, এ তো একটা রোগ !

ঃ রোগ শোক আমি বুঝিনে বাবু, আমি শুধু বুঝি বিটিশ শালা দেশ ছাড়ার সুময় আমার জন্যি ডায়াবিটিশ ছেড়ে গেছে !

...চিত্ত শান্ত হয় না বাবুমশায়রা, আঁধার রাতে পথে বেরুয়েও...এতো অসোন্দর...এতো অসোন্দর চেহারা আমার দেবদূতের ! মদন না খেয়ে মরবে সেও বে-আচ্ছা ! টিউকলের জল খাই আর ফুটপাতে রাত কাটাই...তথাপি চিত্ত শান্ত হয় না। ধাক্কা খেয়েছে, আহা রে কোমল চিত্ত আমার... (থেমে) এট্টুস খ্যাল রাখবেন বাবুমশায়রা, পেছনে কিন্তুক আমার কাতলা ঘুরতেছে। সময় মতো সতক্কো করে দেবেন, ছুট মারতি হবে !...তা আঠারো দিনের দিন জগুবাজারের ফটিক দালাল আমারে ডাকলো...

ঃ অ্যাই, অ্যাই পাগলা, ছোন্ ছোন্...

ঃ বলেন...

ঃ খমাখানা তো বেশ ফর্সা করেছো, নন্দিনী দেবীর বাড়িতে কাজ করবি ?

ঃ দেবি-ফেবি বুঝিনে দাদা, আগে আমি তানার রোগবেধি জানবো, পছন্দ না হলি করব না।

ঃ আরে স্লা, জানতাম মুনিবেই চাকর পছন্দ করে, স্লা চাকর হয়ে তুই মুনিব পছন্দ করবি !

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আঠারো দিনে তিন তিনখানা মুনিব আমি ক্যান্সিল করেছি, আমারে চেনেন না।

ঃ স্লা খেতে পাচ্ছিস না, র‍্যালা আছে খুব !

ঃ আজ্ঞে, তা আছে।...বলেই হাঁটা জুড়তি যাবো, ঘাড়ের 'পরে এট্টা চাপড়া এসে বেরেক বাঁধলো !

ঃ স্লা তোর বাপের ভাগ্যি, ফিলিম অ্যাকট্রেসের বাড়ি ঢুকতে পাবি।

...অ্যাকট্রেরেস ! ত্যাক্ষুনি...বাবুমশায়রা ত্যাক্ষুনি আমার চোখের ওপর হাজার তুবড়ি ফরফর করে জ্বলে উঠল। নন্দিনী...হাদে সেই নন্দিনী...সিনেমায় যারে দেখা যায় ! হাসানাবাদে চিত্তরপুরী হলে যার জন্যি হপ্তায় হপ্তায় লাঠি চার্জ বাঁধা ! সাইনবোডে...সাইনবোডে যার নানা পোজির ছবি চটকা মারে ! ঠাট বাট চোখির কাজ, অঙ্গ দুলুনি...চলে এসো, চলে এসো...দিল নাচানো খেল...বেটাছেলে রাজেশ খান্না,

মেয়েছেলে নন্দিনী আর ঘুসোঘুসিতে প্রেম চোপরা !...(গান ধরে) ঝুট বলে কৌয়া কাটে, কালে কৌয়াসে ডরিয়ো...মিছে কথা বলব না বাবু, দেখলিই চিত্ত ঘুরপাক খায়...কদ্দিন বলেছি, ও রাণী, পদ্দার ওপর নাচো কেন গো—আমার চিত্তখানির ওপর নাথি মারো—নাথি মারো !—এট্টুসখানি ওমুখো ফেরেন তো বাবুমশায়রা, ঘাড় ঘোরান, দ্যাখেন কেডা আসতেছে, দ্যাখেন...দ্যাখেন—

[উপস্থিত বাবুমশায়দের ঠকিয়ে আড়ালে সিগারেট ধরালো, আড়াল করে ফুকফুক করে টানে।]

ঃ স্না সেই নন্দিনীর জ্যান্ত মুখ দেখবি দুবেলা, কুচবিহারের মহারাজাও যা পায় না !

এর পরে আর কথা চলে না। ফটিক দালালের হাত দুখানা ধরে বলি, আমি চিত্ত সমপ্পন করতিছি বাবু। তো নেড়ি কুত্তার মতো দালালের পেছনে পেছনে চললাম বাবুমশায়রা...নরম নরম ঘাস মাড়ায়ে, পুষ্পবৃক্ষের গা বাঁচায়ে নন্দিনী দেবীর লনে এসে দাঁড়ায়েছি।

ঃ নটি। নটি ! দুষ্টু করে না।

আঁইরে বাগানে বসে উনি কেডা। প্যান্টুলুন পরে উনি কেডা, মেনকা না উব্বশী ! ইঃ, বাবুমশায়রা মেয়েলোকে প্যান্টালুন পরলি এমন খোলতাই লাগে না ! সোন্দর ! কুঁচকি-পকেটে হাত ঢোকায়ে উব্বশী সিকরেট বার করতেছে—কুঁচকি-পকেটে হাত ঢোকায়ে—দেখলি চক্ষু আঠার মতো আটকে যায়। ঘিচুং করে আমারে চোখ মেরে দেবেন বাবুমশায়রা...এজ্ঞে যদি কাৎলার ঘাঁই আন্দাজ করেন...আমারে এট্টু সুময় দেবেন অন্তত...

ঃ নটি ! নটি ! দুষ্টু করে না...দুষ্টু করে না...উব্বশী ব্যাতের চৈয়ারে বসে, কোলের 'পরে এট্টা হনুমান নে... এজ্ঞে মন্দা হনু, গালে গাল ঠোকায়ে গান ধরেছেন—“নটি নটি দুষ্টু করে না—দুষ্টু করে না...আমি কি তোর বৌ ?”

ঃ লাই দিয়ে দিয়ে হনুটাকে একেবারে বুকে তুলেছো নন্দা।

ঃ ওঃ ফ-টি-ক দা ! ফ-টি-ক দা !—একমাথা র‍্যাশম চুল নাচায়ে দেবী দিষ্টি দিয়েছেন ! সেই দেবী—সাইনবোর্ডের দেবী—চক্ষু বেয়ে ত্যাখন আমার ধারা নেমেছে বাবুমশায়রা ! ওরে ঘোঁতনা, দেখে যা, তোর গেঁড়ে মদনার কাণ্ড দেখে যা, সে কারে পেয়েছে !

ঃ ওমা। এ তুই কাকে জুটিয়ে আনলিরে ফটিকদা...একেবারে বি-সি মার্কা !

ঃ এই ভাল নন্দা, একেবারে র মাল...ব্যাটা খলিফা হয়নি। জানো তো নন্দা, অরূপ কুমারের বাড়ির চাকরটি ! ঘরের খবর ফাঁস করে করে স্না এক সারভ্যান্টই অরূপের গ্ল্যামার চুরমার করে দিল ! চাকরবাকর যত হাঁদা হয়, ততই সুবিধে !

ঃ দেখিস বাপু ফটিকদা, দুদিন বাদে আবার চলে যাবে না তো !

ঃ কিরে যাবি ?

ঃ এজ্ঞে না। আর কুথাও যাবো না।

ঃ পাড়ায় বেশি বন্ধুবান্ধব হবে না তো ?

: এজ্ঞে আমি চৌকাঠের বাইরে যাবো না...

: (খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে) ফাইন...ফাইন...ইন্টারেস্টিং। তোর চোখ আছেরে ফটিকদা, কেমন দুষ্টু-দুষ্টু মুখটা...আঃ, নটি নটি, ও কি হচ্ছে...ছি! ও করতে নেই, ও করতে নেই...এই—ছিঃ অসভ্য...অসভ্য...আহা—

: (চোখ টিপে) কিরে মা দেখছিস, পছন্দ হয়?

আর সামলাতি পারলাম না বাবুমশায়রা, ল্যাজ উব্দো করে এক্কে ছুটে আমি ত্যাখন তেতলায়। সোন্দরী...জগতের সেরা...আমারে ফাইন বলেছে। দু চক্ষু ভরে তারে দ্যাখতাম বাবুমশায়রা...কী চোখ কী মুখ...চাকর যদি হতি চাও তো যাও দেবীর বাড়ি!

(দম নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত বেগে) সুটিং...সুটিং...দেবীর মোট্টেও সুময় নেইকো...আজ কোলকেতা কাল বোম্বাই...তারির মধ্যে যেটুকুন ফুরসুৎ, ফিচুং করে ছিপি খুলে বোতল মুখে ধরেছেন। ঢুকুর ঢুকুর বোতল কে-বোতল ফাঁক। মেয়েমানষেরে মাল খাতি কখনো দেখিনি বাবুমশায়...এতো সোন্দর লাগতো কী বলব। আজ্ঞে মাল কিন্তুক বাইরে-ঘরে বসে কোনোদিন টানেনি, সব্বদা চারতলা ঠাকুরঘরে, রাধাকৃষ্টের মুখোমুখি বসে। ঠাকুরঘরে কেডা, আমি তো মাল খাইনি। তবে? যার সোন্দর হয়, তার সব্বদিকেই হয়, সামনেও হয়, আড়ালেও হয়। আশ মিটুয়ে দেখতি লাগলাম, আপনারে আপুনি ভুলে দেখতি দেখতি একদিন ইস্টোভে আঙুলটা পুড়েই গেল ছক্কা! ছুতোয়নাতায় খালি দেবীর কাছাকাছি পাক মেরে ঘুর্বি আর নয়ন ভরে দেখি...আর সেই দেখাই হ'লো আমার কাল...বাবুমশায়রা. লেকট্যারাসের বাড়ি ছাড়ার মূলে ঐ দ্যাখা। ত্যাখন কি জানি ঐ ড্রেসিংরুমের দরজার এক ইঞ্চির মধ্যি চোখ চালায়ে বিশ্বব্রহ্মণ্ড দুলে উঠতি দেখবো। দেখি কি, ওঁাই ব'বমশায়রা ভাববেন না গুল, মদনের কাছে পাবেন মানষের হাঁড়ির খবর, আপনাদের ছুঁয়ে বলতি পারি, দেখি কি, যারে নিয়ে আপনারা এতো নাচানাচি করেন, সেই দিলনাচানো খেলের রাণী...মাথায় এট্টাও চুল নেই গো। ফর্সা. এক্কেরে হাঁড়ির তলা। বসে বসে টাকের পরে চুল সাজাচ্ছেন। শালা ফলস্‌ চুল। ওঁাই শালা. আমি সোন্দরের পূজারী। কলকেতা...সারা কলকেতা যেন ফল্‌স চুল পরে ধিতিং ধিতিং নাচে আর গায়—ঝুট বলে কৌয়া কাটে. কালে কৌয়াসে ডরিয়ো!...মার লাথি। হনুমানের ট্যাঙ্কে একখানা আধমুনে কিক না ঝেড়ে এক্কে লাফে লেকট্যারাস থে এসে পড়লাম বাগবাজারের হরনাথবাবুর বৈঠকখানায়।

হরনাথবাবুর কথা আর কি বলব বাবুমশায়রা, আপনারা তো তানার সবই জানেন। তো সেইখানেও আমি তিন মাসের বেশি সুময় নষ্ট করিনি। (খুব ডাঁটের সঙ্গে) ফের খুঁজি...মনের মতো মুনিব খুঁজি...এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঢুকি—এট্টা এট্টা ইন্টারভ্যু নিই—পছন্দ হয় না আর খিচুং করে ক্যান্সিল করে দিই। আনন্দবাবু সকালে উঠে দাঁত মাজে না। খিচুং খ্যাচ, ক্যান্সিল। ক্যান্সিল করতি দুঃখুও হয়, আবার বুকখান ফুলেও ওঠে। তেঁতুলের তিতীয় মদন কলকেতার বুকের 'পরে দাঁড়ায়ে মুনিব ক্যান্সিল করে! হাঃ হাঃ। বোঝেন বাবুমশায়রা পেটে দানা পড়ে না, গা দিয়ে খড়ি ওড়ে, পাগলের মতো পথ কুড়ুয়ে চলি...বোঝেন বাবুমশায়রা, যেকালে কলকেতার বেকার বাবুরা এট্টা যেনতেন চাকুরির লেগে বরেনবাবুর পদতলে তেল মাখাচ্ছে, সেইকালে আমি খ্যাচাং-

খ্যাচ...হাতের পাখি ওড়ায়ে দিই!

...সারা রাত্তির ডিপোর টেরামে শুয়ে শুয়ে ডাকি, ভগমান, আর তেঁতুলে ফেরবো না...মুখ রাখো আমার...এট্টা ঘরে আমারে স্থিতু করো...আর তো শ্যাওলা হয়ে ভাসতি পারিনে...হেইরে ভগমান, শহরসুদ্ধু বাবুরা কি জেনে গেল, বাবু ক্যান্সিল করা মদনের এট্টা স্বভাব ? ঠাঁই মিলুয়ে দ্যাও ভগমান !...অন্তর্যামী আমার ডাক শোনলেন। পরের দিন ফাস্ট টেরামে তিনি মোরে দর্শন দেলেন বাবুমশায়রা। (দ্রুত লয়ে) টেরাম চলেছে গড়ের মাঠে...গঙ্গায় হাওয়া বচ্চে...আকাশে দু-চারটে তারা ত্যাখনো মিটমিটি, জাহাজের পিদিম ত্যাখনো নেভেনি...হঠাৎ কানে এলো, ভগমান আমারে ডাকতেছে। একেরে সমসকৃত ভাষায়...মদনঃ মদনঃ উঠং উঠং ! ধড়ফড় করে উঠে দেখি ওই খানিকটা দূরে বসে...খালি গা, গলায় পৈতে, বুকতক পাকা দাড়ি, হাতে কমণ্ডলু, ভগমান ফাস্ট টেরামে গঙ্গাচানে চলেছেন...আর শোলোক আওড়াচ্ছেন...মধুর শোলোক...এট্টা বন্ন তার বোঝা যায় না...সমস্কৃত শোলোক...ভোরের হাওয়ায় আমার ভগমানের মধুর কণ্ঠস্বর থরথর করতেছে...কী সোন্দর...বাবুগো, পা জড়ায়ে ধরে বলি—

ঃ বড্ড গরিব আমি বাবু, দুটো পেটেভাতে সব্বক্ষণ ছিচরণ সেবা করব,এ জনম ধন্য করব, এট্টা আচ্ছরয় দ্যান বাবু...

ধবধবে পা দুখানা টেনে নিয়ে ভগমান খাস বাংলায় বললে, ঃ আরে বাপ্পোৎ, ছুঁয়ে দিলি।

—আমার ভগমান খিস্তি করলে। বাবুমশায়রা, বাবুরা ঘুষ খাবে, রিলিফের ট্যাকা মারবে, মাল টানবে, পয়সা কামাবে—এইসব নিয়ে তো আমার কোনো আপত্তি নেই...ও তো বাবুরা হামেশা করে, করবে, না হলি আর বাবুরা বাবু কেন...বাবুরা করবে, অমি তার ভাগ নেব, না হলি আর আমি তেঁতুলে ছাড়লাম কেন ? কিন্তুক তা বলে বাবুরা আমার অসোন্দর হবে কেন ? চলন্ত টেরাম থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম বাবুঘাটে। তিনদিন পরে দুপুর বারোটা তেরো মিনিটে হর্তুকিবাগানে আমি ধোলাই খেলাম।

ঃ ছেলেধরা। ছেলেধরা !

ঃ এজ্ঞে না, আমি ছেলেধরা না...

ঃ পেটাইয়া খাল খিচাইয়া দাও ওডার...

ঃ আজ্ঞে আমার কথাটা শোনেন...

ঃ মার্ ! ঘরের ভেতর উঁকি মারা হচ্ছে।

ঃ আজ্ঞে বাবু খোঁজ নিচ্ছিলাম, কাজের লোক লাগে কিনা।

ঃ নে, ব্যাটার বাক্সটা কেড়ে নে...

ঃ ওটা নেবেন না বাবু।

ঃ খুইলা নাও, খুইলা নাও...শালার টেংরি খুইলা নাও...

ঃ বাবু...

[আর্তনাদ]

ঃ (একমুখ পান) কি হয়েছে এখানে...ও দাদা...

ঃ আরে দাদা, ছেলেধরা !

ঃ (পিক ফেলে) মার্, শালারে মার্...মার্ মার্ মার্ মার্...(স্বভাবিক গলায়) আমি যত বলি ঃ ও বাবু, আমি তেঁতুলের ছেলে...দেশত্যাগ করে তোমার দেশ আপনার করেছি...কলকেতার বাবুরা মহাবিক্রমে চোখকান বুঁজে তত পেটে লাথি ঝাড়ে।...তো আমি বাবু খুঁজে বেড়াতি লাগলাম, আর দুচক্ষু ভরে দেখতি লাগলাম কলকেতার বাবুরা ধারালো ছুরি নিয়ে, ইনি ওনার পেট ফাঁসালেন, গাড়িতে আগুন ধরালেন, তার ছেঁড়লেন, বোমা ঝাড়লেন...কীসে থেকে যে কী হ'লো বাবুমশায়রা, সোন্দর সোন্দর এস্টাচুগুলান কচুকাটা করলেন।...তো আমি আমার মুণ্ডুখানা বাঁচায়ে বাঁচায়ে ছুটোছুটি করি—হেইরে, আমার এট্টা আচ্ছরয় দ্যাও...আর তো তেঁতুলে ফেরবো না...আমারে এট্টু থিতি হতি দ্যাও।

ঃ বল্ স্লা, তুই কোন্ দলের লোক ?

ঃ আজ্ঞে আমি কোনো দলের না !

ঃ এ পাড়ায় ঢুকলি কেন ?

ঃ আজ্ঞে কাজের চেষ্টায়...

ঃ চাপ্ স্লা, হাতে দেখছিস !...মুণ্ডুখানা সরায়ে নে মনে মনে বলি, ও বাবুমশায়রা, তোমরা এমন করলি আমরা কমনে যাই ! ও-ও বাবুমশায়রা, তোমরা এট্টু সোন্দর হও ! কীসে থেকে কী যে হ'লো তোমাদের...

ঃ মদ্না না ? ঃ মদ্না, তুই এখানে ! ঃ কিরকম আছিসরে মদ্না ? ঃ আগে তুই বল্, তুই কি রকম আছিস মদ্না ! ঃ তুই আমার দ্যাশের লোক মদ্না ! ঃ আমি তোরে চিনতি পারিনি মদ্না ! ঃ তোরেও আমি চিনতি পারিনি মদ্না !...

আজ্ঞে দুই মদনে দেখা হয়েছে ! বিকেল সাড়ে পাঁচটার সুময় দেশোবন্ধু পার্কের ধারে তেঁতুলের সেই ঢ্যাঙা মদনের সাথে দেখা ! দুজনে পরাণ খুলে মদনা মদনা করি আর চমকে চমকে উঠি, মোরা কি আপুনার সাথে আপুনি আলাপ করতেছি !

ঢ্যাঙা মদনা...বাবুমশায়রা, কোথায় তার সেই দেড়ফুট বুকের ছাতি, পাথরের হেন হাতের গুলি ! হাড় বেরুয়ে পড়েছে ! উড়োজাহাজেরে যে টপকাবে, গাছতলায় বসে সে হাঁপাচ্ছে, লালাচ্ছে ! পাশে তার তিনটে ছেলে, বাজারের শাকপাতা কুড়ুয়ে এনে বিকেল পাঁচটার সুময় কেলেহাঁড়িতে খাবার সেদ্ধ করতেছে। ঢ্যাঙা মদনার সেই এত্তোখানি মাথাটা আর নেই গো, শুকুয়ে ষাট পয়সার একমালা নারকেল ! কার যে কখন কী হয় বাবুমশায়রা !

ঃ মদনা, খপর শুনিছিস, তেঁতুলের খপর ? মড়ক লেগেছে ! ফসল যা হ'লো সব মিলিটারী খাবে বলে ইস. ডি. ও. ক্রোক করেছে। মানুষে ঘ্যাঁটকোলের পাতা খাচ্ছে। সব মরে যাচ্ছে। এদের নে কলকেতায় চলে এলাম...কি করবো...মদ্না তুই তো এধারের লোক, এট্টা ব্যবস্থা করে দিবি ?

...ঢ্যাঙারে কোনোদিন আমি কাঁদতি দেখিনি বাবু ! ঃ খপর শুনিছিস গেঁড়ে ? তোর বাপ, ঘোতনা খুড়ো...ঃ কি হয়েছে তার ? ঃ মরণের খপর প্যাসনি ? ঃ বাপ নেই ? ঃ ধান নে লড়তি লড়তি গুলি খেয়ে ঘুরে পড়েছে। ঃ হেই ঢ্যাঙা ! ঃ ধরাধরি করে তারে বাড়ি নে এল, ত্যাখনো খুড়োর কথা আছে। মরতি মরতি বলে, আজ আমি

গেঁড়েটাও থাকতো ! বাপবেটায় দাঁড়ালি ওরা থান নে যেতি পারে ? গেঁড়ে আমাদের দ্যাখলে না। মুখি জল দিই, গড়ায়ে পড়ে, বলে, ফেররে ফেরবে, গেঁড়ে একদিন ঠিক ফেরবে ! যাবি, এই গেঁড়ে যাবি, মন চায় বড় তেঁতুলে ফিরে যাই, যাবি ?

...না ! থুঃ ! যে থুতু মদন ফেলেছে সে থুতু মদন আর গেলবে না। ইলিশ মাছ, সরু চালের গরম ভাত, গরমকালে ফোঁটা দু-চার টক দধি...বাগবাজারে হরনাথবাবুর বাড়ি দুবেলা খ্যাটনে আমার জুত খুব। আমি আর কি কবো, আপনারা তো সব জানেন, কলেজ স্ট্রীটের মস্তবড় কলেজের মাস্টার, দুই মোটা মোটা বই, এক একখানা আমার এই বাক্সটার মতো পুরু। ডাকসাইটে পণ্ডিত হরনাথবাবু।

সন্ধে হতি হরনাথবাবুর বৈঠকখানায় ত্যাখন বন্ধুবান্ধবদের ভীড়। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা বন্ধু, এট্টা নাকিসুরের বন্ধু...তানার শুনিচি বড়বাজারে ঘি-র আড়ত আছে... সব্বক্ষণ খোঁচা-খোঁচা দাড়িমুখ এট্টা বন্ধু। আমি একদিন বললাম, ও বাবুর কী মা মরেছে ? শুনে গিন্নিমা একগাল হেসে বললেন, ও-বাবুর যেদিন মা মরবে সেইদিনই ও দাড়ি কামাবে। ও-বাবু অমনধারা। আপুনি যা করবেন ও-বাবু তার বেপরীত করবে। আপুনি যদি প্যান্টের সামনে বোতাম লাগান তো ও বাবু পেছনে লাগাবে। ও বাবু অমন ধারা।...ঘি ! হ্যাঁ, ঘি। ঘি যেন কার ? হ্যাঁ গেরুয়ার। শোন্‌লাম বাজারে দামকড়ি বাড়ার সাথে সাথে গেরুয়া ক্রেমশ লাল হচ্ছে। শুনে চিত্ত বড় আকৃষ্ট হ'লো। এতোবড়ো পয়সাঅলা বাবু দেখলি অতিবড়ো নিষ্ঠুরেরও চিত্ত ভূমিষ্ঠ হয়।

...তো তিনবাবু। গেরুয়া, নাকী, আর দাড়ি। মধ্যিখানে হরনাথবাবু। দেখেছেন তো বৈঠকখানায় সেগুন কাঠের টেব্‌লখানা ! সন্ধে হতি সেইটারে ঘিরে বসে সবাই মিলে দেশের কথা আলোচনা করে। দেখাচ্ছি। (হাঁটু ভেঙে চেয়ার হয়ে বসে কোলের ওপর বাক্সটা রেখে বাক্সর ওপর চড় মারে) পথমে আমার বাবু টেবুলের ওপর চড় মেরে বলেন ঃ দেশটা গেল ! গেরুয়া দুটো চাপড় হাঁকায় ঃ গেল ! গেল !...নাকীও কম যায় না, তিনটে মেরে বলে (নাকী সুরে) না না না, গেল ব'লো না, বরং বলো, গেল। (দুম করে কিল মেরে) গেল ! আজ্ঞে কিলটা ঝাড়ে দাড়ি। রাত যত বাড়ে টেবুল চাবড়ানি ততই বাড়ে আর সারা বাড়ি জুড়ে রৈ রৈ ঃ গেল ! গেল !...না পেরে আমি কই ঃ ও-বাবু, ঘরে বসে পাড়া না জাগায়ে, দমকল ডাকতি গেলে হয় না ? নাকী চোখ পাকায়ে বলে ঃ দমকলও গেছে, তুই বলার আগেই সে গেছে ! সারা দেশটাই গোল্লায় গেছে !

ঃ আজ্ঞে টেবুলখানাও যে দুমড়ে গেল।

হরনাথবাবু ত্যাক্ষুণি গিন্নিমার দিকে আঙুল নেড়ে বলেন ঃ আস্কারা দিয়ে দিয়ে চাকরটাকে তুমিই মাথায় তুলেছ। ঃ আমি না তুমি ? দিনরাত তোমারই তো ফাই-ফরমাজ খাটছে। ঃ আমার না তোমার ? সারাক্ষণ তো ওটাকে আঁচলে বেঁধে ঘুরছো। ঃ অসভ্যের মতো কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। ছাত্রী নিয়ে আছে...আবার বড় বড় কথা ! ঃ সাধ করে ছাত্রী ধরিনি, তোমার আর আছে কী যে ধরবো ! ঃ আমার কিছু নেই, না ? ঃ কি আছে, দাড়ি তো সবই শোষণ করে নিয়েছে ! ঃ ক-বার, ক-বার বীণাকে নিয়ে ডাক্তারবাড়ি গেছ, বলবো ? ঃ সে তো আমিও বলতে পারি,—আমার সন্দেহ হয় কালটু কি আমার ছেলে, না ঐ দাড়ির ছেলে ! ঃ স্টুপিড ননসেন্স, ডক্টরেট

পেলে কার দৌলতে, বলে দেব ? : যা যা বাজারের মাগী ! (হাত ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো।) টাঁই ! খুন করলে রে ! টাঁই ! টাঁই ! টঙ ! ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। ফ্যাঁস্ স্... ফ্যাঁস্ স্...(চুল ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে) ইঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁ-উঃ...ক্যাঁৎ ! ক্যাঁৎ ! দুম দড়াম...গদাম ! গদাম !

: বাবু, বাবু, ও গিন্নিমা, সব ভেঙে চুরে গেল যে ! শোনেন শোনেন, আপনারা যে যা করে বেড়াচ্ছেন, তাই করে বেড়ান না...শুধু দীনবন্ধুর কৃপায় এট্টু শান্ত হয়ে সোন্দর হয়ে থাকেন না ! আর তা যদি না পারেন তো আমি চল্লাম...

: মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, আস্থা ফুরিয়ে যাচ্ছে—

গাঁক গাঁক করে এক বাবু মাইক ফাটাচ্ছে মনুমেন্টের নিচে কব্জি ছুঁড়ে ছুঁড়ে। "মানুষের আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের যুবশক্তি জাগ্রত করতে হবে।"...ভীড় ঠেলে এগুয়ে গে আমি যারে দ্যাখলাম—ও-ও বাবুমশায়েরা, বক্তিমে দিচ্ছে আর কেউ না, আমাদের অঞ্চলের গান্ধীবাবা কালীনাথ বোহ্মোচারী ! সেই যে গো' বাঁশের বীরিজ ভেঙে ! শোনলাম গান্ধীবাবা এবারে চোদ্দহাজার ভোটে জিতে এয়েছে মোদের অঞ্চল থেকে ! শতমুখে খই ফোটচ্ছে গান্ধীবাবা...মাইকের ডাণ্ডা ঘন ঘন জড়ায়ে পিতিজ্ঞে করছে, কতোরকম পিতিজ্ঞে...হ্যানো করব, ত্যানো করব, না পারলে গদি ছেড়ে দেব ! হ্যানো করব না, ত্যানো করব না, করলে গদি ছেড়ে দেব। গদিরে আমি তুচ্ছুজ্ঞান করি !

ত্যই তো ! ভোটে হারলিই তবে বাবুরা খারাপ হয়ে যায়, ভোটে জিতলি কেমন সোন্দর হয়ে যায়। বোহ্মোচারীবাবু পালটি খেয়ে এক্কেরে বিউটিফুল হয়ে গেছে। নাওয়া নেই...খাওয়া নেই...দু-দুখানা গাড়ি ছুটুয়ে বাবু দেশের তদারকি করে বেড়ান।...আর সন্ধ্যেবেলা কপালে দু আঙুল ঠেকায়ে বলেন, ধর তো মদনা ! একটা আঙুলে আছে এ বছর খরা হবে, আর একটা আঙুলে আছে খরা হবে না...কোন্‌টা ধরবি ধর্ ! : এইডা ধরলাম বাবু। : মদন আমার সোনা। বল্ তো, এ আঙুলে কী উঠছে ? : আজ্ঞে বাবু, খরা। : তাতে এতো আনন্দ কেন বল্ তো ? : আজ্ঞে খরা না হলি রিলিফ বসবে না...রিলিফ না বসলি আমাদের ট্যাকা হবে না.. ট্যাকা না হলি চারতলা ওঠবে না...চারতলা না হলি আমি ছাতে দাঁড়ায়ে গান গাইতে পারবো না...আপুনি যেমন করে পারেন খরার বেবস্থা করেন বাবু—

...মাঝেমধ্যি আমি মনে মনে বাবুর সাথে এমনধারা আঙুল ধরাধরির খেলা চালাতাম বাবুমশায়রা। সত্যি করে তো বাবুর আমার খেলা করার সুময় নাইকো।...ও হক্কা, বলতে তো ভুলে গেছি, এরই মধ্যে আমি বোহ্মোচারী বাবুর বাড়ির কাজে বহাল হয়ে গেছি। আজ্ঞে শিশুকাল থেকেই আমি যে এট্টু সুড়ুক-সন্ধানী আছি...সে পরিচয় তো পেয়েছেন। কলকেতায় ঢোকা আমার, সেও হামাগুড়ি মেরে।...মিছে কথা বলব না, গান্ধীবাবার বাড়ি আমার ফিল্‌ড-ও খুব ভালো। ধরেন নানারকম লোক তো নানারকম বায়নাক্কা নিয়ে দুবেলা ধন্না দেয়, নানারকম তাইরে-নারে খেলে তাদের কাছ থে আমি দু'পয়সা কামায়ে নিই। কেন নেবো না, বাবুরও যেমন পেরাপ্য আছে, চাকরেরও আছে ! তবে যা নিই, বেশ সোন্দরভাবেই নিই। ধরেন শ্যামলী দিদিমণি যখন আসেন...আর আসেন তিনি রোজই...রাত সন্ধ্যা এগারটা পর্যন্ত ঠায় বসে

থাকেন..."বাবুরে এট্টু ডেকে দাও ভাই মদন, বড্ড দরকার।" আমিও গাওনা জুড়ি...আজ বাবুর মাথা ধরেছে, কাল বাবুর বমি হয়েছে, পরশু বাবুর মাসীপিসি হয়েছে...দেখা হবে কি করে দিদিমণি?...দিদিমণি তখন ভ্যানিটি খুলে দু আঙুলে একখানা নোট বাড়ায়ে ধরেন, আমিও দু আঙুলে সোন্দর করে নোটখানা টেনে নিয়ে, সোন্দর করে হেঁটে যাই বাবুরে খবর দিতি।...

ঃ আরে শ্যামলী, শ্যামলী...অনেকক্ষণ বসে আছো তো। আর আমার এই মদনটা যা হয়েছে না...ব্যাটা কিছুতে ঠিক রাখতে পারে না,কাকে বসিয়ে রাখবে না রাখবে।

আমি আড়ালে দাঁড়ায়ে শুনি আর হাসি।

ঃ ওহো, তোমার হ্যাজব্যান্ডের জন্যে একটা সীট্, না? মনে থাকে না ভাই শ্যামলী! তাছাড়া ক্যান্সার হস্‌পিটালে সীট তো আজকাল বড় একটা খালিও থাকছে না। দেখি কি করতে পারি!

ঃ ওকে আর বাড়ি রাখা যাচ্ছে না দাদা।

ঃ তা তো যাবেই না, যাবেই না...ক্যান্সার...লাস্ট স্টেজ।

ঃ চোখের সামনে ও যন্ত্রণা আর দেখতে পারি না দাদা।

ঃ যায় না, দেখা যায় না...ক্যান্সারের যাতনা দেখা যে কী যাতনার ব্যাপার...হে হে...

ঃ একটা উপায় করে দিন...আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছু তো করতে হবে। কাল রাতে একবার এসো, আমি ফোনে একটা খবর নিয়ে রাখবো। এসো...কেমন? মদন। ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বলেছি না, আমি যখন কারুর সঙ্গে কথা বলব, নেহাৎ দরকার না হলে সেখানে মোটে দাঁড়াবি না! একদিন বললে খেয়াল থাকে না!

ওই...ওই আমার একটা বদ অভ্যেস হয়ে গেছে বাবুমশায়রা, বাবুদের ওপর সব্বোক্ষণ দিষ্টি রাখা। এতো যে নিজের কান নিজে মলি, তো স্বভাব না যায় মলে। বাবুদের কথাবার্তা দুকানে এক্কেরে টেপ রেকর্ড করে ধরে রাখি।

ঃ আরে শ্যামলী...শ্যামলী...শ্যামলী! এসো...এসো...এসো। তোমার জন্যেই বসে রয়েছি ভাই। গুড্ নিউজ। তোমার সীট...মিল্ গিয়া! ঃ মিলেছে! ঃ মিলবে না? আমি রয়েছি, তোমার হ্যাজব্যান্ডের একটা সীট হবে না! বলো, কী খাওয়াবে বলো! আরে আরে কাঁদছো কেন? তুমি যা চাইছিলে পেয়ে গেলে তো! ঃ এ রোগে হাসপাতালে পাঠানো মানে জানেন দাদা। একেবারে শেষযাত্রা। ও আর ফিরবে না দাদা। ঃ হুঁ, তা বটে, তা বটে। ঃ তবু এতোদিন কাছে ছিল! ঃ কেঁদো না, কেঁদো না...যা হবেই, তাকে তো ঠেকানো যায় না...তবে আমাদের কথা হ'লো শেষ পর্যন্ত লড়াই! লড়াই করে যেতে হবে, অ্যাঁ? ঃ আপনার এ ঋণ আমি কোনোদিন...

ঃ হ্যা হ্যাঃ, ওসব কিছু না। ঋণ ভাবলেই ঋণ...আবার না ভাবলে কিছু না। এটুকু তো আমাকে করতেই হবে। এসো, এসো ভেতরে এসো।...এই এইটা হ'লো আমার বেড্‌রুম। বুঝলে ভাই, এই তুমি নিয়ে জন ত্রিশ এঘরে ঢুকল। হ্যা হ্যা, একেবারে নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট ছাড়া কাউকে আমি এখানে...বসো, খাটেই বসো। সারাদিন বাদে

তোমরা এলেই যা একটু...নীল আলোটা জ্বলুক, কি বলো অ্যাঁ? উঁ—! গন্ধ পাচ্ছো...ধূপের! হে হে, পদ্মনাভি পুড়ছে। হে হে, অমন জড়সড় কেন? বালিশটায় কনুই দিয়েই বসো না! এ তো তোমারই ঘর শ্যামলী! ঃ আ-মি আজ যাই... ঃ হে হে, ভয় কিসের! হেঁ হেঁ...তুমি না এলে আজ আমাকেই হয়তো তোমার কাছে যেতে হতো শ্যামলী...শামু...(খপ্ করে হাত ধরে) আমি তোমাকে দেখলুম, তুমিও একটু আমায় দেখে যাও। না না...টানাটানি ক'রো না। উঁ তেজী! তেজী ঘোড়া আমার ভাল্লাগে! লড়াইটা জমে। ছুটোছুটি করে লাভ নেই, ছুটোছুটি করে লাভ নেই। গোটা দেশটাই আমার মুঠোয়। হ্যা হ্যা হ্যা...

বাবুর চক্ষু জ্বলতেছে, নীল আলোর মধ্যি বাঘের চোখ! থাবার পাঁচটা আঙুল দিদিমণির ঘাড়ের কাছে ঘোরাফেরা করতেছে, দিদিমণি সরে যেতে চাচ্ছেন...খাবো কি খাবো না করতি করতি বাবুমশায়েরা, থাবাখানা চেপে বসলো বুকির ওপর। আর দিদিমণি...সে আমি বলতি পারবো না বাবু, তেঁতুলে বিষ্টুপুরে মুচিরা মুরগির গলা কেটে ছেড়ে দিতো...কবন্ধ মুরগিটা রক্ত ঝরাতি ঝরাতি মাঠময় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ থেমে দুম করে আছড়ে পড়ে নিথর হয়ে যেত! গলাকাটা মুরগির মতো লড়তি লড়তি দিদিমণি দুম্ করে থেমে গিয়ে হাত পা ছেড়ে দিল। (আর্তনাদ করে ওঠে) ধপ ধপ ধপাস...ঢেঁকির যেন পাড় পড়তেছে বাবুমশায়রা, এজ্ঞে আমার বুকির ভেতর একখান ঢেঁকি ওঠে আর নামে...ধপ্ ধপ্ ধপাস...কোন্‌দিকে পালাবো, হেইরে ভগমান, এইখান থে নে চলো আমারে, আন্ধারে চক্ষু অন্ধ করে দ্যাও। (ঠক ঠক করে কাঁপছে)...কাঁপতি কাঁপতি আমি সিঁড়ির নিচে গিয়ে সেঁধোলাম!...কী বলতেছেন, ত্যাখনো কেন আমি বোম্মোচারী বাবুর বাড়ি আছি? সেই মুহুর্তে কেন ওবাড়ি ছাড়িনি? হেইরে বাবুমশায়রা, ক বাড়ি পাল্টাবো? কলকেতায় চারটে বর্ষ পার করিছি, চারটে বর্ষে আমি যে বুঝে গেছি, এ শহরে বাবুদেরই মনের মতো চাকর খোঁজা পোষায়, চাকরের মুনিব খোঁজা পোষায় না! বুঝে গেছি, যারা ঘুষ খাবে, মান্‌ষেরে ভাঁওতা মেরে কব্জি নাচাবে, সিনেমায় ল্যাংটো হয়ে পয়সা নেবে...তারা সোন্দর হয় না...শেষতক সোন্দর হয় না! এ সংসার পচে গেছে...আমি গেঁড়ে মদন, পচা কাঁঠালে সোন্দর কোষ খুঁজতিছি! ঠিক করলাম বাবুমশায়রা, আর বাড়ি পাল্টাবো না...আপনাদের লাইনে লাইন দেব, মনের মত বাবু না পাই, বাবুদের মনের মতো হবো।

ঃ মদনা!...

মাঝ রেতে কেডা ডাকেরে!

ঃ (মাতাল গলায়) এই শুয়োরের বাচ্চা, সিঁড়ির নীচে কী হচ্ছে! বেরিয়ে আয়! বেডরুমে ঢুকেছিলি? ঃ আজ্ঞে না বাবু... ঃ বাপ্তোৎ, খানিক আগে ফুলদানিটা ভাঙল কার পায়ে লেগে, ভূতের! ঃ মাপ করে দ্যান বাবু... ঃ শালা হারামি ঘুঘু। আমার ওপর স্পাইগিরি করা হচ্ছে? দশের মধ্যে তুই আমার হাঁড়ি ফাটাবি, না? ঃ আজ্ঞে না বাবু, আমর মা-বাপ, ঘরের কথা বাইরে বলা আমার স্বভাব না। ঃ (প্যায়ে লাথি ছুঁড়ে টলতে টলতে) হ্যাট্। হ্যাট্। মেয়েছেলের কেচ্ছাটা বাইরে রটাতে পারলে খুব হাততালি পাবি...আর আমার মুখে চুনকালি দিয়ে আর এক শালা এসেম্বলি কাঁপাবে...সামনের

ভোট ভুটকে দেবে, ন্যা ? ব্যাটা টাকা কামাবার এই পথ ধরেছিস...খবর বিক্রি ! ঃ বাবু আমি গরিব মানুষ। আপুনি ছাড়া আমার কেউ নেই, বাবু চিরদিন আপনার বিশ্বাসী হয়ে থাকবো। ঃ কোনো শালাকে বিশ্বাস নেই ! রাজনীতিতে নো বিশ্বাস ! এই যে রোজ খবরের কাগজে আমার পিন্ডি চটকানো হচ্ছে, এর মূলে তুই ! তুই গোপন খবর বিক্রি করছিস ! ঃ বাবু শালগ্রাম শিলা ছুঁয়ে...ঃ তোর শালগ্রামের তেইশটে করি আমি। দাঁড়া তোকে কি করে টাইট দিতে হয়...

এই না বলে বাবু রাত কাঁপায়ে হাঁক পাড়ে ঃ হ্যালো লালবাজার...আমি কালীনাথ ব্রহ্মচারী বলছি। বেডরুমে চোর ঢুকেছে। অনেক কিছু চুরি করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ বামাল সুদ্ধু ধরে রেখেছি। হ্যালো...হ্যালো...গোয়েন্দা বিভাগ...একটা বিরাট চক্র !

ঃ বাবু...ও বাবু, আপুনি জানেন আমি কিছু করিনি, শুধু চোখে যা পড়েছে, না দেখে পারিনি। (রেগে) তোমরা করতি পারো. দেখলিই চাকরের দোষ !

ঃ হ্যালো হ্যালো ডি. সি...একটা বড় রহস্যের কিনারা হবে। কাম কাম...কুইক ! কুইক ! হ্যালো হ্যালো...

হেইরে বাবুমশায়রা, এতোকাল আপন মেজাজে কাজে ইস্তফা দিইছি, আজ যখন দেবো না, ত্যাখন আমারে...ঐ পুলিসের গাড়ি ! কী করি ! মাধবীলতার দেহ ধরে পথে পড়ে এ মুখে ছুটি...দেখি হেডলাইট তেড়ে আসে ভোঁ...ওমুখে ছুটি, বাঁশি বাজে ভোঁ-ও-ও...আন্ধারে ঝলক ঝলক আলো গেঁড়ে মদনার সামনে ছোটে—পেছনে ছোটে...(হাঁপাতে হাঁপাতে) ছুটতে ছুটতে দেখি ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে চারজন রেসুড়ে বাবু ঘোড়ার পেছনে সব্বোস্বান্ত হয়ে ত্যাখনো বসে রয়েছে...আমি কই, বাবু আমারে বাঁচান...আমার এট্টা পয়সা নাই, গরীব মানুষ ! সব বেত্তান্ত খুলে বলি ! ত্যাখন কি জানি বাবুমশাইরা, ওনারাই কালীনাথ বেহ্মোচারীর জাগ্রত যুবশক্তি !

ঃ মিল গিয়া, মাল মিল গিয়া...বলে কিনা, "গুরু অন্তত পঁচিশটে টাকা রিকভার করে নিই এটাকে ভেসেকটমি করিয়ে।' মদন ! আপেল খাবি, কলা খাবি...আর আমাদের সাথে ডাক্তারখানায় গিয়ে শুধু একটু কুচুং করে...নগদ পঁচিশটে টাকার বিনিময়ে...ধর্...ধর শালাকে...

...কলকেতা...আমার স্বপনের কলকেতা...এমুখে ভোঁ বাজায়ে ওমুখে সাঁড়াশি বাগায়ে ধরেছে...আমারে খোজা করবে বলে। সারাটা রাত্তির ছুটে ছুটে সব পথ হারায়ে আপনাদের কাছে এয়েছি বাবু...কুথায় হাসানাবাদ লাইন...কুথায় জোড়া-খেজুরগাছ...তেঁতুলে-বিষ্টুপুর...আমারে এট্টা পথের উপায় করেন...আমি মদন...ঈশ্বর ঘোঁতন মণ্ডলের সেজোছেলে মদন...সোন্দরের পূজারী মদন...ওরফে গেঁড়ে মদন...আমি কি খোজা হয়ে এই শহরে চিরতরে বন্দী হয়ে থাকবো ? ও-ও-ও বাবুমশায়রা...

[একটুক্ষণ অপেক্ষা করে মদন ছুটে বেরিয়ে গেল।]

প্রভাত
ফিরে
এসো

চরিত্র

ঝুমুর

সৌম্য

প্রভাত

ঝুমুরের মা

নীলুমামা

এক

[চমৎকার ফুলতোলা একটা টেবিলক্লথে ঢাকা রয়েছে ডাইনিং টেবিলটা—মাঝখানে উপচে-পড়া ফুলদানি। টেবিল ঘিরে তিনটি চেয়ার। খানিকটা দূরে আরো একটি গদিআঁটা চেয়ার, রঙবাহারি কভারে কুশনে সিংহাসনের মতো শোভা পাচ্ছে। পাশে নিচু কাশ্মিরী টেবিলের ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

ঝুমুর-সৌম্যের এই বসার ঘরখানি আজ এক বিশেষ অতিথির আপ্যায়নে বিশেষভাবে প্রস্তুত। জানালায় নতুন পর্দা। ডাইনিং টেবিলের ওপর শেড্-পরানো আলো ঝুলছে লম্বা দড়িতে। আলোটা দুলছে। ঐ সিংহাসনের মতো চেয়ারখানা কখনো আলোয় কখনো ছায়ায় ভাসছে এবং ডুবছে।

সন্ধ্যা কেবল নেমেছে। একরাশ ঝকঝকে কাঁচের বাসনেকোসন-কাঁটা-চামচ নিয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ঝুমুর। পরিধানে প্রসাধনে পরিপাটি, হাসিখুশিতে উজ্জ্বল। ডাইনিং টেবিলের ওপর দুলতে-থাকা আলোটা থামালো। বাসনপত্রগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে ঝুমুর আলতো গলায় একটা রবীন্দ্রসংগীত গুনগুন করছে।]

ঝুমুর ॥ আমি কান পেতে রই...
ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপনকথা শুনিবারে বারে বারে
আমি কান পেতে রই...
[গানের কলিটা মুখে নিয়েই ঝুমুর চট করে বাইরের দরজাটা খুলে—বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে, ফের দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই সৌম্যকে দেখতে পেল। ঝুমুর লক্ষ্য করেনি তার পিছু পিছু সৌম্যও এ ঘরে ঢুকেছে। আড়ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। চোখে মুখে ক্লান্তি আর অসন্তোষ। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে সৌম্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী যেন দেখছে।]

ঝুমুর ॥ ইস্ ! এখনো জামাকাপড় পাল্টালে না ? আচ্ছা আমাদের বাড়িতে আজ একজন অতিথি আসছে...

সৌম্য ॥ তোমার অতিথি, তোমার কাছে আসছে...

ঝুমুর ॥ বেশ তো, আমার। কিন্তু তোমার কেউ এলে তো আমি তার সামনে নোংরা ভূত সেজে ঘুরি না। যাও না লক্ষ্মীটি, চেঞ্জ করে নাও। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে প্রভাত !

সৌম্য ॥ প্রভাতের জন্যে সারাদিন দেখছি দরজায় কান পেতে বসে আছো।

ঝুমুর ॥ (সকৌতুক হাসিতে গুনগুন করে) আমি কান পেতে রই...ভ্রমর যেথা হয় বিবাগী

নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে...কোন্ ছবিতে শুনেছ বলো তো ? বলো—বলো—(সৌম্যর গলা জড়াতে গিয়ে পিছিয়ে আসে) এ মা, দড়িটা পর্যন্ত কাটেনি !

সৌম্য ॥ প্রভাত ভদ্রলোকটি কে ?

ঝুমুর ॥ (যেন শুনতে পায়নি) কে ?

সৌম্য ॥ ...কে ?

ঝুমুর ॥ (দুষ্টুমি ভরা গলায় গায়) কে সে মোর কেই বা জানে...
কিছু তার দেখি আভা...
কিছু পাই অনুমানে...
কিছু তার বুঝি না বা...(থেমে)
কতোবার বলব, প্রভাত আমার ক্লাসমেট।

সৌম্য ॥ ব্যস্ ?

ঝুমুর ॥ ব্যস্। স্কটিশ কলেজে আমাদের ক্লাসে একশো তিরিশজন ছেলে মেয়ে ছিল, তার মধ্যে প্রভাত একজন।

সৌম্য ॥ ব্যস্ ?

ঝুমুর ॥ ব্যস্।

[ঝুমুর টুকটাক এটা ওটা করছে। সৌম্য তির্যক চোখে ঐ বিশেষ চেয়ারটিকে লক্ষ্য করে।]

সৌম্য ॥ ঐ সিংহাসনটি বুঝি তার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত ?

ঝুমুর ॥ (সৌম্যর শ্লেষ গায়ে মাখে না।) ব্যানার্জিদের ড্রয়িংরুম থেকে তুলে এনেছি...

সৌম্য ॥ এই ডিনারসেট ?

ঝুমুর ॥ ওপরের বউদির...

সৌম্য ॥ পর্দা ?

ঝুমুর ॥ পর্দাও।

সৌম্য ॥ গলার হারটা ?

ঝুমুর ॥ টুসির কাছ থেকে এনেছি...হার আর দুল...ভালো লাগছে না আমাকে ? বয়েসটা যেন কতো কমে গেছে, তাই না গো ?

সৌম্য ॥ (বাঁকা গলায়) একশো তিরিশজন ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রভাত একজন। তার জন্যে বয়েস ভাঁড়াবার দরকার পড়ছে কেন ?

ঝুমুর ॥ একটা কথা বলবে ? আজ সন্ধ্যেতে চুঁচড়োয় ড্রামা কম্পিটিশানে তোমার না জাজ হয়ে যাবার কথা ছিল...লাস্ট মোমেন্টে সেটা তুমি ক্যান্সেল করলে কেন ?

সৌম্য ॥ আমার শরীর খারাপ। অতোটা স্ট্রেইন নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। কেন, বাড়ি থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে ?

ঝুমুর ॥ হচ্ছেই তো। সারাক্ষণ আমার পেছনে টিকটিক করছ কেন ? দিনভর আমার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতে স্ট্রেইন হচ্ছে না ? আরে আমার একজন পুরনো বন্ধু আজ এক যুগ বাদে আমার কাছে আসবে বলে চিঠি দিয়েছে—আমি তার জন্যে একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি...এটা তোমার অতো চিলের মতো চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণের

কী হয়েছে গো?...আমি তার জন্যে একটু চিকেন আনছি, এমনি করে দেখছে...মাছ আনছি, এমনি করে দেখছে...পুডিং বানাচ্ছি, এমনি করে...

সৌম্য ॥ হুঁ আপেলের পুডিং! বিশেষ যত্ন নিয়েই বানাতে দেখলুম...

ঝুমুর ॥ তুমি যে দেখছিলে তাও আমি দেখেছি। যে দুর্বাসার দৃষ্টি তুমি জিনিসটার ওপর ছেড়েছো, খেয়ে তার হজম হলে হয়!

সৌম্য ॥ আগেও তো কতো বন্ধুবান্ধব এসেছে, কোনোদিন দেখিনি কারও জন্যে এতো ঘটা করে সাজগোজ করতে, কোর্মা কোপ্তা পুডিং বানাতে...

ঝুমুর ॥ একটু বেশি-বেশি লাগছে! তা লাগুক। আজ তো আবার আমার জন্মদিন—

সৌম্য ॥ তোমার জন্মদিন আজ!

ঝুমুর ॥ আহা প্রভাত জানে আজ আমার জন্মদিন!

সৌম্য ॥ তোমার জন্মদিন কি একেকজন একেকরকম জানে?

ঝুমুর ॥ (একটুক্ষণ চুপ করে সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে—) রোজ সকালে বিকেলে তোমার চার মাইল করে হাঁটার কথা। মাস্ট...ডাক্তাররা বলেছেন, মাস্ট। আমাকে না খুঁচিয়ে—যাও না হেঁটে এসো না। গঙ্গার ধারে অনেক নাটকের প্লট পাবে, তুমি চুটিয়ে লিখতে পারবে...

সৌম্য ॥ (হঠাৎ ডাইনিং টেবিলের ওপর সজোর চাপড় মেরে) প্রভাত হালদার লোকটা কে?

[কাঁচের বাসনগুলো ঝনঝন করে উঠলো। ঝুমুর এতোক্ষণ যা বলছিল, সব কিছুর ওপর একটা মজা আর কৌতুকের আবরণ চাপানো ছিল। এবার সেটা খানখান হয়ে গেল।]

ঝুমুর ॥ ওকী! হঠাৎ চেঁচালে কেন? একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে ছাড়বে না! নিজের শরীর নিজে না রাখলে, দশটা ডাক্তার প্যালা দিয়েও কিছু করতে পারবে না, বুঝেছ?

সৌম্য ॥ কিন্তু তুমিই বা পরিষ্কার করে সব কিছু আমায় বলবে না কেন?

ঝুমুর ॥ তোমারই বা সবকিছুর আদ্যি নাড়িনক্ষত্র জানার জন্যে অতো বায়না কেন? (বাসনগুলো সাজাচ্ছে) পরের জিনিস...যাচ্ছিল ভেঙে! টেনশন আর টেনশন! আজকাল সব ব্যাপারেই তুমি একটুতেই অস্থির হয়ে পড়ো সৌম্য! তোমার খেয়াল রাখা উচিত যে তোমার বুকে...

সৌম্য ॥ আছে...আছে...আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে। আমার বুকের খেয়ালটা নেই তোমার! খেয়াল করো না তুমি!

ঝুমুর ॥ আমি খেয়াল করি না! আমি!

সৌম্য ॥ হ্যাঁ তুমি! তুমি! তুমিই আমার টেনশন সৃষ্টি করো—করছ!

ঝুমুর ॥ (ঠোঁট কামড়ে) তা তো বলবেই। আমি যতো চুপ করে থাকি কিনা। দিনরাত বাঁকা বাঁকা কথা বলে, কতো ঘা দেয়...আমি কক্ষনো গায়ে মাখি না...আমি হেসে উড়িয়ে দিই...মজা করে গা থেকে ঝেড়ে ফেলি কিনা...

সৌম্য ॥ হাসি মজা কিচ্ছু ভাল লাগছে না ঝুমুর। কে এই লোকটা—প্রভাত হালদার?

কোনোদিন যার নাম পর্যন্ত তোমার মুখে শুনিনি—হঠাৎ কোত্থেকে সে আজ উড়ে এলো!

ঝুমুর ॥ নাম শোনাবার দরকার হয়নি বলেই শোনোনি! কলেজ ছাড়ার পর কে কার খবর রাখছে! তাছাড়া প্রভাত অনেকদিন বিদেশে ছিল...এই দিনকুড়ি আগে দেশে ফিরেছে...

সৌম্য ॥ ফিরেই তোমার কথা মনে পড়ল?

ঝুমুর ॥ পড়লে আমি কী করব?

[ঝুমুর দরজা খুলে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে—দরজা বন্ধ করে।]

সৌম্য ॥ পড়লে তুমি কী করবে! সেদিন যখন নীল খামে তোমার কাছে প্রভাত হালদারের চিঠিটা এলো, তুমি কিছুতে আমাকে একবার পড়তে দিলে না। অদ্যাবধি দাওনি।

ঝুমুর ॥ ভালো—আমার একটা চিঠি দেখতে না পেলেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে! আমি তোমার সব চিঠি দেখছি?...প্রভাতের চিঠিটা হারিয়ে গেছে!

সৌম্য ॥ তোমার এই সব থিয়েটারি প্যাঁচপয়জার আমার ভালো লাগে না ঝুমি...

ঝুমুর ॥ (হেসে, আবার সেই কৌতুকে) সত্যি! ও মা, সে কী! একদিন না আমার থিয়েটার দেখেই নাট্যকার মশাই আমায় বিয়ে করেছিলেন! থিয়েটার ভাল লাগে না, এটা কী বললে গো? গ্রুপ থিয়েটারে আন্দোলন চলবে কার ভরসায়? আর আমরা অফিস ক্লাবের ভাড়াটে অভিনেত্রীরা...আমরা যে পথে বসে পড়ব গো। অফিস ক্লাবে রঙ মেখে সঙ সেজে কোনো রকমে পেট চালাচ্ছি...থিয়েটারের ওপর তুমি গোঁসা করো না গো...

[ঝুমুর সৌম্যর মাথার চুল ঘেঁটে দেয়। সৌম্য অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ায়।]

সৌম্য ॥ অসহ্য! সত্যি অসহ্য!

[সৌম্য বাইরে চলে যাচ্ছে]

ঝুমুর ॥ আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। সন্ধেবেলা আর গঙ্গার পাড়ে যেতে হবে না। যাক্‌গে বাবা, বলেই ফেলি প্রভাত কে! সত্যি আর কতোক্ষণই বা চেপে রাখবো? প্রভাত এসে গেলে সবই তো ফাঁস হয়ে যাবে! ইস্! তুমি যদি চুঁচড়োয় জজগিরি করতে যেতে!

[সৌম্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আবার বাইরের দিকে যাচ্ছে]

শোনো শোনো, প্রভাত হচ্ছে...

[সৌম্য ঝুমুরের দিকে ফিরে দাঁড়ায়]

প্রেসারের ওষুধটা খেয়েছ?

[সৌম্য নীরবে মাথা নাড়ে]

আশ্চর্য ছেলে বটে! আচ্ছা যেটা একবেলা না খেলে তোমার চলবে না, সেটা কী করে ভুলে যাও? সত্যি বলছি সৌম্য, নিজের শরীর নিয়ে তুমি একটা ভয়ংকর খেলা শুরু করেছ...

[ঝুমুর পাশের ঘরে যাচ্ছে। সৌম্য তার হাত টেনে ধরে।]

ওষুধটা দিই...

সৌম্য ॥ যেটা বলছিলে, বলে যাও...

ঝুমুর ॥ কী বলছিলুম ?

সৌম্য ॥ আবার !

ঝুমুর ॥ ও প্রভাত ! এখনো তোমায় বলিনি ? আমারো বটে ! বাইডায়ালগ দিতে দিতে আসল নাটক কোথায় পড়ে থাকে ! হুঁ প্রভাত ! (হেসে) মোস্ট অর্ডিনারি ছেলে গো ! বারাসত থেকে কলেজে আসতো। গায়ে মফঃস্বলী গন্ধ। মাথায় নারকোল তেল। পায়ে কাবলি জুতো। পকেটে কোঁচা। একগাল বোকা বোকা হাসি...যাই ওষুধটা নিয়ে আসি...

[ঝুমুর পা বাড়ায়, সৌম্য ঝটকা দিয়ে হাত টেনে ধরে]

বললাম তো ! আর কী বলব ? আর তো তেমন কিছু বলার মতো...(থেমে) ও হ্যাঁ, আপেলের পুডিং ভালবাসতো। আর নস্যি টানতো ! ফোঁস ফোঁস করে দু নাকে নস্যি টানতো ! বিশ্রীভাবে হাঁচতো ! ডিবেটা ছিল...(ভেবে নিয়ে) হ্যাঁ, শামুকের মতো ! নিজেও ছিল শামুকের মতো লাজুক লাজুক...

সৌম্য ॥ (চেঁচিয়ে ওঠে) বাজে কথা ছাড়ো ! প্রভাত...এই প্রভাতের সঙ্গে কী ছিল তোমার...কী সম্পর্ক ছিল...

ঝুমুর ॥ (নিরুপায় গলায়) যা বলার বলেছি, এরপর তোমার যা খুশি ভেবে নিতে পারো !

[ঝুমুর ভেতরে চলে যায়। সৌম্য একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পকেট থেকে নীলরঙের খামে ভরা প্রভাতের চিঠিটা বার করে। খামের মুখটা ছেঁড়া। ঝোলানো আলোর নিচে দাঁড়িয়ে সৌম্য চিঠিটা পড়ছে। দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে প্রভাতের চিঠিটাকেই কেবল ধরে আছে। প্রভাতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।]

প্রভাতের কণ্ঠ ॥ কে...ভাবছ বোধহয় আমি কে ? বলো তো ঝুমি, কে আমি ? আমি এক রাতের পাখি...গাই একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে...

[সৌম্য চিঠি থেকে মুখ তোলে। কপালে ঘাম জমেছে। সৌম্য অন্যমনস্ক ভাবে ঝোলানো আলোটায় হাল্কা দোলা দেয়—আর তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে থাকা সেই বিশেষ চেয়ারটার ওপর আছড়ে পড়ে আলো। দেখা যায় চেয়ারটা খালি নয়। চেয়ারটা যার জন্যে নির্দিষ্ট—সেই প্রভাত হালদার তার ওপর বসে আছে। কাবলি জুতো ধুতি সার্ট পরা প্রভাত, পকেটে কোঁচা। তার ভাবাবেগ তাকে যেন আরও বোকা বানিয়েছে।]

প্রভাত ॥ (চিঠির লেখাই আবৃত্তি করছে) ভাবছ বোধহয় কোথায় ছিলাম এতোদিন ? ছিলাম অনেকদূরে আরবদেশে সাগরতটে। কুয়েতের মরুভূমিতে তৈলখনির ঠিকাদারি নিয়ে তোমায় ভুলে ছিলাম। কিন্তু ভুলতে কি পেরেছি...ভোলা কি যায় ? কলেজের সেই চার চারটে বছর। শেখের দেশে এসে লাখ লাখ টাকা জমিয়েছি, বুকের ফাঁকাটা ফাঁকাই রয়ে গেছে ঝুমি।

[পকেট থেকে শামুকের চেহারার নস্যির ডিবেটা বার করে প্রভাত হালদার—ডিবেটার ওপর ছন্দে ছন্দে আঙুলের টোকা মারে আর সুরেলা গলায় বহুশ্রুত কবিতার ছত্র আওড়ায়।]

একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হ'লো।...স্বদেশে ফিরেই আগে তোমার

কথা মনে হ'লো—ঝুমি আমার ঝুমি। অনেক খোঁজপাতি করে তোমার চন্দননগরের ঠিকানা যোগাড় করেছি। আমি তোমায় দেখতে যাবো; ঝুমুর...পয়লা অক্টোবর সন্ধ্যায়...আমার মনে আছে, দিনটা তোমার জন্মদিন...

[ডিবে খুলে নস্যি নিয়ে লম্বা করে টানে প্রভাত। নস্যির ঝাঁঝটা উপভোগ করতে করতে সিংহাসনের মতো চেয়ারটার পিঠে মাথা রাখে।

সৌম্য এতোক্ষণ ধরে প্রভাতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।]

সৌম্য ॥ শুনুন...

প্রভাত ॥ (সচকিত হয়ে) আমায় কিছু বলছেন ?

সৌম্য ॥ (কাটা কাটা স্বরে) আপনি কি আজ আমাদের এখানে আসছেন ?

প্রভাত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—এই কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ব।

সৌম্য ॥ কেন ?

প্রভাত ॥ ঝুমিকে দেখতে। কতো দিন দেখিনি...ক-তো বচ্ছর। ঝুমির জন্যে আমার মন কেমন করছে—

সৌম্য ॥ কেমন করছে মন ?...ঝুমুর আপনার কে, যে না দেখে মন কেমন করছে ?

প্রভাত ॥ কে মানে...লজ্জা লাগছে...

[লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো প্রভাত]

সৌম্য ॥ (চিঠিটা নাড়তে নাড়তে) আপনি লিখেছেন, ভুলতে কি পেরেছি...ভোলা কি যায়...। কী ভোলার কথা বলছেন।

[প্রভাত বড় বড় চোখে সৌম্যর দিকে তাকিয়েছিল। এবার ফিক করে হেসে লজ্জায় শামুকের মতো গুটিয়ে গেল।]

সৌম্য ॥ (ধমক দেয়) হাসবেন না। বোকার মতো হাসবেন না। এদিকে তাকান। যা জিগ্যেস করছি, বলুন—

প্রভাত ॥ (নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে) ঝুমুর আমার জীবনের প্রথম...

সৌম্য ॥ প্রথম...প্রথম কী ?

প্রভাত ॥ প্রথম ইয়ে...

সৌম্য ॥ ইয়ে।

প্রভাত ॥ সত্যি। একটুও বানিয়ে বলছি না। ঝুমুরও তাই বলত। বলত...

সৌম্য ॥ কী ? কী বলত ঝুমুর ?

প্রভাত ॥ বলত প্রভাত, তুমি আমার জীবনপ্রভাতের প্রথম প্রভাত। প্রথম প্রণয়।

সৌম্য ॥ চুপ।

[প্রভাত ভয় পেয়েছে।]

সৌম্য ॥ আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন না।

প্রভাত ॥ সে কী ! ঝুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সৌম্য ॥ করুক। আপনি আসবেন না।

[বোকা প্রভাত হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে]

প্রভাত ॥ দূর মশাই, আপনার কথা আমি শুনছি। কোথায় সেই আরব কানট্রি থেকে ফিরে

এলাম ঝুমুরের টানে ! দুনিয়ার কেউ আমায় ঠেকাতে পারবে না। আমি আজ এখানে আসবই। শুধু আজ কেন, এরপর ঘন ঘন আসব—রোজ আসব...ঝুমিকে চোখের বাইরে আর আমি ছেড়ে রাখব না...রাখতে পারব না...

সৌম্য ॥ (চিৎকার করে) না, আসবেন না ! আমি বলছি আপনি এখানে আসবেন না ! শুনছেন...আমি বলছি...

[হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠে সৌম্যর। ডান বুকটা চেপে ধরে হাঁপায়। টলতে টলতে কোনো রকমে ডাইনিং টেবিল ধরে টাল সামলায়।]

প্রভাত ॥ কী...কী হ'লো আপনার সৌম্যবাবু...

সৌম্য ॥ (ডান বুকটা ঘষতে ঘষতে) বুকে...আমার বুকে...

প্রভাত ॥ বুকে যন্ত্রণা ?

সৌম্য ॥ যন্ত্রণা না। যন্ত্র মশাই...যন্ত্র ! বুকে একটা যন্ত্র বসানো আছে আমার।

প্রভাত ॥ বুকের মধ্যে যন্ত্র ! সে কী !

সৌম্য ॥ পেসমেকার বোঝেন, পেসমেকার ! যন্ত্র...একটি কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র বসানো আছে !

প্রভাত ॥ অ্যাঁ ! আপনার নিজের হার্ট কাজ করে না !

সৌম্য ॥ না। এই যন্ত্রটা দিয়ে নিজের হার্টটাকে চালু করে রাখা হয়েছে ! (ডান বুকের জামা সরিয়ে) ছুরির দাগ দেখতে পাচ্ছেন ?

প্রভাত ॥ হুঁ, জায়গাটা ফুলেও আছে।

সৌম ॥ এখানেই আছে দেশলাই মাপের ছোট্ট যন্ত্রটা...টিপে দেখুন শক্ত নুড়ি পাথরের মতো লাগবে ! এটা ধুকধুক করে চলে বলেই আমি বেঁচে রয়েছি...আমার আয়ু ভরে দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আমার প্রাণভোমরা। দেখুন তো, ভোমরাটা ঘুমিয়ে পড়েনি তো ?

প্রভাত ॥ কী সর্বনাশ। সারাক্ষণ ঐ মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আপনাকে বাঁচতে হয় ?

সৌম্য ॥ হয়। আকাশে মেঘ দেখলে আমি ডরাই, বজ্রপাতে সত্যি সত্যি বুক কেঁপে ওঠে। যদি বৈদ্যুতিক ছোবলে এটা বিকল হয়ে যায় !

প্রভাত ॥ বলছেন কী মশাই !

সৌম্য ॥ যে কোনো মুহূর্তে এটা থেমে যেতে পারে, ডেড-স্টপ !

প্রভাত ॥ (ভয়ে ভয়ে) অ্যাঁ ! আপনার কি সেইরকম মনে হচ্ছে ?

সৌম্য ॥ হচ্ছে। এটা যে গোলমাল শুরু করেছে প্রভাতবাবু। বারো বছরের গ্যারান্টি ছিল, পাঁচ বছরের মাথায় ধরা পড়েছে গোলমালটা ! রিডিং-এ ধরা পড়েছে। এখুনি এটাকে না পাল্টালে...

প্রভাত ॥ তবে আর দেরি করছেন কেন ? পাল্টে ফেলুন—

সৌম্য ॥ ফেলুন বললেই ফেলা যায় না মশাই ! ম্যাটার অব্ টুয়েনটি ফাইভ থাউজ্যান্ডস ! অন্তত পঁচিশটি হাজার টাকা...

প্রভাত ॥ টাকাটা নো ফ্যাক্টর ! জীবন আগে...

সৌম্য ॥ সেটা আপনি বলতে পারেন। কুয়েতের তেলের খনিতে আপনি টাকার খনির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু আমি একজন নাট্যকার...তায় বাংলাভাষার নাট্যকার...তায়

নন কমার্শিয়াল গ্রুপ থিয়েটারের জন্যে লিখি...পঁচিশ হাজার! কী বলছেন মশাই...পঁচিশটে টাকা রয়ালটি আদায় করতে জুতোর তলা যায় ক্ষয়ে যেত...

প্রভাত ॥ যেত কেন? এখন যায় না?

সৌম্য ॥ ডাক্তারের নিষেধ আছে।

প্রভাত ॥ রয়ালটি আদায় নিষেধ!

[প্রভাত হো হো করে হাসে।]

সৌম্য ॥ হাসবেন না মশাই। নো টেনশন! সব রকম টেনশন আমার শত্রু। লেখাটেখার প্রশ্নই ওঠে না!

প্রভাত ॥ (গম্ভীর হয়ে) কিন্তু তাহলে...

সৌম্য ॥ তাহলে কী? কেমন করে চলে? চলে অভিনেত্রী স্ত্রীর ভরসায়। অফিস ক্লাবে থিয়েটার করে ঝুমুর যা আনে...

প্রভাত ॥ ইস্! আপনার হাতে পড়ে ঝুমুরের জীবনটা দেখছি ব্যাঙের ছাতা হয়ে গেল!

সৌম্য ॥ (চমকে) অ্যাই মশাই, কী বলছেন আপনি?

প্রভাত ॥ তাই না? সে আপনাকে খাওয়াচ্ছে. আপনার চিকিচ্ছে করাচ্ছে...একটা মেয়ে আর কতো করবে।

সৌম্য ॥ আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

প্রভাত ॥ (বাঁকা গলায়) স্ত্রী।...উঁ। স্ত্রী। কী করেছেন স্ত্রীর জন্যে! কী দিয়েছেন তাকে। রুগ্ন স্বামী হয়ে তার ঘাড়ে ভর দিয়ে আছেন...এমন একটা ভাবভঙ্গি, যেন আপনার মতো মহা প্রতিভাধর দুঃস্থ নাট্যকারকে বাঁচিয়ে তোলা তার মহান কর্তব্য। আপনি ওকে একস্‌প্লয়েট করছেন!

সৌম্য ॥ চুপ। চুপ করুন। দোহাই আপনার...

প্রভাত ॥ অতো ভয় পাচ্ছেন কেন? ঝুমুর শুনতে পাবে?

সৌম্য ॥ (বুক চেপে, যন্ত্রণায় আতঙ্কে) হ্যাঁ—

প্রভাত ॥ শুনুক। আজ সময় এসেছে ঝুমির চোখ ফোটানোর। ঠিক এই কথাগুলো শোনাবো বলেই তো আমি আজ আপনাদের এখানে আসছি...

সৌম্য ॥ (ভয়ে দিশাহারা হয়ে) প্রভাতবাবু...

প্রভাত ॥ আমি ওকে বলব, না...আর না। বেরিয়ে এসো ঝুমি। ঐ লোকটার ভাঁওতায় সবকিছু নষ্ট করো না। কেন অফিস ক্লাবে পড়ে আছো? তোমার অ্যাক্টিং ট্যালেন্ট আছে, আমার টাকা আছে। টাকার জোরে তোমাকে আমি কোথায় তুলে দেবো...

সৌম্য ॥ না—না—আসবেন না...আপনি আসবেন না...আমাদের এখানে আসবেন না।

[প্রভাত হাসছে। ঝোলানো আলোটা দুলছে। আলোছায়া দ্রুত চলাচল করছে প্রভাতের ওপর।]

ঝুমির মনটা ভেঙে দেবেন না। এই যে বেঁচে আছি, সেও তো ওর ভরসায়। পাঁচ বছর আগে এই যন্ত্রটা বসানোর সময়, ঝুমিই টাকাটা যোগাড় করে এনেছিল ওর মায়ের কাছ থেকে। এবারেও ওকেই এটা পাল্টানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই! আপনি ওকে

সরিয়ে নেবেন না ! প্লীজ...

[প্রভাত হাসছে।]

বিলিভ মি, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না...এটা...এই যন্ত্রটা যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে—ডেড্-স্টপ্ !

[হঠাৎ নীরবতা নেমে আসে ঘরে, অখণ্ড নীরবতা...পাষাণের মতো ভারী নৈঃশব্দ্য। আলো স্বাভাবিক হয়। প্রভাতের চেয়ারটা খালি। ঘরের কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। সৌম্য ডাইনিং টেবিলের ওপর দু হাত ছড়িয়ে মাথা পেতে শুয়ে আছে। ওর কালো মাথা ঘিরে কাঁচের বাসনগুলো ঝিকমিক করছে। জল আর প্রেসারের বড়ি নিয়ে ঝুমুর ফিরে এলো।]

ঝুমুর ॥ কী হ'লো ? এখানে এভাবে শুয়ে পড়লে যে ! এই সৌম্য ! ওঠো, নাও, ওষুধটা খেয়ে নাও...

[সৌম্যর হাতে নীল রঙের খামেভরা চিঠিখানা দেখতে পায় ঝুমুর। চিঠিটা ছিনিয়ে নেয়।]

ঝুমুর ॥ (বিরক্ত গলায়) এটা কোথায় পেলে ?

সৌম্য ॥ (মাথা তুলে) পড়েছি।

ঝুমুর ॥ (ক্ষেপে ওঠে) কেন পড়লে ? চুরি করে অন্যের চিঠি পড়বে কেন তুমি ? কী বিশ্রী স্বভাব।

সৌম্য ॥ চিঠিটা অতি যত্নে লুকিয়ে রাখার তাহলে কারণ আছে !

ঝুমুর ॥ না থাকলে রাখব কেন ? এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে আজকাল এতো দেরিই বা হয় কেন ? তোমার সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

সৌম্য ॥ ঝুমুর।

ঝুমুর ॥ আমার নিজের বলতে কিছু থাকবে না, একার বলতে কিছু থাকবে না ? সবকিছুর ওপর দিনরাত তোমার ঐ (চোখ দেখিয়ে) সার্চলাইট দুটো ঘুরছে। উঃ ! পারছি না...সত্যি আমি আর পারছি না...

সৌম্য ॥ (বাঁকা হাসি আঁকা রয়েছে ঠোঁটে) প্রভাত তুমি আমার জীবনপ্রভাতের প্রথম প্রভাত !

[ঝুমুর দপ করে জ্বলে উঠে ক্রুদ্ধ চোখে ঘুরে তাকায় সৌম্যর দিকে]

ঐ চিঠিতে আছে ! তুমিই বলেছিলে প্রভাত হালদারকে।

ঝুমুর ॥ যদি বলেই থাকি, কী হয়েছে তাতে ?

সৌম্য ॥ কিচ্ছু না...নাথিং ! অনেক মেয়েই সেটা অনেক ছেলেকে বলতে পারে, বলে ! কিন্তু বহু বর্ষ পরে যখন সেই প্রভাতের প্রত্যাগমনের জন্যে ঘর সাজানো হয়...নিজে সাজা হয়...জন্মদিন পাল্টানো হয়... (ডান বুকটা খামচে ধরে) না, আসবে না...আসবে না প্রভাত। খবর্দার, সে যেন না আসে...না...

[ভাঙা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে সৌম্য ভেতরে চলে যায়। ঝুমুর তার নীল রঙের চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকাচ্ছে।]

ঝুমুর ॥ ঠিক জানতাম এই হবে ! চিঠিটা পড়লে তুমি এই রকমই ভেবে নেবে ! তোমার

টেনশন বাড়বে ! তাই...তাই ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, বুঝলে ? তোমার অবস্থা স্বাভাবিক হ'লে, এ সব লুকোছাপির কোনো দরকার পড়তো না ! (ঝুমুরের চোখ চিকচিক করে) প্রভাতকে আমি ভালবাসি ! হুঃ, ঐরকম একটা ন্যাকা বোকা হাঁদাকে...ভালবাসা...

[হঠাৎ চুপ করে। কান খাড়া করে বাইরে কিছু একটা শব্দ শোনে। ছুটে গিয়ে বাইরের দরজাটা খোলে। কাউকে দেখতে পায় না। দরজা বন্ধ করে ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে সৌম্যর উদ্দেশে বলে—]

কলেজ-সোস্যালে আমার অভিনয় দেখে প্রভাত হয়ে পড়েছিল আমার ফ্যান...গুণমুগ্ধ ভক্ত ! দেখতাম কলেজে সারাক্ষণ ও আমার পিছু পিছু ঘুরতো ! হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো...ফিক ফিক করে হাসতো...

[প্রভাতের গলা ভেসে এলো : 'তুমিও হাসতে।' দেখা গেল প্রভাত তার চেয়ারে বসে আছে। ঝুমুর সবেগে তেড়ে যায় প্রভাতের দিকে।]

ঝুমুর ॥ অ্যাই ! অ্যাই ! মফঃস্বলের ক্যাবলা ছেলেদের ক্যাবলামি দেখলে হাসি পায়, হাসতে হয় !

প্রভাত ॥ (লজ্জা জড়ানো ভঙ্গিতে) আহা, তুমি বুঝি তোমার বন্ধুদের কাছে বলোনি আমার কথা ?

ঝুমুর ॥ কী ? কী বলেছি আমি ?

প্রভাত ॥ বলেছিলে আমায় তুমি খুব...

ঝুমুর ॥ বাজে কথা !

প্রভাত ॥ রীণা অপর্ণারা আমাকে সব বলেছিল।

ঝুমুর ॥ ওরে বোকা, রীণা অপর্ণারা তোমার সঙ্গে মজা করত, মজা !

প্রভাত ॥ আহা, নিজে কতোদিন বসন্ত কেবিন সাঙ্গুভেলিতে আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেছে ! কতো খেয়েছে !

ঝুমুর ॥ খেয়েছি, বেশ করেছি। বারাসতে তোমার বাবার চিংড়ি মাছের কোল্ড স্টোরেজ ছিল। তুমি ক্যাশ ভেঙে প্রেম জমাতে আসতে ! খাবই তো ! অমনি ছেড়ে দেব ? আসলে তুমি তো ছিলে আমাদের মোর্গা ! কলেজের নামকরা মেয়েদের ওরকম একটা আধটা মোর্গা থাকেই।

প্রভাত ॥ ধ্যাৎ ! বরের কাছে ভালবাসার কথাটা চেপে যাচ্ছো !

ঝুমুর ॥ অ্যাই ! অ্যাই ! ভালবাসা না ছাই !

প্রভাত ॥ তাহলে তুমি আমায় তোমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেছিলে কেন ? কেবল আমাকেই ! কেন ? আমি তোমাকে রিস্টওয়াচ প্রেজেন্ট করেছিলাম বুঝি...

ঝুমুর ॥ ন্যাকামি কোরো না। সেটা মোটেই আমার জন্মদিন ছিল না। আমার নিজের ঘড়িটা হারিয়ে গিয়েছিল। নীলুমামা বকাবকি করছিল। জন্মদিনের ধোঁকা দিয়ে ঘড়িটা তোমার কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়েছিলাম।

[প্রভাত নস্যি টানতে গিয়ে হাঁচল।]

দিলো—দিলো সব নোংরা করে।

[প্রভাত পর পর হাঁচছে।]

অ্যাই ! অ্যাই !

[প্রভাত হাঁচছে।]

মনে পড়ে, তোমার ঐ শামুকের মধ্যে একদিন আমরা বন্ধুরা মিলে লঙ্কার গুঁড়ো ভরে রেখেছিলাম !

প্রভাত ॥ আমি সেদিন একশোবার হেঁচে হেঁচে...

[উপর্যুপরি হাঁচির মধ্যে প্রভাতের কথা হারিয়ে গেল।]

ঝুমুর ॥ র‍্যাগিং...র‍্যাগিং করতাম তোমাকে। ভালবাসার ভান করতাম...অভিনয় করতাম...

প্রভাত ॥ র‍্যাগিং !

ঝুমুর ॥ না তো কি, ভালবাসা ! হুঁ ! থিয়েটার ছাড়া কোনোদিন কিচ্ছু ভালবাসিনি, বুঝলে ? কলকাতা তখন থিয়েটার নিয়ে উত্তাল। নতুন থিয়েটার...রাগী থিয়েটার...দুরন্ত থিয়েটার...তখন চাবুক চালাচ্ছে ! যতো ভণ্ড নষ্ট দুষ্টকে তাক করে ! ভেঙে ফেলছে যা কিছু ঘুণধরা, যা কিছু পচা ! আর সৌম্য...ঠিক এইখানটিতে সৌম্য ! দুর্দান্ত সৌম্য...আগুন ! নাটক লেখে...নাটকের দল চালায়...সৌম্য আমার ভালবাসা...আমার প্যাশন ! (থেমে) তুমি এসব কথা বুঝবে না !

প্রভাত ॥ সত্যি ! কিচ্ছু বুঝতে পারছি না !

ঝুমুর ॥ পারছ না বলেই তো সুযোগ !

প্রভাত ॥ সুযোগ !

ঝুমুর ॥ তোমার বুকপকেটটা ফুলে আছে কেন ?

প্রভাত ॥ পকেটে টাকা আছে।

ঝুমুর ॥ এই সুযোগে ওটা আজ আমি ফাঁকা করব।

প্রভাত ॥ মানে !

ঝুমুর ॥ পঁচিশ হাজার টাকা নেব।

প্রভাত ॥ পঁ-চিশ হা-জার !

ঝুমুর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার কমে হবে না ! টাকাটা আমার পেতেই হবে...নিতেই হবে...নইলে সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে...যে কোনো মুহূর্তে ! ডেড-স্টপ !

প্রভাত ॥ টাকা ! তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি ঝুমি...

ঝুমুর ॥ জানি জানি...আজো সেই সেদিনের মতো বুদ্ধুরাম আছো জানি বলেই তো জন্মদিনের খেলাটা আবার পাতিয়েছি। এখন বলো, কখন আসবে তুমি ?

প্রভাত ॥ আসব না।

ঝুমুর ॥ অ্যাঁ !

প্রভাত ॥ তুমি তো আমার মাথায় হাত বোলাবে বলে ডাকছ !

ঝুমুর ॥ ফাজলামি রাখো। সাতটা বেজে গেছে। এতো দেরি হচ্ছে কেন ?

প্রভাত ॥ ট্যাক্সি পাচ্ছি না। অনেকদিন পরে কলকাতায় ফিরে দেখি ট্যাক্সির মিটারে সব লাল কাপড় জড়ানো !

ঝুমুর ॥ ডাবল ভাড়া দাও, কাপড় খসে যাবে। কলকাতার খেলা তুমি এখনো বুঝলে না ?

প্রভাত ॥ ডাবল ভাড়াই দিলাম...
ঝুমুর ॥ ধরেছ ট্যাক্সি ?
প্রভাত ॥ ধরলাম...
ঝুমুর ॥ আসছ ?
প্রভাত ॥ আসছি। ট্যাক্সি ছুটছে...
ঝুমুর ॥ এখন কোথায় ?
প্রভাত ॥ বালি ব্রীজ...
ঝুমুর ॥ (অসহিষ্ণু হয়ে) অনেক দূর...সে যে অনেক দূর...
প্রভাত ॥ তবে কোন্নগর...
ঝুমুর ॥ তাড়াতাড়ি এসো...
প্রভাত ॥ শেওড়াফুলি...
ঝুমুর ॥ আরো...আরো জোরে চালাতে বলো...
প্রভাত ॥ চন্দননগর...চৌমাথা...ঐ তো গঙ্গা...চন্দননগর ফেরিঘাট...এই...এই তোমার বাড়ির সামনে...এই তো...

[বাইরে মোটরের হর্ন। ঝুমুর পড়িমরি ছুটে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। ঝোলানো আলোটা দুলছে। ঘরের প্রভাত অদৃশ্য হয়। পথের প্রভাতের জন্যে অপেক্ষা করছে ঝুমুর। আলো নেভে।]

দুই

[দূরে কোথাও ঢং ঢং করে আটটার ঘণ্টা বাজছে। সেই সঙ্গে আলোকিত হয় ঝুমুর-সৌম্যর ঘর। সৌম্য ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরেছে। গালে দাড়িটাড়ি নেই। সুবিন্যস্ত হয়েছে। ঝুমুর ট্যাবলেট এগিয়ে দিল। সৌম্য খেল। পর পর কয়েক ঢোক জল খেল।]

সৌম্য ॥ আটটা বেজে গেল...
ঝুমুর ॥ তাই তো...
সৌম্য ॥ তাহলে কি আসবে না ?
ঝুমুর ॥ না না, লিখেছে যখন ঠিকই আসবে !
সৌম্য ॥ কী জানি ! কলকাতা থেকে এতোটা দূরে আসবে, এতো রাত করবে কেন ?

[ঝুমুর দরজা খুলে বাইরেটা দেখছে।]

এর পরে এলে খেয়েই চলে যাবে, কাজের কথা কিছু বলতে পারবে না। মানে টাকার কথাটা তোলার সুযোগ পাবে কি ?
ঝুমুর ॥ রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে আসছে। এদিকটায় যেন ঝুপ করে মাঝরাত নেমে আসে। পথের আলোগুলো আজো জ্বলেনি...
সৌম্য ॥ পথে জ্বললে ঘরে আলো জ্বলে না...ঘরে জ্বললে পথ অন্ধকার। হয়েছে বেশ।
ঝুমুর ॥ কিন্তু প্রভাত...প্রভাত তো কখনো এমন করে না...মানে কক্ষনো করত না। যখন

যেখানে দেখা করতে বলেছি, অন্তত ঘন্টা দুয়েক আগে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর এবার ও নিজেই আসবে লিখল...

সৌম্য ॥ তোমার ভুয়ো-জন্মদিনটা ও এখনো মনে রেখেছে!

ঝুমুর ॥ রাখবেই তো! রাখবে না? ও আমাকে ভুলবে?

সৌম্য ॥ আচ্ছা তুমি ওর চিঠির উত্তর দিয়েছ?

ঝুমুর ॥ উঁহু—

সৌম্য ॥ তাহলে আসবে না। আরে তুমি একটা চিঠি দিয়ে কনফার্ম করবে তো? সে তো বুঝতেই পারছে না—তুমি ওর চিঠিটা পেলে কি না-পেলে! কী যে করো না!

ঝুমুর ॥ আরে কোথায় উত্তর পাঠাব? তুমি তো ওর চিঠিটা পড়লে... কোনো ঠিকানা দেখতে পেলে?

সৌম্য ॥ ঠিকানা দেয়নি? কী জানি আমি অতো লক্ষ্য করিনি...

ঝুমুর ॥ কোনো ঠিকানা নেই। তার মানে, প্রভাত আমার উত্তরের তোয়াক্কাই করছে না। (হেসে) ও ঐরকমই। ভেবেছে আমি যদি আসতে বারণ করি! কোনো রিস্ক নেয়নি। আসলে আমাকে দেখার জন্যে এমন পাগল হয়েছে...

সৌম্য ॥ এতো?

ঝুমুর ॥ হ্যাঁ মশাই, এতো!

সৌম্য ॥ এতোদিন পরেও?

ঝুমুর ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই চিরপুরাতন প্রভাত। লাফ দিতে দিতে চলে আসবে, এলো ব'লে।

সৌম্য ॥ টাকাটা দেবে তো?

ঝুমুর ॥ আরে ওর কি আজ টাকার অভাব! তেলের ব্যবসার টাকা। শেখের দেশে গিয়ে শেখ বনে ফিরেছে প্রভাত...

সৌম্য ॥ আহা আমার চিকিচ্ছের জন্যে...দেবে তো?

ঝুমুর ॥ তোমার অসুখের কথা থোড়াই বলছি ওকে। আমি যা বলব সে আমার ভাবা আছে...

সৌম্য ॥ কী...কী বলবে?

ঝুমুর ॥ অ্যাক্টিং করব। গলাটা একটু ভিজে ভিজে করে নেব, অ্যাঁ? তারপর ঐখানটিতে বসিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলব—প্রভাত, সৌম্যর সঙ্গে আমার মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। আমি ওকে ডিভোর্স করতে চাই। ও ডিভোর্স দিচ্ছে না। হাজার পঁচিশেক টাকা না পেলে শয়তানটা কিছুতেই আমায় ছাড়বে না।

[সৌম্যর মুখটা কালো হয়ে ওঠে।]

সৌম্য ॥ এসব ও বিশ্বাস করবে!

ঝুমুর ॥ আরে ওর নাম প্রভাত! আমার মুখের কথা বেদবাক্য! বলব, প্রভাত...একদিন ওর লেখা নাটক দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বুঝেছি মৌলিকতা বলতে কিচ্ছু নেই ওর। সব চুরি করা। বাংলার আর পাঁচটা নাট্যকারের মতো বিদেশী লেখা থেকে চুরি করে নিজের বলে চালায়।

সৌম্য ॥ না...মোটেই না...মিথ্যে কথা ! আমি কক্ষনো চুরি করিনি !

ঝুমুর ॥ মিথ্যেই তো বলব ! বলব, আমার স্বপ্নটপ্ন সব চুরমার হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না। আর ও উঠে দাঁড়াতে পারবে না। প্রভাত,...এই হতাশা এই বঞ্চনা থেকে তুমি আমায় বার করে নিয়ে চলো...

সৌম্য ॥ (অস্বাভাবিক অস্থির গলায়) সত্যি !...সব সত্যি ঝুমি !

ঝুমুর ॥ কী হ'লো ?

সৌম্য ॥ আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারব না...আমি অকেজো হয়ে গেছি...আর আমাকে দিয়ে নাটক হবে না...কিচ্ছু হবে না ?

ঝুমুর ॥ কে বললে !

সৌম্য ॥ সবাই বলে ! তুমিও বললে !

ঝুমুর ॥ ওঃ সৌম্য ! সত্যি তোমার সঙ্গে আজকাল কথা বলা যায় না...কোনো কথাই বলা যায় না...

সৌম্য ॥ আমি বোঝার মতো তোমার ওপর চেপে আছি। তুমি পালাতে চাও। সত্যি বলো, চাও না ?

ঝুমুর ॥ সত্যি, কীভাবে যে তোমার সঙ্গে আছি... ।

সৌম্য ॥ ঐ তো...ঐ তো বলছ...

ঝুমুর ॥ বলছি না, বলিয়ে নিচ্ছ। অদ্ভুত প্যাঁচ দিয়ে যা বলার নয়—তাও বলিয়ে ছাড়ো।

সৌম্য ॥ ঝুমুর, কথাগুলো তোমার মনের কথা...সত্যি কিনা বলো...বলো...

[সৌম্য হাত দিয়ে বুক চেপে আছে।]

ঝুমুর ॥ দোহাই তোমার, হাত সরাও...

[সৌম্যর বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দেয়।]

কে বললে তোমায় দিয়ে কিছু হবে না...তুমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না...নাটক লিখতে পারবে না...এ সব ছাইপাঁশ কে ঢোকায় তোমার মাথায় ? তোমার যা হয়েছে, বহু লোকেরই হয়। এই বুকে পেসমেকার নিয়েই তারা ফুটবল খেলছে, টেনিস খেলছে, ঘোড়ায় চড়ছে, নৌকা বাইছে...কী না করছে ! মেডিকেল বুলেটিনগুলো পড়ো না ? হ্যাঁ, পেসমেকারটা গণ্ডগোল করছে ! বেশ, ওটাকে প্ল্যান্টে নেব। টাকা নিয়েও তোমাকে ভাবতে হচ্ছে না। আমাকে আমার মতো চলতে দাও। আমি তোমাকে আগের মতো করে তুলবো...তুলবোই।

সৌম্য ॥ (কাতর অসহায় গলায়) ঝুমুর...

ঝুমুর ॥ আমি তোমায় সহ্য করতে পারি না ? কী সুন্দর বললে ! তুমি জানো, তুমি যখন ঘুমোও, তোমার এখানটায় আমি কান রেখে শোনার চেষ্টা করি—যন্ত্রটা চলছে কিনা ! আমার কী মনে হয় জানো ? মনে হয় আমি আমার নিজেরই বুকে...
[ঝুমুরের দু চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। সৌম্য ঝুমুরকে কাছে টেনে নিল।]

ঝুমুর ॥ কী হয়েছে ? কিচ্ছু হয়নি তোমার। মুখ কালো করে থাকবে না। হাসো...হাসো বলছি ! (সৌম্যর বুকে মাথা রেখে ঝুমুর গুনগুন করে)...ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে বারে বারে...কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে

বারে বারে...আমি কান পেতে রই...

সৌম্য ॥ এখনো এলো না...

ঝুমুর ॥ আসবেই...

সৌম্য ॥ টাকাটা যদি নিতে পারো...

ঝুমুর ॥ যদি কি বলছ, টাকা আমার মুঠোর মধ্যে ! জানো, এই যে বস্তুটা তোমার বুকে বসানো রয়েছে...এটাও ঐ প্রভাতের টাকায় !

সৌম্য ॥ (চমকে) প্রভাতের টাকায় !

ঝুমুর ॥ হ্যাঁ, প্রভাতের !

সৌম্য ॥ এর টাকা তো তোমার মা দিয়েছিলেন !

ঝুমুর ॥ টাকাটা মা-ই দিয়েছিল, তবে প্রভাতের নামে—পরোক্ষে প্রভাত !

সৌম্য ॥ পরোক্ষে প্রভাত ! কী আবোলতাবোল বকছ !

ঝুমুর ॥ কোনোদিন তোমায় বলিনি। তুমি জানতে তোমার অসুখের নাম করে মা-র কাছ থেকে টাকাটা আমি নিয়েছিলাম। উঁহু !

সৌম্য ॥ তবে ?

ঝুমুর ॥ তোমার মনে আছে, সে সময় মাকে আমি খবর পাঠিয়েছিলাম—মা, আমার বড় বিপদ ! শিগগির এসো...

সৌম্য ॥ খবর পেয়ে তোমার মা আর তোমার নীলুমামা...

ঝুমুর ॥ পরদিনই দুপুরবেলা ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর... ?

সৌম্য ॥ তারপর ?

ঝুমুর ॥ শোনো তবে ব্যাপারটা...

[ঝুমুর-সৌম্যের চোখের ওপর ঘরের আলো পাল্টে যায়। কয়েক বছর আগের একটি দুপুর। বাইরে থেকে ঝুমুরকে ডাকতে ডাকতে মা ঢুকল। এই বিধবা ভদ্রমহিলার রূপও আছে, রুচিও আছে। পরনে দামী শাড়ি, গায়ে মটকার চাদর। দু-একটা গয়নাও আছে গায়ে। মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। এখন এই ঘরে ঝুমুর সৌম্যও রয়েছে। ওরা রয়েছে দর্শক হয়ে। ঘরের একপাশে বসে যুগলে সেই দিনটিকে দেখছে।]

মা ॥ ঝুমি...ও ঝুমি...ঝুমি তুই কোথায় রে...

[কোনো সাড়াশব্দ নেই। মা যেন কেমন অমঙ্গলের আঁচ পায়। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি ঘোরায়। ঝুমুরের নীলুমামা ঢুকল। দশাসই চেহারার বিত্তবান পুরুষ।]

নীলুমামা ॥ (হাঁপাচ্ছে) ওফ ! বাসা বাঁধার আর জায়গা পায়নি মেয়ে। শেষে চন্দননগরের এঁদো গলিতে ! ছ্যাঃ ! এ ধারের গঙ্গার হালটা দেখলে ? থিক থিক করছে নোংরা ! হ্যা-ক ! নৈহাটি কাঁকিনাড়ার জুটমিলের যত ওয়েস্টেজ...তোমার তো আবার এই গঙ্গার বারি না হলে পুজোপাঠ হয় না...হ্যা-ক...

মা ॥ ও ঝুমি, আমরা এসেছি...

নীলুমামা ॥ মেয়ে কোথায় ?

মা ॥ তাই তো ! কোনো সাড়া নেই...দুপুরবেলা...এদিকে দরজা খোলা...

নীলুমামা ॥ বাথরুমে-টুমে দ্যাখো ! কেয়ারলেস ! নাও, তাড়াতাড়ি শুনে নাও কী হয়েছে...বেশীক্ষণ এই আস্তাবলে বসতে পারব না...উঁঃ...অ্যাঁ...ছ্যাঃ...

[কথায় কথায় নীলুমামা নাক সিঁটকায়, গলা ঝাড়ে। যত রকমে পারা যায় ঘেন্না বিরক্তি ত্যাগ করে।]

মা ॥ আমার কি রকম ভয় করছে নীলু। ঝুমির কিছু হয়নি তো ?

নীলুমামা ॥ কিছু একটা না হলে লিখবে কেন, বড় বিপদ...আমায় বাঁচাও মা ! আঁশটে ঝামেলা একটা বেঁধেছে ঠিকই !

মা ॥ কী হতে পারে বলো তো ?

নীলুমামা ॥ অনেক কিছুই হতে পারে, হবেও তাই। তোমার ও সোহাগী মেয়ের কপালে অনেক আছে। ভাব করে বিয়ে করার আর ছেলে পেল না !

মা ॥ সৌম্যকে তুমি কেন যে দেখতে পারো না নীলু...

নীলুমামা ॥ না পারিনে...এইসব নাটুকে ছোঁড়াদের আমার সহ্য হয় না। থিয়েটার করে দেশোদ্ধার করা হচ্ছে ! উফ্। আজকালকার থিয়েটার...ঝাড়পিঠ ঠ্যাঙাঠেঙির আখড়া ! স্টেজে বিপ্লব হচ্ছে—রিভলিউশান ! হ্যা-ক। হরিবল্। থিয়েটার ছিল আমাদের ছেলেবেলায়...কতো রং তামাশা...

মা ॥ (আপন চিন্তায়) না, তেমন কিছু না...কি বলো ? হয়তো কোনো ব্যাপারে সৌম্যর সঙ্গে একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে...আর...

নীলুমামা ॥ ঐ একটু থেকেই এতোটা হয়। গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে আড়ায় ঝুলিয়ে রাখে ! এ সব ছেলেরা সব পারে !

মা ॥ থামো তো ! ভরদুপুরে আর কুডাক ডেকো না ! এমনিতেই আমার...

নীলুমামা ॥ ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে হাম্বা হাম্বা করে। এখনো বুঝতে পারছ না...মেয়ে জামাইতে কী নিয়ে বেধেছে ?

মা ॥ কী নিয়ে ?

নীলুমামা ॥ তোমাকে আমাকে নিয়েই বেধেছে !

মা ॥ নীলু !

নীলুমামা ॥ তোমার বড়মেয়ের বেলাতেও তাই হয়েছিল, এরও হ'লো। এইজন্যে বলেছিলুম—চেনাজানা পরিবারে মেয়ের বিয়ে দাও...যারা আমাদের দুজনের সব কথা জানে...

মা ॥ মেয়ে যা ভালো বুঝেছে করেছে...আমি আমার সুবিধে দেখতে যাবো কেন ? ঝুমি...

[মা উঠে ভেতরে যাচ্ছে।]

নীলুমামা ॥ শোনো, শুধু শুনে নেবে ব্যাপারটা কী হয়েছে। খবর্দার ওদের ব্যাপারে জড়াবে না। বুঝলে কিছু ? মোটকথা আমি ক্লীন থাকতে চাই...

[মা আঁচলে চোখ মুছে ভেতরে চলে গেল।]

নীলুমামা ॥ (বিকট গলায়) হ্যা-ক !

[এই অতীত দৃশ্যের দর্শক দুজন এবার বলছে—]

ঝুমুর ॥ (সৌম্যকে) মা ভেতরে ঢুকে দেখল...আমি কাঁদছি! ঘরের কোণে বসে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে ডুকরে ডুকরে কাঁদছি। মা কিছু বুঝতে না পেরে পাগলের মতো আমাকে জাপটে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, কী হয়েছে ঝুমি...আমাকে বল্... লক্ষ্মী মা আমার...তোর কোনো ভয় নেই, বল্। আমিও তখন বললাম...দুহাতে মা-র গলা জড়িয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে মোক্ষম চালটা ছাড়লাম...

সৌম্য ॥ মোক্ষম চালটা?

ঝুমুর ॥ প্রভাত!

সৌম্য ॥ প্রভাত!

ঝুমুর ॥ ওমা, মাগো, প্রভাত! প্রভাত!

[পাশের ঘর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল ঝুমুরের মা।]

মা ॥ (ভয়ে আতঙ্কে) নীলু! ও নীলু!

নীলুমামা ॥ কী? কী? আবার সেই তোমার-আমার ব্যাপার নিয়ে...

মা ॥ না গো না, প্রভাত।

নীলুমামা ॥ প্রভাত!

মা ॥ প্রভাত! প্রভাত বলে একটা ছেলে পড়ত না ওর সঙ্গে? মাঝে মধ্যে ঝুমির সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছে...তুমি তো দেখেছ...

নীলুমামা ॥ ও হ্যাঁ, সেই বারাসাতের ছেলেটা! মালদার ছেলে! বাপের চিংড়ি মাছের কোল্ড স্টোরেজ...

মা ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওর পেছনে ঘুরঘুর করত...ঝুমিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল!

নীলুমামা ॥ আমারো মত ছিল। ইনফ্যাক্ট প্রভাতের মতো ছেলেই ছিল তোমার মেয়ের পক্ষে আইডিয়াল! হাবাগোবা ছেলে...সাতপাঁচ নিয়ে মাথা ঘামাত না...

মা ॥ ঝুমি বলছে, প্রভাত নাকি কয়েকদিন আগে এখানে এসেছিল... ! ঝুমির কাছে পঁচিশ হাজার টাকা ডিমান্ড করে গেছে!

নীলুমামা ॥ টাকা ডিমান্ড! কীসের জন্যে!

মা ॥ শাসিয়ে গেছে যদি তাকে ঐ টাকা দেওয়া না হয়, ঝুমির যাবতীয় গোপন চিঠিপত্তর ও সৌম্যর হাতে তুলে দেবে!

নীলুমামা ॥ গোপন চিঠি! তোমার মেয়ে তাকে লাভ-লেটারস লিখত নাকি?

মা ॥ দূর দূর! মরতে ওকে লিখতে যাবে কেন? ঝুমি আর ঝুমির বন্ধুরা...ঐ রীণা অপর্ণারা ওকে নিয়ে দুষ্টুমি করত...আমিও কতো করেছি...

নীলুমামা ॥ কিন্তু মেয়ে তো বলছে গোপন চিঠি!

মা ॥ তাই তো! বলছে, চিঠি লিখত...ফটো তুলত...

নীলুমামা ॥ ইনটিমেট ফটো! তাহলে ব্যাপার-স্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছিল...

মা ॥ বাজে কথা...হতেই পারে না!

নীলুমামা ॥ না হলে প্রভাত শাসাচ্ছে কেন?

মা ॥ ও যতই শাসাক...আমার মেয়েকে আমি জানি...প্রভাতের মতো ছেলের সঙ্গে ওর কিচ্ছু হতে পারে না...

নীলুমামা ॥ মেয়ে তো বলছে হয়েছিল...

মা ॥ তাই তো বলল...কিন্তু আমি বলছি এ হতে পারে না...

নীলুমামা ॥ আচ্ছা ঢপের পাল্লায় পড়লাম তো ! যার হয়েছে সে বলছে হয়েছে...তুমি বলছ হয়নি ! হ্যাক্ ! কীর্তিকলাপ কোন্ লেভেলে পৌঁছুলে একটা বিয়ে-আলা মেয়ে নিজের মুখে নিজের ক্যারেকটার ফাঁস করে দেয়, ভাবতে পারো ?

মা ॥ প্রভাতকে টাকাটা তুমি দিয়ে দাও নীলু...

নীলুমামা ॥ টাকা !

মা ॥ পঁচিশ হাজার...

নীলুমামা ॥ বাড়ি চলো...বাড়ি চলো...

মা ॥ ও নীলু, সত্যি যদি প্রভাতের কাছে ঝুমির চিঠি ফটো থাকে...আর সে-সব যদি সৌম্যর হাতে গিয়ে পড়ে...ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে...

নীলুমামা ॥ তুমি আর তোমার মেয়ে দুটি আমার জীবনটাই নষ্ট করেছ, বুঝলে ! আজ পর্যন্ত কতো টাকা যে তোমাদের জন্যে গেল...

মা ॥ আমিও তো একেবারে নিঃস্ব ছিলাম না। ঝুমুরের বাবা কম তো রেখে যায়নি...আর সে সবই তো তোমার হাতে...

নীলুমামা ॥ (রেগে ফেটে পড়ে) তাহলে হিসেব হোক্...সে কি রেখে গিয়েছিল...আর আমি কতো ব্যয় করেছি...হ্যাক্...বিফোর দ্যাট, পঁচিশটি খোলামকুচিও আমি আর ছাড়ব না...ন্যাঃ !

মা ॥ নীলু ! আমার মেয়ে যদি আজ মরেও যেত—আমি তার মুখে আগুন দেবার জন্যেও তোমার কাছে পয়সা চাইতাম না ! কিন্তু কেলেংকারি...ও যে কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়বে নীলু ! যে জ্বালায় আমি সারাজীবন জ্বললাম, আমার মেয়েকে আমি তা ভোগ করতে দেব না...

নীলুমামা ॥ মা মেয়ে দুই সমান ! দুজনেই এক পাঠশালার ছাত্রী !

মা ॥ নীলু !

নীলুমামা ॥ তুমি আমার জীবনটা ধ্বংস করেছ, মেয়ে করল প্রভাতের জীবনটা...

[নীলুমামা বেরিয়ে যায়।]

মা ॥ (নেপথ্যে ঝুমুরের উদ্দেশে) কাঁদিসনে ঝুমি...আমার যা আছে সব যাক্, তোর কোন ক্ষতি হতে দেব না। টাকা তুই পাবি।

[মা চলে যায়।

ঘরের আলো আজকের চেহারা নেয়। ঝুমুর হাসছে।]

ঝুমুর ॥ এবার বুঝলে তো কী থেকে কী হ'লো। পরদিনই মা তোড়াবাঁধা নোটগুলি পাঠিয়ে দিল, তুমিও নার্সিংহোমে ভরতি হলে...

সৌম্য ॥ (অদ্ভুত স্থির গলায়) আর আমার বুকে ট্রেঞ্চ কেটে এই মেশিনটা পোঁতা হ'লো !

ঝুমুর ॥ (সৌম্যর ভাবান্তর খেয়ালেই আনল না।) বলো কার টাকায় ? যদিও মা-ই দিল, কিন্তু টাকাটা পেলাম কার জন্যে ?

সৌম্য ॥ প্রভাতের জন্যে !

ঝুমুর ॥ (সৌম্যর গলা জড়িয়ে) ভাগ্যিস বলো আমার জীবনে একটা প্রভাত ছিল !

সৌম্য ॥ হুঁ, কটা লোকের বউয়ের জীবনে এমন প্রভাত থাকে ! অভিনয়টা ভালই করেছিলে !

ঝুমুর ॥ খুব বেশি কিছু করতে হয়নি গো। আমি ভালোই জানতাম, কেলেংকারির আঁচ পেলেই মা নীলুমামা দুজনেই চুপসে যাবে ! তাই প্রভাতকে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনতেই...

সৌম্য ॥ তোমার মা ভেবেছিলেন প্রভাত তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে...আসলে না...প্রভাতকেই ব্ল্যাকমেইল করলে তুমি !

ঝুমুর ॥ (চমকে ওঠে) সৌম্য !

সৌম্য ॥ বেচারা প্রভাত আজও জানে না, কী সাংঘাতিক মেয়ের খপ্পরে সে পড়েছিল !

ঝুমুর ॥ (শান্ত গলায়) এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল সৌম্য ? অতো টাকা অতো তাড়াতাড়ি কোত্থেকে যোগাড় করতাম ?

সৌম্য ॥ তোমার মাকে বলতে পারতে আমার অসুখের কথা !

ঝুমুর ॥ পেতাম না...জগতের আর কোনো কারণ দেখিয়েই নীলু ঘোষের ট্যাক থেকে পাত্তি খসাতে পারতাম না ! আমি অনেক ভেবেই মোক্ষম চালটা ছেড়েছিলাম...

সৌম্য ॥ ঐ এক চালেই মাকে মারলে !

ঝুমুর ॥ কী বললে ?

সৌম্য ॥ তারপর ভদ্রমহিলা ছ মাসও বাঁচেনি !

ঝুমুর ॥ (অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে) কে কখন কেন মরবে কেউ জানে না সৌম্য। মায়ের চেয়ে ঢের বেশি আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও বহু বহু কাল অনেক লোক বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে ! আজ তুমি আমায় ক্ষেপিয়ো না।...মাকে আমি ফাঁকি দিতে চাইনি ! আমি জানতাম তুমি ভাল হয়ে উঠবে...আরো লিখবে...নাম হবে...টাকা হবে...মায়ের দেনা আমি শুধে দেব ! আমি তো বুঝিনি, তুমি মাঝ রাস্তায় আবার হুমড়ি খেয়ে পড়বে...

সৌম্য ॥ এখন তো বুঝেছ ! দয়া করে আর আমাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করো না !...ঘেন্না হচ্ছে...সত্যি ঘেন্না হচ্ছে, (ডান বুক দেখিয়ে) বুকের সিন্দুকের মধ্যে এই ফাঁকির...এই চালাকির...এই চোট্টামির ঐশ্বর্যটা বয়ে বেড়াতে গা গুলোচ্ছে !

ঝুমুর ॥ ওঃ সৌম্য ! যা করেছি আমি করেছি ! তুমি কেন নিজেকে এর মধ্যে জড়াচ্ছ !

সৌম্য ॥ খবর্দার ! প্রভাতের কাছ থেকে আজ আমার জন্যে টাকা নেবে না তুমি...

ঝুমুর ॥ তোমার জন্যে টাকা...প্রভাত সে কথা জানবে না...

সৌম্য ॥ প্রভাতের জানার কথা বলছি না, আমি যেন না জানি আবার প্রভাতকে ঠকানো হয়েছে !

ঝুমুর ॥ না ঠকিয়ে কী করব ? কতো জায়গায় হাত পেতেছি...কে দিলো সাহায্য ? অনেক ক'রে কার্শিয়াং-এ রীণাকে লিখেছিলাম। রীণার উত্তরটা সেদিন আমাকে লুকিয়ে তুমি পড়ে নিয়েছ। ওর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। দুপুরবেলা ওর কব্জিতে ছুরি মেরে আলমারি ভেঙে...থেমে) এখন প্রভাত ছাড়া...

সৌম্য ॥ প্রভাত ছাড়া...কুয়েত-ফেরত ঐ টাকার হাঁড়ি ছাড়া আর কেউ নেই! প্রভাত ছাড়া...প্রভাতের সরল বিশ্বাস...সরল ভালবাসা ছাড়া তোমার আর কোনো পুঁজি নেই!

ঝুমুর ॥ ডাক্তাররা বলেছেন, তুমি যতো যাই বলো, আমি যেন চুপ করে থাকি। সেই সুযোগটাই তুমি নাও। হয়ত বাকি জীবনটা আমাকে শুনেই যেতে হবে...জবাব দিতে পারব না...

সৌম্য ॥ কী জবাব দেবে তুমি! ওঃ, পরের বাড়ি থেকে পরের বাসন চেয়ে এনেছে...চেয়ার চেয়ে এনেছে...পরের হার...পরের দুল পরেছে...রাত্তির বেলা গঙ্গার পাড়ে ঘরে আবছা আলো জ্বালিয়ে আধখানা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে—প্রভাতকে ফাঁসাবে বলে। এ বাঁচা কি না বাঁচলে নয়! (টেবিলের ওপর থেকে ছুরিকাঁটা তুলে নিয়ে) ইচ্ছে করছে বুক খুঁড়ে উপড়ে ফেলি এই বোমাটা...যেটা যে কোনো সময় ফেটে বেরিয়ে আসবে...

[সৌম্য তার বুকের কাছাকাছি ছুরিকাঁটা নাচাতে নাচাতে পাশের ঘরে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।]

ঝুমুর ॥ সৌম্য! সৌম্য!

[বাইরের দরজায় কলিংবেল বাজছে। ঝুমুর দরজার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বার বার ঘন্টা বাজল। ঝুমুর নড়তে পারছে না। দরজা ঠেলে প্রভাত ঢুকল। আর কী আশ্চর্য, সেই একই প্রভাত। সেই একই পোশাক, একই সরল ভাবালু চেহারা। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, প্রভাত কেমন করে কালের ছোঁয়া বাঁচিয়ে থাকল? নতুন কেবল প্রভাতের হাতের ব্রীফকেসটা।]

প্রভাত ॥ (এক গাল হেসে) আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।...কী দেখছ? চিনতে পারছ না ঝুমি?

ঝুমুর ॥ পারছি, এতো বেশি পারছি যে অবাক হয়ে দেখছি! তুমি...একই রকম কী করে রয়ে গেলে প্রভাত?

[প্রভাত নিজের দিকে তাকিয়ে হাসে।]

প্রভাত ॥ একই রকম? উঁ?

ঝুমুর ॥ কতো কাল কেটে গেছে...কোন মরুভূমির দেশে দিন কাটিয়ে এলে...কতো টাকা আয় করলে...তবু সেই এক! সেই এক রকম!

প্রভাত ॥ (হেসে) সবাই তাই বলে...আমি পাল্টাইনি...

ঝুমুর ॥ বসো। কখন থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি...

[প্রভাত ঘরের চারদিক দেখছে।]

এমন সময় তুমি এলে যখন তোমাকে আর আমার দরকার নেই প্রভাত।

প্রভাত ॥ কী দরকার! আমার কাছে তোমার কী দরকার ছিল ঝুমি...

ঝুমুর ॥ একটু আগেও জানতাম প্রভাত তুমিই সব। আমার সাধ আহ্লাদ হারজিত সব...সব তোমার ওপর!

প্রভাত ॥ ঝুমুর...

ঝুমুর ॥ ভেবেছিলাম সেই আগের মতো তোমাকে ঠকিয়ে তোমার কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেব।

প্রভাত ॥ ঠকিয়ে কেন বলছ! আমি তো আজ দিতেই এসেছি!

ঝুমুর ॥ না, দরকার নেই। আর তোমাকে নিয়ে খেলা করব না। প্রভাত তুমি জানো না, তোমাকে নিয়ে কতো খেলা খেলেছি আমি...কতো চালাকি করেছি...ফাঁকি দিয়েছি...

প্রভাত ॥ কী সব বলছ ঝুমি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

ঝুমুর ॥ কেউ বোঝেনি। এতোদিন পরে ধরা পড়েছি একজনের কাছে। সৌম্য! সৌম্য আজ আমার ভেতরটা দেখতে পেয়েছে! প্রভাত, কতোদিন তোমার কাছ থেকে কতো নিয়েছি, একটা দিনও এতোটুকু ভালবাসিনি! সৌম্য কোনোদিন তোমাকে চোখেও দেখেনি, অথচ সে তোমাকে ভালবাসল! এইখানটিতে সৌম্য...সেই দরদী সৌম্য! আমি যদি ওর এক কণাও পেতাম...

প্রভাত ॥ সৌম্যবাবু তো চুঁচুড়ায় গেছেন, তাই না?

ঝুমুর ॥ যায়নি। তুমি আসছ বলে রয়ে গেছে! চুঁচুড়োর কথা তুমি জানলে কি করে?

প্রভাত ॥ চুঁচুড়োর এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম। উনি তবে বাড়িতেই, অ্যাঁ? আমি তবে চলি, অ্যাঁ?

ঝুমুর ॥ না, যাবে না। আজ বিনা প্রয়োজনে, বিনা স্বার্থে তোমার সঙ্গে কাটাবো প্রভাত, গল্প করব, তোমাকে খাওয়াব...

প্রভাত ॥ ঝুমি, তোমার জন্মদিনে দেব বলে এনেছি।

[ব্রীফকেসটা এগিয়ে দেয়]

তোমার যা দরকার তার ডবল আছে এর মধ্যে।

ঝুমুর ॥ না না...আমার জন্মদিন আজ না...প্রভাত, আমাকে উপহার দিয়ো না।

প্রভাত ॥ ঝুমুর...আমি একবার যা সত্যি বলে জানি, তাই আমার চিরসত্যি!

ঝুমুর ॥ না না, তুমি যদি কোনোদিন আমায় একটুও ভালবাসো, আজ তুমি কিছু দিয়ো না! আজ আমি তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে পারব না প্রভাত...মরে গেলেও না...

[ঝুমুর কাঁদছে। প্রভাত এখন ঝুমুরের পেছনে। পকেট থেকে একটা লম্বা সিল্কের রুমাল বার করল প্রভাত। নিপুণহাতে ঝুমুরের মুখের ওপর রুমালটা বেঁধে ফেলে। ঝুমুরের হাত দুটোয় মোক্ষম মোচড় দিয়ে মুহূর্তে নিশ্চল করে ফেলে। ভেতরের ঘরের দরজার হ্যাজবোল্ট লাগিয়ে দিয়ে ঝুমুরের গলার হার কানের দুল ছিঁড়ে খুলে ব্যাগে ভরতে থাকে।]

প্রভাত ॥ কুয়েত...তেলের খনি...লাখ লাখ টাকা...সব গপ্পোকথা! আমি এখন নিঃস্ব ফকির! বাবার কোল্ড স্টোরেজ ঘরবাড়ি সব ফুঁকে গেছে! দুনিয়ার লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমায় ভূত করে দিয়েছে। এখন এই করে খাই। ছেন্তাই রাহাজানি দিনদুপুরে চুরিচামারি। এখন এটাই আমার প্রফেশন!

[ঝুমুর বিস্ফারিত চোখে প্রভাতের কাণ্ড দেখছে।]

কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারে না। ভাবে সেই আগের প্রভাত। সেই শালা হাঁদাকেষ্ট প্রভাতটাকে সামনে রেখে আমি চেনা আধচেনা সন্দ্যচেনা লোকের ঘরে ঢুকে এই করি...এই যা যা করছি...

[পেতলের ফুলদানি আর ট্রানজিস্টার দু পকেটে ঢোকায়।]

আমাদের সঙ্গে পড়তো রীণা...গেল মাসে কার্শিয়াং-এ ওর বাড়িতেও এই কাণ্ড করেছি। ভেবেছিলাম, রীণা বুঝি পুলিসে আমার নামে ডায়েরি করবে! পরদিন শিলিগুড়ি-সংবাদে দেখলুম...ও হরি, রীণা বলেছে অজ্ঞাত পরিচয় ডাকাতের কীর্তি! এখানেও শালা, সেই আগের প্রভাতটা কলকাঠি নাড়ছে! হ্যা হ্যা! জানি তুমিও আমার নাম করবে না! নাম করেই বা কী করবে! আমার তো ঠিকানাই নেই!

[প্রভাত পালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়]

তুমি কিন্তু ভুলেও ভেবো না—আমাকে সত্যি সত্যি ভালো না বাসার জন্যে আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নিলুম! উঁহু বললাম যে, এটাই আমার প্রফেশান... জীবিকা!

[সৌম্য পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।]

চলি, সব মিলিয়ে বাণিজ্য খারাপ হ'লো না। মাসখানেক চলে যাবে! তারপর আবার কোথাও...যতদিন না ধরা পড়ি...

[প্রভাত বেরিয়ে গেল। মুখবাঁধা অবস্থায় পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে ঝুমুর। পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে সৌম্য।]

নাটকসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

নাট্যপরিচিতি

সাজানো বাগান

এ নাটক সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল 'যে ধরণের মৌলিক নাটকের জন্য আমাদের অহল্যা প্রতীক্ষা সাজানো বাগান সেই প্রার্থিত নাটক।'

'স্টেট্সম্যান' লিখেছিল, Mr Mitra has never shown greater mastery of black humour.

সাজানো বাগান 'বাঞ্ছারামের বাগান' নামে খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্রে রূপদান করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ।

বাঞ্ছারামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। পরে হিন্দী ছায়াছবিও নির্মিত হয় 'ইয়ে তো হায় জিন্দগী' নামে। ইংরেজি, অসমীয়া মারাঠী, মণিপুরী, ওড়িয়া অনেকগুলি ভাষায় 'সাজানো বাগান' অনূদিত হয়েছে। রাজিন্দর নাথ, রতন থিয়াম, প্রতিভা অগ্রবাল প্রভৃতি সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে এ নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

অশ্বত্থামা

প্রথম প্রকাশ ঃ 'বহুরূপী' শারদ সংখ্যা

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ 'অশ্বত্থামা ও তিন একাঙ্ক' নামে খ্রিস্টাব্দে। 'সাহিত্য একাডেমি'র নাট্যসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

রাজদর্শন

পুস্তকাকারে প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল । এ নাটক সম্পর্কে 'দেশ' লিখেছিল,
'এমনভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। রাজাকে দেখা, নাকি নিজেদের দেখা ?...চাকভাঙা মধু, পরবাস, অশ্বত্থামা, সাজানো বাগান থেকে এই রাজদর্শন পর্যন্ত মনোজ মিত্রের প্রতিটি নাটক আমাদের বিত্তশালী করেছে।'

Frontier-য়ের মন্তব্য ঃ A charming blending of fantasy and reality gave the play its many splendoured hues but beneath all the raillery and comic effects there stood out a message, poignant and vibrant.

এ নাটক হিন্দীতে অনুবাদ করে প্রযোজনা করেছিলেন প্রতিভা অগ্রবাল 'অনামিকা' সংস্থার পক্ষে। মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়ে বোম্বাই গণনাট্য সংঘের তরফে প্রযোজিত হয় বামন কেন্দ্রের পরিচালনায়।

দর্পণে শরৎশশী

রচনা : ১৩৩৯

প্রথম প্রকাশ : দেশ ৯ই নভেম্বর

পুনর্লিখন :

পুস্তকাকারে প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৩৯

বাংলাদেশে এ নাটকটি ঢাকার 'দেশ নাটক' দল মঞ্চস্থ করেছে ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে আলি জাকেরের নির্দেশনায়। বাংলাদেশের 'দৈনিক রূপালী' (৮ই আশ্বিন ১৩৩৯) লেখে— 'শরৎশশীর দর্পণে একশ বছর আগের বাঙালী সমাজজীবনের চিত্রই ধরা পড়েছে নিপুণভাবে। শিল্পের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতা, গভীর অনুরাগ এবং সেই সময়ের নাটকের প্রতি কিছু নিবেদিত নাট্যকর্মীর গভীর মমত্ব এবং শ্রদ্ধাবোধ এ নাটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।'

শিবের অসাধ্যি

রচনা : ১৩৩৯

এ নাটক সম্পর্কে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' লিখেছিল, 'Manoj Mitra's jokes never miss, The art is clever, there is fun all through.'

দ্য স্টেট্‌সম্যান-এর ভাষায় Manoj Mitra's play weaves a progressive fantasy.

সন্ধ্যাতারা

রচনা :

প্রকাশ : ১৩৩৯-তে প্রথমে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক' সংকলনে।

'সন্ধ্যাতারা' একাংক থেকে প্রথমে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় 'শুকসারী' নাটকে, পরে 'দম্পতি' নামের নাটকে।

টাপুর টুপুর

প্রকাশ : 'কোথায় যাব' ও 'টাপুর টুপুর' দুটি একাঙ্ক সংকলিত হয়ে ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে। পরে 'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক' সংকলনে।

মঞ্চ, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে এ নাটক বহুবার প্রদর্শিত ও প্রচারিত হয়েছে।

চোখে আঙুল দাদা

প্রকাশ : 'মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক' সংকলনে।
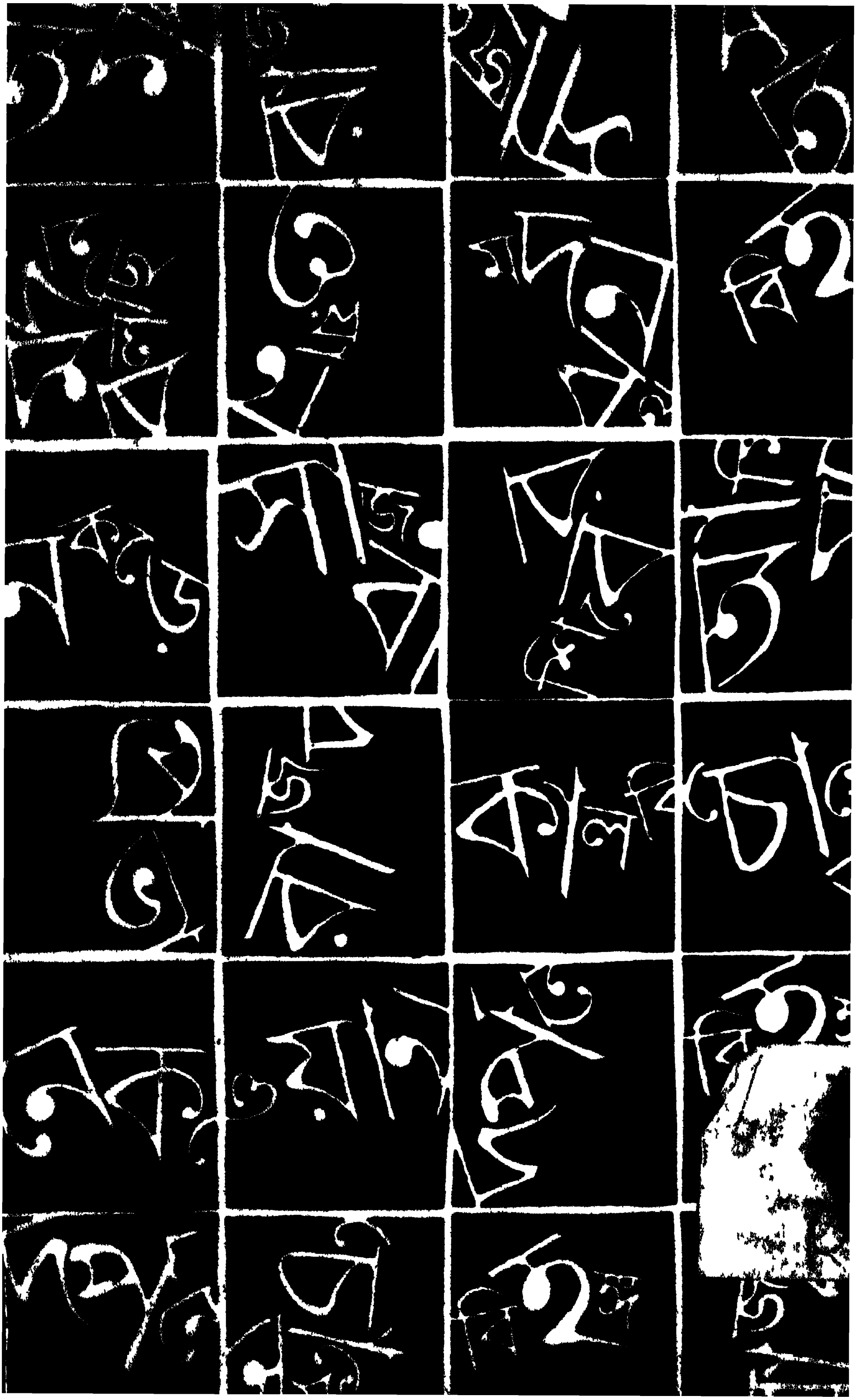
একাঙ্কটি সম্পর্কে নাট্যকার জানিয়েছেন, 'শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর একটি ছোটগল্পের অনুপ্রেরণায় 'চোখে আঙুল দাদা' লেখা হয়েছে।' প্রথম অভিনয় হয় বেতারে।